













THE CALCUTTA SANSKRIT SERIES

*Edited by*

HEMANTAKUMAR KAVYA-VYAKARANA-TARKATIRTHA

No. 26

Vol. Vii

# VĀLMĪKI-RĀMĀYANAM

( BENGAL RECENSION )

UTTARA-KĀNDAM

( বাল্মীকীয়ং )

## রামায়ণম্

( গোড়ীয়-পাঠঃ )

লোকনাথ-চক্রবর্তিকৃত-টীকয়া বঙ্গানুবাদ-পাঠান্তরাদিভিঃ সমলঙ্কৃতম্

( উত্তরকাণ্ডম্ )

শ্রীহেমন্তকুমার-কাব্য-ব্যাকরণ-তর্কতীর্থ-

ভট্টাচার্য্যেণ সংস্কৃতম্

METROPOLITAN PRINTING & PUBLISHING HOUSE, LTD.,

11, Clive Row, Calcutta.

1942

## পাঠসঙ্কলনার্থমুপাত্তয়োঃ পুস্তকয়োঃ পরিচয়ঃ

‘ক’-পুস্তকম্ ( মুদ্রিতম্ )	ইতালীবাস্তবোন্ ‘গোরেসিয়ো’মহোদয়েন প্রকাশিতম্
‘ছ’-পুস্তকম্ ( হস্তলিখিতম্ )	পঞ্চনদবিশ্ববিদ্যালয়তো লকম্ ।

## সংকেতাক্ষরাণাং পরিচয়ঃ

লো-টা—লোকনাথচক্রবর্তিকৃত মনোহরাখ্যা টীকা ।

‘ছ-টা’— নিরুক্ত-ছ-পুস্তকস্থা টিপ্পনী ।

তিঃ— তিলকটীকা ।

## নিবেদন

দীর্ঘ দ্বাদশবৎসর পরে ভগবদ্ভিষ্মায় রামায়ণের এই সংস্করণ মুদ্রায়ত্ত্বের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিল।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রখ্যাতনামা পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত অমরেশ্বর ঠাকুর এম এ, পি-এইচ-ডি, মহাশয়ের হস্তে যাহার আরম্ভ হইয়াছিল, মাদ্রাস নগণ্য ব্যক্তির হস্তে তাহার পরিসমাপ্তি নিতান্তই অপ্রত্যাশিতপূর্ব্ব। তাহার সম্পাদিত অংশ পাঠে পাঠকগণ যে পরিতৃপ্তি লাভ করিবেন, তৎপরে আমার সম্পাদনায় তাদৃশ তৃপ্তিলাভের আশা আমি করিতে পারি না ; বরং প্রতিপদেই ভুল-ভ্রান্তির আশঙ্কায় নিতান্ত সঙ্কোচের সহিত পাঠকবর্গের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হইয়া উপস্থিত হইতেছি।

রামায়ণের প্রথমার্শে মাননীয় শ্রীযুক্ত অমরেশ্বর ঠাকুর মহাশয় রামায়ণ, গোবিন্দরাজ, শিরোমণি, মহেশ্বরতীর্থ প্রভৃতির প্রাচীনটীকা হইতে সার সঙ্কলন করিয়া এবং স্বীয় অসামান্য প্রতিভাবলে আপাতপ্রতীয়মান নানা অসামঞ্জস্যের সমাধানকল্পে স্থানে স্থানে নবীন ব্যাখ্যা সংযোজন করিয়া যে ‘টীকাস্তর-সারভূষিষ্ঠ’ টিপ্পনী প্রদান করিতেছিলেন, গ্রন্থের অতিমাত্রায় কলেবরবৃদ্ধির আশঙ্কায় অনেকের আপত্তি দৃষ্টে পরে তাহা পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। সেইরূপ টিপ্পনী সংযোগ করিলে এই রামায়ণ ৮০ খণ্ডেও সমাপ্ত হইত কি না সন্দেহ।

সমর-পরিস্থিতির জ্ঞা বর্তমান ছদ্দিনে কাগজের মূল্য অসম্ভবরূপে বৃদ্ধি পাইলেও পূর্ব্বপ্রতিশ্রুতি অনুসারে ৬০ খণ্ডে সমাপ্ত করিবার ইচ্ছায় শেষের কয়েকটি খণ্ডে পত্রসংখ্যা বাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

আমাব সহকর্মী শ্রীযুক্ত রামধন কাব্য-স্মৃতিতীর্থ মহাশয় আমাকে সাহায্য করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন, সে জ্ঞা তাঁহাকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

এই রামায়ণের মুদ্রণ যখন প্রথম আরম্ভ হয়, তখন নানাকারণে লোকনাথ চক্রবর্তীর টীকা শেষ পর্য্যন্ত মুদ্রিত করা সম্ভব হইবে কি না—এইরূপ আশঙ্কা প্রকাশ করা হইয়াছিল। ভগবদ্ভিষ্মায় সমগ্র টীকাই মুদ্রিত করা সম্ভব হইয়াছে। প্রমাদপূর্ণ পুঁথি হইতে ইহার সংস্কার করিতে পরিশ্রমের ক্রটি করি নাই। পরিশ্রম

সর্বত্র সার্থক হইয়াছে একথা বলিতে পারি না। কারণ, টীকাকারের নিজেরও অনেক ত্রুটি আছে। সুপণ্ডিত পাঠকের দৃষ্টিতে তাহা অবশ্যই ধরা পড়িবে। টীকাকার সর্বজ্ঞ, বিমলবোধ, নারায়ণ নামক তিনজন প্রাচীন টীকাকারের নামোল্লেখ করিয়াছেন এবং স্থানে স্থানে তাঁহাদের ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহাতে বুঝা যায়, রামায়ণের বঙ্গীয় পাঠের আরও অন্ততঃ তিনটি টীকা লোকনাথের সময়ে প্রচলিত ছিল। বর্তমানে সেই সমস্ত টীকার কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। লোকনাথের টীকার মধ্যে বহু নূতন নূতন কোষগ্রন্থের উল্লেখ আছে। কিন্তু মেদিনীকোষের নামোল্লেখ নাই, অথচ নিরুপপদ ‘কোষ’ শব্দে প্রায় সর্বত্র মেদিনীকোষেরই সন্দর্ভ উদ্ধৃত হইয়াছে, ইহার কারণ চিস্তনীয়। টীকাকারের বাসস্থানাদি সম্পর্কে আদিকাণ্ডের ভূমিকায় আলোচনা করা হইয়াছে। তিনি চৈতন্যদেবের সমকালে যশোহর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন এবং পরে বিভাজ্ঞানার্থে নবদ্বীপে আসিয়া পরবর্তী জীবন নবদ্বীপেই অতিবাহিত করেন।

রামায়ণের আরও কয়েকটি সংস্করণ আছে। কিন্তু সেগুলি সমস্তই পাশ্চাত্য (বহ্মে-প্রদেশীয়) পাঠানুসারী। বঙ্গীয় পাঠানুসারে রামায়ণের যে সংস্করণ (মূলমাত্র) প্রায় একশত বৎসর পূর্বে ইতালিতে ‘গোরেসিও’ সাহেব প্রকাশ করিয়াছিলেন, এদেশে তাহার মুদ্রণ ইহাই প্রথম। বহুৎ গ্রন্থের দীর্ঘকালসাধ্য মুদ্রণে নানাবিধ ভুলত্রুটি ঘটাই সম্ভব। তাহা উপেক্ষা করিয়া যদি কেহ জগতের আদি কবি মহর্ষি বাল্মীকির পরিবেশিত অমৃতরস আশ্বাদনার্থে এই গ্রন্থের সমাদর করেন এবং রামায়ণের বঙ্গীয় পাঠের বৈশিষ্ট্য অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হ’ন, তাহা হইলেই কৃতার্থ হইব। ইতি—

‘কলিকাতা-সংস্কৃতাসরিঞ্চ’

রথধাত্রা—

আষাঢ়, ১৩৪২

}

শ্রীহেমশঙ্কর তর্কতীর্থ

## উত্তরকাণ্ড-সূচী

### (১) প্রথম সর্গ (৫৪৫১-৫৪৫৮ পৃঃ)

“ঋষিসমাগম”

রামচন্দ্রকে অভিনন্দিত করিবার জন্য সশিষ্য ঋষিগণের আগমন, রামকর্তৃক তাঁহাদের অচ্চনা। রাক্ষসবধ জন্ত বিশেষতঃ ইন্দ্রজিৎবধ জন্ত ঋষিগণকর্তৃক রামচন্দ্রের প্রশংসা। রামকর্তৃক ইন্দ্রজিৎবের প্রধানস্বের কাষণ জিজ্ঞাসা।

### (২) দ্বিতীয় সর্গ (৫৪৫৯-৫৪৬৫ পৃঃ)

“বৈশ্বার উৎপত্তি”

অশ্বস্তোর বাবণবংশ-বৃত্তান্ত বর্ণনারমুখে ;—সত্যযুগে তৃণবিন্দুব আশ্রমে পুলস্ত্যমুনিব তপশ্চরণ, কণ্ঠাগণকর্তৃক বিয়্যচরণ। মুনিব অভিষাপ, অজ্ঞাতশাপা তৃণবিন্দুব কন্যার তথায় আগমন ও মুনিশাপে গর্ভাচক্ষুধারণ, তদর্শনে কন্যার সাবিস্ময়ে পিতৃসমাপে আগমন। ধ্যানযোগে বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তৃণবিন্দুকর্তৃক শুশ্রূষার্থে পুলস্ত্যমুনিকে কন্যাপ্রদান। মুনিব বরে কন্যার বিশবানামক পুত্র প্রাপ্তি।

### (৩) তৃতীয় সর্গ (৫৪৬৬-৫৪৭২ পৃঃ)

“বৈশ্বার বরপ্রদান”

ভরদ্বাজমুনিব কন্যার গর্ভে বৈশ্বার পুত্রোৎপাদন, পিতামহকর্তৃক ঐ পুত্রের ‘বৈশ্বার’ নামকরণ। তপস্তা করিয়া বৈশ্বারের ধনেশ্বরত্ব ও পুষ্কররথ-প্রাপ্তি এবং পিতার আদেশে রাক্ষসগণপরিত্যক্তা লঙ্কানগরীতে বাস ও মধ্যে মধ্যে পিতার নিকট আগমন।

### (৪) চতুর্থ সর্গ (৫৪৭৩-৫৪৭৯ পৃঃ)

“শুকেশ-বরদান”

রামের প্রশ্নের উত্তরে অগস্ত্যকর্তৃক যক্ষ এবং রাক্ষসগণের উৎপত্তির বর্ণনা। কালের ভগিনী ‘ভয়র’ গর্ভে ‘হেতি’ রাক্ষসের বিদ্যাৎকেশনামক পুত্রোৎপাদন, বিদ্যাৎকেশের সহিত সালঙ্কটকটার বিবাহ, সালঙ্কটকটার গর্ভভ্যাগ ও রত্নকৌড়ায় আসক্তি। পরিত্যক্ত শিশুর রোদন ও মহাদেবের নিকট হইতে বরলাভ। বরলাভান্তে বিদ্যাৎকেশ-পুত্র শুকেশের পুরন্দরের জায় বিচরণ।



## (৫) পঞ্চম সর্গ ( ৫৪৮০-৫৪৮৮ পৃঃ )

“রাক্ষসোৎপত্তি”

‘গ্রামণী’ নামক গন্ধর্বের কন্যা দেববতীকে বিবাহ করিয়া তাহার গর্ভে সুরেশকর্তৃক মালাবান, সুমালী এবং মালী নামক রাক্ষসত্রয়ের উৎপাদন, উহাদের ত্রকার নিকট বরপ্রাপ্তি এবং বিশ্বব্রহ্মাকে বাসস্থান নিশ্চয়্য করিতে আদেশ। বিশ্বব্রহ্মার উপদেশে তাহাদের লঙ্কানগরীতে বাস, নন্দদানায়ী গন্ধর্বীর তিনকন্যাকে বিবাহ, পুত্রকন্যা লাভ এবং দেবতা ও ঋষিদিগের প্রতি অত্যাচার ও যজ্ঞধ্বংস।

## (৬) ষষ্ঠ সর্গ ( ৫৪৮৯-৫৫০২ পৃঃ )

“রাক্ষসনিষাণ”

সুরেশ-পুত্রগণকর্তৃক উৎপীড়িত দেবতা ও ঋষিগণের বিষ্ণুব নিকটে গমন। দেবতাদিগকে অভয়প্রদান পুষ্টক বিষ্ণু রাক্ষসবধ-প্রাতিজ্ঞা, ঐ প্রাতিজ্ঞা শ্রবণ কবিয়া মালাবান্ প্রভৃতিব দেবতাদিগকে বিনাশ করিবার জ্ঞাত দেবলোকে গমন ও বিষ্ণুকে অস্ত্রদ্বারা প্রহার।

## (৭) সপ্তম সর্গ ( ৫৫০৩-৫৫১৪ পৃঃ )

“মালিবধ”

বিষ্ণুকর্তৃক শবদ্বারা রাক্ষসগণের গাএচ্ছেদনপুষ্টক পাঞ্চজন্মবাদন, তৎশ্রবণে রাক্ষসগণের ভয়। রাক্ষসবধপুষ্টক বিষ্ণু শঙ্খধ্বনি, রাক্ষসগণের পলায়ন, সুমালীর সারথীর মস্তক ছেদন, মালীকর্তৃক গরুড়কে প্রহার, বিষ্ণুকর্তৃক মালীর মস্তক ছেদন। সুমালী ও মালাবান্বেব লঙ্কাভিমুখে গমন, বিষ্ণুব রাক্ষসবধ।

## (৮) অষ্টম সর্গ ( ৫৫১৫-৫৫২১ পৃঃ )

“প্রহেত্যাখ্যান”

প্রতিনিবৃত্ত মালাবান্বেব বিষ্ণুব প্রতি করুণ বাক্যপ্রয়োগ, তাহাকে বধ করিতে বিষ্ণুব প্রতিজ্ঞা, মালাবান্বেব নিষ্কপ্ত শক্তি লইয়া বিষ্ণুকর্তৃক মালাবান্বেব বক্ষে নিক্ষেপ। মালাবান্বেব বিষ্ণু এবং গরুড়কে প্রহার, গরুড়ের মালাবান্কে দূবে নিক্ষেপ, সুমালী ও মালাবান্বেব লঙ্কায় প্রস্থান, পরাজিত রাক্ষসগণের লঙ্কা পরিত্যাগ করিয়া পাতালে প্রবেশ। কুবেরের লঙ্কায় গমন।

## (৯) নবম সর্গ ( ৫৫২২-৫৫৩১ পৃঃ )

“রাবণোৎপত্তি”

সুমালীর মর্ভালোকে আগমনপুষ্টক কন্যা নৈকসার প্রতি বিশ্বব্রাহ্মকে পতিত্বে বরণ করিতে উপদেশ। কন্যার মুনিসমীপে গমন এবং তাহার নিকট পরিচয় প্রদান। ধ্যানযোগে কন্যার অভ্যপ্রায় অবগত হইয়া তৎপ্রতি মুনির আদেশ। তাহার গর্ভে দশানন, কুন্তকর্ণ, সূৰ্পণখা

ও বিভীষণের জন্ম। মাতাব আদেশে ভ্রাতৃগণের সহিত দশাননের তপশ্চা ও ব্রহ্মার নিকট হইতে ববলাভ।

### (১০) দশম সর্গ ( ৫৫৩২-৫৫৪২ পৃঃ )

“রাবণাদি-বরদান”

রামের প্রাণে অগস্ত্যকর্তৃক রাবণ প্রভৃতির তপশ্চা ও ব্রহ্মার নিকট হইতে বরলাভ এবং শ্রেষ্ঠাতকবনে গমনপূর্বক বহুকাল বাস ইত্যাদির বিস্তৃত বর্ণনা।

### (১১) একাদশ সর্গ ( ৫৫৪৩-৫৫৫২ পৃঃ )

“লঙ্কাপ্রবেশ”

রাক্ষসগণের সহিত সমাগত স্ত্রমালীর রাবণকে লঙ্কার প্রভু হইতে উপদেশ দান, কুবেরের সহিত বিরোধ করিতে রাবণের অসম্মতি, পরে প্রহস্তের কথায় রাবণকর্তৃক দূতমুখে কুবেরকে লঙ্কা পরিভাগ করিয়া যাইতে আদেশদান। পিতার আদেশে কুবেরের কৈলাস-পর্বতে গমন। রাবণের সপরিজন লঙ্কায় বাস।

### (১২) দ্বাদশ সর্গ ( ৫৫৫৩-৫৫৫৯ পৃঃ )

“ইন্দ্রজিজ্ঞাসা”

রাবণের ময়দানব-কন্যা মন্দোদরীকে বিবাহ ও শক্তি নামক অস্ত্রলাভ। কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণের যথাক্রমে বিদ্রাজ্জালা ও সরমাকে বিবাহ। মন্দোদরীর ‘মেঘনাদ’ নামক পুত্রলাভ।

### (১৩) ত্রয়োদশ সর্গ ( ৫৫৬০-৫৫৬৮ পৃঃ )

“ধনদ-প্রতিষাভা”

কুম্ভকর্ণের নিদ্রা, দশাননকর্তৃক দেবর্ষিগণের উৎপীড়ন ও নন্দনকানন-ভঞ্জন। রাবণ-সমীপে কুবেরে দূতপ্রেরণ, দূতকে ভক্ষণপূর্বক ত্রৈলোক্যবিজয়াভিলাষে রাবণের কুবেরসমীপে গমন।

### (১৪) চতুর্দশ সর্গ ( ৫৫৬৯-৫৫৭৫ পৃঃ )

“কৈলাস-যুদ্ধ”

মন্ত্রিগণের সহিত দশাননের কৈলাসপর্বতে উপস্থিতি। কুবেরের আদেশে যক্ষগণের দশাননের সহিত যুদ্ধ ও পরাভূত হইয়া পলায়নপূর্বক গুহামধ্যে প্রবেশ।

### (১৫) পঞ্চদশ সর্গ ( ৫৫৭৬-৫৫৮৪ পৃঃ )

“বৈশ্রবণ-বিজয়”

যক্ষগণ পলায়ন করিলে কুবেরের রাবণবধার্থ ‘মণিভদ্র’ নামক যক্ষকে প্রেরণ ; সে পরাজিত হইলে মন্ত্রিগণের সহিত কুবেরের গবাক্ষে আগমনপূর্বক রাবণকে ত্রিযক্ষার ও গ্রহাচার। কুবেরকে

তুপাতিত করিয়া রাবণের পুষ্পকরথ-গ্রহণ ও নিজেকে ত্রিভুবন-বিজয়ী মনে করিয়া কৈলাস-পর্বত হইতে অবতরণ।

### (১৬) ষোড়শ সর্গ ( ৫৫৮৫-৫৫৯২ পৃঃ )

#### “কৈলাসোত্তোলন”

শরবন হইতে পর্বতের নিকটবর্তী হইয়া পুষ্পকরথকে নিশ্চল দেখিয়া দশাননের চিন্তা, মহাদেবের অন্তরঙ্গ নিবৃত্ত হইতে বলিলে দশাননের পর্বতমূলদেশে গমনপূর্বক বানরমুগ নন্দীকে দেখিয়া হাস্ত। নন্দীর অভিশাপ। পর্বতোত্তোলনে চেষ্টা করিয়া বাহু পীড়িত, হওয়ায় রাবণের ভীষণ আর্তনাদ। পরে মন্ত্রিগণের উপদেশে মহাদেবকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহার নিকট হইতে ‘রাবণ’ এই নাম গ্রহণ করত পুষ্পকে আরোহণ এবং সর্বলোক বশীভূত করিয়া সর্বত্র বিচরণ।

### (১৭) সপ্তদশ সর্গ ( ৫৫৯৩-৫৬০১ পৃঃ )

#### “সীতোৎপত্তি”

রাবণকর্তৃক হিমালয়-পর্বতের বনে তপঃপরায়ণা কন্যাকে দর্শন ও তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা। কন্যার পরিচয় প্রদান। কেশাকর্ষণপূর্বক তাহাকে রাবণের ধর্ষণ। রাবণকে অভিশাপ প্রদান করিয়া অগ্নিতে প্রবেশপূর্বক সেই কন্যার পদ্যের উপবে জন্মগ্রহণ। রাবণের তাঁহাকে পুনর্বাণ গ্রহণ এবং মন্থীর উপদেশে সমুদ্রে নিক্ষেপ। তবৎকাভাবে যজ্ঞোত্তানসমীপে আসিয়া সেই কন্যার জনকের হলে উত্থান এবং ‘সীতা’ নাম গ্রহণ কবত রামকে পতিত্বে বরণ।

### (১৮) অষ্টাদশ সর্গ ( ৫৬০২-৫৬০৯ পৃঃ )

#### “মকন্তুসমাগম”

পুষ্পকরথে আরোহণপূর্বক রাবণের ‘উল্লীরবীজ’ নামক পর্বতে ‘মকন্তু’ রাজার যজ্ঞ দর্শন। রাবণকে দেখিয়া ইন্দ্র, যম, কুবের এবং বরুণের যপাক্রমে ময়ূর, কাক, কুকলাস এবং হংসরূপ ধারণ। রাবণের যজ্ঞক্ষেত্রে প্রবেশ ও মকন্তুকে পরাজয় স্বীকার করিতে আদেশ, মকন্তুর যুদ্ধোত্তম ও সঙ্কটের কথায় নিবৃত্তি, রাবণ-মন্ত্রী জয়ঃঘোষণা, ব্রহ্মর্ষিদিগকে ভক্ষণপূর্বক রাবণের প্রস্থান। দেবগণের স্ব স্ব মূর্তি ধারণ এবং ময়ূর প্রতীক বরদান ও যজ্ঞসমাপ্তি।

### (১৯) একোনিবিংশ সর্গ ( ৫৬১০-৫৬১৬ পৃঃ )

#### “অনরণ্যাবধ”

রাবণের হস্তে নৃপতিবর্গের পরাজয়, অনরণ্যের পরাজয় অস্বীকার এবং যুদ্ধ করিয়া রাবণের হস্তে নিধন।

### (২০) বিংশ সর্গ ( ৫৬১৭-৫৬২৬ পৃঃ )

#### “নশ্বদাবগাহন”

“তখন সমগ্র জগৎ কি বীরশূন্য ছিল ?” রামচন্দ্র এইরূপ প্রশ্ন করিলে অগস্ত্যের উত্তর দান ; —কৈহয়াধিপতি অর্জুনের রমণীবন্দে পরিবৃত্ত হইয়া নশ্বদানদীতে গমন, রাবণের যুদ্ধাভিলাষে

মাহিন্তী নগরীতে গমন এবং তথায় কার্তবীৰ্য্যার্জুনকে না পাইয়া নন্দনা নদীতে গমনপূর্বক অবগাহন, পুষ্পদ্বারা শিবলিঙ্গ-অর্চনা ও নৃত্য ।

### (২১) একবিংশ সর্গ ( ৫৬২৭-৫৬৪১ পৃঃ )

#### “রাবণনিগ্রহ”

কার্তবীৰ্য্যের বাহুদ্বারা বাধাপ্রাপ্ত নন্দদার জলবুদ্ধি দর্শনে রাবণের বিশ্বয় এবং শুক ও সারণকে জলবুদ্ধির কারণ অনুসন্ধান করিতে আদেশ দান । তাহাদের যুগে অর্জুনের জলবিহার-বর্ণনা শুনিয়া রাবণের অর্জুনসমীপে গমন ও তাঁহার অমাত্যদিগকে ভক্ষণ । অর্জুন প্রহস্তুকে ভূপাতিত করিলে অমাত্যগণের পলায়ন । রাবণের সহিত কার্তবীৰ্য্যার্জুনের যুদ্ধ । কার্তবীৰ্য্যার্জুনের রাবণকে বাহুদ্বারা বন্ধনপূর্বক নগরীতে প্রবেশ । রাবণের অমাত্যগণকর্তৃক প্রভুর মুক্তিপ্রতীক্ষা ।

### (২২) দ্বাবিংশ সর্গ ( ৫৬৪২-৫৬৪৬ পৃঃ )

#### “রাবণমোক্ষ”

পুলস্ত্যের উপদেশে কার্তবীৰ্য্যার্জুনের রাবণকে মুক্তিপ্রদান ও রাবণের সহিত মিত্রত্ব স্থাপন । পুলস্ত্যের ব্রহ্মলোকে গমন । রাবণের মনুষ্যদিগকে উৎপীড়নপূর্বক পৃথিবীতে বিচরণ ।

### (২৩) ত্রয়োবিংশ সর্গ ( ৫৬৪৭-৫৬৫৬ পৃঃ )

#### “রাবণসখ্য”

রাবণের কিক্ষিক্যা-নগরীতে গমন, বাণীকে যুদ্ধার্থ আহ্বান, বানরমন্ত্রী তারের উত্তর । বাণীর হস্তে রাবণের নিগ্রহ, রাবণকে মুক্তিদান করিয়া উপহাসপূর্বক বাণীর প্রশ্ন, রাবণের উত্তর প্রদান ও বাণীর সহিত বন্ধুত্ব ।

### (২৪) চতুর্বিংশ সর্গ ( ৫৬৫৭-৫৬৬৩ )

#### “নারদসমাগম”

মনুষ্যদিগকে বধ না করিয়া যমকে বধ করিতে রাবণের প্রতি নারদের উপদেশ । নারদের কথায় যমকে বধ করিবার জন্য রাবণের দক্ষিণদিকে গমন । যুদ্ধ দেখিবার জন্য নারদের উৎসাহ ।

### (২৫) পঞ্চবিংশ সর্গ ( ৫৬৬৪-৫৬৭২ পৃঃ )

#### “বৈবস্বতবলবিধ্বংস”

নারদের সমালয়ে গমন, তাঁহাকে যমের অত্যাচার ও আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা । নারদের উত্তর । রাবণের যমপুরীতে গমন ও শাস্তিপ্রাপ্ত জীবদিগকে মুক্তিদান । যমের অনুচরগণের দশাননকে আক্রমণ ও পুষ্পকরথ-ভঞ্জন, ব্রহ্মভেজে পুষ্পকরথের পূর্বাবস্থাপ্রাপ্তি । যমরাজের সেনাগণ রাবণের অমাত্যগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া রাবণকে প্রহার করিলে রাবণের ঘোরভর শব্দে নিদ্রা ।

(২৬) ষড় বিংশ সর্গ ( ৫৬৭৩-৫৬৮৩ পৃঃ )  
“যমবিজয়”

মৃত্যুর সহিত যমকে আসিতে দেখিয়া রাবণের অমাত্যগণের পলায়ন। যম ও রাবণের তুমুল যুদ্ধ, রাবণকে বধ করিতে উদ্ভূত যমকে ব্রহ্মার নিবারণ, যমের পলায়নপূর্বক নারদের সহিত স্বর্গে গমন।

(২৭) সপ্তবিংশ সর্গ ( ৫৬৮৪-৫৬৯৪ পৃঃ )  
“রসাতলবিজয়”

যমপুরী হইতে নিষ্ক্রান্ত রাবণের পাতালে প্রবেশ, তথায় নাগপুরী জয় করিয়া মণিবতী পুরীতে গমন এবং একবৎসরেরও অধিককাল যুদ্ধ করিয়া ব্রহ্মার কথায় নিবাত-কবচদিগের সহিত মিত্রতা। দৈত্যগণের নিকট দশাননের একশত মায়া লাভ, বরুণালয়ে সুরভি দর্শন এবং তথায় প্রবেশ। বরুণদেবের পুত্রগণের সহিত রাবণের তুমুল যুদ্ধ, বরুণ-পুত্রগণের পরাভব, বরুণকে না দেখিয়া রাবণের বরুণালয় হইতে নিষ্করণ। মহোদরকর্তৃক জয়ঘোষণা, ব্রাহ্মসগণের লঙ্কায় গমন।

(২৮) অষ্টাবিংশ সর্গ ( ৫৬৯৫-৫৭০৭ পৃঃ )  
“বলিদর্শন”

রাবণের কথায় প্রহস্তের অশ্বিনগরে রমণীয় গৃহে প্রবেশপূর্বক ‘পুরুষ’ দর্শন। প্রহস্তের আগমন ও রাবণের তথায় প্রবেশ। রাবণের ‘বলি’দর্শন ও তাঁহাকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে ইচ্ছা। বলিকর্তৃক বিষুর স্বরূপ বর্ণন। রাবণের বরুণলোক হইতে প্রত্যাবর্তন।

(২৯) একোনত্রিংশ সর্গ ( ৫৭০৮-৫৭২০ পৃঃ )  
“মাকাত্ত-রাবণযুদ্ধ”

রাবণের চন্দ্রলোকাভিমুখে গমন ও পথিমধ্যে পর্ষত-ঋষির নিকট হইতে স্মৃতিভাগী লোকদিগের পরিচয় শ্রবণ। রাবণকর্তৃক যুদ্ধযোগ্য ব্যক্তির আবেষণ। মাকাত্তার তথায় আগমন এবং যুদ্ধার্থী রাবণের সহিত যুদ্ধ। মাকাত্তা পাণ্ডপত-মহাস্ত্র নিক্ষেপ করিলে পুলস্ত্য ও গালবের আগমন এবং ভৎসনাবাক্যদ্বারা উভয়কে নিবারণ।

[ এই সর্গে ২৫-২৭ নং অনুবাদে ‘বিমানারোহণে’ স্থলে ‘রথারোহণে’ হইবে। ]

(৩০) ত্রিংশ সর্গ ( ৫৭২১-৫৭৩০ পৃঃ )  
“ব্রহ্মপ্রোক্ত মহাস্তব”

রাবণ বায়ুপথ অতিক্রম করিয়া চন্দ্রমণ্ডলে গমনপূর্বক চন্দ্রকে পীড়ন করিতে উদ্ভূত হইলে তাহাকে বারণপূর্বক ব্রহ্মার মন্ত্রদান।

## (৩১) একত্রিংশ সর্গ ( ৫৭৩১-৫৭৪৪ পৃঃ )

“মহাপুরুষ-দর্শন”

বরপ্রাপ্ত দশাননের মন্ত্রিগণ সহ পশ্চিম-সমুদ্রে আসিয়া দ্বীপমধ্যে পুরুষদর্শন, যুদ্ধাকাজ্জা করিয়া তাহাকে গ্রহণ। রাবণকে ভূপাতিত করিয়া সেই পুরুষের পাভালমধ্যে প্রবেশ। রাবণের বিবরমধ্যে প্রবেশ এবং সেই বীর-পুরুষকে ও তৎসদৃশ অপর তিনকোটি পুরুষকে দর্শন করত বহির্গত হইয়া শয্যাশায়ী অপর একটা পুরুষের শরীরে ত্রিভুবন দর্শন। রামচন্দ্রের প্রোঞ্জে অগস্ত্যাকত্বক সেই পুরুষ-সকলের পরিচয় প্রদান।

## (৩২) দ্বাত্রিংশ সর্গ ( ৫৭৪৫-৫৭৫৩ পৃঃ )

“জ্যৌপরিদেবন”

প্রত্যাবর্তনপথে রাবণকত্বক বিমানমধ্যে কন্যাগণের অবরোধ এবং তাহাদের বিলাপবাক্য শ্রুতিতে শুনিতে রাবণের লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ। বিধবা হইয়া শূর্ণগথার রাবণসমীপে পতন এবং তাহাকে তিবদ্ধাব। শূর্ণগথাকে সায়না-দানপূর্বক থরসমীপে অবস্থান করিতে রাবণের উপদেশ। থরের দণ্ডকাবণো প্রবেশ, শূর্ণগথার তথায় বাস।

## (৩৩) ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ ( ৫৭৫৪-৫৭৬৪ পৃঃ )

“মধুপুর-গমন”

রাবণের নিকৃষ্টিলায় প্রবেশ এবং যজ্ঞনিরত মেঘনাদকে দর্শন। মেঘনাদের বরলাভের বিষয় রাবণসমীপে স্তোত্রাচার্যের বর্ণনা। মেঘনাদকে যজ্ঞ করিতে নিষেধ করিয়া তাহার এবং বিভীষণের সহিত রাবণের স্বগৃহে প্রবেশ, রমণীদিগকে বিমান হইতে অবতারণ। কন্যাগণকে দেখিয়া এবং তাহাদের কথা শুনিয়া রাবণসমীপে বিভীষণের ‘মধু’নামক অস্ত্রবজ্রক কুন্তীনদী-হরণের বর্ণনা। ‘মধু’কে বধ করিবার জন্য রাবণের মধুপুরে যাত্রা। কুন্তীনদীর বরপ্রার্থনা, তাহাকে অভয় দানপূর্বক ‘মধু’র আতিথ্য গ্রহণ করিয়া রাবণের কৈলাসপর্বতে গমন।

[ এই সর্গের অন্তিমাদে ‘মধুরাক্ষস’ স্থলে ‘মধুদৈত্য’ হইবে। ]

## (৩৪) চতুস্ত্রিংশ সর্গ ( ৫৭৬৫-৫৭৭৬ পৃঃ )

“নলকুবর-শাপ”

পর্বতশিখরে উপবিষ্ট রাবণের নলকুবর-সমীপে গমনকারিণী রম্ভাকে দর্শন ও বলপূর্বক ধর্ষণ। রম্ভার নলকুবরসমীপে গমন, তাহার প্রতি বলাৎকারের বিষয় অবগত হইয়া নলকুবরের রাবণকে অভিশাপ প্রদান। অভিশাপ পরিজ্ঞাত হইয়া রাবণের তদবধি অকামা রমণীতে যৈথুন বর্জন।

[ এই সর্গে ৫৭৭০ পৃষ্ঠায় অন্তিমাদে শেষ পংক্তিতে ‘আশক্তি’ স্থলে ‘আসক্তি’ হইবে। ]

## (৩৫) পঞ্চত্রিংশ সর্গ ( ৫৭৭৭-৫৭৮৬ পৃঃ )

“সুমালিবধ”

কৈলাসপর্বত অতিক্রম করিয়া রাবণের ইন্দ্রলোকে গমন। ইন্দ্র ভীত হইয়া প্রতিকারার্থ বিশ্বসমীপে গমন করিলে বিশ্বর যুদ্ধ করিতে উপদেশ দান। রাবণের মাতামহ রাক্ষস সুমালীর নিশাচরগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সৈন্যামধ্যে প্রবেশ। সুমালী ও বসুর ভীষণ সংগ্রাম। বসুর গদাপ্রহারে সুমালী ভস্মীভূত হইলে রাক্ষসগণের পলায়ন।

## (৩৬) ষট্‌ত্রিংশ সর্গ ( ৫৭৮৭-৫৭৯৭ পৃঃ )

“ইন্দ্র-রাবণের দ্বৈরথ”

পলায়নপর রাক্ষসগণকে প্রত্যানয়নপূর্বক সৈন্যাত্মিমুখে মেঘনাদকে আসিতে দেখিয়া দেবগণেব পলায়ন। ইন্দ্রের দেবগণকে অভয় দান, দেবগণ-পরিবেষ্টিত ইন্দ্রপুত্র জয়ন্তের সহিত মেঘনাদের যুদ্ধ। ‘পুলোমা’নামক দৈত্যরাজের জয়ন্তকে লইয়া পাতালপুরে প্রবেশ। জয়ন্তকে না দেখিয়া ভয়ান্ত দেবগণের পলায়ন। মেঘনাদের দেবগণের পশ্চাৎ ধাবন। যুদ্ধক্ষেত্রে দেবগণের সহিত দেবেজের গমন, মেঘনাদকে বারণপূর্বক রাবণের যুদ্ধারম্ভ। রাক্ষসদিগের সহিত দেবগণের ভীষণ যুদ্ধ। রাক্ষসদিগকে নিহত দেখিয়া রাবণের ইন্দ্রের প্রতি ধাবন। ইন্দ্র এবং রাবণের বাণবর্ষণে সমস্ত জগতে অন্ধকারের উদ্ভব।

## (৩৭) সপ্তত্রিংশ সর্গ ( ৫৭৯৮-৫৮০৬ পৃঃ )

“ইন্দ্রগ্রহণ”

সমস্ত সৈন্য নিহত দেখিয়া সারথির প্রতি রাবণের উদয়-পর্বতে যাইতে আদেশ। রাবণকে বন্দী করিবার জন্য দেবগণের উত্তোগ। মেঘনাদকর্তৃক মায়াপ্রভাবে ইন্দ্রকে বন্ধন এবং নিষ্কপৈন্যামধ্যে আনয়ন। গ্রহাণু-জর্জরিত রাবণকে যুদ্ধ পরিত্যাগ করিতে মেঘনাদের অমরোষ। ইন্দ্রবিহীন দেবগণের প্রস্থান। ইন্দ্রকে লইয়া মেঘনাদের স্বর্গে গমন।

## (৩৮) অষ্টাত্রিংশ সর্গ ( ৫৮০৭-৫৮৩১ পৃঃ )

“হনুমানের হনুত্বগুন”

ব্রহ্মার লঙ্কায় আগমন এবং রাবণকে প্রশংসাপূর্বক তাহার নিকট ইন্দ্রের যুক্তিপ্ৰার্থনা ও মেঘনাদকে “ইন্দ্রজিৎ” নাম প্রদান। সন্ধিপূর্বক ইন্দ্রজিৎের ইন্দ্রকে যুক্তি দান। ইন্দ্রকে বিষয় দেখিয়া ব্রহ্মার গৌতমশাপ-বর্ণনা এবং বিশ্বযজ্ঞ করিতে উপদেশ দান। যজ্ঞ করিয়া পুনরায় ইন্দ্রের দেবলোক-শাসন। হনুমানের চরিত্রবর্ণনে রাম ইচ্ছা প্রকাশ করিলে অগস্ত্যের হনুমচরিত্র-বর্ণনা। অজ্ঞানার গর্ভে কেশরীর ওরসে হনুমানের জন্ম এবং সূর্য্যাকে ফল মনে করিয়া গ্রাস করিবার উদ্ভম। ইন্দ্রের বজ্রপ্রহারে হনুমানের হনুত্বগুন।

## (৩৯) উনচত্বারিংশ সর্গ ( ৫৮৩২-৫৮৩৬ পৃঃ )

“হুম্মধরপ্রদান”

ব্রহ্মার করম্পর্শে হুম্মানের জীবনলাভ । ব্রহ্মার উপদেশে দেবগণের হুম্মানকে বর-প্রদান । হুম্মানের সম্বন্ধে বায়ুর নিকট ব্রহ্মার ভবিষ্যদ্বাণী ।

## (৪০) চত্বারিংশ সর্গ ( ৫৮৩৭-৫৮৪২ )

“ঋষিপ্রয়াণ”

দেবগণ বিদায় লইলে অঞ্জনার নিকট পুত্রের বরলাভবৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া পদনদেবের বহির্গমন । বলদৃশ্ত হুম্মানের উৎপীড়নে উৎপীড়িত মহর্ষিগণের অভিশাপ । হুম্মানের সহিত সূত্রীবেবের সখ্য । হুম্মানের স্বর্ঘ্যের নিকট ব্যাকরণ-শিক্ষার কথা এবং তাঁহার প্রশংসা । মুনিগণ স্ব স্ব স্থানে গমন করিলে রামচন্দ্রের অন্তঃপুরে প্রবেশ ।

## (৪১) একচত্বারিংশ সর্গ ( ৫৮৪৩-৫৮৪৮ পৃঃ )

“প্রকৃতিসমাগম”

প্রভাতে বৈতালিকগণের বন্দনাগান । রামচন্দ্রের শয্যাভাগ এবং স্নানাদিক্রিয়া সমাপ্ত করিয়া রাজসভায় উপবেশনপূর্বক মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণা । সভামধ্যে পৌরজনগণের নানাবিধ পৌরালিক গাথার আলোচনা । রামচন্দ্রের রাজকাব্য-সম্পাদন ।

## (৪২) দ্বিচত্বারিংশ সর্গ ( ৫৮৪৯-৫৮৬০ পৃঃ )

“রাজসংপ্রেষণ”

রামচন্দ্রের ধন-রত্নাদিধারা রাজগণকে সম্মানিত করিয়া বিদায় দান । রাজগণপ্রদত্ত রত্নসম্ভার লইয়া ভরতপ্রভৃতির অযোধ্যায় প্রত্যাগমনপূর্বক রামচন্দ্রকে অর্পণ । রামচন্দ্রের সূত্রীব, বিভীষণ এবং বানরদিগকে ঐ সমস্ত রত্নসম্ভার প্রদান, অঙ্গদ ও হুম্মানের শরীরে অলঙ্কারসমূহ পরিধান, অঙ্গ বানরদিগের প্রতি সুমধুর সম্ভাষণ এবং বস্ত্রাদি প্রদান । বানর ও রাক্ষসদিগের সখে শীতঋতুর দ্বিতীয়মাস যাপন ।

## (৪৩) ত্রিচত্বারিংশ সর্গ ( ৫৮৬১-৬৮৬৬ পৃঃ )

“রাক্ষসসংপ্রেষণ”

রামচন্দ্র সূত্রীবকে কিক্কিঙ্ক্যানগরে এবং বিভীষণকে লঙ্কানগরীতে গমন করিতে বলিলে বানরগণকর্তৃক তাঁহার প্রশংসা । হুম্মানের বরলাভ । বানর ও রাক্ষসগণের স্ব স্ব গৃহে গমন ।

## (৪৪) চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ ( ৫৮৬৭-৫৮৭১ পৃঃ )

“পুষ্পক-প্রত্যাগমন”

অপরাহ্ন সময়ে রামচন্দ্রের আকাশবাণী শ্রবণ । কুবেরের আদেশে পুষ্পকরথের আগমন, রামচন্দ্রকর্তৃক অর্চনা ও পুষ্পকরথের গমন । ভরতের সুমধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্রের আনন্দ ।



(৪৫) পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ ( ৫৮৭২-৫৮৭৯ পৃঃ )

“সীতা-দোহদ”

রামচন্দ্রের [অযোধ্যাংশ] অশোকবনে প্রবেশ। অশোকবন-বর্ণনা। সীতার সহিত রামচন্দ্রের বিহার। সীতার গর্ভ। সীতা তপোবন গমনে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে রামের প্রতিশ্রুতি দান।

(৪৬) ষট্চত্বারিংশ সর্গ ( ৫৮৮০-৫৮৮৪ পৃঃ )

“ভদ্রবাক্য”

“আমাদের সম্বন্ধে লোকেরা কিরূপ সমালোচনা করে?” বন্ধুগণের প্রতি রামচন্দ্রের এইরূপ প্রশ্ন। ‘সীতাকে গ্রহণ করায় লোকে নিন্দা করে,’ ভদ্রের মুখে এই কথা শুনিয়া রামচন্দ্রের চিন্তা এবং বন্ধুগণকে বিদায় দান।

(৪৭) সপ্তচত্বারিংশ সর্গ ( ৫৮৮৫-৫৮৮৯ পৃঃ )

“ভ্রাতৃগণের আহ্বান”

দৌবারিকদ্বারা রামচন্দ্র ভ্রাতৃগণকে আহ্বান করিলে ভ্রাতৃগণের আগমন এবং রামচন্দ্রের আদেশ শুনিবার জন্ত উদ্বেগ।

(৪৮) অষ্টচত্বারিংশ সর্গ ( ৫৮৯০-৫৮৯৪ পৃঃ )

“রামবাক্য”

সীতাকে নিষ্পাপা জানিয়াও লোকনিন্দাভয়ে তাহাকে বিজন অরণ্যে পরিত্যাগ করিবার ভক্ত লক্ষণের প্রতি রামচন্দ্রের আদেশ।

(৪৯) একোনপঞ্চাশ সর্গ ( ৫৮৯৫-৫৯০৫ পৃঃ )

“লক্ষণবাক্য”

লক্ষণের আদেশে স্তম্ভের রথানয়ন, সীতাকে রথে আরোহণ করাইয়া লক্ষণের প্রস্থান। পথিমধ্যে সীতাদেবীর অন্তঃলক্ষণ দর্শন ও বাটীস্থ সকলের ভক্ত উৎকণ্ঠা। তাঁহাদের গোমতীতীরস্থ আশ্রমে রাতিয়াপন, ভগীর্থীদর্শনে লক্ষণকে রোদন করিতে দেখিয়া সীতার প্রশ্ন। নৌকায় সীতাকে গঙ্গা পার করাইয়া তাঁহার প্রতি লক্ষণের “আপনাকে মহারাজ পরিত্যাগ করিয়াছেন, আপনি বান্দ্যাকির আশ্রমে বাস করুন” এইরূপ উক্তি।

(৫০) পঞ্চাশ সর্গ ( ৫৯০৬-৫৯১১ পৃঃ )

“লক্ষণ-প্রত্যাবর্তন”

লক্ষণের কথা শুনিয়া সীতার ভূতলে পতন এবং বিলাপ। সীতাকে প্রদক্ষিণ করত নৌকারোহণপূর্বক গঙ্গা পার হইয়া লক্ষণের পুনরায় রথে আরোহণ। লক্ষণকে পুনঃ পুনঃ দর্শনপূর্বক সীতার উচ্চৈঃস্বরে রোদন।

## (৫১) একপঞ্চাশ সর্গ ( ৫১২-৫১৬ পৃঃ )

“বান্ধীকিদর্শন”

মুনিবালকদের মুখে শীতার কথা শুনিয়া জ্ঞানবলে সমস্ত অবগত হইয়া বান্ধীকির সীতাসমীপে গমনপূর্বক তাঁহাকে সান্নিধ্যপ্রদান এবং তাপসীগণের হস্তে শীতার প্রতিপালন-ভার প্রদান করিয়া আশ্রমে প্রত্যাবর্তন।

## (৫২) দ্বিপঞ্চাশ সর্গ ( ৫১৭-৫২১ পৃঃ )

“লক্ষণসস্তাপ”

পথিমধ্যে লক্ষণকে সস্তাপ করিতে দেখিয়া তাঁহার নিকট স্নানদেহ—দুর্দাসা ও দশরথের আলাপপ্রসঙ্গে পূর্বশ্রুত বৃত্তান্তের বর্ণনা।

## (৫৩) ত্রিপঞ্চাশ সর্গ ( ৫২২-৫২৬ পৃঃ )

“হৃতবাক্য”

দশরথের প্রশ্নের উত্তরে দুর্দাসা যে সমস্ত ভবিষ্যদ্বা্ত্য বলিয়াছিলেন, লক্ষণসমীপে স্মরণকর্তৃক তাহার বিস্তারিত বর্ণনা।

## (৫৪) চতুঃপঞ্চাশ সর্গ ( ৫২৭-৫৩০ পৃঃ )

“রামাশ্বাসন”

কোশলনগরীতে এক রাত্রি বাস করিয়া পরদিন দ্বিপ্রহর সময়ে লক্ষণেব অযোধ্যায় আগমন এবং রামসমীপে গমন। দীনভাবাপন্ন রামচন্দ্রকে লক্ষণের আশ্বাসপ্রদান, রামচন্দ্রের প্রীতি।

## (৫৫) পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ ( ৫৩১-৫৩৬ পৃঃ )

“নৃগশাপ”

রাজকাৰ্য্য করিতে ইচ্ছুক হইয়া লক্ষণের নিকট রামকর্তৃক ‘নৃগ’রাজার প্রতি বিবদমান ত্রাক্ষণদ্বয়ের শাপদানের বৃত্তান্ত-বর্ণনা।

## (৫৬) ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ ( ৫৩৭-৫৪১ পৃঃ )

“নৃগোপাখ্যান”

লক্ষণের প্রশ্নে রামকর্তৃক অভিশপ্ত নৃগের পরবর্তী কাৰ্য্য-বর্ণনা এবং রাজকাৰ্য্যের অবশ্র-কর্তব্যতা কীৰ্ত্তন।

## (৫৭) সপ্তপঞ্চাশ সর্গ ( ৫৪২-৫৪৬ পৃঃ )

“নিমি এবং বশিষ্ঠের পরস্পর শাপপ্রদান”

প্রসঙ্গতঃ রামকর্তৃক নিমির উপাখ্যান ও যযাতির উপাখ্যান বর্ণনা;—মহারাজ নিমি ‘বৈজয়ন্ত’ নামক নগরী নির্মাণ করিয়া দীর্ঘকালসাধ্য যজ্ঞে বশিষ্ঠকে বরণ করিতে ইচ্ছুক হইলে

‘প্রতীক্ষা কর’ এই বলিয়া বশিষ্ঠের ইন্দ্রযজ্ঞ সম্পাদনার্থে গমন। গৌতমকে ঋত্বিকপদে বরণ করিয়া নিমির যজ্ঞারম্ভ। ইন্দ্রযজ্ঞ সম্পাদন করিয়া বশিষ্ঠের আগমন ও নিদ্রিত নিমিকে শাপপ্রদান। ভাগরিত হইয়া নিমির বশিষ্ঠকে শাপপ্রদান।

### (৫৮) অষ্টপঞ্চাশ সর্গ ( ৫৪৭-৫৫২ পৃঃ )

“উরুশীশাপ”

“নিমি এবং বশিষ্ঠ দেহবিহীন হইয়া কিরূপে দেহ লাভ করিলেন ?” লক্ষণ এইরূপ প্রশ্ন করিলে রামের উত্তর। অশরীরী বশিষ্ঠের প্রতি মিত্র ও বরুণের বোধ্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে ব্রহ্মার আদেশ। বশিষ্ঠের বরুণালয়ে প্রবেশ। মিত্রকর্তৃক আমন্ত্রিত উরুশীীর নিকট বরুণদেবের কামপ্রার্থনা, উরুশীীর অস্বীকার, বরুণদেবের কুন্তুমধ্যে বোধ্যপাত। মিত্রণাপে উরুশীীর পুরুষবার নিকট গমন এবং শাপাবসানে ইন্দ্রলোকে আগমন।

### (৫৯) উনষষ্টিতম সর্গ ( ৫৫৩-৫৫৭ পৃঃ )

“মিথিসম্ভব”

মিত্র ও বরুণের বোধ্যপূর্ণ কুন্তু হইতে অগস্ত্য ও বশিষ্ঠের জন্মগ্রহণ। ইক্ষ্বাকুবংশে বশিষ্ঠকে পৌরোহিত্যে বরণ। নিমির দেহ হইতে ঋষিগণের অরণি ও মন্বদণ্ড নির্মাণ, অরণি-মন্বন হইতে মিথির ( জনকের ) জন্ম। মিথির নামানুসারে তাঁহার রাজ্যের ‘মিথিলা’ নামকরণ।

### (৬০) ষষ্টিতম সর্গ ( ৫৫৮-৫৬২ পৃঃ )

“যযাতিশাপ”

নহুষপুত্র যযাতির স্ত্রী শর্মিষ্ঠা এবং দেবযানীর গর্ভে যথাক্রমে পুরু এবং যহুর জন্ম। দেব-যানীর প্রতি যযাতির তর্ক্যাবহার। পুত্রের কণায় দেবযানীর পিতাকে অরণ, শুক্রাচার্য্যের শাপে যযাতির জরাপ্রাপ্তি।

### (৬১) একষষ্টিতম সর্গ ( ৫৬৩-৫৬৭ পৃঃ )

“পুরুষ অভিষেক”

যহ জরা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলে তাহার প্রতি যযাতির শাপপ্রদান। পুরুষ দেহে জরা সংক্রামিত করিয়া যযাতির বিষয়সম্ভোগ এবং পরে পুনরায় তাহা গ্রহণ করিয়া পুরুষকে বরদানপূর্ব্বক স্বর্গে গমন। পুরুষ রাজ্যশাসন।

### (৬২) দ্বিষষ্টিতম সর্গ ( ৫৬৮-৫৭৩ পৃঃ )

“সারমেয়বাক্য”

ধর্ম্মাসনে উপবিষ্ট রামচন্দ্রের লক্ষণের প্রতি কাণ্যপ্রার্থীদিগকে আহ্বান করিতে আদেশ। কাণ্যপ্রার্থী সারমেয় বিনা অমুমতিতে প্রবেশ করিতে অনিচ্ছুক হইলে রামচন্দ্রের তাহাকে প্রবেশ করিতে অমুমতি দান।

## (৬৩) ত্রিষষ্টিতম সর্গ (৫২৭৪-৫২৮৫ পৃঃ)

“সারমেয়-ব্রাহ্মণসংবাদ”

রামচন্দ্রের আদেশে সভামধ্যে প্রবিষ্ট বিদীর্ণমস্তক সারমেয়ের রাজস্তুতি এবং নিজগাত্রে ব্রাহ্মণরূত প্রহারের বর্ণনা। রামচন্দ্রের আদেশে আনীত ব্রাহ্মণের অপরাধ স্বীকার। সারমেয়ের কথায় রামচন্দ্র ব্রাহ্মণকে কুলপতিপদে অভিষিক্ত করিলে অমাতাগণের বিস্ময়। কুলপতিপদের দোষবর্ণনা ও বারাহসীতে সারমেয়ের প্রায়োপবেশন।

## (৬৪) চতুঃষষ্টিতম সর্গ (৫২৮৬-৫২৯৯ পৃঃ)

“গৃধ্রোলুকসংবাদ”

গৃহ লইয়া গৃধ্র ও উলূকের বিবাদ এবং বিচারার্থে রামসমীপে আগমন। গৃধ্রের রামস্তুতি ও পরিত্রাণ-প্রার্থনা। রামস্তুতিপূর্বক উলূকের বিচার প্রার্থনা। উভয়ের দাবীর কারণ শুনিয়া রামের মন্ত্রিগণকে জিজ্ঞাসা। মন্ত্রিগণের উত্তর শুনিয়া রামের পৌরাণিক বৃত্তান্ত কথন এবং গৃধ্রকে দণ্ড প্রদান করিতে উদ্ভম। পরে আকাশবাণী শ্রবণে রামচন্দ্র গৃধ্রকে স্পর্শ করিলে তাহার শাপমুক্তি।

## (৬৫) পঞ্চষষ্টিতম সর্গ (৬০০০-৬০০৩ পৃঃ)

“ঋষিসমাগম”

লবণভয়ে ভীত তাপসগণের রামচন্দ্রের নিকট আগমন। উপবিষ্ট তাপসগণের প্রতি রামকর্তৃক সর্বিনয়ে আগমনের কারণ-জিজ্ঞাসা। তাপসগণের রামকে ধন্যবাদ প্রদান।

## (৬৬) ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ (৬০০৪-৬০০৯ পৃঃ)

“লবণোৎপত্তি”

রামচন্দ্রের প্রার্থনায় ভার্গবকর্তৃক ‘মধু’নামক মহাস্রবের রুদ্ধের নিকট হইতে শূলপ্রাপ্তির বিবরণ কথন। পুত্র লবণকে শূল প্রদানপূর্বক মধুর বরুণালয়ে প্রবেশ। রামের নিকটে ঋষিগণের লবণরূত অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি প্রার্থনা।

## (৬৭) সপ্তষষ্টিতম সর্গ (৬০১০-৬০১৪ পৃঃ)

“শক্রঘ্ননিয়োগ”

রামচন্দ্রের প্রার্থনায় ঋষিগণের লবণ-চরিত্র বর্ণন, তাহা শুনিয়া লবণকে বধ করিতে শক্রঘ্নের প্রতি রামচন্দ্রের আদেশ।

## (৬৮) অষ্টষষ্টিতম সর্গ (৬০১৫-৬০২০ পৃঃ)

“শক্রঘ্নাভিষেক”

শক্রঘ্নকে লবণের রাজধানীতে (মথুরায়) ভাবী রাজ্যরূপে অভিষিক্ত করিয়া রামচন্দ্রের দিব্য-বাণের বৃত্তান্ত কথন।

## (৬৯) ঊনসপ্ততিতম সর্গ ( ৬০২১-৬০২২ পৃঃ )

“শক্রয় শরপ্রদান”

রামচন্দ্রের শক্রয়কে সেই দিব্য বাণ প্রদান এবং লবণবধ বিষয়ে উপদেশ দান।

## (৭০) সপ্ততিতম সর্গ ( ৬০২৩-৬০২৭ পৃঃ )

“শক্রয়প্রস্থাপন”

রামচন্দ্রের উপদেশানুসারে নির্দেশদানপূর্বক সৈন্যগণকে প্রেরণ করিয়া পূজাগণকে নমস্কার করত শক্রয়ের প্রস্থান।

## (৭১) একসপ্ততিতম সর্গ ( ৬০২৮-৬০৩৬ পৃঃ )

“সৌদাস-উপাখ্যান”

শক্রয় বায়ীকির আশ্রমে গমনপূর্বক সমীপবর্তী যজ্ঞায়তনের বিষয়ে প্রশ্ন করিলে বায়ীকি-কর্তৃক—সুদাস-পুত্রের ব্যাঘ্ররূপী রাক্ষসবধ, পাচকরূপী রাক্ষসের বশিষ্ঠকে নরমাংসপ্রদান, বশিষ্ঠের শাপ এবং সৌদাসের কল্যাণপাদ নাম গ্রহণ—প্রভৃতি বর্ণনা। উপাখ্যান শুনিয়া শক্রয়ের পর্ণকুটীরে প্রবেশপূর্বক রাত্রি যাপন।

## (৭২) দ্বিসপ্ততিতম সর্গ ( ৬০৩৭-৬০৪০ পৃঃ )

“কুশগবের উৎপত্তি”

সীতাদেবীর পুত্রদ্বয় প্রসব। বায়ীকিকর্তৃক ‘রক্ষা’বিধান পূর্বক তাহাদের ‘কুশ’ এবং ‘লব’ নামকরণ। সীতার সন্তানোৎপত্তি শ্রবণ করিয়া শক্রয়ের সন্তোষ এবং প্রভাতে বায়ীকির নিকট হইতে বিদায় গ্রহণপূর্বক পথিমধ্যে মুনিদিগের আশ্রমে সম্ভরাত্রি বাস।

## (৭৩) ত্রিসপ্ততিতম সর্গ ( ৬০৪১-৬০৪৫ পৃঃ )

“মাক্কাভার উপাখ্যান”

শক্রয় ভার্গবের নিকট লবণের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে ভার্গবকর্তৃক লবণকৃত মাক্কাভূবধ বর্ণনা এবং লবণবধ বিষয়ে উপদেশ দান।

## (৭৪) চতুঃসপ্ততিতম সর্গ ( ৬০৪৬-৬০৫০ পৃঃ )

“লবণাক্ষেপ”

শক্রয় এবং লবণের পরস্পর আত্মপ্রাণাপূর্বক বাক্যালাপ।

## (৭৫) পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ ( ৬০৫১-৬০৫২ পৃঃ )

“লবণবধ”

লবণের আঘাতে শক্রয় মূচ্ছিত হইলে ঋষিগণের হাহাকার। শক্রয়কে নিহত মনে করিয়া লবণের আহ্বারাদেবণ। সংজ্ঞালাভ করিয়া শক্রয় ধনুকে শর যোজন্য করিলে ভীষণ শব্দ শুনিয়া ভয়ে দেবগণের ব্রহ্মার নিকটে গমন ও তাঁহার আদেশে শক্রয় ও লবণের যুদ্ধ দর্শন। শক্রয়ের শরপ্রহারে লবণ নিহত হইলে তদীয় পিতৃদত্ত শূলের রক্তসমীপে গমন।

## (৭৬) ষট্‌সপ্ততিতম সর্গ ( ৬০৬০-৬০৬৩ পৃঃ )

“মধুপুরনিবেশ”

লবণবধে সন্তুষ্ট দেবগণের নিকট হইতে শক্রয়ের বরগাভ ও সেনাদিগকে আনয়নপূর্বক নগরসম্মিবেশ আরম্ভ এবং ছাদশ বর্ষে নগরসম্মিবেশ সমাপ্ত করিয়া ঐরামের চরণখুগল দর্শনাভিলাষে অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা ।

## (৭৭) সপ্তসপ্ততিতম সর্গ ( ৬০৬৪-৬০৬৯ পৃঃ )

“গীতশ্রবণ”

বাণ্মীকির আশ্রমে আসিয়া এবং তৎকর্তৃক প্রশংসিত হইয়া শক্রয়ের উত্তম রামচরিত শ্রবণ ।

## (৭৮) অষ্টসপ্ততিতম সর্গ ( ৬০৭০-৬০৭৪ পৃঃ )

“শক্রিয়-প্রস্থাপন”

বাণ্মীকিকে অভিবাচনপূর্বক অযোধ্যায় আসিয়া শক্রয়ের রামচন্দ্রকে দর্শন এবং কয়েকদিন পরে পুনরায় তাহার আদেশে স্ব-পুরীতে গমন ।

## (৭৯) একোনাশীতিতম সর্গ ( ৬০৭৫-৬০৭৯ পৃঃ )

“ব্রাহ্মণ-পরিদেবন”

অকালমৃত শিশু-পুত্র লইয়া ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণীর রাজদ্বারে আগমনপূর্বক বিলাপ ।

## (৮০) অশীতিতম সর্গ ( ৬০৮০-৬০৮৭ পৃঃ )

“নারদবাক্য”

রামচন্দ্রের আহ্বানে অমাত্য ও ঋষিগণের আগমন এবং ব্রাহ্মণের রোদনের বিষয় শ্রবণ । ‘শূদ্র উগ্র তপস্তা করায় শিশুর মৃত্যু হইয়াছে’ এই কথা বলিয়া তাহার প্রতিকার করিতে রামচন্দ্রের প্রতি নারদের উপদেশ ।

## (৮১) একাশীতিতম সর্গ ( ৬০৮৮-৬০৯২ পৃঃ )

“শূদ্রদর্শন”

ব্রাহ্মণ-বালককে সংরক্ষণ-পূর্বক পুষ্পকরথে আরোহণ করিয়া দক্ষিণদিকে গমন করত কঠোর তপস্তাকারী এক ব্যক্তিকে দেখিয়া রামচন্দ্রের প্রশ্ন ।

## (৮২) দ্ব্যশীতিতম সর্গ ( ৬০৯৩-৬০৯৬ পৃঃ )

“শঙ্কুবধ”

তপস্তাকারীর পরিচয় জানিয়া রামকর্তৃক তাহার মস্তক ছেদন । সেই মুহূর্ত্তে ব্রাহ্মণ-বালকের জীবননাশ । দেবগণের উপদেশে রামচন্দ্রের অগস্ত্যাশ্রমে গমন ।

## (৮৩) ত্র্যশীতিতম সর্গ ( ৬০৯৭-৬১০৩ পৃঃ )

“আভরণলাভ”

অগস্ত্যাশ্রমে গমনপূর্বক তৎকৃত অর্চনা গ্রহণ করত দেবগণের স্বর্গে গমন । অগস্ত্যের প্রদত্ত অলঙ্কার গ্রহণপূর্বক রামচন্দ্রের তদ্বিষয়ে প্রশ্ন ।

## (৮৪) চতুর্নশীতিতম সর্গ ( ৬১০৪-৬১০৮ পৃঃ )

“অগস্ত্যাবাক্য”

উত্তরদান প্রসঙ্গে অগস্ত্যকর্তৃক পূর্ববৃত্তান্ত বর্ণনা ;—পূর্বে অরণ্যমধ্যে এক সরোবরের তীরে এক স্বর্গবাসীকে একটি অবিনশ্বর শবদেহ ভক্ষণ করিতে দেখিয়া তাঁহার নিকট অগস্ত্যাব পরিচয়-জিজ্ঞাসা ।

## (৮৫) পঞ্চাশীতিতম সর্গ ( ৬১০৯-৬১১৫ পৃঃ )

“শ্বেতোপাখ্যান”

“দান না করিয়া কেবল তপস্যার ফলে স্বর্গে গমন করিয়াও ক্ষুৎপিপাসায় আকুল হইয়া প্রকার আদেশে আমি এই শবদেহ ভোজন করিতেছি”—এই বলিয়া সেই স্বর্গবাসী ‘শ্বেত’কর্তৃক আশ্বোদ্ধারার্থে অগস্ত্যকে অলঙ্কার প্রদান । অগস্ত্যকর্তৃক তাহা গ্রহণ এবং শবদেহ নষ্ট হইলে স্বর্গবাসীর স্বর্গে গমন ।

## (৮৬) ষড়শীতিতম সর্গ ( ৬১১৬-৬১২০ পৃঃ )

“মধুমৎপুর-নিবেশ”

রামচন্দ্রের প্রসঙ্গে অগস্ত্যাব বিদ্যা এবং শৈবল-পক্ষতমধ্যে ‘মধুমন্ত’ নগরে ‘দণ্ড’নামক রাজার রাজ্যাধীনবৃত্তান্ত কথন ।

## (৮৭) সপ্তাশীতিতম সর্গ ( ৬১২১-৬১২৪ পৃঃ )

“অরজাভিগমন”

দণ্ডের শুক্রাচার্যের আশ্রমে গমন এবং তাঁহার কন্যা অরজাকে ধর্ষণপূর্বক ‘মধুমন্ত’নগরে প্রত্যাবর্তন । অরজার পিতৃ-প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা ।

## (৮৮) অষ্টাশীতিতম সর্গ ( ৬১২৫-৬১৩০ পৃঃ )

“দণ্ডোপাখ্যান”

ক্লৃক শুক্রাচার্যের শাপে সপ্তাহমধ্যে দণ্ডের রাজ্য ভস্মীভূত হইয়া দণ্ডকারণের উৎপত্তি এবং তপস্বিগণের বাসস্থানের ‘জনস্থান’ নামধারণ ।

## (৮৯) একোনবতিতম সর্গ ( ৬১৩১-৬১৩৫ পৃঃ )

“ত্রিহাম-প্রত্যাগমন”

অগস্ত্যের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণপূর্বক রামচন্দ্রের অধোধ্যায় আগমন এবং যজ্ঞানুষ্ঠানের বিষয়ে চিন্তা ।

## (৯০) নবতিতম সর্গ ( ৬১৩৬-৬১৪১ পৃঃ )

“ভরতবাক্য”

ভরতের কথায় রামচন্দ্রের রাজত্ব-যজ্ঞের অভিলাষ পরিচয় ।

## (৯১) একনবতিতম সর্গ ( ৬১৪২-৬১৪৬ পৃঃ )

“বৃত্রবধ-বাবসায়”

রামচন্দ্রকে অশ্বমেধ-যজ্ঞ করিতে বলিয়া লক্ষ্মণকর্তৃক—বৃত্রাসুরের তপস্যায় উৎপীড়িত হইস্তের বিষুর নিকটে গমনবৃত্তান্ত-কথন ।

(৯২) দ্বিনবতিতম সর্গ (৬১৪৭-৬১৫১ পৃঃ)

“বৃদ্ধবধোপাখ্যান”

ইন্দ্র বৃদ্ধকে বধ করিয়া ব্রহ্মহত্যাধারা পীড়িত হইলে তাঁহার প্রতি বিষ্ণুর অশ্বমেধযজ্ঞ করিতে উপদেশ ।

(৯৩) ত্রিনবতিতম সর্গ ( ৬১৫২-৬১৫৬ পৃঃ )

“যজ্ঞোপাখ্যান

অশ্বমেধযজ্ঞ করিয়া ইন্দ্রের ব্রহ্মহত্যা হইতে নিষ্কৃতিলাভপূরক স্বপদে প্রাপ্তি এবং ব্রহ্মহত্যার চারিভাগে বিভক্ত হইয়া চারিস্থানে অবস্থান ।

(৯৪) চতুর্নবতিতম সর্গ ( ৬১৫৭-৬১৬২ পৃঃ )

“ইলোপাখ্যান”

রামকর্তৃক অশ্বমেধমাহাত্ম্য-বর্ণনা ;— মহাদেব নিজকে এবং সমস্ত অমুচরগণকে নহিলাকৃত করিয়া পাক্তীর সহিত ক্রোড়া করিতে লাগিলে কন্দমপুত্র ‘ইলে’র তথায় গমন এবং অমুচরগণের সহিত তাঁহার রমণীরূপে পরিণতি ; পরিশেষে পাক্তীর নিকট হইতে একমাস স্ত্রীস্ব এবং একমাস পুরুষস্ব-প্রাপ্তিরূপ বরলাভ ।

(৯৫) পঞ্চনবতিতম সর্গ ( ৬১৬৩-৬১৬৮ পৃঃ )

“কিম্পুরুষোৎপত্তি”

‘ইল’ স্ত্রীরূপ ধারণ করিলে তাঁহাকে দেখিয়া বুধের কামোদয় এবং আবন্তনাবিষ্ঠা প্রভাবে ‘ইল’রাজার অবস্থা অবগত হইয়া সেবাপরায়ণা পার্শ্ববর্তিনী রমণীদিগকে কিম্পুরুষ-রমণী হইয়া পঞ্চতমধ্যে আশ্রয় লইতে উপদেশ দান ।

(৯৬) ষষ্ঠনবতিতম সর্গ ( ৬১৬৯-৬১৭৪ পৃঃ )

“পুরুষবার জন্ম”

‘ইল’রাজার একমাস স্ত্রী হইয়া বুধের সহিত রতিক্রোড়া এবং অপরমাসে পুরুষ হইয়া ধন্য-চক্ষা, এইরূপে অষ্টমাস অতিবাহিত করিয়া নবম মাসে পুরুষবাকে প্রসব করিয়া বুধের হস্তে অর্পণ ।

(৯৭) সপ্তনবতিতম সর্গ (৬১৭৫-৬১৮০ পৃঃ)

“ইলার পুরুষত্বলাভ”

বৃদ্ধের উপদেশে অশ্বমেধযজ্ঞ করিয়া মহাদেবের নিকট হইতে ইলার পুরুষস্ব-প্রাপ্তি । ‘প্রাপ্তিষ্ঠান’ নগরে রাজত্ব করিয়া ‘ইল’ ব্রহ্মলোকে গমন করিলে তথায় পুরুষবার রাজত্ব ।

(৯৮) অষ্টনবতিতম সর্গ ( ৬১৮১-৬১৮৬ পৃঃ )

“অশ্বমেধাবস্তু”

অশ্বমেধযজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করিয়া ঋষি এবং ব্রাহ্মণদিগকে আনয়নপূরক স্ত্রীস্বকে আনয়ন করিবার জন্ত রামচন্দ্রের দূত প্রেরণ । বানরবৃন্দ, রাক্ষসবৃন্দ, হিতার্থী রাজগণ, ব্রাহ্মণ ও



দেবযি, ব্রহ্মযি প্রভৃতিকে অশ্বমেধ দর্শন করিবার জন্ত নিমন্ত্ৰণ । নৈমিষারণ্যে যজ্ঞভূমি নিশ্চাণ-  
পূর্বক দ্রব্যাদি প্রেরণ ।

(৯৯) নবনবতিতম সর্গ ( ৬১৮৭-৬১৯০ পৃঃ )

“যজ্ঞসমৃদ্ধি বর্ণন”

অশ্বমোচনপূর্বক রামচন্দ্রে নৈমিষারণ্যে গমন এবং এক বৎসর ধরিয়া মহাসমারোহে  
যজ্ঞাগ্ৰষ্ঠান ।

(১০০) শততম সর্গ ( ৬১৯১-৬১৯৫ পৃঃ )

“কুশলবান্ধুশাসন”

সেই যজ্ঞক্ষেত্রে সমবেত জনতার মধ্যে বাণ্মীকির কুশ এবং লবকে রামায়ণকাব্য গান করিতে  
আদেশ ।

(১০১) একাধিকশততম সর্গ (৬১৯৬-৬২০২ পৃঃ)

“গীতশ্রবণ”

গীত শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র স্তব্ধগুদা প্রদান করিলে তাহা গ্রহণ করিতে কুশ এবং লবের  
অসম্মতি এবং রামচন্দ্রের প্রার্থে ‘বাণ্মীকির শিষ্য’ বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান ।

(১০২) দ্ব্যধিকশততম সর্গ ( ৬২০৩-৬২০৭ পৃঃ )

“সীতাশপথনিশ্চয়”

পরে রামায়ণগানের মধ্যে কুশ এবং লবকে সীতার পুত্র বলিয়া অবগত হইয়া সভামধ্যে  
সীতাকে পুনরায় শপথ প্রদান করিবার জন্ত অনুরোধ করিয়া রামচন্দ্রের বাণ্মীকিসমীপে দূত  
প্রেরণ । বাণ্মীকির কথা শুনিয়া দূতগণ আসিলে সীতার শপথ অবলোকন করিতে রামচন্দ্রের  
সকলকে আমন্ত্রণ ।

(১০৩) ত্র্যধিকশততম সর্গ ( ৬২০৮-৬২১২ পৃঃ )

“বাণ্মীকিবাক্য”

সীতার সহিত বাণ্মীকির সভামধ্যে আগমন এবং রামচন্দ্রকে সন্মোদনপূর্বক সীতার  
বিশুদ্ধতা ঘোষণা ।

(১০৪) চতুরধিকশততম সর্গ ( ৬২১৩-৬২১৭ পৃঃ )

“সীতার রসাতলপ্রবেশ”

বিশুদ্ধা জ্ঞানিয়াও রামচন্দ্র পুনরায় সীতাকে শপথ করিতে বলিলে, বম্বুকরার নিকট তাঁহার  
স্থান প্রার্থনা । ভূতল বিনোদ করিয়া সিংহাসন উত্তীর্ণ হইলে তাহাতে উপবেশন করিয়া সীতার  
রসাতলে প্রবেশ । দর্শকগণের বিস্ময় ।

(১০৫) পঞ্চাধিকশততম সর্গ ( ৬২১৮-৬২২৫ পৃঃ )

“পিতামহদর্শন”

সীতা পাতালে প্রবেশ করিলে ক্রুদ্ধ হইয়া রামচন্দ্রের ধরিত্রীসমীপে সীতা-প্রার্থনা ।  
রামায়ণ-কাব্যের উত্তরকাণ্ড শ্রবণ করিতে রামের প্রতি ব্রহ্মার উপদেশ এবং রসাতল হইতে  
সুভবাক্য শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্রের কুশ এবং লবকে লইয়া যজ্ঞশালায় প্রবেশ ।

(১০৬) ষড়ধিকশততম সর্গ ( ৬২২৬-৬২৩০ )  
“যজ্ঞাবসান”

উত্তরকাণ্ড শ্রবণ করিয়াও অতৃপ্ত রামচন্দ্রের কাঞ্চন-নির্মিতা সীতা-প্রতিমাকে পত্নীরূপে কল্পনা করিয়া বহুবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান। কালক্রমে কৌশল্যা প্রভৃতিব পরলোকে গমন এবং রামচন্দ্রের পিতৃভৃগুদায়ক বহু যজ্ঞ সম্পাদন।

(১০৭) সপ্তাধিকশততম সর্গ ( ৬২৩১-৬২৩৫ পৃঃ )  
“ভরতনির্ধাণ”

গন্ধর্কর্ষদেশ অধিকার করিতে মাতুল যুধাজিতের আদেশ গাংগামুখে শ্রবণ করিয়া তদর্থে রামচন্দ্রের সপুত্রক ভরতকে প্রেরণ।

(১০৮) অষ্টাধিকশততম সর্গ ( ৬২৩৬-৬২৪০ পৃঃ )  
“গন্ধর্কর্ষদেশ-সন্নিবেশ”

যুধাজিৎ এবং ভরতের সহিত গন্ধর্কর্ষণের সপ্তরাত্রব্যাপী যুদ্ধের পর সংবর্তনামক অশ্ব নিক্ষেপ করিয়া ভরতের নিমেষমধ্যে গন্ধর্কনিধন। তক্ষশিলা এবং পুষ্করাবতীতে পুত্রদ্বয়কে স্থাপিত করিয়া ভরতের প্রত্যাবর্তন। ভরতের মুখে গন্ধর্কবধ-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্রের প্রীতি।

(১০৯) নবাধিকশততম সর্গ ( ৬২৪১-৬২৪৪ পৃঃ )  
“লক্ষণপুত্রদ্বয়ের অভিষেক”

লক্ষণপুত্র অঙ্গদ এবং চন্দ্রকেতুর অভিষেক। রামের আদেশে ‘অঙ্গদীয়া’পুরীতে অঙ্গদকে এবং ‘চন্দ্রবন্ধু’নগরীতে চন্দ্রকেতুকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া লক্ষণ ও ভরতের রামসমীপে প্রত্যাগমন।

(১১০) দশাধিকশততম সর্গ ( ৬২৪৫-৬২৪৮ পৃঃ )  
“কাল্যাতিগমন”

মুনিবেশধারী কালের রামসমীপে আগমন। রামচন্দ্র আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কালের উত্তর। কালের নিকট “আমাদের উভয়ের আলাপ যে শুনিবে সে আমার বধ্য হইবে” এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া রামচন্দ্রের লক্ষণকে দ্বাররক্ষায় নিয়োগ।

(১১১) একাদশাধিকশততম সর্গ ( ৬২৪৯-৬২৫৭ পৃঃ )  
“হর্কাসার আগমন”

কাল এবং রামচন্দ্রের কথোপকথন-সময়ে হর্কাসামুনির আগমন। অভিষাপভয়ে লক্ষণের রামসমীপে হর্কাসার আগমনবার্তা কথন। প্রার্থিত হইয়া রামচন্দ্রের হর্কাসামুনিকে অন্নদান এবং মুনি গমন করিলে কালের নিকট প্রতিশ্রুতির কথা চিন্তা করিয়া মৌনাবলম্বন।

## (১১২) দ্বাদশাধিকশততম সর্গ ( ৬২৫৮-৬২৬৩ পৃঃ )

“লক্ষণ পরিত্যাগ”

লক্ষণ রামের নিকট নিজের বধদণ্ড প্রার্থনা করিলে রামের বশিষ্ঠদেবকে আনয়ন এবং কালের নিকট প্রতিজ্ঞার কথা বর্ণন। বশিষ্ঠদেবের আদেশে রামের লক্ষণকে পরিত্যাগ। লক্ষণ সরযুগীরে গমন করিয়া পরব্রহ্মচিন্তাপূরক স্বাস রুদ্ধ করিলে তাঁহাকে সশরীরে গ্রহণ করিয়া ইন্দ্রের স্বর্গে গমন।

## (১১৩) ত্রয়োদশাধিকশততম সর্গ ( ৬২৬৪-৬২৭৩ পৃঃ )

“শক্রঘ্নপুত্রাভিষেক”

লক্ষণের অভাবে রামচন্দ্রের হুংখ ও ভরতকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবার ইচ্ছা। ভরতের অসম্মতি। কোশলরাজ্যে লব-কুশের অভিষেক। দূতমুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া পুত্রদ্বয়কে রাজ্যে অভিষিক্ত করত মণ্ডা হইতে শত্রুঘ্নের আগমন। তাঁহাদের মহাপ্রস্থানের উজোগ শুনিয়া রাক্ষস ও বানরগণের আগমন এবং অহুগমনের অভিলাষ। বিভাষণ, হুম্যান, মৈন্দ ও দ্বিবিদকে বাদ দিয়া অবশিষ্ট বানরগণকে এবং পুরবাসী জনগণকে রামচন্দ্রের অহুগমনে অহুমতি দান।

## (১১৪) চতুর্দশাধিকশততম সর্গ ( ৬২৭৪-৬২৭৯ পৃঃ )

“মহাপ্রস্থান”

ঋক্ষ, বানর, রাক্ষস এবং পুরবাসী জনগণের সহিত রামচন্দ্রের মহাপ্রস্থান-যাত্রা। অযাধ্যায় অতি সূক্ষ্ম ‘কীট’ পথান্ত প্রাণীমাত্রেরই রামচন্দ্রের অহুগমন। অহুগামী প্রভাপুঞ্জের আনন্দোৎসব।

## (১১৫) পঞ্চদশাধিকশততম সর্গ ( ৬২৮০-৬২৮৭ পৃঃ )

“স্বর্গারোহণ”

সরযু তীর-পথে পদব্রজে রামচন্দ্রের ‘গোপ্রচার’তীর্থে উপস্থিতি এবং ব্রহ্মার প্রার্থনায় অলুজদ্বয়ের সহিত সশরীরে বৈষ্ণব-তেজোমধ্যে প্রবেশ। অহুগামী জনগণের সরযু-সলিলে অবগাহন এবং বিমানযোগে স্বর্গারোহণপূরক ব্রহ্মলোক-সম্মিহিত ‘সন্তান’লোকে স্থানলাভ। দেব, নাগ ও যক্ষাদির অংশসম্ভূত ঋক্ষ, রাক্ষস ও বানরগণের পূর্বদেহে অহুপ্রবেশ। স্বর্গে দেবগণের রামায়ণ শ্রবণ।

## উত্তরকাণ্ড-সূচী সমাপ্ত ॥

দ্রষ্টব্য—হুচার পত্রাক-নির্দেশের প্রারম্ভেই ৪ হইতে সংখ্যানির্দেশ আরম্ভ করা উচিত ছিল। ভ্রমক্রমে পত্রাকগুলি ৩, ৭ ইত্যাদিক্রমে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে।

# রামায়ণম্

## উত্তরকাণ্ডম্

( ১ ) প্রথমঃ সর্গঃ

প্রাপ্তরাজ্যস্য রামস্য রাক্ষসানাং বধে কৃতে ।

আজগা<sup>৩</sup>পুর্ণায়স্তত্র রাঘবং প্রতিনন্দিতুম্ ॥ ১ ॥

কৌশিকোহথ যবক্রীতো রৈত্যাচ্যাবন এব চ ।

কণ্ণো মেধাতিথেঃ পুত্রঃ পূর্ব্বাং যে সংশ্রিতা দিশম্ ॥ ২ ॥

স্বস্ত্যাত্রেয়োহথ ভগবান্ নমুচিঃ প্রমুচিস্তথা ।

আজগা<sup>৪</sup>পুস্তে সহাগস্ত্যা<sup>৫</sup> যে শ্রিতা দক্ষিণাং দিশম্ ॥ ৩ ॥

১। লো-টী। ঊনারায়ণায় নমঃ। রাক্ষসানাং ক্ষয়ে কৃতে প্রাপ্তরাজ্যস্য রামস্য ইত্যর্থঃ।  
গঙ্গী চ সপ্তম্যার্থে। 'বধে কৃতে' ইতি কচিং পাঠঃ। প্রতিনন্দিতুং জয়াশীর্ভিঃ প্রোৎসাহয়িতুম্।

২। লো-টী। কৌশিকো বিশ্বামিত্রাদভ্যঃ। 'অসিত' ইতি বা পাঠঃ।

রাক্ষসদিগকে বধ করিয়া রামচন্দ্র অযোধ্যারাজ্যে অভিষিক্ত হইলে  
কৌশিক, যবক্রীত, রৈত্যা, চ্যাবন ও মেধাতিথির পুত্র কণ্ণ প্রভৃতি পূর্ব্বদিগ্বাসী  
ঋষিগণ রামচন্দ্রকে অভিনন্দিত করিবার জন্য সেইস্থানে আগমন করিলেন ॥ ১-২ ॥

পরে ভগবান্ স্বস্ত্যাত্রেয়, নমুচি, প্রমুচি এবং অগস্ত্যপ্রভৃতি দক্ষিণদিগ্বাসী  
মহাত্মারা সমাগত হইলেন ॥ ৩ ॥

১। ক 'রাজত্ব'। ২। ছ 'ক্ষয়ে'। ৩। ছ '-য়ঃ সিদ্ধা'। ৪। ছ 'অঙ্গিরাথ'। ৫। ক 'বৈদ্যশা'।  
৬। ক 'কণ্ণো'। ৭। ক 'সুমুচুঃ প্রমুচুঃ'। ৮। ক 'মহাত্মানো'।

উত্কঃ কমঠো ধৌম্যো রৌদ্রাশ্চ মহাতপাঃ ।

তেহপ্যাজগ্মুঃ সশিষ্যা বৈ প্রতীচীং যে শ্রিতা দিশম্ ॥ ৪ ॥

বশিষ্ঠঃ কাশ্যপোহত্রিষ্চ বিশ্বামিত্রোহথ গৌতমঃ ।

জমদগ্নির্ভরদ্বাজস্তথা সপ্তর্ষয়োহমলাঃ ॥ ৫ ॥

উদীচ্যাং দিশি সপ্তৈতে নিত্যমেব নিবাসিনঃ ।

প্রাপ্য তে তু মহাত্মানো রামবশ্চ নিবেশনম্ ॥ ৬ ॥

বিত্তিতাঃ প্রতিহারার্থং হুতাশনসমপ্রভাঃ ।

বেদবেদাঙ্গবিভূষো নানাশাস্ত্রবিশারদাঃ ॥ ৭ ॥

দ্বাঃস্থং প্রোবাচ ধর্ম্মাত্মা অগস্ত্যো মুনিসত্তমঃ ।

নিবেদ্যতাং দাশরথের্ধাষয়ো বয়মাগতাঃ ॥ ৮ ॥

৫। লো-টী। বশিষ্ঠোহপি পুরোহিতদত্তঃ। বশিষ্ঠাদয় উত্তরাং দিশমাশ্রিতা ইতি জ্ঞেয়ম্।

৭। লো-টী। বিত্তিতাঃ স্থিতাঃ,—প্রতিহারার্থং প্রতিহারো দ্বারং তদর্থং দ্বারপ্রাপ্ত্যর্গ-  
মিত্যর্থঃ। ‘দ্বারি দ্বাঃস্থে প্রতিহার’ ইত্যমরঃ।

উত্ক, কমঠ, ধৌম্য এবং মহাতপাঃ রৌদ্রাশ্চ প্রভৃতি পশ্চিমদিগ্-নিবাসী  
ঋষিগণ শিষ্যগণের সহিত আগমন করিলেন ॥ ৪ ॥

বশিষ্ঠ, কাশ্যপ, অত্রি, বিশ্বামিত্র, গৌতম, জমদগ্নি ও ভরদ্বাজ, সর্বদা  
উত্তরদিগ্-নিবাসী এই সাতজন নিষ্পাপ ঋষিও আগমন করিলেন। অগ্নিতুল্য  
তেজস্বী বেদবেদাঙ্গবিদ নানাশাস্ত্র পারদর্শী সেই মহাত্মারা রামচন্দ্রের ভবনে উপস্থিত  
হইয়া প্রতিহারী দ্বারা আপনাদের আগমনবার্তা দিবার জন্ত [ দ্বারদেশে ] অবস্থান  
করিতে লাগিলেন ॥ ৫-৭ ॥

ধর্ম্মাত্মা মুনিসত্তম ‘অগস্ত্য’ দৌবারিককে কহিলেন, “তুমি দশরথনন্দন  
রামচন্দ্রকে নিবেদন কর,—আমরা কয়েকজন ঋষি আগমন করিয়াছি” ॥ ৮ ॥

১। ক ‘উদ্গুঃ’। ২। চ ধূম্যো’। ৩। চ ‘মহানৃষিঃ’। ৪। চ ‘-ভ্যাজগ্মুঃ’। ৫। চ ‘-পোহত্রি-  
দিশা-’। ৬। চ ‘ইন্দ্রবজ্রং নাস্তি’। ৭। চ ‘-শসনবিগ্রহাঃ’। ৮। চ ‘অগ্গং প্রোবো নাস্তি’।

প্রতিহারস্ততস্তূর্ণমগস্ত্যবচনাদ্ দ্রুতম্ ।

সমীপং রাঘবস্তাথ প্রবিবেশ মহাত্মনঃ ॥ ৯ ॥

স রামং প্রেক্ষ্য সহসা পূর্ণচন্দ্রসমদ্যুতিম্ ।

অগস্ত্যং কথয়ামাস মস্ত্রাপ্তমুযিভিঃ সহ ॥ ১০ ॥

শ্রদ্ধা প্রাপ্তান্ মুনীংস্তাংস্ত বালসূর্য্যাসমপ্রভান্ ।

তত্রোবাচ নৃপো দ্বাঃস্থং প্রবেশয় যথাস্বথম্ ॥ ১১ ॥

পূজিতা বিবিশুর্বেশ্ম নানারত্নবিভূষিতম্ ।

দৃষ্ট্বা প্রাপ্তান্ মুনীংস্তাংস্ত প্রতুখ্যায় কৃতাজ্জলিঃ ।

রামোহভিবাণ্য প্রণত আসনান্যাদিদেশ হ ॥ ১২ ॥

৯। গো-টী। 'অগস্ত্যবচনো'দিতঃ বচনাহুদিতঃ উদগতঃ উথিত ইত্যর্থঃ। 'উদিতঃ প্রোক্ত উদগতে' ইতি ভূরি०। 'অগস্ত্যবচনাদিত' ইতি পাঠে ইতঃ স্থানাৎ রাঘবস্ত সমীপং প্রবিবেশ।

দৌবারিক অগস্ত্যমুনির আদেশে দ্রুত মহাত্মা রামচন্দ্রের সমীপে গমন করিল ॥ ৯ ॥

সেই দৌবারিক তাড়াতাড়ি পূর্ণচন্দ্রতুল্য শোভাবিশিষ্ট রামচন্দ্রকে অবলোকন করিয়া ঋষিগণের সহিত অগস্ত্যের আগমনবার্তা নিবেদন করিল ॥ ১০ ॥

মহারাজ রামচন্দ্র নবোদিত সূর্য্যাসদৃশ তেজস্বী সেই মুনিগণের আগমনবার্তা শ্রবণ করিয়া দৌবারিককে বলিলেন, তুমি সমাদরে তাঁহাদিগকে লইয়া আইস ॥ ১১ ॥

তাঁহারা সমাদৃত হইয়া নানা-রত্নবিমণ্ডিত সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। রামচন্দ্র সেই মুনিদিগকে সমাগত দেখিয়া কৃতাজ্জলিপুটে উথিত হইয়া অবনত মস্তকে অভিবাদন করত [ তাঁহাদের উপবেশনার্থে ] আসন নির্দেশ করিলেন ॥ ১২ ॥

তেষু কাঞ্চনচিত্রেষু স্বাস্তীর্ণেষু স্তথেষু চ ।

কুশোত্তরেষ্বথাসীনা আসনেষু যিপুঙ্গবাঃ ॥ ১৩ ॥

পাণ্ডমাচমনীয়ং চ দত্ত্বা চার্য্যাপুরোগমম্ ।

রামেণ কুশলং পৃষ্ঠাঃ সশিষ্ঠাঃ সপুরোগমাঃ ॥ ১৪ ॥

মহর্ষয়ো বেদবিদো রামং বচনমব্রুবন ।

কুশলং নো মহাবাহো সর্ব্বত্র রঘুনন্দন

ত্বাং তু দিক্ষ্যা কুশলিনং পশ্যামো হতশাত্রবম্ ॥ ১৫ ॥

ন হি ভারঃ স তে রাম রাবণৌ রাক্ষসেশ্বরঃ ।

সধনুস্ত্বং হি লোকাংস্ত্রীন্ বিজয়েথা ন সংশয়ঃ ॥ ১৬ ॥

১৩। লো-ট। আসনেষু পাঠেষু, কিংভূতেষু? কুশোত্তরেষু, কুশা উত্তরে উপরি যেবাং তেষু। ‘উপযাদীচাপ্রেষ্ঠেষুপ্যত্তরঃ’ আদনুত্তর’ ইত্যমরঃ। তেষু বানি স্বাস্তীর্ণানি শোভনাস্তরগানি বস্ত্রাদীনি কাঞ্চনচিত্রাণি স্বর্ণব্যাস্তানি তেষু আসীনা ইত্যমরঃ। অয়মর্থঃ—আদৌ পাঠঃ, তত্পরি কুণ্ডলপরি স্বর্ণব্যাস্তবস্ত্রাদীনি, তেষু।

১৫। লো-ট। যদা দিষ্টা ভাগ্যেন ত্বাং পশ্যামস্তদৈব নোহস্মাকং কুশলমিত্যমরঃ।

১৬। লো-ট। ন হি ভার ইতি জেতুমিতি শেষঃ।

অনন্তর মহর্ষিগণ উপরিভাগে কুশযুক্ত সুবর্ণখচিত সুন্দর আস্তরণাবৃত সেই সুখকর আসনসমূহে উপবেশন করিলেন ॥ ১৩ ॥

পাণ্ড এবং অর্ঘ্য প্রদান পূর্ব্বক আচমনীয় প্রদান করিয়া রামচন্দ্র সহচরগণ ও শিষ্যগণের সহিত মুনিদিগকে কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ১৪ ॥

বেদবিদ মহর্ষিগণ রামচন্দ্রকে বলিলেন, মহাবাহো রঘুনন্দন, আমাদের সর্ব-বিষয়ে মঙ্গল; পরন্তু শক্রনিহন্তা আপনাকে ভাগ্যক্রমে কুশলী দেখিতেছি ॥ ১৫ ॥

হে রাম, সেই রাক্ষসেশ্বর রাবণকে জয় করা আপনার পক্ষে দুষ্কর নয়,

১। ছ ‘মহৎ’। ২। ছ ‘আসনে’। ৩। ছ ‘কথয়ঃ সর্ব এব তে’। ৪। ছ ‘ত্বাং যতো বৈ’।

৫। ছ ‘মঃ সহ ভাষণা’। ৬। ছ ‘নঃ পুত্রপৌত্রবান্’।

দিষ্ট্যা চ তে হতো রাম রাবণঃ পুত্রপৌত্রবান্ ।

দিষ্ট্যা বিজয়িনং হ্যহ পশ্যামঃ সহ সীতয়া ॥ ১৭ ॥

লক্ষ্মণেন চ ধর্মাশ্রম্ ভ্রাতা তে হিতকারিণা ।

মাতৃভির্ভ্রাতৃসহিতং পশ্যামোহহ বয়ং নৃপ ॥ ১৮ ॥

দিষ্ট্যা প্রহস্তো বিকটো বিরূপাক্ষো মহোদরঃ ।

অকম্পনশ্চ দুর্বুধ্বিনিহতাস্তে নিশাচরাঃ ॥ ১৯ ॥

যশ্চ প্রমাণাদ্বিপুলং প্রমাণং নেহ বিদ্যতে ।

দিষ্ট্যা স সমরে রাম কুস্তকর্ণস্থয়া হতঃ ॥ ২০ ॥

দিষ্ট্যা ত্বং রাক্ষসেন্দ্রেণ দ্বন্দ্বযুদ্ধমুপাগতঃ ।

দেবানামপ্যবধেয়ং বিজয়ং প্রাপ্তবানসি ॥ ২১ ॥

১৭। লো টা। সহ সীতয়া, কুত্রচিৎ 'সহ ভাব্যয়ে'তি পাঠঃ ।

১৯। লো-টা। প্রহস্তাদয়ঃ হতা ইতি পূর্বক্ৰিয়য়া সম্বন্ধঃ । 'অকম্পনশ্চ দুর্বুধ্বিনিহতাস্তে চ রাক্ষসা' ইতি বা পাঠঃ ।

আপনি ধনুক ধারণ করিলে ত্রিভুবনও জয় করিতে পারেন, ইহাতে সংশয় নাই ॥ ১৬ ॥

রামচন্দ্র, সৌভাগ্যবশতঃ আপনি পুত্র-পৌত্রদিগের সহিত রাবণকে নিহত করিয়াছেন এবং সৌভাগ্যবশতঃই আমরা আজ বিজয়ী আপনাকে সীতার সহিত দেখিতেছি ॥ ১৭ ॥

ধর্মাশ্রম মহারাজ, [ ভাগ্যক্রমে ] আজ আমরা আপনার হিতকারী ভ্রাতা লক্ষ্মণ এবং মাতৃবর্গ ও অপর ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত আপনাকে দেখিতেছি ॥ ১৮ ॥

ভাগ্যক্রমে প্রহস্ত, বিকট, বিরূপাক্ষ, মহোদর এবং দুর্বুধ্বিনি অকম্পন প্রভৃতি রাক্ষসগণ নিহত হইয়াছে ॥ ১৯ ॥

হে রাম, যাহার পরিমাণ অপেক্ষা জগতে বৃহৎ পরিমাণ নাই, ভাগ্যক্রমে আপনি সেই কুস্তকর্ণকে যুদ্ধে নিহত করিয়াছেন ॥ ২০ ॥

সৌভাগ্যক্রমে আপনি দেবতাদিগেরও অবধা রাক্ষসরাজ রাবণের সহিত

১। হ 'ভাষ্যায়'। ২। হ 'দ্বিভুক্তকারিণা'। ৩। হ 'হনুমতা চ সহিতং'। ৪। হ '-মোহর বয়ং নৃপ'। ৫। হ 'রাক্ষসঃ হুত্বজয়ঃ'। ৬। ক 'তেহ' (?)। ৭। হ 'তাত'। ৮। হ 'দেবতানামবধেয়ং'।



শাক্যং তব মহাবাহো রাবণস্ত<sup>১</sup> নিবর্হণম্ ।

দ্বন্দ্বযুদ্ধমনুপ্রাপ্তো দিষ্ট্যা তে রাবণির্হিতঃ ॥ ২২ ॥

দিষ্ট্যাতিকায়ো বলবান্ যজ্ঞকোপশ্চ রাক্ষসঃ ।

যুদ্ধোন্মত্তশ্চ মত্তশ্চ হতাঃ কালান্তকোপমাঃ ॥ ২৩ ॥

কুন্তো নিকুন্তো বলবান্ জম্বুমালী ঘটোদরঃ ।

কুর্বন্তঃ কদনং বীর ত্বয়া যুদ্ধি নিপাতিতাঃ ॥ ২৪ ॥

অন্তকপ্রতিমৌ চাপি দেবান্তকনরান্তকৌ ।

অন্তকপ্রতিমৈর্কাণৈদিষ্ট্যা যুদ্ধে নিপাতিতৌ ॥ ২৫ ॥

এতে চান্তে চ বহবো রাক্ষসা রাবণোপমাঃ ।

দিষ্ট্যা ত্বয়া হতা রাম মুনীনাং ভয়বর্দ্ধনাঃ ॥ ২৬ ॥

২২। লো-টা। নিবর্হণম্ গননম্। 'নিবর্হিত'মিতি বা পাঠঃ। তে স্বদীয়েন লক্ষণে-  
নেতৃপাঃ। এবমন্তত্ৱ।

২৩। লো-টা। কালান্তকোপমাঃ কালে মৃত্যুকালে অন্তকো মৃত্যুর্ধমলীতা যমশ্চ,  
তদুপমাঃ।

দ্বন্দ্বযুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছেন ॥ ২১ ॥

হে মহাবাহো, আপনি রাবণকে নিহত করিতে সমর্থ; কিন্তু দ্বন্দ্বযুদ্ধে  
উপস্থিত হইয়া রাবণপুত্র ইন্দ্রজিতকে ভাগ্যক্রমেই বধ করিয়াছেন ॥ ২২ ॥

ভাগ্যক্রমে কালান্তকসদৃশ বলবান্ অতিকায় 'যজ্ঞকোপ' এবং যুদ্ধোন্মত্ত  
'মত্ত'কে নিহত করিয়াছেন ॥ ২৩ ॥

হে বীর, আপনি উৎপীড়নকারী বলবান্ কুন্ত, নিকুন্ত, জম্বুমালী এবং  
কুন্তোদরকে যুদ্ধে নিহত করিয়াছেন ॥ ২৪ ॥

ভাগ্যক্রমে অন্তকসদৃশ দেবান্তক এবং নরান্তককে মৃত্যুসদৃশ বাণসমূহ  
দ্বারা যুদ্ধে নিপাতিত করিয়াছেন ॥ ২৫ ॥

রামচন্দ্র, ভাগ্যক্রমে আপনি মুনিদিগের ভীতিবর্দ্ধক এই সকল রাক্ষস এবং

বিস্ময়শ্চৈব নঃ সৌম্য সংশ্রুত্যেদ্ভজিতং হতম্ ।

অবধ্যং সৰ্ব্বভূতানাং মহামায়াধরং যুধি ॥ ২৭ ॥

দিক্ষ্যা তস্ম মহাবাহো কালশ্চেবাভিধাবতঃ ।

বধঃ সুররিপোর্বার প্রাপ্তশ্চ বিজয়স্বরা ॥ ২৮ ॥

দদ্ধা পুণ্যামিমাং বীর সৌম্যামভয়দক্ষিণাম্ ।

কাকুৎস্থ বর্দ্ধসে দিক্ষ্যা জয়েনামিতবিক্রম ॥ ২৯ ॥

শ্রুত্বা তু বচনং তেযামুযীনাং ভাবিতান্মনাম্ ।

বিস্ময়ং পরমং গত্বা রামঃ প্রাজ্ঞলিরব্রবীৎ ॥ ৩০ ॥

২৮। লো-টা। সুররিপোঃ সকাশাশ্লুকঃ বিজয়শ্চ প্রাপ্ত ইতি দিষ্টোতি পূর্বেণাবয়ঃ ।

২৯। লো-টা। সৌম্যং প্রার্থিতাম্ অভয়দক্ষিণাং মুনিভ্যো লোকেভ্য ইতি শেষঃ ।

ঋষিদমাগমঃ ॥ ১ ॥

রাবণসদৃশ অন্যান্য বহু রাক্ষসকে নিহত করিয়াছেন ॥ ২৬ ॥

হে সৌম্য, সর্বপ্রাণীর অবধ্য মহামায়াবী ইন্দ্রজিতকে যুদ্ধে নিহত শ্রবণ করিয়া আমাদের বিস্ময় জন্মিয়াছে ॥ ২৭ ॥

হে মহাবাহো, সৌভাগ্যক্রমে কৃতান্তের ত্যায় ধবমান সেই দেবশত্রু ইন্দ্রজিতকে বধ করিয়া আপনি বিজয়লাভ করিয়াছেন ॥ ২৮ ॥

হে অমিত-পবাক্রমশালী কাকুৎস্থবংশোৎপন্ন বীর রামচন্দ্র, সৌভাগ্যবশতঃ আপনি [ মুনিদিগকে এবং লোকদিগকে ] প্রার্থিত পবিত্র অভয়-দক্ষিণা দান করিয়া বিজয়গোরবে গৌরবান্বিত হইয়াছেন ॥ ২৯ ॥

সমাহিতচিত্ত সেই ঋষিদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র পরম বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কৃতাজ্ঞলিপুটে বলিলেন— ॥ ৩০ ॥

১। ছ 'স্বয়ং নঃ'। ২। ছ 'দেবানাং'। ৩। ছ 'বধাতু' ত্রিদশেন্দ্রশ্চ কৃতমশ্রুগ্রমার্জনম্'। অতঃ পরং ছ 'যুক্তঃ সুররিপোষু বৈ প্রাপ্তশ্চ বিজয়স্বরা' ইত্যধিকম্। ৪। ছ '-বিজ্ঞনঃ'। ৫। অতঃ পরং ছ 'নতোন্নতো তু দুর্দ্ধর্ষো দেবান্তকনরাস্তকো'। অতিকায়ঞ্চ বলিনং তথা ত্রিশিরসঃ পুনঃ ॥ কুস্তকর্ণায়ুধো বোধো তপন্যান রাক্ষসে শুমান্'। ইত্যধিকম্।

মহাবলং কুস্তকর্ণং রাবণং চ নিশাচরম্ ।

অতিক্রম্য মহাবীৰ্য্যং কিং প্রশংসথ রাবণম্ ॥ ৩১ ॥

কীদৃশো<sup>১</sup> বৈ প্রভাবোহস্ম্য কিং বলং কঃ পরাক্রমঃ ।

কেন বা কারণেনৈষ রাবণাদতিরিচ্যতে ॥ ৩২ ॥

শক্যং যদি ময়া শ্রোতুং ন খল্বাজ্ঞাপয়ামি বঃ ।

যদি গুহ্যং ন চৈতদ্বঃ শ্রোতুমিচ্ছামি তদ্বতঃ ॥ ৩৩ ॥

কেন চাস্মৈ বরো দত্তো বালায়ৈব মহামুনে ।

কথং শক্ৰো জিতেন্তেন কথং লব্ধবরশ্চ সঃ ॥ ৩৪ ॥

ইত্যর্ধে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে ঋষিসমাগমো নাম  
প্রথমঃ সর্গঃ ॥ ১ ॥

আপনারা মহাবীর কুস্তকর্ণ এবং প্রবলপরাক্রান্ত নিশাচর রাবণকে অতিক্রম  
করিয়া রাবণপুত্র ইন্দ্রজিতের প্রশংসা করিতেছেন কেন ? ॥ ৩১ ॥

এই ইন্দ্রজিতের কিরূপ প্রভাব, কি রকম বল অথবা কিরূপ পরাক্রম ; কি  
কারণেই বা ইন্দ্রজিৎ রাবণ হইতে শ্রেষ্ঠ, এই সমস্ত যদি আমি শ্রবণ করিবার যোগ্য  
হই, তাহা হইলে—আপনাদিগকে আদেশ করিতেছি না, যদি ইহা গোপনীয় না  
হয়, তবে আপনাদের নিকট হইতে যথার্থ ভাবে শুনিতে ইচ্ছা করি ॥ ৩২-৩৩ ॥

হে মহামুনে, কে তাহাকে শৈশবেই বরপ্রদান করিয়াছিলেন এবং কিকপেই  
বা সে ইন্দ্রকে জয় করিয়াছিল এবং বরলাভ করিয়াছিল ? ॥ ৩৪ ॥

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ঋষিসমাগম-নামক  
১ম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১ ॥

১। অন্তঃপরং হ 'মহাদরং প্রহন্তকং বিরূপাক্ষকং রাক্ষসম্' । অতিক্রম্য মহাবীৰ্য্যান্ কিং প্রশংসথ রাবণম্' ॥  
ইত্যধিকম্ । ২। হ 'দৃশঃ কিংপ্রভাবো বা কিংবলঃ কিংপর্য্য' । ৩। হ 'মহাম্' ।

## (২) দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ

এতত্তু বচনং শ্রুত্বা রাঘবস্য মহাত্মনঃ ।

কুন্ত্যোনির্মহাতেজা বাক্যমেতদ্বাচ হ ॥ ১ ॥

শৃণু রাজন্ যথা বৃত্তং তস্মৈ তেজোবলং মহৎ ।

জঘান চ রিপূন্ যেন যথাবধ্যশ্চ শক্রভিঃ ॥ ২ ॥

অহন্ত রাবণশ্চেদং কুলং জন্ম চ রাঘব ।

বরপ্রদানং চ যথা তথা সৰ্বং ব্রবীমি তে ॥ ৩ ॥

পুরা কৃতযুগে রাম প্রজাপতিস্মৃতঃ প্রভুঃ ।

পুলস্ত্যো নাম বিপ্রিয়ঃ সাক্ষাদিব হতাশনঃ ॥ ৪ ॥

নানুকীৰ্ত্ত্যা গুণান্তস্য ধৰ্ম্মতঃ শীলতস্তথা ।

প্রজাপতেঃ পুত্র ইতি শক্যং জ্ঞাতুং গুণৈর্হি সঃ ॥ ৫ ॥

৫ । লো-টা । স গুণৈর্কীৰ্ত্তিতঃ প্রজাপতেঃ সূত ইতি জ্ঞাতুং শক্যম্, অতঃ পরং গুণা  
নানুকীৰ্ত্ত্যা ইত্যর্থঃ ।

মহাতেজস্বী অগস্ত্য মহাত্মা রামচন্দ্রের এই কথা শুনিয়া কহিলেন— ॥ ১ ॥

রাজন্, সেই রাবণতনয় ইন্দ্রজিত যে প্রকারে শক্রদিগকে সংহার করিয়াছিল, যেরূপে শক্রগণের অবধ্য হইয়াছিল এবং যেরূপে তাহার অত্যাগ্র বল-বীৰ্য্য হইয়াছিল, তাহা শ্রবণ করুন ॥ ২ ॥

হে রাম, আমি রাবণের বংশ, জন্ম এবং যেরূপে সে বরলাভ করিয়াছিল তৎসমস্ত আপনার নিকট বর্ণন করিতেছি ॥ ৩ ॥

রাম, সত্যযুগে প্রজাপতির পুত্র সাক্ষাৎ অগ্নির নায় পুলস্ত্য-নামক এক বিপ্রার্ধি ছিলেন ॥ ৪ ॥

ধৰ্ম্ম বা আচারবিষয়ে তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করা সম্ভব নয়, স্বীয় গুণপ্রভাবে

১ । ছ 'বক্ষণং' । 'অয়ন্তে' ছ-টি' । ২ । ছ 'স্মাহং' । ৩ । ছ 'ভোঃ' । ৪ । ছ 'সুভঃ' । ৫ । ছ 'হত' । ৬ । ছ '-ভূমতঃ পরম্' ।

স তু ধর্মপ্রসঙ্গেন মেরোঃ পার্শ্বে মহাগিরেঃ ।

তৃণবিন্দ্বাশ্রমং গত্বা শ্রবসম্মুনিপুঙ্গবঃ ॥ ৬ ॥

কুর্ক্বতস্তস্মৈ হি তপঃ স্নাধ্যায়নিরতাত্মনঃ ।

গত্বাশ্রমপদং রম্যং বিপ্লবং কন্যাঃ প্রকুর্ক্বতে ॥ ৭ ॥

দেবপন্নগকন্যাশ্চ রাজর্ষিতনয়াস্তথা ।

ক্রীড়ন্ত্যোহম্পরসশৈচব তং দেশমুপপেদিরে ॥ ৮ ॥

নিত্যশান্তং প্রদেশং তু গত্বা ক্রীড়ন্তি কন্যকাঃ ।

দেশস্য রমণীয়ত্বাৎ পুলন্ত্যো যত্র স দ্বিজঃ ॥ ৯ ॥

গায়ন্ত্যো বাদয়ন্ত্যশ্চ লাসয়ন্ত্যস্তথৈব চ ।

মুনেস্তপস্বিনস্তস্মৈ বিপ্লবং চক্রুরনিন্দিতাঃ ॥ ১০ ॥

৬। লো-টী। তৃণাক্ষেতৃণবিন্দোঃ। 'তৃণবিন্দো'রিত্তি পাঠে নবাক্ষরং ছন্দঃ

তঁাহাকে প্রজাপতির পুত্র বলিয়া জানা যাইত ॥ ৫ ॥

সেই মুনিবর তপস্যা করিবার জন্য মেরু-মহাপর্বতের পার্শ্বে অবস্থিত তৃণবিন্দুর আশ্রমে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥

কন্যাগণ বেদপাঠে নিরত তপস্യാকারী সেই পুলস্ত্যমুনির রমণীয় আশ্রমে আসিয়া [ তপস্যার ] বিপ্লব করিত ॥ ৭ ॥

দেবতা, নাগ ও রাজর্ষিকন্যাগণ এবং অম্পরাগণ ক্রীড়া করিতে করিতে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইত ॥ ৮ ॥

যে স্থানে সেই দ্বিজ পুলস্ত্য অবস্থান করিতেছিলেন, সেই স্থানটী রমণীয় বলিয়া কন্যাগণ প্রতিদিন সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া ক্রীড়া করিত ॥ ৯ ॥

সুন্দরী কন্যাগণ গীত, বাণ এবং নৃত্য করত তপস্যানিরত সেই পুলস্ত্য মুনির বিপ্লব উৎপাদন করিত ॥ ১০ ॥

অথ ক্রুদ্ধো মহাতেজা ব্যাজহার মহামুনিঃ ।

যা মে দর্শনমাগচ্ছেৎ সা গর্ভং ধারয়েদिति ॥ ১১ ॥

তাস্তু সৰ্ব্বাঃ প্রতিগতাঃ শ্রদ্ধা বাক্যং মহামুনেঃ ।

ব্রহ্মশাপভয়াস্তীতা ন তং দেশং সিম্বেবিরে ॥ ১২ ॥

তৃণবিন্দোস্তু রাজর্ষেহুঁহিতা ন তদাশৃণোৎ ।

গত্বাশ্রমপদং তস্য সা চচার তু নির্ভয়া ॥ ১৩ ॥

তস্মিন্বেব তু কালে স প্রাজাপত্যো মহামুনিঃ ।

স্বাধ্যায়মকরোভত্র তপসা দ্যোতিতপ্রভঃ ॥ ১৪ ॥

তস্য বেদধ্বনিং শ্রদ্ধা দৃষ্ট্বা তং চ তপোধনম্ ।

অভবৎ পাণ্ডুদেহা সা স্রব্যজ্ঞিতশরীরজা ॥ ১৫ ॥

১৩। লো-টী। তদাশৃণোৎ তৎ তং শাপং ন আশৃণোৎ ।

১৪। লো-টী। তপসা দ্যোতিত উজ্জ্বলা প্রভা কাস্তিযন্ত সঃ। স্বাধ্যায়ো বেদপাঠঃ।

১৫। লো-টী। স্রব্যজ্ঞিতশরীরজা স্রষ্টৃ ব্যজ্ঞিতোহভিব্যক্তঃ শরীরজো গর্ভো বস্তাঃ সা।

অনন্তর [ একদিন ] মহাতেজস্বী মহামুনি পুলস্ত্য ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,  
যে আমাকে দর্শন করিবে সে [ তৎক্ষণাৎ ] গর্ভ ধারণ করিবে ॥ ১১ ॥

সেই কত্যাগণ মহামুনির বাক্য শ্রবণ করিয়া সেইস্থান হইতে  
প্রস্থান করিল; ব্রহ্মশাপের ভয়ে ভীত হইয়া সেইস্থানে আর আগমন  
করিল না ॥ ১২ ॥

রাজর্ষি তৃণবিন্দুর হুহিতা সেই কথা শুনিতে পায় নাই, সে তাঁহার আশ্রমে  
গমন করিয়া নির্ভয়ে বিচরণ করিতে লাগিল ॥ ১৩ ॥

সেই সময়ে তপঃপ্রভাবে উজ্জলকাস্তি প্রজাপতিপুত্র মহামুনি পুলস্ত্য  
বেদপাঠ করিতেছিলেন ॥ ১৪ ॥

রাজর্ষিকণ্ঠা তাঁহার বেদধ্বনি শ্রবণপূর্বক সেই তপোধনকে দর্শন করিবামাত্র

বভূব চ সমুদ্বিগ্না দৃষ্ট্ৱা তদ্রূপমাত্মনঃ ।

ইদং মে কিং স্থিতি জ্ঞাহ্বা পিতুর্গত্বাশ্রমং স্থিতা ॥ ১৬ ॥

তাং তু দৃষ্ট্ৱা তথাভূতাং তৃণবিন্দুরথাত্রবীৎ ।

কিং হ্রমেতদসদৃশং ধারয়ন্তাত্মনো বপুঃ ॥ ১৭ ॥

সাথ কৃতাজ্জলির্দীনা কন্তোবাচ তপোধনম্ ।

ন জানে কারণং তাত যেন মে রূপমীদৃশম্ ॥ ১৮ ॥

কিন্তু পূর্বং গতাস্যোকা মহর্ষেভাবিতাত্মনঃ ।

পুলস্ত্যশ্রমপদমন্বেষ্টুং স্বসখীজনম্ ॥ ১৯ ॥

ন চ পশ্যাম্যহং তত্র কাঞ্চিদভ্যাগতাং সখীম্ ।

রূপস্য তু বিপর্যাসং লন্ধৈবাহমিহাগতা ॥ ২০ ॥

১৬। লো-টী। কিং স্থিতি বিংক্রে 'ইদং কিং স্থি'দতি বা পাঠঃ।

১৯। লো-টী। ভাবিতঃ শোধিতান্তঃকরণঃ।

তাহার শরীর পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পাইল ॥ ১৫ ॥

সে নিজের তাদৃশ অবস্থা দেখিয়া 'আমার এ কি হইল' এই ভাবিয়া উদ্বিগ্ন চিন্তে পিতার আশ্রমে গমন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল ॥ ১৬ ॥

অনন্তর 'তৃণবিন্দু' কণ্ঠার তাদৃশ অবস্থা দর্শন করিয়া বলিলেন, তোমার শরীর এরূপ বিসদৃশ হইয়াছে কেন? ॥ ১৭ ॥

সেই কণ্ঠা নিতান্ত দীনভাবে কৃতাজলিপুটে তাঁহাকে বলিল, পিতঃ, কি কারণে আমার এরূপ আকৃতি হইল, তাহা আমি জানি না ॥ ১৮ ॥

কিন্তু ইতিপূর্বে আমি একাকিনী তপস্থানিরত মহর্ষি পুলস্ত্যের আশ্রমে স্বীয় সখীদিগকে অশ্বেষণ করিতে গিয়াছিলাম ॥ ১৯ ॥

আমি সেখানে কোন সখীকে দেখিতে পাই নাই, এইরূপ আকৃতি-বিপর্যায় লাভ করিয়াই গৃহে আসিয়াছি ॥ ২০ ॥

তৃণবিন্দুস্ত রাজর্ষিস্তপসা ত্রোতিতপ্রভঃ ।

ধ্যানং বিবেশ তচ্চাপি দদর্শ মুনিশাপজন্ম ॥ ২১ ॥

স তু বিজ্ঞায় তং শাপং মহর্ষেভাবিতান্ননঃ ।

তনয়াসহিতো গত্বা পুলস্ত্যমিদমব্রবাৎ ॥ ২২ ॥

ভগবৎস্তনয়াং মে ত্বং গুণৈঃ শ্বৈরেব ভূষিতাম্ ।

ভিক্ষাং প্রতিগৃহাণেমাং মহর্ষে স্বয়মুচ্যতাম্ ॥ ২৩ ॥

তপশ্চরণযুক্তস্য শ্রাম্যমাণেন্দ্রিয়স্য তে ।

শুশ্রূষাতৎপরো নীত্য ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ২৪ ॥

এবং ক্রবাণং তং বাক্যং মহর্ষিং ধার্মিকং তদা ।

প্রতিগৃহ্যব্রবাৎ কন্যাং বাচমিত্যেব স দ্বিজঃ ॥ ২৫ ॥

২৩। গো-টী। উচ্যতামানীতাম্।

২৪। লো-টী। শ্রাম্যমাণানি শ্রান্তানি ইন্দ্রিয়ানি যন্ত তন্ত, শুশ্রূষায়াং তৎপরো  
অদ্বিতা।

তপঃপ্রভাবে উজ্জ্বলকান্তি রাজর্ষি তৃণবিন্দু ধ্যানযোগে জানিতে পারিলেন,  
মুনির শাপে তাহা হইয়াছে ॥ ২১ ॥

তিনি শুদ্ধচেতাঃ মহর্ষি পুলস্ত্যের সেই অভিশাপের বিষয় অবগত হইয়া  
কন্যার সহিত তাঁহার আশ্রমে গমন করিয়া তাঁহাকে বলিলেন— ॥ ২২ ॥

ভগবন্ মহর্ষে, স্বীয় গুণে বিভূষিতা আমার এই তনয়াকে আপনি  
স্বতঃপ্রদত্ত ভিক্ষারূপে গ্রহণ করুন ॥ ২৩ ॥

মহর্ষে, তপস্শ্রী করিয়া আপনার শরীর ( ইন্দ্রিয় = হস্তপদাদি ) ক্লান্ত হইলে  
এই কন্যা সর্বদা আপনার শুশ্রূষা করিবে, সন্দেহ নাই ॥ ২৪ ॥

ধার্মিক মহর্ষি তৃণবিন্দু এইরূপ বলিলে সেই দ্বিজবর পুলস্ত্য কন্যাটিকে গ্রহণ

১। ছ 'ভাবিতঃ স্বয়ম্'। ২। ছ 'ত্বং মে'। ৩। ছ ' '। ৪। ছ 'ধিরস্ত'।

৫। ছ 'চৈব'। ৬। ছ 'রাজর্ষি'।



দদ্বাথ স গতঃ কন্যাং স্বমাত্মমপদং নৃপ ।

সাপি তত্রাবসৎ সাক্ষী তোষয়ন্তী পতিং গুণৈঃ ॥ ২৬ ॥

তস্মাচ্চ শীলবৃত্তাভ্যাং তুতোষ মুনিপুঙ্গবঃ ।

শ্রীতঃ স তু মহাতেজা বাক্যমেতদ্বাচ হ ॥ ২৭ ॥

পরিতুষ্টোহস্মি তে ভদ্রে গুণানাং সম্পদা ভূশাম্ ।

তুষ্টিশ্চ বিতরাম্যগ্ন পুত্রমাত্মসমং তব ।

উভয়োর্বংশকর্তারং পৌলস্ত্যমিতি বিশ্রুতম্ ॥ ২৮ ॥

যস্মান্নু বিশ্রুতো বেদস্বয়েহাধ্যয়তো মম ।

তস্মাৎ স বিশ্রবা নাম ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ২৯ ॥

২৬। লো-টী। নৃপ হে রাম ।

২৮। লো-টী। বিতরামি দদামি উভয়োর্ধ্বকক্ষসোঃ

করিয়া বলিলেন ‘তথাস্থ’ ॥ ২৫ ॥

রাজন্, তৃণবিন্দু পুলস্ত্যকে কন্যা প্রদান করিয়া স্বীয় আশ্রমে গমন করিলেন এবং সেই সাক্ষী কন্যাও স্বীয়গুণে স্বামীকে সন্তুষ্ট করত সেই আশ্রমে বাস করিতে লাগিল ॥ ২৬ ॥

মুনিশ্রেষ্ঠ পুলস্ত্য তাহার স্বভাব এবং ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইলেন । মহাতেজস্বী সেই মুনি শ্রীত হইয়া তাহাকে এই কথা বলিলেন— ॥ ২৭ ॥

ভদ্রে, তোমার গুণগ্রামে আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি, অতএব আজ আমাদের উভয়ের বংশপ্রবর্তক ‘পৌলস্ত্য’নামে বিখ্যাত আমার তুল্য একটি পুত্র তোমাকে প্রদান করিব ॥ ২৮ ॥

আমার বেদাধ্যয়ন সময়ে তুমি বেদ শ্রবণ করিয়াছ বলিয়া তোমার সেই পুত্রের নাম ‘বিশ্রবাঃ’ হইবে, সন্দেহ নাই ॥ ২৯ ॥

এবমুক্তা তু সা কন্যা প্রহৃষ্টেনাস্তরাগ্ননা ।

অচিরেণৈব কালেন সূতা বিশ্ববসং স্ততম্ ॥ ৩০ ॥

স তু লোকত্রয়জ্ঞাতঃ শৌচধর্মব্যবস্থিতঃ ।

দ্ব্যতিমান্ সমদর্শী চ ব্রতচাররতস্তথা ।

পিতেব তপসা যুক্তো বিশ্ববা মুনিপুঙ্গবঃ ॥ ৩১ ॥

ইত্যার্ষে বাগ্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে বিশ্ববস উৎপত্তির্নাম  
দ্বিতীয়: সর্গ: ॥ ২ ॥

[ লো-টা । ] ভূভারাস্তকরঃ ভূভারাস্তং ভূভারস্বরূপো রাবণস্তৎকরস্তত্স্থপাদকঃ । ‘অস্তং  
স্বরূপে নাশে না ন স্ত্রী শেবেহস্তিকে ত্রিষ্মিতি কোষঃ । ‘পূর্বাচারকর’ ইতি বা পাঠঃ ।

বিশ্ববস উৎপত্তিঃ ॥ ২ ॥

তিনি এইরূপ বলিলে সেই কন্যা সন্তুষ্টচিত্তে অচিরকাল মধ্যে ‘বিশ্ববাঃ’  
নামক পুত্র প্রসব করিল ॥ ৩০ ॥

ত্রিভুবনবিখ্যাত শৌচধর্মপরায়ণ দীপ্তিশালী সমদর্শী আচার ও নিয়মনিষ্ঠ  
সেই মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্ববাঃ পিতার ন্যায় তপস্যায় নিযুক্ত হইলেন ॥ ৩১ ॥

মহর্ষি বাগ্মীক-প্রণীত আদিকাব্যে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে বিশ্ববার উৎপত্তির্নামক  
২য় সর্গ সমাপ্ত ॥ ২ ॥

## ( ৩ ) তৃতীয়ঃ সর্গঃ

অথ পুত্রঃ পুলস্ত্যস্ত বিশ্রবা মুনিপুঙ্গবঃ ।

অচিরৈণৈব কালেন পিতেব তপসি স্থিতঃ ॥ ১ ॥

সত্যবাক্ শীলবান্ দক্ষঃ স্বাধ্যায়নিরতঃ শুচিঃ ।

সর্বভূতেষু সংসক্তো নিত্যং ধর্মপরায়ণঃ ॥ ২ ॥

জাত্বা তস্য তু তদ্ রত্নং ভরদ্বাজো মহামুনিঃ ।

দদৌ বিশ্রবসে ভার্য্যাং স্বাং স্ত্রতাং বরবর্ণিনীম্ ॥ ৩ ॥

প্রতিগৃহ্য তু ধর্ম্মেণ ভরদ্বাজস্ত্রতাং তদা ।

মুদা পরময়া যুক্তো বিশ্রবা মুনিপুঙ্গবঃ ॥ ৪ ॥

স তস্যাং বীৰ্য্যসম্পন্নমপত্যং পরমাদৃতম্ ।

জনয়ামাস ধর্ম্মজ্ঞঃ সর্বৈরার্য্যগুণৈর্যুতম্ ॥ ৫ ॥

২। লো-টী। সংসক্তঃ রূপাযুক্তঃ ।

৩। লো-টী। বরবর্ণিনীং স্ত্রীরত্নম্। ‘স্ত্রীরত্নে চ হরিদ্রায়াং লঙ্কায়াং বরবর্ণিনী’ ইতি  
দ্রাবলী ।

৫। লো-টী। আত্মানম্ ‘অপত্যং’ বা পাঠঃ ।

[ লো-টী। ] অত্র চাপত্যে বুদ্ধ্যা শ্রেষ্ঠচিন্তনম্ অত্র বুদ্ধিং চ দৃষ্ট্বা ধনাধাক্ষো ভবেদ্বিতি  
উক্তবান ইতি শেষঃ ।

সত্যবাদী সচ্চরিত্র চতুর বেদাধ্যয়নশীল সদাচারসম্পন্ন সর্বভূতে দয়াবান্  
সর্বদা ধর্মপরায়ণ পুলস্ত্যপুত্র মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্রবাঃ অল্পদিনের মধ্যেই পিতার তুল্য  
তপস্বী হইয়া উঠিলেন ॥ ১-২ ॥

মহামুনি ভরদ্বাজ বিশ্রবার তাদৃশ চরিত্র অবগত হইয়া তাঁহাকে নারীকুল-  
ললামভূতা স্বীয় ছহিতাকে সম্প্রদান করিলেন ॥ ৩ ॥

তখন মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্রবাঃ ধর্ম্মানুসারে ভরদ্বাজকন্যাকে গ্রহণ ( বিবাহ ) করিয়া  
পরম পরিতোষ লাভ করিলেন ॥ ৪ ॥

ধর্ম্মজ্ঞ বিশ্রবাঃ সেই ভার্য্যার গর্ভে সমস্ত আর্য্যগুণসম্পন্ন অত্যদ্ভুত বলবান্

তস্মিন্ জাতে তু সন্তুষ্টঃ স বভূব পিতামহঃ ।

নাম তস্মাকরোং প্রীতঃ সার্কং দেবর্ষিভিস্তদা ॥ ৬ ॥

যস্মাদ্বিশ্রবসোহপত্যং সাদৃশ্যাদ্বিশ্রবা ইব ।

তস্মাদ্বৈশ্রবণো নাম ভবিষ্যতোষ বিজ্ঞতঃ ॥ ৭ ॥

স তু বৈশ্রবণস্তস্মা তপোবনগতস্তথা ।

ব্যবর্দ্ধত মহাতেজা হুতাহুতিরিবানলঃ ॥ ৮ ॥

তস্মাশ্রমপদস্থস্মা বুর্দ্ধির্জজ্ঞে মহাত্মনঃ ।

চরিয়ে নিয়তো ধর্ম্যং ধর্ম্মো হি পরমা গতিঃ ॥ ৯ ॥

ততো বর্ষসহস্রাণি তপস্তপে মহাবনে ।

পূর্ণে পূর্ণে সহস্রে তু তাং তাং বৃত্তিমবর্তত ॥ ১০ ॥

[ লো-টী। ] বুধ্যা কীদৃশা? প্রজাবেক্ষিতয়া, ইয়ং মম প্রজা সন্ততিরিত্যবেক্ষিতং  
অবেক্ষণং যত্নাস্তয়া ।

৯। লো-টী। আশ্রমপদম্ আশ্রমস্থানং তৎস্থত্ব ।

পুত্র উৎপাদন করিলেন ॥ ৫ ॥

সেই পুত্র জন্মিলে পিতামহ সন্তুষ্ট হইয়া দেবর্ষিগণের সহিত তাহার নামকরণ  
করিলেন ॥ ৬ ॥

যে হেতু বিশ্ববার পুত্র আকৃতিতে বিশ্ববার ন্যায়ই হইয়াছে, অতএব এই  
বালক 'বৈশ্রবণ' নামে বিখ্যাত হইবে ॥ ৭ ॥

সেই বৈশ্রবণ বিশ্ববার তপোবনে অবস্থান করিয়া আছতি প্রদানে প্রদীপ্ত  
অনলের ন্যায় মহাতেজস্বী হইয়া বর্দ্ধিত হইলেন ॥ ৮ ॥

আশ্রমে অবস্থিতিকালে সেই মহাত্মা বৈশ্রবণের এইরূপ বুদ্ধি হইল যে,  
'ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠগতি, অতএব আমি নিয়মান্বিত হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান করিব ॥ ৯ ॥

পরে তিনি ভীষণ অরণ্যমধ্যে বহুসহস্র বর্ষ তপস্বী করিলেন—এক এক সহস্র

১। হ 'সংস্কৃতঃ'। ২। ক 'চাত্তা'। ৩। 'তদা'। ৪। চ 'ব্যবর্দ্ধিতাহুতিহুতো মহাতেজা যথানলঃ'।

৫। হ 'চতুর্দশ'। ৬। হ 'চ'।

জলাশী মারুতাহারী নিরাহারন্তথৈব চ ।

এবং বর্ষসহস্রাণি গতান্মৈশ্চকবর্ষবৎ ॥ ১১ ॥

অথ প্রীতো মহাতেজাঃ সৈন্দৈর্দেবগণৈঃ সহ ।

গত্বাশ্রমপদং তস্মৈ ব্রহ্মদং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১২ ॥

পরিতুষ্টোহস্মি তে বৎস কশ্মণানেন সূত্রত ।

বরং বৃণীষ ভদ্রং তে বরাইস্থং হি মে মতঃ ॥ ১৩ ॥

অথাব্রবীদ্বৈশ্রবণঃ পিতামহমুপস্থিতম্ ।

ভগবান্লোকপালহুমিচ্ছেয়ং ধনরক্ষণম্ ॥ ১৪ ॥

ততোহব্রবীদ্বৈশ্রবণং পরিতুষ্টেন চেতসা ।

ব্রহ্মা সহ সুরৈঃ সর্বৈর্ব্বাঢ়মিত্যেব হৃষ্টবৎ ॥ ১৫ ॥

বর্ষ পূর্ণ হইলে এক একটা নিয়ম অবলম্বন করিতে লাগিলেন—॥ ১০ ॥

জলাহার, বায়ু আহার এবং অনাহারে তাঁহার বছ-সহস্র বৎসর একটা বৎসরের ন্যায় অতিবাহিত হইল ॥ ১১ ॥

অনন্তর মহাতেজস্বী ব্রহ্মা প্রীত হইয়া ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণের সহিত তাঁহার আশ্রমে গমন করিয়া এই কথা বলিলেন—॥ ১২ ॥

বৎস, তোমার এই কর্ম্মে আমি পরিতুষ্ট হইয়াছি। হে সূত্রত, তুমি আমার মতে ব্রদানের যোগ্যপাত্র, অতএব বর প্রার্থনা কর, তোমার মঙ্গল হইবে ॥ ১৩ ॥

তাহা শুনিয়া বৈশ্রবণ পিতামহকে কহিলেন, ভগবন্, আমি ধন রক্ষা করিতে এবং লোকপাল হইতে ইচ্ছা করি ॥ ১৪ ॥

তখন ব্রহ্মা দেবগণের সহিত সন্তুষ্টচিত্তে বৈশ্রবণের প্রার্থনায় অঙ্গীকার করিয়া বলিলেন—॥ ১৫ ॥

অহং হি লোকপালানাং চতুর্থং অষ্টমুদ্রতঃ ।

যমেন্দ্রবরুণানাং বৈ পদং তৎ তব চেপ্সিতম্ ॥ ১৬ ॥

তৎ কৃতং গচ্ছ ধর্ম্মজ্ঞ ধনেশ্বরমবাগ্নুহি ।

যমেন্দ্রবরুণানাং ত্বং চতুর্থোহি দ্ভ্য ভবিষ্যসি ॥ ১৭ ॥

এতচ্চ পুষ্পকং নাম বিমানং সূর্য্যসম্ভিতম্ ।

প্রতিগৃহ্নীষ যানার্থে ত্রিদশৈঃ সমতাং ব্রজ ॥ ১৮ ॥

স্বস্তি তেহস্ত গমিষ্যামঃ সর্ব্ব এব যথাগতম্ ।

কৃতকৃত্যা বয়ং তাত তব দত্তা মহাবরম্ ।

ইত্যুক্ত্বা স যযৌ ব্রহ্মা সহ দেবৈর্নভস্তলম্ ॥ ১৯ ॥

গতেষু ব্রহ্মপূর্ব্বেষু দেবেষু মহাত্মন ।

ধনেশঃ পিতরং প্রোচে বিনয়াৎ প্রণতো বচঃ ॥ ২০ ॥

১৬-১৭। লো-টী। যমেন্দ্রবরুণানাং বং লোকপালত্বং দত্তং তৎ তবাপীপ্সিতং কৃতম্, অতো গচ্ছ গৃহ্মিতার্থঃ।

আমি যম, ইন্দ্র এবং বরুণ,—ইহাদের পরবর্তী চতুর্থ লোকপাল সৃষ্টি করিতে উদ্রত হইয়াছি; [দেখিতেছি,] সেই পদ তোমারও অভীপ্সিত; যাও, তাহাই করিলাম (অর্থাৎ তোমাকে লোকপালত্ব প্রদান করিলাম), হে ধর্ম্মজ্ঞ, তুমি আজ ধনেশ্বরত্ব লাভ করিয়া যম, ইন্দ্র এবং বরুণের [সহিত গণনায় পরবর্তী] চতুর্থ [লোকপাল] হইবে ॥ ১৬-১৭ ॥

তুমি সূর্য্যতুল্য উজ্জ্বল এই পুষ্পকনামক বিমান যানার্থে গ্রহণ করিয়া দেবগণের সাদৃশ্য লাভ কর ॥ ১৮ ॥

বৎস, তোমার মঙ্গল হউক, আমরা সকলেই স্বস্থানে প্রস্থান করি; তোমাকে এই উত্তম বর প্রদান করিয়া আমরা কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছি। এই বলিয়া সেই ব্রহ্মা দেবগণের সহিত নভোমণ্ডলে গমন করিলেন ॥ ১৯ ॥

পিতামহ-পুরুষের মহাত্মা দেবগণ গমন করিলে ‘ধনাধিপতি’ সবিনয়ে প্রণত হইয়া পিতাকে বলিলেন—॥ ২০ ॥

ভগবঁল্লবানস্মি বরং কমলযোনিতঃ ।

নিবাসং ন তু মে দেবো বিদধে স প্রজাপতিঃ ॥ ২১ ॥

তৎ পশ্য ভগবন্ কঙ্কিদ্দেশং বাসায় মে প্রভো ।

ন চ পীড়া ভবেদ্ যত্র প্রাণিনো যস্য কশ্চিৎ ॥ ২২ ॥

এবমুক্তস্ত পুত্রেণ বিশ্রবা মুনিপুঙ্গবঃ ।

বিচিন্ত্য তত্র ধর্মজ্ঞঃ শ্রয়তামিত্যথাব্রবীৎ ॥ ২৩ ॥

দক্ষিণশ্রোদধেশ্তীরে ত্রিকূটো নাম পর্বতঃ ।

তস্মাগ্রে তু বিশালা সা মহেন্দ্রস্য পুরী যথা ॥ ২৪ ॥

লঙ্কা নাম পুরী রম্যা নিম্নিতা বিশ্বকর্মাণা ।

রাক্ষসানাং নিবাসার্থং যথেন্দ্রশ্রামরাবতী ।

তত্র ত্বং বস ভদ্রং তে রংস্রসে তত্র নিত্যশঃ ॥ ২৫ ॥

ভগবন্, আমি ব্রহ্মার নিকট হইতে বরলাভ করিয়াছি, কিন্তু সেই প্রজাপতি আমার বাসস্থান নিরূপণ করিয়া দেন নাই ॥ ২১ ॥

হে প্রভো, ভগবন্, যেস্থানে কোন প্রাণীরই পীড়া না হয়, তাদৃশ একটা স্থান আমার বাসের জন্ত অনুসন্ধান করুন ॥ ২২ ॥

পুত্র এইরূপ বলিলে মুনিশ্রেষ্ঠ ধর্মজ্ঞ বিশ্রবাঃ চিন্তা করিয়া বলিলেন, 'শ্রবণ কর'—॥ ২৩ ॥

দক্ষিণসমুদ্রের তীরে ত্রিকূট নামে এক পর্বত আছে, তাহার শিখরে ইন্দ্রপুরীর ন্যায় এক বিশাল নগরী আছে ॥ ২৪ ॥

ইন্দ্রের অমরাবতীর স্থায় সেই রমণীয় বিশাল লঙ্কানগরী বিশ্বকর্মা রাক্ষসদিগের বাস করিবার জন্ত নির্মাণ করিয়াছিলেন, তুমি সেইস্থানে বাস কর, সেখানে সর্বদা সন্তোষলাভ করিবে, তোমার মঙ্গল হইবে ॥ ২৫ ॥

রমণীয়া পুরী সা হি রুক্ষবৈদূর্য্যাতোষণা ।

রাক্ষসৈঃ সা তু সংত্যক্তা পুরা বিষ্ণুভয়াদ্দিতেঃ ॥ ২৬ ॥

শূন্যা রক্ষোগণৈঃ সর্বৈব রসাতলতলং গতেঃ ।

শূন্যা সম্প্রতি লঙ্কা সা প্রভুস্তুশ্চা ন বিদ্যতে ॥ ২৭ ॥

স ত্বং তত্র নিবাসায় গচ্ছ পুত্র যথাস্থখম্ ।

নির্দোষস্তত্র তে বাসো ন বাধস্তত্র কশ্চিৎ ॥ ২৮ ॥

এতচ্ছ্রদ্ধা তু ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মিষ্ঠং বচনং পিতুঃ ।

নিবেশয়ামাস তদা লঙ্কাং পর্ব্বতমূর্দ্ধনি ॥ ২৯ ॥

নৈখাতানাং সহস্রৈশ্চ গুদিতৈর্ব্বহুভিস্তদা ।

অচিরেণৈব কালেন সম্পূর্ণা তস্মৈ শাসনাং ॥ ৩০ ॥

২৯ । লো-টী । লঙ্কাং নিবেশয়ামাস স্বগগান্ প্রবেশয়ামাস ।

বৈশ্রবণবরপ্রদানম্ ॥ ৩ ॥

সুবর্ণ এবং বৈদূর্য্যমণিদ্বারা নিশ্চিত-তোষণবিশিষ্টা সেই রমণীয়া লঙ্কানগরী পুরাকালে রাক্ষসগণ বিষ্ণুর ভয়ে পীড়িত হইয়া পরিত্যাগ করিয়াছে ॥ ২৬ ॥

রসাতলে গমনকারী সমস্ত রাক্ষসকর্তৃক পরিত্যক্তা সেই লঙ্কানগরী বর্ত্তমানে জনশূন্য হইয়া আছে এবং তাহার রাজা ( মালিক ) কেহ নাই ॥ ২৭ ॥

বৎস, তুমি সেইস্থানে স্বচ্ছন্দে বাস করিবার জন্য গমন কর, তোমার সেই স্থানে অবস্থান নিরুপদ্রব হইবে, সেখানে কাহারও পীড়া ঘটবে না ॥ ২৮ ॥

ধর্ম্মাত্মা বৈশ্রবণ পিতার এইরূপ ধর্ম্মসঙ্গত কথা শ্রবণ করিয়া পর্ব্বতশিখরে [ উপনিবেশ স্থাপন করত পূর্ব্ববৎ ] লঙ্কানগরী প্রতিষ্ঠিত করিলেন ॥ ২৯ ॥

সেই লঙ্কানগরী তাঁহার শাসনগুণে অচিরকাল মধ্যেই বহু-সহস্র সন্তুষ্ট রাক্ষসে পরিপূর্ণ হইল ॥ ৩০ ॥



স তু তত্রাবসৎ শ্রীতো ধর্মাত্মা নৈঋতৈঃ সহ ।

সমুদ্রপরিখায়াং হি লঙ্কায়াং বিশ্রবঃসুতঃ ॥ ৩১ ॥

কালে কালে স তু তদা পুষ্পকেন ধনেশ্বরঃ ।

অভ্যগচ্ছদ্বিনীতাত্মা পিতরং মাতরং চ হি ॥ ৩২ ॥

স দেবগন্ধর্বগণৈরভিকুত-

স্তথাপ্সরেনৃত্যবিভূষিতালয়ঃ ।

গভস্তিভিঃ সূর্য্য ইবোজসা রুতঃ

পিতুঃ সমীপং প্রযযৌ ধনাধিপঃ ॥ ৩৩ ॥

ইত্যার্থে বাস্ম্যাকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে বৈশ্রবণবরপ্রদানং নাম  
তৃতীয়ঃ সর্গঃ ॥ ৩ ॥

সেই ধর্মাত্মা বৈশ্রবণ সমুদ্রপরিবেষ্টিত লঙ্কানগরীতে রাক্ষসগণের সহিত  
সুখে বাস করিতে লাগিলেন ॥ ৩১ ॥

মধ্যে মধ্যে সেই ধনাধিপতি বৈশ্রবণ ( কুবের ) পুষ্পকরথে আরোহণ করিয়া  
বিনীত ভাবে মাতাপিতার নিকট আসিতেন ॥ ৩২ ॥

সেই ধনাধিপতি কিরণমালামণ্ডিত সূর্য্যের হ্রায় তেজোদীপ্ত হইয়া পিতার  
নিকটে গমন করিতেন, দেবতা ও গন্ধর্বগণ তাঁহার স্তব করিতেন। অপ্সরাগণের  
নৃত্যে তাঁহার গৃহ অলঙ্কৃত হইত ॥ ৩৩ ॥

মহর্ষি বাস্ম্যাকিপ্রণীত আদিকাব্যে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে বৈশ্রবণ বরপ্রদান-নামক  
৩য় সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

## ( ৪ ) চতুর্থঃ সর্গঃ

শ্রুত্বাগন্তোরিতং বাক্যং রামো বিশ্বয়মাগতঃ ।

লঙ্কেতি পূর্বমপ্যাসীদ্রাক্ষাসানামিযং পুরী ॥ ১ ॥

ততঃ শিরঃ কম্পয়িত্বা রামোহগ্নিসমবিগ্রহঃ ।

অগস্ত্যং স মুহূর্দ্দৃষ্টা স্ময়মানোহভ্যভাষত ॥ ২ ॥

ভগবন্ পূর্বমপ্যেষা লঙ্কাভূৎ পিশিতাশিনাম্ ।

ইতীদং ভবতঃ শ্রুত্বা জাতো মে বিশ্বয়ঃ পরঃ ॥ ৩ ॥

পুলস্ত্যবংশাদুদ্ভূতা রাক্ষসা ইতি নঃ শ্রুতম্ ।

ইদানীমন্যতশ্চাপি সম্ভবঃ কীর্তিতস্তয়া ॥ ৪ ॥

রাবণাৎ কুন্তকর্ণাচ্চ প্রহস্তাদ্বিকটাদপি ।

রাবণস্ত চ পুত্রৈভ্যঃ কিম্ম তে বলবত্তরাঃ ॥ ৫ ॥

১। লো-টি। ইতিদ্বয়াদিকং হর্ষণে।

‘এই লঙ্কানগরী পূর্বেও রাক্ষসদিগের বাসভূমি ছিল’ অগস্ত্যের এই কথা শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র বিস্মিত হইলেন ॥ ১ ॥

অনন্তর মুর্ত্তিমান্ অগ্নিসদৃশ রামচন্দ্র মস্তক কম্পন পূর্বক অগস্ত্যকে পুনঃ পুনঃ দর্শন করিয়া স্মিতহাস্য সহকারে বলিলেন— ॥ ২ ॥

ভগবন্, এই লঙ্কানগরী পূর্বেও রাক্ষসদিগের ছিল, ইহা আপনার নিকট হইতে শুনিয়া আমার অত্যন্ত বিশ্বয় জন্মিয়াছে ॥ ৩ ॥

রাক্ষসগণ পুলস্ত্যবংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ইহাই আমরা শুনিয়াছি, কিন্তু সম্প্রতি আপনি বংশান্তর হইতেও [ পূর্বে ] রাক্ষসদিগের উৎপত্তির কথা বলিলেন ॥ ৪ ॥

রাবণ, কুন্তকর্ণ, প্রহস্ত, বিকট এবং রাবণের পুত্রগণ হইতেও কি তাহারা অধিকতর বলবান্ ছিল ? ॥ ৫ ॥

১। ছ ‘-ক্বেয়ং’। ২। ছ ‘-মিতীব হি’। ৩। ছ ‘ত্রিগ্নিসমবিগ্রহম্’। ৪। ক ‘-মৈবৈবা’। ৫। ছ ‘-সীৎ’। ৬। ছ ‘পুনঃ’। ৭। ছ ‘-হুৎপন্ন’।

ক এষাং পূর্বকো ব্রহ্মন্ কিংনামা কিংবলাশ্চ তে ।  
 অপরাধং চ কং প্রাপ্য বিষ্ণুনা দ্রাবিতাঃ কথম্ ॥ ৬ ॥  
 এতদ্বিস্তরতঃ সর্বং কথয়স্ব মমানঘ ।  
 কোতূহলমিদং ত্বং মে নুদ ভানুর্যথা তমঃ ॥ ৭ ॥  
 রাঘবশ্চ বচঃ শ্রুত্বা সংস্কারালঙ্কৃতং শুভম্ ।  
 ঈষদ্বিস্ময়মানস্ত তমগন্ত্যোহভ্যভাষত ॥ ৮ ॥  
 প্রজাপতিঃ পুরা সৃষ্ট্বা অপো রাঘবনন্দন ।  
 তাসাং গোপায়নে সত্বানসৃজৎ পদ্মসম্ভবঃ ॥ ৯ ॥  
 তে সত্বাঃ সত্বকর্তারং বিনীতবদ্রুপস্থিতাঃ ।  
 কিং কুন্ম ইত্যভাষন্ত ক্ষুংপিপাসাভয়াদিতাঃ ॥ ১০ ॥

৬। লো-টী। কিং নাম যেষাং তে কিম্মানঃ অস্ত্রীলিঙ্গেহপি ভাদেশঃ। 'কিম্মানো বলাৎকটা' ইতি বা পাঠঃ।

৭। লো-টী। নুদ দূরীকুরু।

ব্রহ্মন্, ইহাদের পূর্বপুরুষ কে ছিল এবং তাহাদের নাম কি? তাহাদের কিরূপ বল ছিল এবং কোন্ অপরাধে ও কিরূপে রাক্ষসগণ বিষ্ণুকর্তৃক বিতাড়িত হইয়াছে ॥ ৬ ॥

হে অনঘ, এই সমস্ত সবিস্তারে আমার নিকট বলিয়া শ্রব্য যেমন অন্ধকার দূর করেন, সেইরূপ আপনি আমার কোতূহল দূর করুন ॥ ৭ ॥

রামচন্দ্রের এই সুপরিপূর্ণ উত্তম বাক্য শ্রবণ করিয়া অগস্ত্য ঈষৎ বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন— ॥ ৮ ॥

হে রঘুনন্দন, পুরাকালে পদ্মযোনি প্রজাপতি জল সৃজন করিয়া তাহার রক্ষার্থ প্রাণিসমূহ সৃজন করিলেন ॥ ৯ ॥

সেই প্রাণিগণ ক্ষুধা, পিপাসা এবং ভয়ে প্রলীড়িত হইয়া সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার

প্রজাপতিস্ত তান্ প্রাহ সৰ্বাংশ্চ প্রহসন্নিব ।

আভায়াপঃ প্রযত্নেন রক্ষধ্বমিতি মানদাঃ ॥ ১১ ॥

রক্ষাম ইতি তত্রাত্নৈঃ ক্ষিণুমশ্চেতাথাপনৈঃ ।

ক্ষুধিতাক্ষুধিতৈরুক্তস্ততস্তান্ প্রাহ ভূতক্ৰুং ॥ ১২ ॥

ক্ষিণুম ইতি যৈরুক্তং তে তু যক্ষা ভবন্ত বঃ ।

রক্ষাম ইতি যৈরুক্তং রাক্ষসাস্তে ভবন্ত বঃ ॥ ১৩ ॥

তত্র হেতিঃ প্রহেতিশ্চ রাক্ষসৌ ভ্রাতরাবুভৌ ।

মধু-কৈটভসক্ষাসৌ বভূবতুররিন্দমৌ ॥ ১৪ ॥

প্রহেতির্ধাম্মিকস্তত্র ন দারানভিকাঙ্কতি ।

হেতির্দারক্রিয়ার্থং তু যত্নং পরমথাকরোং ॥ ১৫ ॥

১১। লো-টী। হে মানদাঃ।

১২। লো-টী। রক্ষাম ইত্যাক্ষুধিতৈঃ ক্ষিণুমঃ ক্ষয়ং কুম্ভ ইতি ক্ষুধিতৈঃ।

নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল—‘আমরা কি করিব?’ ॥ ১০ ॥

প্রজাপতি ব্রহ্মা হাসিতে হাসিতে তাহাদের সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, তোমরা যত্নসহকারে সমস্মানে জল রক্ষা কর ॥ ১১ ॥

তখন তাহাদের মধ্যে অক্ষুবর্ত প্রাণিগণ ‘রক্ষা করিব’ বলিলে এবং অপর কতকগুলি ক্ষুবর্ত প্রাণী ‘ক্ষয় করিব’ বলিলে ব্রহ্মা তাহাদিগকে বলিলেন— ॥ ১২ ॥

তোমাদের মধ্যে যাহারা বলিয়াছে ‘ক্ষিণুমঃ’ (ক্ষয় করিব) তাহারা যক্ষ হও এবং যাহারা বলিয়াছে ‘রক্ষামঃ’ (রক্ষা করিব) তাহারা রাক্ষস হও ॥ ১৩ ॥

তাহাদের মধ্যে ‘হেতি’ এবং ‘প্রহেতি’ নামে মধু-কৈটভসদৃশ শত্রুদমনকারী দুই ভ্রাতা রাক্ষস হইল ॥ ১৪ ॥

তাহাদের দুইজনের মধ্যে ধার্মিক ‘প্রহেতি’ বিবাহ করিল না; কিন্তু ‘হেতি’

১। হ ‘স্বান্ প্রজাহ’। ২। হ ‘রক্ষতে চ’। ৩। হ ‘ক্ষণুম’। ৪। হ ‘-স্তান্’। ৫। হ ‘ক্ষণুম’। ৬। হ ‘জমেতে’। ৭। হ ‘ততঃ প্রহেতিহেতিশ্চ’। ৮। হ ‘ন-সোভিকা’।

স কালভগিনীং পত্নীং ভয়াং নাম ভয়াবহাম্ ।

উদাবহদমেয়াত্মা স্বঃস্বৈব মহামতিঃ ॥ ১৬ ॥

স তস্তাং জনয়ামাস হেতী রাক্ষসপুঙ্গবঃ ।

পুত্রং পুত্রবতাং শ্রেষ্ঠো বিদ্যুৎকেশমিতি শ্রুতম্ ॥ ১৭ ॥

স হেতিপুত্রো বিক্রান্তঃ প্রদীপ্তাগ্নিসমপ্রভঃ ।

ব্যবর্দ্ধত মহাতেজাস্তোয়মধ্যে যথাম্বুজঃ ॥ ১৮ ॥

স যদা যৌবনং ভদ্রমনুপ্রাপ্তো নিশাচরঃ ।

ততো দারক্রিয়াং তস্য কর্তুং ব্যবসিতঃ পিতা ॥ ১৯ ॥

সন্ধ্যাছুহিতরং সৌহৃৎ নাম সালঙ্কটকটাম্

বরয়ামাস পুত্রার্থে হেতী রাক্ষসপুঙ্গবঃ ২০ ॥

১৬। লো-টা। মহদ্বয়ং যন্তাস্তাং মহাভয়াম্। অমেয়ঃ মাতুং জ্ঞাতুমশকাঃ আত্মা বুদ্ধিধন্য।

১৮। লো-টা। অম্বুজো জলজন্তুঃ।

বিবাহ করিবার জন্য অতিশয় চেষ্টা করিঃ লাগিল ॥ ১৫ ॥

অমেয়াত্মা মহামতি ‘হেতি’ নিজেই [ কালের নিকট প্রার্থনা করিয়া] কালের ভগিনী ভয়াবহা ‘ভয়া’কে বিবাহ করিল ॥ ১৬ ॥

অনন্তর পুত্রবানের অগ্রগণ্য রাক্ষসশ্রেষ্ঠ সেই ‘হেতি’ সেই জ্বীর গর্ভে ‘বিদ্যুৎকেশ’ নামে বিখ্যাত এক পুত্র উৎপাদন করিল ॥ ১৭ ॥

প্রজ্বলিত অগ্নির গ্রায় দীপ্তিশালী পরাক্রান্ত মহাতেজস্বী হেতিপুত্র জলমধ্যে জলজন্তুর গ্রায় বর্দ্ধিত হইতে লাগিল ॥ ১৮ ॥

সেই রাক্ষস যখন সুন্দর নবযৌবন প্রাপ্ত হইল, তখন তাহার পিতা ‘হেতি’ তাহার বিবাহের জন্য সচেষ্ট হইল ॥ ১৯ ॥

রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ‘হেতি’ সালঙ্কটকটা-নাম্নী সন্ধ্যা-কন্যাকে পুত্রের জন্য প্রার্থনা করিল ॥ ২০ ॥

অবশ্যমেব দাতব্য। বরায়েষেতি সক্ষ্যা।

চিস্তয়িত্বা সূতা দত্তা বিদ্যাৎকেশায় রাঘব ॥ ২১ ॥

সক্ষ্যায়ান্তনয়াং লব্ধ্বা বিদ্যাৎকেশো মহাবলঃ।

রেমে স বৈ তয়া সার্কিং পোলোম্যা মঘবানিব ॥ ২২ ॥

কেনচিত্ত্বথ কালেন রাম সালঙ্কটঙ্কটা।

বিদ্যাৎকেশাদ্ গর্ভমাপ মেঘরাজিরিবার্ণবাৎ ॥ ২৩ ॥

ততঃ সা রাক্ষসী গর্ভং মেঘগর্ভসমপ্রভম্।

প্রসূতা মন্দরং গত্বা গঙ্গা গর্ভমিবাগ্নিজম্ ॥ ২৪ ॥

সমুৎসৃজ্য তু সা গর্ভং বিদ্যাৎকেশাদ্রতার্থিনী।

রেমে পত্যা তু সা সার্কিং বিন্মৃত্য সূতমাত্মনঃ ॥ ২৫ ॥

২৩। লো-টা। মেঘরাজির্ধ্বা অর্ণবাৎ সমুদ্রাদ্ গর্ভং প্রাপ্নোতি তথা, সমুদ্রজলেনৈব মেঘস্ত বর্ষণাৎ।

২৪। লো-টা। ঘনগর্ভো জলং তস্তেব সমা স্বচ্ছা প্রভা যন্ত তম্।

২৫। লো-টা। বিদ্যাৎকেশাদ্রতার্থিনী রতং সুরতং সন্তোগ ইতি যাবৎ, তদর্থিনী। 'বিদ্যাৎকেশপ্রিয়ার্থিনী'তি পাঠঃ কচিং। 'রতং সুরতগুহ্যে'রিতি কোষঃ।

হে রাঘব, 'ইহাকে অবশ্যই পাত্রসাৎ করিতে হইবে' এই চিন্তা করিয়া সক্ষা বিদ্যাৎকেশকে নিজকণা প্রদান করিল ॥ ২১ ॥

মহাবলশালী সেই বিদ্যাৎকেশ সক্ষার কণাকে বিবাহ করিয়া, শচীর সহিত ইন্দ্রের আয় তাহার সহিত বিহার করিতে লাগিল ॥ ২২ ॥

হে রাম, কিছুদিন পরে সমুদ্র হইতে মেঘরাজির আয় সালঙ্কটঙ্কটা বিদ্যাৎকেশ হইতে গর্ভলাভ করিল ॥ ২৩ ॥

পরে গঙ্গা যেমন বহ্নিনিষ্কিপ্ত শিববীর্ষ্য [শরবনে] ত্যাগ করিয়াছিলেন, সেইরূপ সেই রাক্ষসী মন্দর-পর্বতে গিয়া মেঘ-গর্ভতুল্য গর্ভ প্রসব করিল ॥ ২৪ ॥

সেই রাক্ষসী গর্ভ পরিত্যাগ করিয়াই বিদ্যাৎকেশের সহিত সুরতাভিলাষে

১। হ 'বরায়েষেতি'। ২। হ 'নিশাচরঃ'। ৩। হ 'বৈ স তয়া'। ৪। হ '-শাল-'। ৫। হ 'মঘরাজি-'। ৬। হ 'তস্মিন্মুৎসৃজ্য তং গর্ভং'। ৭। হ 'তদা'।

ତତ୍ରୋଂସ୍ତକ୍ତଃ ସ ତୁ ଶିଶୁଃ ପ୍ରଦୀପ୍ତାଗ୍ନିସମଦ୍ଭାତିଃ ।

ଆତ୍ମେ ପାଣିଂ ସମ୍ମିଧାୟ ମେଘବଦ୍ଭିରୁରାବ ହ ॥ ୨୬ ॥

ଅଥୋପରିକ୍ତାଦାଗଚ୍ଛନ୍ ରୁଷଭସ୍ତୋ ମହେଶ୍ବରଃ ।

ଅପଞ୍ଚାଦୁମୟା ସାର୍ଦ୍ଧଂ ରୁଦନ୍ତଂ ରାକ୍ଷସାତ୍ମଜମ୍ ॥ ୨୭ ॥

କାର୍ତ୍ତବ୍ୟାଦଥ ପାର୍ବତ୍ୟା ଭବନ୍ତିପୁରସୂଦନଃ ।

ତଂ ରାକ୍ଷସାତ୍ମଜଂ ଚକ୍ରେ ପିତୁରେବ ବୟଃସମମ୍ । ୨୮ ॥

ଅମରଂ ଚୈବ ତଂ କୃତ୍ବା ମହାଦେବୋଽକ୍ଷୟାବ୍ୟୟମ୍ ।

ପୁରମାକାଶଗଂ ପ୍ରାଦାଂ ପାର୍ବତ୍ୟାଃ ପ୍ରିୟକାମ୍ୟା ॥ ୨୯ ॥

ଓମୟାପି ବରୋ ଦନ୍ତୋ ରାକ୍ଷସୀନାଂ ନୃପାତ୍ମଜ ।

ଗର୍ଭୋପଲକ୍ଷ୍ମିଃ ସଦୃଶ ପ୍ରସୂତିଃ ସଦ୍ର ଏବ ଚ ।

ସଦ୍ର ଏବ ଚ ଜାତସ୍ତ ବୟଃପ୍ରାପ୍ତିଶ୍ଚ କାମତଃ ॥ ୩୦ ॥

ନିଜେର ପୁତ୍ରେର କଥା ବିସ୍ମୃତ ହଇଁଆ ପତିର ସହିତ ରତିକ୍ରୀଡ଼ା କରିତେ  
ଲାଗିଲ ॥ ୨୫ ॥

ପ୍ରଜ୍ଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନିର ଗ୍ରାସ ଦୀପ୍ତିଶାଳୀ ସେହି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଶିଶୁ ମୁଖମଧ୍ୟେ ହସ୍ତ ଦିଆ  
ମେଘେର ଗ୍ରାସ ଗନ୍ତୀର ସ୍ବରେ ରୋଦନ କରିତେ ଲାଗିଲ ॥ ୨୬ ॥

ଅନନ୍ତର ମହାଦେବ ପାର୍ବତୀର ସହିତ ରୁଷେ ଆରୋହଣ କରିଆ ଆକାଶମାର୍ଗେ  
ଆଗମନ କରିତେ କରିତେ ରାକ୍ଷସ-ପୁତ୍ରକେ ରୋଦନ କରିତେ ଦେଖିଲେ ॥ ୨୭ ॥

ତখন ପାର୍ବତୀର କରୁଣାୟ ତ୍ରିପୁରହନ୍ତା ମହାଦେବ ସେହି ରାକ୍ଷସ-ପୁତ୍ରକେ ତାହାର  
ପିତୃତୁଲ୍ୟ ବୟସ ପ୍ରଦାନ କରିଲେ ॥ ୨୮ ॥

ମହାଦେବ ତାହାକେ ଅମର କରିଆ ପାର୍ବତୀର ପ୍ରିୟ କାମନାୟ ଆକାଶଗାମୀ  
ଅକ୍ଷୟ ଏବଂ ଅବ୍ୟୟ ପୁର ପ୍ରଦାନ କରିଲେ ॥ ୨୯ ॥

ତେ ନୂପନନ୍ଦନ, ଓମାଓ ରାକ୍ଷସୀଦିଗକେ ବର ପ୍ରଦାନ କରିଲେ, ତାହାରା ସଦ୍ରହି ଗର୍ଭ

୧ । ଡ 'ତୟୋ' । ୨ । ଡ 'ସମାଧାୟ' । ୩ । ଡ 'ଦୃବିରୋଦ ହ' । ୪ । ଡ 'ଜ୍ଞୀତି' । ୫ । ଡ 'ସାନାଂ' ।

ততঃ স্ককেশো বরদানগর্বিতঃ শ্রিয়ং প্রভোঃ প্রাপ্য হরস্ম পার্শ্বতঃ ।

চচার সর্বত্র মহামতিঃ ক্ষণাৎ খগং পুরং প্রাপ্য পুরন্দরো যথা ॥ ৩১ ॥

ইত্যার্ষে বান্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাণ্ডে উত্তরকাণ্ডে স্ককেশবরদানং নাম  
চতুর্থঃ সর্গঃ ॥ ৪ ॥

লাভ করিবে, সচ্চই প্রসব করিবে এবং জাতশিশু সচ্চই ইচ্ছানুসারে বয়স প্রাপ্ত  
হইবে ॥ ৩০ ॥

তার পর বরলাভে গর্বিত মহামতি স্ককেশ ( বিদ্যাৎকেশের পুত্র ) প্রভু  
মহাদেবের নিকট হইতে [ তাদৃশ ] সম্পদ এবং আকাশগামী পুর লাভ করিয়া  
পুরন্দরের আয় সর্বত্র বিচরণ করিতে লাগিল ॥ ৩১ ॥

মহর্ষি বান্মীকি-প্রণীত আদিকাণ্ডে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে স্ককেশবরদান-নামক  
৪র্থ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪ ॥



## ( ৫ ) পঞ্চমঃ সর্গঃ

সুকেশঃ ধার্মিকঃ জ্ঞাত্বা বরলব্ধং চ রাক্ষসম্ ।

গ্রামগীর্নাম গন্ধর্ব্বো বিশ্বাবসুসমপ্রভঃ ॥ ১ ॥

তস্মৈ দেববতী নাম দ্বিতীয়া শ্রীরিবাক্তজা ।

তাং তস্মৈ স দদৌ প্রীতঃ কৃষ্ণায়েবোদধিঃ প্রিয়ম্ ॥ ২ ॥

বরদানকৃতৈশ্বর্য্যং সা তং প্রাপ্য পতিং প্রিয়ম্ ।

আসীদেববতী হৃষ্টা ধনং প্রাপ্যেব দুর্গতঃ ॥ ৩ ॥

স তয়া সহ স্প্রীতো রেমেহং রজনীচরঃ ।

অঞ্জনাভিনিজ্ঞান্তো গজো বাসিতয়েব হ ॥ ৪ ॥

৩। লো-টা। দুর্গতো ধনধানঃ ।

৪। লো-টা। অঞ্জনাভিগ্গজাং অভিনিপ্পন্নো জাতঃ বাসিতয়া করিণ্যা সহ ইবেতি  
লুপ্তোপমা। “বাসিতা যেনুকা চৈব বশা চ করিণী মতা” ইতি হারাণ্যো ।

সমুদ্রে যেরূপ শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্মী সম্প্রদান করিয়াছিলেন, বিশ্বাবসুতুল্য  
দৌপ্তিমান্ গ্রামগী-নামক গন্ধর্ব্ব সেইরূপ রাক্ষস সুকেশকে ধার্মিক এবং বরপ্রাপ্ত  
অবগত হইয়া প্রীতি-সহকারে তাহাকে দ্বিতীয়া লক্ষ্মীর আয় দেববতী নামী স্বীয়  
কন্যা সম্প্রদান করিলেন ॥ ১-২ ॥

ধন লাভ করিয়া দরিদ্রের যেরূপ আনন্দ হয়, বরপ্রদানে ঐশ্বর্য্যশালী প্রিয়  
পতি লাভ করিয়া সেই দেববতীর সেইরূপ আনন্দ হইল ॥ ৩ ॥

অনন্তর হস্তিনীর সহিত বিহারকারী ‘অঞ্জন’ ( দিগ্গজ )-বংশোদ্ভূত হস্তীর  
আয় সেই রজনীচর সুকেশ দেববতীর সহিত পরম প্রীতিসহকারে রতিক্রীড়া  
করিতে লাগিল ॥ ৪ ॥

দেববত্যাং স্কেশস্ত জনয়ামাস রাঘব ।

ত্রীংস্ত্রিনেত্রসমান্ পুত্রান্ রাক্ষসান্ রাক্ষসাধিপঃ ।

মাল্যবস্তং স্মালিং চ মালিনং চ মহাবলম্ ॥ ৫ ॥

ত্রয়ো লোকা ইবাব্যগ্রো দীপ্তাস্ত্রয় ইবাগ্নয়ঃ ।

ত্রয়ো মন্ত্ৰা ইবাত্যুগ্রাস্ত্রয়ো ঘোরা ইবাহয়ঃ ॥ ৬ ॥

৪  
ত্রয়ঃ স্কেশস্ত স্ত্রীত্রেতাগ্নিসমতেজসঃ ।

বিবুদ্ধিমগমংস্তত্র ব্যাধয়ঃ প্রবলা ইব ॥ ৭ ॥

বরপ্রাপ্ত্যা ততস্তে তু জ্ঞাত্বৈশ্বর্য্যং পিতুর্মহৎ ।

তপস্তপ্তং গতা মেরুং ভ্রাতরঃ কৃতনিশ্চয়াঃ ॥ ৮ ॥

৫। লো-টী। ত্রিনেত্রসমান্ ত্রিনেত্রাং শ্রীমহেশাং মন্ত্ৰণাধারেণ সমং সাধ্বসং ভয়ং  
যেমাং তান্, ন তু ত্রিনেত্রতুল্যান্ । উগ্রতয়া সাম্যং বা

৬-৭। লো-টী। মাল্যবদাদয়স্ত্রয়ো লোকা জনাঃ প্রীতেরাধিক্যাদেকীভূতা অপি দেহ-  
সম্বন্ধেন অন্তঃ ভিন্নঃ গতাঃ প্রাপ্তা ইব । ‘অত্যর্থ’মিতি পাঠে ত্রয়ো ভিন্নত্বেন প্রতীয়মানা অপি  
সাক্ষপেণ ঐকমত্যাদিনা চ অত্যর্থম্ অর্থমভেদরূপমতিশয়েন গতা ইব । ত্রয়োহগ্নয় ইব ‘পাবকঃ  
পবমানশ্চ শুচিশ্চেত্যগ্নয়স্ত্রয়’ ইতীব, গার্হপত্যাদয়ো বা । উগ্রা মন্ত্ৰা ইব ত্রৌঘ্যে দৃষ্টান্তঃ, অদ্রয়  
ইব ভয়াংশে, ‘অহং’ ইতি বা পাঠঃ । ত্রেতাগ্নির্গার্হপত্যাদিগ্নিত্রয়ং তেজসঃ ।

৮। লো-টী। বরং প্রাপ্য পিতুর্মহদৈশ্বর্য্যং জ্ঞাত্বা ।

হে রাঘব, রাক্ষসাধিপতি স্কেশ দেববতীর গর্ভে মহাবলশালী মাল্যবান্,  
স্মালি এবং মালি-নামক ত্রাসকতুল্য তিনটি রাক্ষস উৎপাদন করিল ॥ ৫ ॥

অব্যাকুল লোকত্রয়ের আয়, প্রদীপ্ত অগ্নিত্রয়ের আয়, অত্যাগ্র মন্ত্ৰত্রয়ের আয়  
এবং ভয়ঙ্কর সর্পত্রয়ের আয় স্কেশের পুত্রত্রয় ত্রেতাগ্নি (গার্হপত্যাদি)-সদৃশ তেজস্বী  
হইয়া প্রবল ব্যাধির আয় বদ্ধিত হইতে লাগিল ॥ ৬-৭ ॥

মেই ভ্রাতৃত্রয় পিতার বরলব্ধ ঐশ্বর্য্যের কথা অবগত হইয়া স্থিরসিদ্ধান্ত  
হইয়া তপস্তা করিতে মেরুপর্বতে গমন করিল ॥ ৮ ॥

১। হ ‘মালিক্ স্মহা-’ । ২। অতঃ পরং ৩ ‘এয়ঃ স্কেশস্ত স্ত্রীত্রেতাগ্নিসমতেজসঃ’ । ইত্যাদিকম্ ।

৪। হ ‘অতঃ গতাগ্নয়ঃ’ । ৫। হ ইদমর্কমত্র নাস্তি ।

প্রণৃহ নিয়মান্ ঘোরান্ রাক্ষসা নৃপসত্তম ।  
 চেরুস্তত্র তপো ঘোরং সর্বভূতভয়াবহম্ ॥ ৯ ॥  
 সত্যার্জ্জবদমোদ্ধূতঃ স তু তেযাং তপোহনলঃ ।  
 নির্দদাহেব লোকাংস্ত্রীন্ সদেবাস্থরমানুষান্ ॥ ১০ ॥  
 ততো দেবশ্চতুর্ভক্তো বিমানবরমাস্থিতঃ ।  
 স্নকেণপুত্রানামন্ত্য বরদোহস্মীত্যভাষত ॥ ১১ ॥  
 ব্রহ্মাণং বরদং জাহ্না দৃষ্ট্বাবন্দ্য চ রাক্ষসাঃ ।  
 উচুঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সর্বৈ বেপমানা ক্রমা ইব ॥ ১২ ॥  
 তপসারাধিতো দেব দদাসি যদি নো বরান্ ।  
 অজেয়াঃ শত্রুহস্তারস্তথৈব চিরজীবিনঃ ।  
 প্রভবিষেণ ভবিষ্যামঃ পরস্পরমনুব্রতাঃ ॥ ১৩ ॥

১২। লো-টা। আবন্দ্য নমস্কৃত্য।

১৩। লো-টা। পরস্পরম্ অনুব্রতাঃ প্রীতমাণাঃ।

হে নৃপসত্তম, সেই রাক্ষসগণ কঠোর নিয়ম গ্রহণ করিয়া সেইস্থানে সর্বপ্রাণীর ভয়জনক ভয়ঙ্কর তপস্যা করিতে লাগিল ॥ ৯ ॥

তাহাদের সত্য, সরলতা এবং ইন্দ্রিয়নিগ্রহ হইতে উৎপন্ন তপস্যারূপ অগ্নি দেবতা, অশুর এবং মনুষ্যগণের সহিত ত্রিভুবন যেন দগ্ধ করিতে লাগিল ॥ ১০ ॥

পরে চতুরানন ব্রহ্মা উদ্ভম বিমানে আরোহণ করিয়া স্নকেশের পুত্র-দিগকে ডাকিয়া কহিলেন, আমি বরদান করিতে ইচ্ছা করি ॥ ১১ ॥

রাক্ষসগণ ব্রহ্মাকে বরদানাভিলাষী অবগত হইয়া তাঁহাকে দর্শনপূর্বক বন্দনা করিয়া কম্পমান বৃক্ষের শ্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে কৃতাজলিপুটে বলিল—॥ ১২ ॥

হে দেব, হে প্রভো, তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া যদি আপনি আমাদের বরদান করেন, তবে আমরা যেন অজেয়, শত্রুসংহারক, চিরজীবী এবং পরস্পর প্রীতিমান হই ॥ ১৩ ॥

এবং ভবিষ্যথেতু্যক্তা স্ককেশতনয়াংস্তদা ।

স যযৌ ব্রাহ্মলোকায ব্রাহ্মা ব্রাহ্মণবৎসলঃ ॥ ১৪ ॥

বরং লব্ধ্বা তু তে সর্বৌ রাম রাত্ৰিকরেশ্বরঃ ।

সুরাসুরান্ প্রবাধন্তে বরদানাং স্তনিৰ্ভয়াঃ ॥ ১৫ ॥

তৈর্বাধ্যমানাস্ত্রিদশা ঋষিসজ্জাঃ সচারণাঃ ।

ত্রোতারং নাধিগচ্ছন্তি নিরয়স্থা যথা নরাঃ ॥ ১৬ ॥

অথ তে বিশ্বকর্মাণং শিল্পিনাং প্রভুমব্যয়ম্ ।

প্রোচুরাহুয় সহিতা রাক্ষসা রঘুনন্দন ॥ ১৭ ॥

ওজস্তেজো বলং বুদ্ধা মহতা চাত্মতেজসা ।

গৃহকর্তা ভবান্ নিত্যং দেবানাং হৃদয়েষ্পিতান্ ।

অস্মাকমপি দেব ত্বং গৃহান্ কর্তুমিহাহঁসি ॥ ১৮ ॥

তখন ব্রাহ্মণবৎসল ব্রাহ্মা স্ককেশের পুত্রদিগকে 'তোমরা এইরূপ' হইবে এই কথা বলিয়া ব্রাহ্মলোকে গমন করিলেন ॥ ১৪ ॥

হে রাম, সেই নিশাচরগণ সকলে বরলাভ করিয়া নিতান্ত নির্ভয় হইয়া দেবতা এবং অসুরদিগকে পীড়ন করিতে লাগিল ॥ ১৫ ॥

রাক্ষসগণকর্তৃক উৎপীড়িত চারণগণ, দেবগণ এবং ঋষিগণ নরকস্থ নরগণের স্তায় অসহায় হইয়া পড়িলেন ॥ ১৬ ॥

হে রঘুনন্দন, একদা সেই রাক্ষসগণ মিলিত হইয়া শিল্পীদিগের প্রভু চির-স্তন বিশ্বকর্মাণকে ডাকিয়া বলিল— ॥ ১৭ ॥

আপনি স্বীয় প্রভাবে প্রতাপ এবং বলবীৰ্য্য অবগত হইয়া [ তদনুসারে ] সর্বদা দেবতাদিগের গৃহ নির্মাণ করেন ; অতএব হে দেব, আমাদেরও মনঃপূত গৃহরাজি নির্মাণ করুন ॥ ১৮ ॥

১। ছ 'তু'। ২। ছ 'চরে'। ৩। ছ '-নবাধন্ত'। ৪। ছ 'সর্ষিদ-'। ৫। ছ 'নাধাগচ্ছন্তে'।  
৬। ছ 'ইদমকং নাস্তি'। ৭। ছ 'দেবো'। ৮। ছ '-স্ত'।

হিমবন্তং সমাপ্তিত্য মেরুং মন্দরমেব বা ।

তুরেশ্বরগৃহপ্রখ্যান্ গৃহান্ নঃ কুরু বিশ্বকৃৎ ॥ ১৯ ॥

বিশ্বকস্মা ততস্তেযাং রাক্ষসানাং মহাত্মনাম্ ।

নিবাসং কথয়ামাস শক্রাবাসোপমং তদা ॥ ২০ ॥

দক্ষিণশ্চোদধে তীরে ত্রিকূটো নাম পর্বতঃ ।

অবেল ইতি চাপ্যন্তো দ্বিতায়ো রাক্ষসর্বভাঃ ॥ ২১ ॥

শিখরে তস্মৈ শৈলস্মা মধ্যমেহম্বুদসমিভে ।

শকুনৈরপি দুস্ত্রাপে টঙ্কচ্ছিন্নে চতুর্দিশি ॥ ২২ ॥

ত্রিংশদযোজনবিস্তীর্ণা শতযোজনমায়তা ।

তত্র লঙ্কেতি নগরী ময়া শক্রাভয়া কৃতা ॥ ২৩ ॥

তস্যাং বসত দুর্দর্শাঃ পুর্যাং রাক্ষসপুঙ্গবাঃ ।

অমরাবতীমাগাচ্চ সেন্দ্রা ইব দিবৌকসঃ ॥ ২৪ ॥

২২। লো-টী। টঙ্কচ্ছিন্নে টঙ্কোহম্বুদারণং তেন ছিন্নে দারিতে।

হে বিশ্বকর্ষন, মেরু, মন্দর অথবা হিমালয়-পর্বতের উপরে দেবরাজের গৃহতুল্য আমাদের গৃহরাজি নির্মাণ করুন ॥ ১৯ ॥

তখন বিশ্বকর্ষা সেই মহাত্মা রাক্ষসদিগের ইন্দ্রের আবাসতুল্য বাসস্থান নির্দেশ করিয়া কহিলেন—॥ ২০ ॥

হে রাক্ষসপুঙ্গবগণ, সমুদ্রের দক্ষিণ-তীরে ত্রিকূটনামক একটা পর্বত এবং অবেল নামে অপর একটা পর্বত আছে ॥ ২১ ॥

ঐ পর্বতের মধ্যবর্তী পক্ষিগণেরও ছরারোহ চতুর্দিকে টঙ্কাস্ত্র (পাষণবিদারক অস্ত্র) দ্বারা কর্ত্তিত মেঘসদৃশ একটা শৃঙ্গ আমি ইন্দ্রের আদেশে দৈর্ঘ্যে শতযোজন এবং বিস্তারে ত্রিংশদ-যোজনবাপী লঙ্কানামক নগরী নির্মাণ করিয়াছি ॥ ২২-২৩ ॥

হে দুর্দর্শ রাক্ষসশ্রেষ্ঠগণ, অমরাবতীতে ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণের আয় তোমরা সেই লঙ্কানগরীতে বাস কর ॥ ২৪ ॥

লঙ্কাভূগং সমাসাঢ় রাক্ষসৈর্বহুভিরুতাঃ ।

ভবিষ্যথ হুতুর্ধ্বাঃ শক্রভিঃ শক্রসূদনাঃ ॥ ২৫ ॥

বিশ্বকর্ষব্যচঃ শ্রুত্বা ততস্তে রাক্ষসোত্তমাঃ ।

সহস্রানুচরা ভূত্বা পুরীং তামবসংস্তদা ॥ ২৬ ॥

দৃঢ়প্রাকারপরিখাং হৈমৈর্গৃহশতৈরুতাম্ ।

লঙ্কামবাপ্য তে হৃষ্টা শ্রবসন্ রজনীচরাঃ ॥ ২৭ ॥

এতস্মিন্নেব কালে তু যথাকামচরানঘ ।

নশ্বদা নাম গন্ধর্ব্বা বভূব রঘুনন্দন ।

তস্থাঃ কন্যাভয়ং হাসীং হ্রীশ্রীকান্তিসমদ্যাতি ॥ ২৮ ॥

জ্যেষ্ঠক্রমেণ সা তেযাং রাক্ষসানামরাক্ষসী ।

কন্যাস্তাঃ প্রদদৌ হৃষ্টা পূর্ণচন্দ্রনিভাননাঃ ॥ ২৯ ॥

২৮। লো-টী। হ্রীধর্ম্মশ্রু পত্নী, শ্রীবিঃষাঃ, কাহ্নিচন্দ্রশ্রু, তাভিঃ সমা দ্যতির্থশ্রু তৎ।

শক্রসূদন রাক্ষসগণ, তোমরা বহু রাক্ষস-পরিবৃত হইয়া লঙ্কাভূগে অবস্থান পূর্ব্বক শক্রগণের অতিশয় দুর্জয় হইবে ॥ ২৫ ॥

সেই রাক্ষসশ্রেষ্ঠগণ বিশ্বকর্ষার কথা শুনিয়া সহস্র সহস্র অনুচরের সহিত সেই লঙ্কানগরীতে গিয়া বাস করিল ॥ ২৬ ॥

দৃঢ় প্রাচীর ও পরিখায় পরিবেষ্টিতা শত শত সুবর্ণগৃহশোভিতা লঙ্কানগরীতে উপনীত হইয়া রাক্ষসগণ হুষ্টিচিত্তে বাস করিতে লাগিল ॥ ২৭ ॥

হে নিষ্পাপ রামচন্দ্র, এই সময়ে স্বচ্ছন্দগতি নশ্বদানাম্নী এক গন্ধর্ব্বা ছিল এবং তাহার হ্রী ( ধর্ম্মের পত্নী ), লক্ষ্মী ( বিষ্ণুর পত্নী ) এবং কান্তির ( চন্দ্রের পত্নী ) শ্রায় দ্যতিমতী তিনটি কন্যা ছিল ॥ ২৮ ॥

সেই গন্ধর্ব্বা সম্ভুত হইয়া পূর্ণচন্দ্রসদৃশমুখী সেই কন্যা তিনটীকে জ্যেষ্ঠক্রমে রাক্ষসদিগকে প্রদান করিল ॥ ২৯ ॥

ত্রয়াণাং রাক্ষসেন্দ্ৰাণাং তিস্রো গন্ধর্ব্বকন্যকাঃ ।

দত্তা মাত্রা মহাভাগা নক্ষত্রে ভগদৈবতে ॥ ৩০ ॥

কৃতদারাস্ত তে রাম স্কেশতনয়াস্তদা ।

চিক্রীড়ুঃ সহ ভার্য্যাভিরপ্সরোভিরিবামরাঃ ॥ ৩১ ॥

তত্র মাল্যবতো ভার্য্যা স্তন্দরী নাম স্তন্দরী ।

স তস্তাং জনয়ামাস যদপত্যং নিবোধ তৎ ॥ ৩২ ॥

বজ্রমুষ্টিবিরূপাক্ষো ছুমু<sup>১</sup>খশ্চাপি রাক্ষসঃ ।

সুপ্তনো যজ্জকেতুশ্চ মত্তোন্মত্তো তথৈব চ ।

সুবেলা চাভবৎ কন্যা স্তন্দরী<sup>২</sup> নাম স্তন্দরী ॥ ৩৩ ॥

সুমালিনোহপি ভার্য্যাসীৎ পূর্ণচন্দ্রনিভাননা ।

নান্না কেতুমতী রাম প্রাণেভ্যোহপি গরীয়সী ॥ ৩৪ ॥

৩০ । লো-টা । ভগদৈবতে সবিতৃদৈবতে হস্তে

সৌভাগ্যবতী গন্ধর্ব্বকন্যা তিনটি হস্তানক্ষত্রে তিনজন শ্রেষ্ঠ রাক্ষসের হস্তে  
মাতাকর্তৃক প্রদত্ত হইল ॥ ৩০ ॥

হে রাম, তখন স্কেশপুত্রগণ দারপরিগ্রহ করিয়া অঙ্গরাগণের সহিত  
দেবতাদিগের স্থায় জ্বীগণের সহিত সুরতক্রীড়ায় আসক্ত হইল ॥ ৩১ ॥

মাল্যবান্ তাহার স্তন্দরীনাম্নী অতিস্তন্দরী ভার্য্যার গর্ভে যে সন্তান উৎ-  
পাদন করিয়াছিল, তাহার কথা শ্রবণ করুন ॥ ৩২ ॥

হে রাম, স্তন্দরীর গর্ভে রাক্ষস বজ্রমুষ্টি, বিরূপাক্ষ, ছুমু<sup>১</sup>খ, সুপ্তন, যজ্জকেতু,  
মত্ত, উন্মত্ত এবং সুবেলানাম্নী একটা স্তন্দরী কন্যা জন্মগ্রহণ করে ॥ ৩৩ ॥

হে রাম, সুমালীরও পূর্ণচন্দ্রনিভাননা কেতুমতীনাম্নী ভার্য্যা প্রাণাধিক প্রিয়-  
তমা ছিল ॥ ৩৪ ॥

সুমালী জনয়ামাস যদপত্যং নিশাচরঃ ।

কেতুমত্যাং মহারাজ তন্নিবোধানুপূর্ব্বশঃ ॥ ৩৫ ॥

প্রহস্তোহকম্পনশ্চৈব বিকটঃ কালিকামুখঃ ।

ধূম্রাক্ষশ্চৈব দণ্ডশ্চ সুপাৰ্শ্বশ্চ মহামতিঃ ॥ ৩৬ ॥

সংহ্রাদী প্রঘসশ্চৈব ভাসকর্ণশ্চ রাক্ষসঃ ।

রাকা পুষ্পোৎকটা চৈব নৈকসী চ শুচিস্মিতা ।

কুন্তীনসী তথৈত্যেতে সুমালিপ্রসবাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩৭ ॥

মালিনো বসুদা নাম গন্ধর্ব্বী রূপশালিনী ।

ভাৰ্য্যাসীং পদ্মপত্রাক্ষী মুখ্যা পদ্মসমাননা ॥ ৩৮ ॥

সুমালিনোহনুজন্তুশ্চাং জনয়ামাস যৎ প্রভো ।

অপত্যং কথ্যমানং তন্নিবোধ মম রাঘব ॥ ৩৯ ॥

৩৭। লো-টী। প্রসবা অপত্যানি। 'প্রসবন্ত ফলে পুষ্পেইপ্যপত্যে' গৰ্ভমোচনে' ইতি ভূরি०।

মহারাজ, নিশাচর সুমালী কেতুমতীর গর্ভে যে সন্তান উৎপাদন করিয়াছিল তাহার কথা আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করুন ॥ ৩৫ ॥

রাক্ষস প্রহস্ত, অকম্পন, বিকট, কালিকামুখ, ধূম্রাক্ষ, দণ্ড, মহামতি সুপাৰ্শ্ব, সংহ্রাদী, প্রঘস, ভাসকর্ণ, রাকা, পুষ্পোৎকটা, চারুহাসিনী নৈকসী এবং কুন্তীনসী, ইহারা সুমালীর গুণসে জন্মগ্রহণ করে ॥ ৩৬-৩৭ ॥

পদ্মপলাশাক্ষী পদ্মাননা সৌন্দর্য্যশালিনী বসুদানামী শ্রেষ্ঠা গন্ধর্ব্বী মালীর ভাৰ্য্যা ছিল ॥ ৩৮ ॥

প্রভো রামচন্দ্র, সুমালীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা (মালী) তাহার গর্ভে যে সন্তান

১। হ 'বলঃ'। ২। হ 'হ্রাদিঃ'। ৩। হ 'শাচ'। ৪। হ 'প্রভবাঃ'। ৫। হ 'সাক্ষাৎ'।

৬। হ 'নন্ত নিবোধঃ'।



অনিলশ্চানলশ্চৈব ভীমঃ সম্পাতিরেব চ ।

এতে বিভীষণামাতা মালেয়াস্তে নিশাচরাঃ ॥ ৪০ ॥

৩তস্ত তে রাক্ষসপুঙ্গবাস্ত্রয়ো নিশাচরৈঃ পুত্রশতৈশ্চ সংব্রতাঃ ।

সুরান্ সহেন্দ্রানৃষিণাগদানবান্ ববাধিরে তেহতিবলাতিগবিভাঃ ॥ ৪১ ॥

জগদ্ ভ্রমন্তোহনিলবদু রাসদা রণে প্রচণ্ডাঃ শতশাঃ সদৌঘতাঃ ।

বরপ্রদানাদভিবর্দ্ধিতা ভূশাং ক্রতুক্রিয়াণাং প্রশমং প্রচক্রিরে ॥ ৪২ ॥

ইত্যর্ধে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে রাক্ষসোৎপত্তিনাম  
পঞ্চমঃ সর্গঃ ॥ ৫ ॥

১১। লো-টা। 'তে পুত্রশতঃ সংব্রতা' ইত্যেকং বাক্যম্। 'তে ববাধিব' ইত্যপরম্  
রাক্ষসোৎপত্তিঃ ॥ ৫ ॥

উৎপাদন করে, তাহার বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ করুন ॥ ৩৯ ॥

বিভীষণের মন্ত্রী সেই অনিল, অনল, ভীম এবং সম্পাতি, এই রাক্ষসগণ  
মালীর পুত্র ॥ ৪০ ॥

পরে বলাধিক্যবশতঃ অতিশয় গবিত শত শত রাক্ষসপুত্রপরিবৃত্ত সেই  
শ্রেষ্ঠ রাক্ষসত্রয় ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবগণ, ঋষিগণ, নাগগণ এবং দানবগণকে  
উৎপীড়িত করিতে লাগিল ॥ ৪১ ॥

বায়ুর ন্যায় ছুরাক্রমণীয়, সর্বদা ভ্রমণে ভ্রমণশীল, যুদ্ধহৃদ এবং সর্বদা  
উত্তমাস্থিত শত শত রাক্ষস বরপ্রদানে অতিশয় শক্তিশালী হইয়া যজ্ঞক্রিয়ার ধ্বংস  
সাধন করিতে লাগিল ॥ ৪২ ॥

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্যে রামায়ণে উত্তরকাণ্ডে রাক্ষসোৎপত্তিনামক  
৫ম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

( ৬ ) ষষ্ঠঃ সর্গঃ

তৈর্বাধ্যমানা দেবাশ্চ ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ ।

ভয়াভীঃ শরণং জগ্মুর্দেবদেবং মহেশ্বরম্ ॥ ১ ॥

তে সমেত্য নমস্কৃত্য ত্রিপুরারিং ত্রিলোচনম্ ।

উচুঃ প্রাজ্ঞলয়ো দেবা ভয়াদ্ গদগদভাষিণঃ ॥ ২ ॥

স্বকেশপুত্রৈর্ভগবন্ পিতামহবরোদ্ধতৈঃ ।

প্রজাধ্যক্ষ প্রজাঃ সর্বা বাধ্যন্তে রিপুবাধন ॥ ৩ ॥

অশরণ্যাঃ ক্রিয়ন্তে বৈ শরণ্যাঃ সর্ব আশ্রমাঃ ।

স্বর্গাচ্চ দেবান্ প্রচ্যাব্য স্বর্গে ক্রীড়ন্তি দেববৎ ॥ ৪ ॥

৩। লো-টা। রিপুবাধনাং পীড়াতঃ, বাধ্যন্তে পীড়িতা ভবন্তি।

৪। লো-টা। শরণং রক্ষিতারমহন্তীতি শরণ্যাঃ সম্বাসিকাঃ আশ্রমাঃ অস্বাসিকাঃ ক্রিয়ন্তে।

সেই রাক্ষসগণকর্তৃক বিতাড়িত দেবগণ এবং তপোধন ঋষিগণ অত্যন্ত ভীত হইয়া দেবাদিদেব মহেশ্বরের শরণাগত হইলেন ॥ ১ ॥

সেই দেবগণ মিলিত হইয়া ত্রিপুরারি ত্রিলোচনের সমীপে গমনপূর্বক নমস্কার করিয়া কৃতাজ্ঞলিপুটে ভয়ে গদগদস্বরে বলিতে লাগিলেন— ২ ॥

হে শক্রসংহারক ভগবন্ জগদীশ্বর, ব্রহ্মার বরে উদ্ধৃত স্বকেশের পুত্রগণ সমস্ত প্রজাদিগকে নিপীড়িত করিতেছে ॥ ৩ ॥

তাহারা স্বর্গ হইতে দেবতাদিগকে বিতাড়িত করিয়া দেবতাদিগের ন্যায় স্বর্গে ক্রীড়া করিতেছে, আমাদের রক্ষণ-নিরত সমস্ত আশ্রমকে রক্ষণে অসমর্থ করিয়া তুলিয়াছে ॥ ৪ ॥

১। চ 'বধ্য-'। ২। চ 'জগন্নাথ-'। ৩। চ 'বাধ্যতাঃ স্ব হতাশ হ'। ৪। চ 'নাশন'। ৫। চ 'শরণাগতগণাচ্চ কৃতাজ্ঞ রাক্ষসৈর্পিড়িতা'। ৬। চ 'স্বর্গাৎ প্রচ্যাব্য তে শক্'।

অহং বিষ্ণুরহং রুদ্রো ব্রহ্মাহং দেবরাজহম্ ।  
 অহং যমোহহং বরুণশ্চন্দ্রোহহং রবিরপ্যহম্ ॥ ৫ ॥  
 ইতি তে রাক্ষসা দেব বরদানেন দর্পিতাঃ ।  
 ভাষন্তে সমরোৎকর্ষান্তেষাং যে চ পুরঃসরাঃ ॥ ৬ ॥  
 তস্মো দেব ভয়ার্তানামভয়ং দাতুমহঁসি ।  
 অশিবাং বপুরাস্থায় জহি তান্ দেবকণ্টকান্ ॥ ৭ ॥  
 ইত্যুক্তঃ স সুরৈঃ সর্ষৈঃ কপদৌ নীললোহিতঃ ।  
 শূকেশঃ প্রতি সাপেক্ষঃ প্রাহ দেবগণান্ প্রভুঃ ॥ ৮ ॥  
 নাহং তান্ নিহনিষ্যামি মমাবধ্যা হি তে সুরাঃ ।  
 কিন্তু মস্ত্রং প্রবক্ষ্যামি যো বৈ তান্ নিহনিষ্যতি ॥ ৯ ॥  
 এবমেব সমুদ্যোগং পুরস্কৃত্য সুরর্ষয়ঃ ।  
 গচ্ছধ্বং শরণং বিষ্ণুং হনিষ্যতি স তান্ প্রভুঃ ॥ ১০ ॥

৬। লো-টী। সমরে উক্ৰঃ উদগতঃ হর্ষো যেষাং তে। ‘সমরোৎকর্ষা’দিত্যি বা পাঠঃ।

১০। লো-টী। এবমেব ইমমেব।

সেই রাক্ষসগণের মধ্যে রণনিপুণ প্রধান রাক্ষসগণ বরলাভে গর্বিত হইয়া “আমি বিষ্ণু, আমি রুদ্র, আমি ব্রহ্মা, আমি দেবরাজ, আমি যম, আমি বরুণ, আমি চন্দ্র, আমি সূর্য্য” এইরূপ বলিতেছে ॥ ৫-৬ ॥

অতএব হে দেব, উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করত দেবশত্রু সেই রাক্ষসদিগকে বধ করিয়া ভয়ঙ্গীড়িত আমাদিগকে আপনার অভয় দান করা উচিত ॥ ৭ ॥

দেবগণ এইরূপ বলিলে নীললোহিত প্রভু মহাদেব শূকেশের প্রতি [পূর্ব্বানু-কম্পা স্মরণ করিয়া তাহার পুত্রগণের সম্বন্ধে] নিরাপেক্ষ হইতে না পারিয়া দেবগণকে বলিলেন— ॥ ৮ ॥

আমি সেই রাক্ষসদিগকে বধ করিব না, হে দেবগণ, তাহারা আমার অবধ্য ; কিন্তু আমি পরামর্শ বলিয়া দিব, যে তাহাদিগকে বধ করিবে ॥ ৯ ॥

দেবগণ এবং ঋষিগণ, আপনারা এইরূপ উত্তমেই বিষ্ণুর শরণাগত হউন, সেই

ততন্তে জয়শব্দেন বন্দিত্বা বৈ মহেশ্বরম্ ।

বিষোঃ সমীপমাজগ্মু নিশাচরভয়াদিতাঃ ॥ ১১ ॥

শঙ্খচক্রধরং তে তু প্রণম্য বহুমান্ চ ।

উচুঃ সস্ত্রাস্তবদ্ বাক্যং শ্লোকেশতনয়ান্ প্রতি ॥ ১২ ॥

শ্লোকেশতনয়ৈর্দেব ত্রিভিস্ত্রেতাগ্নিসম্মিভৈঃ ।

আক্রম্য বরদানেন বশ্যাত্তস্ত কৃতা বয়ম্ ॥ ১৩ ॥

লঙ্কা নাম পুরী দুর্গা ত্রিকূটশিখরে স্থিতা ।

তত্র স্থিতাঃ প্রবাধন্তে সর্বান নঃ ক্ষণদাচরাঃ ॥ ১৪ ॥

স ত্বমস্মৎপ্রিয়ার্থং বৈ জহি তান্ মধুসূদন ।

চক্রকৃত্তানুগ্রবলান্ নিবেদয় যমায় বৈ ॥ ১৫ ॥

১৩। লো-টী। ত্রেতাগ্নিরগ্নিঃ প্রণম্য গার্হপত্যাদিগণৈর্বা। বশ্য। অধীনাঃ।

১৪। লো-টী। রম্যা ‘দুর্গে’তি বা পাঠঃ।

১৫। লো-টী। ‘চক্রকৃত্তানুগ্রবলানি’তি পাঠঃ। ‘চক্রকৃত্তান্তে’তি বা পাঠঃ।

প্রভু বিষ্ণু তাহাদিগকে নিহত করিবেন ॥ ১০ ॥

তখন রাক্ষসদিগের ভয়ে পীড়িত সেই দেবগণ ‘জয়’শব্দ উচ্চারণপূর্বক মহেশ্বরকে বন্দনা করিয়া বিষ্ণুর সমীপে আগমন করিলেন ॥ ১১ ॥

তাহারা শঙ্খ-চক্রধারী বিষ্ণুকে সম্মানপূরঃসর প্রণাম করিয়া শ্লোকেশপুত্র-দিগের [ উৎপীড়নের ] কথা সসম্বন্ধে বলিতে লাগিলেন—॥ ১২ ॥

হে দেব, গার্হপত্যাদি অগ্নিত্রয়সদৃশ শ্লোকেশতনয়গণ বরপ্রভাবে আমাদের আক্রমণ করিয়া বশীভূত করিয়াছে ॥ ১৩ ॥

ত্রিকূট-পর্বতের শিখরে লঙ্কানামে এক দুর্গম নগরী আছে, রাক্ষসগণ সেই-খানে অবস্থান করিয়া আমাদের সকলকে উৎপীড়িত করিতেছে ॥ ১৪ ॥

হে মধুসূদন, আপনি আমাদের প্রীতির জন্য সেই প্রচণ্ড বলশালী

১। হ ‘বন্দিত্বা’। ২। হ ‘-মানতঃ’। ৩। হ ‘-দাদিতাঃ’। ৪। হ ‘বৈশ্য দেব কৃত’। ৫। হ ‘রম্যা’।  
৬। হ ‘-কৃত্তানুগ্রবলান্’।

ভয়েশ্চভয়দেহিস্মাকং নাচ্যোহস্তি ভবতা সমঃ ।

১  
নুদ হং নো ভয়ং দেব নীহারমিব ভাস্করঃ ॥ ১৬ ॥

ইত্যেবং তৈঃ সুরৈরুক্তো দেবদেবো জনার্দনঃ ।

অভয়ং ভয়ভীতানাং দত্ত্বা দেবানুবাচ হ ॥ ১৭ ॥

স্বকেশং রাক্ষসং জানে দীপানবরগর্বিতম্ ।

ত্রীনশ্চ তনয়ান্ জানে যেমাং জ্যেষ্ঠঃ স মাল্যবান্ ॥ ১৮ ॥

তানহং সমতিক্রান্তমর্যাদান্ রাক্ষসাধমান্ ।

সূদয়িষ্যামি সংগ্রামে সুরা ভবত বিজুরাঃ ॥ ১৯ ॥

ইত্যুক্তান্তেহমরাঃ সর্বৈ বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা ।

যথাবাসং যযুর্হৃক্টাঃ প্রশংসন্তো জনার্দনম্ ॥ ২০ ॥

১৬। লো-ট। হুদ দূরীকৃত।

রাক্ষসদিগকে বধ করুন, চক্রদ্বারা তাহাদিগকে ছেদন করিয়া যমরাজকে উপহার দিন ॥ ১৫ ॥

হে দেব, আমাদের ভয়ে অভয় দান করিতে আপনার তুল্য আর কেহ নাই, সূর্য্য যেরূপ তুষার নাশ করেন, আপনিও সেইরূপ আমাদের ভয় দূর করুন ॥ ১৬ ॥

সেই দেবগণ এইরূপ বলিলে দেবদেব জনার্দন ভয়ভীত দেবতাদিগকে অভয়দান করিয়া বলিলেন— ॥ ১৭ ॥

আমি মহাদেবের বরে গর্বিত স্বকেশ-রাক্ষসকে জানি এবং তাহার পুত্রত্রয়কে জানি, যাহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ সেই মাল্যবান্ ॥ ১৮ ॥

হে দেবগণ, আমি সেই মর্যাদা-লঙ্ঘনকারী রাক্ষসাধমদিগকে যুদ্ধে নিহত করিব, আপনারা নিশ্চিন্ত হউন ॥ ১৯ ॥

প্রভাবশালী বিষ্ণু দেবগণকে এইরূপ বলিলে, তাঁহারা সকলে হৃষ্টচিত্তে তাঁহার প্রশংসা করিতে করিতে স্ব স্ব গৃহাভিমুখে গমন করিলেন ॥ ২০ ॥

বিবুধানাং সমুদযোগং মালাবান্ স নিশাচরঃ ।

শ্রুত্বা তৌ ভ্রাতরৌ জ্যেষ্ঠ ইদং বচনমব্রবীৎ ॥ ২১ ॥

অমরা ধায়শ্চৈব সমেত্য কিল শঙ্করম্ ।

অস্মদ্বধং পরীপ্সন্ত ইদমুচুস্ত্রিলোচনম্ ॥ ২২ ॥

সুকেশতনয়া দেব বরদানবলোকিতাঃ ।

বাধস্তেহস্মান্ সমুদযুক্তা ঘোররূপাঃ পদে পদে ॥ ২৩ ॥

রাক্ষসৈরভিভূতাস্তু ন শক্তাঃ স্ম উমাপতে ।

শ্বেষু ধর্মেষু সংস্হাতুং ভয়াভেযাং ছুরাঅনাম্ ॥ ২৪ ॥

তদস্মাকং হিতার্থায় জহি তাংস্তু ত্রিলোচন ।

রাক্ষসান্ হৃক্ষৃতেনৈব দহ প্রদহতাং বর ॥ ২৫ ॥

ইত্যেবং ত্রিদশৈরুক্তো নিশম্যাক্ষকসূদনঃ ।

শিরঃ করং চ ধুয়ান ইদং বচনমব্রবীৎ ॥ ২৬ ॥

২৩। লো-টী। পদে পদে স্থানে স্থানে।

২৬। লো-টী। ধুয়ানঃ কম্পধনু।

সেই রাক্ষস মালাবান্ দেবতাদিগের এইরূপ উদ্যোগের বিষয় শ্রবণ করিয়া প্রিয় ভ্রাতৃদ্বয়কে এই কথা বলিল— ॥ ২১ ॥

দেবগণ এবং ঋষিগণ নাকি সম্মিলিত হইয়া আমাদের বধাকাজক্ষায় ত্রিলোচন শঙ্করের নিকট গমন করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন— ॥ ২২ ॥

প্রভো, বরদানে গর্বিত উদ্ধত বিকটাকৃতি সুকেশের পুত্রগণ পদে পদে আমাদের উৎপীড়ন করিতেছে ॥ ২৩ ॥

হে উমাপতে, আমরা রাক্ষসগণকর্তৃক অভিভূত হইয়া সেই ছুরাআদিগের ভয়ে স্ব স্ব ধর্ম্মে অবস্থিত থাকিতে পারিতেছি না ॥ ২৪ ॥

হে ত্রিলোচন, অতএব আমাদের মঙ্গলের জন্য সেই রাক্ষসদিগকে বধ করুন, হে ভাস্মকারি-প্রবর, আপনার হৃদ্বার দ্বারাই তাহাদিগকে ভস্ম করুন ॥ ২৫ ॥

মহাদেব দেবতাদিগের এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া মন্তক এবং

অবধ্যা মম তে দেবাঃ স্নকেশতনয়া রণে ।  
 মন্ত্ৰং তু বঃ প্রবক্ষ্যামি যন্ত তান্ নিহনিষ্যতি ॥ ২৭ ॥  
 যোহসৌ চক্রগদাপাণিঃ পীতবাসা জনাৰ্দ্দনঃ ।  
 হরিনারায়ণঃ শ্রীমান্ শরণং স প্রপদ্যতাম্ ॥ ২৮ ॥  
 রুদ্রাদবাপ্য তে মন্ত্ৰং কামারিমভিবাণু চ ।  
 নারায়ণালয়ং প্রাপ্য তস্মৈ সৰ্বং স্তবেদয়ন্ ॥ ২৯ ॥  
 তে তু নারায়ণেনোক্তা দেবা ইন্দ্রপুরোগমাঃ ।  
 সুরারীংস্তান্ হনিষ্যামি সুরা ভবত বিজুরাঃ ॥ ৩০ ॥  
 দেবানাং ভয়ভীতানাং হরিণা রাক্ষসর্ষভৌ ।  
 প্রতিজ্ঞাতৌ বধোহস্মাকং চিন্ত্যতাং যদিহ ক্রমম্ ॥ ৩১ ॥

২৮। লো-টী। প্রতিপদ্যতাং 'প্রতিপদ্যত' ইতি বা পাঠঃ।

৩১। লো-টী। হে রাক্ষসর্ষভৌ।

হস্ত কল্পিত করত এই কথা বলিয়াছেন—॥ ২৬ ॥

হে দেবগণ, সেই স্নকেশপুত্রগণ সংগ্রামে আমার অবধ্য, কিন্তু যিনি তাহা-  
 দিগকে বধ করিবেন, তাঁহার বিষয় আমি তোমাদিগকে পরামর্শ দিব ॥ ২৭ ॥

যিনি চক্রহস্ত গদাপাণি পীতাস্বর জনাৰ্দ্দন, সেই শ্রীমান্ নারায়ণ হরির  
 শরণাগত হউন ॥ ২৮ ॥

দেবগণ রুদ্রের নিকট হইতে উপায় অবগত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন  
 করত নারায়ণের আশ্রয় আসিয়া তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়াছেন ॥ ২৯ ॥

নারায়ণ ইন্দ্রপ্রমুখ সেই দেবগণকে বলিয়াছেন, হে দেবগণ, আমি দেবশত্রু  
 সেই রাক্ষসদিগকে বধ করিব, আপনারা নিশ্চিন্ত হউন ॥ ৩০ ॥

হে শ্রেষ্ঠ রাক্ষসদ্বয়, হরি আমাদিগকে বধ করিবেন বলিয়া ভয়ান্ত্র দেবগণের  
 নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, এ বিষয়ে যাহা কর্তব্য তাহা চিন্তা কর ॥ ৩১ ॥

হিরণ্যকশিপোমু<sup>১</sup>ত্ব্যরন্যোযাং চ হ্রদ্বিশাম্ ।

নমুচিঃ কালনেমি<sup>২</sup>চ সংহ্রাদো বীরসত্তমঃ ॥ ৩২ ॥

রাধেয়ো বহুমায়ী চ লোকপালোহথ ধার্মিকঃ ।

যমলার্জু<sup>৩</sup>নো চ হার্দিক্যঃ শুশ্রুশৈচব নিশুশ্রুতকঃ ॥ ৩৩ ॥

অমুরা দানবান্শৈচব সত্ত্ববন্তো মহাবলাঃ ।

সৰ্বে<sup>৪</sup> সমরমাশাত্ত শ্রয়ন্তে চ পরাজিতাঃ ॥ ৩৪ ॥

সৰ্বে<sup>৫</sup>ঃ ক্রতুশতৈরিষ্টং সৰ্বে<sup>৬</sup> মায়াবিদস্তথা ।

সৰ্বে<sup>৭</sup> সৰ্ব্বাস্ত্রকুশলাঃ সৰ্বে<sup>৮</sup> শক্রভয়ঙ্করাঃ ।

নারায়ণেন নিহতাঃ শতশোহথ সহস্রশঃ ॥ ৩৫ ॥

এতজ্ জাত্বা তু সৰ্বে<sup>৯</sup>বাং ক্ষেমং কৰ্ত্তুমিহাইথঃ ।

দুখং নারায়ণং জেতুং যো নো হস্তমিহেচ্ছতি ॥ ৩৬ ॥

৩২। লো-টী। প্রহ্রাদো ভক্তাদতোহমুরঃ।

৩৩। লো-টী। লোকপালো দৈত্যাবিশেষঃ, স কীদৃশঃ? ধৰ্ম্মেণ স্বভাবসিদ্ধাচারেণ দীব্যভীতি ধার্মিকঃ। ‘ধৰ্ম্মোহস্মী পুণ্য আচারে স্বভাবোপমগোঃ ক্রতা’বিত্তি কোষঃ।

৩৪-৩৫। লো-টী। অমরাশ্চিরজীবিনোহপি, যৈঃ শতক্রতুনা শক্রেণেব শতৈঃ ক্রতুশতৈরিষ্টং তেহপি মায়াবিনো নিহতা ইত্যমরঃ।

হিরণ্যকশিপু ও অন্যান্য দৈত্যাদিগের মৃত্যু হইয়াছে এবং নমুচি, কালনেমি, বীরশ্রেষ্ঠ সংহ্রাদ, অতিশয় মায়াবী রাধেয়, ধার্মিক লোকপাল, যমল, অর্জুন, হার্দিক্য, শুশ্রু, নিশুশ্রু প্রভৃতি সত্ত্বসম্পন্ন মহাবলশালী অমুর এবং দানবগণ সকলেই যুদ্ধে বিমুর নিকট পরাজিত হইয়াছেন, শুনিয়াছি ॥ ৩২-৩৪ ॥

তঁাহারা সকলেই ক্রতুশতদ্বারা যজ্ঞ করিয়াছিলেন, সকলেই মায়াভিজ্ঞ ছিলেন, সকলেই সর্ববিধ অস্ত্রপ্রয়োগে সুদক্ষ ছিলেন, সকলেই শক্রর নিকট ভয়ঙ্কর ছিলেন; নারায়ণ তাদৃশ শত শত সহস্র সহস্র দানবকে বধ করিয়াছেন ॥ ৩৫ ॥

যিনি আমাদিগকে বধ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন, সেই নারায়ণকে



ততঃ সূমালী মালী চ শ্রুত্বা মাল্যবতো বচঃ ।

উচতুর্ভ্রাতরং জ্যেষ্ঠমশ্বিনাবিব বাসবম্ ॥ ৩৭ ॥

অধীতং দত্তমিষ্টঞ্চ ঐশ্বর্যং পরিপালিতম্ ।

আয়ুর্নিরাময়ং প্রাপ্তং ধর্মশ্চাপি কুলোচিতঃ ॥ ৩৮ ॥

দেবসাগরমক্ষোভ্যঃ শত্রৌঘৈঃ পরিগাহ্য চ ।

জিতা দ্বিষো হুপ্রতিমা ন নো মৃত্যুকৃতং ভয়ম্ ॥ ৩৯ ॥

নারায়ণশ্চ রুদ্রশ্চ শত্রুশ্চাপি যমস্তথা ।

অস্মাকং প্রমুখে স্থাতুং সর্বৈ বিভ্যতি সর্বদা ॥ ৪০ ॥

বিষেণোদৌষশ্চ নাস্ত্যত্র কারণং ত্রিদশেশ্বরঃ ।

দেবানামেব দৌষেণ বিষেণঃ প্রচলিতং মনঃ ৪১ ॥

৩৮। লো-টী। ক্ষেমবতা কল্যাণবতা যুক্তং যোগ্যং দীর্ঘমায়ুশ্চ পরিপালিতং লব্ধম্।\*

জয় করা কষ্টকর, ইহা অবগত হইয়া সকলের কল্যাণ সাধন কর ॥ ৩৬ ॥

তখন সূমালী এবং মালী মাল্যবানের কথা শ্রবণ করিয়া ইন্দ্রের নিকট অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের ন্যায় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট বলিল—॥ ৩৭ ॥

আমরা যজ্ঞ, অধ্যয়ন এবং দান করিয়াছি এবং অভিপ্রেত ঐশ্বর্য, নীরোগ আয়ুঃ ও কুলোচিত ধর্মও লাভ করিয়াছি ॥ ৩৮ ॥

শত্রুসমূহদ্বারা অক্ষোভ্য দেবরূপ সমুদ্র আলোড়ন করিয়া অতুলনীয় শত্রু-সমূহ জয় করিয়াছি ; আমাদের মৃত্যুভয় নাই ॥ ৩৯ ॥

নারায়ণ, রুদ্র, ইন্দ্র ও যম, ইহারা সকলে আমাদের সম্মুখে অবস্থান করিতে সর্বদাই ভয় পান ॥ ৪০ ॥

বিষ্ণুর কোন দোষ নাই, দেবতারাই মূল ; দেবতাদের দৌষেই বিষ্ণুর অন্তঃকরণ বিক্ষুব্ধ হইয়াছে ॥ ৪১ ॥

১। চ 'শত্রৈঃ সমবগাহ্য চ'। ২। ছ 'রাক্ষসেশ্বরঃ'।

\* লোকনাথমতে 'আয়ুঃ ক্ষেমবতা যুক্ত'মিতি পাঠোহত্র প্রতিষ্ঠাতি ।

তস্মাদগ্ৰৈব সহিতাঃ সৰ্ব্বসৈন্যসমারতাঃ ।

দেবানেষ জিঘাংসামো যেভ্যো দৌষঃ সমুখিতঃ ॥ ৪২ ॥

ইতি তে রাম সংমন্ত্য সৰ্ব্বোদ্যোগেন রাক্ষসাঃ ।

যুদ্ধায় নিৰ্যযুঃ ক্রুদ্ধা মহাকায়া মহাবলাঃ ॥ ৪৩ ॥

শ্রুত্বনৈৰ্বারণৈশ্চৈব হ্যৈশ্চ করিসম্মিতৈঃ ।

খরৈর্গোভিরথোষ্ট্রৈশ্চ শিশুমারৈর্ভূজঙ্গমৈঃ ॥ ৪৪ ॥

মকরৈঃ কচ্ছপৈর্মৌনৈর্বিহঙ্গৈর্গরুড়োপমৈঃ ।

সিংহৈর্ব্যাঘ্রৈর্বরাহৈশ্চ শুমরৈশ্চমরৈরপি ॥ ৪৫ ॥

ত্যাক্ত্ব লঙ্কাং ততঃ সৰ্ব্বে রাক্ষসা বলগর্বিতাঃ ।

প্রয়াতা দেবলোকায নিস্ত্রিংশা দেবশত্রবঃ ॥ ৪৬ ॥

৪৪ । লো-টী । শ্রুত্বনৈঃ সাধারণরূপেঃ ।

৪৫ । লো-টী । বরাহৈঃ শ্বেতবরাহৈঃ ।

৪৬ । লো-টী । 'নিস্ত্রিংশা নির্দয়ে খঞ্জৈ' ইতি ভূরি ।

অতএব অত্ৰই সমস্ত সৈন্যগণের সহিত আমরা সকলে মিলিত হইয়া  
যাহারা এই অনর্থের মূল, সেই দেবতাদিগকে নিহত করিতে ইচ্ছা করি ॥ ৪২ ॥

হে রাম, সেই বিশালকায় মহাবলশালী ক্রুদ্ধ রাক্ষসগণ এইরূপ মন্ত্ৰণা  
করিয়া সর্বপ্রকার উদ্যোগের সহিত বহু রথ, হস্তী, হস্তীর আয় বড় বড় অশ্ব,  
গর্দভ, গো, উষ্ট্র, শিশুমার, সর্প, মকর, কচ্ছপ, মংস্ত্র, গরুড়সদৃশ পক্ষী, সিংহ,  
ব্যাঘ্র, বরাহ, শুমর ( পশুবিশেষ ) এবং চমর ( মৃগবিশেষ ) সমভিব্যাহারে  
যুদ্ধার্থে যাত্রা করিল ॥ ৪৩-৪৫ ॥

বলগর্বিত নির্দয় দেবশত্রু রাক্ষসগণ লঙ্কানগরী পরিত্যাগ করিয়া  
দেবলোকাভিমুখে গমন করিতে লাগিল ॥ ৪৬ ॥

১  
লঙ্কাবিপর্যায়ং দৃষ্ট্বা যানি লঙ্কালয়ান্থথ ।

২  
ভূতানি ভয়দর্শীনি বিমনস্কানি সর্বশঃ ॥ ৪৭ ॥

রথোত্তমৈরুহমানাঃ শতশোহিথ সহস্রশঃ ।

৩  
প্রয়াতা রাক্ষসাস্তূর্ণং দেবলোকং প্রযত্নতঃ । ৪৮ ॥

ভৌমার্শৈচবাস্তুরীক্ষাশ্চ কালাজ্ঞপ্তা ভয়াবহাঃ ।

উৎপাতা রাক্ষসেন্দ্রাণামভাবায় সমুখিতাঃ ॥ ৪৯ ॥

অস্থীনি মেঘা বরষুকৃষ্ণং শোণিতমেব চ ।

৪  
বেলাং সমুদ্রশ্চোৎক্রান্তশ্চেলুশ্চাপ্যথ ভূধরাঃ ॥ ৫০ ॥

৪৭। লো-টী। রক্ষসামেব মার্গেণ রক্ষসাং দেবানাং হেষণমার্গেণ অহেষণেন লঙ্কায়াঃ বিপর্যায়ং অতিক্রমং দৃষ্ট্বা যানি দৈবতানি তানি অপচক্রমুঃ প্রচলন্তি অ। ‘মার্গো যুগপদে মাস-প্রভেদেহেঘণাধ্বনো’রিতি কোষঃ। ‘পর্যায়োহতিক্রমস্তস্মিন্নতিপাত উপাত্য’ ইত্যমরঃ। সর্বশঃ সর্বাণি রক্ষাংসি বিমনস্কানি ভয়দর্শীনি চ কৃতানি দৈবতানাং চলনেনেত্যর্থঃ।

৪৮। লো-টী। কালাজ্ঞপ্তাঃ কালপ্রেরিতাঃ।

লঙ্কার বিপর্যায় দেখিয়া লঙ্কাবাসী প্রাণিগণ সকলেই ভয়ের আশঙ্কায় উদ্ভিন্ন হইয়া উঠিল ॥ ৪৭ ॥

শত শত এবং সহস্র সহস্র রাক্ষস উৎকৃষ্ট রথে আরোহণ করিয়া যত্নসহকারে দেবলোকাভিমুখে ধাবিত হইল ॥ ৪৮ ॥

রাক্ষসপুঞ্জবদিগের বিনাশের জন্ত কালপ্রেরিত ভৌম এবং আন্তরীক্ষ ভয়াবহ উৎপাতসমূহ সমুখিত হইল—॥ ৪৯ ॥

মেঘবৃন্দ অস্থি এবং উষ্ণ শোণিত বর্ষণ করিতে লাগিল, সমুদ্র বেলাভূমি অতিক্রম করিল এবং পর্বতসমূহ কম্পিত হইতে লাগিল ॥ ৫০ ॥

১। হ ‘-য়াঃ পর্যায়’। ২। ক ‘রক্ষসামেব মার্গেণ দৈবতান্তপচক্রমুঃ’। ৩। অতঃ পরং হ ‘রাক্ষসা দেবমার্গেণ দৈবতান্তপচক্রমুঃ’। ইত্যাদিকম্। ৪। ক ‘বেলা সমুদ্রাঙ্কুশান্তা চেলুঃ’।

অট্টহাসান্ বিমুঞ্চন্তো ঘননাদসমম্বনাঃ ।

ভূতাশ্চ পরিনৃত্যন্তি উত্তমন্তে সহস্রশঃ ॥ ৫১ ॥

গৃধ্রচক্রসহস্রাণি প্রজ্বালোদগারিভিস্মৃতৈঃ ।

রক্ষোগণশ্চোপরিষ্ঠাদ্ ভ্রমন্তে কালচক্রবৎ ॥ ৫২

কপোতা রক্তপাদাশ্চ সারিকা বিক্রতা যযুঃ

হা হা বাশ্চন্তি তত্রৈব বিড়াল্য বৈ দ্বিপাদিকাঃ ।

বাশ্চন্ত্যশ্চ শিবাস্তত্র দারুণং ঘোরদর্শনাঃ ॥ ৫৩ ॥

৫১। লো-টী ভূতা দেবযোনিয়ঃ উত্তমন্ত উত্তমং কুরুন্তঃ ।

৫২। লো-টী গৃধ্রচক্রং কর্তৃ, রক্ষঃ ভ্রাতৃভয়ং কর্ম, আশ্চ আক্ষিপ্য ভ্রমন্তে ভ্রমতে ।

এব এব বা পাঠঃ ।

৫৩। লো-টী। বিক্রতা উদ্ভিগাঃ । ‘হা হা বাশ্চন্তি তত্রৈব বিড়াল্য বৈ দ্বিপাদিকাঃ’ ইত্যদ্বপত্তং কচিচ্চ নাস্তি, ব্যাখ্যায়তে চ—তত্রৈবানিষ্টদর্শনকালে পাদিকাঃ পদাতয়ঃ হা হা হে হে সখে ভ্রাতঃ যোদ্ধুমেহীতি বাশ্চন্তি বদন্তি, কে ইব ? বিড়াল্য বা ; তে যথা আহারমানীয় শিশুন্ প্রতি এহীতি বদন্তি তথা । ‘পদাতপত্তিপাদাতপদাতিগপদাতয়ঃ । পদাতিঃ পাদিকশ্চেতি কথ্যন্তে পাদচারিণঃ ॥’ ইতি রত্নমালা । যযুরেব, নো নিষেধে ।

জলদগম্ভীর শব্দকারী উত্তমশীল সহস্র সহস্র ভূত ( দেবযোনি ) অট্টহাস্য করিতে করিতে নৃত্য করিতে লাগিল ॥ ৫১ ॥

সহস্র সহস্র গৃধ্র মুখদ্বারা অগ্নিশিখা উদ্দিগরণ করিতে করিতে রাক্ষসগণের উপরিভাগে কালচক্রের স্তায় চক্রাকারে ভ্রমণ করিতে লাগিল ॥ ৫২ ॥

কপোত এবং লোহিতচরণ সারিকাসমূহ উদ্ভিগ হইয়া পলায়ন করিল, বিড়ালগণ সেইস্থানে ছুই পায়ে দাঁড়াইয়া ‘হা হা’ ইত্যাকার শব্দ করিতে লাগিল এবং বিকটাকৃতি শৃগালগণও ভয়ঙ্কর চীৎকার করিতে লাগিল ॥ ৫৩ ॥

১। এতদর্কিত স্থানে হ ‘বাসন্ত্যঃ’ শিবাস্তত্র দারুণং ঘোরদর্শনাঃ । সম্প্রতস্তাং ভূতানি দৃষ্টন্তে চ যথাক্রমং ॥ ইতি পাঠঃ । ২। হ ‘গৃধ্রচক্রং মহচ্চক্র’ । ৩। হ ‘-পরিভ্রমন্তি কালবৎ’ । ৪। হ ‘বাসন্তি’ । ৫। হ ‘ইদমর্কং নাস্তি’ ।

উৎপাতাংস্তাননাদৃত্য<sup>১</sup> রাক্ষসা বলগর্বিতাঃ ।

যান্ত্যেব ন নিবর্তন্তে মৃত্যুপাশাবপাশিতাঃ ॥ ৫৪ ॥

মাল্যবাংশচ সূমালী চ মালী চ রজনীচরাঃ ।

পুরঃসরা রাক্ষসানাং জ্বলিতা ইব পাবকাঃ ॥ ৫৫ ॥

মাল্যবন্তং তু তে সর্বৈ মাল্যবন্তমিবাচলম্ ।

নিশাচরা আশ্রয়ন্তি ধাতারমিব দেহিনঃ ॥ ৫৬ ॥

তদ্বলং রাক্ষসেন্দ্ৰাণাং মহাব্ৰহ্মঘননাদিনাম্ ।

জয়েম্সয়া দেবলোকং যযৌ মালিবশে স্থিতম্ ॥ ৫৭ ॥

রাক্ষসানাং সমুদ্বোধোং তং তু নারায়ণঃ প্রভুঃ ।

দেবদূতাহুপশ্রত্য চক্রে যুদ্ধে তদা মনঃ ॥ ৫৮ ॥

৫৭। লো-টী। ‘মহাব্ৰহ্মঘননাদিনা’মিতি পাঠঃ। ‘মহাব্রহ্মঘননাদিনা’মিতি পাঠে মহতী-  
রপো বিত্তর্জীতি মহাব্ৰো যো ঘনস্তশ্চৈব নাদিনাম্।

রাক্ষসদিগের অগ্রগামী প্রদীপ্ত অগ্নির আয় মাল্যবান্, সূমালী, মালী এবং  
অগ্ন্যস্ত্র বলগর্বিত ও মৃত্যুপাশবদ্ধ রাক্ষস সেই সমস্ত উৎপাত উপেক্ষা করিয়া  
গমন করিতে লাগিল, নিবর্তিত হইল না ॥ ৫৪-৫৫ ॥

প্রাণিগণ যেরূপ বিধাতার আশ্রয় গ্রহণ করে, নিশাচরগণও সেইরূপ  
মাল্যবান্ পর্বতের আয় মাল্যবান্ রাক্ষসকে আশ্রয় করিল ॥ ৫৬ ॥

বর্ষণোন্মুখ মেঘের আয় গর্জ্জনকারী রাক্ষসপুঞ্জবদিগের সেই সৈন্য মালীর  
অধীনে থাকিয়া বিজয়াভিলাষে দেবলোকে গমন করিল ॥ ৫৭ ॥

প্রভু নারায়ণ দেবদূতগণের নিকট হইতে রাক্ষসদিগের সেই যুদ্ধোত্তোগের  
কথা শ্রবণ করিয়া যুদ্ধ করিতে অভিলাষ করিলেন ॥ ৫৮ ॥

১। ছ ‘পাশবশং গতাঃ’। ২। ছ ‘মহাবলঃ’। ৩। ক ‘ক্রতুনামিব’। ৪। ছ ‘দেবতাঃ’। ৫। ক  
‘ব্রহ্মিব না-’।

স সজ্জায়ুধতুণীরো বৈনতেয়োপরি স্থিতঃ ।

রাক্ষসানামভাবায় যযৌ তুর্গতরং প্রভুঃ ॥ ৫৯ ॥

সুপর্ণপৃষ্ঠে স বভৌ শ্যামঃ পীতাম্বরো হরিঃ ।

কাঞ্চনশ্চ গিরেঃ শৃঙ্গে সতড়িত্তোয়দো যথা ॥ ৬০ ॥

স দেবসিদ্ধিষিমহোরগৈশ্চ গন্ধর্ব্বযৈক্ষরুপগীয়মানঃ ।

সমাসসাদামরশাক্রসৈন্যং চক্রাসিশার্ঙ্গায়ুধশাস্ত্রপাণিঃ ॥ ৬১ ॥

সুপর্ণপক্ষানিলধূতবস্ত্রং ভ্রমৎপতাকং প্রবিকীর্ণশস্ত্রম্ ।

চচাল তদ্রাক্ষসরাজসৈন্যং দৃষ্ট্বা হরিং সান্দ্রপয়োদনীলম্ ॥ ৬২ ॥

৫৯। লো-টী। স প্রভুরিতাম্বরঃ। সজ্জৌ সমুত্তৌ আয়ুধতুণীরো যেন সঃ।

‘সজ্জায়ুধতুণীর’ ইতি পাঠে জ্যা শুণঃ, ‘আয়ুধং ধনুঃ, তুণীরশ্চ, তৈঃ সহ বর্তমানঃ।

৬১। লো-টী। গন্ধর্ব্বদিবৈঃ দিব্যগন্ধর্ব্বৈঃ।

৬২। লো-টী। সুপর্ণপত্রং গরুড়পক্ষস্তত্ত্ববেন বায়ুনা তুন্নপত্রং ব্যথিতবাহনম্।  
‘সুপর্ণপক্ষানিলে’তি ক্চিৎ পাঠঃ। ‘ভ্রমৎপত্র’মিতি পাঠে প্রেরিতবাহনম্, প্রবিকীর্ণানি নানাবিধানি  
শস্ত্রাণি যস্মিন্ তৎ। চলাশ্চক্ৰা উপলাঃ প্রসুতরা যস্মিন্ তৎ অচলাগ্রমিব।

প্রভু নারায়ণ সজ্জিত তুণ এবং অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া গরুড়ের উপর আরোহণ  
করত রাক্ষসদিগের বিনাশার্থ অতি দ্রুত গমন করিলেন ॥ ৫৯ ॥

গরুড়ের পৃষ্ঠে সমারুঢ় পীতবসনধারী শ্যামবর্ণ হরি কাঞ্চনময় গিরিশৃঙ্গে  
বিদ্যুৎরাজি-বিরাজিত মেঘের আয় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৬০ ॥

শঙ্খ, চক্র, খড়্গ এবং শার্ঙ্গায়ুধধারী সেই হরি দেবতা, সিদ্ধ, ঋষি, মহোরগ,  
গন্ধর্ব্ব এবং যক্ষগণ কর্তৃক স্তুত হইয়া রাক্ষস-সৈন্যগণের নিকটে আসিয়া উপনীত  
হইলেন ॥ ৬১ ॥

রাক্ষসরাজের সেই সৈন্যগণ নিবিড় মেঘের আয় কৃষ্ণবর্ণ হরিকে দেখিয়া  
বিচলিত হইল এবং গরুড়ের পক্ষবায়ুতে তাহাদের বস্ত্র স্থানভ্রষ্ট, পতাকাসমূহ  
আঘূর্ণিত ও অস্ত্রসমূহ বিক্ষিপ্ত হইল ॥ ৬২ ॥

১। হ ‘মভবার’। ২। হ ‘স সিদ্ধ’। ৩। ক ‘গীতৈক’। ৪। হ ‘পত্র’। ৫। হ ‘চলোপলাং  
নীলমিবাচলোপলাং’।

ততঃ শিতৈঃ শোণিতমাংসরুষিতৈযুগাস্তবৈশ্বানরতুল্যবিগ্রহৈঃ ।

নিশাচরাঃ সংপরিবার্য মাধবং বরায়ুধৈর্নির্বিভিদ্ধুঃ সহস্রশঃ ॥ ৬৩ ॥

ইত্যার্থে বায়্বীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে মালাবদাদিরাক্ষসনির্ধাণং নাম  
ষষ্ঠঃ সর্গঃ ॥ ৬ ॥

৬৩। লো-টী। বৈশ্বানরোহগ্নিঃ।

রাক্ষসনির্ধাণম্ ॥ ৬ ॥

অনন্তর রাক্ষসগণ রক্ত-মাংস-বিলিপ্ত যুগাস্তকালীন অগ্নির ছায় আকৃতিবিশিষ্ট  
সহস্র সহস্র তীক্ষ্ণ উৎকষ্ট অস্ত্র দ্বারা বিমুগ্ধকে বিদ্ধ করিতে লাগিল ॥ ৬৪ ॥

মহর্ষি বায়্বীকি-প্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে মালাবানাди রাক্ষসের যুদ্ধযাত্রা-নামক  
৬ষ্ঠ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

( ৭ ) সপ্তমঃ সর্গঃ

নারায়ণগিরিং তে তু গর্জন্তো রাক্ষসাস্বদাঃ ।

বাণবর্ষণে সিসিচূর্বর্ষণেবাদ্রিমস্বদাঃ ॥ ১ ॥

শ্যামাবদাত্তৈবিস্মূর্নোলৈনক্তকরেশ্বরৈঃ ।

রেজেহ্জনগিরিঃ শ্রীমান্ বর্ষন্তিরিব তোয়দৈঃ ॥ ২ ॥

শলভা ইব কেদারং মশকা ইব পর্বতম্ ।

যথামৃতঘটং দংশা মকরা ইব চার্ণবম্ ॥ ৩ ॥

তথা রক্ষোধনুস্মৃক্তা বজ্রানিলমনোজবাঃ ।

হরিং বিশস্তি স্ম শরা লোকা ইব বিপর্য্যয়ে ॥ ৪ ॥

৪ । লো-টা । বিপর্য্যয়ে বিশ্বস্তাতিক্রমে প্রলয়ে ইত্যর্থঃ । ভং হরিম্ ।

মেঘ যেরূপ পর্বতে বৃষ্টি বর্ষণ করে সেইরূপ সেই গর্জনকারী রাক্ষসরূপ মেঘসমূহ নারায়ণরূপ পর্বতে বাণরূপ বৃষ্টি বর্ষণ করিতে লাগিল ॥ ১ ॥

নির্ম্মল শ্যামবর্ণ বিষ্ণু [ শরবর্ষণকারী ] সেই কৃষ্ণবর্ণ রাক্ষসবৃন্দদ্বারা বর্ষণকারী মেঘসমূহদ্বারা শোভমান অঞ্জন পর্বতের স্থায় শোভিত হইলেন ॥ ২ ॥

যেমন পঙ্কপালসমূহ শস্যক্ষেত্রে, মশকগণ পর্বতে, বনমক্ষিকা মধুকলসে এবং মকরগণ যেমন সমুদ্রে প্রবেশ করে, সেইরূপ বজ্র, বায়ু এবং মনের স্থায় বেগশালী শরসমূহ রাক্ষসগণের ধনুক হইতে মুক্ত হইয়া প্রলয়কালে লোক-সকলের স্থায় নারায়ণ-শরীরে প্রবেশ করিতে লাগিল ॥ ৩-৪ ॥

১ । হ '-তা-' । ২ । হ '-করোত্তমৈঃ' । ৩ । হ 'ইদমর্কঃ পরলোকপূর্ব্বাঙ্কি নাস্তি' । ৪ । হ 'লোকাভ্যসি প-' ।



শ্রুদনৈঃ শ্রুদনগতা গজৈর্গজধুরং গতাঃ ।

অশ্বারোহাস্থখাশৈশ্চ পদাতাশ্চ পদাতিভিঃ ॥ ৫ ॥

রাক্ষসেন্দ্রা গিরিনিভাঃ শরশক্ত্যুষ্টিতোমরৈঃ ।

নিরুচ্ছাসং হরিং চক্রুঃ প্রাণায়ামা ইব দ্বিজম্ ॥ ৬ ॥

নিশাচরৈশ্চতুমানো মৌনৈরিব মহাতিমিঃ ।

শার্ঙ্গমানম্য গাত্রাণি রাক্ষসানাং মহাহবে ॥ ৭ ॥

শরৈঃ কর্ণায়তোংসৃষ্টৈর্বজ্রবৈক্রমনোজবৈঃ ।

চিচ্ছেদ তিলশো বিষ্ণুঃ শতশোহথ সহস্রশঃ ॥ ৮ ॥

বিদ্রাব্য শরবর্ষং তু বর্ষং বায়ুরিবোথিতঃ ।

পাঞ্চজন্যং মহাশঙ্খং দধৌ স পুরুষোত্তমঃ ॥ ৯ ॥

৫-৬। লো-টী। শ্রুদনৈর্হবিং নিরুচ্ছাসং নিশ্চেষ্টিতং চক্রুরিতি দ্ব্যভ্যামন্যঃ ।

এবমন্তত্র ।

[ লো-টী। ] ঙ্গন্যমানো বেষ্ট্যমানঃ তন্ত্বেবাং শরবর্ষম্ ।

প্রাণায়াম যেরূপ ব্রাহ্মণের শ্বাস রোধ করে, সেইরূপ রথারূঢ় রাক্ষসগণ রথদ্বারা, গজারূঢ় রাক্ষসগণ গজদ্বারা, অশ্বারূঢ় রাক্ষসগণ অশ্বদ্বারা, পদাতিক রাক্ষসগণ পদাতিক সৈন্যদ্বারা এবং [ সেই ] পর্বতপ্রমাণ রাক্ষসগণ [ সকলেই ] শর, শক্তি, ঋষ্টি ও তোমরদ্বারা নারায়ণের শ্বাসরোধ করিল ॥ ৫-৬ ॥

মৎস্যসমূহদ্বারা আহত প্রকাণ্ড ‘তিমি’র ন্যায় রাক্ষসগণকর্তৃক আহত হইয়া বিষ্ণু ধনুক আনত করত কর্ণ পর্যন্ত আকর্ষণপূর্বক [ তদ্বারা ] নিক্ষিপ্ত মনের ন্যায় গতিশীল বজ্রমুখ শরসমূহদ্বারা যুদ্ধে শত শত সহস্র সহস্র রাক্ষসের গাত্র তিল করিয়া ছেদন করিলেন ॥ ৭-৮ ॥

বাত্যা যেমন ঋষ্টি নিবারণ করে, সেইরূপ পুরুষোত্তম বিষ্ণু [ তাহাদের ] বাণবর্ষণ নিবারণ করিয়া পাঞ্চজন্য নামক মহাশঙ্খ ধ্বনিত করিলেন ॥ ৯ ॥

সৌহিন্মুজো হরিণা ধাতঃ সৰ্বপ্রাণেন শঙ্খরাট্ ।

ননাদ ভীমনিহ্রাদং যুগান্তে জলদো যথা ॥ ১০ ॥

শঙ্খরাজরবঃ সৌহিথ ত্রাসয়ামাস রাক্ষসান্ ।

যুগরাজরবোহরণ্যে সমদানিব কুঞ্জরান্ ॥ ১১ ॥

ন শেকুরশ্বাঃ সংস্থাতুং বিমদাঃ করিণোহভবন্ ।

অন্দনেভ্যোহপতন্ যোধাঃ শঙ্খশব্দেন মোহিতাঃ ॥ ১২ ॥

শাঙ্গ'চাপবিনিস্মুক্তা বজ্রতুল্যাননাঃ শরাঃ ।

বিদার্য্য তানি রক্ষাংসি সুপুঞ্জা বিবিশুঃ ক্ষিতিম্ ॥ ১৩ ॥

ভিত্তমানাঃ শরৈশ্চাত্তো নারায়ণধনুশ্চ্যুতৈঃ ।

নিপেতু রাক্ষসা ভীতাঃ শৈলা বজ্রহতা ইব ॥ ১৪ ॥

১০। লো-টী। সৰ্বপ্রাণেন সৰ্ব্ববলেনেব।

[ লো-টী। ] নাস্পন্দন্ত স্পন্দনং নাকুর্ভূত।

সেই জলজাত সর্বোত্তম শঙ্খ হরিকর্তৃক সর্বপ্রযত্নে বাদিত হইয়া প্রলয়-  
কালীন মেঘের ন্যায় ভয়ঙ্কর নিনাদে নিনাদিত হইল ॥ ১০ ॥

অরণ্যমধ্যে যুগাধিপতি সিংহের গর্জনে যেমন মদমত্ত গজসমূহকে সন্ত্রস্ত করে,  
সেই শঙ্খরাজের ধ্বনি সেইরূপ রাক্ষসগণকে ভীত করিল ॥ ১১ ॥

শঙ্খশব্দ শ্রবণে মূচ্ছিত হইয়া রথে সংযোজিত অশ্বগণ স্থির থাকিতে  
সমর্থ হইল না, হস্তিগণ মদহীন হইল এবং যোদ্ধৃগণ রথ হইতে পতিত  
হইল ॥ ১২ ॥

বজ্রতুল্য ফলক-সমন্বিত সুপুঞ্জ শরসমূহ বিফুর ধনুক হইতে নির্গত হইয়া  
সেই রাক্ষসদিগকে বিদারণ পূর্বক ভূগর্ভে প্রবেশ করিল ॥ ১৩ ॥

নারায়ণের ধনুশ্মুক্ত শরসমূহে বিদারিত এবং [ তত্রত্য ] অপরাপর ভীত  
রাক্ষসগণ বজ্রাহত পর্বতের আয় ভূতলে নিপতিত হইল ॥ ১৪ ॥

ব্রণানি পরগাত্রেভ্যো বিষ্ণুচক্রকৃতানি হি ।

অশ্বকৃ ক্ষরন্তি ধারাভিঃ স্বর্ণরাশিমিবাচলাঃ ॥ ১৫ ॥

শঙ্খরাজরবশ্চাপি শাঙ্গ'চাপরবস্তথা ।

এসন্তে বৈষ্ণবা বাণাস্তেষাং ধ্বজবতামসূন ॥ ১৬ ॥

তেষাং করান্ শরাংশৈশ্চব শিরোধ্বজধনুংষি চ ।

রথান্ পতাকাশ্চুণীরান্ চিচ্ছেদ স হরিঃ শরৈঃ ॥ ১৭ ॥

সূর্যাদিব ময়ূখোঘাঃ সাগরাদিব চোন্ময়ঃ ।

পাতালাদিব নাগেন্দ্রা বার্যোঘা ইব চান্মুদাৎ ॥ ১৮ ॥

১৫। লো-টী। বিষ্ণুবাণকৃতানি কৃতানি ব্রণানি। ঞ্ঃ নিব'রঃ নীরসং নিঃশেষেণ রসং জলম্ অচলাৎ পর্বতাৎ অবতি মুকুতি, তথা, 'সুঃ স্ত্রিয়াং নিব'রে অব' ইতি কোষঃ।

১৬। লো-টী। ধ্বজবতামপি তেজস্বিনামপি। 'বৈজয়ন্ত্যামথাজ্ঞাং ধ্বজশ্চিহ্নে চ তেজসী'তি নির্ঘণ্টঃ।

১৮। লো-টী। পর্বতাঃ মৎস্তপ্রভেদাঃ। 'পর্বতঃ স্ত্র্যাং পুমান্ শাকভেদমৎস্ত-প্রভেদয়ো'রিত্যি কোষঃ। 'সাগরাদিব চোন্ময়' ইতি কচিং পাঠঃ।

পর্বতসমূহ যেরূপ স্বর্ণরাশি প্রসব করে, বিষ্ণুচক্রকৃত ক্ষতসমূহ শত্রুর গাত্র হইতে সেইরূপ রক্তধারা ক্ষরণ করিতে লাগিল ॥ ১৫ ॥

শঙ্খরাজের ধ্বনি এবং বিষ্ণুর ধনুকের টঙ্কার ও বিষ্ণুর বাণসমূহ সেই তেজস্বী রাক্ষসদিগেরও প্রাণকে গ্রাস করিয়া ফেলিল ॥ ১৬ ॥

সেই হরি শরসমূহ দ্বারা তাহাদের হস্ত, শর, মস্তক, ধ্বজ, ধনুক, রথ, পতাকা এবং তুণ সকল ছেদন করিলেন ॥ ১৭ ॥

সূর্য্য হইতে কিরণসমূহের আয়, সমুদ্র হইতে তরঙ্গমালার আয়, পাতাল হইতে উখিত মহাসর্পসমূহের আয় এবং মেঘ হইতে জলপ্রবাহের আয় শাঙ্গ'চাপ

১। হ 'বরনাগানাং'। ২। হ 'বাণকৃতানি চ'। ৩। ক 'সুদীরস'। ৪। হ 'রবোহপি চ'। ৫। হ 'ধ্বজধনুংষি চ'। ৬। হ 'পরানুকূল'। ৭। হ-ট 'পর্বতাদিব'। ৮। হ 'বার্যোঘা'।

তথা গাঢ়বিন্মুক্তাঃ শাঙ্গা<sup>১</sup>ন্নারায়ণেরিতাঃ

নির্ধাবন্তি শরভ্রাতাঃ শতশোহথ সহস্রশঃ ॥ ১৯ ॥

শরভেণ যথা সিংহাঃ সিংহেন দ্বিরদা যথা ।

দ্বিরদেন যথা ব্যাভ্রাঃ শাদ্দুলেনেব দ্বীপিনঃ ২০

দ্বীপিনা চ যথা স্থানঃ শুনা মার্জ্জারকা যথা

মার্জ্জারেণ যথা সর্পাঃ সর্পেণ চ যথা খগাঃ ২১

তথা তে রাক্ষসা যুদ্ধে বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা

দ্রাবিতা বিদিশশৈশ্চব শায়িতাশ্চ মহীতলে ২২

রাক্ষসানাং সহস্রাণি নিহত্য মধুসূদনঃ ।

বারিজং ধ্যাপয়ামাস থে বায়ুরিব তোয়দম্ ॥ ২৩

১৯। লো-টী। গাঢ়া দৃঢ়াশ্চ তে শাঙ্গা<sup>১</sup>বিন্মুক্তাশ্চ, তে শরাঃ । ‘নির্ধাবন্তীষব’ ইতি বা পাঠঃ

২০। লো-টী। শাদ্দুলেন ব্যাভ্রেণ দ্বীপিনঃ ক্ষুদ্রব্যাভ্রাঃ ‘নেক্ড়াব্যাব্র’ ইতিখ্যাভাঃ ।

২১। লো-টী। দ্বীপিনা ক্ষুদ্রব্যাভ্রেণ । কোকা বনস্থানঃ, শুনা বনভ্রমা ইতি সৰ্ব্বজ্ঞঃ ।

হইতে নারায়ণকর্তৃক দৃঢ়ভাবে নিষ্কিপ্ত শত-সহস্র শর নির্গত হইতে লাগিল ॥ ১৮-১৯ ॥

উষ্ট্র যেরূপ সিংহকে, সিংহ যেরূপ হস্তীকে, হস্তী যেরূপ ব্যাভ্রকে, ব্যাভ্র যেরূপ নেক্ড়ে বাঘকে, নেক্ড়ে বাঘ যেরূপ কুকুরকে, কুকুর যেরূপ মার্জ্জারকে, মার্জ্জার যেরূপ সর্পকে এবং সর্প যেরূপ পক্ষীকে পরাজিত করে, প্রভু বিষ্ণু সেইরূপ যুদ্ধে সেই রাক্ষসদিগকে চারিদিকে বিদ্রাবিত করিলেন এবং [অবশিষ্ট রাক্ষসদিগকে] ধরাশায়ী করিলেন ॥ ২০-২২ ॥

মধুসূদন সহস্র সহস্র রাক্ষসকে নিহত করিয়া আকাশে বায়ুকৃত মেঘধ্বনির আয় শব্দধ্বনি করিলেন ॥ ২৩ ॥

১। হ ‘-রাক্ষস’। ২। ক ‘তথা’। ৩। ছ ‘ভুজগৈর্মুখিকা যথা’।

নারায়ণশরধ্বস্তং শঙ্খনাদপ্রবিহ্বলম্ ।

যযৌ তল্লঙ্কাভিমুখং প্রভগ্নং রাক্ষসং বলম্ ॥ ২৪ ॥

প্রভগ্নে রাক্ষসবলে নারায়ণশরাহতে ।

সুমালী শরজ্বালেণ আববার রণে হরিম্ ॥ ২৫ ॥

স তু তং ছাদয়ামাস নীহার ইব ভাস্করম্ ।

রাক্ষসাঃ সত্বসম্পন্নাঃ পুনর্ধৈর্য্যং সমাদধুঃ ॥ ২৬ ॥

অথ সৌহৃদ্যপতদ্ভ্রোষাদ্রাক্ষসো বলদর্পিতঃ ।

মহানাং প্রকুর্বাণো রাক্ষসান্ জীবয়ন্নিব ॥ ২৭ ॥

উৎক্ষিপ্য স্র্ণাভরণং করং করমিব দ্বিপঃ ।

রুরাব রাক্ষসো হর্ষাৎ সতড়িৎ তোয়দৌ যথা ॥ ২৮ ॥

২৬। লো-টী। নীহারেণ নীহার ইত্যর্থঃ।

২৭। লো-টী। তন্ত নারায়ণস্ত রোষাৎ তদ্ভ্রোষাৎ রক্ষোহননেন ক্রোধাৎ

নারায়ণের শরাঘাতে জর্জরিত এবং শঙ্খধ্বনি শ্রবণে অতিশয় বিহ্বল হইয়া সেই পরাজিত রাক্ষসবাহিনী লঙ্কাভিমুখে গমন করিল ॥ ২৪ ॥

নারায়ণের শরে আহত হইয়া সেই রাক্ষসসৈন্যগণ পলায়ন করিলে সুমালী শরসমূহ দ্বারা যুদ্ধে তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিল ॥ ২৫ ॥

সুমালী বিযুৎকে তুহিনাবৃত ভাস্করের আয় আচ্ছাদিত করিলে বীৰ্য্যবান্ রাক্ষসগণ পুনরায় ধৈর্য্য ধারণ করিল ॥ ২৬ ॥

তারপর সেই বলগর্বিত রাক্ষস ক্রোধবশতঃ ভীষণ শব্দ করত রাক্ষসদিগকে যেন পুনরুজ্জীবিত করিয়াই ধাবিত হইল ॥ ২৭ ॥

রাক্ষস সুমালী হস্তীর গুণ্ডের আয় স্র্ণাভরণভূষিত হস্ত উত্তোলনপূর্বক আনন্দে বিহ্বাদ্যুক্ত মেঘের আয় গর্জন করিতে লাগিল ॥ ২৮ ॥

১। ছ 'তুল'। ২। ছ 'আজ্ঞান'। ৩। ক 'নীহারমিব'। ৪। ছ 'তদৈব তন্ত তৎক্রোধাদ্রা'।  
৫। ছ 'ননাৎ'।

তস্মানানর্দতন্তু<sup>১</sup>চ্চৈঃ শিরো জ্বলিতকুণ্ডলম্ ।

চিচ্ছেদ যন্তরস্থাশ্চ প্রোদ্ভান্তান্তস্ম্য রক্ষসঃ ॥ ২৯ ॥

অশ্বৈরুদ্ভ্রাম্যতে ভ্রান্তৈস্তৈঃ স্মালী নিশাচরঃ ।

ইন্দ্রিয়ার্থৈঃ পরিভ্রান্তৈর্বৃন্তিহীনঃ পুমানিব ॥ ৩০ ॥

স তু তান্ সংনিয়ম্যাস্থানি<sup>২</sup>ন্দ্রিয়ার্থান্ যথা যতিঃ ।

স্থিতোহভূদচলো ভূত্বা স্থাপয়িত্বাগ্রতো রথম্ ॥ ৩১ ॥

ততো<sup>৩</sup> হরিং মহাবাহুং প্রপতন্তং রণাজিরে ।

মালী হভ্যদ্রবদ্বীরঃ প্রগৃহ্য সশরং ধনুঃ ॥ ৩২ ॥

২৯। লো-টী। নানদতঃ নানতমানস্ত তস্ম্য স্মালিনঃ, যন্তঃ সারথৈঃ; ততশ্চ তস্ম্য রক্ষসঃ অস্থাঃ প্রোদ্ভান্তাঃ বলমুঃ ।

৩০। লো-টী। অভ্রাম্যত বলমে। ইন্দ্রিয়ার্থৈরিন্দ্রিয়ভোগ্যৈঃ ধনৈঃ পরিভ্রান্তৈর্বৃন্তিহীনো দরিদ্রঃ ইত্যন্ততো ভ্রমতি তথা ।

৩১। লো-টী। ইন্দ্রিয়ার্থান্ ইন্দ্রিয়পদাভিধেয়ান্ ইন্দ্রিয়াণীত্যর্থঃ। রথং স্থাপয়িত্বা অচলশ্চ ভূত্বা বিষ্ণোরগ্রতঃ স্থিতোহভূদিত্যর্থঃ ।

হরি উচ্চৈঃশ্বরে গর্জ্জনকারী ‘সুমালি’ রাক্ষসের সারথির উজ্জ্বল-কুণ্ডলশোভিত মস্তক ছেদন করিলেন; তাহার অশ্বগণ ইত্যন্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল ॥ ২৯ ॥

দরিদ্র ব্যক্তি যেরূপ অনিয়ত ( অস্থির ) ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়দ্বারা অস্থির হয়, সেইরূপ সেই সুমালী সারথিবিহীন ভ্রাম্যমাণ অশ্ববৃন্দদ্বারা ভ্রামিত হইতে লাগিল ॥ ৩০ ॥

ব্রহ্মচারী যেরূপ ইন্দ্রিয়দিগকে সংযত করেন, সেইরূপ সুমালী সেই অশ্ব-দিগকে সংযত করিয়া সম্মুখে রথ স্থাপনপূর্বক নিশ্চল হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল ॥ ৩১ ॥

অনন্তর মহাবীর মালী শরযুক্ত কাম্বুক গ্রহণ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে সমাগত হরির প্রতি ধাবিত হইল ॥ ৩২ ॥

মালিচাপচ্যুতা বাণাঃ কার্তিস্বরবিভূষিতাঃ ।

বিবিশ্বহরীমাশাঘ্র ক্রৌঞ্চং পত্নরথা ইব ॥ ৩৩ ॥

অর্দ্যমানঃ শরৈঃ সোহথ মালিমু<sup>১</sup>ক্ৰৈঃ সহস্রশঃ ।

চুক্ষু<sup>২</sup>ভে ন রণে বিফু<sup>৩</sup>জিতেন্দ্রিয় ইবাধিভিঃ ॥ ৩৪ ॥

অথ মে<sup>৪</sup>রাসনং কৃত্বা ভগবান্ ভূতভাবনঃ ।

মালিনং প্রতি বাণৌঘান্ সমজ্জাসিগদাধরঃ ॥ ৩৫ ॥

মালিনো দেহমাশাঘ্র বজ্রবিদ্যুৎপ্রভাঃ শরাঃ ।

বহু রক্তং পপুস্তস্ত নাগা ইব পুরায়তম্ ॥ ৩৬ ॥

৩৩। লো-টী। ক্রৌঞ্চং পর্বতং পত্নরথাঃ পক্ষিণঃ।

৩৩। লো টী। আধিভিঃ প্রত্যাশাভির্বাসনৈর্বা। 'আধিঃ পুমান্ চিত্তপীড়া-  
প্রত্যাশাবন্ধকেষু চ। বাসনে চাপাধিষ্ঠানে' ইতি কোষঃ।

৩৬। লো-টী। নাগা গজাঃ সূধা অমৃতং সূধাতুল্যং জলম্। 'অমৃতং স্তাদ্ বজ্রশেষে  
পীয়ুষে সলিলে স্থতে' ইতি কোষঃ।

মালীর ধনুক হইতে নিষ্কিপ্ত সুবর্ণভূষিত বাণসমূহ পক্ষিগণ যেরূপ ক্রৌঞ্চ-  
পর্বতে প্রবেশ করে, সেইরূপ হরির শরীরमध्ये প্রবেশ করিল ॥ ৩৩ ॥

জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি যেমন চিত্তপীড়ায় বিক্ষুব্ধ হ'ন না, তখন হরি সেইরূপ  
মালীর নিষ্কিপ্ত সহস্র সহস্র শরদ্বারা নিপীড়িত হইয়াও যুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হইলেন না ॥ ৩৪ ॥

অনন্তর খড়্গ এবং গদাধারী ভগবান্ বিষ্ণু জ্যাশব্দ করিয়া মালীর উপরে  
শরসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৫ ॥

পুরাকালে সর্পগণ যেরূপ অমৃত পান করিয়াছিল, সেইরূপ বজ্র এবং  
বিদ্যুতের আয় প্রভাবিশিষ্ট শরসমূহ মালীর শরীরে প্রবেশ করিয়া তাহার প্রচুর  
রক্ত পান করিল ॥ ৩৬ ॥

মালিনং বিমুখং কৃৎস্না শঙ্খচক্রগদাধরঃ ।

শিঠৈঃ শরৈর্ধ্বজং চাপং বাজিনশ্চাপ্যপাতয়ৎ ॥ ৩৭ ॥

গদামাদায় বিরথস্ততো মালী নিশাচরঃ ।

আপুপ্পু বে গদাপাণির্গির্ঘ্যাগ্রাদিব কেশরী ॥ ৩৮ ॥

স তদা গরুড়ং সঙ্খ্যে ঈশানং বৈ যথাক্রমকঃ ।

জঘান শিরসি ক্রুদ্ধো বজ্রেণেন্দ্র ইষাচলম্ ॥ ৩৯ ॥

গদয়াভিহতস্তেন মালিনা গরুড়ো ভূশম্ ।

রণাং পরাঙ্ঘ্রুখং দেবং কৃতবান্ বেদনাতুরঃ ॥ ৪০ ॥

পরাঙ্ঘ্রুখে কৃতে দেবে গরুড়েন পতত্রিণা ।

বভূব রক্ষসাং নাদঃ সিংহানামিব গর্জ্জতাম্ ॥ ৪১ ॥

৩৮। লো-টা। গিঘ্যাগ্রাং গিরেঃ শৃঙ্গাং ।

তখন শঙ্খ-চক্র-গদাধর নারায়ণ মালীকে পরাঙ্ঘ্রুখ করিয়া ভীক্ষু শরসমূহদ্বারা তাহার ধ্বজ, কাম্বুক এবং অশ্ব সকলকে পাতিত করিলেন ॥ ৩৭ ॥

অনন্তর রাক্ষস মালী রথহীন হইয়া গদা গ্রহণ করত পর্বতশৃঙ্গ হইতে সিংহের আয় গদাহস্তে উল্লম্বন করিতে লাগিল ॥ ৩৮ ॥

অন্ধকাম্বুর যেমন মহাদেবকে আঘাত করিয়াছিল এবং ইন্দ্র যেমন পর্বতের উপর বজ্রাঘাত করিতেন, সেইরূপ সেই রাক্ষস তখন ক্রুদ্ধ হইয়া গরুড়ের মস্তকে আঘাত করিল ॥ ৩৯ ॥

সেই মালীর গদাঘাতে গরুড় অত্যন্ত অভিভূত এবং বেদনায় কাতর হইয়া হরিকে যুদ্ধ হইতে পরাঙ্ঘ্রুখ করিল ॥ ৪০ ॥

পক্ষিপ্ৰবর গরুড় হরিকে পরাঙ্ঘ্রুখ করিলে সিংহসমূহের গর্জনের আয় রাক্ষসগণ ভীষণ গর্জন করিতে লাগিল ॥ ৪১ ॥



রক্ষসাং নদতাং নাদং শ্রুত্বা হরিহয়ানুজঃ ।

পরাদ্বুখোহপ্যুৎসসর্জ চক্রং মালিজিঘাংসয়া ॥ ৪২ ॥

তৎ সূর্য্যমণ্ডলাভাসং স্বভাসা ভাসয়ন্ নভঃ ।

কালচক্রনিভং চক্রং মালিশীর্ষমপাহরৎ ॥ ৪৩ ॥

তচ্ছিরো রাক্ষসেন্দ্রশ্চ চক্রোৎকৃভং বিভীষণম্ ।

পপাত রুধিরোদগারি পুরা রাহুশিরো যথা ॥ ৪৪ ॥

ততঃ স্তরৈঃ স্তসংহৃষ্টৈঃ সর্বপ্রাণসমীরিতঃ ।

সিংহনাদরবো মুক্তঃ সাধু দেবেতিবাদিভিঃ ॥ ৪৫ ॥

মালিনং নিহতং দৃষ্ট্বা স্তমালী মাল্যবানপি ।

সবলৌ শোকসন্তপ্তৌ লক্ষাং প্রতি বিধাবিতৌ ॥ ৪৬ ॥

৪২। লো-টী। হরিহয়ো বাসবস্তানুজঃ।

[ লো-টী। ] বিষৃক্তাঃ প্রাণেভ্যো বিযোজিতাঃ ‘বিযুক্তা’ ইতি বা পাঠঃ।

৪৫। লো-টী। সর্ব প্রাণসমীরিতঃ কৃতঃ যুক্তস্তংকালোচিতঃ।

ইন্দ্রানুজ বিষু ভীষণশব্দকারী রাক্ষসদিগের গর্জ্জন শুনিয়া পরাদ্বুখ হইয়াও মালীর বধকামনায় চক্র নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৪২ ॥

সূর্য্যমণ্ডলতুল্য প্রভাময় কালচক্র-সদৃশ সেই চক্র স্বীয় প্রভায় নভোমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া মালীর মস্তক ছেদন করিল ॥ ৪৩ ॥

চক্রদ্বারা কণ্ঠিত রাক্ষসশ্রেষ্ঠ মালীর সেই ভয়ঙ্কর মস্তক পুর্ব্বাকালে রাহুর মস্তকের ত্রায় শোণিত ক্ষরণ করিতে করিতে পতিত হইল ॥ ৪৪ ॥

তখন সমস্ত দেবগণ পরম সন্তুষ্ট হইয়া ‘দেব, সাধু সাধু’ এই বলিয়া সর্ব্ব-প্রযত্নে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৫ ॥

মালীকে নিহত দেখিয়া স্তমালী এবং মাল্যবান্ শোকসন্তপ্ত হইয়া সেনা-সমভিব্যাহারে লক্ষার দিকে ধাবিত হইল ॥ ৪৬ ॥

গরুড়স্ত সমাশ্বস্তঃ সংনিবৃত্ত্য যথামনঃ ।

রাক্ষসান্ পাতয়ামাস পক্ষবাতেন কোপিতঃ ॥ ৪৭ ॥

নারায়ণোহপ্যাস্ত বরেযুভিঃ প্রভুঃ বিদারয়ামাস ধনুর্বিষ্মুক্তৈঃ ।

নৃত্তঞ্চরান্ মুক্তবিধূতকেশান্ যথাশনিভিস্ত নগান্ মহেন্দ্রঃ ॥ ৪৮ ॥

ভিন্নাতপত্রং প্রতিবিক্ষান্ত্রং শরৈঃ সমস্তাদতিভিন্নদেহম্ ।

বিনির্গতান্ত্রং ভয়লোলনেত্রং বলং তদুন্মত্তনিভং বভূব ॥ ৪৯ ॥

সিংহাদিতানামিব কুঞ্জরাণাং নিশাচরাণাং সহকুঞ্জরাণাম্ ।

রবশ্চ বেগশ্চ সমং বভূব পুরা নৃসিংহেন ভয়াদ্দিতানাম্ ॥ ৫০ ॥

সংবাদ্যমানা হরিবাণজালৈস্তে বাণজালানি সমুৎসৃজন্তুঃ ।

ধাবন্তি নৃত্তঞ্চরকালমেঘা বায়ুপ্রণুমা ইব কালমেঘাঃ ॥ ৫১ ॥

৪৭। লো-টী। যথা মনঃ তথৈব পীড়য়ামাস।

৪৯। লো-টী। পতমানবস্ত্রং ভয়াদসংবৃতবস্ত্রং সমারোপিতানি সম্যক্ কাম্পিতানি ভীমানি পত্রাণি বাহনানি যন্ত তৎ।

৫০। লো-টী। রবঃ শব্দঃ সমম্ একদৈব পুরাণসিংহেন পূর্বনরসিংহমুত্তিনা।

৫১। লো-টী। নৃত্তঞ্চরকালমেঘা নৃত্তঞ্চরাঃ কৃষ্ণবর্ণমেঘাঃ কালমেঘাঃ কৃষ্ণবর্ণা বা।

গরুড় আশ্বস্ত এবং প্রতিনিবৃত্ত হইয়া রোষবশতঃ পক্ষবায়ুদ্বারা যথেষ্টভাবে রাক্ষসদিগকে ভূপাতিত করিতে লাগিল ॥ ৪৭ ॥

ইন্দ্র যেরূপ বজ্রদ্বারা পর্বতসমূহ বিদারণ করিতেন প্রভু নারায়ণও সেইরূপ ধনুক হইতে নিক্ষিপ্ত উৎকৃষ্ট শরদ্বারা রাক্ষসদিগকে বিদারিত করিতে লাগিলেন। [ শরবেগে ] তাহাদের কেশ উৎপাটিত ও কাম্পিত হইতে লাগিল ॥ ৪৮ ॥

সেই রাক্ষসসৈন্য উন্মত্তের আয় হইল, শরাঘাতে তাহাদের ছত্র বিদৌর্ণ হইল, শস্ত্র প্রতিহত হইল, গাত্র ক্ষতবিক্ষত হইল, অস্ত্র ( নাড়িভূঁড়ি ) বাহির হইয়া পড়িল এবং চক্ষুঃ ঘূর্ণিত হইতে লাগিল ॥ ৪৯ ॥

সিংহাক্রান্ত হস্তিগণের ন্যায় সেই হস্তিযুথসমন্বিত রাক্ষসগণের বেগ ও আর্দ্রনাদ পুরাকালে নৃসিংহমুর্তিধারী বিষ্ণুর ভয়ে পীড়িত রাক্ষসগণের [ বেগ ও আর্দ্রনাদের ] সমান হইল ॥ ৫০ ॥

বিষ্ণুর শরসমূহে পীড়িত হইয়া কালমেঘসদৃশ রাক্ষসগণ বাণসমূহ বর্ষণ করিতে

১। ক 'নিগ'। ২। হ 'পাতেন'। ৩। হ 'মুঃশ্'। ৪। হ 'বিধ্বস্তচাপাসিনিবৃত্তবাণান্'। ৫। হ 'ক্লিন্ন'। ৬। হ 'পতমান'। ৭। হ 'ভ্রুঃখেন লকো বিজয়ো হি দেবৈঃ'। ৮। হ 'বুদ্ধে স্থিতানাং হি বয়ঃস্থিতানাম্'। ৯। ক 'সংমদিতা বৈ'। ১০। হ 'লৈঃ স্বা'।

চক্রপ্রহারৈর্বিবিন্ধুশীর্ষাঃ সংচূর্ণিতাঙ্গাশ্চ গদাপ্রহারৈঃ ।

অসিপ্রহারৈর্বিবিধৈর্বিভিন্নাঃ পতন্তি শৈলা ইব রাক্ষসেন্দ্রাঃ ॥ ৫২ ॥

চক্রোৎকৃভাস্ত্রকমলা গদাসংচূর্ণিতোরসঃ ।

লাঙ্গলাকর্ষিতগ্রীবা মুষলৈর্ভিন্নমস্তকাঃ ॥ ৫৩ ॥

কেচিচ্চৈবাসিনা চিহ্নাস্তথান্মে শরপীড়িতাঃ ।

নিপেতুরম্বরাতূর্ণং রাক্ষসাঃ সাগরাস্তসি ॥ ৫৪ ॥

ততোহম্বরং প্রচ্যুতহারকুণ্ডলৈর্নিশাচরৈর্নীলবলাহকোপমৈঃ ।

নিপাত্যমানৈর্দদৃশে নিরন্তরং বিশীর্ণ্যমাণৈরিব নীলপর্বতৈঃ ॥ ৫৫ ॥

ইত্যর্থে বায়্মাকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে মালিবধো নাম

সপ্তমঃ সর্গঃ ॥ ৭ ॥

৫৩। লো-টী। চক্রোৎকৃভাস্ত্রানি ছিন্নানি অস্ত্রকমলানি যেবাং তে। আকলিতা ভগ্না।

৫৫। লো-টী। প্রচ্যুতা গাত্রেভ্যো নিঃসৃতা হারাঃ কুণ্ডলানি চ যেবাং তৈঃ, বিঘূনা নিপাত্যমানৈর্নিরন্তরং নিশিদ্ধং দদৃশে ভূতলং সাগরাস্তো বেতি শেষঃ।

মালিবধঃ ॥ ৭ ॥

করিতে বায়ুচালিত কৃষ্ণমেঘের ন্যায় ধাবিত হইল ॥ ৫১ ॥

চক্রপ্রহারে রাক্ষসদিগের মস্তক ছিন্ন হইল, গদাঘাতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইল, তাহারা নানাপ্রকার খড়্গাঘাতে বিদারিত হইয়া পর্বতের আয় পতিত হইল ॥ ৫২ ॥

তাহাদের মুখকমল চক্রদ্বারা ছিন্ন, বক্ষঃস্থল গদাঘাতে বিচূর্ণিত, গ্রীবা লাঙ্গলদ্বারা আকর্ষিত এবং মস্তক মুষলদ্বারা বিদারিত হইল; কোন কোন রাক্ষস অসিদ্বারা ছিন্ন এবং কেহ কেহ শরদ্বারা আহত হইয়া অতিদ্রুত আকাশ হইতে সমুদ্রজলে নিপতিত হইল ॥ ৫৩-৫৪ ॥

তখন বিশীর্ণ্যমাণ নীলপর্বতের আয় হার ও কুণ্ডলবিহীন নীলমেঘতুলা নিপতিত রাক্ষসবৃন্দে আকাশমণ্ডল সমাচ্ছন্ন দেখা গেল ॥ ৫৫ ॥

মহর্ষি বায়্মাকীপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে মালিবধ-নামক

৭ম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

## ( ৮ ) অষ্টমঃ সর্গঃ

হস্তমানে বলে তস্মিন্ পদ্মনাভেন পৃষ্ঠতঃ ।

মাল্যবান্ সংনিবৃত্যথ বেলাতিগ ইবার্গবঃ ॥ ১ ॥

সংরক্তনয়নঃ কোপাচ্চলম্মৌলিনিশাচরঃ ।

পদ্মনাভমিদং প্রাহ বচনং পরমং তদা ॥ ২ ॥

নারায়ণ ন জানীষে ক্ষত্রিয়স্য সনাতনম্ ।

অযুদ্ধমনসো যমো ভগ্নান্ হংসি যথৈতরঃ ॥ ৩ ॥

পরাদ্বুখবধং পাপং যঃ করোতি স ইতরঃ ।

ন হস্তা ন হতঃ স্বর্গং লভতে তেন কৰ্ম্মণা ॥ ৪ ॥

যুদ্ধশ্রদ্ধাথবা তেহস্তু চক্রশার্ঙ্গ'গদাধর ।

অহং স্থিতোহস্মি পশ্যামি বলং দর্শয় যন্তব ॥ ৫ ॥

১। লো-টী। পৃষ্ঠতো হস্তমানে বেলাতিগ ইবার্গবঃ লজ্জিতমধ্যাদ ইব জুদ্ধঃ

৪। লো-টী। ন হস্তা ন হতঃ উভয়ম্।

সেই সৈন্যগণ বিষ্ণুকর্তৃক পশ্চাৎ হইতে নিহত হইলে বেলাভূমি অতিক্রম-  
কারী সমুদ্রের ন্যায় প্রতিনিবৃত্ত মাল্যবান্ ক্রোধে চক্ষুঃ রক্তবর্ণ করিয়া মস্তক  
সঞ্চালনপূর্বক বিষ্ণুকে এইরূপ কৰ্কশবাক্য বলিল—॥ ১-২ ॥

নারায়ণ, তুমি সনাতন ক্ষত্রিয়ধর্ম অবগত নও ; কারণ, তুমি যুদ্ধে  
অমনোযোগী ও পলায়ননিরত আমাদিগকে ইতরের আয় বধ করিতেছ ॥ ৩ ॥

যে পরাদ্বুখ ব্যক্তির বধরূপ পাপ করে, সে ইতর ; তাদৃশ কার্য্যদ্বারা নিহস্তা  
অথবা নিহত ব্যক্তি, কেহই স্বর্গলাভ করে না ॥ ৪ ॥

অথবা হে চক্র-শার্ঙ্গ'-গদাধর ! যদি তোমার যুদ্ধের বাসনা থাকে, তবে  
তোমার যত বল আছে দেখাও, আমি অবস্থিত হইয়া তাহা দেখিতেছি ॥ ৫ ॥

১। হ 'স্তোম'। ২। হ 'অয়ং স্থিতোহং'।

মাল্যবন্তং স্থিতং দৃষ্ট<sup>১</sup>। মাল্যবন্তমিবাচলম্ ।

উবাচ রাক্ষসেন্দ্রং তং দেবরাজানুজো বলী ॥ ৬ ॥

যুগ্মভো ভয়ভীতানাং দেবানামভয়ং ময়া ।

রাক্ষসোৎসাদনং দত্তং তদেতদমুপালাতে ॥ ৭ ॥

প্রাণৈরপি প্রিয়ং কার্যং দেবতানাং সদা ময়া ।

সোহহং বো নিহনিষ্যামি রসাতলগতানপি ॥ ৮ ॥

বিষ্ণুমেবং ক্রবাণং তু স তদা পুরুষোত্তমম্ ।

শক্ত্যা বিভেদ সংক্ৰুদ্ধো রাক্ষসেন্দ্রো ননাদ চ ॥ ৯ ॥

মাল্যবন্তুজনিম্মুক্তা শক্তির্ঘণ্টাকৃতম্বনা ।

হরেকরসি বজ্রাজ মেঘশ্বেব শতহুদা ॥ ১০ ॥

১০। লো-টী। শহুদা বিজ্ঞাৎ।

বলশালী বিষ্ণু মাল্যবান্ পর্বতের আয় রাক্ষসশ্রেষ্ঠ সেই মাল্যবান্কে অবস্থিত দেখিয়া তাহাকে বলিলেন— ৬ ॥

আমি তোমাদের ভয়ে ভীত দেবগণকে রাক্ষসনাশের প্রতিশ্রুতি দিয়া অভয়দান করিয়াছি, এখন তাহাই প্রতিপালন করিতেছি ॥ ৭ ॥

প্রাণ দিয়াও দেবতাদের প্রিয়কার্য্য সর্বদা আমার কর্তব্য, তোমরা পাতালে প্রবেশ করিলেও আমি তোমাদিগকে বধ করিব ॥ ৮ ॥

পুরুষোত্তম বিষ্ণু এইরূপ বলিলে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ মাল্যবান্ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া শক্তিদ্বারা তাহাকে বিদ্ধ করত গর্জন করিতে লাগিল ॥ ৯ ॥

মাল্যবানের বাহুনিষ্কণ্ট শক্তি ঘণ্টাদ্বারা শকায়মান হইয়া মেঘস্থিত বিজ্ঞাতের ন্যায় বিষ্ণুর বক্ষঃস্থলে শোভা পাইতে লাগিল ॥ ১০ ॥

ততস্তামেব নিষ্কৃষ্য শক্তিং শক্তিধরপ্রিয়ঃ ।

মালাবস্তং সমুদ্दिश्य চিক্ষেপান্মুরহেক্ষণঃ ॥ ১১ ॥

স্বন্দোৎসৃষ্টেব সা শক্তির্গোবিন্দকরনিঃসৃতা ।

কাজ্জন্তৌ রাক্ষসং প্রায়াৎ মহোন্ধেবাজনাচলম্ ॥ ১২ ॥

সা তস্যোরসি বিস্তীর্ণে হারভাভিঃ প্রভাসিতে ।

অপতদ্রাক্ষসেন্দ্রস্য গিরিকূটে যথাশনিঃ ॥ ১৩ ॥

তয়া ভিন্নতনুদ্রাণঃ প্রাবিশদ্বিপুলং তমঃ ।

মালাবান্ পুনরাশ্বস্তস্তস্থৌ গিরিরিবাচলঃ ॥ ১৪ ॥

ততঃ কাষায়সং শূলং কণ্টকৈর্বহুভিশ্চিতম্ ।

প্রগৃহ্য আবধীদেবং স্তনয়োরন্তরে দৃঢ়ম্ ॥ ১৫ ॥

১১। লো-টী। অভিনিষ্কৃষ্য উরসো নিঃসার্য্য, শক্তিধরপ্রিয়ঃ শক্তিধরোহয়িঃ তৎপ্রিয়ো যজ্ঞঃ 'যজ্ঞো বৈ বিষ্ণু' র্মিত শ্রুতেঃ।

১২। লো-টী। স্বন্দেন গুহেন উৎসৃষ্টা শক্তিরিব, অজনাচলং কৃষ্ণপর্বতম্।

১৪। লো-টী। তমো মোহম্।

শক্তিধরপ্রিয় কমললোচন বিষ্ণু সেই শক্তিই উত্তোলিত করিয়া মালাবান্ রাক্ষসের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করিলেন ॥ ১১ ॥

কার্ত্তিকেশ-নিষ্কিপ্ত শক্তির ন্যায় গোবিন্দের হস্ত হইতে নিষ্কিপ্ত সেই শক্তি অঞ্জনপর্বতের প্রতি বৃহৎ উদ্ধার ন্যায় সেই রাক্ষসের প্রতি ধাবিত হইল ॥ ১২ ॥

হারপ্রভায় উদ্ভাসিত রাক্ষসশ্রেষ্ঠ মালাবানের বিশাল বক্ষঃস্থলে সেই শক্তি পর্বতশৃঙ্গেপরি বজ্রের ন্যায় পতিত হইল ॥ ১৩ ॥

সেই শক্তির প্রহারে বর্ষ্য বিদীর্ণ হওয়ায় মালাবান্ বিষম মোহে আবিষ্ট হইল, কিন্তু পুনরায় আশ্বস্ত হইয়া অটল পর্বতের ন্যায় স্থিরভাবে অবস্থান করিতে লাগিল ॥ ১৪ ॥

তার পর সে বহুকণ্টক-পরিব্যাপ্ত লোহনির্মিত শূল গ্রহণ করিয়া বিষ্ণুর স্তনদ্বয়ের মধ্যস্থলে দৃঢ়ভাবে প্রহার করিল ॥ ১৫ ॥

তথৈব রণরক্তস্ত মুষ্টিনা সোহরুণান্নুজম্ ।

তাড়য়িত্বা ধনুর্মাত্রমপক্রান্তো নিশাচরঃ ॥ ১৬ ॥

ততোহন্বরে মহান্ শব্দঃ সাধু সাধ্বি<sup>১</sup>তি চোথিতঃ ।

আহত্য রাক্ষসো বিষ্ণুং গরুড়ং চাপ্যতাড়য়ৎ ॥ ১৭ ॥

বৈনতেয়স্ততঃ ক্রুদ্ধঃ পক্ষবাতেন রাক্ষসম্ ।

ব্যবাহ বলবান্ বায়ুঃ শুষ্কপৰ্গচয়ং যথা ॥ ১৮ ॥

দ্বিজেশপক্ষবাতেন বীক্ষ্য দ্রাবিতমগ্রজম্ ।

সুমালী স্ববলৈঃ সার্কং লক্ষ্যামভিমুখো যযৌ ॥ ১৯ ॥

পক্ষবাতসমুদ্ভূতো মাল্যবানপি রাক্ষসঃ ।

স্ববলেন সমাগম্য যযৌ লক্ষ্যং হ্রিয়া বৃতঃ ॥ ২০ ॥

১৬। লো-টী। ‘রণরক্ত’ ইতি পাঠঃ। ‘রণরক্ত’ ইতি পাঠে রণরক্তঃ। ধনুর্মাত্রং  
হস্তচতুষ্টয়ম্।

১৮। লো-টী। উবাহ দূতেন নীতবান্ ‘ব্যবাহ’ ইতি বা পাঠঃ।

২০। লো-টী। হ্রিয়া লজ্জয়।

রণপ্রিয় সেই রাক্ষস গরুড়কেও মুষ্টিদ্বারা আঘাত করিয়া হস্তচতুষ্টয়  
মাত্র পশ্চাৎপদ হইল ॥ ১৬ ॥

তখন আকাশে ‘সাধু সাধু’ ইত্যাকার মহান্ শব্দ উথিত হইল, রাক্ষস  
মাল্যবান্ বিষ্ণুকে আহত করিয়া গরুড়কেও প্রহার করিল ! ॥ ১৭ ॥

তার পর গরুড় ক্রুদ্ধ হইয়া প্রবল বায়ু যেমন শুষ্কপত্ররাশি উড়াইয়া লইয়া  
যায়, সেইরূপ পক্ষবায়ুদ্বারা সেই রাক্ষসকে দূরে নিক্ষেপ করিলেন ॥ ১৮ ॥

গরুড়ের পক্ষবায়ুতে অগ্রজ মাল্যবান্কে বিভাড়িত দেখিয়া সুমালী স্বীয়  
সৈন্যগণের সহিত লক্ষ্যামুখে গমন করিল ॥ ১৯ ॥

পক্ষসমুত্ত বায়ুদ্বারা উৎক্ষিপ্ত মাল্যবান্-রাক্ষসও লজ্জিত হইয়া সৈন্যগণের  
সহিত মিলিত হইয়া লক্ষ্যামুখে প্রস্থান করিল ॥ ২০ ॥

১। হ ‘তাথোথিতঃ’। ২। গ বস্তাড়য়ৎ’। ৩। চ ‘-স্তদা’। ৪। হ ‘তাড়িতমগ্রজম্’।

এবং তে রাক্ষসা রাম হরিণা হরিণেক্ষণ ।

বহুশঃ সমরে ভগ্না হতপ্রবরনায়কাঃ ॥ ২১ ॥

অশকু বস্তুস্তে বিষুং প্রতিষোকুং ভয়াদ্ভিতাঃ ।

ত্যক্তা লক্ষাং গতা বস্তুং পাতালং পন্নগালয়ম্ ॥ ২২ ॥

সুমালিনং সমাসাণ্ড রাক্ষসং রঘুনন্দন ।

স্থিতঃ প্রখ্যাতবীর্যো বৈ বংশঃ শালঙ্কটকটঃ ॥ ২৩ ॥

কথিতা রাক্ষসা রাম এতে শালঙ্কটকটঃ ।

যে ভয়া নিহতাস্তে বৈ পৌলস্ত্যা নাম রাক্ষসাঃ ॥ ২৪ ॥

সুমালী মাল্যবান্ মালী যে চ তেষাং পুরঃসরাঃ ।

সর্বৈ হেতে মহাভাগা রাবণাদ্বলবত্তরাঃ ॥ ২৫ ॥

২২। লো-টী। ‘অশকুবস্তু’ ইতি পাঠঃ, ‘অশকুবস্তু’ ইতি বা।

হে আয়তলোচন রামচন্দ্র, এইরূপে হরি প্রধান প্রধান সেনাপতিদিগকে নিহত করিয়া বহুবার সেই রাক্ষসদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিলেন ॥ ২১ ॥

ভয়ার্ত্ত সেই রাক্ষসগণ বিষুর সহিত যুদ্ধ করিতে অসমর্থ হইয়া লক্ষা পরিভ্যাগপূর্বক সর্পের আশ্রয় পাতালে বাস করিতে গমন করিল ॥ ২২ ॥

হে রঘুনন্দন, বিখ্যাত বীর্য্য শালঙ্কটকটের বংশে [ একমাত্র ] রাক্ষস সুমালীই অবশিষ্ট রহিল ॥ ২৩ ॥

রামচন্দ্র, ষাাহাদের কথা বলিলাম সেই রাক্ষসগণ শালঙ্কটকটী-বংশীয়, আপনি ষাাহাদিগকে নিহত করিয়াছেন তাহারা পুলস্ত্যবংশ-সম্ভূত ॥ ২৪ ॥

সুমালী, মাল্যবান্, মালী এবং তাহাদের অমুচরগণ, সকলেই রাবণ হইতে অধিকতর বলবান্ এবং সৌভাগ্যবান্ ছিল ॥ ২৫ ॥



ন চান্যো রক্ষসাং হস্তা হরেষস্তু রিপুঞ্জয় ।

ঋতে নারায়ণাদ্বেচ্ছাচ্ছাঙ্গগদাধরাৎ ॥ ২৬ ॥

ভবান্ নারায়ণো দেবশ্চতুর্শ্মৃতিঃ সনাতনঃ ।

রাক্ষসান্ হস্তমুৎপমো হজেয়ঃ প্রভুরব্যয়ঃ ॥ ২৭ ॥

নষ্টধর্মব্যবস্থাতা কালে কালে প্রজাকরঃ ।

নিত্যোগ্রতো দম্যবধে শরণাগতবৎসলঃ ॥ ২৮ ॥

এষা ময়া তব নরাধিপ রাক্ষসানাম্

উৎপত্তিরত্ব কথিতা সকলা যথাবৎ ।

ভূয়ো নিবোধ রঘুনন্দন রাবণশ্চ

জন্ম প্রভাবমতুলং সমুত্তম্য সর্বম্ ॥ ২৯ ॥

২৭। গো-টী। চতুর্শ্মৃতিঃ রাম-লক্ষণ-ভরত-শত্রুঘ্নরূপঃ ।

গ্রহেত্যাখ্যানম্ । ৮ ।

হে শত্রুঞ্জয়, দেবগণের মধ্যেও শাঙ্গ-চক্র-গদাধর নারায়ণ ভিন্ন অন্য কেহ রাক্ষসদিগকে বধ করিতে পারেন না ॥ ২৬ ॥

আপনিই অপরাজেয়, সর্বনিয়ন্তা এবং সর্ববিকারশূন্য সনাতন, নারায়ণ দেব  
✓ চতুর্শ্মৃতি ( রাম, লক্ষণ, ভরত, শত্রুঘ্নরূপ ) হইয়া রাক্ষসদিগকে বধ করিবার জন্য জন্মিয়াছেন ॥ ২৭ ॥

আপনিই যুগে যুগে নষ্টধর্মের উদ্ধারকর্তা, প্রজাসৃষ্টিকারক এবং সর্বদা দম্যবধে উত্তম ও শরণাগতবৎসল ॥ ২৮ ॥

রাজন্, আজ আমি আপনার নিকট রাক্ষসদিগের উৎপত্তির এই সকল বিবরণ আত্মপূর্বিক বলিলাম ; হে রঘুনন্দন, পুনরায় রাবণ ও তাহার পুত্রদের জন্ম এবং অতুল প্রভাবের বিষয় আত্মপূর্বিক শ্রবণ করুন ॥ ২৯ ॥

চিরাৎ স্মালী ব্যচরদ্রসাতলে

স রাক্ষসো বিষ্ণুভয়াদিতস্তদা ।

পুত্রৈশ্চ পৌত্রৈশ্চ সমন্বিতো বলী

ততস্ত লক্ষ্মামবিশদ্বনেশ্বরঃ ॥ ৩০ ॥

ইত্যার্ষে বাণ্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে গ্রহেত্যাখ্যানং নাম  
অষ্টমঃ সর্গঃ ॥ ৮ ॥

বিষ্ণুর ভয়ে ভীত সেই বলবান্ রাক্ষস স্মালী যখন দীর্ঘকাল পুত্র-পৌত্র  
সমভিব্যাহারে রসাতলে বিচরণ করিতেছিল, সেই সময়ে ধনেশ্বর কুবের লক্ষ্মায়  
প্রবেশ করেন ॥ ৩০ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে গ্রহেত্যাখ্যান-নামক  
৮ম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

## ( ৯ ) নবমঃ সর্গঃ

কশ্চিৎকথ কালশ্চ স্মালী স তু রাক্ষসঃ ।

রসাতলামর্ত্যলোকং সর্বং বৈ বিচচার হ ॥ ১ ॥

নীলজীমূতসঙ্কাশস্তপ্তকাঞ্চনকুণ্ডলঃ ।

সুতামাদায় কল্যাণীং বিনা পদ্মমিব শ্রিয়ম্ ॥ ২ ॥

রাক্ষসেন্দ্রঃ স তু তদা বিচরন্ বৈ মহীতলে ।

গচ্ছন্তং গগনেহপশ্যৎ পুষ্পকেণ ধনেশ্বরম্ ।

পিতরং দ্রষ্টুকামং স মাতরঞ্চ রঘুদ্বহ ॥ ৩ ॥

তং দৃষ্ট্বা সুরসংকাশং বিমানে পাবকোপমম্ ।

হিতার্থং চিন্তয়ামাস রাক্ষসানাং নিশাচরঃ ॥ ৪ ॥

৩। লো-টা। পিতরং মাতরঞ্চ দ্রষ্টুং গগনে গচ্ছন্তং ধনেশ্বরং স তু রাক্ষসেন্দ্রো নিশাচরোহপশ্যদিতী সাক্ষিনাঘয়ঃ। গগনে কীদৃশে? আ সম্যক্ কাশতে ইত্যাকাশে মেঘাদিভি-  
রনাবৃতে ইত্যর্থঃ।

কিছুদিন পরে উজ্জল সুবর্ণকুণ্ডল-ভূষিত নীলমেঘসদৃশ সেই রাক্ষস স্মালী পদ্মবিহীন লক্ষ্মীর ন্যায় সুলক্ষণা কন্যাকে সঙ্গে করিয়া রসাতল হইতে সমগ্র মর্ত্যলোকে বিচরণ করিতে লাগিল ॥ ১-২ ॥

হে রাম, তখন সেই রাক্ষসশ্রেষ্ঠ স্মালী ভূতলে বিচরণ করিতে করিতে ধনপতি কুবেরকে পুষ্পকরথে আরোহণ করিয়া পিতা এবং মাতার সন্দর্শনার্থে গগনমার্গে গমন করিতে দেখিল ॥ ৩ ॥

রাক্ষস স্মালী পুষ্পকরথে অগ্নিতুল্য এবং দেবোপম সেই ধনেশ্বর কুবেরকে দেখিয়া রাক্ষসদিগের মঙ্গলের জন্য চিন্তা করিতে লাগিল ॥ ৪ ॥

১। হ 'রসাতলতলাৎ সর্বং মর্ত্যলোকং চচার হ'। ২। হ 'ভূষণঃ'। ৩। হ 'কজাত' ৪।  
হ '-মাকালে মাতরঞ্চ নিশাচরঃ'। ৫। হ '-সরসং'।

কিমু কৃত্বা ভবেচ্ছে যো বর্দ্ধেমহি কথং বয়ম্ ।

সুতাং বিশ্রবসে দদ্যাং রাক্ষসীং বরবর্ণিনীম্ ॥ ৫ ॥

স তু রাক্ষসশার্দূলঃ শার্দূলসমবিক্রমঃ ।

অথাত্রবীৎ সুতাং তত্র নৈকসীং নাম নামতঃ ॥ ৬ ॥

পুত্রি প্রদানকালন্তে যৌবনং চাতিবর্ততে ।

ত্বৎকৃতে চ বয়ং সর্বৈ যন্ত্রিতা ধর্মবুদ্ধয়ঃ ।

ত্বয়ি পুত্রি সমায়ুক্তং কস্ম্যং সংপৎস্তুতেহচিরাৎ ॥ ৭ ॥

ত্বং হি সর্বগুণোপেতা শ্রীরপদ্যেব নঃ কুলে ।

প্রত্যাখ্যানাচ্চ ভীতৈস্ত্বং নাস্তরৈর্হ্রিয়সে শুভে ॥ ৮ ॥

৬। লো-টা। নাম প্রসিদ্ধে।

৭। লো-টা। অতি অতিশয়েন বর্ততে। যন্ত্রিতাঃ বশ্যৈ ভবতী দেয়া ইতি ব্যাকুলচিত্তাঃ  
কামঃ মনোরথবিষয়ঃ, 'কস্ম্যে'তি বা পাঠঃ।

কি করিয়া আমাদের মঙ্গল হয় এবং কি প্রকারেই বা আমরা উন্নত হইতে পারি? [এই] সুন্দরী রাক্ষসী কন্যাকে বিশ্রবার হস্তে সম্প্রদান করা বর্তব্য ॥ ৫ ॥

অতঃপর শার্দূলসদৃশ বিক্রমশালী সেই রাক্ষসশার্দূল সুমালী নৈকসীনামে প্রসিদ্ধা স্বীয় ছুহিতাকে বলিল—বৎসে, তোমার সম্প্রদানকাল এবং যৌবন অতিবাহিত হইয়া যাইতেছে। বৎসে, আমরা সকলে ধর্মবুদ্ধি হইয়া তোমার উপযুক্ত পতিলাভের জন্য ব্যাকুল হইয়াছি; তোমার উপর এই কার্যের ভার দিলে তাহা শীঘ্রই সফল হইবে ॥ ৬-৭ ॥

বৎসে, সমস্ত গুণে বিভূষিতা তুমি আমাদের বংশে পদ্মবিহীন সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায়; প্রত্যাখ্যানের ভয়ে অসুরগণ তোমাকে হরণ করিতেছে না ॥ ৮ ॥

১। ক 'বৈশ্রবণে'। ২। হ 'হাস্ত'। ৩। হ 'দীং'। ৪। হ 'যুক্তঃ কামঃ'। ৫। ক 'শ্রীঃ সপদ্যেব'।

৬। অতঃপরম্ হ 'ন জ্ঞাতে বয়ঃ পুত্রি বজ্রানাং চারুদর্শনঃ।' ইত্যধিকম্।

‘কন্যাপিতৃং হুংখং হি সর্বেষাং মানকাজ্জিগাম্ ।

ন জায়তে বরঃ পুত্রি কন্যানাং চারুদর্শনে ॥ ৯ ॥

মাতুঃ কুলং পিতৃকুলং যত্র চৈব প্রদীয়তে ।

কুলত্রয়ং সদা কন্যা সংশয়স্থং কৰোতি হি ॥ ১০ ॥

সা ত্বং মুনিবরশ্রেষ্ঠং প্রজাপতিকুলোদ্ভবম্ ।

গচ্ছ বিশ্ববসং পুত্রি পৌলস্ত্যং বরয় স্বয়ম্ ॥ ১১ ॥

ঐদৃশাস্তে ভবিষ্যন্তি পুত্রাঃ পুত্রি ন সংশয়ঃ ।

তেজসা ভাস্করোদগ্ৰা যাদৃশোহয়ং ধনেশ্বরঃ ॥ ১২ ॥

সা তু তদ্বচনং শ্রুত্বা কন্যকা পিতৃগৌরবাং ।

গত্বাশ্রমপদং তস্মৈ যত্রাস্তে স তু বিশ্ববাঃ ॥ ১৩ ॥

৯। গো-টী। কন্যাপিতৃং হুংখং হীতি বহুস্তং তদ্ বিবৃণোতি ‘ন জায়তে’ ইতি সার্কেন। কন্যানাং চারুদর্শনং যথা ভবতি তথা বরো ন জায়তে ন লভাতে।

১০। লো-টী। কিঞ্চ যত্র ভর্তৃকুলে, তৎকুলঞ্চ, এতৎ কুলত্রয়ং কন্যা চেদভদ্রা সংশয়ঃ নরকস্থম্।

১২। লো-টী। ভাস্করোদগ্ৰাঃ ভাস্করাদপি ভাস্করা ইব বা উদগ্ৰাস্তেজস্বিনঃ।

কন্যার পিতা হওয়া সমস্ত মানাকাজ্জী ব্যক্তির পক্ষেই হুংখজনক, বৎসে, চারুদর্শনে, কন্যাদিগের বর নিরূপণ করা যায় না ॥ ৯ ॥

মাতৃকুল, পিতৃকুল এবং শ্বশুরকুল—এই কুলত্রয়কে কন্যা সর্বদা সংশয়াকুল করিয়া রাখে ॥ ১০ ॥

অতএব বৎসে, তুমি প্রজাপতি-কুলসম্ভূত মুনিবরশ্রেষ্ঠ পুলস্ত্যানন্দন বিশ্ববার নিকট গমন করিয়া স্বয়ং তাঁহাকে পতিত্বে বরণ কর ॥ ১১ ॥

বৎসে, এই ধনেশ্বর কুবের যেমন তেজস্বী, তোমার পুত্রগণও এইরূপ ভাস্কর অপেক্ষাও তেজস্বী হইবে, এবিষয়ে সন্দেহ নাই ॥ ১২ ॥

সেই কন্যা সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া পিতার প্রতি গৌরববশতঃ বিশ্ববা-মুনির আশ্রমস্থানে গমন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল ॥ ১৩ ॥

এতশ্চিন্মন্তরে রাম পুলস্ত্যভনয়ো দ্বিজঃ ।

অগ্নিহোত্রমুপাতিষ্ঠচ্চতুর্থ ইব পাবকঃ ॥ ১৪ ॥

সা তু তং দারুণং কালমবুদ্ধা পিতৃগৌরবাৎ ।

উপসৃত্যগ্রতস্তস্য চরণেহধোমুখী স্থিতা ॥ ১৫ ॥

স তু তাং বীক্ষ্য ধর্ম্মাত্মা পূর্ণচন্দ্রনিভাননাম্ ।

অত্রবীৎ পরমোদারো দীপ্যমান ইবৌজসা ॥ ১৬ ॥

ভদ্রে কন্তাসি দুহিতা কুতো বা ত্বমিহাগতা ।

কিং কার্য্যং কন্ত বা হেতোস্তত্ত্বতো ক্রহি তচ্ছূভে ॥ ১৭ ॥

এবমুক্তা তু সা কন্তা কৃতাজ্জলিরথাত্রবীৎ ।

রাক্ষসীং বিদ্ধি মাং ব্রহ্মন্ শাসনাৎ পিতুরাগতাম্ ॥ ১৮ ॥

নৈকসীমিতি নান্না বৈ শেষং ত্বং জ্ঞাতুমর্হসি ।

তপঃপ্রভাবেণ মুনে যদর্থমহমাগতা ॥ ১৯ ॥

হে রাম, সেই সময়ে চতুর্থ অগ্নির ন্যায় পুলস্ত্যনন্দন দ্বিজবর বিশ্ববাঃ অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠান করিতেছিলেন ॥ ১৪ ॥

সুমালীর কন্যা। সেই নিদারুণ সময় বুঝিতে না পারিয়া পিতৃগৌরব বশতঃ তাঁহার অগ্রে উপস্থিত হইয়া পদপ্রান্তে অধোমুখে অবস্থান করিতে লাগিল ॥ ১৫ ॥

স্বীয় তেজঃপ্রভাবে দীপ্যমান পরম উদারপ্রকৃতি ধর্ম্মাত্মা মুনি পূর্ণচন্দ্রমুখী সেই কন্তাকে দেখিয়া বলিলেন— ॥ ১৬ ॥

ভদ্রে, তুমি কাহার কন্তা এবং কোথা হইতে কি প্রয়োজনে এখানে আসিয়াছ ? আমাকেই বা কি করিতে হইবে ? কল্যাণি, তুমি এই সকল বিষয় যথাযথভাবে বল ॥ ১৭ ॥

মুনির এই কথায় সেই কন্তা কৃতাজ্জলিপুটে বলিল, ব্রহ্মন্, পিতার আদেশে আগতা রাক্ষসী বলিয়া আমাকে অবগত হউন ॥ ১৮ ॥

হে মুনে, আমার নাম নৈকসী, অবশিষ্ট বিষয়—যে জন্তু আমি আসিয়াছি, তাহা আপনি তপঃপ্রভাবে জানিতে পারিবেন ॥ ১৯ ॥

ତତ୍ତୋ ଗହା ମୁନିର୍ଧ୍ୟାନଂ ବାକ୍ୟମେତଦ୍ଭୁବତ୍ ହ ।

ବିଜ୍ଞାତଂ ତେ ଯା ଭଦ୍ରେ କାରଣଂ ଯନ୍ମନୋଗତମ୍ ।

ସୁତାଭିଳାଷୋ ମନ୍ତ୍ରନ୍ତେ ମନ୍ତ୍ରମାତଙ୍ଗଗାମିନି ॥ ୨୦ ॥

ଦାରୁଣାୟାଂ ତୁ ବେଳାୟାଂ ଯନ୍ମାଦ୍ବଂ ମାମୁପସ୍ଥିତା ।

ଶୃଂ ତସ୍ୟାଂ ସୁତାନ୍ ଭଦ୍ରେ ଯାଦୂଶାନ୍ ଜନୟିଷ୍ୟସି ॥ ୨୧ ॥

ଦାରୁଣାନ୍ ଦାରୁଣାଚାରାନ୍ ଦାରୁଣାଭିଜନପ୍ରିୟାନ୍ ।

ଜନୟିଷ୍ୟସି ସୁଶ୍ରୋଣି ରାକ୍ଷସାନ୍ କ୍ରୂରକର୍ମଣଃ ॥ ୨୨ ॥

ମା ତୁ ତଦ୍ବଚନଂ ଶ୍ରୀତ୍ବା ପ୍ରିୟତ୍ୟାଗ୍ରବୀଢ଼ତଃ ।

ଭଗବନ୍ନାଦୂଶାନ୍ ପୁତ୍ରାଂସ୍ତୁତୋହଂ ବ୍ରହ୍ମବାଦିନଃ ।

ନେଷ୍ଟାମି ହୃଦ୍ରାଚାରାନ୍ ପ୍ରମାଦଂ କର୍ତ୍ତୁମର୍ହସି ॥ ୨୩ ॥

୨୦ । ଲୋ-ଟୀ । କାରଣମଭିପ୍ରାୟଃ ।

୨୧ । ଲୋ-ଟୀ । ଦାରୁଣୋତ୍ତଜନଃ କୁଳଂ ମ ପ୍ରିୟୋ ଯେଥାଂ ତାନ୍ । ‘କୁଳେହପାତ୍ତଜନ’ ହ ଓପଦଃ ।

୨୨ । ଲୋ-ଟୀ । ବ୍ରହ୍ମା ଚତୁର୍ଭୁବଃ ପୁଲଂସ୍ତା ଏ ଯୋନିରୁପପତିହୀନଂ ଯସ୍ତ ତସ୍ୟାଂ ସତଃ ।

‘ଅତଃ ପର ମୁନି ଧ୍ୟାନସ୍ତୁ ହୈୟା ଏହି କଥା ବଲିଲେନ, ଭଦ୍ରେ, ଆମି ତୋମାର ମନୋଗତ ଅଭିପ୍ରାୟ ଅବଗତ ହୈୟାଛି ; ହେ ମନ୍ତ୍ରମାତଙ୍ଗଗାମିନି, ତୁମି ଆମାର ଶ୍ରବଣେ ପୁତ୍ରଲାଭର ଅଭିଳାଷ କରିତେଛ ॥ ୨୦ ॥

ହେ ଭଦ୍ରେ, ଯେ ହେତୁ ତୁମି ଏହି ଦାରୁଣ ସମୟେ ଆମାର ନିକଟ ଉପସ୍ଥିତ ହୈୟାଛ, ସେହି ହେତୁ ଯାଦୂଶ ପୁତ୍ର ତୁମି ଉତ୍ପାଦନ କରିବେ, ତାହା ଶ୍ରବଣ କର ॥ ୨୧ ॥

ହେ ସୁଶ୍ରୋଣି, ତୁମି ଅତି ଭୟଙ୍କର କ୍ରୂରାଚାରସମ୍ପନ୍ନ କ୍ରୂରବଂଶପ୍ରିୟ ଏବଂ କ୍ରୂରକର୍ମୀ ରାକ୍ଷସ-ସକଳ ପ୍ରସବ କରିବେ ॥ ୨୨ ॥

ସେହି କଥା ତାହାର କଥା ଶୁନିଯା ପ୍ରମାମ କରିଯା ବଲିଲ, ଭଗବନ୍, ଆପନି ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ. ଆପନାର ନିକଟ ହଟାତେ ଏତାଦୃଶ ଅତୀବ ଦୁରାଚାର ସନ୍ତାନ ଇଚ୍ଛା କରି ନା, [ ଯାହାତେ ସଂପୁତ୍ର ଲାଭ କରିତେ ପାରି, ସେହି ବିଷୟେ ] ଦୟା ପ୍ରକାଶ କରୁନ ॥ ୨୩ ॥

୧ । ହ ‘ସମ୍ପଦ’ । ୨ । ଚ ‘ନେତୃତ୍ବାଃ ପୁତ୍ରାଂସ୍ତା ବ୍ରହ୍ମବାଦିନଃ’ । ୩ । ‘ହିମବନ୍ତଃ ନାସ୍ତି’ ।

স কন্যৈবমুক্তস্ত বিপ্রবা মুনিপুঞ্জবঃ ।

উবাচ নৈকসীং ভূয়ঃ পূর্ণেন্দুরিব রোহিণীম্ ॥ ২৪ ॥

পশ্চিমো যন্তব স্ততো ভবিষ্যতি শুভাননে ।

মম বংশানুরূপঃ স ধর্ম্মাচারো ন সংশয়ঃ ॥ ২৫ ॥

এবমুক্তা তু সা কন্যা রাম কালেন কেনচিৎ ।

জনয়ামাস বীভৎসং রক্ষোরূপং সূদারুণম্ ॥ ২৬ ॥

দশলীর্ষং মহাদঃষ্ট্রং নীলাঞ্জনচয়োপমম্ ।

তাত্রৌষ্ঠং বিংশতিভুজং মহাস্ত্রং দীপ্তমূর্ধজম্ ॥ ২৭ ॥

জাতমাত্রৈ ততস্তস্মিন্ সজ্জালকবলাঃ শিবাঃ ।

ক্রব্যাদাশ্চাপসব্যানি মণ্ডলানি বিচক্রমুঃ ॥ ২৮ ॥

২৮। লো-টী। জালসহিতঃ কবলো ঘাসাং তাঃ, সজ্জালং জালসমৃদ্ধিঃ কবলো ঘাসাং  
বিস্তৃতি বা ।

মুনিশ্রেষ্ঠ বিপ্রবাঃ সেই কন্যার এইরূপ কথা শুনিয়া রোহিণীকে পূর্ণচন্দ্রের  
আয় নৈকসীকে পুনরায় কহিলেন— ॥ ২৫ ॥

শুভাননে, তোমার কনিষ্ঠপুত্র আমার বংশানুরূপ ধর্ম্মাচার-পরায়ণ হইবে,  
সন্দেহ নাই ॥ ২৬ ॥

হে রাম, মুনি এইরূপ বলিলে সেই কন্যা কিছুদিন পরে অতিদারুণ  
বীভৎসাকৃতি দশ-মস্তক ভীষণ-দন্ত নীলাঞ্জন-রাশিতুল্য তাত্রবর্ণ ওষ্ঠযুক্ত বিংশতি  
বহুসম্বিত্ত বিশালবদন প্রদীপ্তকেশ এক রাক্ষস প্রসব করিল ॥ ২৬-২৭ ॥

সেই রাক্ষস জন্মিবামাত্র মুখমধ্যে অগ্নিশিখাধারী শৃগালগণ এবং  
অশ্বক-মাংসভোজী প্রাগিগণ চক্রাকারে বামাবর্তে বিচরণ করিতে  
লাগিল ॥ ২৮ ॥



ববর্ষ রুধিরং দেবো<sup>১</sup> মেঘাশ্চ খরনিম্বনাঃ ।  
 প্রবভৌ ন চ বৈ সূর্য্যো মহোক্ষাশ্চাপতন্ ভূবি ॥ ২৯ ॥  
 চকম্পে জগতী চৈব ববুর্ঝাতাশ্চ দারুণাঃ ।  
 অক্ষোভ্যঃ ক্ষুভিতশ্চৈব সমুদ্রঃ সরিতাং পতিঃ ॥ ৩০ ॥  
 অথ নামাকরোন্তশ্চ পিতামহসমঃ পিতা ।  
 দশশীর্ষঃ প্রসূতোহয়ং দশগ্রীবো ভবত্বিতি ॥ ৩১ ॥  
 তশ্চ ত্বনন্তরং জাতঃ কুন্তকর্ণো মহাবলঃ ।  
 প্রমাণাদ যশ্চ বিপুলং প্রমাণং নেহ বিদ্যতে ॥ ৩২ ॥  
 ততঃ শূৰ্পণখা নাম সংজ্ঞেত বিকৃতাননা ।  
 বিভীষণশ্চ ধর্ম্মাত্মা নৈকশ্চাঃ পশ্চিমঃ সূতঃ ॥ ৩৩ ॥  
 তস্মিন্ জাতে মহাসত্ত্বে পুষ্পবর্ষং পপাত হ ।  
 নভঃস্থানে হুন্দুভয়ো দেবানাং প্রাণদংস্তথা ॥ ৩৪ ॥

৩১। লো-টী। দশশীর্ষঃ সন্ প্রসূতো জাতঃ।

দেবতারার রক্তবৃষ্টি করিলেন, মেঘ সকল ঘোর গর্জন করিতে লাগিল, সূর্য্য  
 গ্লান হইলেন এবং বৃহৎ বৃহৎ উক্ষা-সমূহ ভূতলে পতিত হইতে লাগিল ॥ ২৯ ॥

পৃথিবী কাঁপিতে লাগিল, দারুণ বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং  
 অক্ষোভ্য সরিৎপতি সমুদ্র বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল ॥ ৩০ ॥

অনন্তর দশ-মস্তকবিশিষ্ট হইয়া জন্মিয়াছে বলিয়া পিতামহতুল্য পিতা তাহার  
 নাম 'দশগ্রীব' রাখিলেন ॥ ৩১ ॥

তার পরে কুন্তকর্ণনামক অতিশয় বলবান্ অপর এক পুত্র জন্মিল,  
 যাহার প্রমাণ অপেক্ষা বিপুল পরিমাণ সংসারে নাই ॥ ৩২ ॥

তাহার পর নৈকসৌর বিকৃতমুখী শূৰ্পণখানাম্নী কন্যা এবং কনিষ্ঠ পুত্র  
 ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ জন্ম গ্রহণ করিল ॥ ৩৩ ॥

সেই মহাসত্ত্ব বিভীষণ জন্ম গ্রহণ করিলে পুষ্পবৃষ্টি হইল এবং আকাশমণ্ডলে

১। চ 'সূর্য্যো বৈ'। ২। ছ 'ববুর্ঝাতাঃ হু-'। ৩। ছ 'প্রাণঃ'। ৪। চ 'ভবত্বিতি'। ৫। চ  
 'দ্বাশ্চ হু-'। ৬। অতঃ পরং চ 'বাক্যং চৈবাস্তরীক্ষে চ সাধু সাধ্বিতি তন্তদা' ইত্যধিকম্।

তো তু তত্র মহারণ্যে বরুধাতে মহোজসৌ ।

কুন্তকর্ণদশগ্রীবৌ লোকোদ্বৈগকরৌ তদা ॥ ৩৫ ॥

কুন্তকর্ণঃ প্রমত্তস্ত মহর্ষীন্ ধর্মবৎসলান্ ।

ত্রৈলোক্যে নিত্যশঃ ক্রুদ্ধো ভক্ষয়ন্ বিচচার হ ॥ ৩৬ ॥

বিভীষণশ্চ ধর্মাত্মা নিত্যং ধর্ম্যে ব্যবস্থিতঃ ।

স্বাধ্যায়ী নিয়তাহার উপবাসজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৩৭ ॥

অথ বৈশ্রবণো দেবস্তত্র কালেন কেনচিৎ ।

আয়াতঃ পিতরং দ্রষ্টুং পুষ্পকেণ মহোজসম্ ॥ ৩৮ ॥

তং দৃষ্ট্বা নৈকসী তত্র জ্বলন্তমিব তেজসা ।

আগম্য রাক্ষসীং বুদ্ধিং দশগ্রীবমুবাচ হ ॥ ৩৯ ॥

৩৫। লো-টী। মহর্ষীন্ ভক্ষয়ন্ ত্রৈলোক্যে বিচচার হ। নিত্যসংক্ৰষ্টঃ 'নিত্যসংক্ৰষ্টো' বা পাঠঃ।

৩৭। লো-টী। স্বাধ্যায়ী স্বাধ্যায়বান্ 'স্বাধ্যায়নিয়তাহার' ইতি পাঠে স্বাধ্যায়বান্ নিয়তাহারশ্চ।

৩৯। লো-টী। 'আগম্য রাক্ষসী'তি পাঠঃ, 'আগম্য রাক্ষসীং বুদ্ধি'মিতি পাঠে আগম্য প্রাপ্য।

দেবতাদিগের ছন্দুভি বাজিতে লাগিল ॥ ৩৭ ॥

অতঃ পর প্রাণিগণের উদ্বৈগজনক অতিশয় বলবান্ কুন্তকর্ণ এবং দশগ্রীব সেই মহারণ্যে বুদ্ধি পাইতে লাগিল ॥ ৩৫ ॥

ক্রুদ্ধ এবং প্রমত্ত কুন্তকর্ণ সর্বদা ধর্মবৎসল মহর্ষিদিগকে ভক্ষণ করত ত্রিভুবনে বিচরণ করিতে লাগিল ॥ ৩৬ ॥

কিন্তু ধর্মাত্মা বিভীষণ সর্বদা ধর্মকার্যো ব্যাপৃত, বেদাধ্যয়নশীল, আহার-সংযমনিরত ও উপবাস দ্বারা ইন্দ্রিয়জয়ী হইল ॥ ৩৭ ॥

তার পর কিছুকাল পরে একদিন বিশ্ববার পুত্র কুবের পুষ্পকরথে আরোহণ করিয়া মহাতেজস্বী পিতাকে দর্শন করিবার জন্ম সেইস্থানে আসিলেন ॥ ৩৮ ॥

নৈকসী তেজদ্বারা দীপ্যমান সেই কুবেরকে তথায় দেখিয়া রাক্ষসী

পুত্র<sup>১</sup> বৈশ্রবণং পশ্য ভ্রাতরং তেজসারুতম্ ।

ভ্রাতৃভাবে সমে চাপি পশ্যাত্মানং ত্বমৌদৃশম্ ॥ ৪০ ॥

দশগ্রীব তথা যত্নং কুরুষ্বামিতিবিক্রম ।

যথা ত্বমপি মে পুত্র ভবে<sup>২</sup>বৈশ্রবণোপমঃ ॥ ৪১ ॥

মাতুস্তদ্বচনং শ্রুত্বা দশগ্রীবঃ প্রতাপবান্ ।

অমর্ষমতুলং লেভে প্রতিজ্ঞাং চাকরোত্তদা ॥ ৪২ ॥

সত্যং তে প্রতিজ্ঞানামি ভ্রাতুস্তল্যোহধিকোহপি বা ।

ভবিষ্যাম্যোজসা চৈব সস্তাপং ত্যজ হৃদগতম্ ॥ ৪৩ ॥

ততঃ ক্রোধেন তেনৈব দশগ্রীবঃ সহানুজঃ ।

চিকীর্ষু<sup>৩</sup>র্দুষ্করং কৰ্ম্ম তপসে ধৃতমানসঃ ॥ ৪৪ ॥

৪০। লো-টা। সমে ভ্রাতৃভাবে সতি ত্বমপি ঈদৃশং পশ্য কৰ্ত্তুং বতস্বৈত্যর্থঃ ।

রাবণোৎপত্তিঃ ॥ ৯ ॥

বুদ্ধি অবলম্বনপূর্বক দশগ্রীবকে বলিল— ॥ ৫৯ ॥

বৎস, ভ্রাতৃ স্ব সমান হইলেও ভ্রাতা বৈশ্রবণকে তেজঃপুঞ্জ-পরিবৃত এবং নিজেকে এতাদৃশ ( নিস্তেজ ) অবলোকন কর ॥ ৪০ ॥

হে অমিতবিক্রম পুত্র দশগ্রীব, তুমিও তাদৃশ চেষ্টা কর, যাহাতে বৈশ্রবণতুলা তেজস্বী হইতে পার ॥ ৪১ ॥

প্রতাপশালী দশগ্রীব মাতার সেই কথা শুনিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল এবং তৎক্ষণাৎ প্রতিজ্ঞা করিল— ॥ ৪২ ॥

মাতঃ, আমি আপনার নিকট যথার্থ প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, ভ্রাতার তুলা অথবা তদপেক্ষা অধিক তেজস্বী হইব ; অতএব আপনি আন্তরিক সস্তাপ ত্যাগ করুন ॥ ৪৩ ॥

পরে সেই ক্রোধের বশবর্তী হইয়া দশগ্রীব অনুজগণের সহিত ছুষ্কর কৰ্ম্ম করিবার অভিলাষে তপস্যা করিতে মনঃস্থির করিল ॥ ৪৪ ॥

প্রাপ্স্যামি তপসা কামমিতি কৃত্বাধ্যবশ্চ চ ।

অগচ্ছদাত্তসিদ্ধার্থং গোকর্ণশ্চাশ্রমং শুভম্ ॥ ৪৫ ॥

স রাক্ষসস্তত্র সহানুজস্তদা তপশ্চচারাভুলমুগ্রবিক্রমঃ ।

অতোষয়চ্চাপি পিতামহং বিভুং দদৌ স তুষ্টিশ্চ বরান্ জয়াবহান্ ॥ ৪৬ ॥

ইত্যার্ষে বায়্বীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে রাবণোৎপত্তি-নাম

নবমঃ সর্গঃ ॥ ৯ ॥

‘তপশ্চা দ্বারা অভীষ্ট লাভ করিব’ এইরূপ স্থির করিয়া [ সে ] অধ্যবসায়  
অবলম্বন পূর্বক আত্মসিদ্ধার্থে রমণীয় গোকর্ণাশ্রমে গমন করিল ॥ ৪৫ ॥

সেই প্রচণ্ড-বিক্রমশালী রাক্ষস দশগ্রীব সেই স্থানে অনুজগণের সহিত  
অতুলনীয় তপশ্চা করিয়া ভগবান্ ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করিল, পিতামহ সন্তুষ্ট হইয়া  
বিজয়জনক অনেকগুলি বর প্রদান করিলেন ॥ ৪৬ ॥

মহর্ষি বায়্বীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে রাবণোৎপত্তি-নামক

৯ম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

## (୧୦) ଦଶମଃ ସର୍ଗଃ

ଅଥାବ୍ରବୀଦ୍ ଦ୍ଵିଜଃ ରାମସ୍ତଃ ଗନ୍ତାଶ୍ରମମଣ୍ଡଳମ୍ ।

ଆଚକ୍ଷୁ କୀଦୃଶଂ ବ୍ରହ୍ମାନ୍ତପତ୍ତେର୍ପୁର୍ଣ୍ଣହୋଜସଃ ॥ ୧ ॥

ଅଗନ୍ତ୍ୟସ୍ତ୍ରବୀଦ୍ରାମଂ ଭୃଃ ପ୍ରୟତମାନସଃ ।

ତାଂସ୍ତାନ୍ ଧର୍ମବିଧୀଂସ୍ତତ୍ର ଭ୍ରାତରସ୍ତେ ସମାଶ୍ରିତାଃ ॥ ୨ ॥

କୁସ୍ତକର୍ଣ୍ଣସ୍ତନାତ୍ୟର୍ଥଂ ସତ୍ୟଧର୍ମପରାୟଣଃ ।

ଅତପ୍ୟାଦ୍ ଐଶ୍ଵକାଳେ ବୈ ମୋହିଗ୍ନିଭିଃ ସୂର୍ଯ୍ୟପକ୍ଠମୈଃ ॥ ୩ ॥

ମେଘାନ୍ତୁସିଲୋ ବର୍ଷାଂସ୍ତ ବୀରାସନମସେବତ ।

ନିତ୍ୟଂ ଚ ଶିଶିରେ କାଳେ ଜଳମଧ୍ୟାପ୍ରତିଶ୍ରୟଃ ॥ ୪ ॥

୧ । ଲୋ-ଟୀ । ‘ଆଚକ୍ଷୁ’ହିତି ପାଠଃ । ‘ଆତନ୍ତ୍ର’ତିତି ପାଠେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଗନ୍ତା ଆଶ୍ରମ-  
ମଣ୍ଡଳମାତ୍ମ୍ନଃଚକ୍ଷୁଃ, ତତଃ କୀଦୃଶଂ ତପସ୍ତେପୁଃ ?

୪ । ଲୋ-ଟୀ । ବୀରାସନମୁର୍ଦ୍ଧାବସ୍ଥାନମ୍, ଜଳମଧ୍ୟଃ ପ୍ରତିଶ୍ରୟ ଆଶ୍ରୟୋ ବସ୍ତୁ ଯଃ ।

ପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଗନ୍ତ୍ୟାକେ ଜିଜ୍ଞାସା କରିଲେନ, ବ୍ରହ୍ମାନ୍, ସେହି ମହାବୀରଗଣ ସେହି  
ଆଶ୍ରମମଣ୍ଡଳେ ଗମନ କରିয়া କିରୂପ ତପସ୍ତା କରିଯାହିଲ, ତାହା ବଲୁନ ॥ ୧ ॥

ସଂଯତମନାଃ ଅଗନ୍ତ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକେ ପୁନରାୟ ବଳିତେ ଲାଗିଲେନ—ସେହି ଭ୍ରାତୃଗଣ  
ସେହିସ୍ଥାନେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧର୍ମର ବିଧାନସକଳ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିଲ ॥ ୨ ॥

ସତ୍ୟ ଏବଂ ଧର୍ମପରାୟଣ କୁସ୍ତକର୍ଣ୍ଣ ଐଶ୍ଵକାଳେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିକେ ଚାରିଟି ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡଦ୍ଵାରା  
ପରିବୃତ ହইয়া ଏବଂ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରତ କଣ୍ଠର ପଞ୍ଚାଗ୍ନି-ତପସ୍ତା  
କରିଲ ॥ ୩ ॥

ବର୍ଷାକାଳେ ବୀରାସନ କରିয়া ମେଘଜଳେ ସିନ୍ଧୁ ହইয়া ଏବଂ ଶୀତକାଳେ ସର୍ବଦା  
ଜଳମଧ୍ୟେ ବାସ କରିয়া ତପସ୍ତା କରିତେ ଲାଗିଲ ॥ ୪ ॥

এবং বর্ষসহস্রাণি দশ তস্মা তদা যযুঃ ।

সত্যে ধর্ম্মে চ রক্তস্য সংপথাধিষ্ঠিতস্য চ ॥ ৫ ॥

বিভীষণস্ত ধর্ম্মাত্মা নিত্যং ধর্ম্মব্রতঃ শুচিঃ ।

পঞ্চ বর্ষসহস্রাণি পাদেনৈকেন তস্থিবান্ ॥ ৬ ॥

সমাপ্তে নিয়মে তস্মিন্ ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ ।

পপাত পুষ্পবর্ষঃ চ তুষ্ণু বৃশ্চিব দেবতাঃ ॥ ৭ ॥

পঞ্চ বর্ষসহস্রাণি সূর্য্যমেবানুবর্তয়ন্ ।

তস্থাবুর্দ্ধিশিরোবাহুঃ স্বাধ্যায়াসক্তচেতনঃ ॥ ৮ ॥

এবং বিভীষণস্তাপি গতানি স্মমহাত্মনঃ ।

দশ বর্ষসহস্রাণি স্বর্গস্থশ্চৈব নন্দনে ॥ ৯ ॥

৫। লো-টা। রক্তস্য অমুরক্তস্য ।

৮। লো-টা। স্বধ্যামেবানুবর্তয়ন্ স্বধ্যাভিমুখো ভবন্, স্বাধ্যায়াসক্তচেতনঃ বেদপাঠনিরত-  
পুংসঃ ।

সংপথাবলম্বী সত্য এবং ধর্ম্মে অমুরক্ত কুস্তকর্ণের এইরূপে দশ-সহস্র বর্ষ  
সংক্রান্ত হইল ॥ ৫ ॥

ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ সর্বদা শুচি হইয়া ধর্ম্মব্রত অনুষ্ঠান করত পঞ্চ-সহস্র বর্ষ  
একপদে অবস্থান করিল ॥ ৬ ॥

তাহার সেই ব্রত সমাপ্ত হইলে অঙ্গরোগন নৃত্য করিতে লাগিল এবং পুষ্প-  
বৃষ্টি হইল ও দেবতাগণ তাকে স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৭ ॥

[ পরে বিভীষণ ] বেদপাঠে মনোনিবেশপূর্ব্বক উর্দ্ধবাহু এবং সূর্য্যভিমুখ  
হইয়া পঞ্চ সহস্র বর্ষ অবস্থান করিল ॥ ৮ ॥

এইরূপে মহাত্মা বিভীষণেরও দশ সহস্র বর্ষ নন্দনকাননে স্বর্গবাসীর শ্রায়  
অতিবাহিত হইল ॥ ৯ ॥

দিব্যং বর্ষসহস্রস্ত নিরাহারো দশাননঃ ।

পূর্ণে বর্ষসহস্রে তু শীর্ষমগ্নৌ জুহাব সঃ ॥ ১০ ॥

এবং বর্ষসহস্রাণি নব তস্তাতিচক্রমুঃ ।

শিরাংসি নব চাপ্যস্ত প্রবিষ্টানি হুতাশনে ॥ ১১ ॥

অথ বর্ষসহস্রান্তে দশমে দশমং শিরঃ ।

ছেতু কামস্ত ধর্মাত্মা প্রাপ্তস্তত্র প্রজাপতিঃ ॥ ১২ ॥

পিতামহস্ত স্তুতীতঃ সহ দেবৈরুপস্থিতঃ ।

বৎস বৎস দশগ্রীব শ্রীতস্তেহস্মীত্যভাষত ॥ ১৩ ॥

শীঘ্রং বৃগীষ ধর্মজ্ঞ বরো যস্তেহভিকাজ্জিহ্বতঃ ।

তং তং কামং করোম্যচ্চ ন বৃথা তে পরিশ্রমঃ ॥ ১৪ ॥

১০। লো-টা। শীর্ষং শিরঃ।

১৪। লো-টা। তন্তে তং তং কামং 'তং তং কাম'মিতি বা পাঠঃ।

দশানন অনাহারে থাকিয়া দিব্য সহস্র বর্ষ তপস্তা করিতে লাগিল এবং এক সহস্র বর্ষ পূর্ণ হইলে একটি মন্তক অগ্নিতে আহুতি দিল ॥ ১০ ॥

এইরূপে তাহার নয় হাজার বৎসর গত হইল এবং তাহার নয়টি মন্তক অগ্নিমধ্যে প্রবিষ্ট হইল ॥ ১১ ॥

অতঃপর দশম সহস্র বর্ষের অন্তে রাবণ দশম মন্তক ছেদন করিতে উদ্যত হইলে, ধর্মাত্মা প্রজাপতি তথায় উপস্থিত হইলেন ॥ ১২ ॥

পিতামহ অতিশয় শ্রীত হইয়া দেবগণের সহিত উপস্থিত হইয়া বলিলেন, হে বৎস, হে বৎস দশগ্রীব, আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি ॥ ১৩ ॥

হে ধর্মজ্ঞ, তোমার যে বর অভিপ্রত তাহা শীঘ্র কামনা কর, আমি আজ সেই সমস্ত কামনা পূর্ণ করিব, তোমার পরিশ্রম নিষ্ফল হইবে না ॥ ১৪ ॥

ততোহব্রবীদশগ্রীবঃ প্রহৃষ্টেনাস্তরাঅনা ।

প্রণম্য শিরসা দেবং হর্ষগদগদয়া গিরা ॥ ১৫ ॥

ভগবন্ প্রাণিনাং নিত্যং নান্নত্র মরণাদ্রয়ম্ ।

ন চ মৃত্যুসমঃ শত্রুরমরত্বমতো বৃণে ॥ ১৬ ॥

এবমুক্তস্ততো ব্রহ্মা দশগ্রীবমুবাচ হ ।

নাস্তি সর্বামরত্বং তে বরমন্যং বৃগীষ বৈ ॥ ১৭ ॥

এবমুক্তস্তদা রাম ব্রহ্মণা লোককারিণা ।

দশগ্রীব উবাচেদং কৃতাজ্জলিরথাগ্রতঃ ॥ ১৮ ॥

স্বপর্গষক্ষনাগানাং দৈত্যদানবরক্ষসাম্ ।

অবধ্যঃ স্মাং প্রজাধাক্ষ দেবতানাঞ্চ সর্বশঃ ॥ ১৯ ॥

ন হি চিন্তা মমান্যেষু প্রাণিষু প্রপিতামহ ।

তৃণভূতা হি তে সর্বৈ প্রাণিনো মানুষাদয়ঃ ॥ ২০ ॥

১৭। লো-টী। সর্বামরত্বং সর্কাবচ্ছেদেনামরত্বম্।

তার পর দশগ্রীব সন্তুষ্টচিত্তে অবনত মস্তকে পিতামহকে প্রণাম করিয়া  
আহ্লাদগদগদ বাক্যে বলিল—॥ ১৫ ॥

ভগবন্, প্রাণীদিগের সর্বদা মরণ ভিন্ন অণ্ড কোন বিষয়ে ভয় নাই এবং  
মৃত্যুর তুল্য শত্রু নাই, অতএব অমরত্ব কামনা করি ॥ ১৬ ॥

দশগ্রীব এইরূপ বলিলে ব্রহ্মা তাহাকে বলিলেন, তোমার সকলের নিকট  
অমরত্ব নাই, অতএব অণ্ড বর প্রার্থনা কর ॥ ১৭ ॥

হে রাম, লোককর্তা ব্রহ্মা এইরূপ বলিলে দশগ্রীব কৃতাজ্জলি হইয়া তাঁহার  
সম্মুখে এইরূপ বলিতে লাগিল ॥ ১৮ ॥

হে প্রজাধাক্ষ, আমি গরুড়, যক্ষ, নাগ, দৈত্য, দানব, রাক্ষস এবং সমস্ত  
দেবগণের অবধ্য হইব ॥ ১৯ ॥

হে প্রপিতামহ, অণ্ড কোন প্রাণীর বিষয়ে আমার চিন্তা নাই, মনুষ্য প্রভৃতি



এবমুক্তস্ত ব্রহ্মাসৌ দশগ্রীবো রক্ষসঃ ।

উবাচ বচনং রাম সহ দেবৈঃ পিতামহঃ ॥ ২১ ॥

ভবিষ্যত্যেতদেবং বৈ তব রাক্ষসপুঙ্গব ।

শৃণু চাপি বচো ভূয়ঃ শ্রীতশ্চেহ হিতং মম ॥ ২২ ॥

হৃতানি যানি শীর্ষাণি পূর্বমগ্নৌ ত্বয়ানঘ ।

অক্ষ্যাণি ভবিষ্যন্তি তথৈব তব সর্বশঃ ॥ ২৩ ॥

বিতরামি চ তে সৌম্য বরমগ্ন্যঃ স্তূলভম্ ।

ছন্দতো বিন্দ ভদ্রং তে রূপমগ্ন্যদ্ যদিচ্ছসি ॥ ২৪ ॥

এবং পিতামহোল্লস্তু দশগ্রীবস্ত রক্ষসঃ ।

অগ্নৌ হৃতানি শীর্ষাণি যানি তান্যুপ্তিতানি বৈ ॥ ২৫ ॥

সেই সমস্ত প্রাণী [ আমার নিকট ] তৃণতুল্য ॥ ২০ ॥

হে রাম, রাক্ষস দশগ্রীব ব্রহ্মাকে এইরূপ বলিলে তিনি দেবগণের সহিত এই কথা বলিলেন—॥ ২১ ॥

হে রাক্ষসপুঙ্গব, তোমার এই প্রার্থনা সফল হইবে, আমি [ তোমার প্রতি ] সন্তুষ্ট হইয়াছি ; আমার আরও হিতকথা শ্রবণ কর ॥ ২২ ॥

হে অনঘ, তুমি পূর্বে যে-সকল মস্তক অগ্নিতে আহুতি দিয়াছ, তোমার সেই সকল মস্তক পূর্বের ত্যায়ই অক্ষয় হইবে ॥ ২৩ ॥

হে সৌম্য, তোমাকে অতিশয় ছলভ অপর একটা বর দিতেছি যে, তোমার অভিপ্রায় অনুসারে অথ যে কোন সুন্দর রূপ ইচ্ছা করিবে, তাহাই লাভ করিবে ॥ ২৪ ॥

পিতামহ রাক্ষস দশগ্রীবকে এইরূপ বলিলে, তাহার যে-সকল মস্তক অগ্নিতে অর্পিত হইয়াছিল সেইগুলি উপ্তিত হইল ॥ ২৫ ॥

এবমুক্তা তু তং রাম দশগ্রীবং প্রজাপতিঃ ।

বিভীষণমথোবাচ বাক্যং লোকপিতামহঃ ॥ ২৬ ॥

বিভীষণ ত্বয়া বৎস ধর্মসংহিতবুদ্ধিনা ।

আরাধিতোহস্মি ধর্মজ্ঞ বরং বরয় সূত্রত ॥ ২৭ ॥

বিভীষণস্ত ধর্মান্না প্রাজ্ঞলির্বাক্যমব্রবীৎ ।

বৃতঃ সর্বেশ্বরৈর্গৈর্নিত্যং চন্দ্রমা রশ্মিভির্ঘথা ॥ ২৮ ॥

ভগবন্ কৃতমেতাবদ্ যন্মে লোকেশ্বরঃ প্রভুঃ ।

শ্রীতো ঃম যদি দাতব্যো ববোধয়ঃ শৃণু সূত্রত ॥ ২৯ ॥

পরমাপদগতস্তাপি ধর্ম এব ধৃতির্ভবেৎ ।<sup>১</sup>

অশিক্ষিতং চ ভগবন্ ব্রহ্মাস্ত্রং প্রতিভাতু মে ॥ ৩০ ॥

২৯ । লো-টা । ভগবদ্বিতি হে ভগবন্ যদি লোকেশ্বরঃ স্বঃ শ্রীতঃ তদা এতাবৎ  
এত-তৈব মম কৃতং সর্বং পর্যাগুং প্রাপ্তববোধহমিতিার্থঃ । তথাপি যদি দেয়স্তহি তং শৃণুতাম্বয়ঃ ।

হে রাম, লোকপিতামহ ব্রহ্মা দশগ্রীবকে এইরূপ বলিয়া পরে বিভীষণকে  
বলিলেন— ॥ ২৬ ॥

বৎস বিভীষণ, ধর্মাসক্ত-বুদ্ধি তোমাদ্বারা আমি আরাধিত হইয়াছি ; অতএব  
হে ধর্মজ্ঞ সূত্রত, বর প্রার্থনা কর ॥ ২৭ ॥

রশ্মিজালে সমাবৃত চন্দ্রের ছায় সর্বদা সর্বগুণে বিভূষিত ধর্মান্না বিভীষণ  
করজোড়ে বলিলেন— ॥ ২৮ ॥

ভগবন্, সর্বলোকেশ্বর প্রভু আপনি যে আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন,  
ইহাতেই আমার বরলাভ হইয়াছে ; হে সূত্রত, তথাপি যদি বর দিতে ইচ্ছা করেন,  
তবে এই বর দিবেন, শ্রবণ করুন ॥ ২৯ ॥

হে ভগবন্, অত্যন্ত বিপদে পতিত হইলেও আমি যেন ধর্মচ্যুত না হই<sup>২</sup>  
; এবং শিক্ষা না করিলেও ব্রহ্মাস্ত্র আমার নিকট প্রতিভাত হউক ॥ ৩০ ॥

যা যা জায়েত মে বুদ্ধিস্তেষু তেষাশ্রমেষু চ ।

সা সা ভবতু ধর্মীষ্ঠা তং তং ধর্মং ভজেত চ ॥ ৩১ ॥

এষ মে পরমোদারো বরঃ পরমকো মতঃ ।

ন হি ধর্ম্যানুরক্তানাং কিঞ্চিল্লোকেহস্তু দুর্লভম্ ॥ ৩২ ॥

অথ প্রজাপতিঃ প্রীতো বাক্যমেতদ্বাচ হ ।

ধর্মীষ্ঠস্বং যথা বৎস তথৈতন্তে ভবিষ্যতি ॥ ৩৩ ॥

যস্মাদ্রাক্ষসযোনৌ তে জাতস্থামিত্রকর্ষণ ।

নাধর্ম্যে বর্ততে বুদ্ধিরমরত্বং দদামি তে ॥ ৩৪ ॥

এষ এষ চ তে কামো ভবিষ্যতি নিশাচর ।

অশিক্ষিতক ব্রহ্মাস্ত্রং যথাবৎ প্রতিপৎস্বসে ॥ ৩৫ ॥

৩২ । লো-টা । পরমচ্চাসৌ উদারো মহাংশচ পরমোদারঃ । পরমং কং সুখং যস্মাৎ সঃ ।

আর, আশ্রমসমূহে আমার যে যে মতি হইবে সেই সেই মতি ধর্ম-শালিনী হউক এবং তত্তদাশ্রমোচিত ধর্ম অনুষ্ঠিত হউক ॥ ৩১ ॥

[ ভগবন্, ] অতিমহান্ এবং অতিশয় সুখকর এই বর আমার অভিপ্রেত ; কারণ, জগতে ধর্ম্যানুরক্ত ব্যক্তিগণের কিছুই দুর্লভ নহে ॥ ৩২ ॥

পরে ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইয়া এই কথা বলিলেন, হে বৎস, তুমি যেমন অতিশয় ধার্মিক, তোমার সেইরূপ ধর্মলাভ হইবে ॥ ৩৩ ॥

হে শত্রুপীড়ক, রাক্ষসকূলে জন্মিয়াও যেহেতু তোমার অধর্ম্যে মতি নাই, সেই জন্তু তোমাকে অমরত্ব প্রদান করিতেছি ॥ ৩৪ ॥

হে নিশাচর, তোমার এই ইচ্ছাও সফল হইবে, তুমি শিক্ষা না করিয়াও যথাযথরূপে ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিতে পারিবে ॥ ৩৫ ॥

১। হ 'বিহ' । ২। হ 'হ' । ৩। হ 'এব' । ৪। ক 'দেব' । ৫। হ '-ঠ ভূ' । ৬। হ 'দদানি' ।

৭। হ 'বৎস ভবিষ্যতি' ।

কুন্তকর্ণায় তু বরং দাতুকামমরিন্দম ।

প্রজাপতিং সুরাঃ সর্বৈ বাক্যং প্রাঞ্জলয়োহব্রবন্ ॥ ৩৬ ॥

ন তাবৎ কুন্তকর্ণায় প্রদাতব্যো বরস্তয়া ।

জানাসি হি যথা লোকাঃ স্ত্রাসয়ত্যেষ রাক্ষসঃ ॥ ৩৭ ॥

নন্দনেহম্পরসঃ সপ্ত মহেন্দ্রানুচরা দশ ।

অনেন ভঙ্কিতা ব্রহ্মন্ ঋষয়ো মানুযাস্তথা ॥ ৩৮ ॥

তচ্ছাপো বরনামাস্মৈ দীয়তামমিতপ্রভ ।

লোকেভ্যঃ স্বস্তি চৈবং স্তাদ্বেভস্ত চ সম্মতিঃ ॥ ৩৯ ॥

এবমুক্তঃ সুরৈব্রহ্মাহচিস্তয়ৎ পদ্মসম্ভবঃ ।

দেবীং সরস্বতীং দেব পদ্মাক্ষীং পদ্মসম্ভবাম্ ॥ ৪০ ॥

৩৬। লো-টা। বরনামা ইতি পাঠঃ 'বরনামা' বা। স্বস্তি কল্যাণং তদা স্তাৎ। সম্মতিরাস্মীয়া বাগ্ ইতি সৰ্ব্বজ্ঞঃ। ঋষা, সমাগ্ মতিঃ অধ্বষয়েহপি স্তাৎ।

হে অরিন্দম, অনন্তর কুন্তকর্ণকে বরদান করিতে অভিলাষী ব্রহ্মাকে দেবগণ কৃতাজ্ঞলি হইয়া বলিলেন—॥ ৩৬ ॥

আপনি এই কুন্তকর্ণকে বর প্রদান করিবেন না, যে হেতু আপনি জানেন যে, এই রাক্ষস ত্রিলোককে সম্বাসিত করিতেছে ॥ ৩৭ ॥

হে ব্রহ্মন্, এই রাক্ষস নন্দনবনে সাতজন অম্পরাঃ, ইন্দ্রের দশজন অনুচর এবং ঋষিগণ ও মনুগ্রগণকে খাইয়া ফেলিয়াছে ॥ ৩৮ ॥

হে অমিতপ্রভ, অতএব ইহাকে বররূপে অভিসম্পাত প্রদান করুন, তাহা হইলে প্রাণিগণের কল্যাণ হইবে এবং উহারও সম্মতি হইবে ॥ ৩৯ ॥

হে দেব, দেবগণ এইরূপ বলিলে পদ্মযোনি ব্রহ্মা কমলাক্ষী কমলসম্ভবা সরস্বতীদেবীকে চিস্তা করিতে লাগিলেন ॥ ৪০ ॥

ত্রৈলোক্যে সৰ্বভূতেষু জিহ্বা বুদ্ধিধৃতিঃ স্মৃতিঃ ।

চিস্তিতা চোপতস্বে সা পার্শ্বে দেবী সরস্বতী ॥ ৪১ ॥

প্রাঞ্জলিঃ সা তু পার্শ্বস্থা প্রাহ বাক্যং সরস্বতী ।

ইয়মশ্র্যাগতা দেব কিং কার্য্যং করবাণি তে ॥ ৪২ ॥

প্রজাপতিস্ত সংপ্রাপ্তাঃ প্রাহ দেবীং সরস্বতীম্ ।

বাণি ত্বং রাক্ষসশ্রাস্ত ভব বাগ্ দেবতেপ্সিতা ॥ ৪৩ ॥

ইতুক্তা সা প্রণম্যাথ তং বিবেশ নিশাচরম্ ।

ততো রাঘব তদ্রক্ষো ব্রহ্মা বচনমব্রবীৎ ॥ ৪৪ ॥

কুন্তকর্ণ মহাবাহো বরং বরয় যো মতঃ ।

কুন্তকর্ণস্ততো হৃষ্টঃ শ্রুত্বা বাক্যমুবাচ হ ॥ ৪৫ ॥

৪১। লো-টী। ত্রৈলোক্যে সৰ্বভূতেষু জিহ্বা-বুদ্ধাদিরূপা।

৪২। লো-টী। ইয়মশ্রি ইয়মহম্।

৪৩। লো-টী। দেবতেপ্সিতা ঐ ভবেথাঃ।

ত্রিভুবনে সমস্ত প্রাণীর জিহ্বা, বুদ্ধি, ধৃতি এবং স্মৃতিরূপা সরস্বতীদেবী চিস্তা  
মাত্রেই সমীপে উপস্থিত হইলেন ॥ ৪১ ॥

সেই সরস্বতী ব্রহ্মার পার্শ্বে অবস্থান করত করজোড়ে কহিলেন,  
দেব, এই আমি আসিয়াছি, আপনার কি কার্য্য করিতে হইবে ? ॥ ৪২ ॥

তখন ব্রহ্মা সেই সমাগতা সরস্বতীদেবীকে বলিলেন, বাণি, তুমি এই  
রাক্ষসের বাক্যস্বরূপিণী হও, যে বাক্য দেবতাদের অভিলষিত ॥ ৪৩ ॥

সরস্বতীকে এইরূপ বলিলে তিনি প্রণামপূর্বক সেই নিশাচর কুন্তকর্ণের  
শরীরে প্রবেশ করিলেন ; হে রাঘব, পরে ব্রহ্মা সেই রাক্ষসকে বলিলেন— ॥ ৪৪ ॥

হে মহাবাহো কুন্তকর্ণ, তোমার অভিপ্রেত বর প্রার্থনা কর ; তখন কুন্তকর্ণ  
সেই কথা শ্রবণ করিয়া হৃষ্ট হইয়া বলিল— ॥ ৪৫ ॥

স্বপ্তুং বর্ষণ্যানেকানি দেবদেব মমোপ্সিতম্ ।

যথাসৌহৃন্তে ভবেদেব দিনমেকস্তু<sup>২</sup> ভোজনম্ ॥ ৪৬ ॥

এবমস্তুতি চোক্ত্বা তং সহ দেবৈঃ পিতামহঃ ।

দেবী সরস্বতী চাপি মুক্ত্বা তং প্রযযৌ দিবম্ ॥ ৪৭ ॥

গতেষু ব্রহ্মপূর্বেষু দৈবভেষু নভঃস্থলম্ ।

বিমুক্তোহসৌ সরস্বত্যা স্বাং সংজ্ঞাং পুনরাগমৎ ॥ ৪৮ ॥

কুন্তকর্ণস্তু ছুষ্ঠাত্মা চিন্তয়ামাস ছুঃখিতঃ ।

ঐদৃশং কিমিদং বাক্যং বদনান্মম নিঃসৃতম্ ॥ ৪৯ ॥

অনভিপ্রেতপূর্বং হি সংমোহাদিব ভাষিতম্ ।

ভক্ষয়ামীতি বদতা স্বপ্যামীতু্যদিতং ময়া ॥ ৫০ ॥

৪৬। লো-টী। স্বপ্তুমিতি পাঠঃ। 'স্বপ্ত'মিতি পাঠে বর্ষদ্বয়ানি ব্যাপ্য স্বপ্তং স্বাপো নিদ্রেতি ষাৎ।

৪৭। লো-টী। তং বাক্যং মুক্ত্বা তাক্ত্বা।

হে দেব, বহুবৎসর ধরিয়া নিদ্রা যাইতে আমার অভিলাষ; হে দেব, আমার নিদ্রা ছয় মাস হইবে এবং অবশেষে একদিন ভোজন হইবে ॥ ৪৬ ॥

ব্রহ্মা দেবগণের সহিত তাহাকে 'তথাস্তু' বলিয়া চলিয়া গেলেন এবং সরস্বতী দেবীও তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন ॥ ৪৭ ॥

ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ নভোমণ্ডলে গমন করিলে সরস্বতীকর্তৃক পরিত্যক্ত ঐ বাক্য পুনরায় স্বকীয় বুদ্ধি প্রাপ্ত হইল ॥ ৪৮ ॥

পরে ছুষ্ঠাত্মা কুন্তকর্ণ ছুঃখিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল, এ কি! এতাদৃশ বাক্য আমার মুখ হইতে বহির্গত হইল ॥ ৪৯ ॥

আমি যাহা কখনও ইচ্ছা করি নাই, যেন মোহবশতঃ তাদৃশ বাক্য বলিয়া ফেলিয়াছি; 'ভোজন করিব' বলিতে যাইয়া 'নিদ্রা যাইব' বলিয়াছি ॥ ৫০ ॥

১। হ-'বর্ষদ্বয়ানি'। ২। হ-'ক'। ৩। হ-'তং চোক্ত্বা'। ৪। হ-'দেব'। ৫। হ-'নভঃস্থলম্'।

'পূর্বং প্রকৃতিমাগতঃ'।

সংতপ্যমানো দুঃখার্থো বিধুহ্ন চরণৌ করৌ ।

আত্মানমেব বহুশঃ শ্বসন্ নিন্দন্ পপাত হ ॥ ৫১ ॥

এবং লব্ধবরাঃ সর্বৈ ভ্রাতরৌ দীপ্ততেজসঃ ।

শ্লেষ্মাতকং বনং গঙ্গা তত্র তে শ্ববসংশ্চিরম্ ॥ ৫২ ॥

ইত্যর্থে বাণ্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাণ্ডে উত্তরকাণ্ডে রাবণাদিবরদানং নাম  
দশমঃ সর্গঃ ॥ ১০ ॥

৫২। লো-টী। শ্লেষ্মাতকংনং স্থানবিশেষম্।

বরদানম্ ॥ ১০

কুম্ভকর্ণ অত্যন্ত মন্থশ্রু এবং দুঃখার্থ হইয়া হস্ত এবং পদ সঞ্চালিত করত  
নিজেকে পুনঃ পুনঃ নিন্দা করিতে করিতে নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক [ ভূতলে ]  
পতিত হইল ॥ ৫১ ॥

সেই প্রবল-পরাক্রান্ত ভ্রাতৃগণ সকলেই এইরূপে বরলাভ করিয়া শ্লেষ্মাতক  
বনে গমন করিয়া বহুকাল বাস করিল ॥ ৫২ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি-প্রণীত আদিকাণ্ডে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে রাবণাদিবরদান নামক  
১০ম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

## ( ১১ ) একাদশঃ সর্গঃ

সুমালী বরলক্ষ্যাস্ত জাহ্না তান্ বৈ নিশাচরান্ ।

উদতিষ্ঠন্তয়ং ত্যক্ত্বা সানুগঃ স রসাতলাৎ ॥ ১ ॥

মাল্যবাংশচ প্রহস্তশ্চ বিরূপাক্ষো মহোদরঃ ।

সচিবাঃ পরিবার্যৈনগুদতিষ্ঠন্ সুমালিনম্ ॥ ২ ॥

প্রস্থিতঃ স চ তৈঃ সর্ষৈর্কবৃত্তো রাক্ষসপুঙ্গবৈঃ ।

অভিগম্য দশগ্রীবং পরিষজ্যেদমব্রবীৎ ॥ ৩ ॥

দিক্ট্যা তে পুত্র সম্প্রাপ্তশ্চিস্তিতোহয়ং মনোরথঃ ।

যন্তুং ত্রিভুবনশ্রেষ্ঠাল্লক্যবান্ বরমীপ্সিতম্ ॥ ৪ ॥

যৎকৃতে চ বয়ং লক্ষ্যং ত্যক্ত্বা যাতা রসাতলম্ ।

তদ্ গতং নো মহাবাহো দিক্ট্যা বিযুক্তং ভয়ম্ ॥ ৫ ॥

১ । লো-টী । এনং সুমালিনম্ ।

সুমালী সেই সকল রাক্ষসের বরলাভের বিবরণ অবগত হইয়া ভয় পরিত্যাগ পূর্বক অনুচরগণ সমভিব্যাহারে পাতাল হইতে উত্থিত হইল ॥ ১ ॥

মাল্যবান্, প্রহস্ত, বিরূপাক্ষ এবং মহোদর এই সচিবগণও সেই সুমালীকে পরিবেষ্টন পূর্বক উত্থিত হইল ॥ ২ ॥

সুমালী সেই সকল প্রধান প্রধান রাক্ষসগণে পরিবৃত্ত হইয়া প্রশ্নান করত দশগ্রীবের সমীপে উপস্থিত হইয়া আলিঙ্গনপূর্বক কহিল— ॥ ৩ ॥

বৎস, তুমি যে ত্রিভুবনশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মার নিকট হইতে ভাগ্যক্রমে অভীষ্ট বরলাভ করিয়াছ, ইহা আমাদের [ বহুদিনের ] চিন্তিত মনোরথ ॥ ৪ ॥

হে মহাবাহো, যাহার যন্তু আমরা লক্ষ্য পরিত্যাগ করিয়া পাতালে গিয়া-

১ । চ 'নিশাচরঃ' । ২ । হ 'মারীচশ্চ' । ৩ । হ '-মুপাতিষ্ঠন্' । ৪ । হ 'সহ' । ৫ । চ '-মীপ্সিতম্' ।

৬ । হ 'মহৎ বিযুক্তং' ।



অসকৃৎনে ভগ্না হি পরিত্যজ্য স্বমালয়ম্ ।

বিদ্রুতাঃ সহিতাঃ সর্বৈ প্রবিষ্টাঃ স্মো রসাতলম্ ॥ ৬ ॥

অস্মদীয়া চ লঙ্কেয়ং নগরী রাক্ষসোষিতা ।

নিবেশিতা তব ভ্রাতা ধনাধ্যক্ষেন ধীমতা ॥ ৭ ॥

যদি নামাত্র শক্যং স্মাৎ সান্না দানেন চানঘ ।

তরসা বা মহাবাহো প্রত্যানেতুং কৃতং ভবেৎ ॥ ৮ ॥

ত্বং তু লঙ্কেশ্বরস্তাত ভবিষ্যসি ন সংশয়ঃ ।

সর্বেষাং নঃ প্রভূশ্চৈব ভবিষ্যসি মহাবল ॥ ৯ ॥

অথাত্রীদশগ্রীবো মাতামহমুপস্থিতম্ ।

বিত্তেশো গুরুরস্মাকং নাইশ্চোবং প্রভানিতুম্ ॥ ১০ ॥

৮। লো-টা। ‘সান্না বস্তঃ স্বয়ানঘ’ ইতি পাঠঃ। ‘সান্না সা দারুণেন বে’ ইতি পাঠে দারুণেন নৈষ্ঠুর্যেণ। তরসা বলেন, কৃতমস্মাকং কার্যং ভবেৎ। স্বহা, কৃতং তপসঃ ফলং ভবেৎ। ‘কৃতং যুগে চ পৰ্যাণ্ডে বিহিতে হিংসিতে ফলে’ ইতি ভূরিং।

ছিলাম, ভাগ্যক্রমে আমাদের সেই বিয়ুৎকৃত ভয় দূর হইল ॥ ৫ ॥

আমরা পুনঃ পুনঃ নারায়ণকর্তৃক পরাজিত হইয়া স্বীয় গৃহ পরিত্যাগ করিয়া পলায়নপূর্বক সকলে মিলিত হইয়া রসাতলে প্রবেশ করিয়াছিলাম ॥ ৬ ॥

এই লঙ্কানগরী পূর্বে আমাদের ছিল এবং উহাতে রাক্ষসগণ বাস করিত, কিন্তু তোমার ভ্রাতা ধনাধ্যক্ষ এক্ষণে উহাতে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন ॥ ৭ ॥

হে অনঘ, হে মহাবাহো, সাম, দান, অথবা বলদ্বারা যদি [ লঙ্কানগরী ] প্রত্যানয়ন করা সম্ভব হয়, তবে [ আমাদের ] কার্য্যসিদ্ধি হয় ॥ ৮ ॥

বৎস, তুমি লঙ্কার অধীশ্বর হইবে সন্দেহ নাই ; হে মহাবল, তুমি আমাদের সকলের প্রভু হইবে ॥ ৯ ॥

পরে দশানন উপস্থিত মাতামহকে বলিল, ধনেশ্বর আমাদের গুরুজন, স্মৃতরাং আপনার এইরূপ বলা উচিত নয় ॥ ১০ ॥

ইত্যেবমুক্তঃ স তদা স্মালী রাবণেন হ ।

নোবাচ কিঞ্চিভূত্রেব শ্রবসচ্ছ স্তহদৃতঃ ॥ ১১ ॥

কেনচিদ্ধথ কালেন বসন্তং তত্র রাবণম্ ।

প্রহস্তঃ প্রসৃতং বাক্যমিদং রাক্ষসমত্রবীৎ ॥ ১২ ॥

দশগ্রীব মহাবাহো যৎ পুরা প্রোক্তবানসি ।

বিত্তেশো গুরুরস্মাকমিতি তচ্চ নিবোধ মে ॥ ১৩ ॥

ননু বীর মহাবাহো নারীস্বঃ বক্তুমীদৃশম্ ।

সৌভ্রাত্ৰং নাস্তি শূরাণাং শৃণু ভূয়ো বচশ্চ মে ॥ ১৪ ॥

অদিতিশ্চ দিতিশ্চৈব দ্বে ভগিন্যৌ বভূবতুঃ ।

ভার্য্যো পরমরূপিণ্যৌ কশ্যপস্ত প্রজাপতেঃ ॥ ১৫ ॥

১২। লো-টী। কত্ৱচিৎ কালস্ত অথ অনন্তঃম্।

রাবণ এইরূপ বলিলে স্মালী কিছু না বলিয়াই স্তহদগ্গে পরিবৃত্ত হইয়া সেই স্থানে বাস করিতে লাগিল ॥ ১১ ॥

কিছুকাল পরে প্রহস্ত সেই স্থানে বাসকারী রাক্ষস রাবণকে বিনীত ভাবে বলিল—॥ ১২ ॥

মহাবাহো দশানন, আপনি যে ‘ধনেশ্বর আমাদের গুরু’ এই কথা পূর্বে বলিয়াছেন, সে বিষয়ে আমার নিকট শ্রবণ করুন ॥ ১৩ ॥

হে বীর মহাবাহো, আপনি এইরূপ বলিতে পারেন না, কারণ, বীরদিগের সৌভ্রাত্ৰ নাই; আমার আরও বাক্য শ্রবণ করুন ॥ ১৪ ॥

দিতি এবং অদিতি নামক পরম রূপবতী দুই ভগিনী প্রজাপতি কশ্যপের ভার্য্যা ছিল ॥ ১৫ ॥

১। হ ‘কত্ৱচিৎ’। ২। হ ‘কালস্ত’। ৩। হ ‘প্রস্রিতং’। ৪। হ ‘বিত্তেশো’। ৫। হ ‘বীরাণাং’। ৬। হ ‘এতে সহিতে কিল’।

অদিত্যাং জজ্ঞিরে দেবাস্তদা ত্রিভুবনেশ্বরাঃ ।

দিতিস্বজনয়দৈত্যান্ কশ্যপাদাত্মসম্ভবান্ ॥ ১৬ ॥

দৈত্যানাং কিল ধর্মজ্ঞ পুরেয়ং সবার্ণবা ।

আসীৎ সপর্বতা ভূমিস্তেহভবন্ প্রভবিষুণাঃ ॥ ১৭ ॥

ততস্তে নিহতাঃ সর্পে বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা ।

দেবানাঞ্চ বশং নীতং ত্রৈলোক্যমিদমব্যয়ম্ ॥ ১৮ ॥

তথা বৈরমপর্যাস্তং গরুড়শ্চোরগৈঃ সহ ।

ভ্রাতৃভিঃ সংপ্রসক্তং হি সংহারো যশ্চ নাভবৎ ॥ ১৯ ॥

নৈতদেকো ভবানঘ করিণ্যতি বিপর্যয়ম্ ।

সুতৈরাচরিতং পূর্বং কুরুষ্বেতদ্রচো নম ॥ ২০ ॥

১৯। লো-টী। উরগৈর্ভ্রাতৃভিঃ সহ অপর্যাপ্তং বৈরং প্রসক্তম্, যশ্চ বৈরশ্চ সংহারো নাশো নাভবৎ ।

২০। লো-টী। 'যচ্চ' ইতি পাঠঃ, 'পূর্ন'মিতি বা ।

অদিত্যের গর্ভে ত্রিভুবনের ঈশ্বর দেবগণ জন্মিয়াছিলেন এবং দিতি কশ্যপের ঔরসজাত দৈত্যগণকে উৎপাদন করিয়াছিলেন ॥ ১৬ ॥

হে ধর্মজ্ঞ, পুরাকালে বন, পর্বত এবং সমুদ্রের সহিত এই পৃথিবী দৈত্যদিগের অধিকারে থাকায় তাহাদের অত্যন্ত প্রভাব হইয়াছিল ॥ ১৭ ॥

তার পর প্রভু বিষ্ণু তাহাদের সকলকে নিহত করিয়া এই অব্যয় ত্রৈলোক্য দেবতাদিগের বশে আনয়ন করেন ॥ ১৮ ॥

তা ছাড়া, ভ্রাতা সর্পগণের সহিত গরুড়ের অসীম শত্রুতা প্রসক্ত হইয়াছে, সেই শত্রুতার অবসান [ অঘাবধি ] হইল না ॥ ১৯ ॥

আপনি একাই কেবল এইরূপ ভ্রাতৃবিরোধ করিবেন, তাহা নয়, পুরাকালে দেবগণ এইরূপ আচরণ করিয়াছেন ; সুতরাং আমার এই কথা প্রতিপালন করুন ॥ ২০ ॥

এবমুক্তো দশগ্রীবঃ প্রহস্তেন ছুরাঅনা ।

চিন্তয়িত্বা মুহূর্তং বৈ বাঢ়মিত্যেব সোহব্রবীৎ ॥ ২১ ॥

স তু তেনৈব হর্ষণে তন্নিম্নহনি বীৰ্য্যবান্ ।

লঙ্কাং যাতো দশগ্রীবঃ সহ তৈঃ ক্ষাদাচরৈঃ ॥ ২২ ॥

ত্রিকূটস্থঃ স তু তদা দশগ্রীবো নিশাচরঃ ।

প্রেষয়ামাস দৌত্যেন প্রহস্তং বাক্যকোবিদম্ ॥ ২৩ ॥

প্রহস্ত শীঘ্রং গচ্ছ ত্বং ক্রহি রাক্ষসপুঞ্জব ।

বচনান্মম বিত্তেশং সাম্পূর্ব্বমিদং বচঃ ॥ ২৪ ॥

ইয়ং লঙ্কাপুরী নাম রাক্ষসানাং মহাঅনাম্ ।

নিবাসো দেববিহিতঃ সর্বলোকপরিজ্ঞাতঃ ॥ ২৫ ॥

২৫। লো-টা। 'স্বরলোকপরিজ্ঞাত' ইতি পাঠঃ। 'সর্বলোক' ইতি বা।

ছুরাঅা প্রহস্ত এইরূপ বলিলে দশগ্রীব মুহূর্তকাল চিন্তা করিয়া 'তাহাই হইবে' এইরূপ বলিল ॥ ২১ ॥

বীর দশগ্রীব সেই উল্লাসে সেই দিনেই রাক্ষসগণের সহিত লঙ্কায় গমন করিল ॥ ২২ ॥

তখন সেই রাক্ষস দশানন ত্রিকূটে অবস্থান করত বাকপটু প্রহস্তকে দূতরূপে প্রেরণ করিল—॥ ২৩ ॥

রাক্ষসপুঞ্জব প্রহস্ত, তুমি শীঘ্র গমন করিয়া আমার বাক্যানুসারে প্রিয়-বাক্যপুংসর ধনেশ্বরকে এই কথা বলিবে ॥ ২৪ ॥

এই লঙ্কানগরী যে মহাঅা রাক্ষসদিগের বাসভূমি, ইহা দেবগণকর্তৃক নির্দিষ্ট এবং সর্বলোকপরিজ্ঞাত ॥ ২৫ ॥

কিঞ্চিৎ কারণমুদ্दिष्टं ত্যক্তাসীদ্রাক্ষসৈরিয়ম্ ।

তে পুনঃ কালসময়ে স্বং নিবাসমুপাগতাঃ ॥ ২৬ ॥

ত্বয়া নিবেশিতা চেয়ং তত্তে ন সদৃশং কৃতম্ ।

তন্তুবান্ যদি নান্মৈতাং দত্তাদতুলবিক্রমঃ ।

কৃত্য ভবেম্মম শ্রীতির্ধর্মশ্চৈবানুপালিতঃ ॥ ২৭ ॥

ইতু্যুক্তঃ স তদা গত্বা প্রহস্তো বাক্যকোবিদঃ ।

দশগ্রীববচঃ সর্বং বিত্তেশায় ত্বেবেদয়ৎ ॥ ২৮ ॥

প্রহস্তাদভিসংশ্রুত্য সর্বং বৈশ্রবণো বচঃ ।

উবাচ বাক্যং বাক্যজ্ঞঃ প্রহস্তং স নিশাচরম্ ॥ ২৯ ॥

সর্বং কর্তাস্মি ভদ্রং তে রাক্ষসেশবচোহচিরাৎ ।

কিন্তু তাবৎ প্রতীক্ষস্ব পিতৃর্ধাবন্নিবেদয়ে ॥ ৩০ ॥

২৬। লো-টী। কালসময়ে কালশাস্ত্রো সময়শব্দসমস্তশ্চিৎ অবসরকাল ইত্যর্থঃ।

‘সময়ঃ শপথে কালে সঙ্কেতেহবসরেহপি চে’ত্যজয়ঃ। স্বং স্বীয়ম্।

২৭। লো-টী। যন্নিবেশিতা তৎ তে ত্বয়া ন সদৃশং কৃতম্।

রাক্ষসগগণ কোন কারণে এই লঙ্কানগরী ত্যাগ করিয়াছিল, পুনরায় তাহার অবসর সময়ে স্বীয় বাসভূমিতে উপস্থিত হইয়াছে ॥ ২৬ ॥

আপনি লঙ্কানগরীতে বসতি স্থাপন করিয়াছেন, তাহা আপনি ভাল করেন নাই; অতুলবিক্রমশালী আপনি যদি এই লঙ্কানগরী ছাড়িয়া দেন, তবে আমার প্রতি শ্রীতি প্রদর্শন করা হইবে এবং ধর্মও রক্ষিত হইবে ॥ ২৭ ॥

এইরূপ আদিষ্ট হইয়া বাক্যবিশারদ প্রহস্ত তখন গমন করত ধনেশ্বরের নিকট সমস্ত রাবণবাক্য নিবেদন করিল ॥ ২৮ ॥

বাক্যজ্ঞ বৈশ্রবণ প্রহস্তের নিকট হইতে সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া সেই রাক্ষস প্রহস্তকে বলিলেন— ॥ ২৯ ॥

শীঘ্রই রাক্ষসেশ্বরের কথানুযায়ী সমস্ত করিব, তোমার মঙ্গল হউক, কিন্তু

এবমুক্তা ধনাধ্যক্ষো জগাম পিতুরন্তিকম্ ।

অভিবাঢ়াত্রবীভক্তং রাবণস্ত যদীপ্সিতম্ ॥ ৩১ ॥

এষ তাত দশগ্রীবো দূতং প্রেষিতবান্মম ।

মমেয়ং দীয়তাং লক্ষা পূর্বং রক্ষোগণোষিতা ।

তস্ময়া যদনুষ্ঠেয়ং তদাচক্ষু মমানঘ ॥ ৩২ ॥

ধনদেনৈবমুক্তস্ত বিশ্রবা মুনিপুঙ্গবঃ ।

সোহত্রবীদ্ধচনং তত্র শৃণু পুত্র বচো মম । ৩৩ ॥

দশগ্রীবো মমাপ্যেতদ্রুক্তবান্ মুনিসন্নিধৌ ।

ময়া নির্ভৎসিতশ্চাপি বহু চোক্তঃ স দুঃস্মৃতিঃ ॥ ৩৪ ॥

স ক্রোধেন পুনশ্চোক্তো ধ্বংস ধ্বংসেতি বৈ পুনঃ ।

তচ্ছৃণু ত্বং বচঃ পুত্র মম ধর্ম্মার্থসংযুতম্ ॥ ৩৫ ॥

৩২। লো-টী। অনুষ্ঠেয়ং কর্তব্যম্ ।

৩৫। লো-টী। ধ্বংস ধ্বংস অপসর। 'অপধ্বংসে'তিপাঠে দূরং গচ্ছ ।

কিছুকাল অপেক্ষা কর, আমি ততক্ষণে পিতার নিকটে [এই বিষয়] জ্ঞাপন করি ॥ ৩০ ॥

এই বলিয়া ধনাধ্যক্ষ পিতার নিকটে গমন করত অভিবাদনপূর্বক রাবণের অভিপ্রেত বিষয় তাঁহাকে বলিলেন—॥ ৩১ ॥

পিতঃ, এই দশগ্রীব আমার নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছে, [এবং দূত-মুখে বলিয়াছে যে] পূর্বের রাক্ষসগণকর্তৃক অধ্যুষিতা এই লঙ্কানগরী আমাকে প্রদান করুন। হে অনঘ, অতএব আমার যাহা কর্তব্য তাহা আদেশ করুন ॥ ৩২ ॥

কুবের এই কথা বলিলে সেই মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্রবাঃ বলিলেন, বৎস, এ বিষয়ে আমার কথা শ্রবণ কর ॥ ৩৩ ॥

সেই ছুরায়া দশগ্রীব মুনিদিগের সমীপে আমার নিকটেও এইকথা বলিয়াছিল; আমি তাহাকে তিরস্কার করিয়া বহু কথা বলিয়াছি ॥ ৩৪ ॥

পুনরায় ক্রোধের সহিত 'ধ্বংস হও, ধ্বংস হও' এই কথা বলিয়াছি, অতএব

১। হ 'তঃ সোহপি'। ২। হ 'খোক্তঃ'। ৩। হ 'অদ্ব-'। ৪। হ 'ক্রোধেন চ'। ৫। হ 'বৃহঃ'। 'তচ্ছৃণু'।

বরপ্রদানাং সংযুতো মান্ত্যামান্ত্যং ন বেত্তি সঃ ।

ন বিভেতি চ মে শাপাং প্রকৃতিং দারুণাং গতঃ ॥ ৩৬ ॥

তস্মাৎ প্রযাহি ভদ্রং তে কৈলাসং ধরণীধরম্ ।

নিবেশয় নিকেতার্থং ত্যজ লঙ্কাং সহানুগঃ ॥ ৩৭ ॥

তত্র মন্দাকিনী নাম নদীনাং প্রবরা নদী ।

কাঞ্চনৈঃ সূর্যাসঙ্কাশৈঃ পঙ্কজৈর্মণ্ডিতোদকা ॥ ৩৮ ॥

তত্র দেবাঃ সগন্ধর্ব্বাঃ সান্সরোগগন্ধিনরাঃ ।

বিহারশীলাঃ সততং রমন্তে ধরণীধরে ॥ ৩৯ ॥

রমস্ব পুত্র ত্বমপি রম্যে তস্মিন্ শিলোচ্চয়ে ।

ন হি ক্ষমং ত্বানেন বৈরং ধনদ রক্ষসা ।

জানীষে চ যথা তেন লক্শঃ পরমকো বরঃ ॥ ৪০ ॥

৩৭ । লো-টী । নিবেশয় আশ্রয়, নিকেতার্থং বাসার্থম্ ।

পুত্র, তুমি আমার ধর্ম্মার্থযুক্ত বাক্য শ্রবণ কর ॥ ৩৬ ॥

সেই দুঃখিত, বরলাভে মোহিত হইয়া মান্ত্যামান্ত্য জ্ঞান করে না এবং অত্যন্ত দারুণ স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া আমার অভিশাপকেও ভয় করিতেছে না ॥ ৩৬ ॥

সুতরাং তুমি অনুচরগণের সহিত লঙ্কানগরী পরিত্যাগ করিয়া কৈলাস পর্ব্বতে গমন কর এবং বসতি স্থাপন কর, তোমার মঙ্গল হইবে ॥ ৩৭ ॥

সেই পর্ব্বতে নদীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠা মন্দাকিনীনাম্নী নদী আছে, তাহার জল সূর্যাসদৃশ স্বর্ণকমলে ভূষিত ॥ ৩৮ ॥

সেই কৈলাসপর্ব্বতে গন্ধর্ব্ব, অঙ্গরাঃ এবং কিন্নরগণের সহিত ক্রীড়াপরায়ণ দেবগণ সর্ব্বদা বিহার করেন ॥ ৩৯ ॥

পুত্র, তুমিও সেই রমণীয় কৈলাসপর্ব্বতে বিহার কর ; ধনদ, এই রাক্ষস দশগ্রীবের সহিত তোমার বিরোধ করা উচিত নয় এবং তুমি অবগত আছ যে, সে উৎকৃষ্ট বর লাভ করিয়াছে ॥ ৪০ ॥

তথেষুত্বা স পিতরমভিবাণ্য ধনেশ্বরঃ ।  
 যযৌ লক্ষাং পুনস্তূর্ণং প্রহস্তং চেদমব্রবীৎ ॥ ৪১ ॥  
 ক্রহি গচ্ছ দশগ্রীবং পুরীং রাজ্যঞ্চ যন্মম ।  
 তবাপ্যেতন্মহাবাহো ভুঙ্ক্ষু চৈতদকণ্টকম্ ।  
 অবিভক্তং ত্বয়া সার্কং রাজ্যং যচ্চাস্তি মে বহু ॥ ৪২ ॥  
 অহং গচ্ছামি কৈলাসং নিবাসায় মহাগিরিম্ ।  
 লক্ষ্যামাস ভদ্রং তে স্বধর্ম্মং তত্র পালয় ॥ ৪৩ ॥  
 এবমুক্ত্বা ধনাধ্যক্ষো বলেন মহতা বৃতঃ ।  
 সপৌরদারঃ সামাত্যঃ সবাহন-ধনো গতঃ ॥ ৪৪ ॥  
 প্রহস্তোহথ দশগ্রীবং গত্বা বচনমব্রবীৎ ।  
 প্রহৃষ্টাত্মা মহাত্মানং সহামাত্যং সহানুজম্ ॥ ৪৫ ॥  
 শূণ্ডা সা নগরী লক্ষা ত্যক্তৈনাং ধনদো গতঃ ।  
 প্রবিশ ত্বং মহাবাহো স্বধর্ম্মং তত্র পালয় ॥ ৪৬ ॥

সেই ধনেশ্বর, 'যে আজ্ঞা' বলিয়া পিতাকে অভিবাদন পূর্বক অতিক্রান্ত লক্ষায় গমন করিয়া প্রহস্তকে এই কথা বলিলেন— ॥ ৪১ ॥

তুমি দশগ্রীবের সমীপে গমন করিয়া বলিবে যে, হে মহাবাহো, আমার পুরী এবং রাজ্য যাহা আছে, তাহা তোমারও বটে, তুমি নিষ্কণ্টকে এই সমস্ত ভোগ কর; আমার রাজ্য এবং ধন যাহা কিছু আছে তাহা তোমার সহিত অবিভক্ত ॥ ৪২ ॥

আমি মহাপর্বত কৈলাসে বাস করিবার জন্ম যাইতেছি, তুমি লক্ষায় বাস করিয়া স্বধর্ম্ম পালন কর; মঙ্গল হইবে ॥ ৪৩ ॥

এই বলিয়া ধনাধ্যক্ষ বিপুল সৈন্য পরিবৃত্ত হইয়া পৌরজন, কলত্র, অমাত্য, ধন এবং বাহন সমভিবাহারে গ্রহণ করিলেন ॥ ৪৪ ॥

পরে সন্তুষ্টচিত্ত প্রহস্ত অমাত্য এবং অনুজগণের সহিত বর্তমান মহাত্মা দশগ্রীবের নিকটে গমন করিয়া বলিল ॥ ৪৫ ॥

হে মহাবাহো, সেই লক্ষানগরী শূণ্ডা পড়িয়া রহিয়াছে, ধনেশ্বর লক্ষা



এবমুক্তঃ প্রহস্তেন দশগ্রীবো নিশাচরঃ ।

নিবেশয়ামাস পুরীং সভ্রাতা সবলানুগঃ ।

ধনদেন পরিত্যক্তাং সুবিভক্তমহাপথাম্ ॥ ৪৭ ॥

স চাভিষিক্তঃ ক্ষণদাচরৈস্তদা নিবেশয়ামাস পুরীং দশাননঃ ।

নিকামপূর্ণা চ বভূব সা পুরী নিশাচরৈর্নীবলাহকোপমৈঃ ॥ ৪৮ ॥

ধনেশ্বরোহপ্যথ পিতৃবাক্যগৌরবান্মবেশয়চ্ছশিবিমলে গিরৌ পুরীম্ ।

স্বলঙ্কৃতৈর্ভবনবরৈর্বিভূষিতাং পুরন্দরঃ অপূরমিবামরাবতীম্ ॥ ৪৯ ॥

ইত্যার্ষে বায়্বীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে লঙ্কাধ্যায়ো নাম

একাদশঃ সর্গঃ ॥ ১১ ॥

৪৭। লো-টী। সহ ভ্রাতা সভ্রাতৃকঃ, 'সহ ভ্রাতা বলাভুগ'ইতি পাঠে বলং সৈন্তম্ অনুগ-  
মভূবর্ত্তি যন্ত সঃ। পূর্বপাঠে বলাভুগঃ সেনাপতিঃ।

৪৮। লো-টী। নিকামপূর্ণা নিকামং যথেষ্টং যন্ত যন্ত যথা ইচ্ছা তন্ত তন্ত তৎপূর্ণা  
ইচ্ছানুরূপফলপ্রদেত্যর্থঃ। যদ্বা, নিতরাং কামং কামাং তৎপূর্ণা।

৪৯। লো-টী। 'শশিবিমলে গিরা'বিত্তি পাঠঃ। 'নিবেশয়ামাস বিমল'ইতি বা।

লঙ্কাপ্রবেশঃ ॥ ১১ ॥

পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, আপনি এই নগরীতে প্রবেশ করিয়া স্বীয় ধর্ম পালন  
করুন ॥ ৪৬ ॥

প্রহস্ত এইরূপ বলিলে রাক্ষস দশগ্রীব ভ্রাতা এবং সৈন্তগণের সহিত কুবের-  
পরিত্যক্ত সুবিভক্ত-বিশাল-পথযুক্ত লঙ্কানগরীতে বসতি স্থাপন করিল ॥ ৪৭ ॥

তখন দশানন রাক্ষসগণকর্তৃক অভিষিক্ত হইয়া পুরী স্থাপন করিল, সেই  
পুরী কৃষ্ণমেঘতুল্য রাক্ষসগণে অতিশয় পরিপূর্ণ হইল ॥ ৪৮ ॥

অনন্তর ধনেশ্বরও পিতৃবাক্যের প্রতি গৌরববশতঃ পুরন্দর যেক্রপ স্বীয়  
অমরাবতী নগরী স্থাপিত করিয়াছেন সেইরূপ চন্দ্রের আয় নিম্নলি কৈলাসপর্বতে  
সুশোভিত উত্তম গৃহরাজিদ্ধারা বিভূষিতা নগরী স্থাপন করিলেন ॥ ৪৯ ॥

মহর্ষি বায়্বীকিপ্রণীত আদিকাব্যে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে লঙ্কাপ্রবেশ-নামক

১১শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

( ১২ ) দ্বাদশঃ সর্গঃ

রাক্ষসেন্দ্রোহভিষিক্তস্ত ভ্রাতৃত্যাং সহিতস্তদা ।

ততঃ প্রদানং রাক্ষস্যা ভগিন্যাঃ সৌহভ্যরোচয়ং ॥ ১ ॥

স্বসারং কালকেয়ায় দানবেন্দ্রায় রাক্ষসীম্ ।

দদৌ শূৰ্পণখাং রাজা বিছ্যজ্জিহ্বায় নামতঃ ॥ ২ ॥

অথ দত্ত্বা স্বসারং তাং যুগয়াং পর্যাটন্ নৃপঃ ।

অপশ্যৎ স বনে রাম ময়ং নাম দিতেঃ স্ততম্ ॥ ৩ ॥

কন্যাসহায়ং তং দৃষ্ট্বা দশগ্রীবো নিশাচরঃ ।

অপৃচ্ছৎ কো ভবানত্র নিস্কলুপ্তমুগে বনে ॥ ৪ ॥

ময়স্তথাব্রবীদ্রাম পৃচ্ছস্তং তং নিশাচরম্ ।

শ্রুয়তাং সৰ্ব্বমাখ্যাশ্চে যথাবৃত্তমিদং মম ॥ ৫ ॥

পরে অভিষিক্ত রাক্ষসরাজ রাবণ ভ্রাতৃত্বের সহিত সম্মিলিত হইয়া রাক্ষসী ভগিনীর বিবাহ দিতে ইচ্ছা করিল ॥ ১ ॥

রাক্ষসরাজ শূৰ্পণখানায়ী রাক্ষসী ভগিনীকে কালকেয় দানবরাজ বিছ্যজ্জিহ্বাকে সম্প্রদান করিল ॥ ২ ॥

হে রাম, রাক্ষসরাজ সেই ভগিনীকে সম্প্রদান করিয়া পরে যুগয়া-বিহার করিতে করিতে বনমধ্যে দিতির পুত্র ‘ময়’কে দেখিতে পাইল ॥ ৩ ॥

রাক্ষস দশগ্রীব তাহাকে কন্যাসহ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, পশু এবং মানবের স্কারবিহীন এই বনে আপনি কে ? ॥ ৪ ॥

হে রাম, রাক্ষস রাবণ প্রশ্ন করিলে ময়-দানব তাহাকে বলিল, আমার যথাযথ বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ করুন ॥ ৫ ॥

হেমা নামাপ্সরাঃ স্তম্ভঃ শ্রুতপূৰ্ব্বা যদি ত্বয়া ।

দেবৈৰ্মহমসৌ দত্তা পৌলোমীব বিড়োজসে ॥ ৬ ॥

তস্তাং সক্তমনাশ্চাসং দশ বর্ষশতাত্মহম্ ।

সা চ দৈবতকার্যেণ গতা বর্ষত্রয়োদশে ॥ ৭ ॥

তস্তাঃ কৃতে চ হেমায়া হৈমাঃ প্রাসাদপঙ্ক্তয়ঃ ।

বজ্রবৈদূর্য্যবর্ণাশ্চ নির্মিতা মায়ায়া ময়া ॥ ৮ ॥

তত্রাহং ন রতিং বিন্দংস্তয়া হীনঃ স্তম্ভুঃখিতঃ ।

ভবনাং স্বাং হুহিতরং গৃহীত্বা বনমাগতঃ ॥ ৯ ॥

ইয়ং মমাত্মজা রাজংস্তস্তাঃ কুঙ্কিসমুদ্ভবা ।

ভর্তারমস্তাঃ সদৃশং প্রাপ্তবানস্মি মাগিতুন্ম : ১০ ॥

৬। লো-টী। বিড়োজসে শক্রায়।

৭। লো-টী। সক্তমনাঃ আসক্তমনাঃ। বর্ষে ত্রয়োদশে সতি কন্যয়া ইতি শেষঃ।

২। লো-টী। তত্র তাসু প্রাসাদপঙ্ক্তিষু অরতিং প্রীত্যাভাবং বিন্দন্ লভমানঃ।  
'ন রতিং বিন্দম্' ইতি পাঠে রতিং প্রীতিম্।

১০। লো-টী। প্রাপ্তবানস্মি বরমিতি শেষঃ।

হেমানামী অতি সুন্দরী অপ্সরার কথা সম্ভবতঃ আপনি পূর্বে শুনিয়া থাকিবেন ; ইন্দ্রকে পৌলোমীর দ্বারা দেবগণ ঐ অপ্সরাকে আমাকে প্রদান করেন ॥ ৬ ॥

আমি সহস্র বৎসর যাবৎ ঐ অপ্সরাতে আসক্তচিত্ত ছিলাম, [ তাহার পর এই কন্যার ] ত্রয়োদশ বর্ষ বয়সের সময় সেই হেমা দেবকার্য্যের জন্ত প্রস্থান করিয়াছে ॥ ৭ ॥

সেই হেমার জন্ত আমি মায়াদ্বারা হীরক এবং বৈদূর্য্যখচিত কাঞ্চনময় প্রাসাদশ্রেণী নির্মাণ করিয়াছিলাম ॥ ৮ ॥

সেই স্থানে আমি তাহার বিরহে প্রীতিলাভ করিতে না পারিয়া অতিশয় দুঃখিত হইয়া গৃহ হইতে স্বীয় হুহিতাকে সঙ্গে লইয়া বনে আসিয়াছি ॥ ৯ ॥

রাজন, এই আমার কথা সেই হেমার গর্ভসমুদ্ভূতা, আমি ইহার উপযুক্ত পতি

১। হ-'সাত্ত'। ২। হ-'না হাস'। ৩। হ-'ত্রয়োদশ সবা গতাঃ'। ৪। হ-'বিন্দে তয়া'।  
৫। হ-'নস্তাং হুহিতরং'। ৬। হ-'প্রারক্শাস্মি'।

কন্যাপিতৃৎ<sup>১</sup> ছুঃখং হি নরাণাং মানকাঙ্কিণাম্ ।

দে কুলে সংশয়ে কৃত্বা<sup>২</sup> নিত্যং কন্যা হি তিষ্ঠতি ॥ ১১ ॥

পুত্রদ্বয়ং মমাপ্যস্তাং<sup>৩</sup> ভার্য্যায়াং সংবভূব হ ।

মায়াবী প্রথমস্তত্র ছন্দুভিস্তদনন্তরম্ ॥ ১২ ॥

এতন্তে সৰ্ব্বমাপ্যাতং<sup>৪</sup> যাথাতথেন পৃচ্ছতঃ ।

ত্বামিদানীং কথং তাত জানীয়াং কো ভবানিতি ॥ ১৩ ॥

এবমুক্তো রাক্ষসেন্দ্রো<sup>৫</sup> বিনীতমিদমব্রবীৎ ।

অহং পৌলস্ত্যতনয়ো দশগ্রীবশ্চ নামতঃ ॥ ১৪ ॥

রাজা রাক্ষসমুখ্যানাং মৃগয়ানস্মি নির্গতঃ ।

এবমুক্তস্তদা রাম রাক্ষসেন্দ্রেণ দানবঃ ॥ ১৫ ॥

১১। লো-টী। নরাণাং সংশয়নপ্রাণিণাম্। সংশয়ং সংশয়পক্ষে।

অন্যেযণ করিবার জন্য আসিয়াছি ॥ ১০ ॥

সম্মানান্তিলাষী মনুষ্যদিগের কন্যার পিতা হওয়া ছুঃখজনক, কন্যা সৰ্ব্বদা পিতৃকুল এবং মাতৃকুলকে সংশয়মগ্ন করত অবস্থান করে ॥ ১১ ॥

এই জ্ঞীর গর্ভে আমার দুইটি পুত্রও জন্মিয়াছে, তাহার মধ্যে প্রথমটী 'মায়াবী' এবং দ্বিতীয়টি 'ছন্দুভি' নামে খ্যাত ॥ ১২ ॥

হে তাত, আপনার প্রশ্নানুসারে যথাযথ সমস্ত বলিলাম ; এক্ষণে আপনি কে, তাহা কি প্রকারে জানিব ॥ ১৩ ॥

এইরূপ বলিলে রাক্ষসরাজ রাবণ বিনীতভাবে বলিল, আমি পৌলস্ত্যপুত্র, আমার নাম দশগ্রীব ॥ ১৪ ॥

আমি শ্রেষ্ঠ রাক্ষসদিগের রাজা, আমি মৃগয়া করিতে বহির্গত হইয়াছি। হে রাম, রাক্ষসরাজ রাবণ তখন দানবকে এইরূপ বলিল ॥ ১৫ ॥

১। ছ 'সংশয়'। ২। ছ '-কৃত্বা'। ৩। ছ 'সমজায়ত'। ৪। ছ '-স্ত'। ৫। ছ 'ইদমব্রবীৎ নাস্তি'।

ব্রহ্মর্ষেস্তং স্তুতং জ্ঞাত্বা ময়ো দৈত্য্যধিপস্ততঃ ।

প্রদানং হুহিতুস্তস্মৈ রোচয়মাস বৈ তদা ॥ ১৬ ॥

করেণাদায় কণ্ঠাং স ময়স্তমমিতৌজসম্ ।

প্রহসন্নিব দৈত্যেদ্ভে। রাক্ষসেন্দ্রমভাষত ॥ ১৭ ॥

ইয়ং মমাত্মজা রাজন্ হেমায়াঃ পয়সা ভূতা ।

কণ্ঠা মন্দোদরী নাম ভার্য্যার্থে প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ ১৮ ॥

বাটমিত্যেব তং রাম দশগ্রীবোহিব্রবীদ্বচঃ ।

প্রজ্জাল্য চ বনে বহ্নিং পাণিং জগ্রাহ ধর্ম্মতঃ ॥ ১৯ ॥

ন হি তস্মা ময়ো রাজন্ শাপং জানাতি দুর্ম্মতেঃ ।

বিদিত্বা তস্মা সা দত্তা তেন পৈতামহং কুলম্ ॥ ২০ ॥

১৭। লো-টী। প্রহসন্নিব ইবশব্দেন মুখপ্রসাদো জ্যোত্যতে, প্রসন্নমুখঃ সন্ ।

২০। লো-টী। শাপং নরবানরজং বধম্ ।

তখন দৈত্য্যধিপতি ময় তাহাকে ব্রহ্মর্ষির পুত্র জানিয়া তাহার নিকট কণ্ঠা সম্প্রদান করিতে ইচ্ছা করিল ॥ ১৬ ॥

সেই দৈত্যেদ্ভ্র ময় হস্তদ্বারা কণ্ঠাকে গ্রহণ করিয়া অমিতবলশালী রাক্ষসরাজ রাবণকে হাসিতে হাসিতে বলিল—॥ ১৭ ॥

রাজন্, হেমার স্তম্ভত্বকে পুষ্টা আমার ঔরসজাতা মন্দোদরী নামে এই কণ্ঠাকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করুন ॥ ১৮ ॥

হে রাম, দশগ্রীব তাহাতে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া বনে অগ্নি প্রজ্জালনপূর্ব্বক ধর্ম্মতঃ তাহার পাণিগ্রহণ করিল ॥ ১৯ ॥

রাজন্, দৈত্যরাজ ময় সেই ছুষ্টাত্মা দশগ্রীবের অভিশাপের বিষয় জানিত না, সে পিতামহের বংশে তাহার উৎপত্তি জানিয়া সেই কণ্ঠাকে প্রদান করিল ॥ ২০ ॥

অমোঘাং তস্মা শক্তিং চ প্রদদৌ পরমাদুতাম্ ।

পরেণ তপসা লক্কাং জন্মিবান্ লক্ষ্মণং যয়া ॥ ২১ ॥

এবং স কৃতদারো হি লক্কা পত্নীঃ ময়াভদা ।

গত্বা স্বাং নগরীং ভার্য্যে ভ্রাতৃভ্যামুদবাহয়ৎ ॥ ২২ ॥

বৈরোচনস্ম দৌহিত্রী বিদ্যাজ্জ্বালেতি বিপ্রতা ।

তাং ভার্য্যাং কুম্ভকর্ণস্ম দশগ্রীবো ব্যবাহয়ৎ ॥ ২৩ ॥

গন্ধর্ব্বরাজস্ম স্ততাং শৈলুষস্ম মহাত্মনঃ ।

সরমাং নাম ধর্ম্মভো লেভে ভার্য্যাং বিভীষণঃ ॥ ২৪ ॥

তীরে বৈ সরসঃ সা হি মানসস্ম ব্যজায়ত ।

মানসং চ সরস্তৃদ্বৈ বরুধে জলদাগমে ॥ ২৫ ॥

মাত্রা তস্মাস্ত কন্যায়াঃ পুরা স্নেহাভয়া বচঃ ।

উক্তং সরো মা বর্দ্ধেতি ততঃ সা সরমাভবৎ ॥ ২৬ ॥

২৫। লো-টী। তত্তদা।

২৬। লো-টী। হে সরঃ, মা বর্দ্ধ বর্দ্ধস্ব।

ময় অত্যাগ্র তপস্থা-লক্ক অত্যাশ্চর্য্যজনক অবার্থ 'শক্তি' তাহাকে প্রদান করিল, রাবণ সেই শক্তি দ্বারা লক্ষ্মণকে আহত করিয়াছিল ॥ ২১ ॥

এইরূপে সেই দশগ্রীব ময়দানবের নিকট হইতে পত্নী লাভ করিয়া বিবাহ করত স্বীয় নগরীতে গমন করিয়া ভ্রাতৃদ্বয়কে পত্নীদ্বয় বিবাহ করাইল ॥ ২২ ॥

দশগ্রীব বিদ্যাজ্জ্বালা নামে বিখ্যাতা বৈরোচনের দৌহিত্রীকে কুম্ভকর্ণকে বিবাহ করাইল ॥ ২৩ ॥

ধর্ম্মভক্ত বিভীষণ গন্ধর্ব্বরাজ মহাত্মা শৈলুষের রমানাম্নী কন্যাকে পত্নীরূপে লাভ করিল ॥ ২৪ ॥

মানস-সরোবরের তীরে সেই কন্যা জন্মিয়াছিল এবং [ তৎকালে ] সেই মানসসরোবর বর্ষাসমাগমে বৃদ্ধি পাইতেছিল ॥ ২৫ ॥

তখন সেই কন্যার মাতা স্নেহবশতঃ বলিয়াছিলেন, 'সরো মা বর্দ্ধ' অর্থাৎ

এবং তে কৃতদারা বৈ রেমিরে তত্র রাক্ষসাঃ ।

স্বাং স্বাং ভার্য্যামুপাদায় গন্ধর্বা ইব কাননে ॥ ২৭ ॥

ততো মন্দোদরী পুত্রং মেঘনাদমজীজনং ।

য এষ রাম যুগ্মাভিরিন্দ্রজিৎ সমভিশ্রুতঃ ॥ ২৮ ॥

জাতমাত্রেণ হি পুরা তেন রাক্ষসসূনুনা ।

রুদত। সংপ্রযুক্তোহভূনাদো জলভৃতাং যথা ॥ ২৯ ॥

সর্বা সা নগরী তেন সশৈলবনকাননা ।

জড়ীকৃতাভূন্নদতা সান্টালগৃহগোপুরা ॥ ৩০ ॥

জড়ীকৃতায়াং লঙ্কায়াং তেন নাদেন তস্ম বৈ ।

পিতা তস্মাকরোন্নাম মেঘনাদ ইতি প্রভো ॥ ৩১ ॥

২৯। লো-টা। সংপ্রযুক্তঃ তাত্ত্বঃ। ‘সংপ্রযুক্ত’ ইতি বা পাঠঃ।

ইন্দ্রজিৎজন্ম ॥ ১২ ॥

‘সরোবর, বন্ধিত হইও না’ তাহাতে সেই কন্যার নাম সরমা হইয়াছিল ॥ ২৬ ॥

এইরূপে সেই রাক্ষসগণ বিবাহিত হইয়া কাননে গন্ধর্ব্বগণের আয় স্বীয় স্বীয় ভার্য্যাসমভিব্যাহারে তথায় বিহার করিতে লাগিল ॥ ২৭ ॥

অতঃপর মন্দোদরী মেঘনাদ নামে পুত্র প্রসব করিল; রাম, সেই মেঘনাদকেই আপনারা ইন্দ্রজিৎ নামে শুনিয়াছেন ॥ ২৮ ॥

পূর্বে সেই রাক্ষসপুত্র জন্মিবামাত্রই কান্দিতে কান্দিতে মেঘের শব্দের আয় শব্দ করিয়াছিল ॥ ২৯ ॥

ক্রন্দনরত সেই শিশু পর্ব্বত, অরণ্য, অট্টালিকা, গৃহ এবং দ্বারের সহিত সমস্ত লঙ্কানগরীকে স্তম্ভ করিয়াছিল ॥ ৩০ ॥

হে প্রভো! শিশুর সেই ক্রন্দনশব্দে লঙ্কানগরী নিস্তম্ভ হওয়ায় তাহার পিতা তাহার নাম রাখিয়াছিল ‘মেঘনাদ’ ॥ ৩১ ॥

সোহবর্দ্ধিত তদা রাম রাবণাস্তঃপুরে শিশুঃ ।

রক্ষ্যমাণঃ প্রযত্নেন ছন্নঃ কঠৈরিবানলঃ ॥ ৩২ ॥

ইত্যার্ষে বাণ্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাণ্ডে উত্তরকাণ্ডে ইন্দ্রজিৎ নাম

দ্বাদশ: সর্গ: ॥ ১২ ॥

হে রাম, রাবণের অন্তঃপুরে সযত্নে পালিত সেই শিশু কাষ্ঠাচ্ছন্ন বহির  
হায় বদ্ধিত হইতে লাগিল ॥ ৩২ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি-প্রণীত আদিকাণ্ড রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ইন্দ্রজিৎ নামক

১২শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১২ ॥



## ( ১৩ ) ত্রয়োদশঃ সর্গঃ

অথ লোকেশ্বরোৎসৃষ্টা তত্র কালেন কেনচিৎ ।

নিদ্রা সমভবন্তীত্রা কুম্ভকর্ণশ্চ রূপিণী ॥ ১ ॥

ততো ভ্রাতরমাসীনং কুম্ভকর্ণোহিব্রবীদিদম্ ।

নিদ্রা মাং বাধতে রাজন্ কারয়স্ব মমালয়ম্ ॥ ২ ॥

বিনিযুক্তান্ততো রাজ্ঞা শিল্পিনো বিশ্বকৰ্ম্মবৎ ।

অকুৰ্ব্বন্ কুম্ভকর্ণশ্চ কৈলাসাকারমালয়ম্ ॥ ৩ ॥

দ্বিকিঙ্কুশতবিস্তীর্ণং ততঃ ষড়্‌গুণমায়তম্ ।

শয়নীয়ং মহাকাংকঃ কুম্ভকর্ণশ্চ চক্রিরে ॥ ৪ ॥

কাঞ্চনৈঃ স্ফাটিকৈশ্চৈব স্তম্ভৈঃ সৰ্ব্বত্র শোভিতম্

বৈদূর্য্যকৃতসোপানং কিঙ্কিণীজালশোভিতম্ ॥ ৫ ॥

১। লো-টী। লোকেশ্বরোৎসৃষ্টা দস্তা।

৩। লো-টী। বিশ্বকৰ্ম্মবৎ বিশ্বকৰ্ম্মেব।

তার পর কিছুদিন পরে কুম্ভকর্ণের লোকেশ্বরকর্তৃক প্রদত্ত মুর্ত্তিমতী ঘোর নিদ্রা আবির্ভূত হইল ॥ ১ ॥

তখন কুম্ভকর্ণ সমাসীন ভ্রাতাকে বলিল, রাজন্, নিদ্রা আমাকে পীড়িত করিতেছে, সুতরাং আমার জন্ম গৃহ নির্মাণ করাইয়া দিন ॥ ২ ॥

তখন বিশ্বকৰ্ম্মার তুল্য শিল্পিগণ রাজ্যজায় নিযুক্ত হইয়া কুম্ভকর্ণের নিমিত্ত কৈলাসপৰ্ব্বতসদৃশ গৃহ নির্মাণ করিল ॥ ৩ ॥

কুম্ভকর্ণের জন্ম বৃহদাকাংক সেই শয়নগৃহ প্রস্থে দ্বিশত হস্ত এবং দৈর্ঘ্যে তাহার ছয়গুণ করিল ॥ ৪ ॥

[ সেই গৃহ ] কাঞ্চন এবং স্ফটিকনির্মিত স্তম্ভে ও কিঙ্কিণী সমূহে

দাস্তোতোরণবিম্বস্তং বজ্রগ্রথিতবেদিকম্ ।

সর্ব্বভূ<sup>২</sup>সুখদং নিত্যং মেরোঃ প্রাগ্র্যা<sup>৩</sup> গুহামিব ॥ ৬ ॥

তত্র নিদ্রাসমাক্রান্তঃ কুন্তকর্ণো নিশাচরঃ ।

বহুশব্দসহস্রাণি প্রসুপ্তো ন বিবুধ্যতে ॥ ৭ ॥

নিদ্রাভিভূতে তু তদা কুন্তকর্ণে দশাননঃ ।

দেবর্ষিয়ক্ষগন্ধর্কবানবাধত নিশাচরঃ ॥ ৮ ॥

উদ্যানানি বিচিত্রাণি নন্দনাদীনি যানি চ ।

তানি গতা স্বে সংক্রুদ্ধো ভিনতি স্ম দশাননঃ ॥ ৯ ॥

৬। লো-টা। দাস্তা হস্তদন্তব্যাপ্তা যে তোরণাস্তেবাং বিম্বস্তং বিম্বাসো যত্র তৎ, বজ্রং হীরকেণ গ্রথিতা বেদিকা যত্র তৎ ।

৭। লো-টা। তত্র শব্দনীয়গৃহে, 'নিদ্রাসমাক্রান্ত' ইতি পাঠঃ। 'নিদ্রাং সমস্বাত' ইতি পাঠে উপাস্তে স্ম ।

সর্ব্বত্র শোভিত ; তাহার সোপানশ্রেণী বৈদূর্য্যমণি-নির্ম্মিত, তোরণ সকল গজদন্ত-রচিত ; তাহা হীরকখচিত-বেদিকায়ুক্ত এবং মেরুপর্ব্বতের উত্তম গুহার আয় সর্ব্বদা সর্ব্বথাভূতে সুখপ্রদ ॥ ৫-৬ ॥

নিদ্রাক্রান্ত রাক্ষস কুন্তকর্ণ সেই শয়নগৃহে নিদ্রিত হইয়া বহু সহস্র বৎসর জাগরিত হইল না ॥ ৭ ॥

কুন্তকর্ণ নিদ্রাভিভূত হইলে তখন রাক্ষস দশানন দেবর্ষি, যক্ষ এবং গন্ধর্ব্ব-দিগকে উৎপীড়িত করিতে লাগিল ॥ ৮ ॥

নন্দনকানন প্রভৃতি যে সমস্ত বিচিত্র উদ্যান ছিল, দশানন অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তৎসমস্ত ভগ্ন করিল ॥ ৯ ॥

১। হ '-বিস্তৃতবজ্র-'। ২। হ 'দিব্য'। ৩। হ 'প্রাগ্র্যা গুহা যথা'। ৪। হ '-জ্ঞাং সমস্বাত'। ৫। হ '-যাত'। ৬। ক '-নানি চ'।

নদীর্গজ ইবাক্রীড়ন্ বৃক্ষান্ বায়ুরিবাঙ্কিপন্ ।

অদ্রীন্ বজ্র ইবাঙ্কিপ্তো ব্যধ্বংসয়ত নিত্যশঃ ॥ ১০ ॥

তথারূত্তং তু বিজ্ঞায় দশগ্রীবং ধনেশ্বরঃ ।

কুলানুরূপং ধর্ম্মজ্ঞো বৃত্তমবীক্ষ্য চাত্ত্বনঃ ॥ ১১ ॥

সৌভ্রাত্রং দর্শয়ংশৈচব দূতং বৈশ্রবণো নৃপঃ ।

লক্ষাং সংপ্রেময়ামাস দশগ্রীবহিতায় বৈ ॥ ১২ ॥

স গত্বা নগরং লক্ষ্যামাসাদ বিভীষণম্ ।

মানিতস্তেন ধর্ম্মেণ পৃষ্ঠশ্চাগমনং প্রতি ॥ ১৩ ॥

স পৃষ্ঠা কুশলং রাজ্ঞো জ্ঞাতীনাং চৈব সর্ব্বশঃ ।

সভায়াং দর্শয়ামাস তস্তাসীনং দশাননম্ ॥ ১৪ ॥

সে সর্ব্বদা নদীসমূহে হস্তীর আয় ক্রীড়া করিতে লাগিল, বায়ুর আয় বৃক্ষরাজি উৎপাটন করিতে লাগিল এবং নিম্বিশু বজ্রের আয় পর্ব্বতসমূহ ধ্বংস করিতে লাগিল ॥ ১০ ॥

ধর্ম্মজ্ঞ ধনাধিপতি রাজা বৈশ্রবণ দশগ্রীবের তাদৃশ চরিত্রের বিষয় অবগত হইয়া এবং স্বীয় কুলানুরূপ ব্যবহার স্বরণ করিয়া সৌভ্রাত্র দেখাইবার জন্ত দশগ্রীবের হিতার্থে লক্ষ্য দূত প্রেরণ করিলেন ॥ ১১-১২ ॥

সেই দূত লক্ষানগরীতে গমন করিয়া বিভীষণের নিকট উপস্থিত হইল এবং বিভীষণ ধর্ম্মানুসারে তাহাকে সম্মানিত করিয়া আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল ॥ ১৩ ॥

বিভীষণ রাজার ( কুবেরের ) এবং জ্ঞাতিগণের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া সেই দূতকে সভায় সমাসীন দশাননকে দেখাইয়া দিল ॥ ১৪ ॥

১। ছ 'নদীং গজ'। ২। ছ 'বিধ্বংসয়তি'। ৩। ছ 'বৃত্তমবীক্ষ্য'। ৪। ছ 'লক্ষাং সমাসাদ'।

৫। ছ 'দশাননম'। ৬। ছ 'সমাসীনং'।

স দৃষ্ট্বা তত্র রাজানং দীপ্যমানমিব শ্রিয়া ।

জয়েন চাভিনন্দ্যৈনং তুষ্যামাসীন্মুহূর্তকম্ ॥ ১৫ ॥

তস্তোপনীতঃ পর্য্যঙ্কঃ স্বাস্তীর্ণো রাবণাদনু ।

তত্রোপবিষ্ট রাজানং দূতো বচনমব্রবীৎ ॥ ১৬ ॥

রাজন্ বক্ষ্যামি তে সর্বং ভ্রাতৃসন্দেশমপি তম্ ।

উভয়োঃ সদৃশং সমাগ্ বৃত্তস্ত চ কুলস্ত চ ॥ ১৭ ॥

সানু পর্য্যাপ্তমেতাৰং কৃতং চামিত্রকৰ্ষণম্ ।

সানু ধৰ্ম্মে ব্যবস্থানং ক্রিয়তাং যদি শক্যতে ॥ ১৮ ॥

১৬। লো-চী। উপনীতঃ সমর্পিতঃ রাবণাদনু রাবণস্ত পশ্চাৎ অথ ইত্যর্থঃ। যথা, রাবণস্ত অনু সমীপে।

১৭-১৮।। লো-চী। আদৌ ধনেশং দশগীবঞ্চ প্রশংসতি—উভাত্যামিতি। বৃত্তস্ত সজরিতস্ত কুলস্ত চ বিশ্রবসঃ কুলস্ত সম্যক্ সমীচীনত্বম্ উভাত্যাং ভ্রাতৃত্যাং বিহিতং কৃতম্, এতন্মু উচিতমিত্যাহ—সাম্বিধিতি। এতাবদ্ বৃত্তকুলয়োঃ সমীচীনত্ববিধানং যতঃ সাধোজ্ঞস্ত পর্য্যাপ্তং যথেষ্টং যথাবদিচ্ছাবিষয়ঃ। যথা, কুলস্ত বৃত্তস্ত চেতি সৰ্ব্বকঃ। ‘বৃত্তং পশ্চে চরিত্রে চে’ত্যমরঃ। ‘পর্য্যাপ্তং ত্ যথেষ্টং ত্যাং তুষ্টৌ শক্তৌ নিবারণে’ ইতি ভূরি०। অতোহনুমীষতে চরিত্রমেব চারিত্র্যং শং ভজ্ঞং করোতীতি তথা কুলচরিত্তস্ত ভজ্ঞকারিণেন ভবান্ স চ ধনদঃ কৃতঃ বিধাতা নিরূপিত ইত্যর্থঃ। ‘উভয়োহি হিত’মিতি পাঠঃ। কুলস্ত বৃত্তস্ত সম্যক্ সমীচীনত্বং উভয়োহিতম্, কৃতত্ত্বাহ—সানু পর্য্যাপ্তমিতি, সমানমস্তৎ। ‘সঙ্কর’ ইতি দন্ত্যপাঠে সং সম্যক্ করোতীতি তথা।

সেই দূত প্রভাভরে দীপ্যমান রাজাকে সভায় দেখিয়া জয়শব্দ উচ্চারণপূর্বক অভিনন্দিত করত মুহূর্তকাল নীরব রহিল ॥ ১৫ ॥

অতঃপর রাবণের সমীপে তাহাকে বসিবার জগ্ন শুল্করভাবে আস্তরণাবৃত পর্য্যঙ্ক প্রদান করা হইলে সেই দূত তাহাতে উপবেশন করিয়া রাজাকে বলিল—॥ ১৬ ॥

রাজন্, বংশ এবং চরিত্র উভয়ের অত্যন্ত অনুরূপ আপনার ভ্রাতা যে-সমস্ত বার্তা প্রেরণ করিয়াছেন, সেই সমস্ত আপনার নিকট বলিব—॥ ১৭ ॥

“[রাজন্] এ পর্য্যাপ্ত যে শত্রু পীড়ন করিয়া আসিয়াছে, ইহাই

দৃষ্টং মে নন্দনং ভগ্নমুষয়ো নিহতাঃ শ্রুতাঃ ।

দেবতানাং সমুদ্বেষস্ততো রাজন্ শ্রুতশ্চ মে ॥ ১৯ ॥

নিবারিতস্ত্বং ভূয়ো হি ময়া ভূয়ো নিবার্যসে ।

অপরাধাচ্চ বালত্वाद্রক্ষণীয়ো হি বান্ধবঃ ॥ ২০ ॥

অহং হি হিমবৎপৃষ্ঠং গতৌ ধর্ম্মমুপাসিতুম্ ।

রৌদ্রং ব্রতমুপাস্থায় নিয়মেনোষিতং ময়া ॥ ২১ ॥

তত্র দেবো ময়া রুদ্রো দৃষ্টৌ দেব্যা সহ প্রভুঃ ।

সব্যং চক্ষুর্ম্ময়া চৈব তত্র দেব্যাং নিপাতিতম্ ॥ ২২ ॥

কেয়ং স্থিতি মহারাজ ন খল্বন্থেন হেতুনা ।

রূপং হনুপমং কৃতা তত্রাক্রীড়ত পার্বতী ॥ ২৩ ॥

২০। লো-টী। অপরাধাৎ দেববিহিংসাতঃ।

২১। লো-টী। উষিতং স্থিতম্।

সর্বতোভাবে যথেষ্ট ; অতঃপর যদি পার ধর্ম্মে সম্যকরূপে অবস্থান কর ॥ ১৮ ॥

রাজন্, তুমি নন্দন-কানন ভগ্ন করিয়াছ দেখিয়াছি, ঋষিগণকে নিহত করিয়াছ শুনিয়াছি, তোমা হইতে দেবগণের উদ্বেষের কথাও শ্রবণ করিয়াছি ॥ ১৯ ॥

তোমাকে আমি পুনঃ পুনঃ বারণ করিয়াছি এবং পুনরায় বারণ করিতেছি ; বলবানিবন্ধন আত্মীয়কে রক্ষা করা উচিত ॥ ২০ ॥

আমি ধর্ম্মোপাসনা করিবার জন্ত হিমালয়ে গিয়াছিলাম, [সেস্থানে] আমি নিয়মপূর্ব্বক রৌদ্রব্রত আচরণ করত অবস্থান করিয়াছিলাম ॥ ২১ ॥

সেই স্থানে আমি দেবীর সহিত প্রভু রুদ্রকে দেখিতে পাই, সেই সময়ে দেবী পার্বতী অনুপম রূপ ধারণ করিয়া ক্রীড়া করিতেছিলেন ; মহারাজ, 'ইনি কে' এইমাত্র জানিবার অভিপ্রায়ে, অথ কোন কারণে নয়, আমি সেই দেবীর প্রতি বামচক্ষুদ্বারা দৃষ্টিপাত করিয়াছিলাম ॥ ২২-২৩ ॥

তচ্চ দেব্যাঃ প্রভাবেণ দক্ষঃ সব্যঃ মমেক্ষণম্ ।

রেণুধ্বস্তমিব জ্যোতিঃ পিঙ্গলত্বমুপাগতম্ ॥ ২৪ ॥

ততোহহমন্যদ্বিস্তীর্ণং গহ্বা তস্মা গিরেস্তটম্ ।

অকৌ বর্ষশতান্যুগ্রঃ তপ্তবান্ হুমহত্তপঃ ॥ ২৫ ॥

সমাপ্তে নিয়মে তস্মিন্ভুদা দেবো মহেশ্বরঃ ।

শ্রীতঃ শ্রীতেন মনসা বাক্যমেতদ্বাচ হ ॥ ২৬ ॥

শ্রীতোহহমস্মি ধর্মজ্ঞঃ যদেতন্তে তপঃ কৃতম্ ।

ময়া চৈতদ্ ব্রতং চীর্ণং ত্বয়া চানুপমং মহৎ ॥ ২৭ ॥

তৃতীয়ঃ পুরুষো নাস্তি যশ্চরেদ্ব্রতমীদৃশম্ ।

ব্রতং স্তুত্বশ্চরং হৌদং ময়ৈবোৎপাদিতং পুরা ॥ ২৮ ॥

২৪। লো-টা। রেণুধ্বস্তং ধূলিধ্বস্তম্।

দেবীর প্রভাবে আমার সেই বামচক্ষুঃ দক্ষ হইয়া ধূলিসমাচ্ছন্ন তেজের  
জ্বায় পিঙ্গলবর্ণ হইল ॥ ২৪ ॥

তার পর আমি সেই পর্বতের অপর একটা বিস্তীর্ণ সাহুতে গমন করিয়া  
অষ্টশত বৎসর অত্যাঁগ্র তপস্তা করিয়াছিলাম ॥ ২৫ ॥

সেই তপস্তা সমাপ্ত হইলে দেব মহেশ্বর সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীতচিত্তে এই কথা  
বলিলেন—॥ ২৬ ॥

“হে ধর্মজ্ঞ, তুমি যে এই তপস্তা করিয়াছ, তাহাতে আমি শ্রীত হইয়াছি;  
এই অতুলনীয় মহৎ ব্রত আমি আচরণ করিয়াছিলাম এবং তুমি আচরণ  
করিলে ॥ ২৭ ॥

তৃতীয় কোন ব্যক্তি নাই, যিনি এইরূপ ব্রত আচরণ করিতে পারেন;  
এই অতিশয় দুষ্কর ব্রত পুরাকালে আমিই সৃষ্টি করিয়াছিলাম ॥ ২৮ ॥

সখিত্বং তন্ময়া সার্কং রোচয়স্ব ধনেশ্বর ।

তপসা নির্জিতত্বাক্ষি সখা মম ভবান্ মতঃ ॥ ২৯ ॥

দেব্যা দক্ষঃ প্রভাবাচ্চ তব যৎ সব্যমীক্ষণম্ ।

একপিঙ্গেক্ষণ ইতি নাম তে স্থাস্ত্রতি ধ্রুবম্ ॥ ৩০ ॥

এবং গত্বা সখিত্বং হি রুদ্রেণ সহ ধীমতা ।

আগতেন ময়েতচ্চ শ্রুতং তে পাপচেষ্টিতম্ ॥ ৩১ ॥

তদধর্ম্মিষ্ঠসংযোগাদ্বিনিবর্ত্তস্ব কিল্বিষাং ।

চিস্ত্যতে হি বধোপায়ঃ সর্ম্মিসজ্জৈঃ সুরৈস্তব ॥ ৩২ ॥

এবমুক্তো রাক্ষসেন্দ্রঃ ক্রুদ্ধঃ সংরক্তলোচনঃ ।

হস্তান্ দস্তাংশ্চ সংপীড়্য বাক্যমেতদ্ব্যচ হ ॥ ৩৩ ॥

২৯। লো-টী। ‘সখিত্বং স্ব’মিতি পাঠঃ ‘সখিত্বং তদি’তি বা ।

৩২। লো-টী। অধর্ম্মিষ্ঠা অধর্ম্মিকান্তেষাং সংযোগাৎ যৎ কিম্বিষং তন্মাং ।

হে ধনেশ্বর, অতএব [ তুমি ] আমার সহিত সখ্য কামনা কর, তপস্বীদ্বারা  
জয় ( সমতা অর্জন ) করিয়াছ বলিয়া তুমি আমার মনোনীত সখা ॥ ২৯ ॥

দেবীর প্রভাবে তোমার যে বাম চক্ষুঃ দক্ষ হইয়াছে, তজ্জন্তু তোমার  
‘একপিঙ্গেক্ষণ’ এই নাম চিরস্থায়ী হইবে” ॥ ৩০ ॥

এইরূপে ধীমান্ রুদ্রের সহিত বন্ধুত্ব লাভ করত ফিরিয়া আসিয়া আমি  
তোমার পাপকার্য্যের বিষয় শ্রবণ করিলাম ॥ ৩১ ॥

অতএব [ তুমি ] ধর্ম্মবিরুদ্ধ পাপাচরণ হইতে নিবৃত্ত হও, ঋষিগণের সহিত  
দেবগণ তোমার বধের উপায় চিন্তা করিতেছেন” ॥ ৩২ ॥

[ দূত ] এইরূপ বলিলে রাক্ষসরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া চক্ষুঃ আরক্ত করত  
হস্ত এবং দস্ত পীড়ন করিয়া এই কথা বলিল— ॥ ৩৩ ॥

বিজ্ঞাতং তে ময়া বাক্যং দূত যত্নং প্রভাষসে ।

নৈব ত্বমপি নৈবাসৌ যেন ত্বং প্রহিতো মম ॥ ৩৪ ॥

হিতমেতন্ম মে বাক্যমুক্তবান্ ধনরক্ষিতা ।

মহেশ্বরসখিত্বং হি মাং শ্রাবয়তি বিস্মিতঃ ॥ ৩৫ ॥

যচ্চ দূত ময়া কাল এতাবাস্তুশ্চ মর্ষিতঃ ।

ভ্রাতা কিল গুরুর্জ্যেষ্ঠো মমায়মিতি জানতা ॥ ৩৬ ॥

তশ্চ ত্বিদানীং বাক্যেন বরোন্মত্তশ্চ রোষিতঃ ।

ত্রীন্ লোকানপি জেয়ামি বাহুবীৰ্য্যসমাপ্তিতঃ ॥ ৩৭ ॥

তস্মিন্ মুহূর্ত্তে একশ্চ কৃতে তস্তাহমেব বৈ ।

চতুরো লোকপালাস্তান্ নয়ামি যমসাদনম্ ॥ ৩৮ ॥

৩৫। লো-টী। বিস্মিতোহহঙ্কৃতঃ সন্।

৩৮। লো-টী। কৃতে নির্মত্তে।

ধনদং প্রতি যাত্রা ॥ ১৩ ॥

হে দূত, তুমি যে কথা বলিলে আমি তোমার সেই কথা বুঝিতে পারিয়াছি, তুমিও থাকিবে না এবং তোমাকে যিনি প্রেরণ করিয়াছেন তিনিও থাকিবেন না ( অর্থাৎ তোমাদের উভয়কেই বিনাশ করিব ) ॥ ৩৪ ॥

ধনরক্ষক ( কুবের ) আমাকে এই হিতোপদেশ প্রদান করেন নাই, পরন্তু গর্ভিত হইয়া মহেশ্বরের সহিত বন্ধুত্বের কথা শুনাইয়াছেন ॥ ৩৫ ॥

হে দূত, আমি এতকাল পর্য্যন্ত যে তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া আসিয়াছি, তাহা কেবল তিনি আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা, অতএব গুরু, এই মনে করিয়াই ॥ ৩৬ ॥

ইদানীং বরলাভে উন্মত্ত তাঁহার কথায় ক্রুদ্ধ হইয়া আমি বাহুবলে ত্রিভুবন জয় করিব ॥ ৩৭ ॥

এই মুহূর্ত্তে একমাত্র তাঁহার জন্তই আমি বিখ্যাত চারিজন লোকপালকেও যমালয়ে প্রেরণ করিব ॥ ৩৮ ॥



ହିତ୍ବା ସ ରୋଷତାତ୍ରାକ୍ତୋ ଦୂତଂ ଧୃଢ଼େନ ରାବଣଃ ।

ଦର୍ଦ୍ଦୋ ଭଞ୍ଜୟିତୁଂ ତତ୍ର ରାକ୍ଷସେଭ୍ୟୋ ନିଶାଚରଃ ॥ ୭୯ ॥

ତତ ଉତ୍ଥାୟ ସଂକ୍ରୁଦ୍ଧୋ ମନ୍ତ୍ରିଣସ୍ତାନ୍ ସମାଗତାନ୍ ।

ଆଜ୍ଞାପୟାମାସ ତଦା ନିର୍ଯାତେତି ନିଶାଚରଃ ॥ ୮୦ ॥

ତତଃ କୃତସ୍ବସ୍ତ୍ରାୟନୋ ରଥମାରୁହ୍ୟ ରାବଣଃ ।

ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟାବିଜୟାକାଞ୍ଚକୀ ଯଯୌ ଯତ୍ର ଧନେଶ୍ବରଃ ॥ ୮୧ ॥

ଇତ୍ୟାର୍ଥେ ବାନ୍ଧବୀକୌଶ୍ରେ ରାମାୟଣେ ଆଦିକାବ୍ୟେ ଉତ୍ତରକାଣ୍ଡେ ଧନଦଂ ପ୍ରତି ଯାତ୍ରା ନାମ  
ତ୍ରୟୋଦଶଃ ସର୍ଗଃ ॥ ୧୦ ॥

କ୍ରୋଧେ ରକ୍ତଚକ୍ଷୁଃ ରାକ୍ଷସ ରାବଣ ଧୃଢ଼ାଦ୍ବାରା ଦୂତକେ ଛେଦନ କରିয়া সেইସ୍ଥାନେ  
ରାକ୍ଷସଦିଗକେ ଭଞ୍ଜନ କରିତେ ଦିଲ ॥ ୭୯ ॥

ପରେ କ୍ରୁଦ୍ଧ ରାବଣ ଉତ୍ଥିତ ହଇয়া ସମାଗତ সেই ମନ୍ତ୍ରୀଦିଗକେ ଯାତ୍ରା କରିତେ  
ଆଦେଶ କରିଲ ॥ ୮୦ ॥

ତତ୍ପରେ ରାବଣ ମଞ୍ଜୁଲାନୁଷ୍ଠାନପୂର୍ବକ ରଥେ ଆରୋହଣ କରିয়া ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟାବିଜୟାଭି-  
ଳାଷେ ଧନେଶ୍ବରର ସମୀପେ ଗମନ କରିଲ ॥ ୮୧ ॥

ମହାବି ବାନ୍ଧବୀକିପ୍ରଣୀତ ଆଦିକାବ୍ୟ ରାମାୟଣେର ଉତ୍ତରକାଣ୍ଡେ ଧନଦପ୍ରତିଯାତ୍ରାନାମକ  
୧୦ଶ ସର୍ଗ ସମାପ୍ତ ॥ ୧୦ ॥

( ১৪ ) চতুর্দশঃ সর্গঃ

ততঃ স সচিবৈঃ সাক্ষিঃ ষড়্ভিঃ ক্রুরৈর্বলোৎকটৈঃ ।

মহোদরপ্রহস্তাভ্যাং মারীচশুকসারগৈঃ ॥ ১ ॥

ধৃত্রাক্ষেণ চ বীরেণ নিত্যং সমরসেবিনা ।

বৃতঃ সংপ্রযযৌ ধীমান্ ক্রোধাল্লোকান্ দহম্ভিব ॥ ২ ॥

স পুরাগি নদৌ শৈলান্ বনান্যুপবনানি চ ।

অতিক্রম্য মুহূর্তেন কৈলাসং গিরিমাগমৎ ॥ ৩ ॥

সংনিবিষ্টং গিরৌ তস্মিন্ রাক্ষসেন্দ্রঃ নিশম্য তু ।

যুদ্ধেহত্যর্থং কৃতোৎসাহং ছুরাঅানং সমস্ত্রিণম্ ॥ ৪ ॥

যক্ষা ন শোকুঃ সংস্থাতুং প্রমুখে তস্মৈ রক্ষসঃ ।

রাভ্রো ভ্রাতেতি বিজ্ঞায় গতা যত্র ধনেশ্বরঃ ॥ ৫ ॥

১-২ লো-চী । বলোৎকটৈঃ বলমর্ভৈঃ উৎকটং সংহরন্ । সচিবৈঃ সাক্ষিঃ ততো ব্যাপ্ত ইত্যেকং বাক্যম্, পশ্চাৎ ভৈরবতঃ প্রবধাবিত্যপন্নম্ ।

ধীমান্ দশানন মহোদর, প্রহস্ত, মারীচ, শুক, সারগ এবং সর্বদা সংগ্রাম-পরায়ণ বীর ধৃত্রাক্ষ—এই ছয়জন বলোদ্ভূত নিষ্ঠুর মন্ত্রী সহিত [সৈন্য-]পরিবৃত হইয়া ক্রোধে যেন ব্রহ্মাণ্ড দহ করিতে করিতে যাত্রা করিল ॥ ১-২ ॥

সেই রাক্ষস নগর, নদী, পর্বত, বন, উপবন প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া মুহূর্তমধ্যে কৈলাসপর্বতে আগমন করিল ॥ ৩ ॥

যুদ্ধ করিতে অতিশয় উৎসাহসম্পন্ন ছুরাঅা রাক্ষসরাজকে মন্ত্রিগণের সহিত কৈলাসপর্বতে সন্নিবিষ্ট শুনিয়া যক্ষগণ তাহার সম্মুখে অবস্থান করিতে সমর্থ না হইয়া [তাহাকে] রাজার (কুবেরের) ভ্রাতা বলিয়া অবগত হইয়া ধনেশ্বরের (কুবেরের) নিকট গমন করিল ॥ ৪-৫ ॥

১। হ 'গবিনা'। ২। হ 'স'। ৩। হ 'লোকানুৎকটরম্ব'। ৪। হ '-নাসদ'। ৫। হ 'বলোৎকট'।

তে গতা সৰ্ব্বমাচখ্যাত্তুস্ত্য চিকীৰ্ষিতম্ ।  
 অনুজ্ঞাতা যযুৰ্হৃষ্টা যুদ্ধায় ধনদেন তে ॥ ৬ ॥  
 ততো বলানাং সংক্ষোভো বরুধে তোয়ধৈরিব ।  
 তস্য নৈক্সতরাজস্য শৈলং সঞ্চালয়ন্নিব ॥ ৭ ॥  
 ততো যুদ্ধং সমভবদ্ যক্ষরাক্ষসসংকুলম্ ।  
 ব্যথিতাশ্চাভবংস্তত্র সচিবা রাক্ষসস্য তে ॥ ৮ ॥  
 স দৃষ্ট্বা তাদৃশং সৈন্যং দশগ্রীবো নিশাচরঃ ।  
 হর্ষান্নাদান্ বহুন্ কৃতা স[ং]ক্রোধাদভ্যধাবত ॥ ৯ ॥  
 যে তু তে রাক্ষসেন্দ্রস্য সচিবা ঘোরবিক্রমাঃ ।  
 তেষাং সহস্রমেকৈকো যক্ষাণাং সমযোধ্যৎ ॥ ১০ ॥

৭। লো-টী। সংক্ষোভঃ সংমর্দঃ 'শৈলং সঞ্চালয়ন্নি'তি পাঠঃ। 'শৈলসদ্য নয়ন্নি'তি পাঠে শৈলসদ্য শৈলগৃহম্।

তাহারা গমন করিয়া তাঁহার ভ্রাতার যুদ্ধেচ্ছার কথা বলিল, পরে তাহারা কুবেরের অনুমতি লাভ করিয়া হৃষ্টাভ্যুৎকরণে যুদ্ধার্থে যাত্রা করিল ॥ ৬ ॥

তার পর কৈলাসপর্বত যেন সঞ্চালিত করিয়াই বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের আ্য রাক্ষসরাজ রাবণের সৈন্যগণের সংক্ষোভ বদ্ধিত হইল ॥ ৭ ॥

তার পর যক্ষগণের সহিত রাক্ষসগণের যুদ্ধ আরম্ভ হইল, রাবণের সেই মল্লিগণ যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যথিত হইল ॥ ৮ ॥

সেই রাক্ষস দশানন সৈন্যদিককে তাদৃশ ( পীড়িত ) দেখিয়া সোল্লাসে বহু সিংহনাদপূর্বক ক্রোধের সহিত ধাবিত হইল ॥ ৯ ॥

[ তখন ] রাক্ষসরাজ রাবণের যে সমস্ত ভয়ঙ্কর-বিক্রমশালী মল্লী ছিল, তাহারা এক একজনই সহস্র সহস্র যক্ষের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল ॥ ১০ ॥

ততো গদাভিন্মুর্ষলৈরসিভিঃ শক্তিতোমরৈঃ ।

বধ্যমানো দশগ্রীবস্তৎ সৈন্তং সমগাহত ॥ ১১ ॥

নিরুদ্ধাসোহভবত্তত্র বধ্যমানো দশাননঃ ।

বর্ষস্তিরিষ জীমুতৈঃ স নিরুদ্ধো মহাবলঃ ॥ ১২ ॥

ন চকার ব্যার্থাকৈব যক্ষশত্ৰুৈঃ সমাহতঃ ।

মহৌধর ইবাভ্যোদৈর্ধারাশতসমুক্ষিতঃ ॥ ১৩ ॥

স মহাত্মা সমুদ্রম্য কালদণ্ডোপমাং গদাম্ ।

প্রবিবেশ ততঃ সৈন্তং নয়ন্ যক্ষান্ যমক্ষয়ম্ ॥ ১৪ ॥

স কক্ষমিব বিস্তীর্ণং শুক্লেদ্ধনসমাকুলম্ ।

বাতেনাগ্নিরিবাক্ষিপ্তো যক্ষসৈন্তং দদাহ তৎ ॥ ১৫ ॥

১২। লো-টী। সংব্যাক্ষাত সংরুদ্ধ ইত্যর্থঃ। 'সংনিরুদ্ধো মহাবল' ইতি বা পাঠঃ।

১৩। লো-টী। সমুদ্রম্য গৃহীত্বা।

১৫। লো-টী। কক্ষং তৃণম্।

পরে দশানন গদা, মুষল, অসি, শক্তি এবং তোমরদ্বারা আহত হইয়া সেই সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিল ॥ ১১ ॥

মহাবীর দশানন সেই যুদ্ধক্ষেত্রে প্রহৃত হইয়া যেন বর্ষণশীল মেঘসমূহে সন্নিরুদ্ধ হইয়া নিঃস্পন্দ হইল ॥ ১২ ॥

[ দশানন ] যক্ষগণের শস্ত্রসমূহদ্বারা আহত হইয়া মেঘরাজিকর্তৃক শত ধারায় অভিসিক্ত পর্বতের আয় ব্যথা অনুভব করিল না ॥ ১৩ ॥

পরন্তু মহাকায় দশানন কালদণ্ডসদৃশ গদা উত্তোলিত করিয়া যক্ষদিগকে যমালয়ে প্রেরণ করিতে করিতে সৈন্তগণमध्ये প্রবেশ করিল ॥ ১৪ ॥

বায়ুদ্বারা পরিচালিত অগ্নি যেমন শুক্লেচ্ছা-সমাকুল বিস্তীর্ণ তৃণরাশি দহ করে, দশানন সেইরূপ সেই যক্ষসৈন্তকে দহ করিতে লাগিল ॥ ১৫ ॥

১। হ 'স নিরুদ্ধাসংভব'। ২। ক 'ব্যধ্যমানো'। ৩। হ '-ভৈরবাত্তিরিষ স্ফুট'। ৪। হ 'বৈকঃ পয়সমাহতঃ'। ৫। হ 'দ্ধনবিধানলঃ'। ৬। হ '-দীপ্তো'।

তৈস্ত তত্র সহামাঠৈশ্চোদরশুকাদিভিঃ ।

অল্লাবশেষান্তে যক্ষা হতা বাঠৈরিবান্মুদাঃ ॥ ১৬ ॥

কেচিৎ সমাগমে ভগ্নাঃ পতিতাঃ সমরে ক্ষিতৌ ।

ওষ্ঠান্ স্বদশনৈস্তীক্ষ্ণৈরদশনং কুপিতা রণে ॥ ১৭ ॥

শ্রান্তাস্থন্তোন্মালোক্য ভ্রষ্টশস্ত্রা রণাজিরে ।

সীদন্তি স্ম তত্র যক্ষাঃ কুলানীব জলেন হ ॥ ১৮ ॥

হতানাং গচ্ছতাং স্বর্গং যুধ্যতামথ ধাবতাম্ ।

পশুতাম্বিসজ্জানাং বভূব হি তদদ্ভুতম্ ॥ ১৯ ॥

ভগ্নাংস্ত তান্ সমালক্ষ্য যক্ষেন্দ্রান্ স্তমহাবলান্ ।

ধনাধ্যক্ষো মহাবাহুঃ প্রেষয়ামাস নায়কান্ ॥ ২০ ॥

১৮। লো-টী। গ্রাহাঃ নক্ষাঃ 'কুলানীব জলেন হ' ইতি বা পাঠঃ।

১৯। লো-টী। হতানাং হতান্, এবমন্তেষাং বিশেষণানাং দ্বিতীয়ার্থে বর্ত্যঃ।

মহোদর এবং শুক প্রভৃতি অমাত্যগণ সম্মিলিত হইয়া বাতাপসারিত মেঘসমূহের ন্যায় অল্প অবশিষ্ট সেই যক্ষদিগকে বিদূরিত করিল ॥ ১৬ ॥

কেহ কেহ সংঘর্ষের ফলে আহত হইয়া ভয়দেহে সংগ্রামক্ষেত্রে পতিত হইল এবং কৃদ্ধ হইয়া স্ব স্ব তীক্ষ্ণ দন্তসমূহদ্বারা ওষ্ঠ দংশন করিতে লাগিল ॥ ১৭ ॥

[ সেই ] যক্ষগণ সেই রণক্ষেত্রে পরিশ্রান্ত হইয়া পরস্পরকে অবলোকন করত জলাঘাত-বিধ্বস্ত তটভূমির ত্রায় অবসন্ন হইল, তাহাদের শস্ত্র স্থলিত হইয়া পড়িল ॥ ১৮ ॥

যুদ্ধ করিতে করিতে ধাবমান এবং নিহত হইয়া স্বর্গে গমনকারী যোদ্ধৃবর্গকে দেখিয়া ঋষিগণের আশ্চর্য্য বোধ হইল ॥ ১৯ ॥

ধনাধ্যক্ষ মহাবাহু কুবের সেই যক্ষগণকে বিনষ্ট দেখিয়া অভিশয় বলবান যক্ষনেতৃবর্গকে প্রেরণ করিলেন ॥ ২০ ॥

১। হ 'কুল'। ২। হ 'সমাহতা'। ৩। হ 'ভাংস দশ'। ৪। হ 'শান্তোন্মালিন্য'।

৫। হ 'চ'। ৬। হ 'ভগ্না'। ৭। হ 'ভদ্রাভুত'। ৮। হ 'ভ্রাংস্ত'। ৯। হ 'বককান'।

এতস্মিন্মন্তরে রাম বিস্তীর্ণবলবাহনঃ ।

প্রেমিতোহভ্যাপতদ্ যক্ষো নাম্না যো গণ্ডবিল্বকঃ ॥ ২১ ॥

তেন চক্রেণ মারীচো বিষ্ণুনেব রণে হতঃ ।

পতিতঃ পৃথিবীপৃষ্ঠে ক্ষীণপুণ্য ইব গ্রহঃ ॥ ২২ ॥

সসংজ্ঞস্ত মুহূর্তেন স বিশ্রম্য নিশাচরঃ ।

তং যক্ষং যোধয়ামাস স চ ভগ্নঃ প্রহুজ্জবে ॥ ২৩ ॥

ততঃ কাঞ্চনচিত্রাঙ্গং বৈদূর্য্যরজতোক্ষিতম্ ।

মর্য্যাদাং প্রতিহারাণাং তোরণং স সমাবিশৎ ॥ ২৪ ॥

ততো রাজন্ দশগ্রীবং প্রবিশন্তং নিশাচরম্ ।

সূর্য্যভানুরিতি খ্যাতো দ্বারপালো ন্যবারয়ৎ ॥ ২৫ ॥

২১। লো-টী। অন্তরে অবসরে, বিস্তীর্ণং বহলং বলং সৈন্তং বাহনমখাদিকং যন্ত সঃ ।

২৪। লো-টী। প্রতিহারাণাং দ্বারপালানাং মর্য্যাদামবস্থিতিস্থানং তোরণং বহির্দ্বারং স এবং সমাবিশৎ জগাম ।

হে রাম, ইত্যবসরে গণ্ডবিল্বক নামক এক যক্ষ প্রেরিত হইয়াছিল, সে বিপুল সৈন্ত এবং বাহন সমভিব্যাহারে [ যুদ্ধক্ষেত্রে ] অবতীর্ণ হইল ॥ ২১ ॥

বিষ্ণুর আয় সেই যক্ষের চক্রাঘাতে আহত হইয়া [ রাক্ষস ] মারীচ ক্ষীণপুণ্য গ্রহের আয় ভূতলে পতিত হইল ; রাক্ষস মারীচ মুহূর্তমধ্যে সংজ্ঞা লাভ করত বিশ্রাম করিয়া সেই যক্ষের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলে যক্ষ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল ॥ ২২ ॥

তার পর রাবণ সুবর্ণচিত্রিত এবং বৈদূর্য্য ও রজতখচিত দ্বারপালদিগের বাসস্থান—তোরণমধ্যে ( বহির্দ্বারে ) প্রবেশ করিল ॥ ২৪ ॥

হে রাজন্, তখন সূর্য্যভানু নামক দ্বারপাল [ তাহাদের গৃহে ] প্রবেশকারী

স বার্যমাণো যক্ষ্ণেণ প্রবিবেশ নিশাচরঃ ।

যদা তু বারিতো রাম ন ব্যতিষ্ঠৎ স রাক্ষসঃ ॥ ২৬ ॥

ততস্তোরণমুৎপাট্য তেন যক্ষ্ণেণ তাড়িতঃ ।

রুধিরং স শ্রবন্ ভাতি শৈলো ধাতুশ্রবৈরিব ॥ ২৭ ॥

স শৈলশিখরাভেণ তোরণেন সমাহতঃ ।

জগাম ন ক্ষিতিং বীরো বরদানাং স্বয়ম্ভুবঃ ॥ ২৮ ॥

হেনৈব তোরণেনাথ যক্ষস্তেনাভিতাড়িতঃ ।

নাদৃশ্যত তদা যক্ষো ভস্মীভূততনুস্তদা ॥ ২৯ ॥

২৭। লো-টা। তোরণং তোরণস্থং স্তম্ভমিতার্থঃ।

২৮। লো-টা। ক্ষিতিং ক্ষয়ং। ‘ক্ষিতিনিবাসে মেদিত্তাং কলাভেদে ক্ষয়ে দ্বিগাম্’  
ইতি কোষঃ।

যক্ষযুদ্ধম্ ॥ ১৪ ॥

রাক্ষস দশগ্রীবকে নিবেধ করিল ॥ ২৫ ॥

হে রাম, সেই নিশাচর যক্ষকর্তৃক নিষিক্ত হইয়াও প্রবেশ করিল; যখন  
নিবারিত হইয়াও নিবৃত্ত হইল না, তখন যক্ষ তোরণস্তম্ভ উৎপাটিত করিয়া প্রহার  
করিলে রাবণ [ গৈরিক ] ধাতুক্ষরণে [ রঞ্জিত ] পর্বতের স্থায় রক্তাক্ত হইয়া  
শোভা পাইতে লাগিল ॥ ২৬-২৭ ॥

পর্বতশৃঙ্গসদৃশ সেই তোরণপ্রহারে আহত হইয়াও বীর রাবণ ব্রহ্মার বর-  
প্রভাবে ক্ষয় ( নিধন ) প্রাপ্ত হইল না ॥ ২৮ ॥

রাবণ সেই তোরণদ্বারাই যক্ষকে প্রহার করিলে তাহার শরীর ভস্মীভূত  
হওয়ায় সে অদৃশ্য হইল ॥ ২৯ ॥

ততঃ প্রহুজ্জবুঃ সৰ্ব্বৈ দৃষ্টা যক্ষাঃ পরাক্রমম্ ।

নভো নদীশু<sup>১</sup> হাশৈচব বিবিশু<sup>২</sup>ৰ্ভয়পীড়িতাঃ ।

ত্যক্তপ্রহরণাঃ শ্রাস্তা বিবৰ্ণবদনাস্থথা ॥ ৩০ ॥

ইত্যার্ষে বাণ্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাণ্ডে উত্তরকাণ্ডে কৈলাসযুদ্ধং নাম

চতুর্দশঃ সর্গঃ ॥ ১৪ ॥

তার পর [রাবণের] পরাক্রম দেখিয়া যক্ষগণ সকলেই ভয়ান্ত হইয়া পলায়ন করিল এবং অস্ত্র পরিত্যাগপূর্বক ক্লাস্তিহেতুক মলিনমুখে গগনমণ্ডল, নদী ও গুহামধ্যে প্রবেশ করিল ॥ ৩০ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকিপ্রণীত আদিকাণ্ডে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে কৈলাসযুদ্ধ-নামক

১৪শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥



## ( ১৫ ) পঞ্চদশঃ সর্গঃ

তান্ সমালক্ষ্য বিব্রস্তান্ যক্ষেন্দ্রান্ শতসজ্জাশঃ ।

ধনাধ্যক্ষো মহাযক্ষঃ মাণিভদ্রমথাত্রবীৎ ॥ ১ ॥

রাবণং জহি যক্ষেন্দ্র দুর্বৃত্তং পাপচেতসম্ ।

শরণং ভব বীরাণাং যক্ষাণাং যুদ্ধশালিনাম্ ॥ ২ ॥

এবমুক্তো মহাবাহুমাণিভদ্রঃ স্তূর্জয়ঃ ।

ব্রূতো যক্ষসহস্রৈঃ স চতুর্ভিঃ সমযোধয়ৎ ॥ ৩ ॥

তে গদামুষলপ্রাসৈঃ শক্তিতোমরমুদগরৈঃ ।

অভিন্নস্তস্তদা যক্ষা রাক্ষসান্ সমুপাদ্রবন্ ॥ ৪ ॥

কুর্ব্বন্তস্তমূলং যুদ্ধং চরন্তঃ শৌনবল্লঘু ।

বাঢ়ং প্রযচ্ছ নেচ্ছামি দীযতামিতিভামিণঃ ॥ ৫ ॥

১। লো-টী। মাণিভদ্রং তন্মানম্ ।

৫। লো-টী। যুদ্ধং প্রহারং প্রযচ্ছ দেহি। বাঢ়ং স্বীকৃতং, দন্তে চ প্রহারে নেচ্ছামিঃ  
প্রহারোহস্মাকং যোগ্যো ন ভবতীতি কৃত্বা নেচ্ছামিঃ, ততশ্চ মহাপ্রহারো দীযতামিত্যুক্তে তে মাণি  
ভদ্রাদয়ঃ 'সহতা'মিতি বাদিনঃ ।

পরে শত শত যক্ষপতিকে পলায়িত দেখিয়া ধনাধ্যক্ষ কুবের মাণিভদ্রনামক  
মহাযক্ষকে বলিলেন— ॥ ১ ॥

হে যক্ষেন্দ্র, ছুরাচার পাপিষ্ঠ রাবণকে বধ করিয়া যুদ্ধরত বীর যক্ষগণের  
রক্ষক হও ॥ ২ ॥

[ কুবের ] এইরূপ বলিলে অতিশয় দুর্জয় মহাবাহু মাণিভদ্র চারি সহস্র  
যক্ষে পরিবৃত্ত হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল ॥ ৩ ॥

তখন সেই যক্ষগণ গদা, মুষল, প্রাস, শক্তি, তোমর এবং মুদগরদ্বারা রাক্ষস-  
দিগকে প্রহার করিতে করিতে ধাবিত হইল ॥ ৪ ॥

[ তাহার ] 'আচ্ছা', [ যুদ্ধ ] 'প্রদান কর', 'চাই না', 'দাও' এই রূপ

ততো দেবাঃ সগন্ধর্ব্বা ঋষয়ো ব্রহ্মবাদিনঃ ।

দৃষ্ট্বা তত্ তুমুলং যুদ্ধং পরং বিস্ময়মাপমন্ ॥ ৬ ॥

যক্ষাণাং তু প্রহস্তেন সহস্রং নিহতং রণে ।

মহোদরেণ গদয়া সহস্রমপরং হতম্ ॥ ৭ ॥

ধূত্রাক্ষেণ চ ক্রুদ্ধেন যক্ষাণাং সমরে যুধি ।

ক্রুদ্ধেন চ তদা রাজন্ মারীচেন যুযুৎসতা ।

নিমেষান্তরমাত্রেন হে সহস্রে নিপাতিতে ॥ ৮ ॥

ক চার্জ্জবং যক্ষযুদ্ধং ক চ মায়াবলাশ্রয়ম্ ।

রাক্ষসাঃ পুরুষব্যূত্র তেন তেহভ্যধিকা যুধি ॥ ৯ ॥

৮। লো-টা। সহস্রে হে সহস্রে ।

৯। লো-টা। তেন মায়াবলেন তে রাক্ষসাঃ

বলিতে 'বলিতে' শ্বেনপক্ষীর আয় ক্রত বিচরণ করত ভীষণ যুদ্ধ করিতে লাগিল ॥ ৫ ॥

দেবতা, গন্ধর্ব্ব এবং ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ সেই তুমুল যুদ্ধ দর্শন করিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন ॥ ৬ ॥

প্রহস্ত সহস্র যক্ষকে যুদ্ধে বধ করিল এবং মহোদর 'গদা'দ্বারা 'অপর' এক সহস্র যক্ষ বধ করিল ॥ ৭ ॥

রাজন্, যুদ্ধক্ষেত্রে ক্রুদ্ধ ধূত্রাক্ষ এবং যুদ্ধাভিলাষী ক্রুদ্ধ মারীচ তখন 'নিমেষ'-মধ্যে দুই সহস্র যক্ষ বিনাশ করিল ॥ ৮ ॥

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, সরলতাপূর্ণ যক্ষদিগের যুদ্ধই বা কোথায় এবং মায়াবলাশ্রিত রাক্ষসদিগের যুদ্ধই বা কোথায়, (অর্থাৎ উভয়ের তুলনা হয় না ; ) রাক্ষসেরা সেই মায়াবলে অধিক প্রবল হইল ॥ ৯ ॥

ধূত্ৰাক্ষেণ সমাগম্য মাণিভদ্রো মহারণে ।

মুষলেনোরসি ক্রোধাৎ তাড়িতো ন চকম্প হ ॥ ১০ ॥

ততো গদাং সমাবিধ্য মাণিভদ্রেণ রাক্ষসঃ ।

ধূত্ৰাক্ষস্তাড়িতো মুৰ্দ্ধি বিহ্বলঃ স পপাত হ ॥ ১১ ॥

ধূত্ৰাক্ষঃ তাড়িতং দৃষ্ট্বা পতিতং শোণিতোক্ষিতম্ ।

অভ্যধাবত সংগ্রামে মাণিভদ্রং দশাননঃ ॥ ১২ ॥

তং ক্রুদ্ধমভিধাবন্তং মাণিভদ্রো দশাননম্ ।

শক্তিভিস্তাড়য়ামাস তিস্থভির্বক্ষপুঙ্গবঃ ॥ ১৩ ॥

সোহপি রাক্ষসরাজেন তাড়িতো গদয়া রণে ।

তস্ম তেন প্রহারেণ মুকুটঃ পার্শ্বমাগমৎ ।

ততঃ প্রভৃতি যক্ষোহসৌ পার্শ্বমৌলিরভূৎ কিল ॥ ১৪ ॥

মাণিভদ্র সেই মহাযুদ্ধে ধূত্ৰাক্ষের সহিত মিলিত ( সংঘর্ষে প্রবৃত্ত ) হইয়া ক্রোধে [ তৎকর্তৃক ] বক্ষঃস্থলে মুষলদ্বারা আহত হইয়াও কম্পিত হইল না ॥ ১০ ॥

পরে মাণিভদ্র গদা উত্তোলন করিয়া ধূত্ৰাক্ষ-রাক্ষসের মস্তকে আঘাত করিল, [ সেই আঘাতেই ] সে মুচ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল ॥ ১১ ॥

ধূত্ৰাক্ষকে আহত এবং রক্তাক্ত-কলেবরে পতিত দেখিয়া দশানন যুদ্ধক্ষেত্রে মাণিভদ্রের প্রতি ধাবিত হইল ॥ ১২ ॥

যক্ষশ্রেষ্ঠ মাণিভদ্র ক্রুদ্ধ দশাননকে ধাবিত দেখিয়া তিনটি শক্তিদ্বারা আঘাত করিল ॥ ১৩ ॥

সেও রাক্ষসরাজ রাবণের গদার আঘাতে যুদ্ধক্ষেত্রে আহত হইল এবং তাহার মুকুট সেই আঘাতে একপার্শ্বে চলিয়া গেল, তদবধি না কি ঐ যক্ষের নাম 'পার্শ্বমৌলি' হইল ॥ ১৪ ॥

তস্মিংশ্চ বিমুখীভূতে মাণিভদ্রে মহাত্মনি ।

সংনাদঃ স্তমহান্ রাজ্ঞঃস্তস্মিন্ শৈলে ব্যবর্জিত ॥ ১৫ ॥

ততো দূরাং স দদৃশে ধনাধ্যক্ষো গদাধরঃ ।

শুক্ৰপ্রোষ্ঠপদাভ্যাঞ্চ পদ্মশঙ্কসমাবৃতঃ ॥ ১৬ ॥

স দৃষ্ট্বা ভ্রাতরং সংখ্যে পাপাঘ্নিভ্রষ্টগৌরবম্ ।

উবাচ বচনং ধীমান্ যুক্তং পৈতামহে কুলে ॥ ১৭ ॥

যস্ময়া বার্ষ্যমাণস্তং নাবগচ্ছসি দুৰ্ম্মতে ।

পশ্চাদস্ম্য ফলং প্রাপ্য ভ্রাতৃসে নিরয়ং গতঃ ॥ ১৮ ॥

যো হি মোহাদ্বিষং পীত্বা নাবগচ্ছতি দুৰ্ম্মতিঃ ।

স তস্ম্য পরিণামান্তে জানীতে কৰ্ম্মণঃ ফলম্ ॥ ১৯ ॥

১৬। লো-টী। শুক্রঃ (৭) প্রোষ্ঠপদাভ্যাং বধা সমাবৃতঃ তথা শঙ্কপদ্মৈঃ শঙ্কপদ্মাভ্যাং নিধিভ্যাং সমাবৃতঃ।

১৭। লো-টী। শাপাং পিতৃঃ শাপাং বিভ্রষ্টং নষ্টমন্তকৃতং গৌরবং বস্ত তম্।

১৬। টিপ্পনী। ‘শুক্ৰপ্রোষ্ঠপদৌ মজ্জিগা’বিত্তি গোবিন্দরাজঃ। রামায়ণশিরোমণৌ তু অনয়োনিধিরক্ষকভ্রমুক্তম্। “পদ্মশঙ্কসমাবৃতঃ শঙ্কপদ্মনিধাভিঃ নিদেবসংবৃত” ইতি তিলকটীকা।

হে রাজন্, সেই মহাত্মা মাণিভদ্র পরাভূত হইলে ঐ পর্বতমধ্যে অতিশয় কোলাহল বদ্ধিত হইতে লাগিল ॥ ১৫ ॥

তার পর দূর হইতে শুক্র এবং প্রোষ্ঠপদ নামক মজ্জিগয়ের সহিত পদ্ম এবং শঙ্কনামক নিধিদেবতা-পরিবৃত সেই ধনাধ্যক্ষ কুবেরকে গদাহস্তে দেখা গেল ॥ ১৬ ॥

পাপবশতঃ গৌরবভ্রষ্ট ভ্রাতাকে যুদ্ধক্ষেত্রে দেখিয়া বুদ্ধিমান কুবের পিতামহকুলের উপযুক্ত কথা বলিতে লাগিলেন— ॥ ১৭ ॥

রে দুৰ্ম্মতে, তুই আমাকর্তৃক [ অসং কার্য্য হইতে ] নিবারিত হইয়াও [ আমার কথার তাৎপর্য্য ] বুঝিতেছিস না, পরিণামে নরকে গমন করিয়া ইহার ফললাভ করিলে [ তখন ] বুঝিতে পারিবি ॥ ১৮ ॥

যে দুৰ্ম্মতি মোহবশতঃ বিষপান করিয়া জানিতে পারে না, সে বিষ পরিপাকান্তে সেই বিষপানের ফল বুঝিতে পারে ॥ ১৯ ॥

দৈবতানি ন নন্দন্তি ধর্মযুক্তেন কেনচিৎ ।

যেন ত্বমীদৃশং ভাবং নীতস্তচ্চ ন বুধ্যসে ॥ ২০ ॥

মাতরং পিতরং বিপ্রমাচার্য্যং যৌহবমন্ততে ।

স পশ্চাতি ফলং তস্য প্রেতরাজবশং গতঃ ॥ ২১ ॥ ✓

অধ্রুবে হি শরীরে যো ন করোতি তপোহর্জ্জনম্ ।

স পশ্চাত্তপ্যতে মূঢ়ো মূঢ়ো গহ্বাত্মনো গতিম্ ॥ ২২ ॥

কশ্চিৎ হি দুর্ব্বুদ্ধে ছন্দতঃ ক্ষীয়তে মতিঃ ।

যাদৃশং কুরুতে কস্ম্য তাদৃশং ফলমশ্নুতে ॥ ২৩ ॥

বুদ্ধিং রূপং বলং পুত্রান্ শৌর্য্যং শৌচীর্ঘ্যমেব চ ।

প্রাপ্নু বন্তি নরা লোকে নির্জিতং পুণ্যকর্ম্মভিঃ ॥ ২৪ ॥

২০। লো-টী। নিন্দন্তি নিন্দ্যন্তে বা পাঠঃ, যেন দৈবতনিন্দনেন ।

২১। লো-টী। অবমন্ততে ষঃ ।

২৩। লো-টী। ছন্দতঃ ইচ্ছাতঃ । দৈবেন হতোহন্তেন হন্ততে ।

২৪। লো-টী। শৌচীর্ঘ্যং সর্কোপরিশাসনং শৌর্য্যং বিপক্ষপ্রাতিভবকর্তৃত্বম্ ।

ধর্ম্মযুক্ত কোন কারণ বশতঃ দেবগণ [ তোর প্রতি ] সন্তুষ্ট নহেন, সেই হেতু তুই ঈদৃশ অবস্থা ( প্রবৃত্তি ) লাভ করিয়াছিস এবং তাহা বুঝিতে পারিতেছিস না ॥ ২০ ॥

✓ যে-ব্যক্তি মাতা, পিতা, ব্রাহ্মণ এবং আচার্য্যকে অবমানিত করে, সে যমরাজের বশীভূত হইয়া তাহার ফল দেখিতে পায় ॥ ২১ ॥

বিনশ্বর শরীর ধারণ করিয়া যে তপস্যা অর্জন করে না, সেই মূর্খ মরিয়া স্বীয় [ কর্ম্মানুসারে ] গতি লাভ করত শেষে অন্ততপ্ত হয় ॥ ২২ ॥

হে দুর্ব্বুদ্ধে, কাহারও বুদ্ধি স্বেচ্ছায় বিলুপ্ত হয় না, যে যেরূপ কাজ করে তদনুরূপ ফল পায় ॥ ২৩ ॥

মানবগণ ইহলোকে পুণ্যকার্য্য দ্বারা অর্জিত পুত্র, বুদ্ধি, রূপ, বল, প্রভৃৎ

১। হ 'চাবমন্ত বৈ'। ২। হ '-তো হীরতে'। ৩। হ অতঃ পরং 'দৈবেন হেঁরতে সর্কঃ হতো দৈবেন হন্ততে' ইত্যধিকম্ ।

এবং নিরয়গামী ত্বং যন্ত তে মতিরীদৃশী ।

ন ত্বাং সমভিভাষিষ্যে সঙ্ঘ<sup>১</sup>ভেষ্মে<sup>২</sup> নির্ণয়ঃ ॥ ২৫ ॥

দৃষ্ট্বা<sup>৩</sup> ধনদং রাম রাক্ষসাঃ স্তম্হাবলাঃ ।

মারীচপ্রমুখাঃ সর্বের্ বিমুখা বিপ্রহুড্রবুঃ ॥ ২৬ ॥

ততস্তেন দশগ্রীবো যক্ষেন্দ্রেণ মহাত্মনা ।

গদয়াভিহতো মূর্দ্ধি<sup>৪</sup> নাস্তাত্তুচ্চাশ্র রক্ষসঃ ॥ ২৭ ॥

ততস্তৌ রাম নিঘ্নস্তৌ তদান্যোন্মং মহায়ুধে ।

ন ব্যহ্বলেতাং ন শ্রান্তৌ তাবুভৌ যক্ষরাক্ষসৌ ॥ ২৮ ॥

২৫। লো-টী। যন্ত তে তব যা দৃশী মতি'যন্তে'তি বা পাঠঃ। যতঃ দুর্ভুক্তস্ত জনশ্রুতি-বিষয়ে এষ-নিশ্চয়ঃ সমেতার্থঃ।

২৭। লো-টী। নাস্তাত্তুং ধনদেন অন্তা ক্ৰিপ্যাপি গদা নাস্তাত্তুং বেদনায় অজ্ঞনাতঃ।

এবং বীরত্ব লাভ করে ॥ ২৪ ॥

যেহেতু তোর এতাদৃশ দুর্বুদ্ধি হইয়াছে, তজ্জন্তু তুই নরকে গমন করিবি ; তোর সহিত বাক্যলাপ করিব না, [ দুর্বৃত্তের প্রতি ] সাধুদিগের ব্যবহারে ইহাই সিদ্ধান্ত ॥ ২৫ ॥

হে রাম, অনন্তর অতিশয় বলবান্ মারীচপ্রভৃতি রাক্ষসগণ সকলেই কুবেরকে দেবিয়া [ সংগ্রামে ] পরাভূত হইয়া পলায়ন করিল ॥ ২৬ ॥

যক্ষরাজ মহাত্মা কুবেরের গদার আঘাতে দশানন মস্তকে আহত হইল, তাহাতেও এই রাক্ষসের আস্তা ( কুবেরের বীরত্বে শ্রদ্ধা ) হইল না ॥ ২৭ ॥

হে রাম, তৎপরে সেই মহায়ুদ্ধে পরস্পরকে আঘাত করিয়াও সেই যক্ষ এবং রাক্ষস উভয়েই বিহ্বল বা পরিশ্রান্ত হইল না ॥ ২৮ ॥

১। হ 'স্তে হ্রস্ব'। ২। অতঃ পরং হ 'এবমুক্তে ততস্তেন তস্তামাতাঃ সমাগতাঃ'। ইত্যধিবস্। ৩। হ 'বিস্রো ন চ শ্রান্তৌ'।

আগ্নেয়মস্ত্রং তস্মৈ চ যুমোচ ধনদস্তদা ।

রাক্ষসেন্দ্রো রাবণোহসৌ তদস্ত্রং পর্য্যবারয়ৎ ॥ ২৯ ॥

ততো মায়াং প্রবিষ্টোহসৌ রাক্ষসো রাক্ষসীং তদা ।

রূপাণাং শতসাহস্রং স চকার ননাদ চ ॥ ৩০ ॥

ব্যাঘ্রো বরাহো জীমূতঃ পর্বতঃ সাগরো দ্রুমঃ ।

যট্ক্ষৈর্দৈত্যস্বরূপী চ সোহদৃশ্যত দশাননঃ ॥ ৩১ ॥

প্রতিগৃহ্য ততো রাম মহদস্ত্রং দশাননঃ ।

জঘান মুদ্ধি ধনদং ব্যাবিধ্য মহতীং গদাম্ ॥ ৩২ ॥

এবং স তেনাভিহতো বিহ্বলঃ শোণিতোক্ষিতঃ ।

কৃত্তমূল ইবামোকো নিপপাত ধনাধিপঃ ॥ ৩৩ ॥

৩১। লো-টী। জীমূতো মেঘঃ। স ধনদঃ দশাননমেবং স্বরূপমপশ্যত।

৩৩। লো-টী। স ধনদঃ মায়ানিহতঃ।

তখন কুবের তাহার প্রতি আগ্নেয় অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন, রাক্ষসরাজ রাবণ সেই অস্ত্র নিবারণ করিল ॥ ২৯ ॥

পরে রাক্ষস দশানন রাক্ষসী মায়া অবলম্বন করিয়া শত-সহস্র রূপ ধারণ করত গর্জন করিতে লাগিল ॥ ৩০ ॥

তখন যক্ষগণ দশাননকে ব্যাঘ্র, বরাহ, মেঘ, পর্বত, সমুদ্র, বৃক্ষ এবং কৈতয়রূপে দেখিতে পাইল ॥ ৩১ ॥

হে রাম, পরে দশানন শক্তিশালী অস্ত্র গ্রহণ করিয়া মহতী গদা ভেদ করত কুবেরের মস্তকে আঘাত করিল ॥ ৩২ ॥

দশাননকর্তৃক এইরূপে আহত ধনাধিপতি কুবের রক্তাক্ত-কলেবরে অচেতন হইয়া ছিন্নমূল অশোকবৃক্ষের শ্রায় ভূতলে পতিত হইলেন ॥ ৩৩ ॥

ততঃ পদ্মাদিভিস্তত্র<sup>১</sup> নিধিভিঃ স তদাবৃতঃ ।  
 আশ্বাসিতো ধনপতির্বনমানীয় নন্দনম্ ॥ ৩৪ ॥  
 নির্জিত্য<sup>২</sup> রাক্ষসেন্দ্রস্ত<sup>৩</sup> ধনদং হৃষ্টমানসঃ ।  
 পুষ্পকং তশ্চ জগ্রাহ বিমানং জয়লক্ষণম্ ॥ ৩৫ ॥  
 কাঞ্চনস্তম্ভসংবীতং বৈদূর্য্যমণিতোরণম্ ।  
 মুক্তাজালপ্রতিচ্ছন্নং সর্বকামফলপ্রদম্ ॥ ৩৬ ॥  
 মনোজবং কামগমং কামরূপং বিহঙ্গমম্ ।  
 মণিকাঞ্চনসোপানং তপ্তকাঞ্চনবেদিকম্ ॥ ৩৭ ॥  
 দেবোপবাহমক্ষুরূপং সদা দৃষ্টিমনঃসুখম্ ।  
 বহ্নাশ্চর্য্যং ভক্তিচিত্রং ব্রহ্মণা পরিনির্মিতম্ ॥ ৩৮ ॥

৩৪। লো-টী। নিধানৈর্নিধিভির্নন্দনং বনমানীয় আশ্বাসিতঃ, তৈশ্চ তত্র সমাবৃতঃ।

৩৬। লো-টী। সর্বং যৎ কামফলং ইচ্ছাবিষয়ভূতং ফলং তৎপ্রদম, যতঃ সর্বকামৈঃ  
 নির্জিতম্।

তখন পদ্মপ্রভৃতি নিধি [ -দেবতা ] গণ ধনাধিপতি কুবেরকে পরিবেষ্টন করত  
 নন্দনবনে লইয়া তাঁহাকে আশ্বস্ত করিল ॥ ৩৪ ॥

রাক্ষসরাজ দশানন কুবেরকে পরাজিত করিয়া প্রফুল্লচিত্তে বিজয়চিহ্নস্বরূপ  
 তাঁহার সুবর্ণনির্মিত স্তম্ভযুক্ত, বৈদূর্য্যমণিখচিত-তোরণসমন্বিত, মুক্তাজাল-সমাচ্ছন্ন,  
 সমস্ত অভিলাষপ্রদ, মনের আয় বেগশালী, কামগামী, কামরূপী, আকাশগামী,  
 মণি এবং কাঞ্চননির্মিত সোপানশ্রেণীবিশিষ্ট, উজ্জ্বল সুবর্ণনির্মিত বেদিকায়ুক্ত,  
 দেবগণের আরোহণযোগ্য, প্রশান্ত, সর্বদা নয়ন এবং মনের শ্রীতিজনক, নানা-  
 প্রকার আশ্চর্য্য বস্তু সমন্বিত, উপযুক্ত গৃহবিভাগদ্বারা রমণীয়, ব্রহ্মার নির্মিত,  
 সমস্ত কাম্যবস্তুদ্বারা সুগঠিত, মনোরম, সর্বোৎকৃষ্ট, অমুক্ষাশীত এবং সর্বঐশ্বর্য্য



নির্গিতং সৰ্ব্বকামৈস্ত মনোরমমনুভমম্ ।

ন চ শীতং ন চৈবোষ্ণং সৰ্ব্বভূতসুখদং শুভম্ ॥ ৩৯ ॥

স তং রাজা সমারুহ্য কামগং বীর্যনির্জিতম্ ।

জিতং ত্রিভুবনং মেনে দর্পোৎসেকাৎ সুদুঃস্বতীঃ ।

জিত্বা বৈশ্রবণং দেবং কৈলাসাৎ সমবাতরৎ ॥ ৪০ ॥

স তেজসা বিপুলমবাপ্য তং জয়ং প্রতাপবান্ বিমলকিরীটবর্ষভুং ।

ররাজ বৈ পরমবিমানমাস্থিতো নিশাচরঃ সদসি গতৌ যথানলঃ ॥ ৪১ ॥

ইত্যর্থে বাস্তবিকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে বৈশ্রবণবিজয়ো নাম

পঞ্চদশঃ সর্গঃ ॥ ১৫ ॥

৩৯। লো-টী। সৰ্ব্বভূতানাং সৰ্ব্বেষাং দুঃখবতামপি সুখং সুখপ্রদম্ ‘সৰ্ব্বভূতসুখদং’মতি  
বা পাঠঃ ।

[ লো-টী। ] শিবং নির্মলম্ ।

৪০। লো-টী। তং পুষ্পকবিমানং বৈশ্রবণং কৈলাসাৎ হিত্বা হাপয়িত্বা তাজয়িত্বা  
সমবাতরয়ৎ স্বজনান্ আবৃণোৎ ।

৪১। লো-টী। সদসি কুণ্ডে ।

বৈশ্রবণজয়ঃ ॥ ১৫ ॥

সুখকর পুষ্পকনামক সুন্দর রথ গ্রহণ করিল ॥ ৩৫-৩৯ ॥

সেই দুঃস্বতী রাজা দশানন পরাক্রমলব্ধ সেই কামগামী রথে আরোহণ করত  
গর্বাধিক্যবশতঃ ‘ত্রিভুবন জয় করিলাম’ এইরূপ মনে করিল এবং বৈশ্রবণ-  
দেবকে পরাভূত করিয়া কৈলাস-পর্বত হইতে অবতরণ করিল ॥ ৪০ ॥

বিমল কিরীট এবং বর্ষ-পরিহিত প্রতাপশালী রাগস রাবণ সেই বিপুল  
জয়লাভ করিয়া উত্তম বিমানে আরোহণপূর্বক কুণ্ডস্থিত অগ্নির আয় শোভা  
পাইতে লাগিল ॥ ৪১ ॥

মহর্ষি বাস্তবিকপ্রণীত আদিকাব্যে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে বৈশ্রবণবিজয়-নামক

১৫শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

( ১৬ ) ষোড়শঃ সর্গঃ

তং জিহ্বা ভ্রাতরং রাম ধনদং রাক্ষসাদিপঃ ।

মহাসেনপ্রসূতিং স যযৌ শরবণং ততঃ ॥ ১ ॥

অথাপশ্যদশগ্রীবো রৌক্মঃ শরবণং মহৎ ।

গভস্তিজালসংবীতং দ্বিতীয়মিব ভাস্করম্ ॥ ২ ॥

স পর্বতং সমাসাঢ় কিকিদ্ৰৌক্সবনান্তদা ।

অপশ্যৎ পুষ্পকং রাম তত্র বিষ্টস্তিতং স্থিতম্ ॥ ৩ ॥

বিষ্টকং পুষ্পকং দৃষ্ট্বা কামগং হৃগমং কৃতম্ ।

অচিন্ত্যদ্রাক্ষসেন্দ্রস্ত সচিবৈস্তৈঃ সমারতঃ ॥ ৪ ॥

কিমিদং যন্নিমিত্তস্ত নেদং গচ্ছতি পুষ্পকম্ ।

পর্বতস্তোপরিষ্ঠাচ্চ কশ্চেদং কশ্ম বৈ ভবেৎ ॥ ৫ ॥

১। লো-টা। মহাসেনঃ কার্তিকেয়ঃ, তং প্রসূতিং প্রসূতিস্থানং, কিং তৎ ? শরবণমিতি, মুর্ছিতগণকারঃ।

৩। লো-টা। রৌক্সবনান্তরং বহিঃ বিষ্টস্তিতং নিষ্ক্রিয়ম্।

হে রাম, তার পর রাক্ষসাদিপতি রাবণ ভ্রাতা কুবেরকে পরাজিত করিয়া কার্তিকেয়ের জন্মভূমি শরবনে গমন করিল ॥ ১ ॥

দশানন করণসমূহে আচ্ছন্ন দ্বিতীয় সূর্য্যের আয় সুবর্ণময় বিশাল শরবন দেখিতে লাগিল ॥ ২ ॥

হে রাম, দশানন সুবর্ণময় শরবন হইতে পর্বতের নিকটস্থ হইয়া তথায় পুষ্পকরথকে নিশ্চল অবস্থায় অবস্থিত দেখিল ॥ ৩ ॥

রাক্ষসরাজ দশানন ইচ্ছানুসারে গমনশীল পুষ্পকরথকে গতিরহিত, প্রতিকূদ্ধ দেখিয়া সেই মন্ত্রিবৃন্দে পরিবৃত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল—॥ ৪ ॥

কি কারণে এই পুষ্পকরথ পর্বতের উপরে যাইতেছে না, ইহা কান্ধার

১। হ 'জিহ্বা'। ২। হ 'মহৎ'। ৩। হ 'সোহপশ্যত দশ'। ৪। হ 'ততঃ'। ৫। হ 'নাশ্রয়'।

৬। হ 'অচিন্ত্যদ্রাক্ষসেন্দ্রঃ'। ৭। হ 'কিরি'।

তমব্রবীভতো<sup>১</sup> রাম মারীচো বুদ্ধিমত্তমঃ ।

নৈতম্মিষ্কারণং রাজন্<sup>২</sup> বিমানং যম্ গচ্ছতি ॥ ৬ ॥

ইদং হি<sup>৩</sup> পুষ্পকং নাম ধনদাম্নান্ধবাহি বৈ ।

ভেনেদং<sup>৪</sup> বিষ্ঠিতং বোয়ান্নি নান্ধদন্তীহ কারণম্ ॥ ৭ ॥

এবং মন্ত্রয়তাং<sup>৫</sup> তেযাং রাক্ষসানাং নরাধিপ ।

ততঃ পার্শ্বমুপাগম্য ভবস্থানুচরন্তদা ॥ ৮ ॥

দশাননমুবাচেদং রাক্ষসেন্দ্রমশঙ্কিতঃ ।

নিবর্তস্য<sup>৬</sup> দশগ্রীব শৈলে ক্রৌড়তি শঙ্করঃ ॥ ৯ ॥

সর্বেষাং ভেন ভূতানাং দুর্গমঃ পর্বতঃ কৃতঃ ।

সুপর্ণনাগযক্ষাণাং দৈত্যদানবরক্ষসাম্ ।

তন্নিবর্তস্য<sup>৭</sup> দুর্বুন্ধে মা<sup>৮</sup> বিনাশমব্যাপ্যসি ॥ ১০ ॥

১০। লো-টী। দুর্গমঃ কৃতো ভবেন ইত্যর্থঃ। সুপর্ণনাগাদীনাং বিশেষতো দুর্গমঃ কৃত ইত্যর্থঃ। যদি বিনাশং মা অব্যাপ্যসি তৎ তদা নিবর্তস্য।

কার্য্য হওয়া সম্ভব ? ॥ ৫ ॥

হে রাম, অতঃ পর অতিশয় বুদ্ধিমান্ মারীচ তাহাকে বলিল, মহারাজ, বিগান যে চলিতেছে না—ইহার কারণ আছে ॥ ৬ ॥

এই পুষ্পকরথ কুবের ভিন্ন অশ্ব কাহাকেও বহন করে না, সেই হেতু ইহা আকাশে নিশ্চল অবস্থায় রহিয়াছে, অশ্ব কোন কারণ নাই ॥ ৭ ॥

হে রাজন্, ( রাম ) সেই রাক্ষসগণ এইরূপ মন্ত্রণা করিতেছে, এমন সময়ে মহাদেবের অনুচর তাহাদের পার্শ্বে আগমন করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে রাক্ষসরাজ দশাননকে বলিল, দশানন, নিবর্তিত হও, এই পর্বতে শঙ্কর ক্রৌড়া করিতেছেন ॥ ৮-৯ ॥

তিনি এই পর্বতকে সুপর্ণ, নাগ, যক্ষ, দৈত্য, দানব, রাক্ষস প্রভৃতি

স রোষতান্নয়নস্তবরুহাথ পুষ্পকাং ।

কোহয়ং শঙ্কর ইতু্যক্তা শৈলমূলমুপাগমৎ ॥ ১১ ॥

নন্দিনং স তদাপশ্যদবিদূরে স্থিতং প্রভুং ।

শূলং দীপ্তমবষ্ঠভ্য দ্বিতীয়মিব শঙ্করম্ ॥ ১২ ॥

দৃষ্ট্বা তং বানরমুখমবজ্জায় স রাক্ষসঃ ।

প্রহাসং মুমুচে তত্র সতোয় ইব ভোয়দঃ ॥ ১৩ ॥

স ক্রুদ্ধো ভগবান্ নন্দী শঙ্করস্তাপরা তমুঃ ।

অত্রবীজাক্ষসেন্দ্রকং দশগ্রীবমুপস্থিতম্ ॥ ১৪ ॥

যস্মাদ্বানরমূর্তিং মাং দৃষ্ট্বা রাক্ষস ছুৰ্ম্মতে ।

মোহাদিহ ন জানীষে প্রহাসং চৈব মুঞ্চসি ॥ ১৫ ॥

১১। লো-টী। অবরুহেতি বিসন্ধিরার্থঃ

১২। লো-টী। অবষ্ঠভ্য অবলম্বা।

সমস্ত প্রাণীর পক্ষে হুর্গম করিয়াছেন, অতএব হে ছুৰ্ব্বুদ্ধে, নিবর্তিত হও, বিনাশপ্রাপ্ত হইও না ॥ ১০ ॥

ক্রোধে রক্তচক্ষুঃ দশানন পুষ্পকরথ হইতে অবতরণ করত ‘কে এই শঙ্কর ?’ এই বলিয়া পর্বতের মূলদেশে উপস্থিত হইল ॥ ১১ ॥

তখন সেই দশানন অনতিদূরে উজ্জ্বল-শূলধারী দ্বিতীয় শঙ্করের আয় প্রভু নন্দীকে দেখিতে পাইল ॥ ১২ ॥

রাক্ষস দশানন বানরমুখ সেই নন্দীকে দেখিয়া অবজ্ঞাপূর্ব্বক জলপূর্ণ মেঘের আয় ( অতিশয় গম্ভীর ধ্বনিতে ) হাসিতে লাগিল ॥ ১৩ ॥

তখন শঙ্করের দ্বিতীয় শরীরস্বরূপ ভগবান্ নন্দী ক্রুদ্ধ হইয়া সমুপাগত রাক্ষসরাজ দশাননকে বলিলেন— ॥ ১৪ ॥

রে ছুৰ্ম্মতে রাক্ষস, যে হেতু বানরমূর্তি আমাকে দেখিয়া মোহবশতঃ বুঝিতে না পারিয়া উপহাস করিতেছিস, সেই হেতু আমার ন্যায় মূর্ত্তিমান্ এবং আমার আয় তেজস্বী নথ এবং দন্তরূপ অস্ত্রধারী মন এবং বায়ুর আয় বেগবান্

তস্মান্মদ্রপসংযুক্তা মদ্বীর্ঘ্যসমতেজসঃ ।

উৎপৎস্বন্তে বধার্থং তে কুলস্ত ভুবি বানরাঃ ॥ ১৬ ॥

নখদংষ্ট্রায়ুধাঃ শূরা মনঃপবনরংহসঃ ।

যুদ্ধোন্মত্তা বলোদগ্ৰাঃ শৈলা ইব বিসর্পিণঃ ॥ ১৭ ॥

তে রাক্ষস বলং দর্পমুৎসেধক পৃথগ্বিধম্ ।

ব্যপনেষ্যন্তি সংভূয় সহামাত্যস্তুতস্ত তে ॥ ১৮ ॥

কিং ত্বিদানীং ময়া শক্যং কর্তুং যম্ ময়া ভবান্ ।

হন্তব্যো হত এব ত্বং পূর্বমেব স্বকর্ম্মভিঃ ॥ ১৯ ॥

অচিন্তয়িত্বা স তদা নন্দিবাক্যং মহামনাঃ ।

তচ্ছাপাগ্নিবিনির্দগ্ধো বাক্যম্নেতছুবাচ হ ॥ ২০ ॥

১৬। লো-ট। তে তব কুলস্ত ।

১৭। লো-ট। বলম্ উদগ্ৰম্ অত্যাগ্ৰং যেষাং তে । শৈলা ইব ইব-শব্দোহপ্যর্থঃ, শৈলা অপি শৈলতুল্যা অপি বিসর্পিণঃ শীঘ্রগামিনঃ ।

১৮। লো-ট। উৎসেকমুৎসাং তে তু বানরাঃ । তে তব ।

১৯। লো-ট। হতস্বং বা স্বং হত এব ।

৭. অতিশয় বলশালী এবং পূর্বতের ত্রায় বিশালকায় যুদ্ধোন্মত্ত দ্রুতগামী বানরগণ তোর বংশ বিনাশ করিবার জন্য পৃথিবীতে উৎপন্ন হইবে ॥ ১৫-১৭ ॥

হে রাক্ষস, সেই বানরগণ মিলিত হইয়া অমাত্য এবং পুত্রগণের সহিত তোর বল, দর্প এবং বহুবিধ ঔদ্ধত্য দূর করিবে ॥ ১৮ ॥

আমি আর এখন কি করিতে পারি ? যে হেতু তোকে আমার বধ করিতে হইবে না ; কারণ, তুই স্বীয় কর্ম্মদ্বারা পূর্ব হইতেই নিহত হইয়া আছিস ॥ ১৯ ॥

তখন সেই মহামনাঃ রাবণ নন্দীর কথা চিন্তা না করিয়া নন্দীর অভিশাপানলে

১। হ 'তবান্নবলং' । ২। হ 'মুৎসেধক' । ৩। হ 'হ' । ৪। হ 'বহুবিধ' । ৫। হ 'ন হন্তব্যো হতস্বং বা' । ৬। হ 'গা' । ৭। হ 'বলঃ' । ৮। ক 'গ্নিনা নি' ।

ପୁଷ୍ପକନ୍ଥ ଗତିଶିଳ୍ପୀ ସଂକ୍ରାନ୍ତେ ମମ ଗଚ୍ଛତଃ ।

କରିଷ୍ୟାମ୍ୟହମପ୍ୟସ୍ତୁ ପ୍ରତିକାରଂ ସୁଦାରୁଣାଂ ॥ ୨୧ ॥

ତଦେଷ ଶୈଳସୁଲଂ କରୋମି ତବ ଗୋପତେ ।

କେନ ପ୍ରଭାବେଽଭାବଂ କ୍ରୀଡ଼ିତ୍ୟତ୍ର ସ ଲୀଳୟା ॥ ୨୨ ॥

ଆପିଦ୍ୟେତାଂ ତତସ୍ତସ୍ତୁ ଶୈଳସ୍ତସ୍ତୋପମୌ ଭୁଞ୍ଜେ ।

ବିସ୍ମିତାଂଶାଭବଂସ୍ତତ୍ର ସଚିବାସ୍ତସ୍ତୁ ରକ୍ଷସଃ ॥ ୨୩ ॥

ରକ୍ଷସା ତେନ ରୋମାଞ୍ଚ ଭୁଞ୍ଜାମବପୀଡ଼ନାଂ ।

ଯୁକ୍ତୋ ବିରାବଃ ସୁମହାଂସ୍ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟଂ ଯେନ କମ୍ପିତମ୍ ।

ମେନିରେ ବଞ୍ଜନିଷ୍ପେଷଂ ମର୍ତ୍ତ୍ୟା ଦୈତ୍ୟା ଯୁଗନ୍ଧରେ ॥ ୨୪ ॥

୨୨ । ଲୋ-ଟୀ । ଗୋପତେ ପଶୁପତେ ।

[ ଲୋ-ଟୀ । ] ଯଥା ପ୍ରଭୁଃ ପ୍ରଭୂରିବ ।

୨୩ । ଲୋ-ଟୀ । ଶୈଳସ୍ତସ୍ତୋପମା ସାଦୃଶ୍ୟଂ ଯଯୋକ୍ତେ । ବିସ୍ମିତା ବିଗତାହଙ୍କାରାଃ ।

୨୪ । ଲୋ-ଟୀ । ବିରାବୋ ମହାନ୍ ଶବ୍ଦଃ । ତମେବ ବିରାବଂ ଯୁଗନ୍ଧୟଂ ଯୁଗନ୍ଧକାଳୀନଂ  
ଞ୍ଜନିଷ୍ପେଷଂ ବଞ୍ଜସଂସ୍ପର୍ଶଧ୍ବନିଂ । ‘କ୍ଷୁର୍ଭୁବଞ୍ଜନିଷ୍ପେଷୋ ବଞ୍ଜସଂସ୍ପର୍ଶେ ଧ୍ବନା’ବିତ୍ୟଞ୍ଜୟଃ ।

ଦଶ ହୁଅଁୟା [ ଶକ୍ତରେ ଉଦ୍ଦେଶେ ] ଏହି କଥା ବଲିଲ—॥ ୨୦ ॥

ହେ ପଶୁପତେ, ଯେ ଜନ୍ୟ ଆମାର ଗତିଶୀଳ ପୁଷ୍ପକରଥର ଗତି ରୋଧ କରିଯାଛ, ଆମିଓ ତାହାର ଅତି କଠୋର ପ୍ରତିବିଧାନ କରିବ; ସୁତରାଂ ଏହି ଆମି ତୋମାର ପର୍ବତକେ ଉନ୍ମୁଳିତ କରିତେছি, [ ଦେଖି ] କୋନ୍ ପ୍ରଭାବେ ସେହି ତୁମି ଏହି ପର୍ବତେ ଲୀଳାସହକାରେ ବିହାର କର ॥ ୨୧-୨୨ ॥

ପରେ ସେହି ରାକ୍ଷସ ରାବଣର ପର୍ବତସ୍ତସ୍ତସଦୃଶ ବାଛ ଅତିଶୟ ପୀଡ଼ିତ ହୁଅଁଲ ଏବଂ ତାହାର ମଜ୍ଜିଗଣ ବିସ୍ମିତ ହୁଅଁଲ ॥ ୨୩ ॥

ସେହି ରାକ୍ଷସ ରାବଣ କ୍ରୋଧେ ଏବଂ ବାହର ପୀଡ଼ାବଶତଃ ଅତିଶୟ ଭୀଷଣ ଶବ୍ଦ କରିତେ

୧ । ହ ‘ତବଃ’ । ୨ । ହ ‘ଯଥା ପ୍ରଭୁଃ’ । ୩ । ହ ‘ଅପି’ । ୪ । ହ ଅନ୍ତଃ ପରମ୍ ‘ବଞ୍ଜନୀୟଂ ନ ଜାନୀତେ ଭରହାନ୍ତଂ ନ ବୁଧାତେ । ଏବଂସ୍ତତ୍ରା ତତ୍ତୋ ରାଜମ୍ ଭୁଞ୍ଜେ ନିକ୍ଷିପ୍ୟ ପର୍ବତେ । ତୋଳୟାମାସ ତଂ ଶୈଳଂ ସ ଚ ଶୈଳୋ ଯାକମ୍ପତ । ତତ୍ତୋ ରାମ ସହାୟେଷା ଦେବାନାଂ ଅବସୋ ହସନ୍ । ପାଦାଂଶ୍ଟେନ ତଂ ଶୈଳଂ ପୀଡ଼ୟାମାସ ଲୀଳୟା’ ॥ ଇତ୍ୟାଦିକମ୍ ।  
୫ । ହ ‘ଭୁଞ୍ଜୟୋଃ ପୀଡ଼ନାଦିଧା’ । ୬ । ହ ‘ଦୈତ୍ୟା ମର୍ତ୍ତ୍ୟା ହୁ’ ।

আসনেভ্যশ্চ চলিতা দেবাঃ শক্রপুরোগমাঃ ।

যক্ষা বিদ্যাধরাঃ সিদ্ধাঃ কিমেতদিতি চাক্রবন্ ॥ ২৫ ॥

তোষয়স্ব মহাদেবং নীলকণ্ঠমুমাপতিম্ ।

তমুতে শরণং নাশ্র্যং পশ্চামোহিত্র দশানন ॥ ২৬ ॥

স্তুতিভিঃ প্রণতো ভূত্বা তমেব শরণং ব্রজ ।

কৃপালুঃ শঙ্করস্তুক্যৈঃ প্রসাদং তে বিধাশ্রতি ॥ ২৭ ॥

এবমুক্তস্তদামাত্যৈস্তুক্যৈব বৃষভধ্বজম্ ।

সামভির্বিবিধৈঃ স্তোত্রৈঃ প্রণম্য স দশাননঃ ॥ ২৮ ॥

ততঃ প্রীতো মহাদেবঃ শৈলাগ্রে বিষ্ঠিতঃ প্রভুঃ ।

মুক্ত্বা তস্মা ভুক্তৌ রাজন্নু বাচেদং দশাননম্ ॥ ২৯ ॥

লাগিল ; সেই শবে ত্রিভুবন কম্পিত হইল এবং মনুষ্য ও দৈত্যগণ [ সেই শবকে ] যুগক্ষয়কালীন বজ্রনিষ্পেষ-শব্দ বলিয়া মনে করিল ॥ ২৪ ॥

ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ স্ব স্ব আসন হইতে বিচলিত হইলেন এবং যক্ষ, বিদ্যাধর ও সিদ্ধগণ বলিয়া উঠিলেন—“এ কি !” ॥ ২৫ ॥

[ মস্ত্রিগণ কহিল ] দশানন, উমাপতি নীলকণ্ঠ মহাদেবকে সমুপস্থিত করুন, এ বিষয়ে তিনি ব্যতীত অন্য কাহাকেও রক্ষাবর্তা দেখিতে পাই না ॥ ২৬ ॥

স্তুতিদ্বারা প্রণত হইয়া মহাদেবের শরণাগত হউন ; শঙ্কর দয়ালু, তিনি সমুপস্থিত হইয়া আপনার প্রতি দয়া প্রকাশ করিবেন ॥ ২৭ ॥

অমাত্যগণ এইরূপ বলিলে সেই দশানন প্রণত হইয়া বিবিধ প্রিয়বাক্যদ্বারা মহাদেবের স্তুত্ব করিতে লাগিল ॥ ২৮ ॥

রাজন, তার পর পর্বতশিখরে অবস্থিত প্রভু মহাদেব প্রীত হইয়া রাবণের স্বাহ [ গীড়া- ] মুক্ত করিয়া তাহাকে এই কথা বলিলেন— ॥ ২৯ ॥

শ্রীতোহস্মি তব বীর্য্যাক্ষ শৌচীর্ঘ্যাক্ষ নিশাচর ।

অরাক্ষসঃ স্বভাবস্তে স্বর এষ হৃদারুণঃ ॥ ৩০ ॥

যস্মাল্লোকত্রয়ং হেতদ্রাবিতং ভয়মাগতম্ ।

তস্মাদ্বং রাবণো নান্না খ্যাতিং রাজন্ গমিষ্যসি ॥ ৩১ ॥

ভবন্তু মানুযা দৈত্যা গন্ধর্বাঃ সহ দৈবতৈঃ ।

সর্ব্ব এবাভিধান্তিস্তি রাবণং লোকরাবণম্ ॥ ৩২ ॥

গচ্ছ পৌলস্ত্য বিশ্রকং পথা যেন ত্বমিচ্ছসি ।

ময়া ত্বমভ্যনুজ্ঞাতো রাক্ষসাধিপ গম্যতাম্ ॥ ৩৩ ॥

সাক্ষান্মহেশ্বরৈগৈবং কৃতনামা স রাবণঃ ।

অভিবাণ্ড মহাদেবমারোহং পুষ্পকং পুনঃ ॥ ৩৪ ॥

৩০ । লো-টী । শৌচীর্ঘ্যং শৌর্ঘ্যং । এষ তে তব স্বভাবস্বরঃ স্বভাবতঃ স্বরঃ অরাক্ষসঃ  
রাক্ষসৈঃ কর্ত্তৃনশক্যঃ ।

৩১ । লো-টী । দ্রাবিতং কম্পিতম্, তব শব্দেন ভয়ঙ্কাগতং প্রাপ্তম্ ।

৩৩ । লো-টী । যেন পথা ত্বং গমিচ্ছসি তেন পথা বিশ্রকং যথা ভবতি তথা যথাবৎ  
দেচ্ছয় গচ্ছ ।

৩৪ । লো-টী । অভিবাণ্ড নমস্কৃত্য ।

হে নিশাচর, তোমার শৌর্য্য এবং বীর্য্য আমি শ্রীত হইয়াছি ; তোমার এই  
অতিশয় ভয়ঙ্কর স্বাভাবিক স্বর সাধারণ রাক্ষসের আয় নহে ॥ ৩০ ॥

হে রাজন্, যে-হেতু তোমার শব্দে এই ত্রিভুবন নিনাদিত এবং ভীত  
হইয়াছে, সেই হেতু তুমি 'রাবণ' এই নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিবে ॥ ৩১ ॥

দেবগণের সহিত মনুষ্য, দৈত্য এবং গন্ধর্ব্বগণ সকলেই তোমাকে লোকরাবণ  
রাবণ বলিয়া অভিহিত করিবে ॥ ৩২ ॥

হে পৌলস্ত্য, তুমি যে পথে গমন করিতে ইচ্ছা কর সেই পথে নির্ভয়ে গমন  
কর ; হে রাক্ষসাধিপ, আমি অনুমতি করিতেছি তুমি [ পুষ্পকরথে আরোহণ  
করিয়া ] গমন কর ॥ ৩৩ ॥

সেই রাক্ষস সাক্ষাৎ মহেশ্বরকর্ত্তক 'রাবণ' এই নামে আখ্যাত হইয়া



ততো মহীতলং<sup>১</sup> রাম পর্য্যক্রামৎ<sup>২</sup> স রাবণঃ ।

ক্ষত্রিয়ান্<sup>৩</sup> স্তমহাভাগান্<sup>৪</sup> বাধমানস্ততত্ততঃ ॥ ৫৫ ॥

কেচিভ্বেজস্বিনঃ শূরাঃ ক্ষত্রিয়া যুদ্ধদুৰ্ম্মদাঃ ।

তচ্ছাসনমকুৰ্ব্বন্তো<sup>৫</sup> বিনেশুঃ সপরিচ্ছদাঃ ॥ ৫৬ ॥

অপরে দুৰ্জয়ং রক্ষো জানন্তুঃ প্রাজ্ঞসম্মতাঃ ।

জিতাঃ স্ম ইত্যভ্যাসন্তু<sup>৬</sup> রাক্ষসং বলদর্পিতম্ ॥ ৩৭ ॥

এবং দর্পবলোৎসিক্তো রাবণো লোকরাবণঃ ।

প্রতাপবান্<sup>৮</sup> বশীকুৰ্ব্বল্লোকাংস্তু<sup>৯</sup> বিচচার হ ॥ ৩৯ ॥

ইত্যর্থে বায়্বাকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে কৈলাসোদ্ধরণং নাম

ষোড়শঃ সর্গঃ ॥ ১৬ ॥

[ লো-টী। ] মাহুযং প্রাপ্য লোকমহীজ্ঞা রাজানস্তমর্দনঃ, বিয়ং নাশম্ উপজবং বা ।

কৈলাসোদ্ধরণম্ ॥ ১৬ ॥

মহাদেবকে অভিবাদনপূর্বক পুনরায় পুষ্পকরথে আরোহণ করিল ॥ ৩৪ ॥

হে রাম, অনন্তর সেই রাবণ অতিশয় বীৰ্য্যাশালী ক্ষত্রিয়দিগকে পীড়িত করিয়া পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল ॥ ৫৫ ॥

কোন কোন তেজস্বী যুদ্ধদুৰ্ম্মদ ক্ষত্রিয়বীর তাহার আদেশ প্রতিপালন না করিয়া অনুচরগণের সহিত বিনাশপ্রাপ্ত হইল ॥ ৫৬ ॥

অত্যাশ্রু বুদ্ধিমান [ ক্ষত্রিয়গণ ] রাক্ষস রাবণকে দুৰ্জয় মনে করিয়া বলদর্পিত রাক্ষসের নিকট ‘আমরা পরাজিত হইয়াছি’ এই কথা বলিলেন ॥ ৩৭ ॥

এইরূপে দর্প এবং বলগর্ভিত প্রতাপশালী লোকরাবণ রাবণ লোকদিগকে বশীভূত করত বিচরণ করিতে লাগিল ॥ ৩৮ ॥

মহর্ষি বায়্বাকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে কৈলাসোত্তোলন-নামক

১৬শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

১। হ ‘প্রাপ্য’। ২। হ ‘যোদ্ধু কামঃ’। ৩। হ ‘বধতে স্ম তত’। ৪। হ ‘প্রতাপাবনতান্ কুৰ্ব্ব’।

৫। অন্তঃ পরং ছ ‘স মাহুযং লোকমরিগ্রমর্দনো নিশাচরেল্লোহপ্রতিমবন্তেজাঃ। চকার িয়ং তুরসা মহীক্ষিতাং যুগান্তকালে প্রপতন্তু রবির্বাণা’। ইত্যধিকম্ ।

( ১৭ ) সপ্তদশঃ সর্গঃ

অথ রাজন্ মহাবাহুর্বিচরন্ বন্থধাতলে ।  
 হিমবদ্বনমালোক্য পরিচক্রাম রাবণঃ ॥ ১ ॥  
 তত্রোপশৃচ্চ কন্যাং স কৃষ্ণাজিনজটাধরাম্ ।  
 আর্ষেণ বিধিনা যুক্তাং দীপ্যস্তাং দেবতা মিব ॥ ২ ॥  
 প্রত্যক্ষমিব সাবিত্রীং জ্বলন্তাং দেবমাত্রম্ ।  
 প্রভামিব রবেদীপ্তামেকাং মূর্ত্তিমতীমিব ॥ ৩ ॥  
 স দৃষ্ট্বা রূপসম্পন্নাং তাং কন্যাং স্তমহাব্রতাম্ ।  
 কামমোহপরীতাত্মা হসন্ পপ্রচ্ছ রাবণঃ ॥ ৪ ॥  
 কিমিদং বর্ত্ততে ভীরু বিরুদ্ধং যৌবনশ্চ তে ।  
 ন হি যুক্তা তবৈতশ্চ রূপশ্চৈয়ং প্রতিক্রিয়া ॥ ৫ ॥

২। লো-টী। আর্ষেণ বিধিনা ঋষির্বেদন্তত্বজেন বিধিনা তপোবিধিনা ।

৩। লো-টী। একাং স্ত্রীণাং মুখ্যাং লক্ষ্মীম্ ।

৪। লো-টী। মোহঃ অধর্মঃ ।

হে রাজন্, মহাবাহু রাবণ পৃথিবীতে বিচরণ করিতে করিতে হিমালয়-পর্বতের বন অবলোকন করিয়া [ তাহার মধ্যে ] ভ্রমণ করিতে লাগিল ॥ ১ ॥

রাবণ সেই বনে কৃষ্ণাজিন-পরিহিতা জটাধারিণী তপঃপরায়ণা দেবতার আয় দীপ্তিশালিনী, সাক্ষাৎ দেবমাতা সাবিত্রীর আয় শোভমানা সূর্য্যের প্রভার আয় উজ্জল এবং মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীর আয় একটা কন্যাকে দেখিতে পাইল ॥ ২-৩ ॥

রাবণ মহাব্রতশালিনী সেই রূপবতী কন্যাকে দেখিয়া কাম এবং মোহে অভিভূত হইয়া হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল—॥ ৪ ॥

হে স্তম্ভুরি, তোমার যৌবনের বিপরীত এ কি কার্য্য হইতেছে ! এইরূপ

রূপং তেহনুপমং ভদ্রে কামোন্মাদকরং নৃণাম্ ।

ন যুক্তং তপ আস্থাতুং বুদ্ধানামেষ নিশ্চয়ঃ ॥ ৬ ॥

কন্যাসি দুহিতা ভদ্রে কো বা ভর্তা তবানঘে ।

পৃচ্ছতঃ শংস মে শীঘ্রং কো বা হেতুস্তপোহর্জনে ॥ ৭ ॥

এবমুক্তা তু সা কন্যা তেনানার্যোণ রক্ষসা ।

অত্রবীদ্বিধিবৎ কৃৎস্না তস্ত্যাতিথ্যং তপোধনা ॥ ৮ ॥

কুশধ্বজো নাম পিতা ব্রহ্মর্ষিস্মৈ স্মধার্মিকঃ ।

বৃহস্পতিস্বতঃ শ্রীমান্ বুদ্ধা তুল্যো বৃহস্পতেঃ ॥ ৯ ॥

৬। লো-টী। যত এষ তপোবিধয়ো নিশ্চয়ঃ বুদ্ধানামেব ।

৮। লো-টী। অনাখোণ শঠেন ।

[ লো-টী। ] এষ ইত্যত্র বুদ্ধিসম্মিকর্ষঃ ।

৯। লো-টী। বৃহস্পতিসমো ব্রহ্মণ্যে ।

বিরুদ্ধাচরণ (এতাদৃশ কঠোর তপস্যা) তোমার এই অতুলনীয় সৌন্দর্য্যের উপযুক্ত নহে ॥ ৫ ॥

হে ভদ্রে, তোমার অনুপম রূপ মানবদিগকে কামোন্মত্ত করে, তপস্যা করা তোমার যুক্তিযুক্ত নয়, এইরূপ তপস্যা করা বুদ্ধগণেরই শোভা পায় ॥ ৬ ॥

হে ভদ্রে, তুমি কাহার কন্যা? হে পুণ্যশীলে, তোমার স্বামীই বা কে? তোমার তপস্যা অর্জন করিবার কারণই বা কি? আমি [ ইহা ] প্রশ্ন করিতেছি, শীঘ্র বল ॥ ৭ ॥

সেই অনার্য্য রাক্ষস রাবণ এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে সেই তাপসী কন্যা যথাবিধানে তাহার আতিথ্যসংকার করিয়া বলিতে লাগিল ॥ ৮ ॥

অতিশয় ধার্মিক বৃহস্পতি-পুত্র বুদ্ধিতে বৃহস্পতিতুল্য ব্রহ্মর্ষি কুশধ্বজ আমার পিতা ॥ ৯ ॥

তস্মাহং কুর্স্বতো<sup>১</sup> নীত্যং বেদাভ্যাসং মহাত্মনঃ<sup>২</sup> ।

সম্ভূতা বাজ্রায়ী কন্যা নাম্না বেদবতী<sup>৩</sup> স্মৃতা ॥ ১০ ॥

ততো দেবাঃ সগন্ধর্ব্বা যক্ষরাক্ষসদানবাঃ ।

মমাভিগম্য পিতরং বরণং মেহভ্যরোচয়ন্ ॥ ১১ ॥

ন চ মাং স পিতা তেভ্যো দত্তবান্ রাক্ষসেশ্বর ।

কারণং তদ্বদিয়ামি নিশাময় মহাভুজ ॥ ১২ ॥

পিতুস্ত<sup>৪</sup> মম জামাতা যোহভিপ্রেতঃ পুরা বিভূঃ ।

শ্রুতো<sup>৫</sup> ময়া যথা রক্ষো বিষ্ণুঃ কিল হরোত্তমঃ ॥ ১৩ ॥

শম্ভুর্নাম ততো রাজা দৈত্যানাং কুপিতোহভবৎ ।

তেন রাত্রৌ প্রহুপ্তো মে পিতা পাপেন হিংসিতঃ ॥ ১৪ ॥

১০। লো-টী। বেদাভ্যাসং বেদাবর্জনম্।

১১। লো-টী। মে মম বরণং যাচনমভ্যরোচয়ন্ অকুর্স্বন।

১২। লো-টী। নিশাময় পশু শৃণ্বিতার্থঃ।

আমি সর্ব্বদা বেদাভ্যাসরত সেই মহাত্মা কুশধ্বজের বাজ্রায়ী কন্যা, আমার নাম বেদবতী ॥ ১০ ॥

গন্ধর্ব্বগণের সহিত দেব, যক্ষ, রাক্ষস ও দানবগণ আমার পিতার নিকট আসিয়া বিবাহ করিবার জন্য আমাকে প্রার্থনা করিয়াছিলেন ॥ ১১ ॥

হে মহাবাহো রাক্ষসেশ্বর, আমার পিতা তাহাদিগের নিকট আমাকে দান করিলেন না, তাহার কারণ বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ১২ ॥

হে নিশাচর, আমি যতদূর শুনিয়াছি—আমার পিতার এই অভিলাষ ছিল যে, দেবশ্রেষ্ঠ ভগবান্ বিষ্ণু তাহার জামাতা হ'ন ॥ ১৩ ॥

তাহা অবগত হইয়া দৈত্যরাজ শম্ভু কুপিত হইল এবং রাত্রিতে সেই পাপিষ্ঠ

১। হ-'তস্তাত'। ২। হ 'মহাত্মা'। ৩। হ-'ভূতা'। ৪। হ-'পিতৃগাঃ'। ৫। হ 'ব্যরোচয়ন্'।

৬। হ-'হি'। ৭। হ-'শ্রুতং'। ৮। হ 'বাতিতঃ'।

ততো জনিত্রী মম যা সা শরীরং পিতুর্নম ।

পরিগৃহ্য মহাভাগা প্রবিষ্টা হব্যবাহনম্ ॥ ১৫ ॥

ততো মনোরথং শ্রদ্ধা পিতুর্নারায়ণং প্রতি ।

মৃতং চ পিতরং দৃষ্ট্বা মিথ্যাকামং মহাব্রতম্ ॥ ১৬ ॥

অহং প্রেতগতস্তাপি কুর্বতী কাজ্জিকতং পিতুঃ ।

ইতি প্রতিজ্ঞামারুহ্য ধর্ম্মমেতং সমাশ্রিতা ॥ ১৭ ॥

ইত্যেতৎ সর্ব্বমাখ্যাতং তব রাক্ষসপুঙ্গব ।

নারায়ণঃ পতির্মেহিস্ত ন চান্মো মানুষোদ্ভবঃ ।

আশ্রিতাং চাপি মাং বিদ্ধি নারায়ণপরায়াণাম্ ॥ ১৮ ॥

বিজ্ঞাতস্বঃ নয়্য রাজন্ পৌলস্ত্যকুলসম্ভবঃ ॥

ভানামি তপসা সর্ব্বং ত্রৈলোক্যে বদ্ধি বর্ত্ততে ॥ ১৯ ॥

১৭। গো-টী। কাজ্জিকতং কুর্বতী করিষ্যন্তী ইতি প্রতিজ্ঞা পিতৃণ্য প্রতিজ্ঞা তাম্

১৮। গো-টী। আশ্রিতাং তপ আশ্রিতাম্।

আমার নিদ্রিত পিতাকে বধ করিল ॥ ১৮ ॥

তার পর মহাভাগাবতী আমাব জননী আমার পিতার দেহ আলিঙ্গন করিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন ॥ ১৫ ॥

তার পর নারায়ণের প্রতি পিতার অভিলাষ শ্রবণ করিয়া এবং মহাব্রত পিতাকে বার্থমনোরথ ও মৃত দেখিয়া আনি 'পরলোকগত পিতার ইচ্ছা পূর্ণ করিব' এই প্রতিজ্ঞা করিয়া এইরূপ কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিয়াছি ॥ ১৬-১৭ ॥

হে রাক্ষসপুঙ্গব, তোমার নিকট এই সমস্ত বৃত্তান্ত কহিলাম, নারায়ণ আমার পতি হউন, অথ কোন শ্রেষ্ঠ মনুষ্য নহে ; নারায়ণপরায়াণা আমাকে তপস্বিনী বলিয়া অবগত হও ॥ ১৮ ॥

হে রাজন্, আমি তোমাকে পৌলস্ত্যকুলসম্ভূত বলিয়া বিশেষভাবে অবগত

১। ছ 'গতং'। ২। ছ 'মহান্মানং'। ৩। ছ 'মাশ্রিত্য'। ৪। ছ 'মহং জিতা'। ৫। ছ 'ন হস্তো মানুষো মতঃ'। ৬। ছ 'মহারাজ'। ৭। ছ 'যচ্'।

সোহত্রবোদ্রাবাস্তত্র তাং কন্যাং স্মহাত্রতাম্ ।

অবতীৰ্য্য বিমানাগ্রাৎ কন্দর্পশরপীড়িতঃ ॥ ২০ ॥

অবলিপ্তাসি স্ত্রোশোণি যন্তাস্তে মতিরীদৃশী ।

রুদ্ধানং যুগশাবাক্ষি ভ্রাজতে পুণ্যসঞ্চয়ঃ ॥ ২১ ॥

ত্বং তু সর্বগুণোপেতা নেদৃশং কর্তুমর্হসি ।

ত্রৈলোক্যসুন্দরী ভূত্বা যৌবনে বার্ককং বিধিম্ ॥ ২২ ॥

কশ্চ তাবদসৌ যন্ত্বং বিষ্ণুরিত্যভিভাষমে ।

একেনাপি ন তুল্যোহসৌ ভুজেন মম বীর্য্যতঃ ।

মা মৈবমিতি সা কন্যা তমুবাচ নিশাচরম্ ॥ ২৩ ॥

২২ । লো-ট। যৌবনে স্তদৃশং বার্ককং বিধিং কর্তুং নর্হসি ।

২৩ । লো-ট। এবং একেনাপীতি যদুক্তং তদেবং মা না, সংগ্রমে নিবেশস্ত দ্বিকৃতিঃ ।  
এং বক্তুং নর্হসীত্যর্থঃ ।

আছি, ত্রিভুবনে যাহা কিছু বর্তমান আছে, তৎসমস্তই তপঃপ্রভাবে জানিতে পারি ॥ ১৯ ॥

কামবাণে জর্জরিত সেই রাবণ পুষ্পকরথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া সেই স্মহাত্রতা কন্যাকে বলিল— ॥ ২০ ॥

হে স্ত্রোশোণি, তুমি গর্বিতা হইয়াছ, যে হেতু তোমার এইরূপ বুদ্ধি হইয়াছে ; হে বালমুগলোচনে, পুণ্যসঞ্চয় বৃদ্ধদিগেরই শোভা পায় ॥ ২১ ॥

কিন্তু সর্বগুণশালিনী তুমি ত্রিভুবনের মধ্যে সুন্দরী হইয়া যৌবনে এরূপ বার্ককোচিত অনুষ্ঠান করিতে পার না ॥ ২২ ॥

তুমি যাহাকে বিষ্ণু বলিয়া বলিতেছ, সে কে ? সে পরাক্রমে আমার একটী হস্তেরও তুল্য নহে, [ তখন ] সেই কন্যা নিশাচর রাবণকে বলিল—“না না, এরূপ বলিও না” ॥ ২৩ ॥

মূৰ্দ্ধজেযু চ তাং রক্ষঃ করোগোপসমস্পৃশৎ ।

স্ত্রীভাবমনয়চ্চাপি বিস্মু রন্তীং বলাদ্বলী ॥ ২৪ ॥

ততো বেদবতী ক্রুদ্ধা শ্বসন্তী জ্বলিতাননা ।

উবাচাগ্নিং সমাধায় দহন্তীব নিশাচরম্ ॥ ২৫ ॥

ধৰ্ষিতায়াস্ত্রয়ানার্য্য নেনানীং মম জীবিতম্ ।

ক্ষমং তস্মাৎ প্রবেক্ষ্যামি পশ্চতন্তে হতাশনম্ ॥ ২৬ ॥

যস্মান্তু ধৰ্ষিতা তেহহমেকেত্যবমতা বনে ।

তস্মান্তব বধার্থায় সমুৎপৎস্তাম্যহং পুনঃ ॥ ২৭ ॥

ন হি স্ত্রিয়া পুমান্ শক্যো হন্তুং ত্বং তু বিশেষতঃ ।

শপামি ন চ পাপ ত্বাং তপসঃ কিং ব্যয়েন মে ॥ ২৮ ॥

২৪। লো-টী। অগ্নিং সমাধায় বিধিবৎ কৃত্বা ।

২৬। লো-টী। হে অনার্য্য, তুমি ধৰ্ষিতায়া মম জীবিতং জীবনং নাস্তি, তস্মাদিনানীমেব পশ্চতঃ তে তব সমক্ষং হতাশনং প্রবেষ্টুং ক্ষমং যুক্তমিত্যর্থঃ ।

বলশালী রাবণ হস্তদ্বারা তাহার কেশসমূহ স্পর্শ করিল এবং বলপূর্ব্বক কম্পমানা সেই কণ্ঠাকে পত্নী হইয়া গ্রহণ করাইল ॥ ২৪ ॥

তখন ক্রোধে অগ্নিমুখী বেদবতী নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া নিশাচর রাবণকে যেন দগ্ধ করিতে করিতে বলিল— ॥ ২৫ ॥

হে অনার্য্য, তোমাকর্তৃক ধৰ্ষিত হইয়া এক্ষণে আমার জীবন ধারণ করা উচিত নয়, অতএব তোমার সমক্ষেই অগ্নিতে প্রবেশ করিতেছি ॥ ২৬ ॥

যে হেতু এই বনে তুমি একাকিনী বলিয়া অবজ্ঞাপূর্ব্বক আমাকে ধৰ্ষণ করিয়াছ, সেই হেতু তোমাকে বধ করিবার জন্য পুনরায় আমি উৎপন্ন হইব ॥ ২৭ ॥

নারী পুরুষকে বধ করিতে সমর্থ নহে, বিশেষতঃ তোমাকে ;

১। হ'কণ্ঠাং'। ২। হ'শৈব'। ৩। হ'জৈনাং'। ৪। হ'অলদ্বী'। ৫। হ'নিরীক্ষিতঃ'।

যদি স্থস্তি ময়া কিঞ্চিৎ কৃতং দত্তং হৃতং তথা  
 তেন হযোনিজা সাক্ষী ভবেয়ং ধর্ম্মিণঃ স্মৃতা ॥ ১৯ ॥

এবমুক্ত্বা প্রবিষ্টা সা প্রজ্বলন্তং হৃতাশনম্ ।

খাং প্রপেতুস্ততো দিব্যাঃ সমস্তাং পুষ্পবৃক্ষয়ঃ ॥ ২০ ॥

পুনরেব হি সম্ভূতা পদ্মে পদ্মসমপ্রভা ।

তস্মাদপি পুনঃ প্রাপ্তা পর্যাশ্রিতা চ রক্ষসা ॥ ২১ ॥

কন্যাং পঙ্কজগর্ভাভাং প্রগৃহ্য স্বগৃহং যযৌ ।

প্রবিষ্টা রাবণশৈচনাং দর্শয়ামাস মন্ত্রিণে ॥ ২২ ॥

লক্ষণজ্ঞো নিরীক্ষ্য তামিদমাহ দশাননম্ ।

গৃহস্থো নাইতি শ্রোগীং ভ্রমেতাং ত্যক্তুমর্হসি ॥ ২৩ ॥

হে পাপিষ্ঠ, আমি তোমাকে অভিশাপও দিব না ; [ অভিশাপ দিয়া ] তপঃক্ষয়  
 করিয়া কি হইবে ? ॥ ২৮ ॥

আমি যদি কিঞ্চিৎ সংকর্ম্ম, দান, অথবা হোম করিয়া থাকি, তবে সেই  
 সকল কর্ম্মদ্বারা সতী এবং অযোনিজা হইয়া কোন ধার্ম্মিক ব্যক্তির কন্যারূপে  
 অবতীর্ণ হইব ॥ ২৯ ॥

এই কথা বলিয়া বেদবতী জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন, তখন আকাশ  
 হইতে চতুর্দিকে স্বর্গীয় পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল ॥ ৩০ ॥

কমলপ্রভা সেই বেদবতী পুনরায় পদ্মের উপর জন্মগ্রহণ করিলে সেই রাবণ  
 তথা হইতেও পুনরায় তাঁহাকে লাভ করিল ॥ ৩১ ॥

রাবণ পদ্মগর্ভপ্রভা দীপ্তিমতী সেই কন্যাকে গ্রহণ করিয়া গমন করত স্বীয়  
 গৃহে প্রবেশ করিয়া মন্ত্রীকে দেখাইল ॥ ৩২ ॥

লক্ষণজ্ঞ মন্ত্রী তাহাকে দেখিয়া দশাননকে বলিল, গৃহস্থের পক্ষে এই  
 কন্যাকে সম্ভোগ করা অনুচিত, অতএব তোমার ইহাকে পরিত্যাগ করা  
 উচিত ॥ ৩৩ ॥



এতচ্ছূত্বার্ণবে রাম সৌহৃদ্বিপদ্রাক্ষসস্তদা ।

স। ক্ষিপ্তোন্মিভিরানায় যজ্ঞোপবনমস্তিকে ॥ ৩৪ ॥

রাজ্ঞো হলমুখগ্রস্তা পুনরপ্যুদ্বৃতা সতী ।

সৈষা জনকরাজস্ত প্রসূতা তনয়া প্রভো ।

তব ভার্য্যা মহাবাহো ত্বং হি বিষ্ণুঃ সনাতনঃ ॥ ৩৫ ॥

পূর্ব্বং ক্রোধহতঃ শত্রুরনয়া যো হতস্তয়া ।

সমুপাশ্রিত্য শৈলাভং তব বীর্য্যমমানুষম্ ॥ ৩৬ ॥

এবমেবা মহাভাগা পুনর্মর্ত্যৈষজায়ত ।

ক্ষেত্রে হলমুখোৎকৃষ্টে বেদীসংস্থানসংস্থিতে ॥ ৩৭ ॥

৩৫। লো-টী। প্রসূতা লাঙ্গলদ্বারেণ জাতা ।

৩৬। লো-টী। তব বীৰ্য্যং বলং শৈলাভং শৈলবৎ দ্রববগাহং সমুপাশ্রিত্য অনৈষব পূর্ব্বক্রোধহতঃ ।

৩৭। লো-টী। বেদীসংস্থানং বেদীরূচনা, তেন রূপেণ সংস্থিতে ।

ইহা শ্রবণ করিয়া সেই রাক্ষস রাবণ তৎক্ষণাৎ তাহাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিল ; [ তখন ] সেই কন্যা তরঙ্গাভিঘাতে [ জনকের ] যজ্ঞোত্থান সমীপে নিক্ষিপ্ত হইল ॥ ৩৪ ॥

সেই সতী বেদবতী জনকরাজের লাঙ্গলের ফালে আকৃষ্টা এবং [ তৎকর্তৃক ] উদ্ধৃতা হইয়া তদীয়া কষ্টাক্রমে পুনরায় আবিভূতা হইয়াছেন। হে মহাবাহো, তিনিই আপনার ভার্য্যা, আপনি সনাতন বিষ্ণু ॥ ৩৫ ॥

আপনি যাহাকে বধ করিয়াছেন, সেই শত্রু রাবণকে এই সীতা ক্রুদ্ধ হইয়া আপনার পর্ব্বতবৎ অনতিক্রমণীয় অমানুষিক সামর্থ্য আশ্রয় করত পূর্ব্বই বধ করিয়া রাখিয়াছিলেন ॥ ৩৬ ॥

এইরূপে এই মহাভাগা সীতা লাঙ্গলাগ্রদ্বারা কষিত বেদীনির্মাণের জন্ত নির্ধারিত ক্ষেত্রে পুনরায় মর্ত্যালোকে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ॥ ৩৭ ॥

সৈষা বেদবতী নাম পূর্বমাসীং কৃতে যুগে ।

সীতোৎপন্নেতি সীতা সা মানবৈঃ পুনরুচ্যতে ॥ ৩৮ ॥

কৃতে যুগে তু নির্বৃত্তে হ্যেতৎ পরপুরুষ্য ।

ত্রেতাযুগমিদং প্রাপ্য তব ভার্য্যা কৃত্য চ সা ॥ ৩৯ ॥

ইত্যার্থে বায়ীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে সীতোৎপত্তিনাম  
সপ্তদশঃ সর্গঃ ॥ ১৭ ॥

৩৮। লো-টী। সীতয়া লাক্ষলপদ্ধত্যা উৎপন্ন।

৩৯। লো-টী। এতদ্ বৃত্তান্তং নির্বৃত্তং জাতম্। ইয়ং সীতা, স রাবণঃ।

সীতোৎপত্তিঃ ॥ ১৭ ॥

পুরাকালে সত্যযুগে ইহারই নাম বেদবতী ছিল, পুনরায় লাক্ষলপদ্ধতি হইতে  
উৎপন্ন হইয়াছেন বলিয়া [ এখন ] ইহাকে লোকে সীতা বলে ॥ ৩৮ ॥

হে পরপুরুষ্য, এই ঘটনা সত্যযুগে ঘটিয়াছে, সত্যযুগ অতীত হইলে এই  
ত্রেতাযুগ লাভ করিয়া সেই বেদবতী আপনার ভার্য্যা হইয়াছেন ॥ ৩৯ ॥

মহর্ষি বায়ীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে সীতোৎপত্তিনামক  
১৭শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

## ( ১৮ ) অষ্টাদশঃ সর্গঃ

প্রবিষ্ঠায়াং হতাশং তু বেদবত্যাং স রাবণঃ ।

পুষ্পকন্তু তমারুহ<sup>১</sup> পরিবভ্রাম মেদিনীম্ ॥ ১ ॥

ততো মরুত্তং নৃপতিং যজন্তং সহ দৈবতৈঃ ।

উশীরবীজমাসাদ্য শৈলমৈক্ষত রাবণঃ ॥ ২ ॥

সংবর্তো নাম বিপ্রার্ষির্বৃহস্পতিকুলোদ্ভবঃ ।

যাজয়ামাস ধর্মজ্ঞঃ সর্বৈত্রক্ষণৈশু<sup>৩</sup>তঃ ॥ ৩ ॥

দৃষ্ট্বা দেবাস্ত তদ্রক্ষো বরদানাং হুতুর্জয়ম্ ।

তাং তাং যোনিং সমাবিষ্টাস্তস্মা<sup>৪</sup> ধর্মগভীরবঃ ॥ ৪ ॥

ইন্দ্রো ময়ূরঃ সংবর্তো ধর্মরাজস্ত বায়সঃ ।

কুকলাসো ধনাধ্যক্ষো হংসো বৈ বরুণোহভবৎ ॥ ৫ ॥

৩। গো টী। ব্রহ্মগুণৈরাক্ষণগুণৈঃ।

বেদবতী অগ্নিতে প্রবেশ করিলে সেই রাবণ পুষ্পকরথে আরোহণ করিয়া পৃথিবী ভ্রমণ করিতে লাগিল ॥ ১ ॥

রাবণ উশীরবীজনামক পর্বতে উপস্থিত হইয়া দেবগণের সহিত নরপতি 'মরুত্ত'কে যজ্ঞ করিতে দেখিল ॥ ২ ॥

সমস্ত ব্রাহ্মণগুণযুক্ত ধর্মজ্ঞ বৃহস্পতিকুলোৎপন্ন সংবর্তনামক বিপ্রার্ষি পোরোহিত্য করিতেছিলেন ॥ ৩ ॥

বরপ্রভাবে অতিশয় দুর্জয় সেই রাজসকে দেখিয়া তাহার অত্যাচারে ভীত হইয়া দেবগণ নানা যোনিতে প্রবেশ করিলেন ॥ ৪ ॥

ইন্দ্র ময়ূর হইলেন, ধর্মরাজ কাক হইলেন, কুবের কুকলাস হইলেন এবং বরুণ হংস হইলেন ॥ ৫ ॥

১। চ '-কং তং স'। ২। ছ 'পরিচক্রাম'। ৩। ছ '-ষিঃ সাক্ষাদ্ভ্রাতৃ বৃহস্পতেঃ'। ৪। ছ 'বঃ'।

৫। ছ 'দর্শন'।

অন্যযোনিগতেষ্বেবং হুরেষরিনিসূদন ।

রাবণঃ প্রাৰিষদ্ যজ্ঞং সারমেয় ইবাশুচিঃ ॥ ৬ ॥

তৎ<sup>১</sup> রাজানমাসা<sup>২</sup>ত রাবণো রাক্ষসাধিপঃ ।

প্রাহ যুদ্ধং প্রযচ্ছেতি নির্জিতোহস্মীতি বা বদ ॥ ৭ ॥

ততো মরুতো নৃপতিঃ কো ভবানিত্যভাষত ।

অবহাসং ততো মুক্ত্বা রক্ষো বচনমব্রবীৎ ॥ ৮ ॥

সকুতুহলভাবেন শ্রীতোহস্মি তব পার্শ্বি ব ।

ভ্রাতরং ধনদশ্চেহ বেৎসি মাং যন্ন রাবণম্ ॥ ৯ ॥

কো হি নাম ত্রিলোকেষু যো ন জানাতি মে বলম্ ।

ধনদং যেন নির্জিত্য বিমানমেতদাহতম্ ॥ ১০ ॥

৯। লো-টা। ধনদস্ত ভ্রাতরং মাং রাবণং ন বেৎসীত্যাচ্যতে তেন সকুতুহলভাবেন অতি-কুতুহলতয়া।

হে শত্রুসূদন ! এইরূপে দেবগণ অগ্নি [ তিৰ্য্যগ্ ] যোনিমধ্যে প্রবেশ করিলে রাবণ অশুচি কুকুরের আয় যজ্ঞক্ষেত্রে প্রবেশ করিল ॥ ৬ ॥

রাক্ষসরাজ রাবণ সেই মরুত্ত নৃপতির সমীপে গমন করিয়া তাঁহাকে বলিল ‘যুদ্ধ কর, অথবা বল—‘পরাজিত হইয়াছি’ ॥ ৭ ॥

তৎপরে রাজা মরুত্ত তাহাকে কহিলেন ‘তুমি কে’? তখন রাবণ বিদ্রূপ করিয়া তাঁহাকে বলিল—রাজন, কুবেরের ভ্রাতা আমি রাবণ, আমাকে যে হেতু আপনি জানেন না, সেই জন্তু আপনার কৌতূহলে আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি ॥ ৮-৯ ॥

যে-আমি কুবেরকে পরাজিত করিয়া এই পুষ্পকরথ আহারণ করিয়াছি, সেই আমার বলের বিষয় অবগত নহে, ত্রিভুবনে এমন কোন্ ব্যক্তি আছে ॥ ১০ ॥

১। হ ‘হুরেষু হুরস্বদনঃ’। ২। ক ‘বুদ্ধং’। ৩। হ ‘তং রাজানং সমাসাত’। ৪। হ ‘অকু-’। ৫। হ ‘স লোকেষু’। ৬। হ ‘-বিনম-’।

১  
ততো মরুভো নৃপতী রাবণং প্রত্যাচ হ ।  
ধন্যঃ খলু ভবান্ যেন জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা রণে জিতঃ ॥ ১১ ॥

২  
নাধর্মসহিতং শ্লাঘ্যং ন চ লোকে বিগর্হিতম্ ।  
ত্বং তু দৌরাগ্র্যতঃ কৃত্বা শ্লাঘসে ভ্রাতৃনির্জয়ম্ ॥ ১২ ॥

৩  
কিং ত্বং প্রাক্ কেবলো ধাত্রো নির্মিতঃ ক্রুরকর্মকৃৎ ।  
শ্রুতপূর্ব্বং হি ন ময়া যাদৃশং ভাষসে স্বয়ম্ ॥ ১৩ ॥  
তিষ্ঠেদানীং ন মে জীবন্ প্রতিযাস্তসি দুর্ন্যতে ।  
অনু ত্বাং নিশিতৈর্ব্বাণৈঃ প্রেষয়ামি যমক্ষয়ম্ ॥ ১৪ ॥

১২। লো-টী। অধর্মসহিতম্ অধর্মজনকং জ্যেষ্ঠভ্রাতৃজয়াদিকং কর্ম শ্লাঘ্যং কস্তাপি  
শ্লাঘনীয়ং ন ভবতি, তথা লোকনিন্দিতং যদন্তং কর্ম ।

১৩। লো-টী। ক্রুরকর্মকর্তৃষ্মেন নির্মিতঃ ।

তখন রাজা 'মরুভ' রাবণকে প্রত্যুত্তরে বলিলেন, তুমি যুদ্ধে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে  
পরাজিত করিয়াছ, অতএব তুমিই ধন্য ! ॥ ১১ ॥

অধর্মজনক এবং লোকনিন্দিত কার্য্য প্রশংসনীয় নহে, তুমি হুঁরাওয়া, সেই  
জন্ম ভ্রাতাকে পরাভূত করিয়া শ্লাঘা প্রকাশ করিতেছ ॥ ১২ ॥

বিধাতা কি কেবল তোমাকেই নিষ্ঠুর-কর্মকারী করিয়া পূর্ব্ব সৃষ্টি করিয়া-  
ছিলেন, তুমি নিজমুখে যেরূপ বলিতেছ, এরূপ কথা আমি পূর্ব্ব শ্রবণ  
করি নাই ॥ ১৩ ॥

রে দুর্ন্যতে, তুই থাম, তুই আমার নিকট হইতে জীবিত অবস্থায়  
প্রত্যাবর্তন করিতে পারিবি না, আজ তোকে ভীষ্ম বাণসমূহ দ্বারা যমালয়ে  
প্রেরণ করিব ॥ ১৪ ॥

ইতু্যক্তা ধনুরাদায় শায়কাংশচ স পার্শ্বিণঃ ।

নির্জ্জগাম ততস্তস্ম সংবর্তো মার্গমাবৃণোৎ ॥ ১৫ ॥

সোহব্রবীৎ স্নেহসংক্লিষ্টস্তং মরুত্তং মহানৃষিঃ ।

শ্রোতব্যং যদি মদ্বাক্যং সংপ্রহারো ন তে ক্ষমঃ ॥ ১৬ ॥

মাহেশ্বরো হি যজ্ঞোহয়মসমাপ্তঃ কুলং দহেৎ ।

দীক্ষিতস্য কুতো যুদ্ধং ক্রুরত্বং দীক্ষিতে কুতঃ ।

সংশয়শ্চ রণে নীত্যং রাক্ষসশৈচষ দুর্জয়ঃ ॥ ১৭ ॥

স নিবৃত্তো গুরোর্বাক্যাম্মরুত্তঃ পৃথিবীপতিঃ ।

বিসৃজ্য সশরং চাপং স্নস্হো মথমুখঃ স্থিতঃ ॥ ১৮ ॥

১৫। লো-টী। তস্ত মরুত্তস্ত। স সংবর্তঃ।

১৬। লো-টী। স্নেহসংক্লিষ্টং স্নেহযুক্তং যথা ভবতি।

১৮। লো-টী। মথমুখে মথারম্ভে।

এই কথা বলিয়া সেই রাজা 'মরুত্ত' ধনুক এবং শরসমূহ গ্রহণ করত নির্গত হইলেন, তখন সংবর্ত তাঁহার পথ রোধ করিলেন ॥ ১৫ ॥

সেই মহর্ষি সংবর্ত স্নেহপ্রবণ হইয়া সেই মরুত্তকে বলিলেন, যদি আমার কথা শ্রবণ কর, তবে তোমার যুদ্ধ করা উচিত নয় ॥ ১৬ ॥

এই মহেশ্বরদৈবত যজ্ঞ যদি সমাপ্ত না হয়, তবে কুল দগ্ধ করে, [যজ্ঞে] দীক্ষিত ব্যক্তির যুদ্ধ করা চলে না, দীক্ষিত হইলে নৃশংসতা করা উচিত নয়; যুদ্ধে জয়-পরাজয় অনিশ্চিত এবং এই রাক্ষসকে জয় করাও কষ্টকর ॥ ১৭ ॥

গুরুর কথায় সেই ভূপতি মরুত্ত নিবৃত্ত হইয়া বাণ ও কাম্বুক পরিত্যাগ করত যজ্ঞাভিমুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ১৮ ॥

১। হ-'সংক্লিষ্টং তং'। ২। 'মে বাক্যং'। ৩। হ-'বিষয়শ্চ'। ৪। হ-'নিবৃত্তো'। ৫। হ-'দৈব'।

৬। হ-'ক্যাশীক্ষিতঃ'। ৭। হ-'মুখে'।

ততস্তং নিজ্জিতং মত্বা ঘোষয়ামাস বৈ শুকঃ ।

রাবণো জয়তাভ্যেবং হর্ষগদগদয়া গিরা ॥ ১৯ ॥

স ভঙ্কয়িত্বা তত্রস্থান ব্রহ্মর্ষীন্ যজ্ঞসংস্থিতান্ ।

বিতৃষণে রুধিরৈস্তেষাং পুনঃ সংপ্রযযৌ মহীম্ ॥ ২০ ॥

জিতকাশিনো নিবৃত্তস্ত রাবণস্তাথ তে সুরাঃ ।

পুনঃ স্বাং যোনিমান্স্থায় তানি সত্বানি তেহব্রবন্ ॥ ২১ ॥

হর্ষাদথাব্রবীদিন্দ্রো ময়ূরং নীলবর্হিণম্ ।

প্রীতোহস্মি তব ধর্ম্যস্ত ভুজঙ্গারে বিহঙ্গম ॥ ২২ ॥

মম নেত্রসহস্রং যৎ তন্তে বর্হে ভবিষ্যতি ।

ময়ি বর্ষতি হর্ষং চ পরং ত্বমুপযাস্তসি ।

এবমিন্দ্রো বরং প্রাদান্ময়ূরস্ত সুরেশ্বরঃ ॥ ২৩ ॥

২০। লো-টা। বিতৃষণা বিগততৃষণাঃ।

২১। লো-টা। জিতকাশিনো জিতাহবস্ত।

২২। লো-টা। নীলং বর্হং পুচ্ছমস্ত্রাভীতি তথা। নীলাঃ কৃষ্ণাঃ বর্হাঃ পুচ্ছানি পদ্মানি  
২। 'বর্হং পুচ্ছং নলেহস্ত্রিয়া'মিতি কোষঃ।

তারপর [ রাবণের মন্ত্রী ] শুক তাঁহাকে পরাজিত স্থির করিয়া হর্ষগদগদ  
বাক্যে 'রাবণের জয়' এইরূপ ঘোষণা করিতে লাগিল ॥ ১৯ ॥

রাবণ যজ্ঞে দীক্ষিত তদ্রত্য ব্রহ্মর্ষিদিগকে ভঙ্কণ করিয়া তাঁহাদের রক্তে  
তৃষণা নিবারণ করত পুনরায় ভূমণ্ডলে যাত্রা করিল ॥ ২০ ॥

অনন্তর জয়োদ্ধত রাবণ নিবৃত্ত হইলে সেই দেবগণ পুনরায় স্ব স্ব যোনিতে  
প্রবিষ্ট হইয়া সেই সেই প্রাণীদিগকে [বরদানার্থে নানা কথা] বলিতে লাগিলেন ॥ ২১ ॥

ইন্দ্র আহ্লাদবশতঃ নীলপুচ্ছ ময়ূরকে বলিলেন, হে সর্পশত্রো ধার্মিক  
বিহঙ্গ, আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি ॥ ২২ ॥

✓ আমার এই যে নয়ন-সহস্র, ইহা তোমার পুচ্ছ শোভা পাইবে এবং আমি

১। হ 'জাঘা'। ২। হ 'তে'। ৩। হ '-সক্তান্'। ৪। হ 'বিতৃণা'। ৫। হ '-ব্রহ্মর্ষীন্'।

৬। হ 'বর্হাঃ' বিহঙ্গতি পরং হর্ষমুপৈতসি'। ৭। হ ইদমব্ধং নাস্তি।

নীলা: কিল পুরা বর্হী ময়ূরাণং নরাধিপ ।

সুরাধিপাধ্বরং প্রাপ্য গতা: সর্বৈ বিচিত্রতাম্ ॥ ২৪ ॥

বরুণস্বত্ৰবোদ্ধংসং গঙ্গাতোয়বিচারিণম্ ।

শ্রয়তাং মে প্রসন্নস্ত বচ: পত্নরথেশ্বর ॥ ২৫ ॥

বর্ণো মনোহর: সৌম্যশ্চন্দ্রমণ্ডলনির্মল: ।

ভবিষ্যতি তবোদগ্র: শুক্লফেনসমপ্রভ: ॥ ২৬ ॥

মচ্ছরীরং সমাসাঢ় জলং জলচরেশ্বর ।

লপ্যাসে চাতুলাং শ্রীতিমেততে শ্রীতিলক্ষণম্ ॥ ২৭ ॥

হংসানাং হি পুরা রাজন্ ন বর্ণ: সর্বপাণ্ডুর: ।

পক্ষা নীলাগ্রসংবীতা: ক্রোড়পৃষ্ঠং চ পাণ্ডুরম্ ॥ ২৮ ॥

২৬। লো-টী। উদগ্র: অতীব শুক্ল:।

২৭। লো-টী। মচ্ছরীরং জলরূপম্। এতৎ মচ্ছরীরস্ত জলস্ত সমাসাদনম্।

২৮। লো-টী। নীলাগ্রং কৃষ্ণাগ্রং তেন সংবীতা ব্যাপ্তা:।

বারিবর্ষণ করিতে লাগিলে তুমি অতিশয় আনন্দ লাভ করিবে। দেবরাজ ইন্দ্র ময়ূরকে এইরূপ বর প্রদান করিলেন ॥ ২৩ ॥

হে নরপতে, পূর্বের ময়ূরগণের পুচ্ছ নীলবর্ণ ছিল, পরে দেবরাজের নিকট হইতে বরলাভ করিয়া সকলে বিচিত্রতা ধারণ করিল ॥ ২৪ ॥

বরুণদেব গঙ্গাজলে বিচরণকারী হংসকে বলিলেন, হে বিহঙ্গরাজ, [ তোমার প্রতি ] প্রসন্নচিত্ত আমার কথা শ্রবণ কর ॥ ২৫ ॥

তোমার চন্দ্রমণ্ডলতুলা নির্মল, শুক্ল-ফেনসমকাস্তি, অতু্যজ্জল মনোহর বর্ণ হইবে ॥ ২৬ ॥

হে জলচরেশ্বর, তুমি আমার জলরূপ শরীরে বিচরণ করিয়া অতুল শ্রীতি লাভ করিবে, ইহাই তোমার প্রতি আমার শ্রীতির চিহ্ন ॥ ২৭ ॥

রাজন্, পূর্বের হংসগণের বর্ণ সর্ববংশে শ্বেত ছিল না, পক্ষসমূহের অগ্রভাগ

১। হ'-পাণ্ডুর'। ২। হ'-বিহারিণম্'। ৩। হ'-ম্য চন্দ্র-'। ৪। হ'-বর্ণ: সর্বপাণ্ডুর:'। ৫। হ'-পক্ষো নীলাগ্রসংবীতো ক্রোড়: পৃষ্ঠক পাণ্ডুরম্'।



অথাত্রবীদৈশ্রবণঃ কৃকলাসং গিরৌ স্থিতম্ ।

হৈরণ্যং সংপ্রযচ্ছামি বর্ণং শ্রীতস্তবাপ্যহম্ ॥ ২৯ ॥

সদ্রব্যং চ শিরো নিত্যং ভবিষ্যতি তবাক্ষয়ম্ ।

এষ চাঞ্জনকো বর্ণস্তবেহ ন ভবিষ্যতি ।

রূপমন্যৎ প্রযচ্ছামি তপ্তচামীকরপ্রভম্ ॥ ৩০ ॥

যমস্তথাত্রবীদ্রাম প্রাথংশে বায়সং স্থিতম্ ।

পক্ষিস্তবাস্মি স্মশ্রীতঃ শ্রীতস্য শৃণু মে বচঃ ॥ ৩১ ॥

মৃত্যুতো বৈ ভয়ং নাস্তি মত্তস্তব বিহঙ্গম ।

যাবদ্ধাং ন হনিষ্যন্তি পরে তাবদ্ধরিষ্যসে ॥ ৩২ ॥

৩০। লো-টা। দ্রব্যমৌষধং তৎসহিতং শিরঃ অক্ষয়ং বহুকালস্থায়ি। 'দ্রব্যং গুণাশ্রয়ে ভব্যে ক্রবিকারে ধনৌষধে' ইতি কোষঃ। অঞ্জনকো বর্ণঃ কৃষ্ণবর্ণঃ।

৩১। লো-টা। প্রাগ্‌বংশে হবির্গেহস্য পূর্বভাগে।

৩২। লো-টা। মন্তো মম মৃত্যুতো মনধীনমৃত্যুতঃ মৃত্যুরূপাৎ মন্তো বা। পরে অন্তে ভবিষ্যসি জীবিস্যসি।

কৃষ্ণবর্ণ এবং ক্রোড়দেশ ও পৃষ্ঠদেশ শ্বেতবর্ণ ছিল ॥ ২৮ ॥

অনন্তর বৈশ্রবণ পর্বতস্থিত কৃকলাসকে বলিলেন, আমি তোমার প্রতি শ্রীত হইয়া তোমাকে সুবর্ণের আয় বর্ণ প্রদান করিতেছি ॥ ২৯ ॥

তোমার মস্তক চিরদিন ঔষধবিশিষ্ট এবং অক্ষয় হইবে, তোমার এইরূপ কৃষ্ণ বর্ণ আর থাকিবে না, তোমাকে তপ্তসুবর্ণের প্রভার আয় অশ্রুবিধ রূপ প্রদান করিতেছি ॥ ৩০ ॥

হে রামচন্দ্র, যম হবির্গৃহের পূর্বভাগে অবস্থিত বায়সকে বলিলেন, হে পক্ষিন্, তোমার প্রতি আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি, আমার কথা শ্রবণ কর; হে বিহঙ্গম, মৃত্যুরূপী আমা হইতে তোমার ভয় নাই, অন্তে তোমাকে যে পর্য্যন্ত বধ না করিবে, সে পর্য্যন্ত তুমি জীবিত থাকিবে ॥ ৩১-৩২ ॥

যথাশ্চে বিবিধৈ রোগৈঃ পীড়্যন্তে প্রাণিনস্তথা ।

ন হ্যমভিভবিষ্যন্তি ময়ি শ্রীতে তু বায়স ॥ ৩৩ ॥

যশ্চ মদ্বিষয়স্থানাং মানবো নির্বপিষ্যতি ।

হয়ি ভুক্তে তু তৃণ্যন্তে ভবিষ্যন্ত্যন্যলোকগাঃ ॥ ৩৪ ॥

এবং দত্তা বরাংস্তেষাং তস্মিন্ যজ্ঞোত্তমে হুতাঃ ।

নির্বৃতে যজ্ঞসময়ে পুনঃ স্বভবনং গতাঃ ॥ ৩৫ ॥

ইত্যার্ষে বাম্বীকীয়ে রামায়ণে আদিকাণ্ডে উত্তরকাণ্ডে মরুতসমাগমো নাম

অষ্টাদশঃ সর্গঃ ॥ ১৮ ॥

৩৩। লো-টী। অভিভবিষ্যন্তি রোগা ইত্যর্থঃ ।

৩৪। লো-টী। নির্বপিষ্যতি শ্রাদ্ধং করিষ্যতি ।

মরুতসমাগমঃ ॥ ১৮ ॥

হে বায়স, অণু প্রাণিগণ যেরূপ বিবিধ রোগে পীড়িত হয়, আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকায় রোগ তোমাকে সেইরূপ অভিব্যক্ত করিতে পারিবে না ॥ ৩৩ ॥

মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে লোকে যে শ্রাদ্ধ করিবে, তুমি ভোজন করিলে সেই লোকাস্তরগত মানবগণ তৃপ্তি লাভ করিবে ॥ ৩৪ ॥

দেবগণ সেই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞে তাহাদিগকে এইরূপ বরপ্রদান করিয়া যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে পুনরায় স্ব-গৃহে গমন করিলেন ॥ ৩৫ ॥

মহর্ষি বাম্বীকি-প্রণীত আদিকাণ্ডে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে মরুতসমাগম নামক

১৮শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥

## ( ১৯ ) একোনবিংশঃ সর্গঃ

অথ জিত্বা মরুভূতং স প্রযযৌ রাক্ষসাধিপঃ ।

নরোত্তমান্ পরাংস্তাংস্তান্ যুদ্ধকাঙ্ক্ষী ছুরাত্মবান্ ॥ ১ ॥

স সমাসাগ্র নৃপতীন্ মহেন্দ্রবরুণোপমান্ ।

অত্রবীজ্রাক্ষসঃ ক্রুরো যুদ্ধং মে দীয়তামিতি ॥ ২ ॥

জিতাঃ স্ম ইতি বা ক্রত মত্বেতন্মম নিশ্চয়ম্ ।

অন্থথা কুর্ব্বতাং বস্তু নাস্তি মোক্ষোহগ্ৰ জীবতাম্ ॥ ৩ ॥

ততঃ সুবহবঃ প্রাজ্ঞাঃ পার্ধিবা ধর্মবিষ্ঠিতাঃ ।

জিতাঃ স্ম ইত্যভাষন্ত জ্ঞাত্বা পরং বলং রিপোঃ ॥ ৪ ॥

১। লো-টা। ছুরাত্মবান্ দুইবুদ্ধিঃ।

৩। লো-টা। এতং নিশ্চয়ং যত্না জ্ঞাত্বা।

৪। লো-টা। পরংলম্ উত্তমং বলম্।

অনন্তর যুগ্মাভিলাষী দুইজ্ঞাত্বা সেই রাক্ষসরাজ রাবণ মরুভূতকে জয় করিয়া প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ শ্রেষ্ঠ নৃপতিদিগের নিকট গমন করিল ॥ ১ ॥

সেই নিষ্ঠুর রাক্ষস রাবণ ইন্দ্র এবং বরুণসদৃশ নৃপতিদিগের সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিল, আমাকে যুদ্ধ দাও, অথবা আমার এই অধ্যবসায় অবগত হইয়া ‘পরাজিত হইলাম’ এই কথা স্বীকার কর, ইহার অন্তথা করিলে তোমাদের অগ্ন জীবন থাকিতে ( অর্থাৎ না মরিয়া ) নিষ্কৃতি নাই ॥ ২-৩ ॥

তখন বহু ধার্মিক বিচক্ষণ নৃপতি শত্রুর অত্যধিক বলের বিষয় অবগত হইয়া ‘পরাজিত হইলাম’ এই কথা বলিলেন ॥ ৪ ॥

১। ছ-‘ভূত’। ২। ছ-‘নরেন্দ্রানপরংস্তাং’। ৩। ‘অথবা’। ৪। ক-‘বিতাৎ’। ৫। ছ-‘নিশ্চয়ঃ’।

দুঃসন্তঃ সুরথো গাধির্গয়ো রাজা পুরুষবাঃ ।

এতে সর্বৈহক্ৰবন্ রাজন্ জিতাঃ স্ম ইতি রাবাম্ ॥ ৫ ॥

অথাযোধ্যাং সমাসাচ্চ রাবণো রক্ষসাধিপঃ ।

সুগুণামনরণ্যেন শক্রেণেবামরাবতীম্ ॥ ৬ ॥

তমুবাচ স রাজানং যুদ্ধং মে সংপ্রদীয়তাং ।

নির্জিতোহস্মীতি বা ক্রহি মম হেয বিনিশ্চয়ঃ ॥ ৭ ॥

অনরণ্যস্ত সংক্রুদ্ধো রাক্ষসেন্দ্রমথাবীং ।

দীয়তাং দ্বন্দ্বযুদ্ধং মে রাক্ষসাধিপতে ত্বয়া ॥ ৮ ॥

অথ পূর্বং শ্রুতার্থেন সজ্জিতং স্তমহদ্বলম্ ।

নিশ্চক্রাম নরেন্দ্রশ্চ রাক্ষসেন্দ্রবধে দ্রুতম্ ॥ ৯ ॥

৯। লো-টা। শ্রুতো দ্বিগ্বিজয়লক্ষণার্থো যেন তেনানরণ্যেন সজ্জিতং স্তমহাভিতং 'সংহিত'মিতি পাঠে স এবার্থঃ।

রাজন্, দুঃসন্ত, সুরথ, গাধি, গয় এবং রাজা পুরুষবাঃ, ইহারা সকলেই 'পরাজিত হইলাম' এই কথা রাবণকে বলিলেন ॥ ৫ ॥

রাক্ষসাধিপতি রাবণ ইন্দ্রপালিতা অমরাবতীর ন্যায় অনরণ্য কর্তৃক সুরক্ষিত অযোধ্যা নগরীতে উপস্থিত হইয়া সেই রাজা অনরণ্যকে বলিল যে, "আমার সহিত যুদ্ধ কর অথবা 'পরাজিত হইলাম' এই কথা স্বীকার কর, আমার ইহাই সিদ্ধান্ত" ॥ ৬-৭ ॥

তখন অনরণ্য ক্রুদ্ধ হইয়া রাক্ষসরাজ রাবণকে বলিলেন, হে রাক্ষসাধিপতে, তুমি আমার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হও ॥ ৮ ॥

অনরণ্য পূর্ব্বেই রাবণের দ্বিগ্বিজয়-যাত্রার বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বিপুল সৈন্য সজ্জিত করিয়াছিলেন, [এক্কেণ] তিনি রাক্ষসরাজ রাবণকে বধ করিবার জন্য দ্রুত বহির্গত হইলেন ॥ ৯ ॥

১। হ অতঃ পরং 'হরিশ্চন্দ্রোহথ যোঃশ্চ লণবিন্দুশ্চ পার্ধবঃ' ইত্যাদিকম্। ২। হ 'দীয়তাং দ্বন্দ্বযুদ্ধে'। ৩। ক 'নিশ্চিতং'। ৪। হ 'ক্লঃ স'। ৫। হ '-বধোক্ততঃ'।

নাগানাং বহুসাহস্রং বাজিনামযুতান্বিতম্ ।

মহীং সংছাঢ় নির্যাতং সপদাতিরথং ক্ষণাৎ ॥ ১০ ॥

ততঃ প্রবৃত্তং স্তম্ভদ্যু যুদ্ধং যুদ্ধবিশারদ ।

অনরণ্যনরেন্দ্রস্য রাক্ষসেন্দ্রস্য চাদ্ভুতম্ ॥ ১১ ॥

তদ্রাবণবলং প্রাপ্য বলং তস্য মহীপতেঃ ।

প্রাণশ্চ তদা রাজন্ হব্যং হৃতমিবানলে ॥ ১২ ॥

স নশ্চদথ সংপ্রেক্ষ্য নরেন্দ্রস্তদ্বলং মহৎ ।

মহার্ণবং সমাসাঢ় সলিলং সরিতামিব ॥ ১৩ ॥

অনরণ্যেন তেহ্মাত্যা মারীচশুকসারণাঃ ।

প্রহস্তসহিতা ভগ্না বিদ্রবন্তি যুগা ইব ॥ ১৪ ॥

[ লো-টী। ] আততং বিস্তুতং বহুকাংলং যথা তথা ।

১০। লো-টী। নশ্চদদর্শনং প্রাপ্নুবৎ সরিতাং [নদ-] নদীনাং সলিলং যথা নশ্চতি তথা ।

বহু-সহস্র গজারোহী এবং দশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য পদাতিক এবং রথের সহিত পৃথিবী আচ্ছন্ন করিয়া তৎক্ষণাৎ [ যুদ্ধার্থ ] নির্গত হইল ॥ ১০ ॥

হে যুদ্ধবিশারদ, পরে নরপতি অনরণ্যের ও রাক্ষসরাজ রাবণের ঘোরতর অদ্ভুত যুদ্ধ আরম্ভ হইল ॥ ১১ ॥

রাজন্, সেই মহীপতি অনরণ্যের সেনা রাবণের সেনার সহিত মিলিত হইয়া অগ্নিতে ছত হবির ন্যায় সংহারপ্রাপ্ত হইতে লাগিল ॥ ১২ ॥

নৃপতি অনরণ্য দেখিলেন, নদীর জল যেরূপ মহাসমুদ্রে পতিত হইয়া লয় প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ তাঁহার বিপুল বাহিনী [ রাক্ষসসৈন্যের সহিত মিলিত হইয়া ] ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছে ॥ ১৩ ॥

রাবণের মন্ত্রী মারীচ, শুক, সারণ এবং প্রহস্ত অনরণ্যের নিকট পরাজিত হইয়া যুগযুগের ন্যায় পলায়ন করিল ॥ ১৪ ॥

ততঃ শক্রধনুঃপ্রথ্যং ধনুর্বিবিস্ফারয়ন্ স্বয়ম্ ।

আসাদ নরেন্দ্রস্তং রাক্ষসেন্দ্রং মহাবলম্ ॥ ১৫ ॥

তস্ম বাণময়ং বর্ষং পাতয়ামাস মূর্দ্ধনি ।

তদা রাক্ষসরাজস্ম সোহনরণ্যো নরাধিপঃ ॥ ১৬ ॥

ততো বাণাভিপাতান্তে নাকুর্বন্ রাক্ষসং ক্রতম্ ।

বারিধারা ইবান্ধ্রভ্যঃ পতন্ত্যো নগমূর্দ্ধনি ॥ ১৭ ॥

রাক্ষসেন্দ্রেণ সহসা ক্রুদ্ধেন বহুধাধিপঃ ।

তলেনাভিহতো মূর্দ্ধি স পপাত রথাং স্বকাং ॥ ১৮ ॥

স রাজা পতিতো ভূমৌ বিহ্বলাঙ্গঃ প্রবেপিতঃ ।

বজ্রবেগাহত ইব শালবৃক্ষে মহাবনে ॥ ১৯ ॥

১৭। লো-টা। 'বাণাভিঘাতা' ইতি পাঠঃ। 'বাণাভিপাতা' ইতি বা পাঠঃ।

পরে নরপতি অনরণ্য ইন্দ্রধনুতুল্য একটা ধনুক বিস্ফারণ করত নিজেই মহাবলশালী রাবণের সমীপস্থ হইলেন ॥ ১৫ ॥

তার পর নরপতি অনরণ্য রাক্ষসরাজ রাবণের মস্তকে বাণ-বৃষ্টি পাতিত করিতে লাগিলেন ॥ ১৬ ॥

মেঘ হইতে পর্বতশিখরে পতিত জলধারা যেরূপ পর্বতের কোন ক্ষতি করিতে পারে না, সেইরূপ সেই বাণবর্ষণও রাক্ষসের [কোন স্থানেই] ক্ষত সৃষ্টি করিল না ॥ ১৭ ॥

পরে রাক্ষসরাজ রাবণ সহসা ক্রুদ্ধ হইয়া মহীপতি অনরণ্যের মস্তকে চপেটাঘাত করিলে অনরণ্য স্বীয় রথ হইতে পড়িয়া গেলেন ॥ ১৮ ॥

সেই নরপতি অনরণ্য অবশাঙ্গ হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে মহারণ্যে বজ্রাহত শালবৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন ॥ ১৯ ॥

তং প্রহস্তাত্রবীদ্রক্ষো হনরণ্যঃ মহীপতিম্ ।

কিমিদানীং ত্বয়া প্রাপ্তং ময়া সহ যুযুৎসতা ॥ ২০ ॥

ত্রৈলোক্যে নাস্তি মে দ্বন্দ্বং প্রতিতিষ্ঠেত কোহপি যঃ ।

শঙ্কে প্রমত্তো ভোগেষু ন বিজানাসি মে বলম্ ॥ ২১ ॥

তশ্চৈবং ক্রবতো রাজা মন্দাস্ত্রর্ষাক্যামব্রবীৎ ।

হরারে গর্বিতোহসি ত্বং মাং নিহত্য বিকথসে ॥ ২২ ॥

নহেবং ভাষতে শূরো দৌকুলেয়োহসি রাক্ষস ।

কিন্ম শক্যং ময়া কর্তুং যৎ কালো ছুরতিক্রমঃ ॥ ২৩ ॥

২১। লো-টী। ত্রৈলোক্যে কোহপি কশ্চনাপি নাস্তি যো মে ময়া সহ দ্বন্দ্বং যুদ্ধং প্রতিতিষ্ঠেত ।

২২। লো-টী। মন্দাস্ত্রর্ষায়াঃ 'মন্দাস্ত্র'রিত্যি পাঠে মন্দাঃ স্পন্দরহিতাঃ অসবঃ প্রাণা যন্ত সঃ ।

২৩। লো-টী। ছুরতিক্রমঃ অনতিক্রমণীয়ঃ ।

রাক্ষসরাজ রাবণ উপহাস করিয়া মহীপতি অনরণ্যকে বলিল যে, তুমি আমার সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়া এক্ষণে কি [ফল] লাভ করিলে ? ॥ ২০ ॥

ত্রিভুবনে এমন কেহই নাই, যে আমার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ; আমার মনে হয়, তুমি ভোগাসক্ত হইয়া আমার বলের বিষয় অবগত হও নাই ॥ ২১ ॥

রাবণ এইরূপ বলিলে মৃতপ্রায় রাজা অনরণ্য তাহাকে বলিলেন, হে দেবশত্রো রাক্ষস, তুমি গর্বিত হইয়াছ এবং আমাকে নিহত করিয়া আত্মপ্রাণা করিতেছ ॥ ২২ ॥

হে রাক্ষস, তুমি নীচকূলে জন্মিয়াছ, [প্রকৃত] বীরব্যক্তি কখনও এরূপ আত্মপ্রাণা করে না; কালকে অতিক্রম করা ছুঃসাধ্য, অতএব আমি কি করিতে পারি ? ॥ ২৩ ॥

নাহং<sup>১</sup> বিনির্জিতো রক্ষস্বয়েহাভিমানিনা ।  
 কালেনৈব বিপমোহস্মি হেতুভূতো হি মে ভবান্ ॥ ২৪ ॥  
 কিস্তিদানীং ময়া শক্যং কৰ্ত্তুং<sup>২</sup> প্রাণপরিক্ষয়ে ।  
 বাচা হ্ৰাং সংপ্রবক্ষ্যামি ইক্ষাকুপরিভাবিনম্ ॥ ২৫ ॥  
 কালপাশস্য হি যথা মধ্যে তিষ্ঠন্তি মানবাঃ ।  
 এবং বাক্যান্তরে শপ্তুং<sup>৩</sup> মম তিষ্ঠসি রাবণ ॥ ২৬ ॥  
 যদি দত্তং যদি হৃতং যদি মে শক্যতং কৃতম্ ।  
 যদি গুপ্তাঃ প্রজাঃ সম্যক্ তথা সত্যং বচোহস্তু মে ॥ ২৭ ॥  
 উৎপৎসতে কুলেহস্মাকমিক্ষাকুণাং মহাত্মনাম্ ।  
 রাজা পরমতেজস্বী স তে প্রাণান্ হরিশ্চতি ॥ ২৮ ॥

২৪। লো-টী। আভিমানিনা আত্মনঃ শূরত্বেনাভিমানবতা ।

২৫। লো টী। প্রাণপরিক্ষয়ে বলক্ষয়ে। ইক্ষাকুপরিভাবিনম্ ইক্ষাকুকুলপরিভব-  
 কৰ্ত্তারম্ ।

হে রাক্ষস, আত্মপ্রাণাকারী তুমি আমাকে পরাজিত কর নাই, কালই  
 আমাকে এইরূপ বিপদে ফেলিয়াছে, তুমি কেবল নিমিত্তমাত্র ॥ ২৪ ॥

কিন্তু এখন এই মৃত্যুসময়ে আমি আর কি করিতে পারি ? [ কেবল ]  
 ইক্ষাকুকুলের পরিভবকারী তোমাকে বাক্যদ্বারা অভিশাপ দিব ॥ ২৫ ॥

হে রাবণ, মানবগণ যেরূপ কালপাশমধ্যে অবস্থান করে, তুমিও সেইরূপ  
 অভিশাপ প্রদানোত্ত আমার বাক্যমধ্যে ( অর্থাৎ অভিশাপের বিষয়রূপে )  
 অবস্থান করিতেছ ॥ ২৬ ॥

আমি যদি দান, হোম বা সংকার্য্য করিয়া থাকি, অথবা প্রজাগণকে সম্যক্  
 রূপে পালন করিয়া থাকি, তবে আমার [ এই ] বাক্য সত্য হউক— ॥ ২৭ ॥

আমাদের এই মহাত্মা ইক্ষাকুদিগের কুলে অতিশয় তেজস্বী রাজা জন্ম গ্রহণ  
 করিবেন এবং তিনিই তোমার প্রাণ সংহার করিবেন ॥ ২৮ ॥



ততো জলধরোদগ্রস্তাড়িতো দেবছন্দুভিঃ ।

তন্নিম্নদাহতে শাপে পুষ্পবৃষ্টিঃ পপাত হ ॥ ২৯ ॥

এবং দত্ত্বা তু শাপং স পঞ্চভ্রমগমমূপঃ ।

স্বর্গতে তু নৃপে রাম রাক্ষসঃ সংশ্রবর্তত<sup>২</sup> ॥ ৩০ ॥

ইত্যার্থে বায়্বাকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে অনরণ্যবধো নাম

একোবিংশঃ সর্গঃ ॥ ১৯ ॥

[ লো-টা । ] হত্বা রাজানমিতি শেষঃ ।

অনরণ্যবধঃ ॥ ১৯

সেই শাপ প্রদত্ত হইলে মেঘের ত্রায় গম্ভীর দেবছন্দুভি বাজিতে লাগিল  
এবং [ আকাশ হইতে ] পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইল ॥ ২৯ ॥

সেই নৃপতি অনরণ্য এইরূপ অভিশাপ প্রদান করিয়া পঞ্চভ্রম প্রাপ্ত হইলেন ।  
হে রাম, রাজা অনরণ্য স্বর্গগত হইলে রাক্ষস রাবণ প্রত্যাবৃত্ত হইল ॥ ৩০ ॥

মহর্ষি বায়্বাকি-প্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে অনরণ্যবধ-নামক

১৯শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৯ ॥

১। ছ'-আ ভাড়া'। ২। চ অতঃ পরং 'ততঃ স রাজা রজনীচরাহতব্রিষ্টিপং প্রাপ্য সুযোদ সাংস্রপঃ ।

দ্ব্যনৌ স হত্বা রজনীচরন্তদা বিমানমাক্ষ পুনরুৎসৃগা' ॥ ইত্যধিকম্ ।

## ( ২০ ) ষিংশঃ সর্গঃ

ততো রামো মহাতেজাঃ শ্রুত্বৈদং পরবীরহা ।

উবাচ প্রহসন্ বাক্যমগস্ত্যমুষিসত্তমম্ ॥ ১ ॥

ভগবন্ কিং তদা লোকাঃ শূন্যা আসন্ দ্বিজোত্তম ।

ধৰ্ম্মণাং যত্র ন প্রাপ্তো রাবণো রাক্ষসাধিপঃ ॥ ২ ॥

উতাহো হনবীৰ্য্যাস্তে বভূবুঃ পৃথিবীক্ষিতঃ ।

বহিষ্কৃতা বাস্তুবরৈর্যেহবোচন্ নিজ্জিতা ইতি ॥ ৩ ॥

রাঘবস্ত বচঃ শ্রুত্বা অগস্ত্যো ভগবানৃষিঃ ।

উবাচ রামং প্রহসন্ পিতামহ ইবেশ্বরম্ ॥ ৪ ॥

শৃণু রাঘব ভদ্রস্তে যত্রাসৌ রাক্ষসেশ্বরঃ ।

ধৰ্ম্মণামভিসং প্রাপ্তো যথা প্রাকৃতপুরুষঃ ॥ ৫ ॥

২। লো-টী। শূন্যাঃ বীৰজনশূন্যাঃ। ধৰ্ম্মণাং পরাভবম্।

৩। লো-টী। উতাহো অথবা, অস্তুবরৈরস্তুশ্রেষ্ঠৈঃ। 'বহিষ্কৃতা' বা 'বৈষ্কৃতা' ইতি বা পাঠঃ।

৪। লো-টী। ইবেশ্বরং ত্রীনারায়ণম্।

তৎপরে শক্রনিহন্তা মহাতেজস্বী রামচন্দ্র ইহা শ্রবণ করিয়া ঈষৎ হাস্য সহকারে ঋষিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্যকে এই কথা বলিলেন ॥ ১ ॥

হে ভগবন্ দ্বিজশ্রেষ্ঠ, তখন কি সমগ্র জগৎ বীরশূন্য ছিল, যেখানে রাক্ষসরাজ রাবণ পরাভূত হইল না ॥ ২ ॥

অথবা সেই নরপতিগণ হীনবীৰ্য্য ছিলেন, কিংবা বীৰ্য্য থাকিলেও দিবাস্ত প্রভাব বিতাড়িত হইয়া 'পরাজিত হইলাম' এই কথা বলিয়াছিলেন ? ॥ ৩ ॥

ভগবান্ অগস্ত্য-ঋষি রামের কথা শুনিয়া পিতামহ যেমন নারায়ণের নিকট কথা বলেন, সেইরূপ হাস্য সহকারে রামকে বলিলেন— ॥ ৪ ॥

হে রাঘব, আপনার মঙ্গল হউক—যেখানে ঐ রাক্ষসাধিপতি রাবণ

১। হ 'বহিষ্কৃতা' বা 'বৈষ্কৃতা' ইতি বোচুঃ'। ২। হ 'বচঃ'। ৩। 'যত্রাসৌ'।

স এবং বাধমানস্ত পার্শ্ববান্ পার্শ্ববেশ্বর ।

চচাৱ রাবণো রাম পৃথিবীং পর্য্যটন্ বলী ॥ ৬ ॥

ততো মাহিষ্যতীং নাম পুরীং স্বৰ্গপুরীমিব ।

সংপ্রাপ্তো যত্র সান্নিধ্যং পরমং বহুরেতসঃ ॥ ৭ ॥

তুল্য আসীম্ পস্তত্র প্রভাবাদ্বহুরেতসঃ ।

অৰ্জুনো নাম বস্ত্রাণিঃ শরকাণ্ডাশ্রয়ঃ সদা ॥ ৮ ॥

তমেব দিবসং সোহথ হৈহয়াধিপতিৰ্বলী ।

অৰ্জুনো নৰ্মদাং যাতঃ ক্রীড়ার্থং স্ত্রীভিরাবৃতঃ ॥ ৯ ॥

৭। লো-টী। বহুরেতসোহয়েঃ।

৮। লো-টী। শরকাণ্ডাগ্রতঃ শরকপত্র কাণ্ডস্ত ক্ষিপ্তাগ্রতঃ ইতি সৰ্বজ্ঞঃ। কেচিৎ শরস্ত ধনুৰি সংযোজ্যমানস্ত বাণস্ত কাণ্ডে প্রক্ষেপণাবসরে অগ্রতঃ সদা বর্তমান ইত্যর্থঃ। ‘কাণ্ডঃ স্তম্বে তরুত্বক্কে বাণেহবসরনীরয়ো’রিত্তি কোষঃ। ‘শরশ্চন্দ্ৰাশয়’ ইতি পাঠে শরে ক্ষিপ্তে স্তম্বে চ যুদ্ধে প্রবর্তমানায়াং সেনায়াং তেজোবৃদ্ধয়ে শেতে তিষ্ঠতীতি তথা। ‘শ্চন্দ্ৰা কক্স্তংসেনাশ্চ বা’মঃ স্বস্তকুলজিয়োরিত্যমরঃ।

সাধারণ মানবের আয় পরাভব প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা জ্ঞাবণ ককুন ॥ ৫ ॥

হে পার্শ্ববেশ্বর রাম, সেই বলশালী রাবণ এইরূপে নৃপতিদিগকে নিপীড়ন করিয়া পৃথিবী ভ্রমণ করিতে করিতে বিচরণ করিতেছিল ॥ ৬ ॥

অনন্তর [ একদা রাবণ ] অমরাবতীর আয় মাহিষ্যতী নামক নগরীতে উপস্থিত হইল, যেখানে বহুরেতাঃ ( অগ্নি ) অবস্থিত রহিয়াছেন ॥ ৭ ॥

সেই মাহিষ্যতী নগরীতে অগ্নিতুল্য প্রতাপশালী অৰ্জুন নামে এক নৃপতি ছিলেন, অগ্নিদেব সৰ্বদা তাঁহার শরকাণ্ডে আশ্রিত থাকিতেন ॥ ৮ ॥

সেই হৈহয়াধিপতি বলবান্ অৰ্জুন রমণীবৃন্দে পরিবৃত্ত হইয়া সেই দিবসেই ( যেদিন রাবণ মাহিষ্যতীতে গমন করিল, ) নৰ্মদা নদীতে গমন করিয়াছিলেন ॥ ৯ ॥

রাবণো রাক্ষসেন্দ্রস্ত তস্মামাত্মানপৃচ্ছত ।

কাজ্জুনো বৈ নৃপঃ সোহৃদ শীঘ্রমাখ্যাতুমর্হথ ॥ ১০ ॥

রাবণোহহমনুপ্রাপ্তো যুদ্ধার্থং নৃবরেণ বঃ ।

মমাগমনমব্যগ্রৈস্তস্য বৈ সংনিবেद्यতাম্ ॥ ১১ ॥

ইত্যেবং রাবণোক্তান্তে তস্মামাত্মা বিপশ্চিতঃ ।

অভীতাঃ কথয়ামান্নর্শদাং নৃপতিং গতম্ ॥ ১২ ॥

শ্রদ্ধা বিশ্ববসঃ পুত্রঃ পৌরাণামজ্জুনং গতম্ ।

অপসৃত্যশ্রিতো বিদ্যায় হিমবদৃগিরিসন্নিভম্ ॥ ১৩ ॥

স তমব্ভ্রগাংকীর্ণদুদ্ভান্তমৃগপক্ষিণম্ ।

অপশ্যদ্রাবণো বিদ্যামাহবয়ন্তমিবাচলম্ ॥ ১৪ ॥

১১। লো টী। অব্যগ্রৈঃ সাবধানৈঃ।

১৩। লো-টী। পৌরাণাং পুরসম্বন্ধিনাং বাক্যমিতি শেষঃ।

১৪। লো-টী। অব্ভ্রগাবিক্রম্ 'আকীর্ণং' বা পাঠঃ। উদ্ভাস্তা ইত্যন্তশব্দঃ।

রাক্ষসরাজ রাবণ সেই নৃপতির অমাত্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, অহু [ তোমাদের ] রাজা সেই অজ্জুন কোথায়—অবিলম্বে বল ; আমি রাবণ, তোমাদের রাজার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য আসিয়াছি ; আমার আগমন-সংবাদ সাবধানতার সহিত তাঁহাকে জ্ঞাপন কর ॥ ১০-১১ ॥

রাবণ এইরূপ বলিলে সেই নৃপতির সুপণ্ডিত অমাত্যগণ ভীত না হইয়া [ তাঁহাদের ] রাজার নশ্বদা গমন-সংবাদ বলিলেন ॥ ১২ ॥

বিশ্ববার পুত্র রাবণ পুরবাসিগণের মুখে 'অজ্জুন নশ্বদায় গিয়াছেন' শুনিয়া তথা হইতে ফিরিয়া হিমালয়পর্বততুল্য বিদ্যাপর্বতে উপস্থিত হইল ॥ ১৩ ॥

সেই রাবণ মেঘরাজিব্যাগু ইত্যন্তঃ বিচরণকারী মৃগপক্ষি-সমাকুল বিদ্যাপর্বত দেখিতে পাইল, সেই পর্বত যেন [ দর্শককে ] আহ্বান করিতেছিল ॥ ১৪ ॥

১। ছ 'অজ্জুনো বা নৃপঃ কাত্ত'। ২। ৬ 'বাহাঃ শীঘ্রং তস্মৈ নিবেদ্যতাম্'। ৩। ছ 'গতো'।

৪। ছ '-বিদ্য'।

সহস্রশিখরোপেতং সিংহাধ্যুষিতকন্দরম্ ।

প্রপাতপতিতৈঃ শীতৈঃ সাট্টহাসমিবানুভিঃ ॥ ১৫ ॥

দেবদানবগন্ধর্বেবঃ সাস্পরোগগণকিমরৈঃ ।

ক্রীড়মানৈঃ সহ স্রোভিঃ স্বর্গভূতং মহোচ্ছ্রয়ম্ ॥ ১৬ ॥

নদীভিঃ শ্রুন্দমানাভিঃ স্ফটিকপ্রতিমং জলম্ ।

স্ফটাভিশ্চলজিহ্বাভিরনন্তমিব চেষ্টিতম্ ॥ ১৭ ॥

গুহাবন্তং দরীবন্তং হিমবচ্ছিখরোপমম্ ।

বীক্ষমাগন্তদা বিক্ষ্যৎ রাবণো নশ্বদাং যযৌ ।

চলোৎপলজলাং পুণ্যাং পশ্চিমোদধিগামিনীম্ ॥ ১৮ ॥

১৫। লো-টী। সিংহরধ্যুষিতা আশ্রিতা কন্দরা গুহা যন্ত তম্, প্রপাতাং নিবরাং পতিতৈঃ। 'প্রপাতপতিত'রিত পাঠে প্রপাতপতনশীলৈঃ। 'প্রপাতো নিবরৈ তটে'ইতি কোষঃ।

১৬। লো-টী। ক্রীড়মানং দেবাদিভিঃ ক্রীড়মানমিবেতি পূর্বেণাঘ্যঃ। 'ক্রীড়মানৈ'রিত পাঠঃ। মহান্ উচ্ছ্রয় উচ্চতা যন্ত তম্।

১৭। লো-টী। জলং শ্রুন্দমানাভিঃ শবস্তীভিঃ বিষ্টিতং বিশেষণে স্থিতং স্ফটাভিঃ ফণাভিরনন্তং শেবমিব। 'স্ফটায়ান্ত ফণা ঘয়ো'রিত্যমরঃ।

১৮। লো-টী। গুহা দেবখাতং বিলং তদ্বহম্, দরী কন্দরা দেবখাতবিলভিন্না, তদ্বন্তম্। 'দরী তু কন্দরো বা স্ত্রী দেবখাতবিলে গুহা' ইত্যমরঃ। চলানি চলন্তি উৎপলানি। 'চলোপলজলা'-মিতি পাঠে উপলাঃ প্রস্তুতঃ।

সেই পর্বত সহস্রশৃঙ্গযুক্ত, তাহার গুহায় সিংহসকল অধিষ্ঠিত ছিল এবং প্রস্রবণ হইতে পতিত শীতলজলদ্বারা ( অর্থাৎ জলপ্রপাত-শব্দে ) সেই পর্বত যেন অট্টহাস্য করিতেছিল ॥ ১৫ ॥

সস্ত্রীক ক্রীড়াপরায়ণ দেবতা, দানব ও গন্ধর্ববৃন্দে এবং অস্পরাগণের সহিত কিন্নরবৃন্দে সেই অত্যুন্নত পর্বত যেন স্বর্গভূত হইয়াছিল ॥ ১৬ ॥

স্ফটিকবৎ নিশ্বল-জলবাহী নদীসমূহদ্বারা ঐ পর্বত চঞ্চল-জিহ্বাযুক্ত ফণাবিশিষ্ট অনন্তের ন্যায় অবস্থিত ছিল ॥ ১৭ ॥

রাবণ গুহা এবং গহ্বরযুক্ত হিমালয়-শিখরসদৃশ সেই বিদ্যাপর্বত দেখিতে

মহিষৈঃ স্মরৈঃ সিংহৈঃ শার্দূলক্ষগজোত্তমৈঃ ।

উষ্ণাভিতপ্তেতৃষিতৈঃ সংক্ষোভিতজলাশয়াম্ ॥ ১৯ ॥

চক্রবাকৈঃ সকাদনৈষৈঃ সহস্রজলকুক্কুভৈঃ ।

সারসৈশ্চ সদামন্তৈঃ কুজস্তিৰ্বিবিধা গিরঃ ॥ ২০ ॥

ফুল্লদ্রুমকৃতোত্তংসাং চক্রবাকযুগন্তনীম্ ।

বিস্তীর্ণপুলিনশ্রোণীং হংসাকলিতমেখলাম্ ॥ ২১ ॥

পুষ্পরেণুনুরক্তাঙ্গীং জলফেনাংলাংশুকাম্ ।

শীতজলসংস্পর্শাং ফুল্লোৎপলশুভেষ্ণাম্ ॥ ২২ ॥

পুষ্পকাদবরুহাথ নন্দদাং সরিতাং বরাম্ ।

ইষ্টামিব বরাং নারীং সৌভাগ্যগাহত রাবণঃ ॥ ২৩ ॥

১৯। লো-টী। দ্বিজোত্তমৈরুত্তমৈঃ। উষ্ণা নিদাঘঃ।

২০। লো-টী। চক্রবাকাদিভিবিধিষ্ঠাং সংক্ষোভিতজলাশয়ামিতি পূর্বেণাবয়ঃ।

২১-২৩। লো-টী। স রাবণঃ নন্দদাম্ ইষ্টাং প্রিয়াং নারীমিব বাগাহত ইতি তৃতীয়ে-  
নাঘয়ঃ। নারীসাধৰ্ম্যমাহ—ফুল্লাঃ পুষ্পিতাঃ ক্রমাঃ কৃতা উত্তংসাঃ কর্ণভূষণাদি যন্তাঃ তাম্, কৃতপদস্ত  
মধ্যপতনমার্ষম্। হংসা আকলিতাঃ শব্দায়মানা মেখলা যন্তাঃ তাং পুষ্পরেণুভিরনুরক্তমঙ্গং যন্তান্তাম্।

দেখিতে চঞ্চলকমল-শোভিতা পশ্চিম-সমুদ্রগামিনী পুণ্যতোয়া নন্দদানদীতে গমন  
করিল ॥ ১৮ ॥

নিদাঘসমুপ্ত তৃষার্ত মহিষ, স্মর, সিংহ, শার্দূল, ভল্লুক, উত্তম হস্তিসমূহ,  
চক্রবাক, কলহংস, হংস, জলকুক্কুভ এবং নানারূপ কুজননিরত সর্বদা-মত্ত সারসবৃন্দ  
ঐ নন্দদার সলিল আলোড়িত করিতেছিল ॥ ১৯-২০ ॥

সেই রাবণ বিমান হইতে অবতরণ করিয়া বিকশিত-পুষ্প-সমন্বিত বৃক্ষরাজি  
রূপ কর্ণভূষণবিশিষ্টা, চক্রবাকযুগলরূপ স্তনবতী, বিস্তীর্ণ পুলিনরূপ নিতম্বশালিনী,  
হংসশ্রেণীরূপ মেখলাপরিবৃত্তা, পুষ্পপরাগ [রূপ অনুলেপন]-লিগুঙ্গী, সলিলফেনরূপ  
শুভ্র-বসনাবধিতা, অতিশীতল জলরূপ শীতলস্পর্শশালিনী এবং বিকশিত পদ্মরূপ  
মনোরম লোচনবিশিষ্টা উত্তমা প্রিয়তমা রমণীর আয় নদীশ্রেষ্ঠা নন্দদায় অবগাহন  
করিয়াছিল ॥ ২১-২৩ ॥

স তস্তাঃ পুলিনে চিত্রে নানাকুসুমচিত্রিতে ।  
 সুথোপবিষ্টঃ সচিবৈঃ সহ রাক্ষসপুঙ্গবঃ ।  
 নদীদর্শনজং হর্ষং প্রাপ্তবান্ রাক্ষসেশ্বরঃ ॥ ২৪ ॥  
 ততঃ সলীলং প্রহসন্ রাবণো রাক্ষসাধিপঃ ।  
 উবাচ সচিবাংস্তত্র মারীচশুকসারণান্ ॥ ২৫ ॥  
 এষ রশ্মিসহশ্রেণ জগৎ কৃত্বেব কাঞ্চনম্ ।  
 তীক্ষ্ণতাপকরঃ সূর্যো নভসো মধ্যমাস্থিতঃ ।  
 মাং চাস নং বিদিত্বেহ মন্দং যাতি দিবাকরঃ ॥ ২৬ ॥  
 নৰ্মদাজলশীতশ্চ সুগন্ধিঃ শ্রমনাশনঃ ।  
 মন্তুরাদনিলোহপ্যেয প্রবাহীহ শনৈঃ শনৈঃ ॥ ২৭ ॥

২৪। লো-টী। সুথোপবিষ্টঃ। 'উপোপবিষ্টে'রতি পাঠে সমীপে সমীপে বিষ্টেঃ স্থিতৈঃ।

২৫। লো-টী। সলীলং সক্রীড়ং যথা।

২৬। লো-টী। কাঞ্চনপ্রকাশবৎ কুহা। চন্দ্র ইব আচরতি পরৈশ্চন্দনদর্শনম্।

রাক্ষসশ্রেষ্ঠ রাক্ষসাধিপতি রাবণ অমাত্যগণ সহ বিবিধ পুষ্পশোভিত নৰ্মদার রমণীয় পুলিনে সুখে উপবেশন করত নদী দর্শন করিয়া প্রীতি লাভ করিল ॥ ২৪ ॥

তার পর রাক্ষসাধিপতি রাবণ সাবলীল হাস্য সহকারে মারীচ, শুক, সারণ প্রভৃতি সচিবগণকে কহিল—॥ ২৫ ॥

এই তীক্ষ্ণতাপকর সূর্য্য সহস্র কিরণদ্বারা পৃথিবীকে যেন সুবর্ণমণ্ডিত করিয়া আকাশের মধ্যস্থলে আরোহণ করিয়াছে এবং এইস্থানে আমাকে উপবিষ্ট জানিয়া ধীরে ধীরে গমন করিতেছে ॥ ২৬ ॥

নৰ্মদার সলিলস্পর্শে শীতল এবং ক্লান্তিনাশক এই সুগন্ধি বায়ুও এখানে আমার ভয়ে ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে ॥ ২৭ ॥

ইয়ঞ্চাপি সরিচ্ছে<sup>১</sup>ষ্ঠা নশ্বদা শশ্ববর্জিনী ।

লীনমীনবিহঙ্গোন্মিঃ সভয়েবাঙ্গনা স্থিতা ॥ ২৮ ॥

তদ্ববন্তঃ ক্ষতাঃ শস্ত্রৈর্নৃপৈরিন্দ্রসমৈর্যুধি ।

চন্দনশ্চ রসেনেব রুধিরেণ সমুক্ষিতাঃ ॥ ২৯ ॥

তে ঘৃষ্মবগাহধ্বং নশ্বদাং শশ্বদাং নৃণাম্ ।

মহাপদ্মমুখা মত্তা গঙ্গামিব মহাগজাঃ ॥ ৩০ ॥

শ্রমমস্তাং মহানদ্যামপনয় নিশাচরাঃ ।

বিচরধ্বং মহোৎসাহাঃ পুষ্পাহরণকারিণাং ॥ ৩১ ॥

অহমপ্যত্র পুলিনে নদ্যাশ্চন্দ্রসমপ্রভে ।

প্রবচ্ছাম্যত্র কুশ্মৈরুপহারমুদাপতেঃ ॥ ৩২ ॥

২৮। লো-টী। শশ্ববর্জিনী সুখবর্জিনী।

[ লো-টী ]। ধুধ্বং নাশয়ধ্বম্। ইদঞ্চ নতোহহুগ্রহং প্রাপ্তুম্ অর্হা যোগ্য।

৩২। লো-টী। উপহারং পুষ্পাং প্রবচ্ছামি।

মৎস্য, পক্ষী এবং তরঙ্গসমাকুল এই আনন্দদায়িনী সরিষরা নশ্বদাও ভীতা নায়িকার আয় অবস্থিতা রহিয়াছে ॥ ২৮ ॥

অতএব আপনারা যাহারা ইন্দ্রতুলা-পরাক্রমশালী রাজগণকর্তৃক শস্ত্রদ্বারা যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হইয়া চন্দনের রসের আয় রক্তে রঞ্জিত হইয়াছেন, তাহারা গঙ্গায় মহাপদ্ম প্রভৃতি উন্মত্ত মহাগজসমূহের আয় লোকের সুখদায়িনী নশ্বদানদীতে অবগাহন করুন ॥ ২৯-৩০ ॥

হে রাগসগণ, এই মহানদী নশ্বদায় [ স্নান করিয়া ] শ্রম দূর করত পুষ্প আহরণ করিবার জন্য অতিশয় উৎসাহের সহিত বিচরণ করুন ॥ ৩১ ॥

আমিও আজ চন্দ্রতুলা-প্রভাবিশিষ্ট এই নদীতেটে বহু পুষ্পদ্বারা মহাদেবের পূজা করি ॥ ৩২ ॥



রাবণেনৈবমুক্তাস্তু প্রহস্তশুকসারণাঃ ।

সমহোদরধূত্মাক্ষা নৰ্মদাং বিজগাহিরে ॥ ৩৩ ॥

রাক্ষসেন্দ্রগজেন্দ্রেস্ত সাক্ষোভ্যত মহানদী ।

বামনাঞ্জনপদ্মাত্মৈর্গঙ্গেব হি মহাগজৈঃ ॥ ৩৪ ॥

ততস্তে রাক্ষসাঃ স্নাতা নৰ্মদায়াঃ শুভে জলে ।

উত্তীৰ্য্য পুষ্পাণ্যাজহু বর্ল্যর্থং রাবণশ্চ তু ॥ ৩৫ ॥

নৰ্মদাপুলিনে রম্যে শুভ্রাভ্রসদৃশপ্রভে ।

রাক্ষসেন্দ্রেস্মুহূর্তেন কৃতঃ পুষ্পময়ো গিরিঃ ॥ ৩৬ ॥

পুষ্পেষু পহতেষেবং রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ ।

অবাতরন্নদীং স্নাতুং গঙ্গামিব মহাগজঃ ॥ ৩৭ ॥

৩৪। লো-টা। রাক্ষসেন্দ্রা এব গজেন্দ্রাস্তৈঃ।

৩৫। লো-টা। বর্ল্যর্থং পূজার্থম্।

রাবণ এইরূপ বলিলে প্রহস্ত, শুক, সারণ, মহোদর এবং ধূত্মাক্ষ নৰ্মদায় অবগাহন করিল ॥ ৩৩ ॥

বামন, অঞ্জন, পদ্ম প্রভৃতি দিগ্গজগণ যেরূপ গঙ্গাকে বিক্ষোভিত করে, সেইরূপ সেই রাক্ষসপুঙ্গবরূপ গজগণ মহানদী নৰ্মদাকে বিক্ষোভিত করিল ॥ ৩৪ ॥

অতঃপর সেই রাক্ষসগণ নৰ্মদার পবিত্র জলে স্নান করিয়া উঠিয়া রাবণের পূজার জন্য পুষ্প আহরণ করিল ॥ ৩৫ ॥

শুভ্রমেঘসদৃশ শুক্লবর্ণ রমণীয় নৰ্মদাতীরে রাক্ষসগণ মুহূর্তমধ্যে পুষ্পের পাহাড় প্রস্তুত করিল ॥ ৩৬ ॥

এইরূপে পুষ্পরাশি আচ্ছত হইলে রাক্ষসরাজ রাবণ গঙ্গাজলে মহাগজের স্থায় নৰ্মদার জলে স্নান করিবার জন্য অবতরণ করিল ॥ ৩৭ ॥

তত্র স্নাত্বা চ বিধিবজ্জপ্ত্বা জপ্যম্নুত্তমম্ ।

নৰ্মদাসলিলাং তস্মাদুত্তমাতার স রাবণঃ ॥ ৩৮ ॥

রাবণং প্রাজ্ঞলিং বাস্তুমহুযুঃ সপ্ত রাক্ষসাঃ ।

মহাবলং সুরপতিং মূর্তিমন্তু ইবানিলাঃ ॥ ৩৯ ॥

মহোদরমহাপার্শ্বমারীচশুকসারণাঃ ।

ধূম্রাক্ষশ্চ প্রহস্তশ্চ নিত্যং প্রযতমানসাঃ ॥ ৪০ ॥

যত্র যত্র হি যাতি স্য রাবণো রাক্ষসাধিপঃ ।

জাম্বুনদময়ং লিঙ্গং তত্র তত্র হি নীয়তে ॥ ৪১ ॥

বালুকাবেদিকামধ্যে লিঙ্গং সংস্থাপ্য রাবণঃ ।

অৰ্চ্চয়ামাস পুষ্পৈশ্চ গন্ধৈশ্চামৃতগন্ধিভিঃ ॥ ৪২ ॥

৩৯ । লে-টী । প্রাজ্ঞলিং বাস্তুম্ উদাপতিং প্রদক্ষিণীকর্তৃমিতি শেষঃ । মূর্তিমন্তোহচলা গিবয় ইব । ‘মূর্তিমন্তু ইবানরা’ ইতি পাঠে সন্ত [ মন্তুঃ ] প্রশংসার্গে, মূর্তিঃ কায়ঃ ।

সেই রাবণ নৰ্মদার জলে যথাবিধি স্নান করিয়া এবং অতুত্তম জপ্যমন্ত্র জপ করিয়া নৰ্মদার জল হইতে উত্তীর্ণ হইল ॥ ৩৮ ॥

মহাবলশালী দেবরাজ ইন্দ্রের অনুগামী মূর্তিমান্ বায়ুগণের আয় মহোদর, মহাপার্শ্ব, মারীচ, শুক, সারণ, ধূম্রাক্ষ ও প্রহস্ত—সতত একাগ্রচিত্ত এই সাত জন রাক্ষস [ মহাদেবকে প্রদক্ষিণ করিতে ] কুণ্ডালিপুটে গমনকারী রাবণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল ॥ ৩৯ ৪০ ॥

রাক্ষসাধিপতি রাবণ যে যে স্থানে গমন করিত, সেই সেই স্থানেই সুবর্ণময় শিবলিঙ্গ লইয়া যাইত ॥ ৪১ ॥

রাবণ বালুকানির্মিত বেদিমধ্যে [ সুবর্ণময় শিব- ] লিঙ্গ সংস্থাপিত করিয়া অমৃতের আয় সুগন্ধি গন্ধ এবং পুষ্পসমূহদ্বারা তাঁহার অৰ্চ্চনা করিল ॥ ৪২ ॥

ତତଃ ସ ତଂ ମୂର୍ତ୍ତିଧରଂ ବରଂ ହରଂ ବରପ୍ରଦଂ ଚନ୍ଦ୍ରକିରୀଟଭୂଷଣମ୍ ।

ତମର୍ଚ୍ଚୟିତ୍ବା ନିନିଶାଚରୋ ଜଗୌ ପ୍ରସାର୍ଯ୍ୟା ହସ୍ତାଂଶ୍ଚ ନନର୍ତ୍ତ ମୋହିତଃ ॥ ୫୩ ॥

ତତାଂଶେ ବାଘୀକୌସେ ରାମାୟଣେ ଆଦିକାବୋ ଉଦ୍ଧରକାଣ୍ଡେ ନର୍ମଦାବଗାହୋ ନାମ  
ବିଂଶଃ ସର୍ଗଃ ॥ ୨୦ ॥

୫୩ । ଲୋ ଟୀ । ନିନିଶାଚରଃ ନିନିଶାଚରଃ ସହ ବର୍ତ୍ତମାନଃ ତମର୍ଚ୍ଚୟିତ୍ବା ଜଗୌ ତତୋକଂ ବାକ୍ୟମ୍,  
ତଂ ପ୍ରମୁଞ୍ଚାଗ୍ରତଃ ସ ନନର୍ତ୍ତ ତତ୍ୟପରମ୍, ତଂ ତସ୍ୟ ହିତି ବା ।

ରାବଣନର୍ମଦାବଗାହଃ ॥ ୨୦ ॥

ଅନନ୍ତର ସେହି ରାବଣ ରାକ୍ଷସଗଣେର ସହିତ ବରପ୍ରଦ ଦେବାଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼  
ମହାଦେବଙ୍କେ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିয়া ତାହାର ସମ୍ମୁଖେ ହସ୍ତ ପ୍ରସାରଣପୂର୍ବକ ନୃତ୍ୟ କରିତେ  
ଲାଗିଲ ॥ ୫୩ ॥

ମହର୍ଷି ବାଘୀକି ପ୍ରଣୀତ ଆଦିକାବ୍ୟ ରାମାୟଣେର ଉଦ୍ଧରକାଣ୍ଡେ ନର୍ମଦା ଅବଗାହନ-ନାମକ  
୨୦ଶ ସର୍ଗ ସମାପ୍ତ ॥ ୨୦ ॥

( ২১ ) একবিংশঃ সর্গঃ

নৰ্মদাপুলিনে যত্র রাক্ষসেন্দ্রঃ স রাবণঃ ।

পুষ্পোপহারং কৃতবাংস্তস্মাদেশাদদূরতঃ ॥ ১ ॥

অৰ্জুনো জয়তাং শ্রেষ্ঠো মাহিষ্মত্যাঃ পতিঃ প্রভুঃ ।

চিক্রীড় সহ নারীভির্নৰ্মদাতোয়মাশ্রিতঃ ॥ ২ ॥

তাসাং মধ্যগতো রাজা ররাজ স তদাৰ্জুনঃ ।

করেণূনাং সহস্রাশ্চ মধ্যস্থ ইব কুঞ্জরঃ ॥ ৩ ॥

জিহ্বাসন্ স তু বাহুনাং সহস্রশ্চোদ্ভমং বলম্ ।

রুরোধ নৰ্মদাবেগং বাহুভির্বহুভির্বৃতঃ ॥ ৪ ॥

কার্ত্তবীৰ্য্যভুজৈঃ সেতুং তজ্জলং প্রাপ্য নিৰ্ম্মলম্ ।

কূলাপহারং কুৰ্ব্বাণঃ প্রতিশ্রোতঃ প্রধাবিতম্ ॥ ৫ ॥

১। লো-টা। পুষ্পোপহারং পুষ্পৈঃ পূজাম্ ।

৫। লো-টা। তন্নিৰ্ম্মলং তলং কার্ত্তবীৰ্য্যভুজৈঃ করণৈঃ সেতুং প্রাপ্য প্রতিশ্রোতো যথা তথা প্রধাবিতং ধাবতি স্ম ।

সেই রাক্ষসরাজ রাবণ নৰ্মদাতীরে যে-স্থানে পুষ্পদ্বারা [ মহাদেবের ] পূজা করিতেছিল, তাহার অনতিদূরে বিজয়প্রবর মাহিষ্মতীরাজ প্রভাবশালী অৰ্জুন রমণীগণের সহিত নৰ্মদাসলিলে ক্রীড়া করিতেছিলেন ॥ ১-২ ॥

সেই রাজা অৰ্জুন সেই রমণীবৃন্দের মধ্যে সহস্র হস্তিনীর মধ্যস্থিত হস্তীর আয় শোভা পাইতেছিলেন ॥ ৩ ॥

সেই রাজা অৰ্জুন [ স্বীয় ] সহস্র বাহুর উত্তম বল জানিতে ইচ্ছা করিয়া বহু বাহুদ্বারা আবরণপূৰ্ব্বক নৰ্মদার বেগ রোধ করিলেন ॥ ৪ ॥

নৰ্মদার সেই নিৰ্ম্মল জল কার্ত্তবীৰ্য্যের বাহুদ্বারা সেতুর ন্যায় বাধা প্রাপ্ত হইয়া তটদেশ প্লাবিত করত প্রতিকূল শ্রোতে প্রধাবিত হইল ॥ ৫ ॥

১। অন্তঃ পরং চ 'চিক্রীড় সহ নারীভির্নৰ্মদাতোয়মাশ্রিতঃ।' ইত্যধিকম্ ।

সমোননক্রমকরঃ সপুষ্পকুশসংস্তরঃ ।

স নৰ্মদাস্তমো বেগঃ প্রারুঢ়কাল ইবাভবৎ ॥ ৬ ॥

স বেগঃ কার্ত্তবীর্য্যেণ সংপ্রেরিত ইবাস্তসঃ ।

পুষ্পোপহারং তং সৰ্ব্বং রাবণস্ত জহার হ ॥ ৭ ॥

রাবণোহ্যসমাপ্তং তমুৎসৃজ্য নিয়মং তদা ।

অপশ্চন্নৰ্মদাং রাম প্রতিকূলাং যথা প্রিয়াম্ ॥ ৮ ॥

পশ্চিমে ন তু তং দৃষ্ট্বা সাগরোদগারসম্মিভম্ ।

বিবুদ্ধমস্তমো বেগং দিশং পূৰ্ব্বামবৈক্ষত ॥ ৯ ॥

তত্রানুদ্রাস্তশকুনাং স্বভাবে পরমে স্থিতাম্ ।

নিৰ্ব্বিকারাস্ত্রনাভাসামপশ্চাদ্রাবণো নদীম্ ॥ ১০ ॥

৬। লো-টী। কুশসংস্তরঃ কুশাসনম্ ।

৭। লো-টী। পুষ্পোপহারং পুষ্পবৃক্তমুপহারমন্তং পূজাদ্রবাম্ ।

৯। লো-টী। সাগরোদগারসম্মিভং সাগরশব্দতুল্যশব্দমিত্যর্থঃ । নদী পূৰ্ব্বাতিমুখী ।  
পশ্চিমে ন পশ্চিমদিগ্ভাগেন ।

১০। লো-টী। তত্র পূৰ্ব্বত্যাং দিশং ন উদ্ভাস্তাঃ পশ্চিণো যন্ত্যাং তাম্, স্বভাবেহসত্তে ।

মৎস্ত, কুম্ভীর, মকর এবং [ রাবণের পূজার ] পুষ্প ও কুশাসনবাহী নৰ্মদার  
জলবেগ বর্ষাকালের আয় [ ভীষণ ] হইল ॥ ৬ ॥

সেই জলবেগ যেন কার্ত্তবীর্য্যবর্জ্জক প্রেরিত হইয়া রাবণের সেই সমস্ত  
পুষ্পোপহার হরণ করিতে লাগিল ॥ ৭ ॥

হে রাম, রাবণও তখন সেই অসমাপ্ত পূজা পরিত্যাগ করিয়া প্রতিকূলা  
পত্নীর আয় নৰ্মদা নদীকে দেখিতে লাগিল ॥ ৮ ॥

রাবণ পশ্চিমদিকে সমুদ্রের জোয়ারের আয় নদীর জলবেগের বৃদ্ধি দেখিয়া  
পূৰ্ব্বদিকে অবলোকন করিল ॥ ৯ ॥

রাবণ পূৰ্ব্বদিকে নিরাকুল-পক্ষিগণ-শোভিতা অতিশয় স্থিরভাবে অবস্থিতা

সব্যেতরকরাঙ্গুল্যা<sup>১</sup> অশব্দং চ দশাননঃ ।  
 বেগপ্রভবমশ্বেষ্টমুদিশচ্ছুকসারণো ॥ ১১ ॥  
 তৌ তু রাবণসন্দির্কৌ ভ্রাতরৌ শুকসারণৌ ।  
 ব্যোমান্তরচরৌ বীরৌ প্রস্থিতৌ পশ্চিমাশুখৌ ॥ ১২ ॥  
 অর্দ্ধযোজনমাত্রং<sup>২</sup> তু গত্বা তৌ রজনীচরৌ ।  
 অপশ্রুতাং<sup>৩</sup> নরং তোয়ে ক্রীড়ন্তং স্ত্রীভিরাবৃতম্ ॥ ১৩ ॥  
 বৃহচ্ছালপ্রতীকাশং তোয়ব্যাকুলমূর্ছজম্ ।  
 মদরক্তাস্তনয়নং মদনাকারবর্চ্চসম্ ॥ ১৪ ॥  
 নদীং বাহুসহশ্রেণ রুদ্ধানমরিমর্দনম্ ।  
 গিরিং পাদসহশ্রেণ রুদ্ধস্তগিব মেদিনীম্ ॥ ১৫ ॥

[ লো-টী । ] সংজ্ঞাপ্য জ্ঞানং জনয়িত্বা ।

১৪ । লো-টী । মদেন যৌবনমদেন পানমদেন বা রক্তো লোহিতোহস্তো যরোস্তে নয়নে যশ্চ তম্ । মদনাকারশ্চ মদনশরীরশ্চ বর্চ্চ ইব বর্চ্চো দোষিষ্ঠশ্চ তম্ ।

১৫ । লো-টী । পাদাঃ প্রত্যস্তপর্বতাস্তৎসহশ্রেণ মেদিনীং রুদ্ধস্তং গিরিমিব ।

নশ্মদানদীকে প্রকৃতিস্থা রমণীর আয় দেখিতে পাইল ॥ ১০ ॥

দশানন মুখে কোন শব্দ না করিয়া দক্ষিণ করাঙ্গুলিদ্বারা শুক এবং সারণকে [ নশ্মদার ] বেগবৃদ্ধির কারণ অনুসন্ধান করিতে আদেশ করিল ॥ ১১ ॥

সেই বীর ভ্রাতৃদ্বয় শুক এবং সারণ রাবণের আদেশে পশ্চিমাভিমুখ হইয়া শৃগুমার্গে প্রস্থান করিল ॥ ১২ ॥

সেই নিশাচরদ্বয় অর্দ্ধযোজন ( ২ ক্রোশ ) মাত্র যাইয়া দেখিল যে, মহিলাগণে পরিবৃত, বৃহৎ শালতরুর আয় উন্নত, জলদ্বারা বিপর্যাস্ত-কেশরাজি, মন্ততাবশতঃ আরক্তচক্ষুঃ, কামসদৃশ-কাস্তি, শত্রুপীড়ক, সহস্র প্রত্যস্ত-পর্বতদ্বারা পৃথিবীর অবরোধক পর্বতের আয় সহস্রবাহুদ্বারা নদী-শ্রোত-রোধকারী এক ব্যক্তি মদমন্ত

১। হ 'সংজ্ঞাপ্য দশাননঃ'। ২। হ '-মাত্র'। ৩। হ '-শ্রুতাং'। ৪। হ '-ব্রিতম্'। ৫।

বালানাং বরনারীণাং সহশ্রেণ সমাবৃতম্ ।

সমদানাং করেণূনাং সহশ্রেণেব কুঞ্জরম্ ॥ ১৬ ॥

তদদ্ভুতং মহদৃক্টু<sup>১</sup>। রাক্ষসৌ শুকসারণৌ ।

সম্নিবৃত্তাবুপাগম্য রাবণং তমথোচতুঃ ॥ ১৭ ॥

বৃহচ্ছালপ্রতীকাশঃ কোহপ্যসৌ রাক্ষসেশ্বরঃ ।

বাহু<sup>২</sup>ভিন্মদাং রুদ্ধা সংকীড়য়তি ঘোষিতঃ ॥ ১৮ ॥

তেন বাহুসহশ্রেণ সম্নিরুদ্ধজলা নদী ।

সাগরোদগারসংকাশানুদগারান্ সৃজতে মুহুঃ ॥ ১৯ ॥

ইত্যেবং ভাষমাণৌ তৌ নিশম্য শুকসারণৌ ।

রাবণোহর্জুন ইত্যুক্ত<sup>৩</sup>। উত্তরৌ যুদ্ধলালসঃ ॥ ২০ ॥

অর্জুনাভিমুখে<sup>৪</sup> তস্মিন্ প্রস্থিতে রাক্ষসেশ্বরে ।

সকৃদেব কৃতো নাদঃ সংরক্তঃ স্ফুভিতো যথা ॥ ২১ ॥

সহস্র করিণী পরিবেষ্টিত হস্তীর আয় ঘোড়শবরীয়া সহস্র স্তম্ভরী রমণীতে পরিবেষ্টিত হইয়া জলে ক্রীড়া করিতেছেন ॥ ১৩-১৬ ॥

রাক্ষস শুক এবং সারণ সেই অতিশয় অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া প্রত্যাবর্ত্তন পূর্বক রাবণের নিকট আগমন করিয়া বলিতে লাগিল— ॥ ১৭ ॥

হে রাক্ষসেশ্বর, বিশাল বৃক্ষের আয় উন্নত এক পুরুষ বাহুদ্বারা নৰ্মদানদীকে অবরুদ্ধ করিয়া মহিলাগণকে ক্রীড়া করাইতেছেন ॥ ১৮ ॥

[ তাহার ] সেই বাহু-সহস্রদ্বারা জল অবরুদ্ধ হওয়ায় নৰ্মদানদী সমুদ্রের বৃদ্ধির আয় পুনঃ পুনঃ বেগ বৃদ্ধি করিতেছে ॥ ১৯ ॥

শুক এবং সারণকে এতাদৃশ কথা বলিতে শুনিয়া ‘অর্জুন’ এই কথা বলিয়া রাবণ যুগাভিলাষে উত্তিত হইল— ॥ ২০ ॥

রাক্ষসাধিপতি রাবণ অর্জুনের উদ্দেশে প্রস্থান করিলে [ তাহার হৃদয়ে ]

১। ক ‘রুদ্ধা জলা’। ২। হ ‘-মুখং’। ৩। হ অতঃ পরং ‘চণ্ডঃ প্রবাতি পবনঃ সনাদঃ সরলতথা’ ইত্যদিকম্। ৪। হ ‘সংরক্তঃ পৃথৈষ্ঠসৈঃ’।

মহোদরমহাপার্ব্বধূত্মাক্ষশুকসারণৈঃ ।

সংব্রতো রাক্ষসেন্দ্রস্ত তত্রাগাদ যত্র সোহর্জুনঃ ॥ ২২ ॥

নাতিদীর্ঘেণ কালেন স ততো রাক্ষসো বলী ।

তং নশ্বদাহুদং ভীমমাজগামাঞ্জনপ্রভঃ ॥ ২৩ ॥

স ততঃ স্ত্রীপরিবৃতং বাসিতাভিরিব দ্বিপম্ ।

অপশ্যতত্র তং রাজা রাক্ষসানাং তদাৰ্জুনম্ ॥ ২৪ ॥

স রোষাদ্রক্তনয়নো রাক্ষসেন্দ্রো বলোদ্ধতঃ ।

অভাষতার্জুনাভাত্যান্ নাতিগন্তীরয়া গিরা ॥ ২৫ ॥

অমাত্যাঃ ক্ষিপ্ৰমাখ্যাত হৈহয়স্ত নৃপস্ত হ ।

যুদ্ধার্থিনমনুপ্রাপ্তং রাবণং নাম নামতঃ ॥ ২৬ ॥

২৪। লো-টী। বাসিতাভিঃ করিণীভিঃ। 'বাসিতা করিণীনাং যোর্বাসিতং ভাবিতে রূতে' ইতি কোষঃ।

২৫। লো টী। বলোদ্ধতঃ বলোন্নতঃ। রক্ততেল্লশ্চতিঃ ইতি বক্ষ্যমাণম্।

একবার মাত্র ক্ষুভিতের আয় শব্দ হইল ॥ ২১ ॥

যেখানে অর্জুন অবস্থান করিতেছিলেন রাক্ষসপতি রাবণ মহোদর, মহাপার্ব্ব, ধূত্মাক্ষ, শুক এবং সারণের সহিত সেই স্থানে গমন করিল ॥ ২২ ॥

সেই অঞ্জনপ্রভ বলবান্ রাক্ষস অল্পকাল মধ্যেই সেই ভয়ানক নশ্বদাহুদে আসিয়া উপনীত হইল ॥ ২৩ ॥

তার পর রাক্ষসরাজ দশানন করিণীগণে পরিবেষ্টিত হস্তীর আয় রমণীগণে বেষ্টিত সেই অর্জুনকে সেইস্থানে দেখিতে পাইল ॥ ২৪ ॥

বলগর্বিত রাক্ষসরাজ রাবণ কোপবশতঃ চক্ষুঃ আরক্ত করিয়া অনতিগন্তীর স্বরে অর্জুনের অমাত্যদিগকে বলিল— ॥ ২৫ ॥

অমাত্যগণ, তোমরা হৈহয়রাজ অর্জুনকে শীঘ্র বল “যুদ্ধাভিলাষে রাবণ উপস্থিত হইয়াছে” ॥ ২৬ ॥



রাবণস্য বচঃ শ্রুত্বা মন্ত্ৰিণৌহথার্জুনস্য তে ।

উভস্থুঃ সায়ুধান্তক রাবণং বাক্যমব্রুবন্ ॥ ২৭ ॥

রণস্য কালো বিজ্ঞাতঃ সাধু ভোঃ স্তুষ্টু রাবণ ।

যঃ ক্ষীবং স্ত্রীরতং চৈব যোদ্ধুমিচ্ছসি নো নৃপম্ ॥ ২৮ ॥

স্ত্রীসমক্ষং কথং বা ত্বং যোদ্ধুমুৎসহসেহর্জুনম্ ।

বাসিতামধ্যগং মন্তং শার্দূল ইব কুঞ্জরম্ ॥ ২৯ ॥

ক্ষমস্বাত্ত দশগ্রীব হৃষ্য মা সংযুগং প্রতি ।

যুদ্ধশ্রদ্ধাং বিনেতা তে স্বস্তাত সগরেহর্জুনঃ ॥ ৩০ ॥

২৭। লো-টী। সায়ুধাঃ 'সায়ুধং' বা পাঠঃ।

২৮। লো-টী। স্তুষ্টু শোভনং সাধু যথা স্তান্তথা বিজ্ঞাত ইতি সোপহাসবাক্যম্।  
যন্তম্, 'যদি'তি বা পাঠঃ। ক্ষীবং মন্তম্।

২৯। লো-টী। শার্দূলঃ পশুভেদঃ।

৩০। লো-টী। হৃষ্য মা হৃষ্টো মা ভব। যুদ্ধশ্রদ্ধাং যুদ্ধাকাজ্জাম্।

অর্জুনের সেই অমাত্যগণ রাবণের কথা শুনিয়া সশস্ত্রে উঠিয়া তাহাকে বলিল—॥ ২৭ ॥

হে রাবণ, তুমি যুদ্ধের খুব উৎকৃষ্ট সময়ই স্থির করিয়াছ। যেহেতু মন্ত এবং রমণীগণে পরিবেষ্টিত আমাদের রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে অভিলাষ করিতেছ ॥ ২৮ ॥

করিণী-মধ্যবর্তী মদমন্ত হস্তীর সহিত শার্দূলের আয় তুমি স্ত্রীগণের সমক্ষে অর্জুনের সহিত কিরূপে যুদ্ধ করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছ ! ॥ ২৯ ॥

দশানন, অতঃ ক্ষমা কর, যুদ্ধের প্রতি উৎসুক হইও না; হে তাত, আগামী কল্যা [আমাদের রাজা] অর্জুন সংগ্রামে তোমার যুদ্ধাকাজ্জা নিবৃত্ত করিবেন ॥ ৩০ ॥

যদি বাতিতরাং শ্রদ্ধা যুদ্ধতৃষ্ণা সমাপ্তিতা ।

বিজিত্যাম্মাংস্ততো যুদ্ধমর্জ্জুনেনোপযাস্তসি ॥ ৩১ ॥

ততঃ<sup>১</sup> রাবণামতৈরমাত্যাঃ পার্থিবস্ত তে ।

শতশো দ্রাবিতা যুদ্ধে ভঙ্কিতাশ্চ বুভুক্ষিতৈঃ ॥ ৩২ ॥

ততো হলহলাশব্দো নশ্মদাতীরমাশ্রিতঃ ।

অর্জুনস্থানুযাত্রাণাং রাবণস্ত চ মন্ত্রিণাম্ ॥ ৩৩ ॥

ইষুভিস্তোমরৈঃ<sup>২</sup> পাতৈশ্চিশূলৈর্বজ্রকল্পকৈঃ ।

আদ্যংস্তে রণে সর্বানজ্জুনানুচরাঃস্তথা ॥ ৩৪ ॥

রাবণেনাদিতানাস্ত সমস্তাদ্বলিনাস্ততঃ ।

হৈহয়াধিপযোধানাং বেগ আসাং হৃদারুণঃ ।

সনক্রমকরশ্চৈব সমীনস্ত মহোদধেঃ ॥ ৩৫ ॥

৩৩। লো-টা। অর্জুনস্ত অন্ত পশ্যাৎ যাত্রা গমনং যেষাং ভটানাম্ ।

৩৪। লো-টা। বজ্রবম্পনৈঃ বজ্রমিব কম্পয়ন্তীতি তথা, 'বজ্রকল্পনৈ'রতি পাঠে বজ্রকল্প-  
রিতার্থঃ ।

অথবা [ ইহা ] শুনিয়া যদি যুদ্ধ করিবার আকাজক্ষা অতিশয় প্রবল হইয়া উঠে, তবে আমাদিগকে পরাজিত করিয়া অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিবে ॥ ৩১ ॥

পরে রাবণের সেই ক্ষুধার্ত সচিবগণ নরপতি অর্জুনের শত শত অমাত্যকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া খাইয়া ফেলিল ॥ ৩২ ॥

তার পর নশ্মদাতীরা অর্জুনের অনুযাত্রিগণ এবং রাবণমন্ত্রিগণের কোলাহল-  
ধ্বনি শুনা যাইতে লাগিল ॥ ৩৩ ॥

রাবণের অমাত্যগণ বজ্রদৃশ বাণ, তোমর, পাশ এবং ত্রিশূল দ্বারা অর্জুনের সমস্ত অনুচরকে আহত করিতে লাগিল ॥ ৩৪ ॥

পরে রাবণকর্তৃক নিপীড়িত বলবান্ হৈহয়াধিপতির সৈনিকগণের কুন্তীর, মকর এবং মৎস্যযুক্ত মহাসমুদ্রের ত্রায় অতি ভয়ঙ্কর বেগ হইল ॥ ৩৫ ॥

অথ তে রাবণামাত্যাঃ প্রহস্তশুকসারণাঃ ।

কার্ত্তবীৰ্য্যবলং ক্রুদ্ধা নিজস্বস্তু মহৌজসঃ ॥ ৩৬ ॥

অৰ্জ্জুনায় চ তৎ কৰ্ম্ম রাবণস্য মমস্ত্রিণঃ ।

ক্রীড়তে কথিতং তস্মৈ পুরুষৈর্দ্বাররক্ষিভিঃ ॥ ৩৭ ॥

উক্ত্বা ন ভেতব্যমিতি স্ত্রীজনং স ততোহৰ্জ্জুনঃ ।

উত্ততার জলান্তস্মাদ্ গঙ্গাতোয়াদিবাঞ্জনঃ ॥ ৩৮ ॥

ক্রোধদূষিতেনৈব স ততোহৰ্জ্জুনপাবকঃ ।

প্রজজ্বাল যথা ঘোরো যুগান্তেহৰ্ণবপাবকঃ ॥ ৩৯ ॥

স তূর্ণতরমাদায় বরহেমাঙ্গদাং গদাম্ ।

অভিহুদ্রাব রক্ষাংসি তমাংসীব দিবাकरः ॥ ৪০ ॥

৩৮। লো-টী। অঞ্জনো দিগ্‌হস্তী।

৩৯। লো-টী। অৰ্ণবপাবকো বড়বানলঃ।

তার পর অতিশয় বলবান্ প্রহস্ত, শুক, সারণ প্রভৃতি রাবণের অমাত্যগণ ক্রুদ্ধ হইয়া কার্ত্তবীৰ্য্যের সৈন্যদিগকে নিহত করিতে লাগিল ॥ ৩৬ ॥

পরে দ্বাররক্ষী পুরুষগণ রাবণের মন্ত্রিগণের তাদৃশ কার্য্যের বিষয় ক্রীড়ারত অৰ্জ্জুনের নিকট বলিল ॥ ৩৭ ॥

তখন অৰ্জ্জুন রমণীগণকে 'ভয় করিও না' এই কথা বলিয়া গঙ্গাজল হইতে দিগ্‌হস্তীর আয় সেই নশ্বরদার জল হইতে উথিত হইলেন ॥ ৩৮ ॥

তার পর প্রলয়কালে ভয়ঙ্কর বাড়বানলের আয় সেই অৰ্জ্জুনরূপ অনল ক্রোধে চক্ষুঃ আরক্ত করিয়া জলিয়া উঠিলেন ॥ ৩৯ ॥

অৰ্জ্জুন অবিলম্বে উত্তম সুবর্ণমণ্ডিত গদা গ্রহণ করিয়া অন্ধকারের অভিযুখী সূর্য্যের আয় রাক্ষসগণের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ৪০ ॥

১। হ 'সৰ্ব্বমহনম্ভক্তেব্রশ'। ২। হ 'অ চ মন্ত্রিণাম্'। ৩। ক 'নীর'। ৪। হ 'জ্যৈষ্ঠ'।

৫। হ 'মাগধ'।

বাহুবিক্ষেপকরণঃ সমুদ্রতমহাগদঃ ।

গারুড়ঃ বেগমাস্থায় উৎপপাতাথ সোহজ্জুনঃ ॥ ৪১ ॥

তস্ম নার্গং সমাবৃত্য বিক্ষোহক্শেব পর্বতঃ ।

স্থিতো বিক্ষ্য ইবাকম্প্যাঃ প্রহস্তো মুষলায়ুধঃ ॥ ৪২ ॥

তত্তস্ম মুষলং ঘোরং লোহবদ্ধং মহোৎকটম্ ।

প্রহস্তঃ প্রেষয়ন্ ক্রোধামনাদ চ যথাস্বদঃ ॥ ৪৩ ॥

তস্মাগ্রে মুষলশাণ্মিরশোকাপীড়সন্নিভঃ ।

বভূব করমুক্তস্ম কুর্বাণো বিমলা দিশঃ ॥ ৪৪ ॥

আপতন্তক মুষলং কার্ত্তবীৰ্য্যস্তদাজ্জুনঃ ।

লাঘবান্বকয়ামাস গদয়া গজবিক্রমঃ ॥ ৪৫ ॥

৪১। লো-টী। বাহুনাং বিক্ষেপং করোতীতি বাহুবিক্ষেপকরণঃ।

৪২। লো-টী। তত্তস্ম 'তং তস্মে'তি বা পাঠঃ। মহোৎকটং মহাতীব্রম্।

৪৪। লো-টী। অশোকাপীড়োহশোকভূষণং 'পুষ্প'মিতি যাবৎ, তৎসন্নিভঃ।

৪৫। লো-টী। লাঘবাৎ অস্তশৈথ্র্যাৎ।

অজ্জুন বাহুসকল বিক্ষেপপূর্বক ভীষণ গদা উত্তোলিত করিয়া গরুড়ের আয় বেগে উল্কে উখিত হইলেন ॥ ৪১ ॥

বিক্ষাপর্বত যেক্রপ সূর্য্যের পথ রোধ করিয়া অবস্থিত, বিক্ষ্যাচলের আয় অকম্পনীয় প্রহস্ত সেইরূপ মুষল ধারণপূর্বক অজ্জুনের পথ অবরোধ করিয়া রহিল ॥ ৪২ ॥

পরে প্রহস্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার সেই অতিশয় তীব্র লোহবদ্ধ ভীষণ গদা [ অজ্জুনের প্রতি ] নিক্ষেপ করত মেঘের আয় গর্জন করিতে লাগিল ॥ ৪৩ ॥

প্রহস্ত-করচ্যুত সেই মুষলের সম্মুখভাগে অশোকপুষ্প-স্তবকের আয় অগ্নি-শিখা উৎপন্ন হইল, তাহাতে চারিদিক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল ॥ ৪৪ ॥

তখন হস্তীর আয় বিক্রমশালী কার্ত্তবীৰ্য্যাজ্জুন সমাগত মুষলকে ক্ষিপ্ৰকারিতা-

ততন্তুমভিছুদ্রাব প্রহস্তং হৈহয়াধিপঃ ।

ভ্রাময়ন্ বৈ গদাং গুব্বাং পঞ্চবাহুশতোচ্ছিতাম্ ॥ ৪৬ ॥

তেনাহতোহতিবেগেন প্রহস্তো গদয়া তদা ।

নিপপাতাদ্ধিতঃ শৈলো বজ্রিবজ্রাহতো যথা ॥ ৪৭ ॥

প্রহস্তং পতিতং দৃষ্ট্বা মারীচশুকসারণাঃ ।

সুমহোদরধূত্রাক্ষা অপযাতা রণাজিরাং ॥ ৪৮ ॥

অপক্রান্তেষুমাতেষু প্রহস্তে চ নিপাতিতে ।

রাবণোহভ্যদ্রবত্ৰুর্গমজ্জুনং নৃপসত্তমম্ ॥ ৪৯ ॥

সহস্রবাহোস্তুদ যুদ্ধং বিংশদ্বাহোশচ দারুণম্ ।

নৃপরাক্ষসয়োস্তত্র সংরুদ্ধং লোমহর্ষণম্ ॥ ৫০ ॥

৪৬। লো-টী। পঞ্চবাহুশতং যথা তথা উচ্ছিতাম্ উচ্চাম্।

৫০। লো-টী। যুদ্ধং সংরুদ্ধং জাতম্।

বশতঃ গদা দ্বারা নিবারিত করিলেন ॥ ৪৫ ॥

অবশেষে হৈহয়াধিপতি অর্জুন পঞ্চশত বাহুদ্বারা ভীষণ গদা উত্তোলিত করিয়া ঘুরাইতে ঘুরাইতে সেই প্রহস্তের প্রতি ধাবিত হইলেন ॥ ৪৬ ॥

তখন প্রহস্ত অতি বেগশীল অর্জুনের গদাঘাতে নিপীড়িত হইয়া ইন্দ্রের বজ্রদ্বারা আহত পর্বতের স্থায় [ ভূতলে ] পতিত হইল ॥ ৪৭ ॥

প্রহস্তকে পতিত দেখিয়া মারীচ, শুক এবং সারণ মহোদর ও ধূত্রাক্ষের সহিত যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিল ॥ ৪৮ ॥

প্রহস্ত নিপাতিত হইলে এবং অমাত্যগণ পলায়ন করিলে রাবণ অতিক্রান্ত নৃপসত্তম অর্জুনের প্রতি ধাবিত হইল ॥ ৪৯ ॥

সহস্রবাহু নরপতি অর্জুন এবং বিংশতিবাহু রাক্ষস দশাননের সেই লোম-হর্ষণ দারুণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল ॥ ৫০ ॥

সাগরাবিব সংক্ষুব্ধো চলমুলাবিবাচলো ।

তেজোযুক্তাবিবাদিত্যো প্রদহন্তাবিবানলো ॥ ৫১ ॥

বলোদ্ধতো যথা নাগো বসিতার্থে যথা বৃষো ।

মেঘাবিব বিনদন্ত্যো সিংহাবিব মদোৎকটো ॥ ৫২ ॥

রুদ্রকালাবিবাশ্রান্তো তো তথাজ্জুনরাবণো ।

পরম্পরং গদাপাতৈস্তাড়য়ামাসতুর্ভুশম্ ॥ ৫৩ ॥

গদাপ্রহারান্ত্যো তত্র সেহাতে নররাক্ষসো ।

বজ্রপ্রহারানচলো বথৈব হি হুহুঃসহান্ ॥ ৫৪ ॥

যথাশনিরবেভ্যস্ত জায়তে বৈ প্রতিশ্বনঃ ।

তথা তাভ্যাং গদাপাতৈর্দিশাঃ সর্বাঃ প্রসম্বমুঃ ॥ ৫৫ ॥

৫২। লো-টী। নাগো মহাসর্পো বসিতার্থে করিণার্থে যথা গজো ।

৫৫। লো-টী। তাভ্যাং ভয়োঃ, প্রসম্বমুঃ প্রতিশ্বনঃ চকুঃ ।

সংক্ষুব্ধিত সাগরদ্বয়, চঞ্চল-মূল পর্বতদ্বয়, তেজোযুক্ত আদিত্যদ্বয়, দহনকারী অনলদ্বয়, করিণীর জঘা যুদ্ধকারী বলোদ্ধত হস্তিদ্বয়, বৃষদ্বয়, গর্জ্জনকারী মেঘযুগল, বলগর্বিত সিংহদ্বয় এবং অপরিশ্রান্ত রুদ্র ও কালের আয় সেই রাবণ এবং অর্জুন উভয়ে পরস্পরকে গদাপ্রহাবে অত্যন্ত আহত করিতে লাগিলেন ॥ ৫১—৫৩ ॥

হুঃসহ বজ্রপ্রহার-সহনকারী পর্বতদ্বয়ের আয় সেই রাক্ষস এবং মনুষ্য যুদ্ধক্ষেত্রে গদাপ্রহার সহ করিতে লাগিলেন ॥ ৫৪ ॥

বজ্রপতনের শব্দ হইতে যেরূপ প্রতিধ্বনি হয়, অর্জুন এবং রাবণের গদাপাতের শব্দে দিক্ সকল সেইরূপ প্রতিধ্বনিত হইল ॥ ৫৫ ॥

১। হ '-জুতো'। ২। হ '-বিব চ নদন্তো'। ৩। হ '-বলোৎ-'। ৪। হ '-রাবণাজুনো'। ৫। হ '-গদাপ্রাভ্যাং দার-'। ৬। হ '-নতান্'। ৭। হ '-তেঃ প্রতিশ্বনঃ জায়তে'।

অজ্জুনে<sup>১</sup>ন গদা সা তু ক্ষিপ্যমাণা মহোরসি ।  
 কাঞ্চনাভং নভশ্চক্রে<sup>২</sup> বিদ্যুৎ সৌদামিনী যথা ॥ ৫৬ ॥  
 তথৈব রাবণেনাপি পাত্যমানা<sup>৩</sup> মুহুশ্মুহঃ ।  
 অজ্জুনোরসি ভাতি স্ম গদোক্লেব মহাগিরৌ ॥ ৫৭ ॥  
 নাজ্জুনঃ খেদমায়াতঃ স চ রক্ষোগণেশ্বরঃ ।  
 সমমাসীৎ তয়োযু<sup>২</sup>দ্ধং যথা বলিমহেন্দ্রয়োঃ ॥ ৫৮ ॥  
 দন্তৈরিব মহানাগৌ শৃঙ্গৈরিব মহারযৌ ।  
 জয়তুস্তৌ রণে ঘোরৌ তদা রাক্ষসপাথিবৌ ॥ ৫৯ ॥  
 ততোহজ্জুনে<sup>৩</sup>ন ক্রুদ্ধেন সর্বপ্রাণেন সা গদা ।  
 স্তনয়োরন্তরে মুক্তা রাবণশ্চ মহাহবে ॥ ৬০ ॥

৫৬। লো-টা। মহোরসি রাবণশ্চ উরসি উদ্ভিষ্য ক্ষিপ্যমাণা নভঃ কাঞ্চনাভং চক্রে । বিদ্যুৎ বিশেষণে দ্ব্যন্ততে ইতি তথা, সৌদামিনী তড়িৎ ।

অজ্জুনকর্তৃক রাবণের বিশাল বক্ষঃস্থলে নিক্ষিপ্ত সেই গদা অতাজ্জল বিদ্যুতের  
 ঞ্চায় গগনমণ্ডলকে স্বর্ণবর্ণ করিয়া তুলিল ॥ ৫৬ ॥

রাবণকর্তৃক অজ্জুনের বক্ষঃস্থলে নিপাতিত গদাও সেইরূপ মহাপর্বতের  
 উপরে পতিত উষ্ণার ঞ্চায় প্রকাশ পাইতে লাগিল ॥ ৫৭ ॥

সেই রাক্ষসগণের রাজা রাবণ এবং অজ্জুন কেহই ক্লান্ত হইলেন না, বলি  
 এবং দেবরাজ ইন্দ্রের ঞ্চায় তাঁহাদের যুদ্ধ তুল্যরূপ হইতে লাগিল ॥ ৫৮ ॥

প্রকাণ্ড হস্তিদ্বয় দন্তদ্বারা এবং প্রকাণ্ড বৃষভদ্বয় শৃঙ্গদ্বারা যেরূপ পরস্পরকে  
 আঘাত করে, সেইরূপ অতিভয়ঙ্কর সেই রাবণ এবং নৃপতি অজ্জুন যুদ্ধে  
 [ অস্ত্র দ্বারা ] পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিলেন ॥ ৫৯ ॥

অনন্তর অজ্জুন ক্রুদ্ধ হইয়া সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া সেই গদা মহাযুদ্ধে  
 রাবণের স্তনদ্বয়ের মধ্যস্থলে ( বক্ষঃপ্রদেশে ) নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৬০ ॥

বরদানকৃতত্ৰাণে সা গদা রাবণোরসি ।

দুৰ্ব্বলেব তদা সেনা দ্বিধাভূতাপতং ক্ষিতৌ ॥ ৬১ ॥

স ত্বৰ্জ্জনপ্রযুক্তেন গদপাতেন পীড়িতঃ ।

অপসৃত্য ধনুর্মাত্রং বিষমাদ সনিস্থনঃ ॥ ৬২ ॥

তং বিহ্বলিতমালোক্য দশগ্রীবং ততোহজ্জুনঃ ।

সহস্রাঙ্গুত্য জগ্রাহ গরুত্মানিব পন্নগম্ ॥ ৬৩ ॥

স তং বাহুসহশ্ৰেণ বলাদাদায় রাবণম্ ।

ববন্ধ বলবান্ রাজা বলিং নারায়ণো যথা ॥ ৬৪ ॥

বধ্যমানে দশগ্রীবে সিদ্ধচারণদেবতাঃ ।

সাধিবতি বাদিনঃ পুষ্পৈরকিরমজ্জুনং তদা ॥ ৬৫ ॥

৬১। লো-টা। সা গদা রাবণোরসি পতিত। দ্বিধাভূতাপতং, কেব ? দুৰ্ব্বলা সেনেব।  
উরসি কিংভূতে ? বরদানেন কৃতং ত্ৰাণং রক্ষণং যন্ত তস্মিন্। 'বরদানকৃতত্ৰাণে'তি পাঠে বরদানেন  
কৃতং ত্ৰাণং প্রাণরক্ষণং যন্তাঃ সকাশাৎ সা।

৬২। লো-টা। ধনুর্শীত্রমপসৃত্য প্রাপ্য নিষসাদ তত্শো, বিনষ্টেব মৃত ইব।

বরদান প্রভাবে সুরক্ষিত রাবণের বক্ষঃস্থলে সেই গদা নিক্ষিপ্ত হইয়া বলহীন  
সেনার আয় দ্বিধা বিভক্ত হইয়া ভূতলে পতিত হইল ॥ ৬১ ॥

কিন্তু রাবণ অজ্জুনকর্তৃক নিপাতিত গদাঘাতে পীড়িত হইয়া চারি হাত  
পিছনে সরিয়া গিয়া [ অফুট ] ধ্বনি করিতে করিতে বিষম হইয়া পড়িল ॥ ৬২ ॥

তখন অজ্জুন দশাননকে অবসন্ন দেখিয়া তৎক্ষণাৎ লক্ষ প্রদান করত গরুড়  
যে রূপ সর্পদিগকে ধরে, সেইরূপ তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন ॥ ৬৩ ॥

ভগবান্ হরি বলিকে যে রূপ বন্ধন করিয়াছিলেন, সেইরূপ বলবান্ রাজা  
কার্ত্তবীৰ্য্যাজ্জুন রাবণকে সহস্র বাহুদ্বারা বলপূর্ব্বক ধরিয়া বন্ধন করিলেন ॥ ৬৪ ॥

তখন দশাননকে বন্ধন করিলে সিদ্ধগণ, চারুগণ এবং দেবগণ 'সাধু সাধু'  
বলিয়া অজ্জুনের মন্তকে পুষ্পবৃষ্টি করিলেন ॥ ৬৫ ॥



ব্যাঘ্রো যুগমিবাদায় সিংহো বা গজযুথপম্ ।  
 ননাদ হৈহয়ো রাজা হর্ষাদম্বুদবম্মুহুঃ ॥ ৬৬ ॥  
 প্রহস্তস্ত সমাশ্বস্তো দৃষ্টা বদ্ধং দশাননম্ ।  
 সহিতৈ রাক্ষসৈঃ সর্বৈবরভিছুদ্রাব পর্ধিবম্ ॥ ৬৭ ॥  
 নক্তকরাণাং বেগস্ত তেষামাপততাং বভৌ ।  
 উদ্ধতানাং যুগাপায়ে সমুদ্রাণামিবাভুতঃ ॥ ৬৮ ॥  
 মুঞ্চ মুঞ্চেতি ভাষন্তস্তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাসকৃৎ ।  
 মুষলানি শূলানি সশজুস্তে তদাজ্জুনে ॥ ৬৯ ॥  
 অপ্রাপ্তান্যেব তাত্মাশু সোহসংদ্রাস্তস্ততোহজ্জুনঃ ।  
 আয়ুধান্মরারীণাং জগ্রাহ চ ননাদ চ ॥ ৭০ ॥

৬৬। লো-টা। সিংহো বা সিংহ ইব।

৬৮। লো-টা। উদ্ধতানাম্ উচ্ছলিতানাম্।

ব্যাঘ্র যেক্ষপ যুগকে এবং সিংহ যেক্ষপ হস্তিযুথপতিকে ধরিয়া গর্জন করে,  
 হৈহয়াধিপতি কার্তবীৰ্য্যাজ্জুন সেইরূপ রাবণকে ধরিয়া হর্ষবশতঃ মেঘের আয় পুনঃ  
 পুনঃ গর্জন করিতে লাগিলেন ॥ ৬৬ ॥

প্রহস্ত চৈতম্বলাভ করিয়া দশাননকে বদ্ধ দেখিয়া সমস্ত রাক্ষসগণের সহিত  
 হৈহয়াধিপতির প্রতি ধাবিত হইল ॥ ৬৭ ॥

সেই রাক্ষসগণের আগমনবেগ প্রলয়কালীন উদ্বেলিত সমুদ্রের আয় অদ্ভুত  
 বোধ হইল ॥ ৬৮ ॥

তখন রাক্ষসগণ 'পরিত্যাগ কর, পরিত্যাগ কর' 'থাম থাম' এরূপ পুনঃ পুনঃ  
 বলিতে বলিতে কার্তবীৰ্য্যাজ্জুনের প্রতি মুষল এবং শূল নিক্ষেপ করিতে  
 লাগিল ॥ ৬৯ ॥

নির্ভীক কার্তবীৰ্য্যাজ্জুন দেবশত্রু রাক্ষসদিগের সেই অস্ত্রসমূহ তাঁহার  
 শরীর স্পর্শ করিবার পূর্বেই তৎক্ষণাৎ সেগুলি ধরিয়া ফেলিয়া গর্জন করিতে  
 লাগিলেন ॥ ৭০ ॥

ততঃস্তৈরেব রক্ষাংসি শিতধারৈর্বরাযুধৈঃ ।

ভিত্ত্বা বিদ্রাবয়ামাস বায়ুরম্মুধরানিব ॥ ৭১ ॥

রাক্ষসাংস্ত্রাসয়িত্বা<sup>১</sup> কার্ত্তবীৰ্য্যোহজ্জুনসুদা ।

আদায় রাবণং বীরঃ প্রবিবেশ পুরীং ততঃ ॥ ৭২ ॥

তেহপি সৰ্ব্বে তদামাত্যা রাবণস্ত ভয়াদ্দিতাঃ ।

অতিষ্ঠন্ পুষ্পকং গৃহ স্বামিনো মোক্ষকাঙ্ক্ষয়া ॥ ৭৩ ॥

স কীর্যমাণঃ কুসুমাক্ষতোংকরৈর্দ্বিজৈঃ সপোরৈঃ পুরুহুতবিক্রমঃ ।

ততোহজ্জুনঃ স্বাং প্রবিবেশ তাং পুরীং বলিং নিগৃহেব সহস্রলোচনঃ ॥ ৭৪

ইত্যর্ধে বাম্বীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে কার্ত্তবীৰ্য্যাজ্জুনের রাবণনিগ্রহো নাম  
একবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২১ ॥

৭৩। লো-টী। ভয়যুক্ত ভাষা যেবাং তে, রাবণস্ত ত্যক্ত্বা গমনে চ ভয়াদ্দিতাঃ ।

৭৪। লো-টী। বলিং নিগৃহ বাননদ্বারেণ ।

রাবণগ্রহণম্ ॥ ২১ ॥

পরে বায়ু যেরূপ মেঘসমূহকে বিদ্রাবিত করে সেইরূপ [ কার্ত্তবীৰ্য্যাজ্জুন ]  
সেই সমস্ত তীক্ষ্ণধার শ্রেষ্ঠ অস্ত্রদ্বারাই রাক্ষসদিগকে বিদ্ধ করিয়া বিদ্রাবিত  
করিলেন ॥ ৭১ ॥

অনন্তর বীর কার্ত্তবীৰ্য্যাজ্জুন রাক্ষসদিগকে ত্রাসিত করিয়া রাবণকে লইয়া  
নগরীতে প্রবেশ করিলেন ॥ ৭২ ॥

তখন রাবণের সেই অমাত্যগণ সকলেই ভীত হইয়া পুষ্পকরথ গ্রহণ করত  
প্রভুর মুক্তির অপেক্ষায় অবস্থান করিতে লাগিল ॥ ৭৩ ॥

তখন পৌরগণের সহিত ব্রাহ্মণগণ ইন্দ্রতুলা বিক্রমশালী কার্ত্তবীৰ্য্যাজ্জুনের  
মস্তকে পুষ্প এবং অক্ষত বর্ষণ করিলে তিনি বলি-নিগ্রহকারী সহস্রলোচন  
ইন্দ্রের স্তায় স্ত্রীয় পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥ ৭৪ ॥

মহর্ষি বাম্বীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে কার্ত্তবীৰ্য্যাজ্জুনের রাবণনিগ্রহ-নামক

২১শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২১ ॥

## ( ২২ ) দ্বাবিংশঃ সর্গঃ

গ্রহণং রাক্ষসেন্দ্রশ্চ তত্ত্ব রাহুগ্রহোপমম্ ।  
 ঋষিঃ পুলস্ত্যঃ শুশ্রাব কথিতং দিবি দৈবতৈঃ ॥ ১ ॥  
 ততঃ পুত্রস্বতস্নেহাৎ ত্বরিতঃ স মহামুনিঃ ।  
 মাহিষ্মতীপতিং দ্রষ্টু মাজগাম মহাতপাঃ ॥ ২ ॥  
 স বায়ুমার্মাস্থায় বায়ুতুল্যাগতির্দ্বিজঃ ।  
 পুরীং মাহিষ্মতীং প্রাপ্তো মনঃসংকল্পবিক্রমঃ ॥ ৩ ॥  
 সোহমরাবতিসংকাশাং হৃষ্টপুষ্টজনাবতাম্ ।  
 প্রবিবেশ পুরীং ব্রহ্মা যথেন্দ্রশ্চামরাবতীম্ ॥ ৪ ॥  
 পাদচারমিবাদিত্যং প্রবিশন্তং হৃদুর্দৃশম্ ।  
 বিজ্ঞায় তমুষিঃ দ্বাঃস্থা অজ্জুনায় অব্বেদয়ন্ ॥ ৫ ॥

- ১। লো-টী। বায়ুগ্রহোপমং বায়ুগ্রহোপমম্ ।  
 ৩। লো-টী। মনসঃ সংকল্পো গমনমিব বিক্রমঃ পাদবিক্ষেপো যন্ত সঃ ।  
 ৪। লো-টী। অমরাবতীতি হ্রস্বঃ 'ধাকার' ইত্যাদিনা ।

পুলস্ত্য ঋষি স্বর্গে দেবগণের নিকট রাহুকে গ্রাস করিবার তুল্য রাক্ষসরাজ রাবণকে বন্ধন করিবার সংবাদ শুনিলেন ॥ ১ ॥

তার পর মহাতপস্বী মহামুনি সেই পুলস্ত্য পৌত্রের প্রতি স্নেহবশতঃ সত্বর মাহিষ্মতীর রাজাকে দেখিতে আসিলেন ॥ ২ ॥

বায়ুতুল্যাগতি সেই দ্বিজবর বায়ুপথ ধরিয়া মনোরথের আয় শীঘ্রগতিতে মাহিষ্মতী নগরীতে উপস্থিত হইলেন ॥ ৩ ॥

ইন্দ্রের অমরাবতী নগরীতে ব্রহ্মার আয় সেই পুলস্ত্য হৃষ্টপুষ্ট জনদ্বারা পরিবেষ্টিত অমরাবতীতুল্য মাহিষ্মতীনগরীতে প্রবেশ করিলেন ॥ ৪ ॥

দৌবারিকগণ পাদচারী আদিত্যের আয় দুরালোক্য ( অতি তেজস্বী ) সেই

শ্রদ্ধা পুলস্ত্যং সংপ্রাপ্তমজ্জুনঃ সহ মন্ত্রিভিঃ ।

শিরশ্চঞ্জলিমাধায় ততঃ প্রভ্যুদযযৌ মুনিম্ ॥ ৬ ॥

পুরোহিতো গৃহীত্বাৰ্য্যং মধুপৰ্কং তথৈব গাম্ ।

পুরস্তাৎ প্রযযৌ রাজ্ঞঃ শক্রশ্চৈব বৃহস্পতিঃ ॥ ৭ ॥

ততস্তমুঘিমায়াস্তমুদাস্তমিব ভাস্করম্ ।

অজ্জুনো ভৃশংসংভ্রাস্তো ববন্দেহৰ্ষপুরঃসরঃ ( রম্ ? ) ॥ ৮ ॥

স তস্মৈ মধুপৰ্কং গাং পাণ্ডমৰ্য্যং নিবেত চ ।

পুলস্ত্যমব্রবীদ্রাজা হৰ্ষগদগদয়া গিরা ॥ ৯ ॥

অদ্যেয়মমরাবত্যা তুল্যা মাহিষ্মতী কৃতা ।

অত্ৰ চাহং মনুষ্যেন্দ্রো যস্তাং পশ্যামি ছুৰ্দৃশম্ ॥ ১০ ॥

৮। লো-টী। অৰ্য্যং পুরঃসরং যথা শ্রুতং ।

ঋষির পরিচয় অবগত হইয়া কার্তবীৰ্য্যাজ্জুনের নিকট নিবেদন করিল ॥ ৫ ॥

কার্তবীৰ্য্যাজ্জুন পুলস্ত্যের আগমনসংবাদ শ্রবণ করিয়া মস্তকে অঞ্জলি বন্ধন করত মন্ত্রিণের সহিত সেই মুনির প্রভ্যুদগমন করিলেন ॥ ৬ ॥

পুরোহিত অৰ্য্য, মধুপৰ্ক এবং বৃষ গ্রহণ করিয়া ইন্দ্রের অগ্রগামী বৃহস্পতির আয় রাজার অগ্রে চলিলেন ॥ ৭ ॥

তার পর উদীয়মান সূর্য্যের আয় সেই ঋষিকে আসিতে দেখিয়া অজ্জুন অতিশয় সম্ভ্রান্ত হইয়া অৰ্য্য প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাকে বন্দনা করিলেন ॥ ৮ ॥

সেই নৃপতি অজ্জুন পুলস্ত্যের উদ্দেশে মধুপৰ্ক, গো, পাণ্ড এবং অৰ্য্য দিয়া হৰ্ষগদগদস্বরে তাঁহাকে বলিলেন— ৯ ॥

আজ এই মাহিষ্মতী নগরীকে আপনি অমরাবতীতুল্য করিলেন এবং ছুৰ্দৃশ-দর্শন আপনার দর্শন পাইয়া আমিও অত্ৰ মনুষ্যমধ্যে ইন্দ্রতুল্য হইলাম ॥ ১০ ॥

অত্র মে কুশলং দেব অত্র মে কুলমুদ্রুতম্ ।

যত্তে দেবশতৈর্বন্দ্যো বন্দেহং চরণাবিমৌ ॥ ১১ ॥

ইদং রাজ্যমিমে পুত্রো ইমে দারাস্থথা বয়ম্ ।

ব্রহ্মন্ কিং কুর্স্বহে কার্যমাজ্ঞাপয়তু নো ভবান্ ॥ ১২ ॥

তং ধম্মেষপি রাজ্যে চ পৃষ্ঠ্বা কুশলমবয়ম্ ।

পুলস্ত্যঃ প্রাহ রাজানং হৈহয়ানাং তদাঙ্গুণম্ ॥ ১৩ ॥

রাজন্ কমলপত্রাক্ষ পূর্ণচন্দ্রনিভানন ।

অতুলং তে বলং যেন দশগ্রীবস্তয়া জিতঃ ॥ ১৪ ॥

ভয়াদ্ যস্তাবতিষ্ঠেতাং নিস্পন্দো সাগরানিলৌ ।

সোহয়মগ্ন ত্বয়া বন্ধঃ পুত্রো মেহতীব দুর্জয়ঃ ॥ ১৫ ॥

হে দেব, অত্র শত শত দেবতার বন্দনীয় আপনার এই চরণযুগল বন্দনা করিয়া আমার মঙ্গল হইল এবং আমার বংশ উদ্ধারপ্রাপ্ত হইল ॥ ১১ ॥

হে ব্রহ্মন্, এই রাজ্য (রাজ্যের সকল প্রজা), এই দারাপত্য প্রভৃতি এবং আমরা আপনার কোন্ কার্য সাধন করিব, আপনি তাহা আমাদিগকে আজ্ঞা করুন ॥ ১২ ॥

পুলস্ত্য হৈহয়রাজ অঙ্গুণকে ধর্ম এবং রাজ্যবিষয়ে স্থায়ী কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন— ॥ ১৩ ॥

হে পদ্মপাশলোচন পূর্ণচন্দ্রবদন, রাজন্, তোমার শক্তি অতুলনীয়; যেহেতু তুমি দশাননকে পরাজিত করিয়াছ ॥ ১৪ ॥

যাহার ভয়ে সমুদ্র এবং বায়ু স্পন্দনহীন হইয়া অবস্থান করিতেছে, অতিশয় দুর্জয় আমার সেই পুত্র (পৌত্র)কে অত্র তুমি বন্ধ করিয়াছ ॥ ১৫ ॥

তৎ পুত্রক যশঃ স্ফীতং লোকে বিশ্রাবিতং ত্বয়া ।

মদ্বাক্যং পালয়ন্নত মুঞ্চ তাত দশাননম্ ॥ ১৬ ॥

পুলস্ত্যাজ্ঞাং গৃহীত্বা স নকিকিঞ্চনোহজ্জুনঃ ।

অমুঞ্চৎ পার্থিবেন্দ্রস্তং রাক্ষসেন্দ্রং প্রহর্যবৎ ॥ ১৭ ॥

স তং বিমুচ্য ত্রিদশারিমজ্জুনঃ

প্রপূজ্য দিব্যাভরণান্বরৈঃ শুভৈঃ ।

অহিংসয়া সখ্যমুপেত্য সাগ্নিকম্

প্রণম্য সত্রক্ষসুতং ব্যসজ্জয়ৎ ॥ ১৮ ॥

পুলস্ত্যোনাপি সংগম্য রাক্ষসেন্দ্রঃ স রাবণঃ ।

পরিষজ্য কৃতাতিথ্যো লজ্জমানো বিসজ্জিতঃ ॥ ১৯ ॥

১৮। লো-টা। স তং প্রপূজ্য বাসুন্ধরিতোক্তং বাক্যম্, অহিংসয়া অক্রৌৰ্ণোণ সাগ্নিকং সখ্যমুপেত্য সত্রক্ষসুতং ব্যসজ্জয়তিতাপরম্। 'স তং বিমুচ্যে'তি পাঠে বন্ধনাদ্বিমুচ্য দিব্যাভরণা-  
দিভিঃ প্রপূজ্য সখ্যমুপেত্য ত্রক্ষসুতেন সহ প্রণম্য ব্যসজ্জয়ৎ।

১৯। লো-টা। পুলস্ত্যোনাপি সঙ্গম্য সখ্যং প্রাপ্য কারয়িত্বেনি বাবৎ, বিসজ্জিতঃ  
কৃতাতিথ্যোহজ্জুনেতি শেষঃ।

বৎস, রাবণকে জয় করিয়া তুমি বিপুল যশঃ বিস্তার করিয়াছ, অতএব  
অত আমার কথা পালন করিয়া রাবণকে মুক্ত কর ॥ ১৬ ॥

নরপতি অজ্জুন পুলস্ত্যের আদেশ শ্রবণ করিয়া কিছু না বলিয়াই সেই  
রাক্ষসশ্রেষ্ঠ রাবণকে সন্তোষের সহিত মুক্ত করিলেন ॥ ১৭ ॥

সেই অজ্জুন দেবশত্রু রাবণকে মুক্ত করিয়া উৎকৃষ্ট অলঙ্কার এবং বস্ত্রদ্বারা  
সম্মানিত করত হিংসা ভুলিয়া অগ্নিসমক্ষে [ তাহার সহিত ] বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া  
প্রণামানন্তর ত্রক্ষপুত্র পুলস্ত্যের সহিত বিদায় দিলেন ॥ ১৮ ॥

পুলস্ত্যও সমীপে গমন করিয়া আলিঙ্গনপূর্বক অজ্জুনের নিকট অতিথি-  
সংকারপ্রাপ্ত লজ্জিত রাক্ষসরাজ রাবণকে বিদায় দিলেন ॥ ১৯ ॥

পিতামহস্তচ্চাপি পুলস্ত্যো মুনিসত্তমঃ ।

মোক্ষয়িত্বা দশগ্রীবং ব্রহ্মলোকং জগাম হ ॥ ২০ ॥

এবং স রাবণঃ প্রাপ্তঃ কার্ত্তবীৰ্য্যাত্ম ধৰ্ম্মবান্ ।

পুলস্ত্যবচনাচ্চাপি পুনর্মোক্ষমবাগুবান্ ॥ ২১ ॥

এবং বলিভ্যো বলিনঃ সন্তি রাঘবনন্দন ।

নাবজ্ঞা হি পুরে কার্য্যা বদীচ্ছেঃ শ্রেয় আত্মনঃ ॥ ২২ ॥

ততঃ স রাজা পিশিতাশনানাং সহস্রবাহুং সমবেক্ষ্য মিত্রম্ ।

পুনর্নরাণাং কদনঙ্ককার চচার সর্ব্বাং পৃথিবীং চ দর্পাৎ ॥ ২৩ ॥

ইত্যর্ধে বায়্বীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে রাবণমোক্ষো নাম  
দ্বাবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২২ ॥

২২। লো-টা। পুরে শত্রো।

রাবণমোক্ষঃ ॥ ২২

ব্রহ্মপুত্র মুনিসত্তম পুলস্ত্য দশাননকে মুক্ত করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন  
করিলেন ॥ ২০ ॥

সেই রাবণ কার্ত্তবীৰ্য্যাজ্ঞূনের হস্তে এইরূপে পরাভবপ্রাপ্ত হইয়া পুলস্ত্যের  
কথায় পুনরায় মুক্তিলাভ করিয়াছিল ॥ ২১ ॥

হে রঘুনন্দন, বলবান্ ব্যক্তি অপেক্ষাও এইরূপ অনেক বলবান্ ব্যক্তি  
আছেন ; যদি নিজের মঙ্গল কামনা কর, তবে শত্রুর প্রতি অবজ্ঞা করিও না ॥ ২২ ॥

অনন্তর রাক্ষসরাজ সেই রাবণ সহস্রবাহু কার্ত্তবীৰ্য্যাজ্ঞূনকে মিত্রভাবাপন্ন  
দেখিয়া পুনরায় মনুষ্যদিগকে উৎপীড়িত করিতে করিতে সদর্পে সমস্ত পৃথিবী  
বিচরণ করিতে লাগিল ॥ ২৩ ॥

মহর্ষি বায়্বীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে রাবণমোক্ষ-নামক

২২শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২২ ॥

( ২৩ ) ত্রয়োবিংশঃ সর্গঃ

অৰ্জুনেন বিমুক্তস্ত রাবণো রাক্ষসাধিপঃ ।

চচার পৃথিবীং কৃৎস্নামনির্বিঘ্নস্তথাকৃতঃ ॥ ১ ॥

রাক্ষসঃ বা মনুষ্যঃ বা শ্রুতবান্ যং বলাধিকম্ ।

রাক্ষসঃ স সমাসাচ্চ যুদ্ধায়াহ্বয়তে স্ম তম্ ॥ ২ ॥

ততঃ কদাচিৎ কিঙ্কিন্ধ্যাঃ নগরীং বালিপালিতাম্ ।

গত্বাহ্বয়ত যুদ্ধায় বালিনং হেমমালিনম্ ॥ ৩ ॥

ততস্তং বানরামাত্যস্তারস্তারাদিপোপমঃ ।

উবাচ রাবণং বাক্যং যুদ্ধপ্রেপ্সু মুপাগতম্ ॥ ৪ ॥

রাক্ষসেন্দ্র গতো বালী যস্তব প্রবলো যুধে ।

নাচ্যঃ প্রমুখতঃ স্মাতুং তব শক্তঃ প্লবঙ্গমঃ ॥ ৫ ॥

১। লো-টী। তথাকৃতঃ অৰ্জুনেন পরাভূতোহপি ন নির্বিঘ্নঃ অবিরক্তঃ ।

২। লো-টী। যুদ্ধায় যোদ্ধুম্ ।

অৰ্জুনকর্তৃক পরাজিত এবং বিমুক্ত রাক্ষসাধিপতি রাবণ নির্বেদগ্রস্ত না হইয়া সমস্ত পৃথিবী বিচরণ করিতে লাগিল ॥ ১ ॥

সেই রাক্ষস রাবণ, রাক্ষস অথবা মনুষ্য যাহাকেই অধিক-বলশালী বলিয়া গুনিত, তাহারই সমীপে গমন করিয়া তাহাকে যুদ্ধার্থে আহ্বান করিত ॥ ২ ॥

একদা রাবণ বালিপালিত কিঙ্কিন্ধ্যানগরীতে গমন করিয়া সুবর্ণমালাধারী বালীকে যুদ্ধার্থে আহ্বান করিল ॥ ৩ ॥

তার পর বালিতুল্য বানরমন্ত্রী 'তার' যুদ্ধাভিলাষী সমাগত রাবণকে বলিল— ॥ ৪ ॥

রাক্ষসেন্দ্র, যুদ্ধে তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী বালী [ সমুদ্রতীরে ] গমন করিয়াছেন, অণু কোন বানর তোমার সম্মুখে অবস্থান করিতে সমর্থ নয় ॥ ৫ ॥



চতুষ্পি সমুদ্রে<sup>১</sup> সন্ধ্যামবাস্য রাবণ ।

ইমং মুহূর্তমায়াতি বালী তিষ্ঠ মুহূর্তকম্ ॥ ৬ ॥

এতানস্থিচয়ান্ পশ্য যত্র তে শঙ্খপাণ্ডুরাঃ ।

যুদ্ধার্থিনামিমে রাজন্ বানরাধিপতেজসা ॥ ৭ ॥

অমৃতরসঃ পীতস্বয়া<sup>২</sup> যত্রপি রাবণ ।

তথাপি বালিনং প্রাপ্য তদন্তং তব জীবিতম্ ॥ ৮ ॥

পশ্চেদানো<sup>৩</sup> জগচ্ছিত্রমিদং বিশ্ববসাত্মজ ।

ইমং মুহূর্তং সংপ্রাপ্য<sup>৪</sup> ছলভং তে ভবিষ্যতি ॥ ৯ ॥

অথবা স্বরসে মর্তুং<sup>৫</sup> যাহি দক্ষিণসাগরম্ ।

বালিনং দ্রক্ষ্যসে তত্র ভূমিষ্ঠমিব ভাস্করম্ ॥ ১০ ॥

১। লো-টা। প্রাপ্য স্থিত। বিশ্ববসাত্মজ সন্ধিরার্থঃ। ‘পশ্চাত্তু’ ইতি পাঠঃ, কচিৎ ‘পশ্চাত্ত’।

রাবণ, তুমি মুহূর্তকাল অপেক্ষা কর; বালী সমুদ্রচতুষ্টয়ে সন্ধ্যা-বন্দনা সমাপ্ত করিয়া এই মুহূর্তেই আসিবেন ॥ ৬ ॥

রাজন্, এই অস্থিরাশি অবলোকন কর, শঙ্খের ত্রায় শুভ্রবর্ণ এই অস্থিসমূহ বানরাধিপতি বালীর তেজঃপ্রভাবে মৃত যুদ্ধার্থিবৃন্দের ॥ ৭ ॥

রাবণ, তুমি যদি অমৃতরসও পান করিয়া থাক, তথাপি আজ বালীর নিকট উপস্থিত হইলেই তোমার জীবনের অবসান হইবে ॥ ৮ ॥

হে বিশ্ববার তনয়, এক্ষণে এই বিচিত্র জগৎ একবার নিরীক্ষণ করিয়া লও; এক মুহূর্ত পরেই তোমার পক্ষে ইহা ছলভ হইবে ॥ ৯ ॥

অথবা যদি মরিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া থাক, তবে দক্ষিণসমুদ্রে গমন কর, সেখানে ভূতলস্থ সূর্য্যের স্নায় বালীকে দেখিতে পাইবে ॥ ১০ ॥

স তু তারং বিনির্ভংস্৷ রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ ।

ততঃ পুষ্পকমারুহ প্রববৌ দক্ষিণার্ণবম্ ॥ ১১ ॥

তত্র হেমগিরিপ্রখ্যং তরুণার্কনিভাননম্ ।

বালিনং রাবণোহপশ্যৎ সঙ্কোপাসনতৎপরম্ ॥ ১২ ॥

বদচ্ছয়োন্মীলয়তা বালিনাপি স রাবণঃ ।

আয়াতো লক্ষিতো দূরাচ্চকার ন চ সংভ্রমম্ ॥ ১৩ ॥

সিংহঃ শশমিবালক্ষ্য গরুড়ো বা ভুজঙ্গমম্ ।

নাচিন্তয়ত্তথা দৃষ্ট্বা বালী রাবণমাগতম্ ॥ ১৪ ॥

পুষ্পকাদবরুহাথ রাবণোহঞ্জনসপ্রভঃ ।

গ্রহীতুং বালিনং পশ্চাদাশ্রয়পদমদ্রবৎ ॥ ১৫ ॥

১৩। লো টা। সংভ্রমং সাধবদম্ ।

১৪। লো-টা। গরুড়ো বা গরুড় ইব, তথা 'ভদা' বা পাঠঃ ।

১৫। লো টা। অশ্রয়পদং ন দিগ্ধতে শব্দো যত্র তথা ।

রাক্ষসাধিপতি সেই রাবণ 'তার'কে তিরস্কার করিয়া পুষ্পকরথে আরোহণ করত দক্ষিণসাগরে গমন করিল ॥ ১১ ॥

রাবণ সেখানে কাঞ্চনগিরিসদৃশ বালমূৰ্য্যের ত্রায় আনন-বিশিষ্ট সঙ্কোপাসনায় নিযুক্ত বালীকে দেখিতে পাইল ॥ ১২ ॥

বালীও দৈবাৎ চক্ষুঃ উন্মীলিত করিয়া দূর হইতে সেই রাবণকে আসিতে দেখিতে পাইলেন এবং কোনরূপ চাক্ষু্য প্রকাশ করিলেন না ॥ ১৩ ॥

সিংহ যেমন শশককে, বা গরুড় যেমন সর্পকে দেখিয়া উদ্ভিগ্ন হয় না, সেইরূপ বালীও রাবণকে আসিতে দেখিয়া চিন্তিত হইলেন না ॥ ১৪ ॥

অনন্তর অঞ্জনতুল্য-প্রভাবিশিষ্ট রাবণ পুষ্পকরথ হইতে অবতরণ করিয়া বালীকে ধরিবার জন্ত তাঁহার পশ্চাতে নিঃশব্দ-পদবিক্ষেপে গমন করিতে লাগিল ॥ ১৫ ॥

বিজ্ঞাতং বালিনা তস্ম তচ্চ পাপবিচেষ্টিতম্ ।

অসম্ভ্রমমনাশ্চাসৌ চিন্তয়ামাস রাঘব ॥ ১৬ ॥

জিহ্বাক্ষমাণমগ্নৈনং রাবণং পাপচেতসম্ ।

কক্ষাবলম্বিতং কৃৎস্না গমিষ্যে ত্রীন্ মহার্ণবান্ ॥ ১৭ ॥

পশ্চাভ্বেনং মমাক্ষস্থং প্রস্থতৌরুকরাশ্বরম্ ।

লম্বমানং দশগ্রীবাং গরুড়শ্বেব পন্নগম্ ॥ ১৮ ॥

ইত্যেতাং মতিমাস্থায় বালী নিয়মমাস্থিতঃ ।

জপন্ বৈ নৈগমং মন্ত্রং তস্থৌ পৰ্ব্বতরাড়িব ॥ ১৯ ॥

তাবন্যোন্ম্যং জিহ্বাক্ষন্তৌ হরিরাক্ষসপার্শ্বিবৌ ।

প্রবত্নবন্তৌ তৎ কৰ্ম চেরতুর্বলদর্পিতৌ ॥ ২০ ॥

১৭। লো-ট। কক্ষাবলম্বিতং 'কক্ষাবলম্বিন'মিতি বা পাঠঃ ।

১৮। লো-ট। প্রস্থতাঃ প্রসারিতা উরবো মহাস্তঃ করা অঙ্গুলয়শ্চ যেন তম্ ।

উরু সন্ধিনী বা ।

১৯। লো-ট। নৈগমং বৈদিকম্ ।

২০। লো-ট। তৎ কৰ্ম পরম্পরগ্রহণরূপং চেরতুঃ চক্রতুঃ ।

হে রাঘব, বালী রাবণের সেই অসদভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া অব্যাকুলচিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, অত্যা আমাকে ধরিতে ইচ্ছুক এই পাপিষ্ঠ রাবণকে কক্ষমধ্যে আবদ্ধ করিয়া [ অপর ] তিনটি মহাসমুদ্রে গমন করিব ॥ ১৬-১৭ ॥

ইহার বিশাল বাহু এবং বস্ত্র প্রসারিত হইয়া পড়ুক, লোকে আমার অঙ্কুশিত লম্বমান এই দশাননকে গরুড়ধৃত সর্পের ন্যায় অবলোকন করুক ॥ ১৮ ॥

বালী এইরূপ বুদ্ধি স্থির করিয়া সংযত হইয়া বৈদিক মন্ত্র জপ করিতে করিতে পৰ্ব্বতরাজ হিমালয়ের ন্যায় স্থিরভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ১৯ ॥

পরম্পরকে ধরিতে অভিলাষী সেই বলদর্পিত বানররাজ বালী এবং রাক্ষস-রাজ রাবণ যত্নপূর্বক সেই কার্য সাধন করিতে উদ্যত হইলেন ॥ ২০ ॥

হস্তপ্রাপ্তস্ত তং দৃষ্ট্বা পদশব্দেন রাবণম্ ।

প্রাপ্তমুখস্তং নিজগ্রাহ বালী সর্পমিবাণ্ডজঃ ॥ ২১ ॥

এহীতুকামমাদায় রক্ষসানীশ্বরং হরিঃ ।

খমুৎপপাত বেগেন কৃত্বা কক্ষাবলম্বিনম্ ॥ ২২ ॥

অভ্যর্থং পীড়্যমানস্ত তদা দন্তনৈধৈর্মুহঃ ।

জহার রাবণং বালী পবনস্তোয়দং যথা ॥ ২৩ ॥

অথ তে রাক্ষসামাত্যা হ্রিয়মাণং দশাননম্ ।

মুমোচয়িববো রাজন্ বালিনং সমুপক্রতাঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বায়মানৈস্তুর্কালো বভৌ নীলনিশাচরৈঃ ।

অন্বায়মানো মেঘৌঘৈরম্বরশ্চ ইবাংশুমান্ ॥ ২৫ ॥

২১। লো-টা। অণ্ডজো গরুড়ঃ।

২৩। লো-টা। মুখৈর্মুখৈশ্চ বিভূদন্তং ব্যথাং প্রাপ্নুবন্তম্। 'নৈধৈ'রিত্তি বা পাঠঃ।

২৫। লো-টা। অংশুমান্ হৃথ্যঃ।

বালী রাবণের পদশব্দদ্বারা হস্ত প্রসারণ করিলেই তাহাকে ধরিতে পারা যাইবে—ইহা বুঝিতে পারিয়া পূর্বদিকে মুখ রাখিয়াই, গরুড় যেমন সর্পকে ধরে—সেইরূপ তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন ॥ ২১ ॥

বালী ধরিতে অভিলাষী সেই রাক্ষসেশ্বর রাবণকে ধরিয়া কক্ষদেশে ঝুলাইয়া সবেগে আকাশমার্গে উঠিলেন ॥ ২২ ॥

তখন বালী রাবণকর্তৃক দস্ত এবং নখ দ্বারা পুনঃ পুনঃ অতিশয় পীড়িত হইয়াও বায়ু যেরূপ মেঘকে লইয়া যায় সেইরূপ রাবণকে লইয়া চলিলেন ॥ ২৩ ॥

হে রাজন্, সেই রাক্ষসমস্ত্রিগণ অপহ্রিয়মাণ দশাননকে উদ্ধার করিবার অভিলাষে বালীর দিকে ধাবিত হইল ॥ ২৪ ॥

নীলবর্ণ রাক্ষসগণকর্তৃক অনুসৃত হইয়া বালী অনুগামী মেঘসমূহদ্বারা

নাশরু<sup>১</sup> বংশচ সংপ্রাপ্তুং বালিনং রাক্ষসাস্তদা ।

তশ্চ বাহুরুবেগেন পরিশ্রান্তা ব্যবস্থিতাঃ ॥ ২৬ ॥

বালিমার্গাদপক্রান্তাঃ<sup>২</sup> পর্বতেন্দ্রা ইব প্লুতাঃ ।

কিং পুনজ্জীবিতং প্রেপ্সু<sup>৩</sup> র্বিভ্রাণো মাংসশোণিতম্ ॥ ২৭ ॥

যো হক্ষিপক্ষসংপাতাদানরেন্দ্রো<sup>৪</sup> মনোজবঃ ।

ক্রমতে সাগরান্ সর্বান্ সক্ষ্যাকালঞ্চ বিন্দতি ॥ ২৮ ॥

সভাজ্যমানো ভূতৈস্ত<sup>৫</sup> খেচরৈঃ খেচরো হরিঃ ।

পশ্চিমং সাগরং বালী আজগাম সরাবণঃ ॥ ২৯ ॥

২৭। লো-টী। বালিমার্গাৎ বালিন ইভার্থে বালিপদং লুপ্তবষ্টীকং বালিনো গচ্ছত ইত্যর্থঃ। অপাক্রামন্ গমনবেগাৎ স্বস্থানং ত্যক্তু। অতত্র গচ্ছন্তি স্ম। জীবিতুং প্রেপ্সুঃ অপক্রাম-  
তীতি বাচ্যম্। 'জীবিতং প্রেপ্সু'রিত্যি বা পাঠঃ।

২৮। লো-টী। অক্ষিপক্ষসংপাতাৎ নিমেষমাত্রাৎ সক্ষ্যাকালং প্রাপ্য বিন্দতি প্রাপ্নোতি  
স্বগৃহান্।

২৯। লো-টী। সভাজ্যমানঃ পূজ্যমানঃ।

নভোমণ্ডলস্থ সূর্যোর ত্রায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ২৫ ॥

রাক্ষসগণ বালীকে ধরিতে সমর্থ হইল না, বরং তাহার হস্ত এবং উরুর বেগে  
পরিশ্রান্ত হইয়া স্থিরভাবে অবস্থান করিতে লাগিল ॥ ২৬ ॥

বালীর গমনপথ হইতে শ্রেষ্ঠ পর্বত সকল যেন লক্ষপ্রদান করিয়াই সরিয়া  
গেল, রক্তমাংসের শরীরধারী বাঁচিতে ইচ্ছুক প্রাণীর কথা আর কি বলিব ॥ ২৭ ॥

মনোগামী বানররাজ বালী নিমেষমাত্রে সমস্ত সাগরে পরিভ্রমণ করেন এবং  
সর্বত্র যথাসময়ে সক্ষ্য করেন ॥ ২৮ ॥

খেচর প্রাণিগণকর্তৃক সম্পূজিত আকাশচারী বানররাজ বালী রাবণের  
সহিত পশ্চিম-সমুদ্রে আগমন করিলেন ॥ ২৯ ॥

১। ছ 'তেশরু বংশচ প্রাপ্তুং'। ২। ছ '-ক্রামন্ পর্বতা অপি গচ্ছত'। ৩। ছ '-তপ্রেপ্সু'।  
৪। ছ 'মহাবলঃ'। ৫। ছ 'তৈঃ স'।

তত্র সঙ্ক্যামুপাশ্রাসৌ জপ্তু। জপ্যক বানরঃ ।

উত্তরং সাগরং প্রায়াদ্বহমানো নিশাচরম্ ॥ ৩০ ॥

বহুযোজনসাহস্রং তমধ্বানং মহাকপিঃ ।

বায়ুবচ্চ মনোবচ্চ জগাম সহ শত্রুণা ॥ ৩১ ॥

উত্তরে সাগরে সঙ্ক্যামুপাশ্রৈব বিধানতঃ ।

প্রযযৌ বেগবান্ বালী পূর্বমম্বুমহানিধিম্ ॥ ৩২ ॥

তত্রাপি সঙ্ক্যামম্বাস্থ বাসবিঃ স হরীশ্বরঃ ।

কিক্ষিক্য্যভিমুখং রক্ষো গৃহীত্বা পুনরাগমৎ ॥ ৩৩ ॥

চতুষ্পি সমুদ্রেষু সঙ্ক্যামম্বাস্থ বানরঃ ।

রাবণোদ্বহনশ্রান্তঃ কিক্ষিক্য্যোপবনেহপতৎ ॥ ৩৪ ॥

৩২ । লো-টী । বলবদ্বালীভ্যেকং পদম্ 'বলবান্' বা পাঠঃ ।

বালী তথায় সঙ্ক্যা-উপাসনা এবং জপ্যমন্ত্র জপ করিয়া রাবণকে সঙ্গে লইয়া উত্তর-সাগরে প্রস্থান করিলেন ॥ ৩০ ॥

মহাবানর বালী শত্রু রাবণকে কক্ষে করিয়া বহুসহস্রযোজন সেই পথ বায়ু এবং মনের আয় দ্রুত গমন করিলেন ॥ ৩১ ॥

বেগগামী বালী উত্তর সমুদ্রে যথাবিধি সঙ্ক্যা-উপাসনা করিয়াই পূর্ব মহা-সাগরে প্রস্থান করিলেন ॥ ৩২ ॥

ইঙ্গুপুত্র সেই বানরেশ্বর বালী সেখানেও সঙ্ক্যা-উপাসনা করিয়া রাবণকে লইয়া পুনরায় কিক্ষিক্য্যভিমুখে আগমন করিলেন ॥ ৩৩ ॥

বানররাজ বালী চারি সমুদ্রে সঙ্ক্যাবন্দনাদি করিয়া রাবণকে বহন করত শ্রান্ত হইয়া কিক্ষিক্য্যর উপবনে উপনীত হইলেন ॥ ৩৪ ॥

রাবণক<sup>১</sup> মুমোচাথ কক্ষ্যাতঃ কপিসত্তমঃ ।

কুতস্থমিতি চোবাচ<sup>২</sup> প্রহসন্ রাবণং পুনঃ ॥ ৩৫ ॥

বিস্ময়ং তু পরং গজ্ঞা শ্রমলোলনিরীক্ষণঃ ।

রাক্ষসেন্দ্রো হরীশং তমিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৩৬ ॥

বানরেন্দ্র মহেন্দ্রাভ রাক্ষসেন্দ্রোহিস্মি রাবণঃ ।

যুদ্ধং প্রেঙ্গুরিহ প্রাপ্তস্তচাপ্যাসাদিতং ময়া ॥ ৩৭ ॥

অহো বলমহো বীর্যমহো গম্ভীরতা<sup>৩</sup> তব ।

যেনাহং পশুবদ্ গৃহ্য ভ্রামিতশ্চতুরোহর্বান্ ॥ ৩৮ ॥

এবমশ্রান্তবদ্বীরমেবং শীত্রক<sup>৪</sup> বানর ।

মামুদ্বহংশ্চ কোহধ্বানমেতং বীর ক্রমিষ্যতি ॥ ৩৯ ॥

৩৬। লো-টী। শ্রমেণ লোলে চঞ্চলে ঈক্ষণে যন্ত সঃ।

৩৭। লো-টী। এমো দ্বঃখম্।

৩৯। লো-টী। বীরং মাম্ এবং শীত্রমুদ্বহন্ অশ্রান্তবৎ এতমধ্বানং কো বীরঃ ক্রমিষ্যতীত্যর্থঃ।

পরে বানরশ্রেষ্ঠ বালী কক্ষ ( বগল ) হইতে রাবণকে মুক্ত করিয়া পুনঃ পুনঃ উপহাস পূর্বক তাহাকে বলিলেন, তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ ? ॥ ৩৫ ॥

পরিশ্রমে চঞ্চল-লোচন রাক্ষসরাজ রাবণ অতিশয় বিস্মিত হইয়া বানরেন্দ্র বালীকে এই কথা বলিল— ॥ ৩৬ ॥

হে মহেন্দ্রসদৃশ বানররাজ, আমি রাক্ষসাধিপতি রাবণ, [আপনার সহিত] যুদ্ধ করিবার অভিলাষে এই স্থানে আসিয়াছিলাম এবং তাহা আমি লাভ করিয়াছি ॥ ৩৭ ॥

হে বীর, আপনি আমাকে পশুর গায় ধরিয়া লইয়া চারিটা সমুদ্রে ভ্রমণ করাইয়াছেন, অতএব আপনার বল-বীর্য ও গাম্ভীর্য অতিশয় অদ্ভুত ॥ ৩৮ ॥

হে বীর বানর, আপনার গায় অণু কোন ব্যক্তি এত শীত্র আমার গায়

১। হ'গন্ত'। ২। হ 'হোবাচ'। ৩। হ 'হরীশ্রং তমিদং'। ৪। হ '-ক্র-প্র-'। ৫। হ '-পুঃ শ্রমলোলানিত্য'। ৬। হ '-রতা চ তে'। ৭। হ 'বীরঃ'।

এয়াণামেব ভূতানাং গতিরেষা<sup>১</sup> প্লবঙ্গম ।

মনোহনিলস্পর্গানাং তব চাত্র ন সংশয়ঃ ॥ ৪০ ॥

তব দৃষ্টবলঃ সোহহমিচ্ছামি হরিপুঙ্গব ।

ত্বয়া সহ স্থিরং সংখ্যং সুস্মিকং পাবকাগ্রতঃ ॥ ৪১ ॥

দারারঃ পুত্রাঃ পুরং রাষ্ট্রং ভোগাচ্ছাদনভোজনম্ ।

সর্বমেবাবিতক্তং নো ভবিষ্যতি হরীশ্বর ॥ ৪২ ॥

এবমুক্তস্তদা তেন রাবণেন স বানরঃ ।

তথাস্তিত্যত্রবীকৃষ্টং তং বিভীষণপূর্বজম্ ॥ ৪৩ ॥

ততঃ প্রজ্জাল্য তাবগ্নিং তত্রোভৌ হরিরাক্সসৌ ।

ভ্রাতৃহ্মুপসম্পন্নৌ পরিস্বজ্য পরস্পরম্ ॥ ৪৪ ॥

৪৩। লো-টা। স্বষ্টং তং রাবণম্ ।

বীরকে এইরূপ অক্ৰেমে বহন করিয়া এতখানি পথ অতিক্রম করিবে ॥ ৩৯ ॥

হে প্লবঙ্গম, মন এবং বায়ু, গরুড়, ও আপনি এই ভূতত্রয়েরই এইরূপ গতি [ অপর কাহারও নহে ], এবিষয়ে সন্দেহ নাই ॥ ৪০ ॥

হে বানরপুঙ্গব, আপনার শক্তি আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি, এক্ষণে অগ্নি-সমন্বয়ে আপনার সহিত সুস্মিক চিরস্থায়ী বন্ধুত্ব করিতে ইচ্ছা করি ॥ ৪১ ॥

হে বানরেশ্বর, স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, রাষ্ট্র, ভোগ, আচ্ছাদন ও ভোজন এই সমস্তই আমাদের অবিতক্ত হইবে ॥ ৪২ ॥

সেই রাবণ বানর বালীকে এইরূপ বলিলে, তিনি সন্তুষ্ট হইয়া বিভীষণাগ্রজ রাবণকে 'তাহাই হউক' এই কথা বলিলেন ॥ ৪৩ ॥

অতঃপর সেই বানর এবং রাক্ষস উভয়ে সেই স্থানে অগ্নি প্রজ্জালিত করিয়া পরস্পর আলিঙ্গন করত ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করিলেন ॥ ৪৪ ॥



অন্তোন্মলম্বিতকরৌ ততস্তৌ মিত্রতাং গতো ।

কিঙ্কিঙ্ক্যাং বিশতুর্হৃষ্টৌ সিংহৌ গিরিগুহামিব ॥ ৪৫ ॥

স তত্র মাসমুষিতো বালিনা সহ রাবণঃ ।

অমাত্যৈ রাবণৌ নীতস্ত্রৈলোক্যোৎসাদনার্থিভিঃ ॥ ৪৬ ॥

এবমেতৎ পুরা বৃত্তং বালিনা রাবণঃ প্রভো ।

ধর্ষিতশ্চ কৃতশ্চাপি ভ্রাতা পাবকসন্নিধৌ ॥ ৪৭ ॥

বলমপ্রতিমং রাম বালিনোহভবদুত্তমম্ ।

সোহপি ত্বয়া বিনির্দগ্নঃ শলভো বহ্নিনা যথা ॥ ৪৮ ॥

ইত্যার্ষে বান্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে বালিনা রাবণসখ্যং নাম

ত্রয়োবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৩ ॥

৪৫। লো-টী। অন্তোন্মলম্বিতকরৌ গৃহীতকরৌ।

৪৬। লো-টী। মাসমুষিতঃ স্থিতঃ। ততশ্চাত্ত্র নীতঃ।

৪৮। লো-টী। উত্তমম্ অপ্রতিমং বলমভবৎ।

বালিসখ্যাম্ ॥ ২৩ ॥

তার পর তাঁহারা উভয়ে বন্ধু স্থাপন করিয়া পরস্পরের হস্ত ধারণ পূর্বক গিরিগুহামধ্যে সিংহযুগলের আয় ছষ্টচিত্তে কিঙ্কিঙ্ক্যায় প্রবেশ করিলেন ॥ ৪৫ ॥

সেই রাবণ কিঙ্কিঙ্ক্যায় বালীর সহিত এক মাস অবস্থান করিল, পরে ত্রিভুবন-বিনাশাভিলাষী অমাত্যগণ তাহাকে লইয়া গেল ॥ ৪৬ ॥

হে প্রভো, বালী রাবণকে পরাভূত করিয়া পুনরায় অগ্নিসমীপে তাহার সহিত ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন, ইহা পুরাবৃত্ত ॥ ৪৭ ॥

হে রাম, বালীর অতুলনীয় উত্তম বল ছিল, তুমি তাহাকেও অগ্নি যেরূপ পতঙ্গকে দগ্ন করে, সেইরূপ দগ্ন করিয়াছ ॥ ৪৮ ॥

মহর্ষি বান্মীকিপ্রণীত আদিকাব্যে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে বালী ও রাবণের সখ্য-নামক

২৩শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৩ ॥

( ২৪ ) চতুর্বিংশঃ সর্গঃ

অথ বিক্রাসয়ন্ মর্ত্যান্ পৃথিব্যাং রাক্ষসাধিপঃ ।

আসাদ বনে পুণ্যে মহর্ষিঃ নারদং তদা ॥ ১ ॥

নারদস্ত মহাতেজা দেবর্ষিরমিতপ্রভঃ ।

অত্রবীশ্মেষপৃষ্ঠস্থো রাবণঃ পুষ্পকে স্থিতম্ ॥ ২ ॥

রাক্ষসাধিপতে বীর তিষ্ঠ বিশ্রবসঃ স্তত ।

প্রীতোহস্ম্যভিজনোপেতবিক্রমৈরুজ্জিতৈস্তব ॥ ৩ ॥

বিষ্ণুনা দৈত্যমথনৈস্তাক্ষ্যগোরগধর্ষণৈঃ ।

ত্বয়া সমরমর্দৈশ্চ দৃঢ়মস্ম্যভিতোমিতঃ ॥ ৪ ॥

১। লো-টা। বনে পুণ্যে স্মেরোরিতি শেষঃ ।

৪। লো-টা। যথা বিষ্ণুনা যথা গরুড়েন ধর্ষণৈঃ পীড়নৈঃ তথা ত্বয়া সমরমর্দৈঃ যুদ্ধে বীরাণাং পীড়নৈঃ ।

[ লো-টা ]। অভিজনোপেতবিক্রমৈঃ কুলোচিতপরাক্রমৈঃ ।

অনন্তর রাক্ষসাধিপতি রাবণ, পৃথিবীস্থ মানবগণকে ভয়ে ভীত করিয়া [ স্মেরুর ] পুণ্যারণ্য মধ্যে মহর্ষি নারদের সাক্ষাৎ লাভ করিল ॥ ১ ॥

অমিতাভ মহাতেজাঃ দেবর্ষি নারদ মেঘপৃষ্ঠে থাকিয়াই পুষ্পকরথস্থ রাবণকে বলিলেন— ॥ ২ ॥

হে রাক্ষসাধিপতে বিশ্রবার তনয় বীর রাবণ, থাম, ( দাঁড়াও, ) আমি তোমার কুলোচিত প্রবলপরাক্রমে সন্তুষ্ট হইয়াছি ॥ ৩ ॥

বিষ্ণুর দৈত্যমর্দন, গরুড়ের সর্পপীড়ন এবং তোমার সংগ্রামোৎসাহে আমি অতিশয় পরিতুষ্ট হইয়াছি ॥ ৪ ॥

কিঞ্চিদক্ষ্যামি তাবদ্ধাং শ্রোতব্যং যদি মনুসে ।

তন্মে নিগদতস্তাত সমাধিং শ্রবণে কুরু ॥ ৫ ॥

কিময়ং বধ্যতে লোকস্ত্রয়াবধেন দৈবতৈঃ ।

হত এব হুয়ং লোকো যদা মৃত্যুবশং গতঃ ॥ ৬ ॥

দেবদানবদৈত্যানাং যক্ষগন্ধর্ব্বরক্ষসাম্ ।

অবধেন ত্রয়া লোকঃ ক্লেষ্টুং যোগ্যো ন মানুষ্যঃ ॥ ৭ ॥

নিত্যং শ্রেয়সি সংযুতং মহদ্ভিক্যসনৈর্কৃতম্ ।

হন্যাং কস্ত্বীদৃশং লোকং জরাব্যাদিশিতৈর্কৃতম্ ॥ ৮ ॥

তৈস্তৈরনিষ্টোপগমৈরজস্রং যত্র কুত্র কঃ ।

মতিমান্ মানুষে লোকে যুদ্ধেন প্রায়ী ভবেৎ ॥ ৯ ॥

৫। লো টা। সমাধিম্ অবধানম্।

৬। লো-টা। দৈবতৈরবধেন।

৯। লো-টা। অনিষ্টানাং কদাপি ইচ্ছায়া অবিশ্বীভূতানাং হুংখানামুপগমঃ প্রাপ্তির্থেভ্যস্তৈস্তৈর্যাধ্যাদিতিঃ সহ যত্র মনুষ্যে অজস্রং নিরন্তরং যুদ্ধং পীড়া বর্ততে তত্র তেন যুদ্ধেন কঃ প্রণয়ী প্রকৃষ্টনীতবান্।

হে তাত, তুমি যদি অনুমোদন কর, তবে তোমাকে কিছু বলিব; আমি বলিতেছি, তাহা মনোযোগপূর্বক শ্রবণ কর ॥ ৫ ॥

দেবগণেরও অবধ্য তুমি এই লোকদিগকে বধ করিতেছ কেন? এই মনুষ্যগণ যখন মৃত্যুর বশবর্তী, তখন ইহারা নিহত হইয়াই আছে ॥ ৬ ॥

দেব, দানব, দৈত্য, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব এবং রাক্ষসগণের অবধ্য হইয়া তোমার পক্ষে মনুষ্যদিগকে কষ্ট দেওয়া উচিত নয় ॥ ৭ ॥

নিয়ত মঙ্গলাচরণে পরাভুত, অত্যধিক ব্যসনে সমাচ্ছন্ন এবং বার্কিক্য ও শত শত ব্যাধিদ্বারা সমাবৃত—এতাদৃশ মনুষ্যদিগকে কে বধ করে? ॥ ৮ ॥

সেই সমস্ত অনিষ্টজালে সর্বদা সর্বত্র পীড়িত এই মনুষ্যদিগের সহিত

১। ছ 'ভতো মে গদত'। ২। ছ 'বীথ'। ৩। ছ 'বীর হস্তং যুদ্ধং ন মানুষ্যম্'। ৪। ছ '-নৈযু'তম্'।

৫। ছ '-স্তাদৃশো'। ৬। ছ 'বর্ততে'। ৭। ছ 'যুদ্ধং ন তত্র মতিমান্'।

ক্ষীয়মাণং সর্দৈবেমং ক্ষুৎপিপাসাজরাতিভিঃ ।

বিষাদশোকসংমুঢ়ং মা লোকং ক্ষয়য় প্রভো ॥ ১০ ॥

পশ্য তাবস্মহাবাহো রাক্ষসেশ্বর মানুষম্ ।

লোকমেতং বিচিত্রার্থং যশ্চ ন জায়তে গতিঃ ॥ ১১ ॥

কচিদ্ধাদিত্রনৃত্যানি সেব্যস্তে মুদিতৈর্জ্ঞানৈঃ ।

রুদ্রতে চাপরৈরার্তৈরশ্রুত্বিক্রেদিতাননৈঃ ॥ ১২ ॥

মাতাপিতৃহৃতস্নেহান্ধার্যাবক্ষুমনোরথাৎ ।

ন বেত্তি ক্লেশমত্যর্থং লোকো মোহসমাবৃতঃ ॥ ১৩ ॥

তৎ ক্লিষ্টেন কিমেতেন নিত্যং ক্লেশপরেণ তে ।

জিত এব ত্বয়া সৌম্য মর্ত্যলোকো ন সংশয়ঃ ॥ ১৪ ॥

১১। লো-টী। বিচিত্রার্থং নানা প্রকারকম্, যশ্চ প্রকারস্ত গতিমূলম্ ।

১২। লো-টী। তমেব বিচিত্রার্থং দর্শয়তি—কচিদ্বিতি ভাভ্যাম্ ।

১৩। লো-টী। মনোরথাৎ মনোরথসম্পাদনাৎ ।

১৪। লো-টী। ক্লেশপরেণ ক্লেশরূপোয়ং পরঃ শত্রুস্তেন ক্লিষ্টেন গৃহীতেন তত্ত্বম্বাৎ কিং ন কিমপি, নিসর্গতঃ স্বভাবতঃ ।

কোন্ বুদ্ধিমান্ লোক যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হয় ॥ ৯ ॥

হে প্রভাবশালিন্, ক্ষুধা, পিপাসা, জরা প্রভৃতিদ্বারা সর্বদা ক্ষয়প্রাপ্ত এবং বিষাদ ও শোকগ্রস্ত এই লোকদিগকে ক্ষয় করিও না ॥ ১০ ॥

হে মহাবাহো রাক্ষসনাথ, এই নানাবিধ বিচিত্র বিষয়াসক্ত মনুষ্যলোক দেখ, যাহার (যে বিষয়-বৈচিত্র্যের) মূল কারণ অপরিজ্ঞাত ॥ ১১ ॥

কোথাও মানবগণ আনন্দিত হইয়া নৃত্য ও বাজের সেবা করিতেছে, কোথাও বা আর্তগণ অশ্রুসিক্ত আননে রোদন করিতেছে ॥ ১২ ॥

মাতা, পিতা ও পুত্রের প্রতি স্নেহবশতঃ এবং ভাৰ্য্যা ও বন্ধুবর্গের অভিলাষে মোহাচ্ছন্ন হইয়া মানব নিরতিশয় [সাংসারিক] ক্লেশ উপলব্ধি করিতে পারে না ॥ ১৩ ॥

হে সৌম্য, ক্লেশরূপ শত্রুদ্বারা সতত ক্লিষ্ট এই মনুষ্যলোককে ক্লেশ দিয়া তোমার কি হইবে? তুমি মনুষ্যলোক জয় করিয়াছ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥ ১৪ ॥

যতো<sup>১</sup> বিনাশো ভূতানাং<sup>২</sup> যেনেদং বধ্যতে জগৎ ।

তং নিগৃহ্নীষ পৌলস্ত্য যমং পরপূরঞ্জয়<sup>৩</sup> ।

তস্মিন্ হি বিজিতে সর্বং জিতং ভবতি ধর্মতঃ ॥ ১৫ ॥

এবমুক্তো রাক্ষসেন্দ্রো দীপ্যমান ইবোজসা ।

অত্রবীম্নারদং বাক্যং সংপ্রহস্তাভিবাঢ় চ ॥ ১৬ ॥

মহর্ষে দেবগন্ধর্ববিহারসমরপ্রিয় ।

অহং খলুগুতো গন্তুং জয়ার্থং বহুধাতলম্ ॥ ১৭ ॥

ততো লোকত্রয়ং জিত্বা কৃত্বা নাগান্ সুরান্ বশে ।

সমুদ্রমমৃতার্থং বৈ মথিষ্যামি রসালয়ম্ ॥ ১৮ ॥

অথাত্রবীদ্ধশগ্রীবং নারদো ভগবানৃষিঃ ।

কিমিদানীং বিমার্গেণ ত্বয়ান্মেনেহ গম্যতে ॥ ১৯ ॥

১৭। লো-টী। হে দেবগন্ধর্ববিহার ।

১৯। লো-টী। অত্রত্র শ্বর্গে ইহ লোকে চ ।

হে পরপূরঞ্জয় পুলস্ত্যবংশধর, যাঁহা হইতে প্রাণিগণের বিনাশ হয়—যিনি এই জগৎকে বধ করেন, সেই যমকে নিগৃহীত কর ; তাঁহাকে জয় করিলেই ধর্মতঃ সমস্ত জগৎ জয় করা হইবে ॥ ১৫ ॥

তখন তেজে দীপ্তপ্রায় রাক্ষসাধিপতি রাবণ নারদের কথা শ্রবণ করিয়া হাস্ত সহকারে অভিবাদন পূর্বক তাঁহাকে এই কথা বলিল—॥ ১৬ ॥

হে দেবগন্ধর্বলোকে ক্রীড়াপরায়ণ, বৃদ্ধদর্শনপ্রিয় মহর্ষে ! আমি জয়ের জন্ত পাতালে যাইতে উত্তত হইয়াছি ॥ ১৭ ॥

তার পর ত্রিভুবন জয় করিয়া দেবতা ও নাগদিগকে বশে আনয়নপূর্বক অমৃতের জন্ত সুখালয় সমুদ্র মস্থন করিব ॥ ১৮ ॥

অনন্তর ভগবান্ দেবর্ষি নারদ দশাননকে বলিলেন, তুমি এক্ষণে

১। হ 'জতো'। ২। হ 'যেন বা'। ৩। হ '-য়'। ৪। হ 'ত্রক্ষর্ষে'। ৫। হ 'জয়ার্থ'।  
৬। হ 'নাগা-'। ৭। হ '-র্ষা'। ৮। হ 'রসাতলম্'। ৯। হ 'ত্বয়ান্মেনেহ'।

সুহৃদগমঃ খলু মহান্ পিতৃরাজপুং প্রতি ।

মার্গো গচ্ছতি দুর্দ্ধৰ্ষ যমস্থামিত্রকৰ্ষণ ॥ ২০ ॥

স তু শারদমেঘাভং যুক্ত্বা হাসং দশাননঃ ।

উবাচ কৃতমিত্যেবং বচনঞ্চৈদমব্রবীৎ ॥ ২১ ॥

অনেনৈব পথা ব্রহ্মন্ বৈবস্বতবধোদ্যতঃ ।

গচ্ছামি দক্ষিণামাশাং যত্র সূর্য্যাত্মজো নৃপঃ ॥ ২২ ॥

ময়া তু ভগবন্ ক্রোধাৎ প্রতিজ্ঞাতং রণার্থিনা ।

অবজেষ্যামি চতুরো লোকপালানিতি প্রভো ॥ ২৩ ॥

তদেষ্য প্রস্থিতোহহং বৈ ধর্ম্মরাজপুং প্রতি ।

প্রজাসংক্লেশকর্তারং যোজয়িষ্যামি মৃত্যুনা ॥ ২৪ ॥

২০। লো-টী। রাবণমুক্তেজয়তি সুহৃদগম ইতি। হে দুর্দ্ধৰ্ষ পিতৃরাজপুং সংযমনীং (?) প্রতি যোহসং মার্গো গচ্ছতি স তু মহান্ সুহৃদগমঃ অতস্তব তত্ত্বদানীং গন্তমশ্চেতি।

২১। লো-টী। শারদমেঘাভং শারদমেঘশব্দাভিমিত্যর্থঃ। কৃতং স্বাক্ষ্যাকামিত্যর্থঃ।

বিপথে গমন করিতেছ কেন ? ॥ ১৯ ॥

হে কৃতাস্তুদুর্দ্ধৰ্ষ শত্রুসংহারক, অতিশয় দুর্গম এই প্রশস্ত পথ যমরাজের নগরের দিকে গিয়াছে ॥ ২০ ॥

পরে দশানন শরৎকালীন মেঘের ত্রায় হাস্য করিয়া নারদকে 'আপনার কথা অঙ্গীকার করিলাম' বলিয়া এই কথা বলিল—॥ ২১ ॥

ব্রহ্মন্, যমের বধার্থে উত্তোগী হইয়া এই পথেই যমরাজ যেদিকে আছেন—সেই দক্ষিণদিকে গমন করিতেছি ॥ ২২ ॥

প্রভো ভগবন্, ক্রোধবশতঃ আমি যুদ্ধার্থী হইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, 'লোকপাল-চতুষ্টয়কে জয় করিব' ॥ ২৩ ॥

মৃতরাং আমি এই যমপুরীর প্রতিই গমন করিলাম, প্রাণিগণের ক্লেশদাতা সেই যমকে মৃত্যুর সহিত মিলন করাইব ॥ ২৪ ॥

এবমুক্তা দশগ্রীবো মুনিং তমভিবাণ চ ।

প্রযাতো দক্ষিণামাশাং প্রহৃষ্টঃ সহ মন্ত্রিভিঃ ॥ ২৫ ॥

নারদস্ত মহাতেজা মুহূর্তং ধ্যানতৎপরঃ ।

চিস্তয়ামাস বিপ্রেন্দ্রো বিধুম ইব পাবকঃ ॥ ২৬ ॥

যেন লোকাস্ত্রয়ঃ সেন্দ্রাঃ ক্লিষ্টান্তে সচরাচরাঃ ।

যশ্চ দত্তে কৃতে সাক্ষী দ্বিতীয় ইব পাবকঃ ॥ ২৭ ॥

ভয়ত্রস্তা বিচেষ্টন্তে যস্মাল্লোকা মহাত্মনঃ ।

ত্রৈলোক্যমপি যষ্টৈতদ্বশে তিষ্ঠতি সর্বদা ।

তং কথং রাক্ষসেন্দ্রোহয়ং স্বয়মেবাভিযোৎসৃতে ॥ ২৮ ॥

যো বিধাতা চ ধাতা চ স্মৃকৃতে তুষ্কৃতে তথা ।

ত্রৈলোক্যং বিদিতং যস্মা তং কথং তু হনিষ্যতি ॥ ২৯ ॥

২৬। লো-টী। সধুমঃ পাবকঃ রাবণ ইত্যর্থঃ, যথা সর্বেষামুদ্বৈজকঃ তথা সঃ।

২৭। লো-টী। দত্তে দানে, কৃতে ধর্ম্মাধর্ম্মকর্ম্মণি।

২৮। লো-টী। ভয়েন ত্রস্তাঃ কল্পিতাঃ।

[ লো-টী। ] অধিগচ্ছতি অভিভবিতুংগচ্ছতি।

দশানন নারদমুনিকে এইরূপ বলিয়া এবং অভিবাদন করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে মন্ত্রিগণের সহিত দক্ষিণদিকে প্রস্থান করিল ॥ ২৫ ॥

মহাতেজাঃ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ নারদ মুহূর্তকাল ধ্যানে নিমগ্ন থাকিয়া ধূমহীন অনলের আয় স্থিরভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন— ॥ ২৬ ॥

যিনি চরাচরগণের সহিত ইন্দ্রপ্রমুখ স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালবাসীদিগকে ক্লেণ দেন, যিনি দ্বিতীয় অগ্নির আয় [জীবগণের] দান ও পাপ-পুণ্য কার্যের সাক্ষী, যে মহাত্মার ভয়ে লোকসকল সন্ত্রস্ত হইয়া কার্য্য করে এবং এই ত্রিভুবনও ষাঁহার অধীনে সর্বদা অবস্থান করে, তাঁহার সহিত কিরূপে রাক্ষসাদিগণি রাবণ নিজেই যুদ্ধ করিবে ॥ ২৭-২৮ ॥

যিনি পুণ্য এবং পাপের স্রষ্টা এবং ফলদাতা, ত্রিভুবন ষাঁহার বিদিত, সেই

যমক্ষয়ন্তু সম্প্রাপ্তে দশগ্রীবে নিশাচরে ।

অপরং কিন্তু তদ্রায়ং বিধানং সংবিধাশ্রুতি ॥ ৩০ ॥

দ্রক্ষুঃ তদদ্রুতং যুদ্ধং রাবণশ্চ যমশ্চ চ ।

কৌতূহলং মমাত্যর্থং যাস্তামি যমসাদনম্ ॥ ৩১ ॥

ইত্যার্ষে বাণ্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাণ্ডে উত্তরকাণ্ডে নারদসমাগমো নাম

চতুর্বিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৪ ॥

৩০। লো-টী। অয়ং রাবণঃ যমো বা, বিধানং প্রকারম্ ।

[ লো-টী। ] বহুবী বিধা কুমতিসম্পত্তির্ধন্ত তং রাবণমহু লক্ষীকৃত্য অগমৎ । ভানুহনবে  
৩৭ 'ভানুহনমেত'দিত বা পাঠঃ ॥

উত্তরকাণ্ডে নারদসমাগমঃ ॥ কচিচ্চ 'ঐববস্বতং প্রতি যাত্রে'তি পাঠঃ ॥ ২৪ ॥

যমকে কিরূপে নিহত করিবে ॥ ২৯ ॥

রাক্ষসাস্থিপতি দশানন যমালয়ে উপস্থিত হইলে সেই স্থানে যম অপর  
কি ব্যবস্থা করিবেন ? রাবণ এবং যমের সেই অদ্রুত যুদ্ধ দেখিবার জন্য আমার  
অতিশয় কৌতূহল হইয়াছে, আমি যমলোকে গমন করিব ॥ ৩০-৩১ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকিপ্রণীত আদিকাণ্ডে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে নারদসমাগম-নামক

২৪শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥

১। অতঃ পরং হ 'কৌতূহলং সমুৎপন্নং যাস্তামি যমসাদনম্'। ইত্যধিকম্ । ২। অত্রৈতদর্শনং হ  
পুস্তকে' ইতি মুনিকয়ো বিচার্য বৃদ্ধা বহুবিশ্বমথম(?)গান্তবা দানেবজ্ঞম্ । যমসদনমুপেতা চৈব সর্গং প্রকথিতবান্  
স হি ভানুহনবে তৎ' । ইতি পাঠঃ ।



## ( ২৫ ) পঞ্চবিংশঃ সর্গঃ

এবং সংচিন্ত্য বিপ্রেন্দ্রো যযৌ ত্বরিতবিক্রমঃ ।

আখ্যাভূৎ তদ যথারতং যমস্ম সদনং প্রতি ॥ ১ ॥

ততোহপশ্যদ্ যমং তত্র দেবমগ্নিপুরুঙ্কতম্ ।

বিধানমনুতিষ্ঠন্তং প্রণিনাং যস্ম যাদৃশম্ ॥ ২ ॥

স তু দৃষ্ট্বা যমঃ প্রাপ্তং নারদং দেবপূজিতম্ ।

অত্রবীৎ সমুপাসীনমর্য্যমাবেদ্য ধর্ম্মতঃ ॥ ৩ ॥

কচ্চিৎ ক্ষেমং নু দেবর্ষে কচ্চিক্ষ্যে ন নশ্রুতি ।

কিমাগমনকৃত্যং তে দেবগন্ধর্ব্বসেবিত ॥ ৪ ॥

তমত্রবীৎ তথা পৃষ্টো নারদো ভগবানৃষিঃ ।

ক্ষয়তামভিধাশ্বামি বিধানকং বিধীয়তাম্ ॥ ৫ ॥

৩। লো টী। দেবসম্মতং দেবৈঃ সম্মতং সম্মানিতম্ ।

৪। লো-টী। কিমাগমনকৃত্যং কৃত্যং কারণম্ ।

ক্ষিপ্ৰগামী বিপ্রশ্রেষ্ঠ নারদ এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই সংবাদ যথাযথরূপে বলিবার জন্য শমনগৃহের প্রতি যাত্রা করিলেন ॥ ১ ॥

অনন্তর নারদ যমালয়ে যাইয়া দেখিলেন, যমদেব অগ্নিকে সম্মুখে রাখিয়া প্রাণিগণের যাহার যেরূপ কর্ম্ম, তদনুরূপ নিগ্রহানুগ্রহ বিধান করিতেছেন ॥ ২ ॥

যম দেবপূজিত নারদকে তথায় উপস্থিত দেখিয়া উপবেশন করাইয়া ধর্ম্মানুসারে অর্য্য প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাকে বলিলেন— ॥ ৩ ॥

হে দেবগন্ধর্ব্বসেবিত দেবর্ষে, আপনার কুশল ত ? ধর্ম্ম নষ্ট হইতেছে না ত ? আপনার আসিবার কারণ কি ? ॥ ৪ ॥

এইরূপ প্রশ্ন করিলে ভগবান্ নারদঋষি তাঁহাকে বলিলেন—আমি

এষ নান্না দশগ্রীবঃ পিতৃরাজ নিশাচরঃ ।

উঠৈপতি স্বাং বশে নেভুং বিক্রমেণ স্নুহুর্জয়ঃ ॥ ৬ ॥

এতন্তু কারণং যেন স্থরিতোহস্ম্যাহমাগতঃ ।

দগুহস্তস্ত তে যুদ্ধং দ্রষ্টুং তস্য চ রক্ষসঃ ॥ ৭ ॥

এতস্মিন্নস্তরে দূরাদংশুমস্তমিবোদিতম্ ।

দদৃশুর্দিব্যমায়ান্তং বিমানং তস্য রক্ষসঃ ॥ ৮ ॥

স ত্বপশ্যাম্হাবাহুর্দশগ্রীবস্ততস্ততঃ ।

প্রাণিনঃ স্কৃতং কস্ম ভুঞ্জানান্ দুষ্কৃতং তথা ॥ ৯ ॥

৬। লো-টী। উপায়াতি ক'চং 'উঠৈপতি স্বা'মিতি পাঠঃ।

[ লো-টী। ] অনয়োযু'দ্ধমাস্তর্ধ্যমিতার্থঃ।

৮। লো-টী। উদয়গ্নিব ভাস্করঃ উজ্জ্বলং ভাস্করমিব।

৯। লো-টী। স্কৃতং পুণ্যং জলিতম্।

[ লো-টী। ] ত্রপু সীসকম্।

[ আগমনের কারণ ] বলিতেছি, শ্রবণ করুন এবং [ শ্রবণ করিয়া ] যাহা কর্তব্য করুন ॥ ৫ ॥

হে পিতৃরাজ, দশগ্রীবনামক নিতান্ত দুর্জয় রাক্ষস বিক্রম প্রকাশ করিয়া আপনাকে বশে আনিবার জন্য আসিতেছে ॥ ৬ ॥

এই কারণেই আমি দগুহারী আপনার এবং সেই রাক্ষস রাবণের যুদ্ধ দেখিতে দ্রুত এইস্থানে আসিয়াছি ॥ ৭ ॥

ইত্যবসরে [ সকলে ] দূর হইতে উদিত সূর্য্যের ন্যায় সেই রাক্ষস রাবণের স্বর্গীয় বিমান আসিতেছে দেখিলেন ॥ ৮ ॥

মহাবাহু দশানন [ যমালায়ে আসিয়া ] দেখিতে পাইল যে, চারিদিকে প্রাণিগণ পুণ্য এবং পাপকর্ম্মের ফলভোগ করিতেছে ॥ ৯ ॥

দদর্শ বধ্যমানান্ স কৃশমাণাংশ্চ দেহিনঃ ।

যমশ্চ পুরুষৈর্ঘোরৈর্নৈকরূপৈর্ভয়ঙ্করৈঃ ॥ ১০ ॥

তার্যমানান্ বৈতরণীং বহুশঃ শোণিতোদকাম্ ।

বালুকায়াঞ্চ তপ্তায়াং কৃশমাণান্ মুহুম্মুহুঃ ॥ ১১ ॥

কুমিভির্ভক্ষ্যমাণাংশ্চ সারমেয়ৈশ্চ দারুণৈঃ ।

ক্রোশতশ্চ মহানাদাংস্তীত্রান্ নিশ্বসতঃ পরান্ ॥ ১২ ॥

শ্রোত্রায়াসকরীষাচঃ শুশ্রাব নদতাং কচিৎ ।

অসিপত্রবনেহপশ্যচ্ছিত্তমানানধার্মিকান্ ॥ ১৩ ॥

রোরবে ক্ষারনদ্যাঞ্চ ক্ষুরধারে চ দারুণে ।

পানীয়ং যাচমানাংশ্চ তৃষিতান্ ক্ষুধিতান্ কচিৎ ॥ ১৪ ॥

[ লো-টী। ] ‘কাষিতান্ বহুনি’তি পাঠে কাণীকৃতান্ চূর্ণীকৃতানিতার্থঃ ।

১২। লো-টী। ক্রোশতঃ কুর্ষতঃ, তীত্রং মহদ্ যথা স্তান্তথা নিশ্বসতঃ ।

১৩। লো-টী। শ্রোত্রায়াসকরীঃ শ্রোত্রশ্চ হুঃখজননীঃ ।

সে দেখিল, বহুরূপী ভয়ঙ্কর ভীষণ যমদূতগণকর্তৃক জীবসকল আকৃষ্ট এবং বধ্যমান হইতেছে, অনেকে শোণিতোদক-পূর্ণা বৈতরণী নদী পার হইতেছে, কেহ কেহ পুনঃপুনঃ উত্তপ্ত বালুকার উপরে আকৃষ্ট হইতেছে, অনেকে হিংস্র সারমেয় এবং কুমিগণকর্তৃক ভক্ষিত হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক অত্যাচ্ছন্নরে আর্তনাদ করিতেছে । দশানন কোনস্থানে ক্রন্দনরত জীবগণের কর্ণবিদারক বাক্যসকল শুনিতে পাইল এবং অসিপত্র-বন নামক নরকে অধার্মিকদিগকে ছিন্ন ভিন্ন অবস্থায় দেখিতে পাইল ॥ ১০-১৩ ॥

[ রাবণ দেখিল ] রোরব, ক্ষারনদী এবং ক্ষুরধারনামক ভীষণ নরকে কতক-গুলি পানী তৃষার্ত এবং ক্ষুধার্ত হইয়া পানীয় প্রার্থনা করিতেছে ॥ ১৪ ॥

শবভূতান্ কৃশান্ দীনান্ বিবর্ণান্ মুক্তমূৰ্দ্ধজান্ ।  
 মলপঙ্কধরান্ রুক্ষান্ নগ্নাংশ্চ পরিধাবতঃ ।  
 দদর্শ-রাবণো মর্ত্যান্ শতশোহথ সহস্রশঃ ॥ ১৫ ॥  
 কাংশ্চিদ্ গৃহেষু পুণ্যেষু গীতবাদিত্রনিষ্টনৈঃ ।  
 প্রমোদমানান্দ্রাক্ষীং প্রাণিনঃ স্কৃৎসুঃ স্টকৈঃ ॥ ১৬ ॥  
 গোরসং গোপ্রদাতৃশ্চ অন্নকৈবাল্যদায়িনঃ ।  
 তত্র তত্রোপভূজানান্ স্বকর্মফলমগ্নতঃ ॥ ১৭ ॥  
 বস্ত্রদান্ বস্ত্রসংচ্ছিন্নান্ গৃহদাংশ্চ গৃহে স্থিতান্ ।  
 সুবর্ণমণিমুক্তানাং প্রদাতৃশ্চাত্যলঙ্কৃতান্ ।  
 ধার্মিকংশ্চ নরাংস্তত্র দীপ্যমানান্ স্ততেজসা ॥ ১৮ ॥

১৫। লো-টী। ভূতান্ ভূতানি। কৃশান্ শব্দেরূপে কৃশান্ 'কৃশানি'তি বা পাঠঃ। রুক্ষান্  
 অচিকণান্। স চ রাবণ ইত্যম্বয়ঃ।

১৬। লো-টী।, পুণ্যেষু চাক্ষুঃ।

[ ১৭। লো-টী। ] বর্ণঃ শুক্রাদিঃ, আদিপদেন রসগন্ধাদিঃ।

রাবণ আল্লায়িত-কেশ, বিবর্ণ, দীন, কৃশ, শবভাবাপন্ন, মল ও কদমলিপ্ত,  
 রুক্ষকায়, উলঙ্ঘ্য, ইত্যন্ততঃ ধাবমান শত-সহস্র মর্ত্যবাসীকে দেখিতে পাইল ॥ ১৫ ॥

রাবণ দেখিল, কোন কোন প্রাণী স্বীয় পুণ্যপ্রভাবে রমণীয় গৃহে গীত ও  
 বাদিত্র-নিদানদ্বারা আমোদ-প্রমোদ করিতেছে, নিজ নিজ কর্মফলানুসারে ধেনুদান-  
 কারিগণ দ্রুক্ষ এবং অন্নদাতৃগণ অন্ন উপভোগ করিতেছে, বস্ত্রদানকারিগণ বস্ত্রপরিহিত  
 রহিয়াছে এবং গৃহদানকারিগণ গৃহে অবস্থিত রহিয়াছে, মণি, মুক্তা ও সুবর্ণ-  
 দানকারিগণ মণি, মুক্তা ও সুবর্ণালঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়াছে, ধার্মিক লোকগণ স্বীয়  
 তেজঃপ্রভাবে দীপ্যমান হইয়া আছে ॥ ১৬-১৮ ॥

১। হ 'কৃশান্'। ২। ক 'লগ্নাংশ্চ'। ৩। হ 'মূৰ্দ্ধজ'। ৪। হ 'বর্ণাধিকগণসংযুতান্'। ৫। হ  
 'শ্চাত্যল'।

কচিদন্তর্জলনিভাস্তমসা চাবৃত্তাঃ কচিৎ ।

কচিৎ সৌম্যাশ্চ দিব্যাশ্চ পস্থানো দিব্যদর্শনাঃ ॥ ১৯ ॥

তং দেশং প্রভয়া তস্য পুষ্পকস্য মহাবলঃ ।

কৃত্বা বিতিমিরং সর্বং সমীপমভ্যবর্তত ॥ ২০ ॥

ততস্তান্ বধ্যমানাস্তু প্রাণিনঃ কস্মভিঃ স্বকৈঃ ।

রাবণো মোক্ষয়ামাস বিক্রমেণ মহাবলঃ ॥ ২১ ॥

প্রাণিনো মোক্ষিতাস্তেন দশগ্রীবেণ রক্ষসা ।

সুখমাপুযু<sup>২</sup> হুত্বঃ তদতর্কিতমচিস্তিতম্ ॥ ২২ ॥

প্রেতেষু মুচ্যমানেষু রাক্ষসেন বলীয়সা ।

প্রেতগোপাঃ স্রংস্রাক্ষা রাক্ষসেন্দ্রমুপাদ্রবন্ ॥ ২৩ ॥

১৯। লো-টা। অন্তর্জলনিভাঃ জলমধ্যতুল্যাঃ অগম্যা ইত্যর্থঃ । ‘অন্তর্জলগতা’ ইতি বা পাঠঃ । ‘দৃষ্টিদর্শনাঃ’ ‘দৃষ্টিশোভনাঃ’ ইতি পাঠে নেত্রানন্দজনকাঃ ।

২২। লো-টা। ‘অতর্কিতমকস্মাভিপস্থিতম্’ ।

কোথাও জলমধ্যতুল্য (ভ্রূগম), কোথাও অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং কোথাও সুল্লর দিব্যদর্শন পথসকল রহিয়াছে ॥ ১৯ ॥

মহাবীর রাক্ষস তাহার পুষ্পকরথের প্রভায় চারিদিকের অন্ধকার দূর করিয়া [ তাহাদের ] সমীপে উপস্থিত হইল ॥ ২০ ॥

পরে মহাবলশালী রাবণ পরাক্রম প্রকাশপূর্বক স্ব স্ব কস্মানুসারে বধ্যমান সেই প্রাণিগণকে মুক্ত করিয়া দিল ॥ ২১ ॥

প্রাণিগণ রাক্ষস দশাননকর্তৃক বিমুক্ত হইয়া মুহূর্ত্তকালের জন্য সেই অচিস্তিত ও অতর্কিত সুখ প্রাপ্ত হইল ॥ ২২ ॥

বলবান্ রাক্ষসরাজ প্রেতগণকে বিমুক্ত করিলে, প্রেতরক্ষকগণ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার প্রতি ধাবিত হইল ॥ ২৩ ॥

কৃতৈর্হলহলাশর্দৈঃ সর্বমাবিক্রমাবভৌ ।

ধর্মরাজস্য যোধানাং শূরাণাং সংপ্রধাবতাম্ ॥ ২৪ ॥

তে প্রাশৈঃ পরিঘৈঃ শূলৈশ্চুর্দগৈরৈঃ শক্তিতোমরৈঃ ।

পুষ্পকং সমবর্ষন্ত শূরাঃ শতসহস্রশঃ ॥ ২৫ ॥

অসংখ্যাসীং সংবৃত্তং তস্য সৈন্যং মহাত্মনঃ ।

শূরাণামুগ্রবীৰ্য্যাণাং সংযুগেষুনিবর্তিনাম্ ॥ ২৬ ॥

ততো বৃক্ষাংশ্চ শৈলাংশ্চ প্রাসাদানাসনানি চ ।

পুষ্পকস্য বভঙ্খুস্তে পুষ্পাগি মধুপা ইব ॥ ২৭ ॥

দেবনির্ম্মিতং তু বিমানং পুষ্পকং তদা ।

ভজ্যমানং তথৈবাত্তদক্ষয়ং ব্রহ্মতেজসা ॥ ২৮ ॥

২৪। লো-টা। সর্বং জগৎ আবিষ্কং ব্যাপ্তম্।

২৬। লো-টা। তস্য যমস্ত, সংবৃত্তং বিজ্ঞমানম্।

[ দশাননের প্রতি ] সম্প্রধাবিত যমরাজের বীর যোদ্ধৃবৃন্দের কোলাহল-  
ধ্বনিতে সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত হইল বলিয়া বোধ হইল ॥ ২৪ ॥

সেই শতসহস্র বীর পুষ্পকরথের উপর শূল, মুষল, শক্তি, প্রাস, পরিঘ এবং  
তোমর বর্ষণ করিতে লাগিল ॥ ২৫ ॥

মহাত্মা যমের সংগ্রামে অপরাঙ্খ উগ্রবীৰ্য্য অসংখ্য বীর সৈন্য যুদ্ধার্থ  
সুসজ্জিত ছিল ॥ ২৬ ॥

তার পর ভ্রমর যেমন পুষ্পরাশি লণ্ডভণ্ড করে, তাহারা সেইরূপ বৃক্ষ, পর্বত  
এবং পুষ্পকরথের প্রাসাদ ও আসন সকল ভগ্ন করিল ॥ ২৭ ॥

তখন সেই দেবনির্ম্মিত পুষ্পকরথ ভজ্যমান হইয়াও ব্রহ্মতেজে পূর্বের  
নায় অক্ষয় রহিল ॥ ২৮ ॥

২। হ 'শূরাণাং যোধানাং'। ২। হ 'প্রাশৈঃ'। ৩। হ 'স্বহস্র'। ৪। হ 'দান্ সদনানি চ'।

৫। হ 'তদৈবাত্ত'।

ততন্তে সচিবাস্তস্ম যথাকামং যথাবলম্ ।

অযুধ্যস্ত মহাবীরা দশগ্রীবস্ত রক্ষসঃ ॥ ২৯ ॥

তে তু শোণিতদিদ্ধাঙ্গাঃ সর্বশস্ত্রবিশারদাঃ ।

অমাত্যা রাক্ষসেন্দ্রস্য চক্রুরাযোধনং মহৎ ॥ ৩০ ॥

অন্যোন্মত্তং তে মহাবেগা জঘ্নুঃ প্রহরণৈর্ভূষণম্ ।

যমস্য চ মহাসেনা রাক্ষসস্য চ মস্ত্রিণঃ ॥ ৩১ ॥

অমাত্যাংস্তাংস্ত সংত্যজ্য যমস্তানুচরাস্তদা ।

তমেব সমবর্ষস্ত শূলবর্ষৈর্দশাননম্ ॥ ৩২ ॥

ততঃ শোণিতদিদ্ধাঙ্গঃ প্রহারৈর্জর্জরীকৃতঃ ।

ফুল্লাশোক ইবাজ্জন্নিমানে রাক্ষসাধিপঃ ॥ ৩৩ ॥

৩১। লো-টা। মহাসৈন্তং জঘ্নুঃ ‘মহাসৈন্তা’ ইতি পাঠে মহাস্তস্ তে সৈন্তাস্ সেনায়াং সমবেতাস্তৎপতয়ন্ত। ‘সেনায়াং সমবেতা যে সৈন্তাস্তে সৈনিকাস্ তে’ ইত্যমরঃ। মহৎ সৈন্তং যেবাং তে ইতি বা।

৩৩। লো-টি। অভ্রাজৎ চকাশে, ‘অরাঙ্গদি’তি বা পাঠঃ।

তার পর রাক্ষস দশাননের মহাবীৰ অমাত্যগণ শক্তি অনুসারে যথেষ্টভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিল ॥ ২৯ ॥

সর্ববিধ শস্ত্র প্রয়োগে নিপুণ সেই রাক্ষসরাজ রাবণের অমাত্যগণ রক্তাক্ত দেহে ভীষণ যুদ্ধ করিল ॥ ৩০ ॥

যমরাজের সেই মহাবেগশালী দুর্ধর্ষ সেনাগণ এবং রাবণের অমাত্যগণ অস্ত্রসমূহদ্বারা পরস্পরকে বিষম প্রহার করিতে লাগিল ॥ ৩১ ॥

যমের অনুচরগণ তখন সেই অমাত্যগণকে পরিত্যাগ করিয়া দশাননের উপরই শূল বর্ষণ করিতে লাগিল ॥ ৩২ ॥

পরে রাক্ষসাধিপতি রাবণ প্রহারে জর্জরীভূত এবং সর্বদিকে রুধিররঞ্জিত হইয়া বিমানমধ্যে পুষ্পিত অশোকবৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৩৩ ॥

স তু শূলান্ গদাঃ প্রাসানায়সান্ বিবিধান্ শিতান্ ।

মুমোচ চ শিলাবৃক্ষান্ মুমোচাস্ত্রবলাহনী ॥ ৩৪ ॥

তানি সৰ্ব্বাণ্যবক্ষিপ্য তদস্ত্রং ব্যবহৃত্য চ ।

ভিন্দিপালৈশ্চ শূলৈশ্চ নিরুদ্ধাসং প্রচক্রিরে ॥ ৩৫ ॥

বিমুক্তকবচঃ ক্রুদ্ধো মত্তঃ শোণিতবিশ্রবৈঃ ।

সন্ত্যজ্য পুষ্পকং বীরঃ পৃথিব্যামবতিষ্ঠত ॥ ৩৬ ॥

তত্রেশ্বঃ কাম্মুরী বাণী ক্রোধসংরক্তলোচনঃ ।

লক্ষসংজ্ঞো মুহূর্তেন ক্রুদ্ধস্তশ্বো যথাস্তকঃ ॥ ৩৭ ॥

ততঃ পাশুপতং দিব্যমস্ত্রং সন্ধান্য কাম্মুরকে ।

ইদানীং তিষ্ঠতেহ্যুক্ত্বা তচ্চাপং বিচকৰ্ষ হ ॥ ৩৮ ॥

আ কর্ণাং স বিকৃশ্যথ চাপমিন্দ্রারিরাহবে ।

মুমোচ তং শরং ক্রুদ্ধস্ত্রিপুৰে শঙ্করো যথা ॥ ৩৯ ॥

৩৫। লো-টা। প্রচক্রিরে যমান্‌চরা ইতি শেবঃ।

অস্ত্রবলে বলীয়ান্ রাবণ শূল, গদা, লৌহনির্মিত বিবিধ তীক্ষ্ণ প্রাস, শিলা ও বৃক্ষসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিল ॥ ৩৪ ॥

যমের অমুচরগণ সেই সমস্ত বিক্ষিপ্ত করিয়া এবং তাহারই অস্ত্র ব্যবহার করিয়া ভিন্দিপাল এবং শূলসমূহদ্বারা তাহাকে নিঃস্পন্দ (অসাড়) করিয়া ফেলিল ॥ ৩৫ ॥

কবচ পতিত হওয়ায় ক্রুদ্ধ এবং রক্তক্ষরণে মত্ত বীর রাবণ পুষ্পকরথ পরিত্যাগ করিয়া ভূতলে অবস্থান করিতে লাগিল ॥ ৩৬ ॥

ভূতলস্থ রাবণ মুহূর্তমধ্যে সংজ্ঞালাভ করিয়া ধমুক এবং বাণ ধারণ করত ক্রোধে চক্ষুঃ রক্তবর্ণ করিয়া ক্রুদ্ধ অস্ত্রকের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিল ॥ ৩৭ ॥

তার পর শরাসনে দিব্য পাশুপত অস্ত্র সন্ধান করিয়া “এখন দাঁড়াও দেখি” এই বলিয়া সেই ধমুক আকর্ষণ করিল ॥ ৩৮ ॥

অনন্তর সেই ইন্দ্রশত্রু রাবণ ক্রোধবশতঃ কর্ণ পর্যাস্ত কাম্মুরক আকর্ষণ করিয়া

১। হ ‘প্রাসান্‌ সায়কান্‌’। ২। হ ‘বাণান্‌ বাণান্‌ শিলা বৃক্ষান্‌ ক্‌শিপন্‌ কাম্মুরকবিচ্ছাদান্‌’। ৩। হ ‘-পারিক্ষিপ্য’। ৪। হ ‘-মেব বিজিতঃ’।



তস্য রূপং শরশাসীং সধুমজ্জালমণ্ডলম্ ।

বনং দিধক্ষতঃ শুষ্কমিদ্ধশ্চেব বিভাবসোঃ ॥ ৪০ ॥

জ্বালামালী স তু শরঃ ক্রব্যাদানুগতো রণে ।

মুক্তো গুল্মান্ দ্রুমাংশ্চৈব ভস্মীকৃত্যভ্যধাবত ॥ ৪১ ॥

তে তস্য তেজসা দগ্ধা যোধা বৈবস্বতস্য তু ।

বলে তস্মিন্ নিপতিতা মাহেন্দ্রা ইব কেতবঃ ॥ ৪২ ॥

ততঃ স সচিবৈঃ সার্কিং রাক্ষসো ভীমবিক্রমঃ ।

ননাদ স্তমহানাদং কম্পয়ন্নিব মেদিনীম্ ॥ ৪৩ ॥

ইত্যর্থে বাগ্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে বৈবস্বতবলবিধ্বংসনং নাম  
পঞ্চবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৫ ॥

৪০। লো-টা। ধূমেন জ্বালমণ্ডলেন জ্বালসমূহেন চ বর্তমানম্। ইদ্ধস্ত দীপ্তস্ত।

৪১। লো-টা। ক্রব্যাদানুগতঃ ক্রব্যাদং রাবণম্ অনুগতঃ সধুম্, পশ্চাত্তেন মুক্তঃ  
তাত্তঃ। গুল্মান্ সেনাঃ।

বৈবস্বতবলবিধ্বংসনম্ ॥ ২৫ ॥

ত্রিপুরাসুরের প্রতি শিবের ন্যায় যুদ্ধে সেই বাণ নিক্ষেপ করিল ॥ ৩৯ ॥

সেই বাণের আকৃতি [ গ্রীষ্মকালে ] শুষ্ক-বনদগ্ধকারী প্রদীপ্ত দাবানলের  
আয় প্রজ্বলিত শিখা ও ধূমযুক্ত হইল ॥ ৪০ ॥

যুদ্ধে রাবণের অনুগত জ্বালামালা-মণ্ডিত সেই নিক্ষিপ্ত শর সেনা এবং  
বৃক্ষসমূহ ভস্মসাৎ করিয়া ধাবিত হইল ॥ ৪১ ॥

যমের সেই যোদ্ধৃবৃন্দ সেই বাণের তেজে দগ্ধ হইয়া ইন্দ্রধ্বজের আয় সেই  
সৈন্যমধ্যে নিপতিত হইল ॥ ৪২ ॥

তারপর ভীম-পরাক্রম রাক্ষস রাবণ অমাত্যাগণ সহ ভূমণ্ডল যেন কম্পিত  
করিয়াই ঘোরতর শব্দে নিনাদ করিল ॥ ৪৩ ॥

মহর্ষি বাগ্মীকপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে বৈবস্বতবলবিধ্বংস-নামক  
২৫শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৫ ॥

( ২৬ ) ষড়্‌বিংশঃ সর্গঃ

স তু তস্ম মহানাদং শ্রুত্বা বৈবস্বতঃ প্রভুঃ ।  
 শত্রুং বিজয়িনং মেনে শ্ববলশ্চ চ সংক্ষয়ম্ ॥ ১ ॥  
 স হি যোধান্ হতান্ মত্বা ক্রোধসংরক্তলোচনঃ ।  
 অত্রবীত্বরিতঃ সূতং রথো মে যুজ্যতামিতি ॥ ২ ॥  
 তস্ম সূতস্তদা দিব্যমুপস্থাপ্য মহারথম্ ।  
 স্থিতঃ স চ মহাতেজা অধ্যারোহত তং রথম্ ॥ ৩ ॥  
 প্রাসমুদগরহস্তস্ত যুতুস্তস্তাগ্রতঃ স্থিতঃ ।  
 যেন সংক্ষিপ্যাতে সর্বং ত্রৈলোক্যমিদমব্যয়ম্ ॥ ৪ ॥  
 কালদণ্ডস্ত পার্শ্বস্থো মূর্ত্তিমানশ্চ চাভবৎ ।  
 যমপ্রহরণং দিব্যং তেজসা জ্বলদগ্নিবৎ ॥ ৫ ॥

৩। লো-টী। উপস্থাপ্য সমীপে স্থাপয়িত্বা স্থিতঃ। স চ যমঃ।

৫। লো-টী। মূর্ত্তিমানভবৎ, যতঃ যমপ্রহরণং যমশাস্ত্রম্। কালদণ্ডঃ কীদৃশঃ? যমায় সংযমায় ত্রৈলোক্যনিগ্ৰহায় অস্ত্রমিতি বা।

সূর্য্যাতনয় প্রভু যম রাবণের ভীষণ মিনাদ শ্রবণ করিয়া শত্রুকে যুদ্ধে জয়ী এবং নিজসেনার সংক্ষয় বিবেচনা করিলেন ॥ ১ ॥

তিনি যোদ্ধৃগণকে নিহত মনে করিয়া ক্রোধে চক্ষুঃ রক্তবর্ণ করত তৎক্ষণাৎ সারথিকে বলিলেন, আমার রথ যোজনা কর ॥ ২ ॥

তখন যমের সারথি উৎকৃষ্ট প্রকাণ্ড রথ তাঁহার সমীপে স্থাপিত করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল; মহাতেজাঃ যমও সেই রথে আরোহণ করিলেন ॥ ৩ ॥

যে যুত্ম অনাদি প্রবাহশালী এই ত্রিভুবন সংহার করেন, সেই যুত্ম প্রাস ও মুদগর হস্তে যমের সম্মুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥

তেজঃপ্রভাবে প্রজ্জ্বলিত অগ্নির স্থায় যমের দিব্য অস্ত্র কালদণ্ডও মূর্ত্তিমান্ হইয়া তাঁহার পার্শ্বে অবস্থিত হইল ॥ ৫ ॥

ততো লোকত্রয়ং ক্ষুদ্রমকম্পান্ত দিবৌকসঃ ।

কালং দৃষ্ট্বা তথা ক্রুদ্ধং সৰ্বলোকভয়াবহম্ ॥ ৬ ॥

ততঃ সংচোদয়ন্ সূতস্তান্ হয়ান্ রুচিরপ্রভান্ ।

প্রযযৌ ভীমসংনাদৌ যত্র রক্ষঃপতিঃ স্থিতঃ ॥ ৭ ॥

মূহূর্তেন যমং তে তু হয়্য হরিহয়োপমাঃ ।

প্রাপয়ন্ মনসস্তল্যা যত্র তৎ প্রস্তুতং বলম্ ॥ ৮ ॥

দৃষ্ট্বা তথৈব বিকৃতং রথং মৃত্যুসমম্বিতম্ ।

সচিবা রাক্ষসেন্দ্রশ্চ সহসা বিপ্রদুঃস্ববুঃ ॥ ৯ ॥

লঘুসত্ততয়া তে হি নষ্টসংজ্ঞা ভয়াদ্বিতাঃ ।

নেহ যৌকুং সমৰ্থাঃ স্ম ইতুক্ত্বা প্রযযুর্দিশঃ ॥ ১০ ॥

৬। লো-টী। ক্ষুদ্রং প্রাপ্তকোভম্।

৮। লো-টী। তৎ প্রস্তুতং রণম্। 'অস্ত্রিয়াং সমরানীকরণাঃ কলহবিগ্রহা'বিত্যমরঃ।

১০। লো-টী। লঘুসত্ততয়া অল্পবলতয়া।

তখন সমস্ত লোকের ভয়জনক কৃতান্তকে তাদৃশ ক্রুদ্ধ দেখিয়া ত্রিভুবন ক্ষুব্ধ হইল এবং স্বর্গবাসী দেবতারা কম্পিত হইলেন ॥ ৬ ॥

পরে সারথি রুচিরপ্রভ সেই অশ্বসকলকে চালিত করিয়া ভীষণ ধ্বনি করিতে করিতে রাক্ষসপতি রাবণ যেখানে অবস্থান করিতেছিল, সেইস্থানে গমন করিল ॥ ৭ ॥

মনের তুল্য বেগবান্ ইন্দ্রের অশ্বসদৃশ সেই অশ্বগণ মুহূর্তমধ্যে যমকে সেই শ্মশুজিত সৈন্যমধ্যে উপনীত করিল ॥ ৮ ॥

মৃত্যুসমম্বিত তাদৃশ ভয়ঙ্কর রথ দেখিয়া রাক্ষসরাজ রাবণের অমাত্যগণ সহসা পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ৯ ॥

সেই অমাত্যগণ দুর্বলতাবশতঃ ভীত ও সংজ্ঞাশূন্য হইয়া 'আমরা এখানে যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইব না' এই বলিয়া চতুর্দিকে পলায়ন করিল ॥ ১০ ॥

শবভূতান্ কুশান্ দীনান্ বিবর্ণান্ মুক্তমূৰ্দ্ধজান্ ।

মলপঙ্কধরান্ রুক্ষান্ নগ্নাংশ্চ পরিধাবতঃ ।

দদর্শ রাবণো মৰ্ত্ত্যান্ শতশোহত্ৰ সহস্রশঃ ॥ ১৫ ॥

কাংশ্চিদ্ গৃহেষু পুণ্যেষু গীতবাদিত্রনিস্বনৈঃ ।

প্রমোদমানান্দ্রাক্ষীং প্রাণিনঃ স্কৃৎসুতৈঃ স্বকৈঃ ॥ ১৬ ॥

গোরসং গোপ্রদাতৃশ্চ অন্নকৈবামদায়িনঃ ।

তত্র তত্রোপভুঞ্জানান্ স্বকৰ্ম্মফলমশ্নতঃ ॥ ১৭ ॥

বস্ত্রদান্ বস্ত্রসংচ্ছন্নান্ গৃহদাংশ্চ গৃহে স্থিতান্ ।

সুবর্ণমণিমুক্তানাং প্রদাতৃশ্চাভ্যলঙ্কৃতান্ ।

ধার্ম্মিকাংশ্চ নরাংস্তত্র দীপ্যমানান্ স্ততেজসা ॥ ১৮ ॥

১৫। লো-টী। ভূতান্ ভূতানি। ক্ষতান্ শত্বেশ্চিন্নান্ 'কুশানি'তি বা পাঠঃ। রুক্ষান্ অচিকগান্। স চ রাবণ ইত্যর্থঃ।

১৬। লো-টী। পুণ্যেষু চারুষু।

[ ১৭। লো-টী। ] বর্ণঃ শুক্লাদিঃ, আদিপদেন রসগন্ধাদিঃ।

রাবণ আলুলায়িত-কেশ, বিবর্ণ, দীন, কুশ, শবভাবাপন্ন, মল ও কর্দমলিপ্ত, রুক্ষকায়, উলঙ্গ, ইত্যন্ততঃ ধাবমান শত-সহস্র মৰ্ত্ত্যবাসীকে দেখিতে পাইল ॥ ১৫ ॥

রাবণ দেখিল, কোন কোন প্রাণী স্বীয় পুণ্যপ্রভাবে রমণীয় গৃহে গীত ও বাদিত্র-নিনাদদ্বারা আমোদ-প্রমোদ করিতেছে, নিজ নিজ কর্ম্মফলানুসারে ধেনুদান-কারিগণ ছক্ষ এবং অন্নদাতৃগণ অন্ন উপভোগ করিতেছে, বস্ত্রদানকারিগণ বস্ত্রপরিহিত রহিয়াছে এবং গৃহদানকারিগণ গৃহে অবস্থিত রহিয়াছে, মণি, মুক্তা ও সুবর্ণ-দানকারিগণ মণি, মুক্তা ও সুবর্ণালঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়াছে, ধার্ম্মিক লোকগণ স্বীয় তেজঃপ্রভাবে দীপ্যমান হইয়া আছে ॥ ১৬-১৮ ॥

১। হ 'কুশান্'। ২। ক 'লগ্নাংশ্চ'। ৩। হ 'পুণ্যেষু'। ৪। হ 'বাদিত্রপদং'। ৫। হ 'চাপল'।

কচিদন্তুর্জলনিভাস্তমসা চারুতাঃ কচিৎ ।

কচিৎ সৌম্যাশ্চ দিব্যাশ্চ পছানো দিব্যদর্শনাঃ ॥ ১৯ ॥

তং দেশং প্রভয়া তস্য পুষ্পকস্য মহাবলঃ ।

কৃত্বা বিতিমিরং সর্বং সমীপমভ্যবর্তত ॥ ২০ ॥

ততস্তান্ বধ্যমানাস্তু প্রাণিনঃ কশ্মভিঃ স্বকৈঃ ।

রাবণো মোক্ষয়ামাস বিক্রমেণ মহাবলঃ ॥ ২১ ॥

প্রাণিনো মোক্ষিতাস্তেন দশগ্রীবৈশ্চ রক্ষসা ।

সুখমাপুমুহূর্তং তদতর্কিতমচিস্তিতম্ ॥ ২২ ॥

প্রেতেষু মূচ্যমানেষু রাক্ষসেন বলীয়সা ।

প্রেতগোপাঃ সুসংরক্ষা রাক্ষসেন্দ্রমুপাদ্রবন্ ॥ ২৩ ॥

১৯। লো-টী। অন্তর্জলনিভাঃ জলমধ্যাতুল্যাঃ অগম্যা ইত্যর্থঃ। ‘অন্তর্জলগতা’ ইতি বা পাঠঃ। ‘দৃষ্টিদর্শনাঃ’ ‘দৃষ্টিশোভনাঃ’ ইতি পাঠে নেত্রানন্দজনকাঃ।

২২। লো-টী। অতর্কিতমকস্মাদ্গৃহীতম্।

কোথাও জলমধ্যাতুলা ( হুর্গম ), কোথাও অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং কোথাও সুন্দর দিব্যদর্শন পথসকল রহিয়াছে ॥ ১৯ ॥

মহাবীর রাক্ষস তাহার পুষ্পকরথের প্রভায় চারিদিকের অন্ধকার দূর করিয়া [ তাহাদের ] সমীপে উপস্থিত হইল ॥ ২০ ॥

পরে মহাবলশালী রাবণ পরাক্রম প্রকাশপূর্বক স্ব স্ব কস্মীলুসারে বধ্যমান সেই প্রাণিগণকে মুক্ত করিয়া দিল ॥ ২১ ॥

প্রাণিগণ রাক্ষস দশাননকর্তৃক বিমুক্ত হইয়া মুহূর্তকালের জন্য সেই অচিস্তিত ও অতর্কিত সুখ প্রাপ্ত হইল ॥ ২২ ॥

বলবান্ রাক্ষসরাজ প্রেতগণকে বিমুক্ত করিলে, প্রেতরক্ষকগণ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার প্রতি ধাবিত হইল ॥ ২৩ ॥

কৃতৈর্হলহলাশর্দৈঃ সর্বমাবিক্রমাবর্তো ।

ধর্মরাজস্ত যোধানাং শূরাণাং সংপ্রধাবতাম্ ॥ ২৪ ॥

তে প্রাশৈঃ পরিধৈঃ শূলৈশ্চুর্দগরৈঃ শক্তিতোমরৈঃ ।

পুষ্পকং সমবর্ষন্ত শূরাঃ শতসহস্রশঃ ॥ ২৫ ॥

অসংখ্যমাসীৎ সংবৃত্তং তস্ত সৈন্যং মহাত্মনঃ ।

শূরাণামুগ্রবীৰ্যাণাং সংযুগেষুনিবর্তিনাম্ ॥ ২৬ ॥

ততো বৃক্ষাংশ্চ শৈলাংশ্চ প্রাসাদানাসনানি চ ।

পুষ্পকস্ত বভঙ্কুস্তে পুষ্পাণি মধুপা ইব ॥ ২৭ ॥

দেবনির্মাণভূতং তু বিমানং পুষ্পকং তদা ।

ভজ্যমানং তথৈবাত্তদক্ষয়ং ব্রহ্মতেজসা ॥ ২৮ ॥

২৪। লো-টী। সর্বং জগৎ আবিষ্কং ব্যাপ্তম্।

২৬। লো-টী। তস্ত যমস্ত, সংবৃত্তং বিজ্ঞমানম্।

[ দশাননের প্রতি ] সম্প্রধাবিত যমরাজের বীর যোদ্ধৃবৃন্দের কোলাহল-  
ধ্বনিতে সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত হইল বলিয়া বোধ হইল ॥ ২৪ ॥

সেই শতসহস্র বীর পুষ্পকরথের উপর শূল, মুঘল, শক্তি, প্রাস, পরিঘ এবং  
তোমর বর্ষণ করিতে লাগিল ॥ ২৫ ॥

মহাত্মা যমের সংগ্রামে অপরাধ্মুখ উগ্রবীৰ্য্য অসংখ্য বীর সৈন্য যুদ্ধার্থ  
সুসজ্জিত ছিল ॥ ২৬ ॥

তার পর ভ্রমর যেমন পুষ্পাশি লণ্ডভণ্ড করে, তাহারা সেইরূপ বৃক্ষ, পর্বত  
এবং পুষ্পকরথের প্রাসাদ ও আসন সকল ভগ্ন করিল ॥ ২৭ ॥

তখন সেই দেবনির্মিত পুষ্পকরথ ভজ্যমান হইয়াও ব্রহ্মতেজে পূর্বের  
ন্যায় অক্ষয় রহিল ॥ ২৮ ॥

১। হ 'শূরাণাং যোধানাং'। ২। হ 'প্রাশৈঃ'। ৩। হ 'স্ববহৎ'। ৪। হ 'দানু সদনানি চ'।

৫। হ 'তদৈবাত্ত'।

ততস্তে সচিবাস্তস্ম যথাকামং যথাবলম্ ।

অযুধ্যস্ত মহাবীরা<sup>১</sup> দশগ্রীবস্ত রক্ষসঃ ॥ ২৯ ॥

তে তু শোণিতদিক্কাঙ্গাঃ সৰ্ব্বশস্ত্রবিশারদাঃ ।

অমাত্যা রাক্ষসেন্দ্রস্ত চক্রুরাবোধনং মহৎ ॥ ৩০ ॥

অন্যোন্ম্যং তে মহাবেগা জঘ্নুঃ প্রহরনৈর্ভূশম্ ।

যমস্ত চ মহাসেনা রাক্ষসস্ত চ মল্লিণঃ ॥ ৩১ ॥

অমাত্যাংস্তাংস্ত সংত্যজ্য যমস্তানুচরাস্তদা ।

তমেব সমবর্ষস্ত শূলবর্ষৈর্দর্শাননম্ ॥ ৩২ ॥

ততঃ শোণিতদিক্কাঙ্গঃ প্রহারৈর্জর্জরীকৃতঃ ।

ফুল্লাশোক ইবাব্রাজদ্বিমানো রাক্ষসাধিপঃ ॥ ৩৩ ॥

৩১। লো-টী। মহাসৈন্তং জঘ্নুঃ ‘মহাসৈন্তা’ ইতি পাঠে মহাস্তশ্চ তে সৈন্তাশ্চ সেনায়াং সমবেতাংস্তৎপতয়শ্চ। ‘সেনায়াং সমবেতা যে সৈন্তান্তে সৈনিকাশ্চ তে’ ইত্যমরঃ। মহৎ সৈন্তং যেবাং তে ইতি বা।

৩৩। লো-টী। অব্রাজং চকাশে, ‘অব্রাজদি’তি বা পাঠঃ।

তার পর রাক্ষস দশাননের মহাবীর অমাত্যগণ শক্তি অনুসারে যথেষ্টভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিল ॥ ২৯ ॥

সর্ববিধ শস্ত্র প্রয়োগে নিপুণ সেই রাক্ষসরাজ রাবণের অমাত্যগণ রক্তাক্ত দেহে ভীষণ যুদ্ধ করিল ॥ ৩০ ॥

যমরাজের সেই মহাবেগশালী দুর্দ্বন্দ্ব সেনাগণ এবং রাবণের অমাত্যগণ অস্ত্রসমূহদ্বারা পরস্পরকে বিষম প্রহার করিতে লাগিল ॥ ৩১ ॥

যমের অনুচরগণ তখন সেই অমাত্যগণকে পরিত্যাগ করিয়া দশাননের উপরই শূল বর্ষণ করিতে লাগিল ॥ ৩২ ॥

পরে রাক্ষসাধিপতি রাবণ প্রহারে জর্জরীভূত এবং সর্বাক্ষে রুধিররঞ্জিত হইয়া বিমানমধ্যে পুষ্পিত অশোকবৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৩৩ ॥

স তু শূলান্ গদাঃ প্রাসানায়সান্ বিবিধান্ শিতান্ ।

মুমোচ চ শিলাবৃক্ষান্ মুমোচান্ধ্রবলাদ্বলী ॥ ৩৪ ॥

তানি সৰ্বাণ্যবক্ষিপ্য তদস্ত্রং ব্যবহৃত্য চ ।

ভিন্দিপালৈশ্চ শূলৈশ্চ নিরুচ্ছাসং প্রচক্রিরে ॥ ৩৫ ॥

বিমুক্তকবচঃ ক্রুদ্ধো মত্তঃ শোণিতবিশ্রবৈঃ ।

সম্ভ্রাজ্য পুষ্পকং বীরঃ পৃথিব্যামবতিষ্ঠত ॥ ৩৬ ॥

তত্রস্থঃ কাম্বুকী বাণী ক্রোধসংরক্তলোচনঃ ।

লক্ষসংজ্ঞো মুহূর্তেন ক্রুদ্ধস্তস্থৌ যথাস্তকঃ ॥ ৩৭ ॥

ততঃ পাশুপতং দিব্যমস্ত্রং সন্ধায় কাম্বুকে ।

ইদানীং তিষ্ঠতেভ্যুক্তা তচ্চাপং বিচক্ৰ হ ॥ ৩৮ ॥

আ কৰ্ণাং স বিকৃষ্যাথ চাপমিন্দ্ৰারিরাহবে ।

মুমোচ তং শরং ক্রুদ্ধস্ত্রিপূরে শঙ্করো যথা ॥ ৩৯ ॥

৩৫ । লো-টা । প্রচক্রিরে যমান্ধ্রচরা ইতি শেষঃ ।

অস্ত্রবলে বলীয়ান্ রাবণ শূল, গদা, লৌহনির্মিত বিবিধ তীক্ষ্ণ প্রাস, শিলা ও বৃক্ষসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিল ॥ ৩৪ ॥

যমের অমুচরণ সেই সমস্ত বিক্ষিপ্ত করিয়া এবং তাহারই অস্ত্র ব্যবহার করিয়া ভিন্দিপাল এবং শূলসমূহদ্বারা তাহাকে নিঃস্পন্দ (অসাড়) করিয়া ফেলিল ॥ ৩৫ ॥

কবচ পতিত হওয়ায় ক্রুদ্ধ এবং রক্তক্ষরণে মত্ত বীর রাবণ পুষ্পকরথ পরিত্যাগ করিয়া ভূতলে অবস্থান করিতে লাগিল ॥ ৩৬ ॥

ভূতলস্থ রাবণ মুহূর্তমধ্যে সংজ্ঞালাভ করিয়া ধনুক এবং বাণ ধারণ করত ক্রোধে চক্ষুঃ রক্তবর্ণ করিয়া ক্রুদ্ধ অস্ত্রকের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিল ॥ ৩৭ ॥

তার পর শরাসনে দিব্য পাশুপত অস্ত্র সন্ধান করিয়া “এখন দাঁড়াও দেখি” এই বলিয়া সেই ধনুক আকর্ষণ করিল ॥ ৩৮ ॥

অনন্তর সেই ইন্দ্রশত্রু রাবণ ক্রোধবশতঃ কর্ণ পর্য্যন্ত কাম্বুক আকর্ষণ করিয়া

১। হ ‘প্রাসান্ সায়কান্’ । ২। হ ‘নগান্ বাগান্ শিলা বৃক্ষান্ ক্ষিপন্ কাম্বু-কবিচুতান্’ । ৩। হ ‘-প্যবক্ষিপ্য’ । ৪। হ ‘-মেব বিষ্টিতঃ’ ।



তস্য রূপং শরশ্রাসীং সধুমজ্জালমণ্ডলম্ ।

বনং দিধক্ষতঃ শুষ্কমিদ্ধশ্চৈব বিভাবসোঃ ॥ ৪০ ॥

জ্বালামালী স<sup>১</sup> তু শরঃ ক্রব্যাদানুগতো রণে ।

মুক্তো গুল্মান্ ক্রমাংশ্চৈব ভস্মীকৃত্যভ্যধাবত ॥ ৪১ ॥

তে তস্য তেজসা দগ্ধা যোধা বৈবশ্বতস্য তু<sup>২</sup> ।

বলে তস্মিন্ নিপতিতা<sup>৩</sup> মাহেন্দ্রা ইব কেতবঃ ॥ ৪২ ॥

ততঃ স সচিবৈঃ সার্কিং রাক্ষসো ভীমবিক্রমঃ ।

ননাদ ভুমহানাদং কম্পয়ন্নিব মেদিনীম্ ॥ ৪৩ ॥

ইত্যার্থে বাণ্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে বৈবশ্বতবলবিক্ষবৎসনং নাম  
পঞ্চবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৫ ॥

৪০। লো-টী। ধূমেন জ্বালমণ্ডলেন জ্বালসমূহেন চ বর্তমানম্। ইদ্ধস্য দীপ্তস্য।

৪১। লো-টী। ক্রব্যাদানুগতঃ ক্রব্যাদং রাবণম্ অনুগতঃ সধুমঃ, পশ্চাত্তেন যুক্তঃ  
তাস্তঃ। গুল্মান্ সেনাঃ।

বৈবশ্বতবলবিক্ষবৎসনম্ ॥ ২৫ ॥

ত্রিপুরাসুরের প্রতি শিবের ন্যায় যুদ্ধে সেই বাণ নিক্ষেপ করিল ॥ ৩৯ ॥

সেই বাণের আকৃতি [ গ্রীষ্মকালে ] শুষ্ক-বনদগ্ধকারী প্রদীপ্ত দাবানলের  
আয় প্রজ্জলিত শিখা ও ধূমধুক্ত হইল ॥ ৪০ ॥

যুদ্ধে রাবণের অনুগত জ্বালামালা-মণ্ডিত সেই নিক্ষিপ্ত শর সেনা এবং  
বৃক্ষসমূহ ভস্মসাৎ করিয়া ধাবিত হইল ॥ ৪১ ॥

যমের সেই যোদ্ধাবৃন্দ সেই বাণের তেজে দগ্ধ হইয়া ইন্দ্রধ্বজের আয় সেই  
সৈন্যমধ্যে নিপতিত হইল ॥ ৪২ ॥

তারপর ভীম-পরাক্রম রাক্ষস রাবণ অমাত্যগণ সহ ভূমণ্ডল যেন কম্পিত  
করিয়াই ঘোরতর শব্দে নিনাদ করিল ॥ ৪৩ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে বৈবশ্বতবলবিক্ষবৎস-নামক  
২৫শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৫ ॥

( ২৬ ) ষড়্‌বিংশঃ সর্গঃ

স তু তস্ম মহানাদঃ শ্রুত্বা বৈবস্বতঃ প্রভুঃ ।

শত্রুং বিজয়িনং মেনে স্ববলস্য চ সংক্ষয়ম্ ॥ ১ ॥

স হি যোধান্ হতান্ মত্বা ক্রোধসংরক্তলোচনঃ ।

অত্রবীজ্বরিতঃ সূতং রথো মে যুজ্যতামিতি ॥ ২ ॥

তস্ম সূতস্তদা দিব্যগুপস্থাপ্য মহারথম্ ।

স্থিতঃ স চ মহাতেজা অধ্যারোহত তং রথম্ ॥ ৩ ॥

প্রাসমুদগরহস্তস্ত মৃত্যুস্তস্তাগ্রতঃ স্থিতঃ ।

যেন সংক্ষিপ্যাতে সর্বং ত্রৈলোক্যমিদমব্যয়ম্ ॥ ৪ ॥

কালদগুস্ত পার্শ্বস্থো মূর্ত্তিমানস্য চাভবৎ ।

যমপ্রহরণং দিব্যং তেজসা জ্বলদগ্নিবৎ ॥ ৫ ॥

৩। লো-টী। উপস্থাপ্য সমীপে স্থাপয়িত্বা স্থিতঃ। স চ যমঃ।

৫। লো-টী। মূর্ত্তিমানভবৎ, যতঃ যমপ্রহরণং যমস্তাস্তম্। কালদগুঃ কীদৃশঃ? যমায় সংযমায় ত্রৈলোক্যানিগ্রহায় অন্তমিতি বা।

সূর্য্যাতনয় প্রভু যম রাবণের ভীষণ নিনাদ শ্রবণ করিয়া শত্রুকে যুদ্ধে জয়ী এবং নিজসেনার সংক্ষয় বিবেচনা করিলেন ॥ ১ ॥

তিনি যোদ্ধৃগণকে নিহত মনে করিয়া ক্রোধে চক্ষুঃ রক্তবর্ণ করত তৎক্ষণাৎ সারথিকে বলিলেন, আমার রথ যোজনা কর ॥ ২ ॥

তখন যমের সারথি উৎকৃষ্ট প্রকাণ্ড রথ তাঁহার সমীপে স্থাপিত করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল; মহাতেজাঃ যমও সেই রথে আরোহণ করিলেন ॥ ৩ ॥

যে মৃত্যু অনাদি প্রবাহশালী এই ত্রিভুবন সংহার করেন, সেই মৃত্যু প্রাস ও মুদগর হস্তে যমের সম্মুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥

তেজঃপ্রভাবে প্রজ্জ্বলিত অগ্নির স্থায় যমের দিব্য অস্ত্র কালদগুও মূর্ত্তিমান্ হইয়া তাঁহার পার্শ্বে অবস্থিত হইল ॥ ৫ ॥

ততো লোকত্রয়ং ক্ষুদ্রমকম্পান্ত দিবৌকসঃ ।

কালং দৃষ্ট্বা তথা ক্রুদ্ধং সৰ্বলোকভয়াবহম্ ॥ ৬ ॥

ততঃ সংচোদয়ন্ সূতস্তান্ হয়ান্ রুচিরপ্রভান্ ।

প্রযযৌ ভীমসংনাদৌ যত্র রক্ষঃপতিঃ স্থিতঃ ॥ ৭ ॥

মুহূর্তেন যমং তে তু হয়্য হরিহয়োপমাঃ ।

প্রাপয়ন্ মনসস্তল্যা যত্র তৎ প্রস্তুতং বলম্ ॥ ৮ ॥

দৃষ্ট্বা তথৈব বিকৃতং রথং মৃত্যুসমম্বিতম্ ।

সচিবা রাক্ষসেন্দ্রশ্চ সহসা বিপ্রহুদ্রাবুঃ ॥ ৯ ॥

লঘুসত্ত্বতয়া তে হি নক্টসংজ্ঞা ভয়াদ্দিতাঃ ।

নেহ যোদ্ধুং সমৰ্থাঃ স্ম ইত্যুক্ত্বা প্রযযুর্দিশাঃ ॥ ১০ ॥

৬। লো-টী। ক্ষুদ্রং প্রাপ্তকোভম্ ।

৮। লো-টী। তৎ প্রস্তুতং রণম্ । ‘অস্ত্রিয়াং সমরানীকরণাঃ কলহবিগ্রহা’বিত্যমরঃ ।

১০। লো-টী। লঘুসত্ত্বতয়া অল্পবলতয়া ।

তখন সমস্ত লোকের ভয়জনক কৃতান্তকে তাদৃশ ক্রুদ্ধ দেখিয়া ত্রিভুবন ক্ষুদ্র হইল এবং স্বর্গবাসী দেবতারা কম্পিত হইলেন ॥ ৬ ॥

পরে সারথি রুচিরপ্রভ সেই অশ্বসকলকে চালিত করিয়া ভীষণ ধ্বনি করিতে করিতে রাক্ষসপতি রাবণ যেখানে অবস্থান করিতেছিল, সেইস্থানে গমন করিল ॥ ৭ ॥

মনের তুল্য বেগবান্ ইন্দ্রের অশ্বসদৃশ সেই অশ্বগণ মুহূর্তমধ্যে যমকে সেই সুসজ্জিত সৈন্যমধ্যে উপনীত করিল ॥ ৮ ॥

মৃত্যুসমম্বিত তাদৃশ ভয়ঙ্কর রথ দেখিয়া রাক্ষসরাজ রাবণের অমাত্যগণ সহসা পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ৯ ॥

সেই অমাত্যগণ দুর্বলতাবশতঃ ভীত ও সংজ্ঞাশূন্য হইয়া ‘আমরা এখানে যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইব না’ এই বলিয়া চতুর্দিকে পলায়ন করিল ॥ ১০ ॥

স তু বৈবস্বতো দেবৈঃ সহ ব্রহ্মপুরোগমৈঃ ।

জগাম ত্রিদিবং হৃষ্টো নারদশ্চ মহামুনিঃ ॥ ৪৯ ॥

ইত্যার্ষে বাণ্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাণ্ডে উত্তরকাণ্ডে ষমবিজয়ো নাম  
ষড়্বিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৬ ॥

৪৯ । লো-টা । নারদশ্চ হৃষ্টঃ ।

ষমবিজয়ঃ ॥ ২৬

সূর্য্যানন্দন ষম এবং মহামুনি নারদ হৃষ্ট হইয়া ব্রহ্মপুরঃসর দেবগণের সহিত  
স্বর্গলোকে গমন করিলেন ॥ ৪৯ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি-প্রণীত আদিকাণ্ডে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ষমবিজয়-নামক  
২৬শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৬ ॥

## ( ୨୨ ) ସମ୍ପ୍ରବିନ୍ଧଃ ସର୍ଗଃ

ଜିହ୍ଵା ତୁ ତଂ ଦଶଗ୍ରୀବୋ ଯମଂ ତ୍ରିଦଶପୁଞ୍ଜବମ୍ ।  
 ନିଜ୍ଞମ୍ୟ ନଗରାନ୍ତସ୍ମାଦ୍ ଯୋଧାଂସ୍ତାନ୍ ଦଦୃଶେ ପୁନଃ ॥ ୧ ॥  
 ଜୟେନ ବର୍ଦ୍ଧୟିତ୍ଵା ତଂ ମାରୀଚପ୍ରମୁଖାନ୍ତଦା ।  
 ପୁଞ୍ଜକଂ ତଂ ସମାରୁଢ଼ାଃ ସାଞ୍ଚିତା ରାବଣେନ ତେ ॥ ୨ ॥  
 ତତୋ ରସାତଳଂ ରକ୍ଷୋ ବିବେଶ ପୟସାଂ ନିଧିମ୍ ।  
 ଦୈତ୍ୟୋରଗଗର୍ଗୈର୍ଜୁଂକଂ ବରୁଣେନ ସୁରକ୍ଷିତମ୍ ॥ ୩ ॥  
 ତତ୍ର ଭୋଗବତୀଂ ଜିହ୍ଵା ପୁରୀଂ ବାସୁକିପାଳିତାମ୍ ।  
 ହ୍ରାପୟିତ୍ଵା ବଶେ ନାଗାନ୍ ଯୟୌ ମଣିବତୀଂ ପୁରୀମ୍ ॥ ୪ ॥  
 ନିବାତକବଚାନ୍ତତ୍ର ଦୈତ୍ୟା ଲବ୍ଧବରାଃ ସ୍ଥିତାଃ ।  
 ରାକ୍ଷସସ୍ତାନ୍ ସମାମାଘୁ ଯୁଦ୍ଧାୟ ସ ସମାହୁୟଂ ॥ ୫ ॥

୨ । ଲୋ-ଟୀ । ପୁଞ୍ଜକଂ ତଂ ପୁଞ୍ଜସ୍ଵର୍ଣ୍ଣମ୍ । 'ବିମାନନ୍ତ ପୁଞ୍ଜକ'ମିତ୍ୟମରଃ ।

୩ । ଲୋ-ଟୀ । ପୟସାଂ ନିଧିଂ ପ୍ରସିଞ୍ଚେତି ଶେଷଃ ।

ଦଶାନନ ଦେବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯମକେ ପରାଜିତ କରିয়া ସେହି ଯମପୁରୀ ହଇତେ ନିଜ୍ଞାସ୍ତ ହଇয়া ପୁନରାୟ ନିଜ ସୈନ୍ୟାଦିଗকে ଦର୍ଶନ କରিল ॥ ୧ ॥

ତখন ସେହି ମାରୀଚ ପ୍ରଭୃତି ରାକ୍ଷସଗଣ ରାବଣକର୍ତ୍ତୃକ ଆହ୍ଵାସିତ ହଇয়া ଜୟ-ବାକ୍ୟଦ୍ଵାରା ତାହାଙ୍କେ ସଂବର୍ଦ୍ଧିତ କରତ ସେହି ପୁଞ୍ଜକରଥେ ଆରୋହଣ କରিল ॥ ୨ ॥

ତାର ପର ରାବଣ ସମୁଦ୍ରମଧ୍ୟେ ପ୍ରବେଶ କରିয়া ଦୈତ୍ୟ ଏବଂ ନାଗଗଣକର୍ତ୍ତୃକ ଅଧିଷ୍ଠିତ ବରୁଣକର୍ତ୍ତୃକ ସୁରକ୍ଷିତ ରସାତଳେ ପ୍ରବେଶ କରিল ॥ ୩ ॥

ସେখানে ବାସୁକିରକ୍ଷିତ ପାତାଳସ୍ଥ ଭୋଗବତୀ ନାମକ ନାଗପୁରୀ ଜୟ କରିয়া ସର୍ପାଦିଗকে ନିଜବଶେ ଆନୟନପୂର୍ବକ ମଣିବତୀ ପୁରୀରେ ଗମନ କରিল ॥ ୪ ॥

ତଥାୟ ଅବସ୍ଥିତ ବରପ୍ରାପ୍ତ ନିବାତ-କବଚ ପ୍ରଭୃତି ଦୈତ୍ୟଗଣେର ସମୀପେ ଗମନ କରିয়া ଦଶାନନ ତାହାଦିଗକେ ଯୁଦ୍ଧାର୍ଥ ଆହ୍ଵାନ କରিল ॥ ୫ ॥

তেহপি সৰ্বে স্ববিক্রান্তা দৈতেয়া বাহুশালিনঃ ।

নানাপ্রহরণাস্তত্র প্রযযুর্দ্ধতুর্মদাঃ ॥ ৬ ॥

শূলৈস্ত্রিশূলৈঃ কুলিশৈঃ পট্টিশামিপরশ্বধৈঃ ।

অন্যোন্মত্তং বিভিছুঃ ক্রুদ্ধা রাক্ষসা দানবাস্তথা ॥ ৭ ॥

তেষাং তু যুধ্যমানানাং সাগ্রঃ সংবৎসরো গতঃ ।

ন চান্যতময়োস্তত্র জয়ো বাসীৎ ক্ষয়োহপি বা ॥ ৮ ॥

ততঃ পিতামহো দেবত্বেলোক্যপতিরব্যয়ঃ ।

আজগাম দ্রুতং তত্র বিমানবরমাস্থিতঃ ॥ ৯ ॥

নিবাতকবচানাং তু নিবার্য রণকর্ম তৎ ।

বৃদ্ধঃ পিতামহো বাক্যমুবাচ বিদিতাত্মবান্ ॥ ১০ ॥

৬। লো-টী। বাহুশালিনঃ বাহবঃ সমরে শালিনঃ শ্রেষ্ঠা যেষাং তে।

৮। লো-টী। ক্ষয়ঃ পরাজয়ঃ।

১০। লো-টী। রণকর্মতঃ রণকর্ম নিবাধা উবাচ রাবণমিত্যর্থঃ। বিদিতাত্মবান্ বিদিতঃ অপরোক্ষীকৃতঃ আত্মা দৈবরো বিদ্বতে যন্ত সঃ।

অতিশয় পরাক্রমশালী শ্রেষ্ঠ বাহুসম্পন্ন যুদ্ধতুর্মদ নানাবিধ অস্ত্রধারী সেই সমস্ত দৈত্যগণও [ যুদ্ধার্থে ] বহির্গত হইল ॥ ৬ ॥

পরে রাক্ষসগণ এবং দানবগণ ক্রুদ্ধ হইয়া শূল, ত্রিশূল, কুলিশ, পট্টিশ, তরবারি এবং পরশ্ব দ্বারা পরস্পরকে ক্ষত-বিক্ষত করিতে লাগিল ॥ ৭ ॥

সেই রাক্ষস এবং দৈত্যগণের যুদ্ধ করিতে করিতে এক বৎসরেরও অধিক অতীত হইল, কিন্তু কোন পক্ষেরই সেই যুদ্ধে জয় বা পরাজয় হইল না ॥ ৮ ॥

তখন ত্রিলোকপতি অবিনশ্বর পিতামহদেব উৎকৃষ্ট বিমানে আরোহণ করিয়া সেইস্থানে দ্রুত আগমন করিলেন ॥ ৯ ॥

আশ্রিতবৃত্ত বৃদ্ধ পিতামহ নিবাত-কবচদিগের সেই যুদ্ধ নিবারণ করিয়া [ রাবণকে এই ] কথা বলিতে লাগিলেন—॥ ১০ ॥

ন হুং রাবণ সংগ্রামে জেতুং শক্যঃ সুরাসুরৈঃ ।

ন চেমেহপি ক্ষয়ং নেতুং শক্যাঃ সৈন্দ্রৈঃ সুরাসুরৈঃ ॥ ১১ ॥

তৎ সখিত্বস্তু ভবতাং রাক্ষসেশ্বর রোচয়ে ।

অবিভক্তা হি সর্বেহর্থ্যাঃ সুরদাং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১২ ॥

ততোহগ্নিসাক্ষিকং সখ্যং কৃত্বা তত্র দশাননঃ ।

নিবাতকবচৈঃ সার্কং প্রীতিমানভবদ্দা ॥ ১৩ ॥

পূজিতস্তৈর্যথান্যায়ং সংবৎসরসুখোষিতঃ ।

স্বপুরান্নির্বিশেষাং হি প্রীতিং লেভে দশাননঃ ॥ ১৪ ॥

স তু তেভ্যস্তু মায়ানাং শতমেকং সমাপ্তবান্ ।

সলিলেশপুরাশ্বেষী ভ্রমতি স্ম রসাতলম্ ॥ ১৫ ॥

১৫। লো-টী। 'স চ তেভ্যস্ত মায়ানাং শতমেকোনমাপ্তবানি'তি পাঠঃ। 'স তু-পধাধ্য মায়ানাং শতমেকোনমাপ্তবানি'তি পাঠে মায়ানামেকোনশতমুপধাধ্য জ্ঞাত্বা রসাতলং ভ্রমতি স্মেতাপ্তবান্। আশ্ববান্ বুদ্ধিমান্।

হে রাবণ, দেবতা বা অসুরগণ কেহই তোমাকে যুদ্ধে জয় করিতে পারিবে না এবং ইহারাও সুরাসুর এবং দেবরাজেরও অবধ্য ॥ ১১ ॥

সুতরাং হে রাক্ষসরাজ, তোমাদিগের বন্ধুত্ব করা উচিত, ইহাই আমার অভিলাষ। ভোগ্যপদার্থ-সমস্ত বন্ধুদিগের অবিভক্ত হইয়া থাকে, ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ১২ ॥

পরে রাবণ তথায় অগ্নিসমক্ষে নিবাত-কবচদিগের সহিত মিত্রতা করিয়া তৎকালে অতিশয় আনন্দিত হইল ॥ ১৩ ॥

দশানন সেই দৈত্যগণকর্তৃক আয়ানুসারে সম্মানিত হইয়া এক বৎসরকাল সুখে বাস করত স্ব গৃহে বাসের তুল্য প্রীতি লাভ করিল ॥ ১৪ ॥

দশানন সেই দৈত্যদিগের নিকট হইতে এক শত মায়ী লাভ করিল,

১। হ 'চৈতেহপি'। ২। ক 'রাক্ষসস্ত সখিত্বং বৈভবন্তিঃ সহ রোচতে'। ৩। হ 'বপুরানি'।  
৪। হ 'স তুপলভা'। ৫। হ 'পুত্রিং জেতুং'।

<sup>১</sup> ততোহশ্মানগরং নাম দৈত্যানাং পুরমাৰিষৎ ।

<sup>২</sup> তাং স জিত্বা মুহূৰ্ত্তেন হত্বা দৈত্যাযুতং বলী ॥ ১৬ ॥

<sup>৩</sup> ততঃ পাণ্ডুরমেঘাভং কৈলাসাকারসংস্থিতম্ ।

বরুণস্থালয়ং দিব্যমপশ্যদ্রাক্ষসাধিপঃ ॥ ১৭ ॥

পয়ঃ ক্ষরন্তীং সততং তত্র গাং চ দদর্শ সঃ ।

<sup>৪</sup> যন্তাঃ পয়োভিবিম্বনৈঃ ক্ষীরোদো নাম সাগরঃ ॥ ১৮ ॥

যতশ্চন্দ্রঃ প্রভবতি শীতরশ্মিঃ প্রজাপতিঃ ।

<sup>৫</sup> যং সমাপ্রিত্য জীবন্তি ফেনপাঃ পরমৰ্বয়ঃ ॥ ১৯ ॥

১৬-১৭। লো-টী। দৈত্যানামযুতং হত্বা তাক পুরং জিত্বা বরুণস্থালয়মপশ্যদিত  
সাক্ষেনাধয়ঃ।

১৮-১৯। লো-টী। নিম্বনৈঃ পতিতৈঃ ক্ষীরোদঃ প্রভবতি জায়তে, যতঃ ক্ষীরোদাৎ  
চন্দ্রশ্চ। যং ক্ষীরোদম্।

পরে জলাধিপতি বরুণের পুরী অষেষণে অভিলাষী হইয়া পাতালে ভ্রমণ করিতে  
লাগিল ॥ ১৫ ॥

পরে বলবান্ রাক্ষসাধিপতি রাবণ অশ্মানগর নামক দৈতাপুরীমধ্যে প্রবেশ  
করিল। তার পর মুহূর্ত্তমধ্যে দশ সহস্র দৈত্য নিহত করিয়া সেই পুরী জয়  
করত কৈলাসপর্বতের স্থায় অবস্থিত পাণ্ডুর-মেঘাভ রমণীয় বরুণালয় দেখিতে  
পাইল ॥ ১৬-১৭ ॥

যে ক্ষীরোদ-সমুদ্র হইতে শীতরশ্মি প্রজাপতি চন্দ্র উৎপন্ন হইয়াছেন  
এবং যাহাকে আশ্রয় করিয়া ফেনপায়ী মহর্ষিগণ বাঁচিয়া আছেন, যে-সমুদ্র হইতে  
[ দেবতাদিগের ] অমৃত ও সুরাপায়ী [ দৈত্য ] দিগের সুরা উৎপন্ন হইয়াছিল,  
যাঁহার [ স্তন হইতে ] ক্ষরিত দুগ্ধদ্বারা সেই ক্ষীরোদনামক সমুদ্র উৎপন্ন হইয়াছে,



যন্মাদমৃতমুৎপন্নং সুধা চাপি সুধাশিনাম্ ।

ক্রবন্তি যাং নরা লোকে সুরভীমিতি নামতঃ ॥ ২০ ॥

প্রদক্ষিণং তু তাং কৃত্বা রাবণঃ পরমাদৃতাম্ ।

প্রবিবেশ মহাঘোরৈর্গুপ্তং যাদোগগৈঃ পুরম্ ॥ ২১ ॥

তত্র ধারাশতাকীর্ণং শারদাজনিভং তদা ।

নিত্যং প্রহৃষ্টং দদৃশে যত্রাস্তে বরুণো গৃহে ॥ ২২ ॥

ততো হত্বা বলাধ্যক্ষান্ সমরে তৈশ্চ তাড়িতঃ ।

অত্রবাৎ সচিবান্ রাজা গত্বা শীঘ্রং নিবেগতাম্ ॥ ২৩ ॥

যুদ্ধার্থী রাবণঃ প্রাপ্তস্তস্মৈ যুদ্ধং প্রদীয়তাম্ ।

বদ বা ন ভয়ং তেহস্তু নির্জিতোহস্ম্যীতি সাজ্জলিঃ ॥ ২৪ ॥

২০। লো-টী। সুধা৩ সুরা, সুরাশিনাং দৈত্যানাং সুরা চ উৎপন্ন।

২২। লো-টী। ধারায়াঃ শতং যন্ত জন[ল?]স্ত তেনাকীর্ণং ব্যাপ্তং গৃহং নিত্যং প্রহৃষ্টং প্রকর্ষাশ্রয়ম্।

জগতে মনুষ্যগণ ঐহাকে ‘সুরভি’ বলিয়া অভিহিত করে, সেই সতত দুঃস্বপ্নকরণকারিণী সুরভি গাভীকে রাবণ সেইস্থানে দেখিতে পাইল ॥ ১৮-২০ ॥

রাবণ সেই পরমাদৃত গাভীকে প্রদক্ষিণ করিয়া অতি ভয়ঙ্কর জলজন্তুগণ কর্তৃক সুরক্ষিত বরুণালয়ে প্রবেশ করিল ॥ ২১ ॥

বরুণদেব যে গৃহে বাস করেন, রাবণ সেই গৃহ শত শত জলধারাসমাকীর্ণ, শরৎকালীন মেঘমালার স্তায় প্রভাবিশিষ্ট এবং সর্বদা আনন্দিত জনপূর্ণ দেখিল ॥ ২২ ॥

পরে রাবণ সৈন্যধ্যক্ষগণকর্তৃক তাড়িত হইয়া যুদ্ধে তাহাদিগকে নিহত করত মন্ত্রিগণকে বলিল, তোমরা শীঘ্র যাইয়া রাজাকে বল যে “রাবণ যুদ্ধার্থী হইয়া আসিয়াছে, সুতরাং তাহার সহিত যুদ্ধ করুন, অথবা আপনার ভয় নাই, কৃতাজলি-পুটে ‘পরাজিত হইলাম’ এই কথা বলুন” ॥ ২৩-২৪ ॥

১। হ ‘-রিত’। ২। হ ‘-বীর্ষ’। ৩। হ ‘ততো’। ৪। হ ‘নিত্যং-’। ৫। হ ‘ঃ’ প্রকর্ষিতঃ’। ৬। হ ‘-কস্যসো’। ৭। হ ‘গতঃ’। ৮। ক ‘বরুণালয়ঃ’।

এতন্নিম্নস্তরে ক্রুদ্ধা বরুণশ্চ মহাত্মনঃ ।

পুত্রাঃ পৌত্রাশ্চ নিজ্ঞাস্তা গৌরপুঙ্কররোচিষঃ ॥ ২৫ ॥

নিজ্ঞম্য স্তমহাবীৰ্য্যা বলৈঃ পরিবৃত্তাঃ স্বকৈঃ ।

যুক্তা রথান্ কামগমান্ তুল্যান্ পুঙ্করতেজসা ॥ ২৬ ॥

ততো যুদ্ধং সমভবৎ তুমুলং লোমহর্ষণম্ ।

সলিলেন্দ্রশ্চ পুত্রাণাং রাবণশ্চ চ রাক্ষসঃ ॥ ২৭ ॥

অমাত্যৈস্ত মহাবীৰ্য্যৈর্দশগ্ৰীবশ্চ রাক্ষসঃ ।

বারুণং তম্বলং কৃৎস্নং ক্রণেন বিনিপাতিতম্ ॥ ২৮ ॥

ততস্তে তান্ সমাসাশ্চ বরুণশ্চ স্ততাঃস্তদা ।

অর্দিতান্ধৈঃ শরৌঘেণ নিবৃত্তা রণকর্ম্মতঃ ॥ ২৯ ॥

২৫। লো-টী। গৌরাঃ গৌরবর্ণাঃ।

২৮। লো-টী। কৃৎস্নং সর্বম্।

২৯। লো-টী। সমীক্ষা চুক্রধুরিতি শেষঃ। ততশ্চ তে রাক্ষসাঃ তৈরেবাদিতাঃ।

ইত্যবস্কুর গৌরবর্ণ পদ্মকাস্তি মহাবীৰ্য্যশালী স্বীয়সৈন্যপরিবেষ্টিত মহাত্মা বরুণদেবের পুত্র এবং পৌত্রগণ ক্রুদ্ধ হইয়া পুঙ্করের তেজের তুল্য কামগামী রথসমূহ যোজনা করত বহির্গত হইলেন ॥ ২৫-২৬ ॥

পরে বরুণদেবের পুত্রগণ ও রাক্ষস রাবণের মধ্যে রোমাঞ্চজনক তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥ ২৭ ॥

রাক্ষস দশাননের মহাবীৰ্য্যশালী অমাত্যগণ বরুণদেবের সেই সমস্ত সৈন্যদিগকে মুহূর্ত্তমধ্যে নিপাতিত করিল ॥ ২৮ ॥

তার পর সেই রাক্ষসগণ বরুণ-পুত্রগণের সান্নিধ্য লাভ করিয়া তাহাদের শরজালে পীড়িত হইয়া যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইল ॥ ২৯ ॥

১। হ 'গৌরঃ পুঙ্কর এব চ'। ২। হ 'কামগান্ত তু'। ৩। হ 'রাক্ষসৈঃ'। ৪। ক 'সমীক্ষা তবলং তম্বলং বরুণশ্চ স্ততাঃস্তদা'। ৫। ক '-দে'।

অর্দিতেষথ রক্ষঃসু তদা বরুণসূনুভিঃ ।

রাবণঃ ক্রোধতাত্রাক্ষ আকাশে সমতিষ্ঠত ॥ ৩০ ॥

দৃষ্ট্বাকাশগমং তন্তু রাবণং গগনে স্থিতম্ ।

আকাশমেব বিবিশুস্তে রথৈঃ শীঘ্রগামিভিঃ ॥ ৩১ ॥

তদাসীত্তু মূলং যুদ্ধং তুল্যং বিজয়মিচ্ছতাম্ ।

তদা স্তমহদাকাশে বৃত্রবাসবয়োরিব ॥ ৩২ ॥

ততস্তে রাবণং যুদ্ধে শিঠৈঃ পাবকসন্নিভৈঃ ।

বিমুখীকৃত্য সংহৃষ্টাঃ শরৈর্মর্শস্যতাড়য়ন্ ॥ ৩৩ ॥

ততো মহোদরঃ ক্রুদ্ধো রাজানং বীক্ষ্য ধর্মিতম্ ।

ত্যাক্ত্বা মৃত্যুভয়ং শূরো যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী ব্যলোকয়ৎ ॥ ৩৪ ॥

৩২। লো-ট। বৃত্রবাসবয়োর্থথা মহদ্ যুদ্ধম্ ।

৩৪। লো-ট। ধর্মিতং পরিভূতম্ ।

পরে বরুণদেবের পুত্রগণকর্তৃক রাক্ষসগণ পীড়িত হইলে রাবণ ক্রোধে চক্ষুঃ  
তাম্রার্ণ করিয়া আকাশে আরোহণ করিল ॥ ৩০ ॥

সেই রাবণকে আকাশে গমন করিয়া তথায় অবস্থান করিতে  
দেখিয়া তাঁহার ক্রুতগামী রথারোহণে আকাশনগলেই প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ৩১ ॥

তখন সমানভাবেই বিজয়াকাঙ্ক্ষী তাঁহাদের আকাশে বৃত্রাসুর এবং ইন্দ্রের  
যুদ্ধের ন্যায় তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥ ৩২ ॥

পরে আনন্দিত বরুণপুত্রগণ যুদ্ধে অগ্নিতুল্য তীক্ষ্ণ শরসমূহে রাবণের মর্শস্থল  
আহত করিয়া তাহাকে পরাভূত করিলেন ॥ ৩৩ ॥

পরে বীর 'মহোদর' রাক্ষসরাজ রাবণের পরাভব দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া মৃত্যুভয়  
পরিতাগপূর্বক যুদ্ধাভিলাষে অবলোকন করিতে লাগিল ॥ ৩৪ ॥

তেন তেবাং হয়ঃ সৰ্বে কামগাঃ পবনোপমাঃ ।

মহোদরেণ সহসা হতাস্তে পেতুরম্বরাং ॥ ৩৫ ॥

হত্বা রথাংশ্চ যোধাংশ্চ বারুণীয়ান্ স রাক্ষসঃ ।

মুমোচ স্তমহানাদং বিরথান্ বীক্ষ্য তান্ স্থিতান্ ॥ ৩৬ ॥

তে তু তেবাং রথাঃ সান্থাঃ সহ সারথিভির্বরৈঃ ।

মহোদরেণ নিহতাঃ পতিতাঃ পৃথিবীতলে ॥ ৩৭ ॥

তে তু ত্যক্ত্বা রথান্ পুত্রা বরুণস্য মহাত্মনঃ ।

আকাশে বিষ্ঠিতাঃ সৰ্বে স্বপ্রভাবান্ন বিব্যথুঃ ॥ ৩৮ ॥

ধনুষি কৃত্বা সজ্যানি নিবর্ত্য চ মহোদরম্ ।

রাবণং সমরে ক্রুদ্ধাঃ সহিতাঃ সমভিফ্রতাঃ ॥ ৩৯ ॥

৩৬। লো-টী। মুমোচ চকার।

৩৭। লো-টী। সারথিভির্বরৈঃ সহ মহোদরেণ নিহতাঃ।

৩৮। লো-টী। বিষ্ঠিতাঃ বিশেষণ স্থিতাঃ। ‘স্বপ্রভাবান্ন বিব্যথু’রিত্তি পাঠঃ। ‘ন বিব্যথে’ ইতি পাঠে তেবাং পুত্রাণাং মধ্যে ন কোহপি বিব্যথে ইত্যর্থঃ।

৩৯। লো-টী। সজ্যানি জ্যাসহিতানি, বিনিবর্ত্য পরাধ্বং কৃত্বা।

সেই মহোদর বরুণপুত্রদের পবনতুল্য স্বেচ্ছাগামী সমস্ত অশ্বকে সহসা নিহত করায় তাঁহারা আকাশ হইতে পতিত হইলেন ॥ ৩৫ ॥

সেই রাক্ষস মহোদর তাঁহাদের রথ এবং যোদ্ধগণকে আহত করিয়া তাঁহাদিগকে রথশূন্য দেখিয়া অতিশয় [উল্লাস-] ধ্বনি করিতে লাগিল ॥ ৩৬ ॥

তাঁহাদের সেই সকল রথ উত্তম সারথি এবং অশ্বগণের সহিত বিনষ্ট হইয়া ভূতলে পতিত হইল ॥ ৩৭ ॥

কিন্তু মহাত্মা বরুণদেবের পুত্রগণ রথ পরিত্যাগ করিয়া আকাশে অবস্থান করত স্বীয় প্রভাবে ব্যথিত হইলেন না ॥ ৩৮ ॥

তাঁহারা ক্রোধবশতঃ শরাসনে জ্যা আরোপণ করিয়া মহোদরকে নিবর্ত্তিত

১। হ ‘পতয়া’। ২। হ ‘ভেষজ’। ৩। হ ‘পুত্রৈর্ভ’। ৪। হ ‘ভিঃ’। ৫। হ ‘-ঐতঃ পুত্রৈঃ’।

৬। হ ‘-থে’। ৭। হ ‘বিনিবর্ত্ত্য মহো-’।

তে শরৈশ্চাপনিম্মু<sup>১</sup> কৈবজ্জকলৈঃ<sup>২</sup> সূদারুণৈঃ ।

দারয়ন্তি দশগ্রীবং মেঘা ইব মহাগিরি<sup>৩</sup>ম্ ॥ ৪০ ॥

ততঃ ক্রুদ্ধো দশগ্রীবো যুগান্তাগিরিব স্থিতঃ ।

শরবর্ষং মহাবেগং তেষাং মর্শস্বতাড়য়ৎ ॥ ৪১ ॥

মুষলানি বিচিত্রাণি ততো ভল্লশতানি চ ।

পট্টিশাংশৈশ্চ শক্তিশ্চ শতস্রীমহতীরপি ॥ ৪২ ॥

পাতয়ামাস লঙ্কেশাস্তেবামুপরি বিষ্ঠিতঃ ।

ততস্তেনৈব সহসা স্রসীদংস্তে পদাতয়ঃ ॥ ৪৩ ॥

ততো রক্ষো মহানাদং মুক্ত্বা<sup>৪</sup> হস্তি স্র বাহুগান্ ।

নানাগ্রহরণৈর্ঘোরৈর্ধারাভিরিব তোয়দঃ ॥ ৪৪ ॥

[ ৪২ । লো-টী । ] উপশাঃ প্রস্তরঃ ।

৪৩ । লো-টী । স্রসীদন্ নিবল্লাঃ, বিষল্লা ইত্যর্থঃ ।

করত সকলে মিলিয়া রাবণের প্রতি ধাবিত হইলেন ॥ ৩৯ ॥

তাঁহারা পর্বতবিদারণকারী মেঘের ন্যায় ধমুক হইতে নিম্মুক্ত বজ্রকল সূদারুণ শরজালে দশাননকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৪০ ॥

পরে দশানন ক্রুদ্ধ হইয়া প্রলয়কালীন অগ্নির ন্যায় অবস্থান করত তাঁহাদের মর্শস্থলে অতিশয় বেগশীল শর বর্ষণপূর্বক আঘাত করিল ॥ ৪১ ॥

লঙ্কেশ্বর [ রথোপরি ] স্থিরভাবে অবস্থান করত বিচিত্র মুষল, শত শত ভল্ল, পট্টিশ, শক্তি এবং মহতী শতস্রী তাঁহাদের উপরে পাতিত করিল এবং তাহাতেই পদচারী তাঁহারা সহসা বিষল হইয়া পড়িলেন ॥ ৪২-৪৩ ॥

পরে রাক্ষস রাবণ গর্জন করিয়া মেঘের আয় ধারাপ্রবাহে নানাবিধ ভয়ঙ্কর অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া বরুণ-পুত্রদিগকে গ্রহণ করিতে লাগিল ॥ ৪৪ ॥

১ । হ 'শৈঃ শরৈঃ' । ২ । হ '-বজ্জ' । ৩ । হ '-যঃ কালাগিরিব বিষ্ঠিতঃ' । ৪ । হ '-পল-' ।

৫ । হ '-শানি চ' । ৬ । হ 'রক্ষসঃশততো বীয়া স্র-' । ৭ । হ 'মুক্ত্বা' । ৮ । হ 'হাসংমুক্ত্বা জঘান তান্' ।

ততস্তে<sup>১</sup> ঘাতিতাঃ সর্বে<sup>২</sup> পতিতা ধরণীতলে ।

যুদ্ধাৎ সৈঃ পুরুষৈঃ শীঘ্রং গৃহানেষ প্রবেশিতাঃ ॥ ৪৫ ॥

তানব্রবীভতো রক্ষো বরুণায় নিবেগতাং ।

রাবণং ত্বব্রবীন্মন্ত্রী প্রহাসো নাম বারুণঃ ॥ ৪৬ ॥

গতঃ খলু মহারাজো ব্রহ্মলোকং জলেশ্বরঃ ।

গান্ধর্বং হি স্ত্রৈঃ সার্কং শ্রোষ্যতে পদ্মযোনিনা ॥ ৪৭ ॥

তদলং তে বৃথা বীর পরিশ্রম্য গতে নৃপে ।

যেহত্র সংনিহিতা বীরাঃ কুমারাস্তে ত্বয়া জিতাঃ ॥ ৪৮ ॥

এবং শ্রদ্ধা রাক্ষসেন্দ্রো নাম বিশ্রাব্য চাত্মনঃ ।

হর্ষান্নাদানবশ্জন্ নিজ্ঞাস্তো বরুণালয়াৎ ॥ ৪৯ ॥

তার পর সেই বরুণ-পুত্রগণ আহত হইয়া ভূতলে পতিত হইলে অমুচরগণ  
কৃত যুদ্ধক্ষেত্র হইতে তাঁহাদিগকে গৃহমধ্যে লইয়া গেল ॥ ৪৫ ॥

পরে রাক্ষস দশানন তাঁহাদিগকে বলিল—‘বরুণকে সংবাদ দাও’। তখন  
প্রহাস নামক বরুণের মন্ত্রী বাবণকে বলিলেন— ॥ ৪৬ ॥

জলেশ্বর মহারাজ বরুণদেব ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছেন, তথায় তিনি  
পদ্মযোনি ব্রহ্মা ও দেবগণের সহিত গান্ধর্বদিগের গান শ্রবণ করিবেন ॥ ৪৭ ॥

হে বীর, মহারাজ চলিয়া গিয়াছেন, সুতরাং তোমার বৃথা পরিশ্রমে  
প্রয়োজন কি ? যে-সমস্ত বীর এখানে আছেন, সেই কুমারদিগকে তুমি  
জয় করিয়াছ ॥ ৪৮ ॥

রাক্ষসরাজ রাবণ ইহা শ্রবণ করিয়া আপনার নাম প্রচারপূর্বক আনন্দে  
ধ্বজ করিতে করিতে বরুণালয় হইতে নিজ্ঞাস্ত হইল ॥ ৪৯ ॥

১। হ ‘সহিতা’। ২। হ ‘পতিতা’। ৩। হ ‘ততস্তানবব্রাহ্মণো’। ৪। হ ‘নৃপে গতে’। ৫। হ  
‘তু সংনিহিতা’। ৬। হ ‘বিশ্রাব্য’। ৭। ক ‘-স্বজা’।

ମହୋଦରେଣ ସଂସ୍ପୃଷ୍ଟଃ ହର୍ଷଗଦଗଦୟା ଗିରା ।

ଦ୍ଵିତୀୟଃ ଜିତବୀଲ୍ଲୋକଃ ବାରୁଣଃ ରାକ୍ଷସେଶ୍ଵରଃ ॥ ୫୦ ॥

ସୈନୈବ ତେ ଗତାସ୍ତତ୍ର ତେନୈବାଞ୍ଚ ବିନିଃସ୍ତତାଃ ।

ଲଙ୍କାମଭିଯୁକ୍ତା ହୃଷ୍ଟା ନଭସ୍ତଲକୃତେକ୍ଷଣାଃ ॥ ୫୧ ॥

ଇତ୍ୟାର୍ଥେ ବାଞ୍ଛୀକୀୟେ ରାମାୟଣେ ଆଦିକାବ୍ୟେ ଉତ୍ତରକାଣ୍ଡେ ରାବଣଞ୍ଚ ରମାତଲବିଜୟୋ ନାମ

ସମ୍ପୁର୍ବିଂଶଃ ସର୍ଗଃ ॥ ୨୧ ॥

୫୦ । ଲୋ-ଟୀ । ଦ୍ଵିତୀୟଃ ଲୋକଃ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକଃ ପାତାଳଲୋକଃ, ସହା, ଦ୍ଵିତୀୟଃ ଭ୍ରାତୃସହଃ  
ସମଂ ବରୁଣଃ ଲୋକଂ ଲୋକପାଳମ୍ ।

୫୧ । ଲୋ-ଟୀ । ସୈନୈବ ଅଶ୍ଵନଗରବଞ୍ଚନା । ନଭସ୍ତଲକୃତେକ୍ଷଣାଃ ଆକାଶଜ୍ଞାୟ କୃତୋଽସାହାଃ ।  
'କୃତେକ୍ଷଣା' ଇତି ପାଠେ କୃତଦୃଷ୍ଟୟଃ ।

ରମାତଲବିଜୟଃ ॥ ୨୧ ॥

ମହୋଦରଓ ହର୍ଷଗଦଗଦ ବାକ୍ୟେ 'ରାକ୍ଷସେଶ୍ଵର ବରୁଣପାଳିତ ଦ୍ଵିତୀୟ [ପାତାଳ-] ଲୋକ  
ଜୟ କରିয়াଛେନ' ଏହି କଥା ଘୋଷଣା କରିତେ ଲାଗିଲ ॥ ୫୦ ॥

ସେହି ରାକ୍ଷସଗଣ ସେ ପଥେ ଆସିଯାଇଲ ସେହି ପଥେହି ଶୀଘ୍ର ବହିର୍ଗତ ହইয়া  
ଗଗନମଣ୍ଡଳେ ଦୃଷ୍ଟିପାତପୂର୍ବକ ଆନନ୍ଦେ ଲଙ୍କାଭିଯୁକ୍ତେ ଗମନ କରିଲ ॥ ୫୧ ॥

ମହର୍ଷି ବାଞ୍ଛୀକି-ପ୍ରଣୀତ ଆଦିକାବ୍ୟ ରାମାୟଣେ ଉତ୍ତରକାଣ୍ଡେ ରାବଣେର ପାତାଳବିଜୟ ନାମକ

୨୧ଶ ସର୍ଗ ସମାପ୍ତ ॥ ୨୧ ॥

( ২৮ ) অষ্টাবিংশঃ সর্গঃ

ততোহশ্মানগরং ভূয়ো বিচেরুর্দ্বললসাঃ ।  
 স তু তত্র দশগ্রীবো গৃহং পশ্যতি ভাস্বরম্ ॥ ১ ॥  
 বৈদূর্য্যতোরণাকীর্ণং মুক্তাজালবিভূষিতম্ ।  
 সুবর্ণস্তম্ভগহনং বেদিকাভিঃ সমস্ততঃ ॥ ২ ॥  
 বজ্রক্ষটিকসোপানং কিঙ্কণীজালশোভিতম্ ।  
 বহ্নাসনযুতং রম্যং মহেন্দ্রভবনোপমম্ ॥ ৩ ॥  
 তত্র গৃহবরং দৃষ্ট্বা দশগ্রীবঃ প্রতাপবান্ ।  
 কশ্চেদং ভবনং রম্যং মেরুমন্দরসমিভম্ ॥ ৪ ॥  
 গচ্ছ প্রহস্ত শীঘ্রং ত্বং জানীষ ভবনোত্তমম্ ।  
 এবমুক্তঃ প্রহস্তস্ত প্রবিবেশ গৃহোত্তমম্ ॥ ৫ ॥

১। লো-টী। পাতালনির্গমং সংক্ষেপেণ উক্ত। তৎপ্রাক্কালীনকথায়াঃ কথনং পুনরায়ং কথয়তি—তত ইতি ।

২। লো-টী। তোরণং বহির্দ্বারং বন্দনমালা বা । সুবর্ণস্তম্ভানাং গহনং বনং যত্র তৎ, অনেকসুবর্ণস্তম্ভযুক্তমিতার্থঃ ।

পরে যুদ্ধলোলুপ রাক্ষসগণ পুনরায় অশ্মানগরে বিচরণ করিতে লাগিল । দশানন তথায় বৈদূর্য্যমণিময়-তোরণযুক্ত, মুক্তারজ্জিবিমণ্ডিত, সুবর্ণস্তম্ভবহুল, চতুর্দিকে বেদিকাসমষ্টিত, হীরকখচিত-ক্ষটিকনির্ম্মিত-সোপানবিশিষ্ট, বহু আসনযুক্ত, ইন্দ্রভবনের স্থায় একটা রমণীয় উজ্জল গৃহ দেখিল ॥ ১-৩ ॥

প্রতাপশালী দশানন তথায় উৎকৃষ্ট গৃহ দেখিয়া ‘মেরু ও মন্দরতুল্য এই রমণীয় গৃহ কাহার ? হে প্রহস্ত, তুমি শীঘ্র গমন করিয়া এই উত্তম গৃহের বিষয় অবগত হও’ এইরূপ বলিলে, প্রহস্ত সেই উৎকৃষ্ট গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল ॥ ৪-৫ ॥



স শূন্যং প্রেক্ষ্য তদ্দারং পুনঃ কক্ষ্যাস্তরং যযৌ ।

সপ্তকক্ষ্যাস্তরং গত্বা ততো জ্বালামপশ্যত ॥ ৬ ॥

ততো দৃষ্টঃ পুমাংস্তত্র হৃষ্টো হাসং যুমোচ সঃ ।

ত্রস্তঃ স তু মহাত্মা বৈ উর্দ্ধরোমাভবৎ তদা ॥ ৭ ॥

জ্বালামধ্যে স্থিতস্তত্র হেমমালী বিমোহনঃ ।

আদিত্য ইব দুপ্রেক্ষ্যঃ সাক্ষাদিব যমঃ প্রভুঃ ॥ ৮ ॥

তথা দৃষ্ট্বা তু বৃন্তান্তং ত্বরমাণো বিনির্গতঃ ।

বিনির্গম্যাত্রবীৎ সর্বং রাবণায় নিশাচরঃ ॥ ৯ ॥

অথ রাজা দশগ্রীবঃ পুষ্পকাদবরুহ সঃ ।

প্রবেষ্ট কামো বেষ্মাথ ভিন্নাঙ্গনচয়োপমঃ ॥ ১০ ॥

৭। লো-টী। তত্র তস্তাং জ্বালাম্। স পুমান্ প্রহস্তং দৃষ্ট্বা হাসং যুমোচ। ততঃ স মহাত্মা প্রহস্তঃ তস্তঃ পশ্য্যচ স উর্দ্ধরোমাভবদিতি সদ্ব্যায়ঃ।

১০-১১। লো-টী। বেষ্ম প্রবেষ্টকামঃ, অথ অনন্তরং তস্তাগ্রতঃ পুরুষঃ স্থিতঃ বপুমান্

প্রহস্ত সেই গৃহদ্বার শূন্য দেখিয়া পুনরায় কক্ষাস্তরে গমন করিল ; ক্রমে ক্রমে সাতটি প্রকোষ্ঠমধ্যে গমন করিয়া একটি জ্বালা ( অগ্নিশিখা ) দেখিতে পাইল ॥ ৬ ॥

পরে সেই জ্বালামধ্যে একটি পুরুষকে দেখিতে পাইল, সেই পুরুষ আচ্ছাদিত হইয়া হাস্য করিয়া উঠিলেন, তখন সেই মহাত্মা প্রহস্ত ভীত হইয়া রোমাঞ্চিত-কলেবর হইল ॥ ৭ ॥

সূর্যের ন্যায় হ্রস্বীক্য মনোমুগ্ধকর হেমমালী এক পুরুষ সাক্ষাৎ প্রভু যমের ন্যায় সেই জ্বালামধ্যে অবস্থান করিতেছিলেন ॥ ৮ ॥

রাক্ষস প্রহস্ত তাদৃশ ব্যাপার দেখিয়া অতি ক্রত তথা হইতে বহির্গত হইয়া রাবণের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বলিল ॥ ৯ ॥

তৎপরে রাক্ষসরাজ দশানন পুষ্পকরথ হইতে অবতরণ করিয়া গৃহমধ্যে

বন্ধমৌলিকর্ব্বপুস্মাংশ্চ পুরুষোহস্তাগ্রতঃ স্থিতঃ ।

দ্বারমাবৃত্য সহসা জ্বালাজিহ্বা ভয়ানকঃ ॥ ১১ ॥

রক্তাক্ষঃ শ্বেতদশনো বিস্মোৰ্ত্তশ্চারুদর্শনঃ ।

মহাভীষণনাসশ্চ কস্মুগ্রীবো মহাহনুঃ ॥ ১২ ॥

দৃঢ়শ্মশ্রুর্নিগূঢ়াশ্চিদংষ্ট্রালো লোমহর্ষণঃ ।

গৃহীত্বা লোহমুঘলং দ্বারং বিকৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৩ ॥

অথ সংদর্শনান্তস্ত উর্দ্ধরোমা বভূব সং ।

হৃদয়ং কম্পতে চাস্ত্র বেষথুশ্চাপ্যজায়ত ॥ ১৪ ॥

প্রশস্তাকৃতিমান্ । ‘বপুঃ ক্রীৎ তনৌ শস্তাকৃতাবপী’তি কোষঃ । জ্বালাজিহ্বঃ জ্বালাসংযুক্ত-  
তিহ্বঃ ।

১২ । লো-টা । শ্বেতাক্ষোহপি চারুদর্শনঃ চারুনেত্রঃ । মহাভীষণা নাসা নাসিকা যন্ত  
সঃ । ‘নাস’ ইতি তালব্যশকারপাঠে মহাভীষণানাং দৈতাদীনাম্ নাশো বিনাশো বস্মাৎ সঃ ।  
মহাভয়ং মহৎ ভয়ং ভক্তানাং বস্মাৎ সঃ । ‘অমহাভয়’ ইতি বা ছেদঃ । ভক্তানাং ভয়ানকোহপি  
তদভক্তানামমহাভয় ইত্যর্থঃ । ‘ভয়াবহ’ ইতি কচিং পাঠঃ ।

১৩ । লো-টা । গূঢ়ানি গুহ্যানি অলঙ্কিতানি শ্মশ্রুণি যন্ত সঃ, গূঢ়ানি সংহতানি নিবিষ্টানীতি  
বা । ‘গূঢ়ং রহসি গুহ্যে চ ন দ্রয়োঃ সংহতে ত্রিষিতি কোষঃ । ‘দৃঢ়শ্মশ্রু’রिति পাঠে দৃঢ়ানি  
নিবিড়ানীত্যর্থঃ । নিগূঢ়ানি অদৃশ্যানি অস্থানি নিগূঢ়াশ্বীনি দংষ্ট্রাশ্চ তদ্বান্, বিকৃত্য আবৃত্য ।

প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিলে, ভিন্নাজন-সদৃশ ( কৃষ্ণবর্ণ ), বন্ধমৌলি, বিশালকায়,  
জ্বালাজিহ্ব, সেই ভয়ানক পুরুষ সহসা দ্বাররোধ করিয়া তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান  
হইলেন,—তাহার চক্ষু রক্তবর্ণ, দন্তসকল শুভ্র, ওষ্ঠ বিষফলের আয় প্রিয়দর্শন,  
নাসিকা অতীব ভীষণ, গ্রীবা কস্মুর আয়, হনু ( চোয়াল ) বিশাল ॥ ১০-১২ ॥

সেই নিবিড়-শ্মশ্রু নিগূঢ়াশ্চি রোমহর্ষণ দংষ্ট্রাল পুরুষ লোহমুঘল গ্রহণ করিয়া  
দ্বাররোধপূর্ব্বক অবস্থান করিলেন ॥ ১৩ ॥

তখন তাঁহাকে দেখিয়া রাবণের শরীর রোমাঞ্চিত হইল এবং তাহার হৃদয়  
ও দেহ কাঁপিতে লাগিল ॥ ১৪ ॥

১। হ ‘বস্ত্রাগ্রতঃ’ । ২। হ ‘বেতাক্ষঃ’ । ৩। হ ‘বদনো’ । ৪। হ ‘বিস্মোৰ্ত্ত’ । ৫। হ ‘নাসশ্চ’ ।  
৬। হ ‘ভয়াবহঃ’ । ৭। হ ‘দংষ্ট্রাভিলোম’ । ৮। হ ‘বিকৃত্য’ । ৯। চ ‘ব্যজায়ত’ ।

নিমিত্তান্মনোজ্ঞানি দৃষ্ট্ৱা রাম ব্যচিস্তয়ৎ ।

অথ চিস্তয়তস্তস্য স এব পুরুষোহব্রবীৎ ॥ ১৫ ॥

কিং ত্বং চিস্তয়সে রক্ষো ক্রহি বিশ্বক্ৰমানসঃ ।

যুদ্ধাতিথ্যমহং বীর করিষ্যে রজনীচর ॥ ১৬ ॥

এবমুক্ত্ৱা স তদ্রক্ষঃ পুনর্ব্বচনমব্রবীৎ ।

যোৎস্বসে বলিনা সার্কমথবা মন্যসে কথম্ ॥ ১৭ ॥

রাবণোহভিহিতো ভূয় উর্দ্ধরোমা ব্যজায়ত ।

অথ ধৈর্য্যং সমালম্ব্য রাবণো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১৮ ॥

গৃহেষু তিষ্ঠতে কো হি তদ্ ক্রহি বদতাং বর ।

তেনৈব সার্কং যোৎস্বামি যথা বা মন্যতে ভবান্ ॥ ১৯ ॥

১৬। লো-টা। বিশ্বক্ৰমানসঃ বিশ্বস্তমানসঃ।

১৮। লো-টা। লোকান্ রাবয়তীতি রাবণঃ।

হে রাম, রাবণ অমনোজ্ঞ নিমিত্তসকল দেখিয়া চিস্তাশ্বিত হইল; ইতিমধ্যে সেই পুরুষই চিস্তাকুল রাবণকে বলিলেন—॥ ১৫ ॥

হে রাক্ষস, তুমি কি চিস্তা করিতেছ, বিশ্বস্তচিত্তে [ আমার নিকট তাহা ] বল, হে নিশাচর-বীর, আমি তোমার যুদ্ধাতিথ্য প্রদান করিব ? ॥ ১৬ ॥

তিনি এইরূপ বলিয়া পুনরায় সেই রাক্ষসকে বলিতে লাগিলেন,—তুমি কি বলির সহিত যুদ্ধ করিবে ? না কি মনে করিতেছ ? ॥ ১৭ ॥

রাবণ এই কথা শুনিয়া পুনরায় রোমাঞ্চিত হইল, পরে ধৈর্য্য ধারণপূর্ব্বক বলিল— ॥ ১৮ ॥

হে বাগ্মিশ্রেষ্ঠ, গৃহমধ্যে কে আছেন তাহা বলুন, তাঁহারই সহিত যুদ্ধ করিব; অথবা আপনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই করিব ॥ ১৯ ॥

১। ছ 'তু'। ২। ছ '-র্দ্ধং ময়া বা তদ্ বিধীয়তাম্'। ৩। ছ '-ণো হি ততো'। ৪। ছ 'পৃহেত্ব'।

৫। ছ 'অনেন'।

স এনং পুনরপ্যাহ দানবেদ্রোহিত্তি তিষ্ঠতি ।

এষ বৈ পরমোদারঃ শূরঃ সত্যপরাক্রমঃ ॥ ২০ ॥

বীরো বহুগুণোপেতঃ পাশহস্ত ইবাস্তকঃ ।

বালার্ক ইব তেজস্বী সমরেঘনিবর্তকঃ ॥ ২১ ॥

অমর্যী দুর্জয়ো জেতা বলবান্ গুণসাগরঃ ।

প্রিয়ংবদঃ সংবিভাগী গুরুপ্রিয়করঃ সদা ॥ ২২ ॥

কালাকাঙ্ক্ষী মহাসত্ত্বঃ সত্যবাক্ সৌম্যদর্শনঃ ।

দক্ষঃ সর্বগুণোপেতঃ শূরঃ স্বাধ্যায়তৎপরঃ ॥ ২৩ ॥

২০। লো-টী। পরমোদারঃ পরমো দাতা শূরো বোদ্ধা ।

২১। লো-টী। বীরঃ বিশিষ্টা বিবিধা বা ইরা সরস্বতী যন্ত সঃ। ‘দীপ্ত’ ইতি বা পাঠঃ।  
বহুবো গুণা যেষু তৈর্বিশুদ্ধিরূপেতো ব্যাধুঃ।

২২। লো-টী। গুণসাগরঃ গুণানামাশ্রয়ঃ। ভূতেভ্যঃ সংবিভক্ত্য ভূক্তে ইতি  
সংবিভাগী।

২৩। লো-টী। কালাকাঙ্ক্ষী সাবর্ণিমন্তররূপকালাকাঙ্ক্ষী, সত্ত্ববান্ ধৈর্যবান্, সর্ব-  
গুণোপেতঃ গুণঃ সত্ত্বং সম্পূর্ণসত্ত্বগুণোপেতঃ। শূরঃ পরাক্রমশীলঃ। ‘শুষ্ক’ ইতি পাঠে গোপ্যঃ  
ন কস্তাপি ‘বলি’রয়মিতি জ্ঞানবিষয়ঃ।

সেই পুরুষ পুনরায় রাবণকে বলিলেন—“এখানে দানবরাজ অবস্থান  
করিতেছেন, ইনি নিতান্ত উদারস্বভাব, সত্যপরাক্রম, শূর, বহুগুণযুক্ত, পাশহস্ত  
অস্ত্রকের স্তায় বীর, নবোদিত সূর্য্যের স্তায় তেজস্বী, সংগ্রামে অপরাধু; ইনি  
গুণসাগর, বলবান্, ক্রোধী, জয়শীল এবং দুর্জয়; ইনি গুরুর প্রিয়কারী সত্য  
প্রিয়বাদী এবং সর্ববস্তুর বিভাগ করিয়া ভোগ করিয়া থাকেন ॥ ২০-২২ ॥

ইনি সর্বগুণযুক্ত, সৌম্যদর্শন, সত্যবাদী, মহাসত্ত্ব, শূর, স্বাধ্যায়নিরত কার্য্য-  
দক্ষ এবং কালের প্রতীক্ষাকারী ॥ ২৩ ॥

এষ গচ্ছতি বাত্যেয জ্বলতে তপতে তথা ।

দেবৈশ্চ ভূতসংজ্ঞৈশ্চ পন্নগৈঃ সপতত্রিভিঃ ।

ভয়ং যো নাভিজানাতি তেন ত্বং যোদ্ধুমিচ্ছসি ॥ ২৪ ॥

বলিনা রোচতে যুদ্ধং যদি তে রাক্ষসেশ্বর ।

প্রবিশ ত্বং মহাসত্ত্ব সংগ্রামং কুরু মা চিরম্ ।

এবমুক্তো দশগ্রীবঃ প্রবিবেশ যতো বলিঃ ॥ ২৫ ॥

স বলোক্য তু লঙ্কেশং জহাস দহনোপমঃ ।

আদিত্য ইব দুশ্প্রেক্ষ্যঃ স্থিতো দানবসত্তমঃ ॥ ২৬ ॥

অথ সম্ভর্শনাদেব বলির্বৈ বিশ্বরূপবান্ ।

তদ্ গৃহীত্বা করে রক্ষ উৎসঙ্গে স্থাপ্য চাত্রবীৎ ॥ ২৭ ॥

২৪। লো-টী। বর্ধতি ইন্দ্ররূপেণ, বাতি বায়ুরূপেণ, জ্বলতেহগ্নিরূপেণ, তপতে প্রকাশয়তি সূর্য্যরূপেণ, দেবৈরিত্যাদিকরণভূতৈঃ।

২৫। লো-টী। তে তুভ্যম্। যতো যত্র।

২৬-২৭। লো-টী। বলিনা বলবতা বিষ্ণুরূপিণা বামনেন করে গৃহীতং তদ্রক্ষঃ দানবসত্তমঃ উৎসঙ্গে ক্রোড়ে সংস্থাপ্য চাত্রবীৎ। ‘গৃহীত্বে’তি পাঠে বিষ্ণুনা বিশিষ্টং রক্ষঃ করে গৃহীত্বা। ‘বিশ্বরূপিণে’তি বা পাঠঃ।

ইনি দেবগণ, ভূতগণ, পন্নগগণ এবং পক্ষিগণের সহিত মিলিত হ’ন, [ বায়ুরূপে ] প্রবাহিত হন, [ সূর্য্যরূপে ] উত্তাপ দান করেন এবং [ অগ্নিরূপে ] প্রজ্বলিত হন ( অর্থাৎ ইনি বিশ্বরূপী )। যিনি ভয় কাহাকে বলে জানেন না, সেই বলির সহিত তুমি যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিতেছ। হে মহাসত্ত্ব রাক্ষসরাজ, বলির সহিত যদি তোমার যুদ্ধ করিতে অভিলাষ হয়, তবে অচিরেই পুরীমধ্যে প্রবেশ করিয়া সংগ্রামে লিপ্ত হও”। এইরূপ বলিলে দশানন বলির সমীপে উপস্থিত হইল। তথায় অবস্থিত সূর্য্যের শ্রায় হ্রস্বরীক্ষ্য অনলতুল্য সেই দানবসত্তম বলি লঙ্কেশ্বরকে দেখিয়া হাসিয়া উঠিলেন ॥ ২৪-২৬ ॥

পরে সেই বিশ্বরূপী বলি সেই রাক্ষসকে দেখিবামাত্রই তাহাকে হস্তদ্বারা ধরিয়া ক্রোড়ে স্থাপনপূর্ব্বক বলিলেন— ॥ ২৭ ॥

দশগ্ৰীব মহাবাহো কিস্তে কার্য্যং করোম্যহম্ ।

কিমাগমনকৃত্যং তে ক্রহি ত্বং রাক্ষসেশ্বর ॥ ২৮ ॥

এবমুক্তস্ত বলিনা রাবণো বাক্যমব্রবীৎ ।

শ্রুতং ময়া মহাভাগ বদ্ধস্ত্বং বিমুণ্ণা পুরা ॥ ২৯ ॥

সোহহং মোচয়িতুং শক্তো বন্ধনাং ত্বাং ন সংশয়ঃ ।

এবমুক্তস্ততো হাসং বলিস্মু<sup>১</sup> ত্তৈ<sup>২</sup> নমব্রবীৎ ॥ ৩০ ॥

শ্রুয়তামভিধাম্যামি যৎ ত্বং পৃচ্ছসি রাবণ ।

য এষ পুরুষঃ শ্যামো দ্বারি তিষ্ঠতি নিত্যদা ॥ ৩১ ॥

এতেন দানবেন্দ্রাশ্চ তথান্যে বলদর্পিণঃ ।

বশং নীতা বলবতা পূর্ব্বে পূর্ব্বতরাশ্চ যে ॥ ৩২ ॥

বদ্ধশ্চাহমনৈনৈব কৃতান্তো দুরতিক্রমঃ ।

ক এনং পুরুষং লোকে বঞ্চয়িষ্যতি রাবণ ॥ ৩৩ ॥

৩৩। লো-টা। কৃতান্ত দ্বন্দ্বঃ ।

মহাবাহো দশানন, আমি তোমার কি কার্য্য করিব? হে রাক্ষসেশ্বর, তোমার আগমনের প্রয়োজন কি, তাহা বল ॥ ২৮ ॥

রাবণ বলির এইরূপ কথা শুনিয়া বলিল,—মহাভাগ, আমি শুনিয়াছি, পুরাকালে বিষ্ণু আপনাকে বদ্ধ করিয়াছেন ॥ ২৯ ॥

আমি আপনাকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে সমর্থ, ইহাতে সন্দেহ নাই। রাবণ এই কথা বলিলে বলি হাসিয়া তাহাকে বলিলেন— ॥ ৩০ ॥

রাবণ, তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছ আমি তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর, এই যে শ্যামবর্ণ পুরুষটী দ্বারদেশে সর্ব্বদা অবস্থান করিতেছেন, বলবান্ ইনি পূর্ব্ববর্তী ও পূর্ব্বপূর্ব্ববর্তী দানবগণ এবং বলদর্পিত অপর অনেককেই স্ববশে আনিয়াছিলেন ॥ ৩১-৩২ ॥

ইনিই আমাকে বদ্ধ করিয়াছিলেন, অদৃষ্ট দুরতিক্রমণীয়। হে রাবণ,

১। হ 'বধা মহারাজ'। ২। হ '-তদ্র-'। ৩। হ '-শ:'। ৪। হ '-তা:'। ৫। হ 'পূর্ব্বপূর্ব্ব-'।

৬। হ অতঃ পরং 'ন ত্বং চৈব ন চৈবাহং ভূতং ভব্যং সর্ব্বদা' ইত্যধিকং ।

সর্বভূতাপহর্তা চ য এষ দ্বারি তিষ্ঠতি ।

কর্তা কারয়িতা চৈব ধাতা চ ভুবনেশ্বরঃ ॥ ৩৪ ॥

ন হং বেদ ন চৈবাহং ভূতভব্যঞ্চ নিত্যদা ।

কালশ্চৈব হি কালেশো লোকরক্ষাকরন্তথা ॥ ৩৫ ॥

লোকত্রয়স্য সর্বস্য হস্তা শ্রক্টা তথৈব চ ।

ইন্দ্রাণাঞ্চ সহস্রাণি স্মরণামমৃতানি চ ॥ ৩৬ ॥

ঋষীণাক্ষৈব মুখ্যানাং শতান্মথ সহস্রশঃ ।

বশং নীতানি সর্বাণি য এষ দ্বারি তিষ্ঠতি ॥ ৩৭ ॥

তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা রাবণোহথ তমবব্রুৎ ।

ময়া প্রেতেশ্বরো দৃষ্টঃ কৃতান্তঃ সহ মৃত্যুনা ॥ ৩৮ ॥

৩৫। লো-টী। ন হং চৈব ন চৈবাহং ভুবনেশ্বর ইত্যম্বয়ঃ। ভূতং ভব্যঞ্চ যৎ প্রাণি-  
মাত্রম্। কালেশঃ সৃষ্টাদিকালানামীশঃ। লোকত্রয়করঃ পালনেন সুখকরঃ।

৩৭। লো-টী। বশং নীতানি প্রভুত্বং প্রাপিতানি। 'বশমিচ্ছাপ্রভুত্বায়ত্ততাসু ত্রিষধীনকে'  
ইতি ছুরিঃ।

জগতে কোন্ ব্যক্তি এই পুরুষকে বধনা করিবে ? ॥ ৩৩ ॥

যিনি দ্বারে অবস্থান করিতেছেন এই ত্রৈলোক্যনাথই সমস্ত প্রাণিগণের  
স্রষ্টা, পালক, সংহারকর্তা এবং [ শুভাশুভ কর্মের ] কারয়িতা ॥ ৩৪ ॥

ভূত, ভবিষ্যৎ ও নিত্য বর্তমান ইহাকে তুমিও জান না এবং আমিও জানি  
না, ইনিই কাল এবং কালের অধিপতি ও লোকপালক ॥ ৩৫ ॥

যিনি এই দ্বারে অবস্থান করিতেছেন, তিনি সমস্ত ত্রিভুবনের স্বজন ও সংহার  
করেন ; সহস্র সহস্র ইন্দ্র, অযুত অযুত দেবতা এবং শত-সহস্র শ্রেষ্ঠ ঋষিকে ইনি  
বশীভূত করিয়াছেন ॥ ৩৬-৩৭ ॥

পরে রাবণ বলির সেই কথা শুনিয়া তাঁহাকে বলিল, আমি মৃত্যুর সহিত

১। হ 'হস্ততি'। ২। হ 'ইন্দ্রমর্জ্য' নাস্তি। ৩। হ 'কালঃ কালানামীশঃ চৈব কালকর্তা চ সোহম্বয়ঃ'।

৪। হ 'ইন্দ্রমর্জ্য' নাস্তি'। ৫। হ '-মেব'। ৬। অতঃ পরং হ 'সর্বলোকস্বরূপেব সর্বজ্ঞানস্বরূপা'। ইত্যধিকম্।

৭। হ 'সর্বদেবিনাম্'।

পাশহন্তো মহাজ্বালোহপূর্কলোমা ভয়ানকঃ ।

দংষ্ট্রালো বিদ্যাজ্জিহ্বাশ্চ সর্পরুশ্চিকরোষরুট্ ॥ ৩৯ ॥

২  
রক্তাক্ষো ভীমবেগশ্চ সর্বসত্ত্বভয়ঙ্করঃ ।

আদিত্য ইব দুশ্প্রেক্ষ্যঃ সমরেষ্মনিবর্তকঃ ॥ ৪০ ॥

পাপানাং শাসিতা চৈব স ময়া যুধি নির্জিতঃ ।

৩  
ন চ মে তত্র ভীঃ কাচিদ্ ব্যথা বা দানবেশ্বর ॥ ৪১ ॥

এতং তু নাভিজানামি তদ্ ভবান্ বক্তুমহিতি ।

৪  
রাবণশ্চ বচঃ শ্রুত্বা বলির্বৈরোচনোহব্রবীৎ ॥ ৪২ ॥

৫  
‘এষ বৈ লোকধাতা চ হরিনারায়ণঃ প্রভুঃ ।

অনন্তঃ কপিলো বিষ্ণুর্নরসিংহো মহাদ্যুতিঃ ॥ ৪৩ ॥ ৬

৩৯। লো-টী। সর্পরুশ্চিকরোষবৎ রুট্-রোষো যন্ত সঃ।

৪৩। লো-টী। অনন্তঃ শেষঃ কপিলঃ কপিলাবতারঃ। যথা, অনন্তো বলভদ্রঃ  
কপিলো বাসুদেবঃ। ‘কপিলো বাসুদেবে চ নলয়ুনিপ্রভেদয়ো’রিত্তি যতুমালী।

প্রেতরাজ যমকে দেখিয়াছি ॥ ৩৮ ॥

হে দানবেশ্বর, নিরতিশয় আলাসম্বিত, পাশহন্ত, উর্করোমা, বৃহদন্তযুক্ত, বিদ্যুতের আয় জিহ্বাবিশিষ্ট, সর্প এবং রুশ্চিকের আয় ক্রোধী, রক্তচক্ষুঃ, অতিশয় বেগশালী, সমস্ত প্রাণীর ভয়জনক, সূর্য্যের আয় ছিন্নরীক্ষ্য, যুদ্ধে অপরাযুধ, পাপীদের শাস্তিদাতা সেই ভয়ানক যমকে আমি যুদ্ধে জয় করিয়াছি; আমার তাহাতে কোন ভয় বা ব্যথা হয় নাই ॥ ৩৯-৪১ ॥

এই পুরুষকে আমি জানি না, সুতরাং আপনি ইহার বিষয়ে বলুন। তখন রাবণের কথা শুনিয়া বিরোচনপুত্র বলি কহিলেন—॥ ৪২ ॥

ইনি জগতের পালনকর্তা প্রভু নারায়ণ হরি, ইনিই অনন্ত, কপিল,



ঋতধামা স্রুধামা চ পাশহস্তো ভয়ানকঃ ।

দ্বাদশাদিত্যসদৃশঃ পুরাণঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ৪৪ ॥

নীলজীমূতসংকাশঃ সুরনাথঃ সুরোত্তমঃ ।

জ্বালামালী মহানাদো যোগী ভক্তজনপ্রিয়ঃ ॥ ৪৫ ॥

সংহরত্যেয ভূতানি স্বাবরাণি চরাণি চ ।

পুনশ্চ সৃজতে সর্বমনাগন্তুমহেশ্বরঃ ॥ ৪৬ ॥

ইক্ষং চৈব হি দত্তং চ হৃতং চৈব নিশাচর ।

সর্বশ্চৈব তু লোকেশো ধাতা গোপ্তা ন সংশয়ঃ ।

নৈবংবিধং মহদভূতং বিদ্যতে ভুবনত্রেয়ে ॥ ৪৭ ॥

৪৪। লো-টা। ঋতং সর্ষেঃ পূজিতং ধাম বৈকুণ্ঠস্থানং যন্ত সঃ। 'ঋতমুহশিলে জলে।  
সত্যো দীপ্তে পূজিতেহপি ত্রাদি'তি কোষঃ। শোভনং ধাম তেজো যন্ত সঃ।

৪৫। লো-টা। জ্বালা আমলিতুং আবায়িতুং শীলং যন্ত সঃ, তেজঃস্বরূপঃ।

৪৬। লো-টা। সর্বং জগৎ সৃজতে অতো জগৎ অনাগন্তং প্রবাহরূপেণ আগন্তুশূন্যম্।

৪৭। লো-টা। সর্বশ্চ ইষ্টাদেখ্যতা ধারয়িতা।

বিষ্ণু, মহাত্ম্যতি নরসিংহ, সর্বলোকপূজিত বৈকুণ্ঠধামনিবাসী, তেজস্বী, পাশহস্ত  
এবং ভয়ানক, ইনি দ্বাদশ সূর্যোর তুল্য এবং পুরাতন পুরুষোত্তম ॥ ৪৩-৪৮ ॥

ইনি সুরেশ্বর এবং সুরশ্রেষ্ঠ, ইহার দীপ্তি নীলমেঘসদৃশ, ইনি তেজঃস্বরূপ,  
ইহার নিনাদ অতি ভীষণ, ইনি যোগী ও ভক্তজনপ্রিয় ॥ ৪৭ ॥

ইনি স্বাবর ও জঙ্গম জীবসমূহের সংহার করেন এবং পুনরায় সমস্ত জগৎ  
সৃজন করেন, ইনিই আদি ও অন্ত-রহিত মহেশ্বর ॥ ৪৬ ॥

হে নিশাচর, এই লোকেশ্বর যজ্ঞ, দান এবং হোম এই সকলেরই প্রবর্তক  
এবং রক্ষক—এবিষয়ে সন্দেহ নাই। ত্রিভুবনে এতাদৃশ মহৎ অপর কিছু বিদ্যমান  
নাই ॥ ৪৭ ॥

অহং স্বকৈব রাজেন্দ্র যে চাশ্বে পূর্ববত্তরাঃ ।

নেতা ছেবাং যথা সিংহঃ পশূনাং যমসাদনম্ ॥ ৪৮ ॥

বৃত্তো দমুঃ শুকঃ শস্ত্রনিশুস্তঃ শুস্ত এব চ ।

কালনেমি<sup>১</sup>শ্চ সংহ্রাদঃ কূটো বৈরোচনো যুহুঃ ॥ ৪৯ ॥

যমলার্জুন-কংসশ্চ কৈটভো মধুনা সহ ।

এতে তপস্তি ত্রোতস্তি বাস্তি বর্ষস্তি চৈব হি ॥ ৫০ ॥

সর্বৈস্ত্রিদশরাজ্যানি কারিতানি মহাত্মভিঃ ।

যুদ্ধে হুরগণাঃ সর্বৈ নির্জিতাশ্চ সহস্রশঃ ॥ ৫১ ॥

প্রমত্তা ভোগসক্তাশ্চ বালার্কসমতেজসঃ ।

তে চ সর্বৈ ক্রয়ং নীতা বলিনঃ কামরূপিণঃ ॥ ৫২ ॥

৪৯। লো-টী। প্রহ্লাদঃ তক্তাদমুঃ ।

৫২। লো-টী। বালার্কসমতেজসঃ পীতবর্ণা রক্তবর্ণা বা ইত্যর্থঃ

হে রাজেন্দ্র, সিংহ যেরূপ পশুদিগকে যমালয়ে প্রেরণ করে, ইনিও সেইরূপ তুমি, আমি এবং পূর্ব-পূর্ববর্তী অশ্রান্ত দানবগণ—ইহাদের (অর্থাৎ আমাদের) সকলকেই যমালয়ে প্রেরণ করেন ॥ ৪৮ ॥

বৃত্ত, দমু, শুক, শস্ত্র, নিশুস্ত, শুস্ত, কালনেমি, সংহ্রাদ, কূট, বৈরোচন, যুহু, যমলার্জুন, কংস, মধু এবং কৈটভ—ইহারা সকলেই [ সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু ও ইন্দ্রকে জয় করিয়া তাঁহাদের দ্বারা নিজ নিজ ইচ্ছানুসারে ] তপন, ত্রোতন, প্রবহণ এবং বর্ষণকার্য্য [ নিষ্পাদন ] করিতেন ॥ ৪৯-৫০ ॥

সেই মহাত্মাদের সকলেই সহস্র সহস্র দেবতাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া স্বর্গরাজ্য সকল ভোগ করিয়াছেন ॥ ৫১ ॥

সেই বালমুর্য্যের শ্রায় তেজোবিশিষ্ট প্রমত্ত এবং বিষয়ভোগে আসক্ত কামরূপী বালবান্ দানবৈন্দ্রগণ সকলেই [ এই পুরুষের হস্তে ] ক্রয় প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৫২ ॥

সমরে চ দুরাধৰ্ষাঃ শ্রয়ন্তে চাপরাজিতাঃ ।

তেহপি সৰ্বে মহদভূতাঃ কৃতান্তবলমোহিতাঃ ॥ ৫৩ ॥

এষ ধারয়তে লোকান্ এষ বৈ সৃজতে প্রভুঃ ।

এষ সংহরতে চৈব কালো ভূত্বা মহাবলঃ ॥ ৫৪ ॥

এষ যজ্ঞা চ যাজ্যশ্চ চক্রায়ুধধরো হরিঃ ।

সৰ্ববেদময়শ্চৈষ সৰ্বভূতময়স্তথা ॥ ৫৫ ॥

সৰ্বরূপী মহারূপী বলদেবো মহাভুজঃ ।

বীরহা বীর চক্ষুশ্রান্ত্রৈলোক্যগুরুব্রব্যয়ঃ ৫৬ ॥

এনং মুনিগণাঃ সৰ্বে চিস্তয়ন্তি হি মোক্ষিণঃ ।

য এনং বেত্তি পুরুষং সৰ্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ।

স্বাহা শ্রুত্বা তথেষ্টা চ সৰ্বকামানবাঞ্ছয়াৎ ॥ ৫৭ ॥

৫৩। লো-টী। মহদভূতাঃ সৰ্বাংশেন মহত্ত্বং প্রাপ্তাঃ কৃতান্তেন জয়রণেনেন বলমোহিতাঃ মোহং প্রাপিতাঃ ।

৫৪। লো-টী। এষ ধারয়তে পালয়তি ।

৫৫। লো-টী। যাজ্যঃ পূজ্যঃ । বলেন দীব্যভীতি বলদেবঃ ।

৫৬। লো-টী। হে বীর, চক্ষুশ্রান্ত্র জ্ঞানী, বীরগণং দেবানাং জ্ঞানোপদেষা (৭) ইতি বা ।

শোনা যায়, যাহারা সমরে অজেয় এবং দুর্দ্বর্ষ ছিলেন, সেই সৰ্বাংশে মহত্ত্বপ্রাপ্ত বীরগণও কৃতান্তরূপী এই মহাত্মার বলে মোহপ্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৫৩ ॥

এই প্রভুই লোকসমূহ সৃজন করিয়াছেন, ইনিই আবার তাহাদিগকে পালন করিতেছেন, এই মহাবলই আবার কাল হইয়া সমস্ত সংহার করেন ॥ ৫৪ ॥

ইনিই যাগকর্ত্তা এবং যাজ্য ( পূজক এবং পূজ্য ) ও চক্রায়ুধধারী হরি, ইনিই সমস্ত বেদস্বরূপ ও অখিল ভূতময় ॥ ৫৫ ॥

হে বীর, ইনি মহারূপী, সৰ্বময়, ইনি বীরহস্তা, মহাবাহু, স্বীয় [ মায়া ] শক্তিপ্রভাবে [ সৃষ্টি-স্থিতি-সংহাররূপ ] ক্রীড়াপরায়ণ এবং জ্ঞানী, ত্রৈলোক্যগুরু ও অব্যয় ॥ ৫৬ ॥

মোক্ষাভিলাষী সমস্ত মুনিগণ ইহাকেই চিন্তা করেন এবং যিনি এই পুরুষের

১। ক 'এতে'। ২। অতঃ পরং হ 'ইন্দ্রাণাঞ্চ সংপ্রাপ্তিঃ হৃদাণামবুতানি চ' ইত্যধিকৃৎ। ২। হ 'বজ্রশ্চ'। ৩। হ '-শ্চৈব'। ৪। হ 'মহাদেবো'। ৫। হ 'এবং'।

এতচ্ছূভা তু বচনং রাবণো নির্যযৌ তদা ।

ন চ তং পুরুষং তত্র পশ্যতে রজনীচরঃ ॥ ৫৮ ॥

হর্ষান্নাদং বিমুক্তং বৈ নিশ্ক্রান্তো বরুণালয়াৎ ।

গত এবাগতো যেন পথা তেন নিবৃত্ত্য তু ॥ ৫৯ ॥

ইত্যার্ষে বাণ্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে বলিদর্শনং নাম  
অষ্টাবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৮ ॥

৫৯। লো-টী। যেন অশ্বনগরবান্ধনা বরুণলোকং গতঃ, তেন পথা নিবৃত্ত্য আগতঃ।  
বলিদর্শনম্ ॥ ২৮ ॥

স্বরূপ বিদিত হইতে পারেন, তিনি সর্বপাপ হইতে বিমুক্ত হন এবং ইহাঁর যজন,  
নামশ্রবণ এবং স্মরণ করিলে সমস্ত অভিলষিত বস্তু পাওয়া যায় ॥ ৫৭ ॥

তখন রাক্ষস রাবণ এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া [ তথা হইতে ] নির্গত হইল,  
কিন্তু সেই পুরুষকে সেখানে দেখিতে পাইল না ॥ ৫৮ ॥

সুতরাং আনন্দিত মনে সিংহনাদ করিতে করিতে বরুণের আশ্রয় হইতে  
বাহির হইয়া যে-পথ অবলম্বন করিয়া আসিয়াছিল, সেই পথেই ফিরিয়া চলিয়া  
গেল ॥ ৫৯ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে বলিদর্শন-নামক  
২৮শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৮ ॥

## ( ২৯ ) একোনত্রিংশঃ সর্গঃ

অথ সক্ষিস্ত্য লক্ষেশঃ সোমলোকং জগাম হ ।

মেরুশৃঙ্গবরে রম্যে রজনীমুগ্ধ বীৰ্য্যবান্ ॥ ১ ॥

অথ স্তন্দনমারুতো দিব্যস্রগমুলেপনঃ ।

অপ্সরোগণমুখ্যেন সেব্যমানস্ত গচ্ছতি ॥ ২ ॥

রতিশ্রান্তোহপ্সরোহস্ত্রেষু চুম্বিতঃ স বিবুধ্যতে ।

দৃষ্টস্ত পুরুষস্তেন দৃষ্ট্বা কোতূহলাস্বিতঃ ॥ ৩ ॥

অথাপশ্যদৃষিৎ তত্র দৃষ্ট্বা চৈবমুবাচ তম্ ।

স্বাগতং তব দেবর্ষে কালেনেহাগতো হসি ॥ ৪ ॥

১। লো-টা। রক্ষেশঃ সক্ষিয়ার্থঃ, স্বগণরক্ষায়ামিক্ষো বা। ‘রক্ষোহসা’বিত্তি পাঠে অসৌ  
ব্যবণো রক্ষঃ উচ্য উষিষা।

৩। লো-টা। অপ্সরোহস্ত্রেষু বর্তমানশ্চুম্বিতৈরপ্সরোগণচুম্বনৈঃ। তেন রাবণেন।

পরে বলবান্ লঙ্কাধিপতি রাবণ চিন্তা করিয়া সুমেরুর শ্রেষ্ঠতম রমণীয় শিখরে  
রাত্রিযাপন করত চল্ললোকে গমন করিল ॥ ১ ॥

সেই সময়ে দিব্যমালা এবং গন্ধদ্রব্যে ভূষিত এক পুরুষ প্রধান প্রধান  
অপ্সরাগণকর্তৃক সেব্যমান হইয়া রথারোহণে যাইতেছিলেন ॥ ২ ॥

সেই পুরুষ রতিশ্রান্ত হইয়া অপ্সরাগণের অঙ্গে শয়ান থাকিয়া তাহাদের  
চুম্বনে জাগরিত হইতেছিলেন। রাবণ সেই পুরুষকে দেখিল, দেখিয়া কোতূহলাস্বিত  
হইল ॥ ৩ ॥

ইত্যবসরে তথায় [ পর্বতনামক ] এক ঋষিকে দেখিতে পাইল, দেখিয়া  
তাঁহাকে বলিল,—দেবর্ষে, আপনার সুখে আগমন হইয়াছে ত? আপনি কালক্রমে  
এস্থানে আসিয়াছেন ॥ ৪ ॥

কোহয়ং শ্রুন্দনমারুড়ো হৃৎসরোগগম্বেবিতঃ ।

নির্লজ্জ ইব সংযাতি ভয়স্থানং ন বিন্দতি ॥ ৫ ॥

রাবণেনৈবমুক্তস্ত পর্বতো বাক্যমব্রবীৎ ।

শৃণু বৎস যথাতত্ত্বং বক্ষ্যে চাহং মহাত্ম্যতে ॥ ৬ ॥

এতেন নির্জিতা লোকা ব্রহ্মা চৈবাভিতোষিতঃ ।

এষ গচ্ছতি মোক্ষায় সুস্থখং স্থানমুত্তমম্ ॥ ৭ ॥

তপসা নির্জিতা যদ্বদ্রবতা রাক্ষসাধিপ ।

প্রয়াতি পুণ্যকুৎ তদ্বৎ সোমং পীত্বা ন সংশয়ঃ ॥ ৮ ॥

ত্বস্ত রাক্ষসশার্দ্দূল শূরঃ সত্যপরাক্রমঃ ।

নৈবেদ্যশেষে কুপ্যন্তি বলিনো ধর্ম্মচারিণু ॥ ৯ ॥

[ লো-টী। ] স্বা স্বাম্ ।

৭। লো-টী। সু শোভনম্ অতীব সুখং যত্র তৎ ।

৮। লো-টী। ভবতা যথা লোকা নির্জিতাঃ, লুপ্তোপমা ।

৯। লো-টী। ঈদৃশেষু ঈদৃগত্যঃ, ব্রহ্মচারিণ্যু তপস্বিণ্যু ।

অঙ্গরাগণে সেবিত হইয়া রথারোহণপূর্বক নির্লজ্জভাবে যাইতেছে এবং ভয়স্থান অবগত হইতেছে না—এই ব্যক্তি কে ? ॥ ৫ ॥

পর্বত-ঋষি রাবণের এই কথা শুনিয়া বলিলেন, বৎস, প্রকৃত বিবরণ বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৬ ॥

ইনি [ তপোবলে ] সমস্তলোক নির্জিত এবং ব্রহ্মাকেও সন্তুষ্ট করিয়াছেন, অতএব মোক্ষাভিলাষে অতীব সুখাম্পদ উত্তম স্থানে যাইতেছেন ॥ ৭ ॥

হে রাক্ষসাধিপ, আপনি যেমন তপস্বীদ্বারা [ সমস্তলোক ] জয় করিয়াছেন, এই পুণ্যাত্মা ব্যক্তিও সেইরূপ ; ইনি সোমরস পান করিয়া যাইতেছেন, সন্দেহ নাই ॥ ৮ ॥

হে রাক্ষসশার্দ্দূল, আপনি বীর এবং সত্যপরাক্রম ; বলবান্ ব্যক্তিগণ

অথাপশ্চাদ্রথবরং মহাকাংক্ষং মহোজসম্ ।

জাজ্বল্যমানং বপুষা গীতবাদিত্রনিঃস্বনৈঃ ॥ ১০ ॥

কোহয়ং গচ্ছতি দেবর্ষে শোভমানো মহাদ্ব্যতিঃ ।

কিন্নরৈশ্চ প্রগায়ন্তিন্ ত্যক্তিশ্চ মনোরমম্ ॥ ১১ ॥

অস্হা চেদমুবাচাথ পর্বতো মুনিসত্তমঃ ।

এষ শূরো রণে যোদ্ধা সংগ্রামেষ নিবর্তকঃ ॥ ১২ ॥

যুধ্যমানস্তথৈবৈষ প্রহারৈর্জর্জরীকৃতঃ ।

কৃতী শূরো রণে জেতা স্বাগ্যার্থং ত্যক্তজীবিতঃ ॥ ১৩ ॥

সংগ্রামে নিহতোহমিত্রৈর্হস্হা চ সমরে বহুন্ ।

ইন্দ্রস্ত্যতিথিরৈবৈষ অথবা যত্র গচ্ছতি ।

নৃত্যগীতপরৈর্লোকৈঃ সেব্যতে নরসত্তমঃ ॥ ১৪ ॥

১০। লো-টী । বপুষা প্রশস্তাকৃত্য, গীতাদিভির্বিশিষ্টম্ ।

১১। লো-টী । কিন্নরৈশ্চ শোভমানঃ । 'কিন্নরৈঃ শোভমানোহসৌ স্বচ্ছন্নব্রজগামিতিঃ । গদ্যকৈশ্চ প্রগায়ন্তিন্ ত্যক্তিশ্চ মনোরমম্' । [ ইতি পাঠো বা । ]

এতাদৃশ ধার্মিক জনগণের প্রতি রুপ্ত হন না ॥ ৯ ॥

অনন্তর রাবণ গীত ও বাজ্যধ্বনিতে পরিপূর্ণ উজ্জলকাস্তি তেজঃসম্পন্ন একখানি বৃহৎ উত্তম রথ দেখিতে পাইল ॥ ১০ ॥

[ তখন রাবণ বলিল ] দেবর্ষে, মনোরম নৃত্যগীতপরায়ণ কিন্নরগণের সহিত মহাদ্ব্যতিবিশিষ্ট এই যে সুন্দর ব্যক্তিটী যাইতেছেন, ইনি কে ? ॥ ১১ ॥

পরে মুনিবর পর্বত ইহা শুনিয়া তাহাকে বলিলেন, ইনি একটী বীর যোদ্ধা, ইনি [ কখনও ] সংগ্রামে পরাজুথ হন নাই ॥ ১২ ॥

এই কার্যাকুশল রণজয়ী বীর [ শত্রুর ] প্রহারে জর্জরীভূত হইয়াও যুদ্ধ করিয়া প্রভুর জগু প্রাণবিসর্জন করিয়াছেন ॥ ১৩ ॥

ইনি যুদ্ধে বহু শত্রু বধ করিয়া শত্রুকর্তৃক নিহত হইয়া ইন্দ্রের অতিথি

পপ্রচ্ছ রাবণো ভূয়ঃ কোহয়ং যাত্যর্কসন্নিভঃ ।

রাবণস্ত বচঃ শ্রুত্বা পর্বতো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১৫ ॥

য এষ দৃশ্যতে রাজন্ বিমানে সর্বকাক্ষনে ।

অঙ্গরোগংসংযুক্তে পূর্ণেন্দুসদৃশাননঃ ॥ ১৬ ॥

সুবর্ণদো মহারাজ বিচিত্রাভরণাম্বরঃ ।

এষ গচ্ছতি শীঘ্রেণ যানেন স্মহাদ্ভাতিঃ ॥ ১৭ ॥

পর্বতস্ত বচঃ শ্রুত্বা রাবণো বাক্যমব্রবীৎ ।

এতে যে বাস্তি রাজানো ক্রহি ত্বম্বিসত্তম ।

কো হেমাং যাচিতো দদ্যাদ যুদ্ধাতিথ্যং মমাচ্চ বৈ ॥ ১৮ ॥

তৎ সমাখ্যাহি ধর্মাজ্ঞা পিতা মে ত্বং হি ধর্মতঃ ।

এবমুক্তঃ প্রত্যুবাচ রাবণঃ পর্বতস্তদা ॥ ১৯ ॥

১৭ । লো-টী । শীঘ্রেণ শীঘ্রগণে ।

হইয়াছেন, অথবা এই নরশ্রেষ্ঠ যেখানেই যান সেইখানেই নৃত্যগীতপরায়ণ লোকসকল দ্বারা সেবিত হন ॥ ১৪ ॥

রাবণ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, সূর্য্যের স্থায় দীপ্তিবিশিষ্ট এই যে ব্যক্তি যাইতেছেন, ইনি কে ? পর্বতঋষি রাবণের প্রশ্ন শুনিয়া তাহাকে বলিলেন—॥ ১৫ ॥

রাজন্, অঙ্গরোরাজি-পরিশোভিত সর্ব্বাংশে সুবর্ণমণ্ডিত বিমানে ঐহাকে দেখিতে পাইতেছেন, ইনি সুবর্ণদাতা । মহারাজ, পূর্ণচন্দ্রতুল্য এই মহাতেজস্বী ব্যক্তি বিচিত্র ভূষণ এবং বস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া দ্রুতগামী যানে গমন করিতেছেন ॥ ১৬-১৭ ॥

পর্বতমুনির কথা শুনিয়া রাবণ বলিল, হে ঋষিশ্রেষ্ঠ, এই যে-সকল রাজা যাইতেছেন, ইহাদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি যাচিত হইয়া অল্প আমাকে যুদ্ধাতিথ্য প্রদান করিবেন, তাহা আপনি বলুন ॥ ১৮ ॥

হে ধর্মাজ্ঞ, ধর্ম্মানুসারে আপনি আমার পিতা, আপনি আমার



শর্ম্মার্থিনো মহারাজ নৈতে যুদ্ধার্থিনো নৃপাঃ ।

বক্ষ্যামি তে মহাভাগ যন্তে যুদ্ধং প্রদাস্থতি ॥ ২০ ॥

এষ রাজা মহাতেজাঃ সপ্তদ্বীপেশ্বরো মহান্ ।

মাক্ষাতা যোহভিবিখ্যাতঃ স তে যুদ্ধং প্রদাস্থতি ॥ ২১ ॥

পৰ্ব্বতস্থ বচঃ শ্রুত্বা রাবণো বাক্যমব্রবীৎ ।

কুত্রাসৌ দৃশ্যতে রাজা তন্মমাচক্ষুঃসূত্রত ॥ ২২ ॥

সোহহং যাস্থামি তত্রৈব যত্রাসৌ নরপুংসবঃ ।

রাবণস্থ বচঃ শ্রুত্বা মুনিৰ্বচনমব্রবীৎ ॥ ২৩ ॥

যুবনাশ্বসূতো রাজা মাক্ষাতা রাজসন্তমঃ ।

সপ্তদ্বীপসমুদ্রাস্তাং জিত্বেহাভ্যাগমিস্থতি ॥ ২৪ ॥

২২ । লো-টা । অসৌ রাজা মম যুদ্ধমাতা ইত্যর্থঃ ।

নিকট তাহা বলুন । তখন পৰ্ব্বতমুনি এই কথা শুনিয়া রাবণকে বলিলেন— : ২০ ॥

মহারাজ, এই সকল নরপতি সুখাভিলাষী, ইহার যুদ্ধাভিলাষী নহেন ।  
হে মহাভাগ, যিনি আপনাকে যুদ্ধ প্রদান করিবেন, আপনার নিকট তাঁহার কথা  
বলিতেছি ॥ ২০ ॥

সপ্তদ্বীপ মধ্যে প্রধান বীর অতিশয় তেজস্বী মাক্ষাতা নামে বিখ্যাত যে  
রাজা আছেন, তিনিই আপনার সহিত যুদ্ধ করিবেন ॥ ২১ ॥

পৰ্ব্বতমুনির কথা শুনিয়া রাবণ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সূত্রত, ঐ রাজার  
দর্শন কোথায় পাওয়া যায়—আপনি আমার নিকট তাহা বলুন ॥ ২২ ॥

সেই নরপুংসব যেখানে থাকেন, আমি সেইখানে যাইব । পৰ্ব্বতমুনি রাবণের  
কথা শুনিয়া বলিলেন— ২৩ ॥

যুবনাশ্বপুত্র রাজশ্রেষ্ঠ রাজা মাক্ষাতা সমাগরা সপ্তদ্বীপা মেদিনী জয়  
করিয়া এইস্থানেই আসিবেন ॥ ২৪ ॥

অথাপশ্চান্মহাবাহুত্ৰৈলোকে বন্দপিতঃ ।

অযোধ্যায়াঃ পতিং বীরং মাক্ষাতারং নরোত্তমম্ ॥ ২৫ ॥

সপ্তদ্বীপাধিপং যাস্তং স্তন্দনে বিরাজতা ।

হেমদণ্ডেন চিত্রেণ শ্বেতচ্ছত্রেণ রাজিতম্ ॥ ২৬ ॥

জাজ্বল্যমানং রূপেণ দিব্যগন্ধানুলেপনম্ ।

তমুবাচ দশগ্রীবো যুদ্ধং মে দীয়তামিতি ॥ ২৭ ॥

এবমুক্তো দশগ্রীবঃ প্রহস্তুদমুবাচ হ ।

যদি তে জীবিতং নেক্ষং ততো যুধ্যস্ব রাক্ষস ॥ ২৮ ॥

মাক্ষাতুর্বচনং শ্রুত্বা রাবণো বাক্যমব্রবীৎ ।

বরুণস্য কুবেরস্য যমস্তাপি ন বিব্যাথে ।

কিং পুনশ্চানুঘাত্তো রাবণো ভয়মাবিশেৎ ॥ ২৯ ॥

২৬। লো-টী। বিরাজতা বিরাজমানেন। মংস্ত্রাহেণ মহেন্সযোগেন, তাবতা জাজ্বল্যমানেন।

পরে ত্রিলোকপ্রসিদ্ধ গর্বিত মহাবাহু রাবণ সপ্তদ্বীপের অধিপতি, বিচিত্র সুবর্ণদণ্ড এবং শ্বেতচ্ছত্রে শোভিত, দিব্যগন্ধ এবং অনুলেপনে রঞ্জিত, সৌন্দর্য্য প্রভাবে দীপ্যমান, অযোধ্যাপতি নরোত্তম বীরবর মাক্ষাতাকে শোভমান বিমানারোহণে যাইতে দেখিল। তখন রাবণ তাঁহাকে বলিল, ‘আমার সহিত যুদ্ধ কর’ ॥ ২৫-২৭ ॥

মাক্ষাতা রাবণের কথা শ্রবণ করিয়া পরিহাসপূর্ব্বক কহিলেন, হে রাক্ষস, যদি তোমার বাঁচিবার ইচ্ছা না থাকে, তবে যুদ্ধে প্রযুক্ত হও ॥ ২৮ ॥

মাক্ষাতার কথা শুনিয়া রাবণ বলিল,—বরুণ, কুবের এবং যমের নিকটেও রাবণ কাতর হয় নাই; তুমি ত’ মাছুষ, তোমাকে ভয় করিবে? ॥ ২৯ ॥

এবমুক্তা<sup>১</sup> রাক্ষসেন্দ্রঃ ক্রোধাৎ সংপ্রজ্বলন্নিব ।

আজ্ঞাপয়ামাস তদা রাক্ষসান্ যুদ্ধদুর্মদান্ ॥ ৩০ ॥

অথ ক্রুদ্ধাস্ত সচিবা রাবণস্ত ছুরাঅনঃ ।

ববু<sup>২</sup>ষুঃ শরজালানি ক্রোধাদ যুদ্ধবিশারদাঃ ॥ ৩১ ॥

অথ রাজ্ঞা বলবতা কঙ্কপত্নৈঃ শিলাশিতৈঃ ।

ইষুভিস্তাড়িতাঃ সর্বৈ প্রহস্তশুকসারণাঃ ।

মহোদরবিরূপাক্ষা হৃকম্পনপুরোগমাঃ ॥ ৩২ ॥

অথ প্রহস্তস্ত নৃপং শরবর্ষৈরবাকিরং ।

অপ্রাপ্তানৈব তান্ সর্বান্ প্রচিচ্ছেদ নৃপোত্তমঃ ॥ ৩৩ ॥

ভুশুণ্ডাভিচ্চ ভল্লৈচ্চ ভিন্দিপালৈঃ সতোমরৈঃ ।

নররাজেন দহন্তে তৃণভারা ইবাগ্নিনা ॥ ৩৪ ॥

৩১ । লো-টী । ক্রুদ্ধাঃ সচিবা ইত্যেকং বাক্যম্, ততশ্চ ক্রুদ্ধাস্তে শরজালানি ববু<sup>২</sup>ষুভিত্য-  
পরম্ ।

রাক্ষসরাজ রাবণ এইরূপ বলিয়া তখন ক্রোধে যেন প্রজ্বলিত হইয়া রণদুর্মদ  
রাক্ষসদিগকে যুদ্ধ করিতে আজ্ঞা করিল ॥ ৩০ ॥

পরে ছুরাআ রাবণের রণবিশারদ ক্রুদ্ধ অমাত্যগণ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া  
বাণজাল বর্ষণ করিতে লাগিল ॥ ৩১ ॥

অনন্তর বলবান্ রাজা মাক্ষাতা শিলাশাণিত কঙ্কপত্রবিশিষ্ট বাণসমূহে প্রহস্ত,  
শুক, সারণ, মহোদর, বিরূপাক্ষ প্রভৃতি অকম্পনের অন্তর্গামী যোদ্ধৃন্দকে আহত  
করিলেন ॥ ৩২ ॥

পরে প্রহস্ত বাণসমূহ বর্ষণ করিয়া নরপতিকে আচ্ছন্ন করিতে লাগিল ।  
নরশ্রেষ্ঠ মাক্ষাতা সেই সকল বাণ আসিতে না আসিতেই তাহা কাটিয়া  
ফেলিলেন ॥ ৩৩ ॥

অগ্নি যেরূপ তৃণরাশি দগ্ধ করে, সেইরূপ নররাজ মাক্ষাতা ভুশুণ্ডী, ভল্ল,  
ভিন্দিপাল এবং তোমরসমূহদ্বারা তাহাদিগকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৪ ॥

ততো নৃপবরঃ ক্রুদ্ধঃ পঞ্চভিঃ প্রবিভেদ তম্ ।

তোমরৈঃ হুমহাবেগৈঃ পুনঃ ক্রৌঞ্চমিবাগ্নিজঃ ॥ ৩৫ ॥

ততো মুহুর্ভ্রামিস্থা মুদগরং যমসন্নিভম্ ।

প্রাহরৎ সোহতিবেগেন রাক্ষসস্ত রথং প্রতি ॥ ৩৬ ॥

স পপাত মহাবেগো মুদগরো বজ্রসন্নিভঃ ।

স তুর্গং রাবণস্তেন পাতিতঃ শত্রুকেতুৰ্বৎ ॥ ৩৭ ॥

ততো মর্ত্যপতিঃ প্রীত্যা হর্ষোদগতবলো বভৌ ।

সকলেন্দুকলাঃ স্পৃষ্টা যথাস্থ লবণাস্তমঃ ॥ ৩৮ ॥

৩৬। লো-টা। অগ্নিা অগ্নিপুত্রেন শুভেনেত্যর্থঃ। 'সেনানীঃ শ্রাদ্ধতুর্ভূবাহলেদ্যন্ত কার্ত্তিক' ইত্য রত্নমালা।

৩৮। লো-টা। হর্ষণ উচ্চতং বৃন্দং বলং যন্ত সঃ, অথ জলং সকলা সর্বা বা ইন্দুবলা।

পরে অগ্নিতনয় কার্ত্তিকেয় যেমন বাণদ্বারা ক্রৌঞ্চপর্বত বিদারণ করিয়া-  
ছিলেন, সেইরূপ নৃপবর মাক্কাতা ক্রুদ্ধ হইয়া অতিশয় বেগশালী পাঁচটা তোমরদ্বারা  
পুনরায় রাবণকে ক্ষতবিক্ষত করিলেন ॥ ৩৫ ॥

পরে তিনি যমতুল্য মুদগর বারম্বার ঘুরাইয়া বিষমবেগে রাক্ষসরাজের  
রথাভিমুখে নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৩৬ ॥

সেই বজ্রসদৃশ মুদগর মহাবেগে পতিত হইয়া অবিলম্বে ইন্দ্রধ্বজের শ্রায়  
রাবণকে পাতিত করিল ॥ ৩৭ ॥

তার পর লবণসমুদ্রের জল যেরূপ চন্দ্রের সকল কলা (পূর্ণচন্দ্রের কর) স্পর্শ  
করিয়া ক্ষীত হয়, সেইরূপ ভূপতি মাক্কাতা আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন এবং তাঁহার  
সৈন্যগণ হর্ষোদ্গু হইয়া উঠিল ॥ ৩৮ ॥

১। হ '-রৈশ মহা'। ২। হ 'পাতিতভেদ'। ৩। হ 'রাবণঃ'। ৪। হ 'তদা স নৃপতিঃ'।  
৫। হ '-কৃত'। ৬। হ '-কলা'।

ততো রক্ষোবলং সর্বং হাহাভূতং বিচেতনম্ ।

পরিবার্যাথ সংতপ্তৌ রাক্ষসেন্দ্রঃ সমন্ততঃ ॥ ৩৯ ॥

ততশ্চিরাৎ সমাশ্বস্ত রাবণো লোকরাবণঃ ।

মাক্ষাতুঃ পীড়য়ামাস দেহং লক্ষ্মেশ্বরো ভূশম্ ॥ ৪০ ॥

রথং সাশ্বযুগাক্ষং তং বভঞ্জ চ মহাবলঃ ।

বিরথঃ স রথাৎ প্রাপ্য শক্তিং ঘণ্টাট্টহাসিনীম্ ।

মাক্ষাতা প্রতিচিক্বেপ তাং বলাদ্রাবণং প্রতি ॥ ৪১ ॥

মরীচিমিব চার্কস্তু চিত্রভানোঃ শিখামিব ।

দীপ্যন্তৌ রুচিরাভাসাং মাক্ষাতুঃ করবিচ্যুতাম্ ॥ ৪২ ॥

তামাপতন্তৌ শূলেন পৌলস্ত্যো রজনীচরঃ ।

দদাহ শক্তিং রক্ষেন্দ্রঃ পতঙ্গমিব পাবকঃ ॥ ৪৩ ॥

৪১। লো-টী। ঘণ্টায়া ইব অট্টো হাসঃ শব্দো বর্ত্ততে যন্তান্তাম্ ।

৪২। লো-টী। রুচিরাভাসাং চার্ককাস্তিম্ ।

তখন সমস্ত রাক্ষসসেনা হাহাকার করিয়া সেই অচেতন রাক্ষসরাজের চতুর্দিক্ পরিবেষ্টন করিয়া রহিল ॥ ৩৯ ॥

পরে লোকরাবণ লঙ্কাধিপতি রাবণ বহুবিলম্বে আশ্বস্ত হইয়া মাক্ষাতার গাত্রে প্রহার করিল ॥ ৪০ ॥

মহাবীর রাবণ অশ্ব, যুগদণ্ড ও অক্ষের সহিত সেই [ মাক্ষাতার ] রথ ভগ্ন করিল, তখন সেই মাক্ষাতা রথবিহীন হইয়া রথ হইতে ঘণ্টার শব্দে অট্টপানিকারিণী শক্তি গ্রহণ করিয়া সেই শক্তি রাবণের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৪১ ॥

অগ্নি বেরূপ পতঙ্গকে দগ্ধ করে, সেইরূপ পুলস্ত্যনন্দন রাক্ষসরাজ রাবণ মাক্ষাতার করচ্যুত সূর্য্যাকিরণ ও অগ্নিশিখার শব্দে দীপ্যমান চার্ককাস্তি সেই আপতিত শক্তিকে শূলদ্বারা ভস্মীভূত করিল ॥ ৪২-৪৩ ॥

যমদন্তং তু নারাচং বিকৃষ্য স দশাননঃ ।

পাতয়ামাস বেগেন স চ তেন হতো ভৃশম্ ॥ ৪৪ ॥

মূচ্ছিতং তং নৃপং দৃষ্ট্বা প্রহৃষ্টাস্তে নিশাচরাঃ ।

চুক্রুশুঃ সিংহনাদাংশ্চ প্রক্ষেলন্তো মহাবলাঃ ॥ ৪৫ ॥

লব্ধসংজ্ঞো মুহূর্ত্তেন অযোধ্যায়াঃ পতিস্তদা ।

দৃষ্ট্বা তং মন্ত্রিভিঃ শত্রুং পূজ্যমানং মুদাস্মিতৈঃ ॥ ৪৬ ॥

জাতকোপো ছুরাধ্বশ্চন্দ্রার্কসদৃশদ্যুতিঃ ।

মহতা শরবর্ষণে পীড়য়দ্রাক্ষসং বলম্ ॥ ৪৭ ॥

মাক্ষাতুস্ত নিনাদেন রক্ষসশ্চ রবেণ চ ।

সংচচাল ততঃ সৈন্যমুদ্ধৃত ইব সাগরঃ ।

তদ যুদ্ধমভবদ্ যোরং নররাক্ষসসংকুলম্ ॥ ৪৮ ॥

৪৪ । লো-টী । স মাক্ষাতা ।

৪৫ । লো-টী । প্রক্ষেলন্তঃ ক্রীড়ন্তঃ ।

৪৭ । লো-টী । পীড়য়ন্ যুগ্মে ইতি শেষঃ । ‘পীড়য়দ্রাক্ষস’মিতি পাঠে অপীড়য়দিত্যর্থঃ

৪৮ । লো-টী । উদ্ধৃতঃ অতীব বর্জমানঃ ।

দশানন যমপ্রদন্ত নারাচ আকর্ষণ করিয়া বেগে নিক্ষেপ করিল, তাহা দ্বারা মাক্ষাতা অতিশয় আহত হইলেন ॥ ৪৪ ॥

মহাবলশালী রাক্ষসগণ সেই নরপতি মাক্ষাতাকে মূচ্ছিত দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে আফালন সহকারে সিংহনাদ করিতে লাগিল ॥ ৪৫ ॥

তখন সূর্য্য এবং চন্দ্রের ন্যায় কাস্তিমান্ ছুরাধ্ব অযোধ্যাধিপতি মাক্ষাতা মুহূর্ত্তকাল মধ্যে সংজ্ঞালাভ করত সেই শত্রুকে আনন্দিত মন্ত্রিগণকর্তৃক সেবিত হইতে দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া নিরন্তর বাণবর্ষণ দ্বারা রাক্ষসবাহিনীকে আহত করিতে লাগিলেন ॥ ৪৬-৪৭ ॥

পরে সেই সৈন্যসকল মাক্ষাতার নিনাদ এবং রাক্ষসের শব্দে উদ্ভুলিত

১। হ ‘দন্তঃ’। ২। হ ‘নিষ্ক’। ৩। হ ‘স তেনাস্মিতহতো’। ৪। হ ‘তু’। ৫। হ ‘স্তে’।

৬। হ ‘অযোধ্যাধিপতি’। ৭। হ ‘নিশাচরৈঃ’। ৮। হ ‘পাতয়ামাস’। ৯। ক ‘চ রবেণ’।

অথাবিষ্ঠৌ মহাত্মানৌ নররাক্ষসসন্তমৌ ।

কান্মু'কাসিধরৌ বীরৌ বীরাসনগতো তদা ॥ ৪৯ ॥

মাক্ষাতা রাবণকৈব রাবণশৈচব তং নৃপম্ ।

ক্রোধেন মহতাবিষ্ঠৌ শরবর্ষণ মুমোচতুঃ ॥ ৫০ ॥

তোঁ পরস্পরসংক্ৰোভাৎ প্রহারৈঃ ক্ষতবিক্ষতোঁ ।

কান্মু'কেহস্ত্রং সমাধায় রৌদ্রমস্ত্রমমুৰুতাম্ ॥ ৫১ ॥

আগ্নেয়েন তু মাক্ষাতা তদস্ত্রং পর্যাবারয়ৎ ।

গাক্ষর্বেণ দশগ্রীবো বারুণেন চ রাজরাট ॥ ৫২ ॥

৪৯। লো-টী। বীরাসনং যুদ্ধবেশমিত্যর্থঃ ।

৫০। লো-টী। মুমোচতুঃ মুমুচতুঃ ।

৫১। লো-টী। পরস্পরসংক্ৰোভাৎ ক্রোভাৎ রৌদ্রং ভয়ানকমস্ত্রবিশেষম্, ন তু পাশপতম্ ।

৫২। লো-টী। তদস্ত্রং মাক্ষাতা আগ্নেয়েন দশগ্রীবস্ত গাক্ষর্বেণ বারুণেন চ ষাভ্যাং পর্যাবারয়ৎ ।

সাগরের জায় সর্বতোভাবে বিচলিত হইল, মনুষ্য এবং রাক্ষসসঙ্কুল সেই ১৬ ভীষণ আকার ধারণ করিল ॥ ৪৮ ॥

পরে মহাত্মা বীর নরবর মাক্ষাতা এবং রাক্ষসবর দশানন বীরাসনে অবস্থিত হইয়া ধনুক এবং তরবারদ্বারা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৪৯ ॥

অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট রাবণ মাক্ষাতার প্রতি এবং অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট মাক্ষাতা রাবণের প্রতি শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৫০ ॥

তঁাহারা পরস্পর ক্রোধবশতঃ প্রহারে ক্ষতবিক্ষত হইয়া ধনুকে রৌদ্র অস্ত্র সন্ধান করিয়া নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৫১ ॥

মাক্ষাতা আগ্নেয়াস্ত্রদ্বারা সেই অস্ত্র নিবারণ করিলেন, দশানন গাক্ষর্বাস্ত্র এবং বারুণাস্ত্রদ্বারা [ সেই অস্ত্র নিবারণ করিল ] ॥ ৫২ ॥

গৃহীত্বা স তু ব্রহ্মাজ্ঞং সৰ্ব্বভূতভয়াবহম্ ।

চোদয়ামাস মাক্ষাতা দিব্যং পাশুপতং মহৎ ॥ ৫৩ ॥

তদজ্ঞং ঘোররূপং তু ত্রৈলোক্যভয়বৰ্দ্ধনম্ ।

দৃষ্ট্বা ত্রস্তানি ভূতানি স্বাবরাণি চরাণি চ ॥ ৫৪ ॥

বরদানাতু রুদ্রশ্চ তপসারাদিতং মহৎ ।

ততঃ সংকম্পতে সৰ্ব্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥ ৫৫ ॥

দেবান্‌চ কম্পিতাঃ সৰ্ব্বে লয়ং নাগান্‌চ সংগতাঃ ।

অথ তৌ মুনিশাৰ্দ্বলৌ ধ্যানযোগাদপশ্যতাম্ ॥ ৫৬ ॥

পুলস্ত্যো গালবশ্চৈব বারয়ামাসভুনপম্ ।

নোপালম্ভৈশ্চ বিবিধৈর্বাকৈ্যে রাক্ষসসত্তমম্ ॥ ৫৭ ॥

৫৩। লো-টী। স তু মাক্ষাতা পাশুপতং মহৎ গৃহীত্বা, কিংভূতং? ব্রহ্মাজ্ঞং ব্রহ্মাজ্ঞত্বস্যাম্ ।

৫৪। লো-টী। স্বাবরাণি চরাণি চ প্রাণিনঃ তদজ্ঞং দৃষ্ট্বা সৰ্ব্বঃ পশুপতিঃ, তং ভূতানি শরণতয়া প্রাপ্তানি ।

৫৫। লো-টী। কীদৃশমজ্ঞম্? রাজস্বতপসা রুদ্রশ্চ বরদানাং মহৎ যথা তথারাদিতং পুণ্ডিতম্ ।

৫৬। লো-টী। বিলং গৰ্ভম্ ।

৫৭। লো-টী। স পুলস্ত্যো গালবশ্চ নশং [ নৃপং ] বারয়ামাসতুঃ রাক্ষসসত্তমম্ অপালম্ভৈর্বাকৈঃ 'দেবাদীনামবধ্যত্বেহপি মাহুযাদ্ ভয়মন্তী'ত্যেবংকৃতৈঃ ।

পরে মাক্ষাতা সৰ্ব্বপ্রাণীর ভয়াবহ ব্রহ্মাজ্ঞত্বল্য দিব্য পাশুপত-মহাজ্ঞ গ্রহণ করিয়া নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৫৩ ॥

তপশ্চায় সন্তুষ্ট রুদ্রের বরে প্রাপ্ত ত্রিভুবনের ভয়বৰ্দ্ধন সেই ভীষণাকার মহাজ্ঞ দেখিয়া চরাচর প্রাণিগণ ত্রস্ত হইয়া উঠিল এবং সমস্ত চরাচরসমষ্টি ত্রিভুবন কাঁপিতে লাগিল ॥ ৫৪-৫৫ ॥

সমস্ত দেবতাগণ কম্পিত হইলেন এবং নাগগণ [ গৰ্ভমধ্যে ] বিলীন হইল । জনস্তর মুনিবর পুলস্ত্য এবং গালব ধ্যানযোগে [ ত্রিভুবনের আসের কারণ ]



ভৌ তু কৃতা পরাং শ্রীতিং নররাক্ষসয়োস্তদা ।

সংপ্রস্থিতৌ হুসংহর্ষৌ পথা যেনৈব চাগতৌ ॥ ৫৮ ॥

ইত্যর্ধে বায়্বীকীয়ে রামায়ণে আদিকাণ্ডে উত্তরকাণ্ডে মাক্ষাতৃযুদ্ধং নাম  
একোনিত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৯ ॥

৫৮। লো-ট। কৃতা কারয়িত্বা ।

মাক্ষাতৃরাবণযুদ্ধম্ ॥ ২৯ ॥

জানিতে পারিয়া বিবিধ ভৎসনাবাক্যদ্বারা রাবণকে এবং নরনাথ মাক্ষাতাকে  
নিবারণ করিলেন ॥ ৫৬-৫৭ ॥

তঁাহারা সেই সময়ে মানুষ এবং রাক্ষসের [রাবণ ও মাক্ষাতার] পরম  
সম্প্রীতি স্থাপন করিয়া যে-পথে আসিয়াছিলেন সেই পথেই হুঁচিভে প্রস্থান  
করিলেন ॥ ৫৮ ॥

মহর্ষি বায়্বীকিপ্রণীত আদিকাণ্ডে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে মাক্ষাতা ও রাবণের যুদ্ধনামক  
২৯শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৯ ॥

( ৩০ ) ত্রিংশঃ সর্গঃ

গতাভ্যামথ বিপ্রাভ্যাং রাবণো রাক্ষসাধিপঃ ।

দশযোজনসাহস্রং প্রথমং তু মরুৎপথম্ ।

যত্র তিষ্ঠন্তি নিত্যস্থা হংসাঃ সৰ্ব্বগুণাস্থিতাঃ । ১ ।

অত উৰ্দ্ধং তু গতা বৈ মরুৎপথমনুত্তমম্ ।

দশযোজনসাহস্রং তদেব পরিগণ্যতে ॥ ২ ॥

তত্র সন্নিহিতা মেঘাস্ত্রিবিধা নিত্যসংস্থিতাঃ ।

আগ্নেয়াঃ পক্ষিণো ব্রাহ্ম্যাস্ত্রিবিধাস্তত্র তে স্থিতাঃ ॥ ৩ ॥

১। লো-টী। গতাভ্যাং বিপ্রাভ্যামথ তয়োৰ্গতয়োৱনন্তং মরুৎপথং গম্বৈতি সধকঃ। ততশ্চ ক্রমেণ চক্ষমসো লোকং গতা স্থিতং দশগ্রীবাং চক্ষমাঃ প্রাদহদ্বিতি পঞ্চদশল্লোকেনাঘঃ। হংসাঃ পক্ষিণো নির্লোভা যোগিনো বা। ‘হংসঃ প্রাণাঅনোৰ্বিকো নির্লোভে বিহগে রবা’বিত ভূরি০। নিত্যং নিরন্তরং তত্র তিষ্ঠন্তীতি নিত্যস্থাঃ।

২। লো-টী। তদেব তদপি।

৩। লো-টী। সন্নিহিতাঃ বিধিনা স্থাপিতাঃ। ত্রৈবিধ্যমাহ—আগ্নেয়া ইত্যাদি। ত্রিবিধাঃ তামস-রাক্ষস-সান্বিকাঃ, আগ্নেয়াঃ প্রলয়েহুগ্নিবর্ষণঃ সংহারকাঃ, সৃষ্টিকালে চ পক্ষিণঃ সৃষ্টিং বিবর্দ্ধয়িতুং বলবন্তঃ সহায় বা। ‘পক্ষঃ সহায়ে মাসাঙ্কে পার্শ্বে সাধাবিরোধয়োঃ। বলে চেতি’ ভূরি০। পালনে চ ব্রহ্মণঃ ব্রহ্ম তপঃ তত্পকারকাঃ, মেঘজন্তুশতাদিনা বজ্রাদিতপসো নির্ঝাং৭।

বিপ্রদ্বয় চলিয়া গেলে, রাক্ষসাধিপতি রাবণ যেখানে সৰ্ব্বগুণযুক্ত হংসসকল সত্তত অবস্থান করে, সেই দশহাজার যোজনপরিমিত প্রথম বায়ুপথ অতিক্রম করিয়া উহার উর্দ্ধে সেই অত্যুত্তম দ্বিতীয় বায়ুপথে গমন করিল—যেখানে সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারাকুল ত্রিবিধ মেঘ সৰ্ব্বদা অবস্থিত; তাহারও পরিমাণ দশহাজার যোজন বলিয়া পরিগণিত হয় ॥ ১-৩ ॥

১। হ ‘-তা’ হি হংসাঃ’। ২। হ ‘-শঃ স্থিতাঃ’

অথ গহ্বা তৃতীয়ং তু বায়োঃ পস্থানমুক্তমম্ ।

নিত্যং যত্র স্থিতাঃ সিদ্ধাশ্চারণাশ্চ মনস্বিনঃ ॥ ৪ ॥

দশৈব তু সহস্রাণি যোজনানাং তথৈব চ ।

চতুর্থং বায়ুমার্গং তু শীঘ্রং গহ্বা ততঃ পরম্ ।

বসন্তি যত্র নিত্যস্থা ভূতাস্ত সৰ্বিনায়কাঃ ॥ ৫ ॥

অথ গহ্বা স বৈ শীঘ্রং পঞ্চমং বায়ুগোচরম্ ।

দশৈব তু সহস্রাণি যোজনানাং তথৈব চ ॥ ৬ ॥

গঙ্গা যত্র সরিচ্ছেষ্ঠা নাগা বৈ কুমুদাদয়ঃ ।

কুঞ্জরাস্তত্র তিষ্ঠন্তি যে তু মুঞ্চন্তি শীকরম্ ।

গঙ্গাতোয়েষু ক্রৌড়ন্তি পুণ্যং বর্ষন্তি সর্বশঃ ॥ ৭ ॥

৪। লো-টী। মনস্বিনো নির্মলমনসঃ।

৭। লো-টী। কুমুদাদয়ো নাগা গঙ্গাঃ যে চ কুঞ্জরাঃ শীকরং মুঞ্চন্তি তেষুপি। পুণ্যং শোভনং স্বাহ ইত্যর্থঃ। পুণ্ড্রমিতি পাঠে পুণ্ড্রং চিত্রং মনোহারীত্যর্থঃ। যথা, পুণ্ড্রম্ ইক্ষম্, ইক্ষুসতুল্যমিত্যর্থঃ। ‘পুণ্ড্রশিত্রেহতিমুক্তেক্ষেণাঃ লুপ্তাঃ স্থানীবৃন্দন্তরে’ ইতি ভূরিঃ।

পরে যেস্থানে মনস্বী সিদ্ধ এবং চারণগণ সর্বদা অবস্থান করেন, দশ-সহস্র যোজন পরিমিত সেই উত্তম তৃতীয় বায়ুপথে গমন করিল ॥ ৪ ॥

তার পর সেইরূপ দশ সহস্র যোজনপরিমিত চতুর্থ বায়ুপথে শীঘ্র গমন করিল, সেখানে ভূত এবং বিনায়কগণ সর্বদা বাস করে ॥ ৫ ॥

পরে অতি শীঘ্র পঞ্চম বায়ুমার্গে গমন করিল, তাহারও পরিমাণ দশ সহস্র যোজন ॥ ৬ ॥

সেখানে নদীশ্রেষ্ঠ গঙ্গা ও কুমুদ প্রভৃতি নাগসমূহ বর্তমান এবং সেখানে জলকণা-বর্ষণকারী হস্তিগণ অবস্থান করে, গঙ্গাজলে ক্রৌড়া করে ও চতুর্দিকে পুণ্য বর্ষণ করে ॥ ৭ ॥

ততো রবিকরভ্রষ্টং বায়ুনা পেলবীকৃতম্ ।

জলং পুণ্যং নিপততি হিমবর্ষং তু রাঘব ॥ ৮ ॥

ততো জগাম ষষ্ঠং তু বায়ুমার্গং মহাদ্রাতে ।

যোজনানাং সহস্রাণি দশৈব তু স রাক্ষসঃ ।

যত্রাস্তে গরুড়ো নিত্যং জ্ঞাতিবান্ধবসংকৃতঃ ॥ ৯ ॥

দশৈব তু সহস্রাণি যোজনানাং তথোপরি ।

সপ্তমং বায়ুমার্গং চ যত্র তে ঋষয়ঃ স্থিতাঃ ॥ ১০ ॥

অত উর্দ্ধং তু গন্তা বৈ সহস্রাণি দশৈব তু ।

অষ্টমং বায়ুমার্গং তু যত্র গঙ্গা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ১১ ॥

৮। লো-টী। রবিকরভ্রষ্টং ‘করিকরভ্রষ্টং’ বা পাঠঃ। জলং পেলবীকৃতং বিরগীকৃতম্। ‘পেলবং বিরলং তল্প’রিত্যমরঃ। পুণ্যেষ্ণু পুণ্যস্থানেষ্ণু ‘পুণ্ড্রে’ষিতি পাঠে আকাশপ্রদেশান্তেষু হিমবদ্ বর্ষং পতনং যন্ত তৎ।

৯। লো-টী। সংকৃতঃ পুঞ্জিতঃ।

১০। লো-টী। তে ঋষয়ঃ স্বর্গিণো নক্ষত্রভূতাঃ।

১১। লো-টী। প্রতিষ্ঠিতা পঞ্চমে মার্গে পতন্তীতি বিশেষঃ।

হে রাঘব, তথায় শিশিরপাতের আয় বায়ুদ্বারা পৃথক্কৃত সূর্য্যকরভ্রষ্ট পবিত্র জল পতিত হয় ॥ ৮ ॥

হে মহাদ্রাতে, পরে সেই রাক্ষস দশানন দশসহস্র যোজন-পরিমিত ষষ্ঠ বায়ুপথে গমন করিল, যেস্থানে গরুড় জ্ঞাতি এবং বান্ধবগণকর্তৃক সংকৃত হইয়া নিত্য বিরাজিত রহিয়াছেন ॥ ৯ ॥

পরে রাবণ উর্দ্ধদেশে দশ সহস্রযোজন পরিমিত সপ্তম বায়ুপথে গমন করিল, যে স্থানে সেই ( বিখ্যাত ) ঋষিসকল অধিষ্ঠিত আছেন ॥ ১০ ॥

রাবণ ইহার দশ সহস্রযোজন উর্দ্ধে অষ্টম বায়ুপথে গমন করিল, যে স্থানে গঙ্গা বিরাজিতা আছেন ॥ ১১ ॥

আকাশগঙ্গা বিখ্যাতা আদিত্যপথসংস্থিতা।

বায়ুনা ধার্যমাণা সা মহাবেগা মহাস্বনা ॥ ১২ ॥

অত উর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি চন্দ্রমা যত্র তিষ্ঠতি।

অশীতিং তু সহস্রাণি যোজনানাং প্রমাণতঃ।

চন্দ্রমাস্তিষ্ঠতে যত্র গ্রহনক্ষত্রসংযুতঃ ॥ ১৩ ॥

শতং শতসহস্রাণি রশ্ময়শ্চন্দ্রমণ্ডলাৎ।

প্রকাশয়ন্তি লোকাংস্তু সর্বসদ্বস্থাবহাঃ ॥ ১৪ ॥

ততো দৃষ্ট্বা দশগ্রীবং চন্দ্রমা নির্দহম্নিব।

স তু শীতাগ্নিনা শীত্ৰং প্রাদহদ্রাবণং তদা।

নাসহংস্তুশ্চ সচিবাঃ শীতাগ্নিভয়পীড়িতাঃ ॥ ১৫ ॥

১২। লো-টী। আদিত্যপথমাকাশম্, তত্র স্থিতা।

১৩। লো-টী। চন্দ্রমাঃ চন্দ্রমণ্ডলম্। অশীতিমিতি। পূৰ্ব্বং চোক্তা অশীতিঃ, তু-শব্দেন  
অস্হাত্তপি চত্বারিংশং সহস্রাণীতি বোধ্যম্, ততশ্চ দ্বিলক্ষযোজনে চন্দ্রমা ইতি। 'দ্বিগুণঃ সূৰ্য্যবিস্তার-  
বিস্তারঃ শশিনঃ সূতঃ' ইতি বিষ্ণুপুরাণম্। কল্পভেদবিবক্ষ্যা বা ষষ্টিসহস্রযোজনাবিকলক্ষযোজনে  
চন্দ্রমা ইতি। গ্রহনক্ষত্রসংযুত ইতি একচক্রাবস্থানাৎ।

১৪। লো-টী। শতং শতসহস্রাণি রশ্ময়ঃ অসংখ্যরশ্ম্যাভ্যকং চন্দ্রমণ্ডলমিত্যর্থঃ।

১৫। লো-টী। নির্দহম্নিব অগ্নিরিব প্রাদহৎ।

সেই মহাবেগবতী মহাকল্লোলকারিণী সুপ্রসিদ্ধা আকাশগঙ্গা বায়ুকর্ষক  
ধ্বত হইয়া সূর্য্যপথে ( শূন্যে ) অধিষ্ঠিতা আছেন ॥ ১২ ॥

ইহার আশী হাজার যোজন পরিমাণ উর্দ্ধে যেখানে চন্দ্রমণ্ডল অবস্থিত,  
তাহার বিষয় বর্ণন করিতেছি; সেখানে চন্দ্র গ্রহ-নক্ষত্রের সহিত সংযুক্ত হইয়া  
বিরাজ করিতেছেন ॥ ১৩ ॥

সর্বজীবের সুখাবহ লক্ষ লক্ষ রশ্মি চন্দ্রমণ্ডল হইতে নিঃসৃত হইয়া  
সমগ্র জগৎকে প্রকাশিত করিতেছে ॥ ১৪ ॥

পরে চন্দ্র দর্শাননকে দেখিয়া শীতরূপ অগ্নিধারা অগ্নির দ্বায় তাহাকে দর্শ

রাবণং জয়শব্দেন প্রহস্তোহথৈনমব্রবীৎ ।  
 রাজন্ শীতেন বধ্যামো নিবর্তাম ইতো বয়ম্ ॥ ১৬ ॥  
 চন্দ্ররশ্মিপ্রতাপেন রক্ষসাং ভয়মাবিশং ।  
 স্বভাব এষ রাজেন্দ্র শীতাংশুর্দহনাত্মকঃ ॥ ১৭ ॥  
 এতচ্ছ্রুত্বা প্রহস্তস্ত রাবণঃ ক্রোধমুচ্ছিতঃ ।  
 বিস্ফার্য ধনুরুদ্রম্য নারাইচৈস্তমপীড়য়ৎ ॥ ১৮ ॥  
 অথ ব্রহ্মা তদাগচ্ছৎ সৌমলোকং ত্বরাস্থিতঃ ।  
 দশগ্রীব মহাবাহো সাক্ষাদ্বিশ্রবসঃ সূত ॥ ১৯ ॥  
 গচ্ছ শীত্মনিতঃ সৌম্য মা চন্দ্রং পীড়য়স্ব বৈ ।  
 লোকস্ত হিতকামো বৈ দ্বিজরাজো মহাদ্রাতিঃ ॥ ২০ ॥

১৬। লো-টী। বধ্যামঃ বধ্যামহে, ইতো যুগ্মাৎ ।

১৮। লো-টী। উদ্রম্য গৃহীত্বা, বিস্ফার্য টঙ্কারয়িত্বা, প্রাপীড়য়ৎ প্রাপীড়য়দিত্যর্থঃ ।

করিতে লাগিলেন ; তখন তাহার মস্তিগণ শীতায়িত্র ভয়ে পীড়িত হইয়া অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল ॥ ১৭ ॥

অনন্তর প্রহস্ত জয়শব্দ উচ্চারণপূর্বক রাবণকে কহিল, রাজন্, আমরা শীতে মরিয়া যাইতেছি, অতএব এই স্থান হইতে নিবর্তিত হইব ॥ ১৬ ॥

হে রাজেন্দ্র, শীতাংশুক চন্দ্রের স্বভাবই দহনাত্মক । চন্দ্রের রশ্মির প্রতাপে রাক্ষসগণের ত্রাস উপস্থিত হইয়াছে ॥ ১৭ ॥

প্রহস্তের এই কথা শুনিয়া রাবণ ক্রোধে হতবুদ্ধি হইয়া ধনুক উত্তোলনপূর্বক বিস্ফারিত করিয়া নারচসমূহ দ্বারা চন্দ্রকে পীড়ন করিতে উত্তত হইল ॥ ১৮ ॥

সেই সময়ে ব্রহ্মা স্বরাস্থিত হইয়া চন্দ্রলোকে আসিয়া রাবণকে বলিলেন, হে বিশ্রবাস তনয় মহাবাহো সৌম্য দশগ্রীব, তুমি এইস্থান হইতে শীত্ৰ চলিয়া যাও ; চন্দ্রকে পীড়িত করিও না ; কারণ, এই মহাদ্রাতি চন্দ্র নিখিল জগতের হিতাকাঙ্ক্ষী ॥ ১৯-২০ ॥

মন্ত্রং চ সংপ্রদাত্বামি প্রাণাত্যয়গতির্যদা ।

যন্ত্ৰিমং সংস্মরেন্মন্ত্রং নাসৌ মৃত্যুমবাপ্নুয়াৎ ॥ ২১ ॥

এবমুক্তো দশগ্রীবঃ প্রাজ্জলির্দেবমব্রবীৎ ।

যদি তুষ্ণোহসি মে দেব লোকনাথ মহাব্রত ॥ ২২ ॥

যদি মন্ত্রশ্চ মে দেয়ো দায়তাং মম ধার্মিক ।

যং জপ্ত্বাহং মহাভাগ সর্বদেবেষু নির্ভয়ঃ ॥ ২৩ ॥

অস্মরেষু চ সর্বেষু দানবেষু পতত্রিষু ।

ত্বৎপ্রসাদাত্তু দেবেশ স্তামজেয়ো ন সংশয়ঃ ॥ ২৪ ॥

এবমুক্তো দশগ্রীবঃ ব্রহ্মা বচনমব্রবীৎ ।

প্রাণাত্যয়েষু জপ্তব্যো ন নিতাং রাক্ষসাধিপ ॥ ২৫ ॥

অক্ষসূত্রং গৃহীত্বা তু জপেন্মন্ত্রমিমং শুভম্ ।

জপ্ত্বা তু রাক্ষসপতে ত্বমজেয়ো ভবিষ্যসি ॥ ২৬ ॥

অধিকন্তু, তোমাকে এক মন্ত্র দিব; প্রাণনাশের অবস্থা উপস্থিত হইলে  
যে এই মন্ত্র স্মরণ করে, তাহার মৃত্যু হয় না ॥ ২১ ॥

ব্রহ্মা এইরূপ বলিলে দশানন যোড়হাতে তাঁহাকে বলিল, হে লোক-  
নাথ, হে মহাব্রত, মহাভাগ, ধার্মিক! যদি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন এবং  
যদি আমাকে মন্ত্রদান করা উচিত হয়, তবে সেই মন্ত্র আমাকে দিন, যে মন্ত্র জপ  
করিয়া আমি আপনার প্রসাদে দেবগণ, দানবগণ, অসুরগণ এবং পতত্রিগণের মধ্যে  
নির্ভয় এবং অপরায়ে হইতে পারি ॥ ২২-২৪ ॥

রাবণ এইরূপ বলিলে ব্রহ্মা তাহাকে বলিলেন, হে রাক্ষসাধিপ! প্রাণনাশ  
সময়েই মন্ত্র জপ করা কর্তব্য, নিত্য জপ করা উচিত নয় ॥ ২৫ ॥

হে রাক্ষসপতে, অক্ষসূত্র গ্রহণ করিয়াই এই মন্ত্রটি জপ করিতে হয়;  
তুমি এই মন্ত্র জপ করিয়া [ সকলের ] অজেয় হইতে পারিবে ॥ ২৬ ॥

অজপ্তা। রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ন তে সিদ্ধির্ভবিষ্যতি ।

শৃণু মন্ত্ৰং প্রবক্ষ্যামি যেন রাক্ষসপুঙ্গব ।

মন্ত্ৰস্ত কীৰ্ত্তনাদেব প্রাপ্যসে সমরে জয়ম্ ॥ ২৭ ॥

নমস্তে দেবদেবেশ সুরাসুরনমস্কৃত ।

ভূত ভব্য মহাদেব হরিপিঙ্গললোচন ॥ ২৮ ॥

বালস্তং বুদ্ধরূপী চ বৈয়াত্ৰবসনচ্ছদ ।

অৰ্চনীয়োহসি দেব ত্বং ত্রৈলোক্যপ্রভুরীশ্বরঃ ॥ ২৯ ॥

হরৌ হরিতনেমৌ চ যুগান্তকরণোহনলঃ ।

গণেশৌ লোকশাস্ত্ৰশ্চ লোকপালৌ মহাবলঃ ।

মহাভাগৌ মহাশূলৌ মহাদংষ্ট্রৌ মহেশ্বরঃ ॥ ৩০ ॥

২৭। লো-টী। যেন যন্ত, স্পৃশং স্পৃশ্।

২৮। লো-টী। হরিঃ কপিঃ, তন্ত্বেব পিঙ্গলানি লোচনানি যন্ত সঃ।

২৯। লো-টী। বৈয়াত্ৰং ব্যাঘ্রচর্ম, তদেব বসনং বস্ত্রং তেন চ্ছদ আবরণং যন্ত সঃ।

৩০। লো-টী। হরিতৌ হরিদ্বর্ণৌ নেমোহর্দ্ধভাগৌ যন্তান্তি সঃ। অর্দ্ধনারীশ্বরত্বাৎ।

যুগস্তান্তো নাশো যন্তাঃ সা কমলা বরদ্রৌ যন্ত সঃ। অনিলো বায়ুরূপঃ।

উত্তরকাণ্ডে ব্রহ্মপ্রোক্তমহাস্তবঃ ॥ ৩০ ॥

হে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ, মন্ত্ৰ জপ না করিয়া তোমার সিদ্ধিলাভ হইবে না। হে রাক্ষসপুঙ্গব, আমি মন্ত্ৰ বলিতেছি শ্রবণ কর, যে-মন্ত্ৰের কীৰ্ত্তন মাত্রেই যুদ্ধে তুমি জয়লাভ করিবে ॥ ২৭ ॥

✓ [মন্ত্ৰটী এই]—হে সুরাসুরনমস্কৃত দেবদেবেশ, ভূত ও ভবিষ্যৎস্বরূপ, বানরের ন্যায় পিঙ্গলনেত্র মহাদেব, তোমায় নমস্কার করি ॥ ২৮ ॥

✓ হে ব্যাঘ্রচর্ম-বসনধারিন, তুমি বালক এবং বৃদ্ধ, হে দেব, তুমি ত্রৈলোক্যের প্রভু এবং ঈশ্বর, অতএব তুমি অর্চনীয় ॥ ২৯ ॥

তুমি হর, তুমি হরিতনেমী (অর্থাৎ তোমার শরীরার্ক হরিদ্বর্ণ), তুমি যুগান্তকারী অনল, গণেশ, লোকশাস্ত্র, মহাবল, লোকপাল, মহাভাগ, মহাশূলী,



কালশ্চ কালরূপী চ নীলগ্রীবো মহোদরঃ ।

দেবাস্তকস্তপোহস্তশ্চ পশূনাং পতিরব্যয়ঃ ॥ ৩১ ॥

শূলপাণির<sup>১</sup>ষকেতুর্নেতা গোপ্তা হরো হরিঃ ।

জটী মোঞ্জী শিখণ্ডী চ মুকুটী চ মহাযশাঃ ॥ ৩২ ॥

ভূতেশ্বরো গণাধ্যক্ষঃ সর্বাত্মা সর্বভাবনঃ ।

সর্বগঃ সর্বকারী চ অষ্টা চ গুরুরব্যয়ঃ ॥ ৩৩ ॥

কমণ্ডলুধরো দেবঃ পিণাকী ত্রিশরী তথা ।

মাননীয়শ্চ ওঙ্কারো বরিত্তো জ্যেষ্ঠসামগঃ ॥ ৩৪ ॥

মৃত্যুশ্চ মৃত্যুভূতশ্চ পারিপাত্রশ্চ স্তত্রতঃ ।

ব্রহ্মচারী গুহাবাসী বীণাপণবতুণবান্ ॥ ৩৫ ॥

অমরো দর্শনীয়শ্চ বালসূর্য্যনিভস্তথা ।

শ্মশানচারী ভগবান্ উমাপতিরনিন্দিতঃ ॥ ৩৬ ॥

ভগশ্চাক্ষিনিপাতী চ পুষ্টো দশননাশনঃ ।

জ্বরহস্তা পাশহস্তঃ প্রলয়ঃ কাল এব চ ॥ ৩৭ ॥

উল্কাযুখোহগ্নিকেতুশ্চ মুনিসিদ্ধো বিশাম্পতিঃ ।

উস্মাদো বৈপনকরশ্চতুর্থো লোকসন্তমঃ ॥ ৩৮ ॥

মহাদংষ্ট্র, মহেশ্বর, কাল, কালরূপী, নীলগ্রীব, মহোদর, দেবাস্তক, তপোহস্তক (তপস্তার পারগামী), অব্যয়, পশুপতি, শূলপাণি, ষকেতু, নেতা, গোপ্তা, হর, হরি, জটী, মোঞ্জী, শিখণ্ডী, মহাযশাঃ, মুকুটী, ভূতেশ্বর, গণাধ্যক্ষ, সর্বাত্মা, সর্বভাবন, সর্বগ, সর্বহারী, অষ্টা, অব্যয়, গুরু, কমণ্ডলুধর, দেব, পিণাকী,

১। হ 'দণ্ডী'। ২। হ 'হারী চ'। ৩। হ 'ত্রিশরী'। ৪। হ 'বানী'। ৫। হ 'হস্তা'।

বামনো বামদেবশ্চ প্রাচ্যদক্ষিণবামনঃ ।

ভিক্ষুশ্চ ভিক্ষুরূপী চ ত্রিদণ্ডী জটিলঃ স্বয়ম্ ॥ ৩৯ ॥

শত্রুহন্তপ্রবিষ্টন্তী বসুনাং স্তম্ভনস্তথা ।

ঋতুঋতুকরঃ কালো মধুর্মধুকরো বরঃ ॥ ৪০ ॥

বানস্পত্যো বাজিসেনো নিত্যমাশ্রমপূজিতঃ ।

জগদ্ধাতা চ কর্ত্তা চ পুরুষঃ শাস্ততো ধ্রুবঃ ॥ ৪১ ॥

ধর্ম্মাধ্যক্ষো বিরূপাক্ষস্ত্রিধর্ম্মো ভূতভাবনঃ ।

ত্রিনেত্রো বহ্নিরূপশ্চ সূর্য্যায়ুতসমপ্রভঃ ॥ ৪২ ॥

দেবদেবোহৃতিদেবশ্চ চন্দ্রাঙ্কিতজটস্তথা ।

নর্ত্তকো লাসকশ্চৈব পূর্ণেন্দুসদৃশাননঃ ॥ ৪৩ ॥

ত্রৈলোক্যশ্চ বরৈশ্চ সর্ববীজময়স্তথা ।

সর্বভূতবিনোদো চ সর্বভূতবিমোক্ষণঃ ॥ ৪৪ ॥

মোহনো বন্ধনশ্চৈব সর্বদো নিধনোহব্যয়ঃ ।

পুষ্পদন্তো বিভাগশ্চ মুখ্যঃ সর্বহরস্তথা ॥ ৪৫ ॥

ত্রিশরী, মাননীয় ওঙ্কার, বরিষ্ঠ, জ্যেষ্ঠসামগ, মৃত্যু, মৃত্যুভূত, পারিপাত্র, সুত্রত, ব্রহ্মচারী, গুহাবাসী, বীণা পণব এবং তুণধারী, বালসূর্য্যসদৃশ দর্শনীয়, অমর, আশানচারী, ভগবান, উমাপতি, অনিন্দিত, ভগনয়নপাতী, পুষ্প, দশননাশন, অরহস্তা, পাশহস্ত, প্রলয়রূপ কাল, উদ্ধামুখ, অগ্নিকেতু, মূনি, সিদ্ধ, বিশাম্পতি, উদ্ভাদ, বেপনকর, চতুর্থ লোকসত্তম, বামন, বামদেব, প্রাচ্যদক্ষিণ-বামন, ভিক্ষু, ভিক্ষুরূপী, ত্রিদণ্ডী, জটিল, শত্রুহন্ত-প্রবিষ্টন্তী, বসুস্তম্ভন, ঋতু, ঋতুকরক, মধু, শ্রেষ্ঠ

১। হ 'প্রাক্-প্রদক্ষিণ'। ২। হ 'ত্রিগটী'। ৩। হ 'কলোচন'। ৪। হ 'বাজসেনো'। ৫। হ 'ধর্ম্মা'। ৬। হ 'বহু'। ৭। হ 'শরণা'। ৮। হ '-নিবাসী চ'। ৯। হ 'বন্ধ'। ১০। হ '-নোভয়'।

হরিশ্চন্দ্রধর্ম্মধারী ভীমো ভীমপরাক্রমঃ ।

ময়া প্রোক্তমিদং পুণ্যং নামাষ্টশতমুত্তমম্ ॥ ৪৬ ॥

সর্বপাপহরং পুণ্যং শরণ্যং শরণার্থিনাম্ ।

জপ্যমেতদশত্রীব কুর্য্যাচ্ছত্রবিনাশনম্ ॥ ৪৭ ॥

ইত্যার্ষে বাণ্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাণ্ডে উত্তরকাণ্ডে ব্রহ্মপ্রোক্তমহাস্তবো নাম  
ত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩০ ॥

মধুকর, বানস্পত্য, বাজিসেন, সর্বদা আশ্রমপূজিত, জগতের ধাতা, কর্তা, শাস্ত্রত পুরুষ, ধ্রুব, ধর্ম্মাধ্যক্ষ, বিরূপাক্ষ, ত্রিধর্ম্মা, ভূতভাবন, ত্রিনেত্র, অগ্নিমূর্ত্তি, অযুত-সূর্য্যসমপ্রভ, দেবদেব, অতিদেব, চন্দ্রাঙ্কিতজট, নর্ত্তক, লাসক, পূর্ণচন্দ্রানন, ব্রহ্মণ্য, বরেণ্য, সর্ববীজময়, সর্বভূতবিনোদী, সর্বভূতবিনোক্ষণ, মোহন, বন্ধন, সর্বদ ( সর্বার্থদাতা ), নিধন, অব্যয়, পুষ্পদন্ত, বিভাগ, মুখ্য, সর্বহর, হরিশ্চন্দ্র, ধর্ম্মধারী, ভীম, ভীমপরাক্রম, [ তোমাকে নমস্কার করি ; ]—আমার কথিত পবিত্র এই উত্তম অষ্টোত্তরশত নাম সর্বপাপের অপহারক, পুণ্যপ্রদ এবং শরণার্থীদিগের শরণ্য । হে দশত্রীব, ইহা জপ করিলে শত্রুবিনাশ হয় ॥ ৩০-৪৭ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকিপ্রণীত আদিকাণ্ডে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ব্রহ্মপ্রোক্ত মহাস্তব-নামক  
৩০শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩০ ॥

( ৩১ ) একত্রিংশঃ সর্গঃ

দত্ত্বা তু রাবণশ্চৈবং বরং স কমলোদ্ভবঃ ।  
 পুনরেবাগমৎ ক্ষিপ্রং ব্রহ্মলোকং সনাতনম্ ।  
 রাবণোহপি বরং লব্ধ্বা পুনরেবাগমৎ তথা ॥ ১ ॥  
 কেনচিত্ত্বথ কালেন রাবণো লোকরাবণঃ ।  
 পশ্চিমার্গবমাগচ্ছৎ সচিবৈঃ সহ রাক্ষসঃ ॥ ২ ॥  
 দ্বীপস্থো দৃশ্যতে তত্র পুরুষঃ পাবকপ্রভঃ ।  
 মহাজান্মনদপ্রখ্য এক এব ব্যবস্থিতঃ ॥ ৩ ॥  
 দৃশ্যতে ভীষণাকারো যুগান্তানলসম্মিতঃ ।  
 দেবানামিব দেবেশো গ্রহাণামিব ভাস্করঃ ॥ ৪ ॥

৪। লো-টা। ভীষণঃ আকারঃ শরীরং যন্ত সঃ। যুগান্তানলসম্মিতঃ প্রলয়কালীন-  
 বায়ুবলসমবলঃ।

সেই পদ্মযোনি ব্রহ্মা রাবণকে এইরূপ বর দিয়া শীঘ্রই পুনরায় সনাতন  
 ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। দর্শননও ব্রহ্মার নিকট বর পাইয়া পুনরায় পূর্ববৎ  
 গমন করিল ॥ ১ ॥

তার পর কিছুদিন পরে লোকরাবণ রাক্ষস রাবণ একদিন মন্ত্রিগণ সহ পশ্চিম-  
 সমুদ্রে আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ২ ॥

সেইস্থানে অগ্নির আয় প্রভাশালী এক পুরুষকে দ্বীপমধ্যে দেখা গেল।  
 দেবগণের মধ্যে ইন্দ্রের আয়, গ্রহদিগের মধ্যে সূর্য্যের আয়, পশুগণের মধ্যে  
 সিংহের আয়, হস্তিগণের মধ্যে ঐরাবতের আয়, পর্ব্বতগণের মধ্যে সূমেরুর ন্যায়,  
 বৃক্ষরাজির মধ্যে পারিজাতের আয় [ পুরুষগণ মধ্যে প্রধান ] উজ্জ্বল কাঞ্চনাভ

মৃগাণাস্ত যথা সিংহো হস্তিষৈরাবতো যথা ।  
 পর্বতানাং যথা মেরুঃ পারিজাতশ্চ শাখিনাম্ ॥ ৫ ॥  
 তথা তং পুরুষং দৃষ্ট্বা স্থিতং মধ্যে মহার্গবে ।  
 অত্রবীৎ তং দশগ্রীবো যুদ্ধং মে দীয়তামিতি ॥ ৬ ॥  
 অভবৎ তস্মৈ সা দৃষ্টিগ্রাহমালা ইব দ্রুতম্ ।  
 দন্তান্ সংদশতঃ শব্দো যন্ত্রশ্চেবাভিভিচ্ছতঃ ।  
 জগজ্জ্জ্বলন্তো চোচ্চৈর্বলবান্ সহামাত্যো দশাননঃ ॥ ৭ ॥  
 স গজ্জন্ বিবিধৈর্নাদৈর্লম্বহস্তং ভয়ানকম্ ।  
 দংষ্ট্রালাং বিকটকৈব কল্পগ্রীবং মহোরসম্ ॥ ৮ ॥

৫। লো-টী। শরভাণামৃগাণাম্। ‘শরভো মৃগরাটকীশভেদোষ্ট্রে বৃষভো বৃষে’ ইতি ভূরিঃ। ‘মৃগাণাঞ্চ’তি কচিং পাঠঃ।

৬। লো-টী। মধ্যে দ্বীপमध्ये।

৭। লো-টী। তস্মৈ দ্বীপস্থপুরুষস্মৈ গ্রহায় রাবণানুগ্রহায় মানোহৃতিমানো যন্তাঃ সা দৃষ্টবুদ্ধিঃ, গ্রহায় গ্রহণায় বা। ‘মালা’ ইতি পাঠে গ্রহমালা গ্রহপঙ্ক্তিঃ।

৮। লো-টী। স দশাননঃ। সোহঞ্জনাচলসঙ্গভো গজ্জন্ প্রাহরদিত পঞ্চমেনাশ্বয়ঃ। লম্বহস্তমাজানুলম্বিতবাহুং, বিকটং তুঙ্গম্।

প্রলয়াগ্নিসদৃশ ভীষণাকৃতি একমাত্র সেই পুরুষই সেই স্থানে অবস্থিত রহিয়াছেন [ দেখা গেল ] ॥ ৫-৭ ॥

মহাসমুদ্রের মধ্যে অবস্থিত সেই পুরুষকে দেখিয়া দশানন তাঁহাকে কহিল, আমার সহিত যুদ্ধ কর ॥ ৬ ॥

তখন সেই পুরুষের চক্ষুঃ দ্রুত গ্রহরাজির ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল এবং বিদীর্ঘ্যমাণ যন্ত্রের শব্দের ন্যায় দন্তদংশনের ধ্বনি উথিত হইল। [ তখন ] বলবান্ রাবণও মন্ত্রিগণের সহিত উচ্চৈঃস্বরে গজ্জন্ করিয়া উঠিল ॥ ৭ ॥

অঞ্জনাচলসদৃশ সেই দশানন নানারূপ শব্দে গজ্জন্ করিয়া আজানুলম্বিত-

মণ্ডু ককুক্ষিং সিংহাক্ষং কৈলাসশিখরোপমম্ ।

পদ্মপাদতলং ভীমং রক্ততালুকরান্মুজম্ ॥ ৯ ॥

মহানাদং মহাকাযং মনোহিনিলসমং জবে ।

ভীমমাবদ্ধতূণীরং সঘণ্টাবদ্ধচামরম্ ॥ ১০ ॥

জ্বালামালাপরিষ্কিপ্তং কিষ্কিণীকৃতনিষ্মনম্ ।

মালয়া স্বর্ণপদ্মানাং কণ্ঠদেশাবলম্বয়া ॥ ১১ ॥

ঋগ্বেদমিব শোভন্তং পদ্মমালাবিভূষিতম্ ।

সোহঞ্জনাচলসংকাশঃ কাঞ্চনাচলসন্নিভম্ ।

প্রাহরদ্রাক্ষসপতিঃ শূলশক্ত্যুষ্টিপট্টিশৈঃ ॥ ১২ ॥

দ্বীপিনা স সিংহ ইব শরভেণেব কুঞ্জরঃ ।

স্মেরুরিব নাগৈর্দৈর্ঘ্যদীবৈগৈরিবার্ণবঃ ॥ ১৩ ॥

৯। লো-টী। মণ্ডু ককুক্ষিং শোণোদরং 'মণ্ডু কঃ শোণভেকয়ো'রিত্তি ভূরি० ।

১১। লো-টী। বক্ষোদেশাবলম্বয়া বক্ষএব উদ্দেশো দেশস্তদবলম্বয়া, সন্ধিরার্থঃ ।

১২। লো-টী। ঋগ্বেদমতিশুদ্ধমিতি নারায়ণঃ । যথা, ঋচাং বেদানাং বেদঃ পাঠতোহর্থতশ্চ জ্ঞানং যন্ত সং, সর্ববেদজ্ঞ ইত্যর্থঃ । পদ্মমালায়া পদ্মীয়জপমালায়া বিভূষিতম্ ।

১৩। লো-টী। দ্বীপিনা ক্ষুদ্রব্যাগ্ৰেণ যথা সিংহঃ [ন] প্রজতে, শরভেণ উদ্ভেগে, নাগৈর্দৈর্ঘ্য-মতহস্তিভিঃ ।

বাহু, ভীষণ, বিকটাকার, বিকট দশন-বিশিষ্ট, কঙ্কতুল্য গ্রীবাযুক্ত, বিশালবক্ষাঃ, ভেকের স্তায় উদরবিশিষ্ট, সিংহনেত্র, কৈলাসপর্বতসদৃশ, পদ্মতুল্য পদতলবিশিষ্ট, ভীমাকৃতি, রক্তবর্ণ তালু এবং করকমলশালী, উৎকট নিনাদপরায়ণ, বিশালকায়, মন এবং বায়ুতুল্য দ্রুতগামী, আবদ্ধ-তূণীর, ঘণ্টাযুক্ত চামরশালী, জ্বালামালা-পরিবেষ্টিত, কিষ্কিণীর শব্দে শব্দায়মান, কণ্ঠদেশে বিলম্বিত স্বর্ণপদ্মের মালাদ্বারা বিভূষিত, জপ-মালাধারী, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের ন্যায় শোভমান, কাঞ্চন-গিরিসদৃশ সেই পুরুষকে শূল, শক্তি, ঋষ্টি এবং পট্টিশ অস্ত্রদ্বারা আঘাত করিল ॥ ৮-১২ ॥

সিংহ যেরূপ নেকড়ে বাঘদ্বারা, হস্তী যেরূপ উদ্ভেদদ্বারা, স্মেরুপর্বত যেরূপ

১। হ 'সিংহান্তং'। ২। হ 'মনোহনল-'। ৩। হ - তাল-'। ৪। ক 'বক্ষোদেশাবলম্বয়া'।

৫। ক 'ভঃ'।

অকম্পমানঃ পুরুষো রাক্ষসং বাক্যমব্রবীৎ ।

যুদ্ধশ্রদ্ধাং হি তে রক্ষো নাশয়িষ্যামি দুশ্মতে ॥ ১৪ ॥

রাবণস্তু চ যো বেগঃ সর্বলোকভয়ঙ্করঃ ।

তথা বেগসহস্রাণি সংশ্রিতানি তমেব হি ॥ ১৫ ॥

ধৰ্ম্মস্তস্তু তপশ্চৈব জগতঃ সিদ্ধিহেতুকৌ ।

উরু সংশ্রিত্য তস্মাতে মন্থথঃ শিশ্নুমাশ্রিতঃ ॥ ১৬ ॥

বিশ্বেদেবাঃ কটীভাগে মরুতো বস্তিনীৰ্বয়োঃ ।

মধ্যেহর্কৌ বসবস্তস্তু সমুদ্রো কুক্ষিসংস্থিতাঃ ॥ ১৭ ॥

পার্শ্বয়োশ্চ দিশঃ সর্বাঃ পর্বসন্ধিসু মাতরঃ ।

পিতরশ্চাশ্রিতাঃ পৃষ্ঠং হৃদয়ঞ্চ পিতামহঃ ॥ ১৮ ॥

১৫। লো-টী। তমেব হি তমেব পুরুষম্।

১৭। লো-টী। বস্তিনীভেরথঃ। 'বস্তিনীভেরথো দ্বয়ো'রিত্যমরঃ। মরুতঃ পঞ্চ প্রাণাঃ

মত হস্তীদ্বারা এবং সমুদ্র যেরূপ নদীবেগদ্বারা বিচলিত হয় না, সেইরূপ সেই পুরুষ [ রাবণের অজ্ঞাঘাতে ] কম্পিত না হইয়া সেই রাক্ষসকে বলিলেন—রে দুশ্মতি রাক্ষস ! আমি তোর যুদ্ধানুরাগ দূর করিব ॥ ১৩-১৪ ॥

ত্রিভুবনের ভয়জনক রাবণের যে বেগ ( বল ), তদপেক্ষাও সহস্রগুণ বেগ সেই পুরুষকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে ॥ ১৫ ॥

জগতের সিদ্ধিপ্রদ ধৰ্ম্ম এবং তপস্তা তাঁহার উরুদ্বয় আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে এবং কামদেব তাঁহার শিশ্নু আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন। বিশ্বদেবগণ তাঁহার কটীদেশে, বায়ুগণ বস্তি এবং নীৰ্বদেশে, অষ্ট বস্তু তাঁহার মধ্যভাগে, সমুদ্রগণ কুক্ষি-দেশে, দিক্ সকল পার্শ্বদেশে, মাতৃবৃন্দ পর্বসন্ধিসমূহে, পিতৃগণ পৃষ্ঠদেশে এবং পিতামহ হৃদয়ে আশ্রয়পূর্বক অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ১৬-১৮ ॥

১। হ 'হাজিত্য'। ২। হ '-মাছিতঃ'। ৩। হ 'মারুতো'। ৪। হ '-পার্শ্বয়োঃ'। ৫। হ '-তঃ'। ৬। হ 'পার্শ্বাদি'। ৭। ক 'মারুতঃ'। অন্তঃ পরং হ 'পৃষ্ঠঞ্চ ভগবান্ রক্ষো হৃদয়ঞ্চ পিতামহঃ ইত্যাদিকম্। ৮। ক 'বিতর'।

গোদানানি পবিত্রাণি ভূমিদানানি যানি চ ।

সুবর্ণধনদানানি হ্রল্লোমান্যমুগানি বৈ ॥ ১৯ ॥

হিমবান্ হেমকূটশ্চ মন্দরো মেরুরেব চ ।

নরং তং তু সমাশ্রিত্য চান্ধিত্বতা ব্যবস্থিতাঃ ॥ ২০ ॥

পার্শ্বক্ৰোহভবন্তশ্চ শরীরে দৌরবস্থিতা ।

ক্লুকাটিকায়াং সঙ্ক্যা চ জলবাহাশ্চ যে ঘনাঃ ।

বাহৌ ধাতা বিধাতা চ তথা বিদ্যাধরাদয়ঃ ॥ ২১ ॥

শেষশ্চ বাসুকীশ্চৈব বিশালাক্ষ ইরাবতঃ ।

কম্বলাশ্বতরৌ চোভৌ কর্কোটকধনঞ্জয়ৌ ॥ ২২ ॥

স চ ঘোরবিষো নাগস্তক্ষকঃ সোপতক্ষকঃ ।

করজানাশ্রিতাশ্চৈব বিষবীর্য্যং মুমুক্ষবঃ ॥ ২৩ ॥

১৯। লো-টী। যক্লং মাংসবিশেষঃ, লোমানি চ, তদমুগানি ।

২০। লো-টী। তং নরং পুরুষম্ ।

২১। লো-টী। ক্লুকাটিকায়াং ঘাটায়াম্ । ‘অবতুঘাটা ক্লুকাটিকে’ত্যমরঃ ।

২৩। লো-টী। উপতক্ষকেণ নাগবিশেষেণ সহ বর্তমানঃ ।

গোদান, ভূমিদান এবং সুবর্ণরূপ ধনদান প্রভৃতি গুণ্যকার্য্য-সকল তাঁহার বক্ষের লোম আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে ॥ ১৯ ॥

হিমবান্, হেমকূট, মন্দর এবং মেরুপর্ব্বত সেই পুরুষকে আশ্রয় করিয়া অস্থি-রূপে অবস্থিতি করিতেছে ॥ ২০ ॥

বজ্র তাঁহার হস্ত হইয়াছে এবং দ্ব্যলোক তাঁহার শরীরে, জলবাহী মেঘসমূহ ও সঙ্ক্যা গ্রীবাদেশে এবং ধাতা, বিধাতা, বিদ্যাধর প্রভৃতি বাহুদ্বয়ে অবস্থান করিতেছে ॥ ২১ ॥

শেষনাগ, বাসুকি, বিশালাক্ষ, ইরাবত, কম্বল, অশ্বতর, কর্কোটক, ধনঞ্জয়

১। হ ‘বর’। ২। হ ‘কক[খ]লোমান্যগানি’। ৩। হ ‘তু তং’। ৪। হ ‘স্তব’। ৫। হ ‘বাহু’। ৬। হ ‘-বিজ-’।



অগ্নিরাশ্রমভূতশ্চ স্কন্ধো রুদ্রৈরধিষ্ঠিতো ।

পক্ষমাসভবশ্চৈব দ্রংষ্ট্রয়োৰুভয়োঃ স্থিতাঃ ॥ ২৪ ॥

নাসে কুহুরমাবস্থা তচ্ছিদ্রেষু চ বায়বঃ ।

ঐব তস্তাভবদেবী বাণী চাপি সরস্বতী ॥ ২৫ ॥

নাসত্যো<sup>১</sup> শ্রবণে চোভো<sup>২</sup> নেত্রে চ শশিভাস্করো ।

বেদাঙ্গানি চ যজ্ঞাশ্চ তারারূপাণি যানি চ ॥ ২৬ ॥

সুব্রতানি চ বাক্যানি তেজাংসি চ তপাংসি চ ।

এতানি নররূপশ্চ তশ্চ দেহাশ্রিতানি বৈ ॥ ২৭ ॥

তেন বজ্রপ্রভাবে<sup>৩</sup> লম্বমানেন লীলয়া ।

পাণিনি পীড়িতং রক্ষো নিপপাত মহীতলে ॥ ২৮ ॥

এবং ভয়ানক বিষধর সর্প তক্ষক ও উপতক্ষক বিষবীৰ্য্য মুমুকু হইয়া তাঁহার অঙ্গুলি সকল আশ্রয়পূর্বক অবস্থিতি করিতেছে ॥ ২২-২৩ ॥

অগ্নি তাঁহার মুখমণ্ডলে বিরাজ করিতেছে, রুদ্রগণ স্কন্ধযুগল আশ্রয় করিয় ছেন এবং পক্ষ, মাস ও ঋতু সকল দশনশ্রেণীদ্বয়ে অবস্থান করিতেছে ॥ ২৪ ॥

কুহু এবং অমাবস্থা নাসিকারন্ধ্রদ্বয়ে, বায়ুনিবহ ছিদ্রসমূহে এবং বাগ্দেরবতা সরস্বতী তাঁহার ঐবরূপে শোভা পাইতেছেন ॥ ২৫ ॥

অশ্বিনীকুমারদ্বয় [ তাঁহার ] শ্রবণযুগল এবং চন্দ্র ও সূর্য্য [ তাঁহার ] নয়ন-যুগল আশ্রয় করিয়া বিরাজ করিতেছেন । বেদাঙ্গ সকল, যজ্ঞ সকল, তারকানিকর, সুব্রত বাক্যাবলী, তেজঃপুঞ্জ এবং তপস্তা—সেই নররূপধারীর দেহ আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে ॥ ২৬-২৭ ॥

সেই পুরুষ বজ্রতুল্য প্রভাবশালী লম্বমান বাহুদ্বারা অনায়াসে রাবণকে নিপীড়িত করিয়া ভূতলে নিপাতিত করিলেন ॥ ২৮ ॥

১। হ 'ন্য'। ২। হ 'নাসে কুহুরমাবস্থা'। ৩। ক 'শ্রবণে'। ৪। হ '-প্রভাবে'।  
৫। হ 'লম্বাপ্রবেণ'।

পতিতং রাক্ষসং দৃষ্ট্বা বিদ্রাব্য স নিশাচরান্ ।  
 ঋত্থেদপ্রতিমঃ সোহিথ পদ্মমালাবিভূষিতঃ ।  
 প্রবিবেশ চ পাতালং নিজং পর্বতসন্নিভঃ ॥ ২৯ ॥  
 উথায় চ দশগ্রীব আছুয় সচিবান্ স্বয়ম্ ।  
 ক গতঃ সহসা ক্রত প্রহস্তশুকসারণাঃ ॥ ৩০ ॥  
 এবমুক্তা রাবণেন রাক্ষসাস্তমথাক্রবন্ ।  
 প্রবিষ্টঃ স নরোহৈত্রৈব দেবদানবদর্পহা ॥ ৩১ ॥  
 অথ সংগৃহ্য বেগেন গরুত্মানিৰ পন্নগম্ ।  
 স তু শীত্রং বলিদ্বারং প্রবিবেশ স্তম্ভস্মৃতিঃ ॥ ৩২ ॥  
 সংপ্রবিষ্ট চ তদ্বারং রাবণো নির্ভয়স্ততঃ ।  
 অপশ্যৎ স নরাংস্তত্র নীলাঞ্জনচয়োপমান্ ॥ ৩৩ ॥  
 কেশ্বরধারিণঃ শূরান্ রক্তমাল্যানুলেপনান্ ।  
 বরহাটকরত্নাট্মৈর্কিৰ্বিধৈশ্চ বিভূষিতান্ ॥ ৩৪ ॥

বেদবিদ্ ব্রাহ্মণসদৃশ পদ্মমালা-বিভূষিত পর্বতপ্রমাণ সেই পুরুষ রাবণকে নিপতিত দেখিয়া রাক্ষসদিগকে বিধ্বস্ত করত স্বীয় পাতাল মধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥ ২৯ ॥

পরে রাবণ উঠিয়া সচিবগণকে স্বয়ং আহ্বানপূর্বক বলিল—হে প্রহস্ত, শুক এবং সারণ, সেই পুরুষ সহসা কোথায় গেল, বল ॥ ৩০ ॥

তখন রাক্ষসমন্ত্ৰিগণ রাবণের এইরূপ প্রশ্ন শুনিয়া তাহাকে বলিল—সেই দেবতা ও দানবের দর্পহারী নর এই স্থানেই প্রবেশ করিয়াছে ॥ ৩১ ॥

গরুড় যেমন সর্প লইয়া বেগে গমন করে, সেইরূপ সেই তুম্বাতি রাক্ষস রাবণ শীত্র বিবরদ্বারে প্রবেশ করিল ॥ ৩২ ॥

নির্ভীক রাবণ সেই বিবরের দ্বারদেশে প্রবেশ করিয়াই তথায় নীলাঞ্জনরাশি-

১। হ 'জ্ঞাব্য'। ২। হ 'দঃ প্র-'। ৩। হ 'ক্রত'। ৪। হ '-প্তে তদা-'। ৫। হ 'সংপ্রবিষ্ট চ দৃষ্ট'। ৬। হ 'প্রবিবেশ চ'। ৭। হ '-স্তম্ভা'। ৮। হ 'স প্রবিষ্ট তপশ্চ নৈ নীলা-'।

দৃশ্যন্তে তত্র নৃত্যন্ত্যস্তিস্রঃ কোট্যো মহাত্মনাম্ ।

নিত্যোৎসবা বীতভয়া বিমলাঃ পাবকপ্রভাঃ ॥ ৩৫ ॥

ক্রীড়তঃ পশ্যতে তাংস্তু রাবণো ভীমবিক্রমঃ ।

দ্বারস্থো রাবণস্তত্র তিস্রঃ কোটীর্বিনির্ভয়ঃ ।

যথা দৃষ্টঃ স তু নরস্তল্যাংস্তানপি সর্বশঃ ॥ ৩৬ ॥

একবর্ণানেকবেশানেকরূপান্ মহৌজসঃ ।

চতুর্ভূজান্ মহোৎসাহাংস্তত্রাপশ্যৎ স রাক্ষসঃ ॥ ৩৭ ॥

তান্ দৃষ্ট্বাথ দশগ্রীব উর্দ্ধরোমা বভূব হ ।

স্বয়ম্ভুবা দন্তবরস্ততঃ শীত্রং বিনির্ঘয়ো ।

অথাপশ্যৎ পরং তত্র পুরুষং শয়নে স্থিতম্ ॥ ৩৮ ॥

সদৃশ, কেয়ুরধারী, রক্তবর্ণ মাল্য এবং চন্দনাদিদ্বারা রঞ্জিত, বিমল সুবর্ণ এবং রত্নাদিদ্বারা বিভূষিত বীরপুরুষগণকে দেখিতে পাইল ॥ ৩৩-৩৪ ॥

সেখানে অগ্নিও ছায় প্রভাবিশিষ্ট বিমলছাতি ভয়শূন্য তিনকোটি মহাকায পুরুষ নিয়ত উৎসবাসক্ত হইয়া নৃত্য করিতেছেন, দেখা গেল ॥ ৩৫ ॥

তখন ভীম-পরাক্রম নির্ভীক রাবণ দ্বারদেশে থাকিয়া সেই নৃত্যপরায়ণ তিনকোটি পুরুষকে দেখিতে লাগিল ; সেই পুরুষ যেক্রপ দৃষ্ট হইয়াছিলেন, ইহারাও সর্ববতোভাবে তদনুরূপ ॥ ৩৬ ॥

রাক্ষস রাবণ সেইস্থানে মহোৎসাহ-সম্পন্ন অতীব তেজস্বী চতুর্ভূজ পুরুষ সকলের বর্ণ, বেশ এবং আকৃতি একই রকমের দেখিল ॥ ৩৭ ॥

পরে ব্রহ্মার নিকট বরপ্রাপ্ত রাক্ষস রাবণ সেই পুরুষদিগকে দেখিয়া রোমাঞ্চিত হইয়া তৎক্ষণাৎ সেইস্থান হইতে বহির্গত হইল, পরে সেইস্থানে শয্যা উপর শয়ান এক পুরুষকে দেখিতে পাইল ॥ ৩৮ ॥

পাণ্ডুরেণ মহার্হেণ শয়নাসনবেশ্যনা ।

শেতে স পুরুষস্তত্র পাবকেনাবগুচ্ছিতঃ ॥ ৩৯ ॥

দিব্যশ্রগনুলেপা চ দিব্যাভরণভূষিতা ।

দিব্যান্ধরধরা সাধ্বী ত্রৈলোক্যশ্চৈব ভূষণম্ ॥ ৪০ ॥

বালব্যঞ্জনহস্তা চ দেবী তত্র ব্যবস্থিতা ।

লক্ষ্মীরিব সপত্ন্যা বৈ ভ্রাজতে লোকমুন্দরী ॥ ৪১ ॥

প্রবিষ্টঃ স তু রক্ষেন্দ্রে দৃষ্ট্ৱা তাং চারুহাসিনীম্ ।

জিহ্বক্ষুঃ সহসা সাধ্বীং সিংহাসনসমাপ্তিতাম্ ॥ ৪২ ॥

বিনা তু সচিবৈস্তত্র রাবণে দুর্শ্মতিস্তদা ।

হস্তে গ্রহীতুমগ্নিচ্ছন্নম্মথেন বশীকৃতঃ ।

সুপ্তমাশীবিষং যদ্বদ্রাবণঃ কালচোদিতঃ ॥ ৪৩ ॥

সেই পুরুষ সেইস্থানে বহিঁদ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া মহামূল্য খেতবর্ণ গৃহমধ্যে মহামূল্য শুভ্র আসনযুক্ত শয্যায় শুইয়া আছেন ॥ ৩৯ ॥

ত্রিভুবনের ভূষণস্বরূপা উত্তম-বসন-পরিধানা এক লোকমুন্দরী সাধ্বী দেবী দিব্যমাল্য এবং আভরণে ভূষিতা এবং দিব্য অম্বুলেপনে অম্বুলিণ্ডা হইয়া হস্তে বালব্যঞ্জন (চামর) ধারণপূর্বক তথায় অবস্থান করিয়া পদ্মহস্তা লক্ষ্মীর আয় শোভা পাইতেছেন ॥ ৪০-৪১ ॥

পাতালপ্রবিষ্ট রাক্ষসরাজ রাবণ সেই সুচারুহাসিনীকে দেখিয়া সিংহাসনে উপবিষ্টা সেই সাধ্বীকে সহসা ধরিতে ইচ্ছা করিল ॥ ৪২ ॥

কোন ব্যক্তি যেমন কালপ্রেরিত হইয়া নিদ্রিত সর্পকে ধরিতে ইচ্ছা করে, সেইরূপ মত্তিবিহীন দুর্শ্মতি দশানন মদনের বশীভূত হইয়া তাঁহাকে হাতে ধরিতে ইচ্ছা করিল ॥ ৪৩ ॥

অথ স্পো মহাবাহুঃ পাবকেনাবশুষ্টিতঃ ।

গ্রহীতুকামং তং জাহ্না ব্যপবিক্রপটং তদা ।

জহাসোচ্চৈর্ভৃশং দেবস্তং দৃষ্ট্বা রাক্ষসাধিপম্ ॥ ৪৪ ॥

তেজসা সহসা দীপ্তো রাবণো লোকরাবণঃ ।

কৃতমূলো যথা শাখী নিপপাত মহীতলে ॥ ৪৫ ॥

পতিতং রাক্ষসং দৃষ্ট্বা বচনং চেদমব্রবীৎ ।

উত্তিষ্ঠ রাক্ষসশ্রেষ্ঠ মৃত্যুস্তে নাশ্য বিদ্রতে ॥ ৪৬ ॥

প্রজাপতিবরো রক্ষ্যন্তেন জীবসি রাক্ষস ।

গচ্ছ রাবণ বিশ্রদ্ধো নাধুনা মরণং তব । ৪৭ ॥

লক্ষসংজ্ঞো মুহূর্তেন রাবণো ভয়মাবিশৎ ।

এবমুক্তস্তদোথায় রাবণো দেবকণ্টকঃ ।

লোমহর্ষণমাপনো হব্রবীভং মহাদ্যুতিম্ ॥ ৪৮ ॥

পরে অনলাচ্ছাদিত নিদ্রিত সেই মহাবাহু পুরুষ বিগলিতবসন রাক্ষসাধিপতি রাবণকে [সেই দেবীকে] গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক অবগত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করত উচ্চহাস্য করিলেন ॥ ৪৪ ॥

লোকরাবণ রাবণ সহসা [সেই মহাপুরুষের] তেজে দগ্ধ হইয়া ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল ॥ ৪৫ ॥

তখন [সেই মহাপুরুষ] রাক্ষস রাবণকে পতিত দেখিয়া এই কথা বলিলেন, রাক্ষসশ্রেষ্ঠ! তুমি ওঠ, আজ তোমার মৃত্যু হইবে না ॥ ৪৬ ॥

হে রাক্ষস, প্রজাপতি ব্রহ্মার বর [-বাক্য] অবশ্যই রক্ষণীয়, সেইজন্যই তুমি বাঁচিয়া রহিলে। হে রাবণ, এক্ষণে তোমার মৃত্যু নাই, তুমি বিশ্বস্তভাবে প্রস্থান কর ॥ ৪৭ ॥

দেবকণ্টক রাবণ মুহূর্তকাল মধ্যে চৈতন্যলাভ করিয়া ভীত হইল এবং এই কথা শুনিয়া রোমাঞ্চিত দেহে উত্থিত হইয়া সেই মহাতেজোময় পুরুষকে বলিল— ॥ ৪৮ ॥

কো ভবান্ শৌর্য্যসম্পন্নো যুগান্তানলসম্মিতঃ ।

ক্রহি ত্বং কো ভবান্ দেব কুতো ভূত্বা ব্যবস্থিতঃ ॥ ৪৯ ॥

এবমুক্তঃ স তেনাথ রাবণেন দুরাত্মনা ।

প্রত্যুবাচ হসন্ দেবো মেঘগম্ভীরয়া গিরা ॥ ৫০ ॥

কিং তে ময়া দশগ্রীব বধ্যোহসি নচিরান্মম ।

এবমুক্তো দশগ্রীবঃ প্রাজ্জলির্বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৫১ ॥

প্রজাপতেস্তু বচনান্নাহং মৃত্যুপথং গতঃ ।

ন স জাতো জনিষ্যো বা মম তুলাঃ সুরেষপি ॥ ৫২ ॥

প্রজাপতিবরং যো হি লজ্জয়েদ্বীৰ্য্যমাপ্রিতঃ ।

ন তত্র পরিহারোহস্তি প্রযত্নশ্চাপি দুর্বলঃ ॥ ৫৩ ॥

ন তং পশ্যামি ত্রৈলোক্যে যো মে কুর্য্যাদ্বরং বৃথা ।

অমরোহহং সুরশ্রেষ্ঠ তেন মাং নাবিশদ্যম্ ॥ ৫৪ ॥

প্রলয়কালীন অগ্নির ছায় দীপ্তিসম্পন্ন এবং বলশালী আপনি কে ? হে দেব, আপনি বলুন, আপনি কে এবং কোথা হইতে উদ্ভূত হইয়া অবস্থান করিতেছেন ॥ ৪৯ ॥

পরে সেই দেব দুৰ্ম্মতি রাবণের প্রশ্ন শুনিয়া হাস্তপূর্বক মেঘের ছায় গম্ভীর স্বরে প্রত্যুত্তর করিলেন— ॥ ৫০ ॥

দশানন ! আমার পরিচয়ে তোমার কি হইবে ? তুমি অচিরেই আমার বধ্য হইবে । দশানন এই কথা শুনিয়া করযোড়ে কহিল— ॥ ৫১ ॥

প্রজাপতির বাক্যানুসারে আমি মৃত্যুপথের পথিক হই নাই ; কিন্তু যিনি বীৰ্য্য অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মার বর উল্লঙ্ঘন করিবেন, আমার সমকক্ষ [ পরাক্রান্ত ] সেই পুরুষ দেবতাদের মধ্যেও কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই এবং করিবেনও না । সেই বরের পরিহার নাই ( অর্থাৎ তাহা মিথ্যা হইবার নহে ), সে বিষয়ে প্রযত্নও ব্যর্থ হইবে ॥ ৫২-৫৩ ॥

হে দেবশ্রেষ্ঠ, যিনি আমার বর বিফল করিবেন সেরূপ লোক ত্রিভুবনে

অথাপি চ ভবেন্মৃত্যুং কৃত্ত্বান্মরাতঃ প্রভো ।

যশস্তং শ্লাঘনীয়ং চ ত্বন্ধস্তান্মরণং মম ॥ ৫৫ ॥

অথাস্ত গাত্রে সম্পশ্যদ্রাবণো ভীমবিক্রমঃ ।

তস্ত দেবস্ত সকলং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥ ৫৬ ॥

আদিত্যা মরুতঃ সাধ্যা বসবোহথাস্থিনাবপি ।

রুদ্রাশ্চ পিতরশ্চৈব যমো বৈশ্রবণস্তথা ॥ ৫৭ ॥

সমুদ্রা গিরয়ো নদ্যো বেদা বিদ্যাস্ত্রয়োহগ্নয়ঃ ।

ঐহাস্তারাগণা ব্যোম সিদ্ধগন্ধর্ব্বচারণাঃ ॥ ৫৮ ॥

মহর্ষয়ো বেদবিদো গরুড়োহথ ভুজঙ্গমাঃ ।

যে চাস্ত্রে দেবতা যক্ষাঃ সংস্থিতা দৈত্যরাক্ষসাঃ ।

গাত্রেষু শয়নস্থস্ত দৃশ্যন্তে সূক্ষ্মমূর্ত্তয়ঃ ॥ ৫৯ ॥

৫৬। লো-টী। সম্পশ্যৎ সম্পশ্যৎ ।

৫৯। লো-টী। যাশ্চান্যা দেবতাঃ, তা অপি তস্য গাত্রে সংস্থিতা দৃশ্যন্তে ।

দেখি না, আমি অমর, সেইজন্য আমার ভয় নাই ॥ ৫৪ ॥

হে প্রভো, তথাপি যদি আমাকে মরিতে হয়, তবে আপনার হস্ত  
ব্যতীত যেন অপর কাহারও হস্তে না হয়, আপনার হস্তে মরণও আমার যশস্ত  
এবং শ্লাঘনীয় ॥ ৫৫ ॥

অনন্তর ভীমবিক্রম রাবণ সেই দেবতার দেহে সচরাচর সমস্ত ত্রৈলোকা  
দেখিতে পাইল ॥ ৫৬ ॥

আদিত্যগণ, মরুদগণ, সাধ্যগণ, বসুগণ, অশ্বিনীকুমারযুগল, রুদ্রগণ,  
পিতৃগণ, যম, বৈশ্রবণ, সাগরসকল, পর্ব্বতসমুদয়, নদীনিবহ, সমস্ত বেদ, বিদ্যা,  
অগ্নিত্রয়, ঐহগণ, তারাগণ, সিদ্ধগণ, আকাশ, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব এবং চারণগণ, বেদজ্ঞ  
মহর্ষিগণ, গরুড়, সর্পগণ এবং অস্ত্রাস্ত্র দৈত্য, যক্ষ, রাক্ষস ও দেবতাগণ সূক্ষ্মমূর্ত্তি  
হইয়া সেই শয়ান পুরুষের শরীরে দৃষ্ট হইতেছেন ॥ ৫৭-৫৯ ॥

আহ রামোহ্থ ধৰ্ম্মাত্মা হৃগন্ত্যা মুনিসত্তমম্ ।

দ্বীপস্থঃ পুরুষঃ কোহসৌ তিস্রঃ কোটিস্তু কাশ্চ তাঃ ।

শয়ানঃ পুরুষঃ কোহসৌ দৈত্যদানবদর্পহা ॥ ৬০ ॥

রামস্ত বচনং শ্রুত্বা অগন্ত্যা বাক্যমব্রবীৎ ।

শ্রুত্বাত্মভিধান্তামি দেবদেবঃ সনাতনম্ ॥ ৬১ ॥

ভগবান্ কপিলো নাম দ্বীপস্থো নর উচ্যতে ।

যে তু নৃত্যস্তি বৈ তত্র স্থরাস্তে তস্ত ধীমতঃ ।

তুল্যতেজঃপ্রভাবাস্তে কপিলস্ত নরস্ত বৈ ॥ ৬২ ॥

নাসৌ ক্রুদ্ধেন দৃষ্টস্ত রাক্ষসঃ পাপনিশ্চয়ঃ ।

ন বভূব তদা তেন ভস্মসাদ্রাম রাবণঃ ॥ ৬৩ ॥

৬০। লো-টী। ‘অগন্ত্যা’ ‘অগন্ত্যাং’ ‘অগন্ত্য’ ইতি বা পাঠঃ।

৬২। লো-টী। শয়ানঃ পুরুষো নোক্তোহপি, তথাপি য এব শয়ানঃ স এব দ্বীপস্থ ইতি বোদ্ধব্যম্। তে তস্ত স্থরাস্তদীরমূর্তয়ঃ। তে চ তুল্যতেজঃপ্রভাবা ইত্যপরাং বাক্যম্।

৬৩। লো-টী। শব্দঃ ‘দৃষ্টো’ বা পাঠঃ। তেন কারণেন।

অনন্তর ধৰ্ম্মাত্মা রাম মুনিবর অগন্ত্যকে বলিলেন, দ্বীপস্থিত পুরুষ কে ? আর অপর যে তিনকোটি পুরুষের কথা বলিলেন তাহারাই বা কে ? দৈত্য এবং দানবের দর্পহারী শয়ান পুরুষই বা কে ? ॥ ৬০ ॥

তখন অগন্ত্যমুনি রামের কথা শুনিয়া বলিলেন, সেই দেবদেব সনাতনের বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৬১ ॥

সেই দ্বীপস্থিত পুরুষের নাম ভগবান্ কপিল, যে সকল দেবতারা তথায় নৃত্য করিতেছিলেন, তাঁহারা সকলেই সেই ধীমান্ নর কপিলেরই মূর্তি। তাঁহারা কপিলের শ্রায়ই তেজ ও প্রভাবাধিত ॥ ৬২ ॥

হে রাম, তিনি তৎকালে পাপবিষয়ে কৃতসঙ্কল্প সেই রাক্ষসকে কোপদৃষ্টিতে দেখেন নাই, সেই কারণে রাবণ ভস্মীভূত হয় নাই ॥ ৬৩ ॥



স্বিন্নগাত্রো নগপ্রথ্যো রাবণঃ পতিতো ভূবি ।

অথ দৌর্ধ্বেণ কালেন লব্ধসংজ্ঞঃ স রাক্ষসঃ ।

আজগাম মহৌজাশ্চ যত্র তে সচিবাঃ স্থিতাঃ ॥ ৬৪ ॥

ইত্যার্ষে বাণ্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে মহাপুরুষদর্শনং নাম

একত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩১ ॥

[ লো-টা ] । স্তম্ভিতেবাস্তু স্তম্ভিত ইবেতি সর্কজঃ । স্তম্ভিতেতি তৃক্স্তং পদম্ । রহস্তং  
রহস্তবিজ্ঞাদিকং যথা পিণ্ডনে জ্ঞানবঞ্চকে স্তম্ভিতং ভবতি, তথা ।

মহাপুরুষদর্শনম্ ॥ ৩১ ॥

পৰ্কতপ্রমাণ রাবণ ঘৰ্ম্মাক্তকলেবরে ভূতলে পতিত হইল । তার পর দীর্ঘকাল  
পরে সেই মহাতেজস্বী রাক্ষস সংজ্ঞালাভ করিয়া যেস্থানে অমাত্যবর্গ অবস্থিতি  
করিতেছিল তথায় আগমন করিল ॥ ৬৪ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে মহাপুরুষদর্শন-নামক

৩১শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩১ ॥

১। ছ 'ধিম্'-। ২। অতঃ পরং চ 'বাক্শরৈশ্চ' বিভেদান্তু রহস্তং পিণ্ডনো যথা'। ইত্যাদিকম্ ।

৩। ছ 'মহাতেজা' ।

( ৩২ ) দ্বাত্রিংশঃ সর্গঃ

নিবর্তমানঃ সংহৃষ্টো রাবণঃ স দুরাত্মবান্ ।

জহ্রে পথি নরেন্দ্রমিহৈদ্যগন্ধর্ব্বকন্যকাঃ ॥ ১ ॥

দর্শনীয়াং হি যাং কন্যাং রক্ষঃ স্ত্রীং বাথ পশ্যতি ।

হত্বা বন্ধুজনং তস্তা বিমানে তাং রুরোধ সঃ ॥ ২ ॥

এবং পন্নগকন্যাশ্চ রাক্ষসাসুরমানুষীঃ ।

যক্ষদানবকন্যাশ্চ বিমানে সৌহৃদ্যরোপয়ৎ ॥ ৩ ॥

তা হি সর্বাঃ সমঃ দুঃখান্মুচুর্নেত্রজং জলম্ ।

তুল্যমগ্ন্যর্চিষাং তত্র শোকাগ্নিভয়সম্ভবম্ ॥ ৪ ॥

তাভিঃ সর্বানবত্যাভিন্দীভিরিব সাগরঃ ।

আপূরিতং বিমানং তু শোকজৈরশ্রুৎবিন্দুভিঃ ॥ ৫ ॥

১। লো-টা। দুরাত্মা হৃষ্টস্তাবস্তদ্বান্।

৪। লো-টা। সমমেকদা অগ্ন্যর্চিষা অগ্নিশিখয়া।

৫। লো-টা। সর্বাণি অঙ্গানি অনন্তানি নির্দোষাণি বাসাং তাভিঃ।

নিতান্ত হৃষ্টচরিত্র রাবণ হৃষ্টচিত্তে নিবর্তিত হইয়া পথিমধ্যে রাজকন্যা, ঋষিকন্যা, দৈত্যকন্যা এবং গন্ধর্ব্বকন্যাদিগকে ধারণ করিতে লাগিল ॥ ১ ॥

সেই রাক্ষস কন্যা বা স্ত্রী ( কুমারী বা বিবাহিতা ) যাহাকে সুন্দরী দেখিল, তাহার আত্মীয়জনকে বধ করিয়া তাহাকে বিমানমধ্যে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিল ॥ ২ ॥

এইরূপে রাবণ রাক্ষসকন্যা, অসুরকন্যা, মনুষ্যকন্যা, নাগকন্যা, যক্ষকন্যা এবং দানবকন্যা-সকলকে রথে আরোহণ করাইতে লাগিল ॥ ৩ ॥

সেই কন্যাগণ সকলেই তথায় দুঃখবশতঃ যুগপৎ অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিল, সেই ভয় ও শোকানলস্তুত অশ্রু অগ্নিজ্বালার ন্যায় অতি উষ্ণ ছিল ॥ ৪ ॥

নদীর জলে যেরূপ সমুদ্র পূর্ণ হয়, সেইরূপ সেই সর্বাঙ্গসুন্দরী রমণীগণের

নাগগন্ধর্বকক্কাশ্চ মহর্ষিতনয়াশ্চ যাঃ ।

দৈত্যদানবকক্কাশ্চ বিমানে শতশোহরুদন ॥ ৬ ॥

দীর্ঘকেশ্যঃ সূচাৰ্বজ্যঃ পূর্ণচন্দ্রনিভাননাঃ ।

পীনস্তনতটা মধ্যে বজ্রবেদীসমপ্রভাঃ ॥ ৭ ॥

রথকুবরসংকটৈঃ শ্রোণীদৈশৈশ্মনোহরাঃ ।

স্ত্রিয়ঃ সুরাঙ্গনাপ্রখ্যাস্তপ্তকাঞ্চনসপ্রভাঃ ।

শোকদুঃখভয়ত্রস্তা বিহ্বলাশ্চ স্মমধ্যমাঃ ॥ ৮ ॥

তাসাং নিখাসবাতেন সর্বতঃ সংপ্রদীপিতম্ ।

অম্বরীষমিবাভাতি দীপ্তিমৎ পুষ্পকং তদা ॥ ৯ ॥

৭। লো-টী। পীনস্তনো তটো স্তনয়োরধোভাগো বাসাং তাঃ। মধ্যে দেহমধ্যে বজ্রং বেদিশ যুগ্মজুলিঃ (?) তয়োঃ সমা প্রভা বাসাং তাঃ।

৮। লো-টী। রথা অবয়বাঃ কুবরাস্চারবাঃ, চারুভিরবয়বৈঃ সংকশস্তে যে শ্রোণীভায়াঃ তৈর্বিশিষ্টাঃ। “রথঃ পুমানবয়বে স্তননে বেতসেহপি চ” ইতি ‘কুবরস্ত্রিযু চারৌ না কুজকেহস্ত্রী যুগন্ধরে’। ইতি চ কোষঃ। শোকো বজ্রজনত্যাগঃ। শব্দঃ খাসং তভ্যজুঃ। ‘বিহ্বলা’ ইতি পাঠে তত্রৈব পতিতাঃ।

৯। লো-টী। অম্বরীষং ভ্রাত্ত্বং বস্ত্র। ‘অম্বরীষং রণে ভ্রাত্ত্বৈ ক্লীবাং পুংসি নৃপান্তরে’ ইতি কোষঃ। দীপ্তিমদপি পুষ্পকম্ অম্বরীষমিব প্রদীপিতমন্তবদিত্তি শেষঃ।

শোকাশ্রুতে [ রাবণের ] পুষ্পকরথ পরিপূর্ণ হইল ॥ ৫ ॥

সেই বিমানমধ্যে শত শত নাগকক্কা, গন্ধর্বকক্কা, মহর্ষিকক্কা, দৈত্যকক্কা এবং দানবকক্কা ক্রন্দন করিতে লাগিল ॥ ৬ ॥

দীর্ঘকেশী, সূন্দরাজী, পূর্ণচন্দ্রমুখী, সূপীনস্তনতটশালিনী, মধ্যদেশে হীরক-যুক্ত বেদীর আয় দীপ্তিমতী, রথকুবরসদৃশ নিতম্বদেশদ্বারা মনোহারিনী, তপ্তকাঞ্চনের আয় প্রভাশালিনী, সুরসুন্দরীর আয় সেই স্মমধ্যমা কক্কাগণ শোক, দুঃখ এবং ভয়ে বিত্রস্ত হইয়া উঠিল ॥ ৭-৮ ॥

তখন তাহাদের নিখাসবায়ুদ্বারা সর্বতোভাবে উত্তাপিত হইয়া সেই তেজোময় পুষ্পকরথ অম্বরীষের (ভর্জুনপাত্রে, ভাজনা-খোলার) আয় প্রতিভাত হইতে লাগিল ॥ ৯ ॥

দশগ্রীববশং প্রাপ্তাস্তাস্ত শোকাকুলাঃ স্ত্রিয়ঃ ।

দীনবস্ত্রেষ্কণাঃ শ্রামা মৃগ্যঃ সিংহবশা ইব ॥ ১০ ॥

কাচিচ্চিস্তয়ত্তত্র কিমু মাং ভক্ষয়িষ্যতি ।

কাচিদ্র্যো হুহুঃখার্ভা অপি মাং মারয়েদয়ম্ ॥ ১১ ॥

ইতি মাতৃঃ পিতৃন্ স্মৃদ্ধা ভর্তৃন্ ভ্রাতৃংস্তথৈব চ ।

দুঃখশোকসমাবিধা বিলেপুঃ সহিতাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ১২ ॥

কথং নু খলু মে পুত্রো ভবিষ্যতি ময়া বিনা ।

কথং মাতা কথং ভ্রাতা নিমগ্নাঃ শোকসাগরে ॥ ১৩ ॥

হা কথং নু ভবিষ্যামি ভর্তৃ স্তস্মাদহং বিনা ।

মৃত্যো প্রসাদয়ামি ত্বাং নয় মাং দুঃখভাগিনীম্ ॥ ১৪ ॥

১০। লো-টী। ময়া বিনা মে পুত্রঃ কথং নু ভবিষ্যতি মরণাবস্থায় প্রাপ্যতি ।

১৪। লো-টী। প্রসাদয়ামি প্রার্থয়ামি ।

সেই দীনবদনা কাতরনয়না শ্রামা ললনাগণ রাবণের বশীভূতা হইয়া সিংহাক্রান্তা হরিণীর ছায় শোকাকুলা হইল ॥ ১০ ॥

তখন কোন দুঃখিতা রমণী ভাবিতে লাগিল, এই রাবণ কি আমাকে খাইয়া ফেলিবে? কেহ চিন্তা করিতে লাগিল, রাবণ কি আমাকে মারিয়া ফেলিবে? ॥ ১১ ॥

সেই রমণীগণ শোক এবং দুঃখে আকুল হইয়া মাতা, পিতা, পতি এবং ভ্রাতাদিগকে স্মরণ করত মিলিত হইয়া এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিল— ॥ ১২ ॥

হায়, আমার বিরহে আমার পুত্রের কি দশা হইবে এবং আমার মাতা এবং ভ্রাতাও আমাকে না দেখিয়া কিরূপ শোকসাগরে নিমগ্ন হইবেন? ॥ ১৩ ॥

হায়, আমি আমার সেই পতি বিনা কিরূপে জীবিত থাকিব? হে মৃত্যু, তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, এই দুঃখভাগিনী আমাকে লইয়া যাও ॥ ১৪ ॥

১। হ 'কামা'। ২। হ 'কাচিচ্চিস্তয়তী তত্র'। ৩। হ 'মাতৃপিতৃন্'। ৪। হ 'করিষ্যামি'।

কিন্ম তদুচ্ছৃতং কৰ্ম পূৰ্ণা দেহান্তরে কৃতম্ ।

যেন শ্মো দুঃখিতাঃ সৰ্ব্বাঃ পতিতাঃ শোকসাগরে ॥ ১৫ ॥

ন খল্বিদানীং পশ্যামো দুঃখস্তাস্তাস্তমাত্মনঃ ।

১ অহো ধিঙ্ মানুষং লোকং ন খল্বন্ত্যপরোহধমঃ ॥ ১৬ ॥

২ যদুৰ্ব্বলা বলবতা বান্ধবা রাবণেন নঃ ।

সূর্য্যোণোদয়তা কালে নক্ষত্রাণীব নাশিতাঃ ॥ ১৭ ॥

অহো স্তবলবদ্রক্ষো বধোপায়েষু রজ্যতে ।

অহো দুৰ্ব্বতমাত্মায় নাত্মানং বৈ জুগুপ্সতে ॥ ১৮ ॥

সৰ্ব্বথা সদৃশস্তাবদ্বিক্রমোহিস্ত দুরাত্মনঃ ।

ইদং ত্বসদৃশং কৰ্ম পরদারাভিমৰ্ষণম্ ॥ ১৯ ॥

১৭। লো-টী। নো বান্ধবাঃ।

১৯। লো-টী। স ব্রহ্মবরঃ সদৃশো যোগ্যঃ।

পূৰ্বে দেহান্তরে কি মন্দকাৰ্য্য করিয়াছি, যাহার ফলে আমরা সকলে শোকসাগরে পতিত হইয়া দুঃখভোগ করিতেছি ॥ ১৫ ॥

এখন নিজ নিজ দুঃখের অবসান দেখিতে পাইতেছি না; অহো, মনুষ্যলোকে ধিক্, ইহা হইতে আর অধম লোক নাই ॥ ১৬ ॥

কারণ, যথাসময়ে সূর্য্য উদিত হইয়া যেমন নক্ষত্রগণকে বিনাশ করেন, বলবান্ রাবণ আমাদের দুৰ্ব্বল বান্ধবগণকে সেইরূপ বধ করিয়াছে ॥ ১৭ ॥

অতিশয় বলবান্ রাক্ষস রাবণ বধসম্পাদক পাপকাৰ্য্যে লিপ্ত হইতেছে, দুৰ্ব্বন্তের আচরণ করিয়াও নিজেকে নিন্দিত মনে করিতেছে না ॥ ১৮ ॥

এই দুরাত্মার পরাক্রম সৰ্ব্বপ্রকারে [ ব্রহ্মার বরের ] অনুরূপ; কিন্তু এই পরজীৰ্ণ অতিশয় বিসদৃশ কাৰ্য্য ॥ ১৯ ॥

যস্মাদেয পরজীষু রমতে রাক্ষসাধমঃ ।

তস্মাদ্ধৈ জীকৃতেনৈব বধং প্রাপ্যতি দুর্শ্রুতিঃ ॥ ২০ ॥

শপ্তঃ জীভিঃ স তু সমং হতৌজা ইব নিম্প্রভঃ ।

পতিব্রতাভিঃ সাধ্বীভির্বভূব বিমনা ইব ॥ ২১ ॥

এবং বিলপিতং তাসাং শৃণ্বন্ রাক্ষসপুঙ্গবঃ ।

প্রবিবেশ পুরীং লঙ্কাং পূজ্যমানো নিশাচরৈঃ ॥ ২২ ॥

এতস্মিন্নস্তরে ঘোরা রাক্ষসী কামরূপিণী ।

সহসা পতিতা ভূমৌ ভগিনী রাবণস্ত সা ॥ ২৩ ॥

তাং স্বসারং সমুখাপ্য রাবণঃ পরিসাস্ত্রয়ন্ ।

অত্রবীৎ কিমিদং ভদ্রে বন্ধুকামাসি মাং দ্রুতম্ ॥ ২৪ ॥

২১। লো-টী। সমম একদৈব।

যেহেতু এই রাক্ষসাধম পরজীতে রমণ করিতেছে, সেই হেতু এই দুর্শ্রুতি রাক্ষস জীলোকের জন্তু নিধনপ্রাপ্ত হইবে ॥ ২০ ॥

রাবণ সূচরিত্রা পতিব্রতা রমণীগণ কর্তৃক এককালে অভিশপ্ত হইয়া নিস্তেজ-ব্যক্তির স্থায় নিম্প্রভ এবং যেন বিমনাঃ হইল ॥ ২১ ॥

রাক্ষস রাবণ তাহাদিগের এইরূপ বিলাপবাক্য শুনিতে শুনিতে রাক্ষসগণ-কর্তৃক সম্মানিত হইয়া লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করিল ॥ ২২ ॥

এই সময়ে রাবণের ভগিনী কামরূপিণী বিকটাকৃতি রাক্ষসী হঠাৎ ভূতলে পতিত হইল ॥ ২৩ ॥

রাবণ সেই ভগিনীকে উঠাইয়া সাস্থনাপূর্বক বলিল, ভদ্রে, এ কি ! তুমি তাড়াতাড়ি আমাকে কিছু বলিতে ইচ্ছা করিতেছ ? ॥ ২৪ ॥

১। অতঃ পরম্ হ 'সত্যতীর্করণারীভিরেবং বাক্যে হ্যদীরিতে। নেদুর্দৃশুস্তয়ঃ থম্বাঃ পুশ্ববৃষ্টিঃ পপাত চ'।  
ইত্যধিকম্। ২। হ 'দ্রুতম্'।

সা বাপ্পপরিরুদ্ধাক্ষী রক্তাক্ষী বাক্যমব্রবীৎ ।

কৃতাস্মি বিধবা রাজংস্তুয়া বলবতা বলাৎ ॥ ২৫

যে তে রাজংস্তুয়া বীর্য্যাদৈত্যা বিনিহতা রণে ।

কালকঞ্জা ইতিখ্যাতাঃ শতানি চ সহস্রশঃ ॥ ২৬ ॥

প্রাণেভ্যোহপি গরীয়ান্ মে তত্র ভর্তা মহাবলঃ ।

সোহপি ত্বয়া হতস্তাত রিপুণা ভ্রাতৃগন্ধিনা ॥ ২৭ ॥

তৎ ত্বয়াস্মি হতা রাজন্ স্বয়মেবেহ বন্ধুনা ।

রাজন্ বৈধব্যশব্দং চ ভোক্ষ্যামি ত্বৎকৃতে হৃদম্ ॥ ২৮ ॥

ননু নাম ত্বয়া রক্ষ্যো জামাতা সমরেষপি ।

স ত্বয়া নিহতো যুদ্ধে স্বয়মেব ন লজ্জসে ॥ ২৯ ॥

২৫। লো-টী। বাপ্পেণ অশ্রুণা পরিরুদ্ধে ব্যাপ্তে অক্ষিণী যন্তাঃ সা।

২৭। লো-টী। ভ্রাতৃগন্ধিনা ভ্রাতৃগন্ধিনাঃ সন্ধো বর্ততে যন্ত তেন, বস্তৃতন্ত রিপুণা।

২৮। লো-টী। স্বয়মেব স্বীয়েন। যদা, স্বয়ং স্বীয়াহম্। বক্ষ্যামি বহুধাতোঃ প্রয়োগঃ।

২৯। লো-টী। জামাতা পিতুরিতি শেষঃ।

সেই বাপ্পাবরুদ্ধনেত্রা আরক্তনয়না রাক্ষসী বলিল, রাজন্, বলশালী আপনি বলপূর্ব্বক আমাকে বিধবা করিয়াছেন ॥ ২৫ ॥

রাজন্, আপনি বীর্য্যবলে কালকঙ্কনামে বিখ্যাত যে শত সহস্র দৈত্যকে বধ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে মহাবলশালী আমার প্রাণাধিক স্বামী ছিলেন; ভ্রাতঃ! আপনি তাঁহাকেও বধ করিয়াছেন, সুতরাং আপনি কেবল সম্বন্ধমাত্রের ভ্রাতা, কার্য্যতঃ শত্রু ॥ ২৬-২৭ ॥

রাজন্, অতএব আপনি বন্ধু হইলেও আপনাদ্বারাই আমি হতা হইলাম এবং আপনার জন্তই আমি বৈধব্য-সংজ্ঞা ভোগ করিব ॥ ২৮ ॥

যুদ্ধে [ আপনার পিতার ] জামাতাকে রক্ষা করাই আপনার

এবমুক্তস্তয়া রক্ষো ভগিন্যা ক্রোশমানয়া ।  
 অত্রবীৎ সান্ত্বয়িত্বা তাং সামপূর্ব্বমিদং বচঃ ॥ ৩০ ॥  
 অলং বৎসে রুদিত্বা তে ন ভেতব্যঞ্চ সর্ব্বশঃ ।  
 দানমানপ্রসাদৈস্ত্বাং তোষয়িষ্যামি যত্নতঃ ॥ ৩১ ॥  
 যুদ্ধে প্রমত্তো ব্যাক্ষিপ্তো জয়াকাঙ্ক্ষী ক্ষিপন্ শরান্ ।  
 নাহমজ্ঞাসিষ্যং যুধ্যন্ স্বান্ পরান্ বাপি সংযুগে ॥ ৩২ ॥  
 জামাতরং ন জানে স্ম প্রহরন্ যুদ্ধহর্ষদঃ ।  
 তেনাসৌ নিহতঃ সংখ্যে ময়া ভর্তা তব স্বসঃ ॥ ৩৩ ॥  
 অগ্নিন্ কালে তু যৎ প্রাপ্তং তৎ করিষ্যামি তে হিতম্ ।  
 ভ্রাতুরৈশ্বর্য্যাসংস্থ্য খরস্ম বস পার্শ্বতঃ ॥ ৩৪ ॥

৩২। লো-টী। প্রমত্তো যুদ্ধোৎসাহবান্ ব্যাক্ষিপ্তঃ পরৈর্বিশেষেণ শরৈরাক্ষিপ্তঃ, যুদ্ধে কীদৃশে? সংযুগে সমকং [ সমাক? ] যুগং ঘোষণাগলং যত্র তে (?) তথা 'পরান্ বা যদি বা স্বকানি'তি বা পাঠঃ।

৩৪-৩৫। লো-টী। চতুর্দশানাং সহস্রাণাং রক্ষসামৈশ্বর্য্যাসংস্থ্য ভ্রাতুরথান্যম ভ্রাতুঃ কর্তব্য, [ তাহা না করিয়া ] আপনি নিজেই তাঁহাকে বধ করিয়াছেন, তথাপি লজ্জিত হইতেছেন না ॥ ২৯ ॥

রাবণ রোদনকারিণী সেই ভগিনীর এই কথা শুনিয়া তাহাকে সাস্থনাদান করিয়া মধুর বাক্যে বলিল— ॥ ৩০ ॥

বৎসে, বিলাপ করিও না, তুমি কাহাকেও ভয় করিও না, দান, মান এবং প্রসাদনদ্বারা যত্নপূর্ব্বক আমি তোমার সন্তোষ বিধান করিব ॥ ৩১ ॥

আমি যুদ্ধে জয়াভিলাষে প্রমত্ত এবং শত্রুর আঘাতে বিচলিত হইয়া শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে করিতে শত্রু-মিত্র বুঝিতে পারি নাই ॥ ৩২ ॥

ভগিনি, আমি রণমত্ত হইয়া যুদ্ধ করিতেছিলাম, জামাতাকে চিনিতে পারি নাই, সেইজন্য তোমার পতি যুদ্ধে আমার হস্তে নিহত হইয়াছেন ॥ ৩৩ ॥

বর্তমানে তোমার যে উপকার করা উচিত, তাহা আমি করিব; তুমি ঐশ্বর্য্যশালী ভ্রাতা খরের নিকট বাস কর ॥ ৩৪ ॥



চতুর্দশানাং ভ্রাতা তে সহস্রাণাং ভবিষ্যতি ।

প্রভুঃ প্রযাণে যানে চ রাক্ষসানাং মহৌজসাম্ ॥ ৩৫ ॥

তত্র মাতৃষসেয়ন্তে ভ্রাতায়াং বৈ খরঃ প্রভুঃ ।

ভবিষ্যতি তবাদেশং সদা কুর্বন্ নিশাচরঃ ॥ ৩৬ ॥

শীঘ্রং গচ্ছত্বয়ং শূরো দণ্ডকং পরিরক্ষিতুয়্ ।

দুষণোহস্ত বলাধ্যক্ষো ভবিষ্যতি মহাবলঃ ॥ ৩৭ ॥

স হি শপ্তো বনোদ্দেশঃ ক্রুদ্ধেনোশনসা পুরা ।

রাক্ষসানামধীবাসো ভবেতি স্তমহাত্মনাম্ ॥ ৩৮ ॥

তত্র তে বচনং শূরঃ করিষ্যতি সদা খরঃ ।

রক্ষসাং কামরূপাণাং প্রভুরেষ ভবিষ্যতি ॥ ৩৯ ॥

ধরন্ত ভ্রাতা দুষণস্তব পার্শ্বে ভবিষ্যতি স্থাস্ততি । তে তব স ভ্রাতা রাক্ষসানাং প্রযাণে যুদ্ধাদৌ  
প্রেরণে, দানে প্রসাদরূপদানে, প্রভুরীশ্বরঃ ।

৩৭ । লো-টী । অস্ত ধরন্ত বলাধ্যক্ষো বাহিনীপতিদূষণঃ ।

৩৮ । লো-টী । বনোদ্দেশো বনপ্রদেশঃ । অয়ং দণ্ডকঃ ।

তোমার সেই ভ্রাতা মহাবলশালী চতুর্দশ-সহস্র রাক্ষসের যুদ্ধযাত্রা এবং  
যানবাহন বিষয়ে প্রভু হইবে ॥ ৩৫ ॥

তোমার মাতৃষসেয় ভ্রাতা এই রাক্ষস ‘খর’ সর্বদা তোমার আদেশ প্রতিপালন  
পূর্বক তাহাদের উপর প্রভু করিতে থাকিবে ॥ ৩৬ ॥

এই বীর সত্ত্বর দণ্ডকারণ্য রক্ষা করিতে গমন করুক, মহাবলশালী দুষণ  
ইহার সৈন্যাধ্যক্ষ হইবে ॥ ৩৭ ॥

পুরাকালে উশনাঃ ক্রুদ্ধ হইয়া সেই অরণ্যপ্রদেশকে “বিশালকায় রাক্ষসদিগের  
বাসভূমি হও” এইরূপ শাপ দিয়াছিলেন ॥ ৩৮ ॥

এই বীর খর তথায় কামরূপী রাক্ষসদিগের প্রভু হইয়া সর্বদা তোমার বাক্য

এবমুক্ত্বা দশগ্রীবঃ সৈন্যমশ্রাদিদেশ হ ।

চতুর্দশ সহস্রাণি রক্ষসাং বীৰ্য্যালিনাম্ ॥ ৪০ ॥

স তৈঃ পরিত্যক্তঃ সর্বৈব রাক্ষসৈর্ভীমবিক্রমৈঃ ।

সমাগচ্ছৎ খরঃ শীঘ্রং দণ্ডকানকুতোভয়ঃ ॥ ৪১ ॥

স তত্র কারয়ামাস রাজ্যং নিহতকণ্টকম্ ।

সা চ শূর্ণগথা তত্র ন্যবসদগুকে বনে ॥ ৪২ ॥

ইত্যার্ষে বাম্বীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে জীপরিদেবিতং নাম  
দ্বাত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩২ ॥

৪০। লো-টী। বলশালিনাং বলং শালি শ্রেষ্ঠং যেবাং তে। 'শালী তু শ্রেষ্ঠঃ শ্রেয়ানি'তি  
রত্নমালা। 'বীৰ্য্যালিনা'মিতি বা পাঠঃ।

জীপরিদেবনম্। কচিচ্চ খরবাণম্ ॥ ৩২ ॥

প্রতিপালন করিবে ॥ ৩৯ ॥

রাবণ এইরূপ বলিয়া বীৰ্য্যবান্ চতুর্দশ সহস্র রাক্ষসকে খরের সৈন্য হইতে  
আদেশ করিল ॥ ৪০ ॥

খর সেই সকল অতিশয় পরাক্রমশালী রাক্ষসসেনায় পরিবেষ্টিত হইয়া  
অকুতোভয়ে অবিলম্বে দণ্ডকারণ্যে গমন করিল ॥ ৪১ ॥

সেই খর সেইস্থানে নিষ্কণ্টক রাজ্য স্থাপন করিল এবং শূর্ণগথাও সেই  
দণ্ডকারণ্যে বাস করিতে লাগিল ॥ ৪২ ॥

মহর্ষি বাম্বীকি প্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে জীপরিদেবন-নামক  
৩২শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩২ ॥

## ( ৩৩ ) ত্রয়স্বিংশঃ সর্গঃ

স তু দত্তা দশগ্রীবো বলং ঘোরং খরশ্চ তৎ ।

ভগিনীং চ সমাস্বাস্ত্র হৃদ্যঃ স্বস্বতরোহভবৎ ॥ ১ ॥

ততো নিকুস্তিলা নাম লঙ্কোপবনমুক্তম্ ।

তদ্রাক্ষসেন্দ্রো বলবান্ প্রবিবেশ সহানুগঃ ॥ ২ ॥

ততো যুপশতাকীর্ণঃ সৌম্যচৈত্যোপশোভিতঃ ।

দদৃশে বিষ্ঠিতো যজ্ঞঃ শ্রিয়া সংপ্রজ্বলন্নিব ॥ ৩ ॥

ততঃ কৃষ্ণাস্বরধরং কমণ্ডলুশিখিধ্বজম্ ।

দদর্শ স্বসুতং তত্র মেঘনাদং ভয়াবহম্ ॥ ৪ ॥

২। লো-টী। লঙ্কোপবনং কীদৃশম্? নিকুস্তিলা নাম।

৩। লো-টী। সৌম্যচৈত্যোপশোভিতঃ সৌম্য সৌম্যাগায় সৌম্যপানায় বা যশ্চৈত্যোহয়িঃ তেন তথা। 'সৌম্যচৈত্যোপশোভিত' ইতি পাঠে সৌম্যং যৎ চৈত্যায়াতনং তেন শোভিতঃ বিষ্ঠিতঃ বিশেষণ স্থিতঃ। শ্রিয়া অমুষ্ঠানশ্রিয়া।

৪। লো-টী। কমণ্ডলুশিখিধ্বজম্ কমণ্ডলুঃ শিখী শরচ্ ধ্বজো চিহ্নো যন্ত তম্। 'শিখী কেতুগৃহে বর্হিঃশরাগ্নিবিষকুণ্ডে' ইতি ভূরি।

রাবণ খরকে সেই ভীষণ বাহিনী প্রদান করিয়া ভগিনীকে আশ্বস্ত করত  
জট্টচিত্ত এবং [ বিশ্রাম পূর্বক ] অতিশয় সুস্থ হইল ॥ ১ ॥

তার পর সেই বলশালী রাক্ষসরাজ রাবণ অমুগামী জনগণ সমভিব্যাহারে  
নিকুস্তিলানামক লঙ্কার রমণীয় উপবনमध्ये প্রবেশ করিল ॥ ২ ॥

রাবণ দেখিল, অমুষ্ঠানশোভায় সমুজ্জ্বল সুন্দর আয়তনে সুশোভিত শতযুপ-  
সমাকীর্ণ যজ্ঞ অমুষ্ঠিত হইতেছে ॥ ৩ ॥

পরে রাবণ কৃষ্ণবস্ত্রপরিহিত শর এবং কমণ্ডলুধারী ভয়াবহ নিজপুত্র  
মেঘনাদকে তথায় দেখিতে পাইল ॥ ৪ ॥

তং সমাসাগ্র লক্ষণঃ পরিষজ্য চ বাহুভিঃ ।

অত্রবীৎ কিমিদং বৎস বর্ততে ক্রহি তত্ত্বতঃ ॥ ৫ ॥

উশনাস্ত্রবীৎ তূর্ণং গুরুষজ্জসমুদ্বয়ে ।

রাবণং রাক্ষসশ্রেষ্ঠং দ্বিজশ্রেষ্ঠো মহাতপাঃ ॥ ৬ ॥

প্রিয়ং ভবতু তে রাজন্ শ্রয়তাং বচনং মম ।

যজ্ঞান্তে সপ্ত পুত্রেণ প্রাপ্তাঃ স্বেহবিস্তরাঃ ॥ ৭ ॥

অগ্নিস্টোমোহম্বমেধশ্চ তথা বহুস্ববর্ণকঃ ।

রাজসূয়স্তথা যজ্ঞো গোসবো বৈষ্ণবস্তথা ॥ ৮ ॥

মাহেশ্বরে প্রবৃত্তে তু যজ্ঞে পুষ্টিঃ স্বেহলভে ।

বরাংস্তে লব্ধবান্ পুত্রঃ সাক্ষাৎ পশুপতেরিহ ॥ ৯ ॥

৬। লো-টী। যজ্জসমুদ্বয়ে যজ্জসমুদ্বিঃ শ্রাবয়িতুম্।

৭। লো-টী। প্রিয়ং স্বেহমিত্যাশীর্বাদঃ। বহুবিস্তরাঃ। বহুবোহস্ববিস্তরা যেষাং তে।

৮। লো-টী। বহুস্ববর্ণকো নাম কশ্চন যজ্ঞঃ।

লক্ষ্মণের দশানন নিকটে গিয়া তাহাকে বাহুসকল দ্বারা আলিঙ্গন করিয়া বলিল, বৎস, ইহা কি কার্যের অনুষ্ঠান হইতেছে, তাহা যথাযথরূপে বল ॥ ৫ ॥

তখন মহাতপাঃ দ্বিজশ্রেষ্ঠ [দৈত্যকুল-] গুরু শুক্রে যজ্ঞলব্ধ সমুদ্বির কথা শুনাইবার জন্য রাক্ষসশ্রেষ্ঠ রাবণকে ক্রমত বলিলেন— ॥ ৬ ॥

রাজন্, আপনার মঙ্গল হউক, আপনি আমার কথা শ্রবণ করুন, আপনার পুত্র বহু অনুষ্ঠানসাধ্য সুদীর্ঘ সপ্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছেন ॥ ৭ ॥

অগ্নিস্টোম, অম্বমেধ, বহুস্ববর্ণক, রাজসূয়, গোসব, বৈষ্ণব;—লোকদুর্লভ

১। হ 'বহুস্ববর্ণক'। ২। ক '-ল'। ৩। হ 'পুষ্টিঃ স্বেহলভঃ'। ৪। হ 'গোম্বমেধ'। ৫। হ 'বরাংস্তে'।

কামগং স্তন্দনং দিব্যমস্তরীক্ষচরং শুভম্ ।

মায়াং চ তামসাং নাম তমসঃ প্রভবো যতঃ ॥ ১০ ॥

এতয়া কিল সংগ্রামে মায়য়া রাক্ষসেশ্বর ।

<sup>১</sup> প্রযুক্তয়া গতিঃ শক্যা নহি বেত্তুং সুরাসুরৈঃ ॥ ১১ ॥

<sup>২</sup> অক্ষয়্যাবিশুধী বাণৈশ্চাপং চাপি সূচুর্জয়ম্ ।

অস্ত্রাণি হি সমগ্রাণি শত্রুবিধবৎসনানি চ ॥ ১২ ॥

এবং সর্বান্ বরান্ লব্ধ্বা পুত্রস্তেহয়ং দশানন ।

মহাযজ্ঞসমাপ্তৌ চ স্বপ্রতীক্ষঃ স্থিতো বিভো ॥ ১৩ ॥

ততোহত্রবীদ্যশ্রীষো ন শোভনমিদং কৃতম্ ।

পূজিতাঃ শত্রবো যস্মৈ হবৈরিন্দ্রপুরোগমাঃ ॥ ১৪ ॥

১০। লো-টী। যতো যন্তা মায়ায়াঃ।

১২। লো-টী। অস্ত্রাণি লব্ধ্বানিত্যনেন লব্ধকঃ।

১৩। লো-টী। স্বয়ি প্রতীক্ষা অপেক্ষা যন্ত সঃ।

মাহেশ্বর যজ্ঞ প্রবৃত্ত হইলে আপনার পুত্র মেঘনাদ এইস্থানে সাক্ষাৎ পশুপতির নিকট বিস্তর বর লাভ করিয়াছেন ॥ ৮-৯ ॥

হে রাক্ষসেশ্বর, আকাশচারী শুভাবহ কামগামী সুন্দর রথ এবং তামসী মায়া প্রাপ্ত হইয়াছেন, যাহা হইতে অন্ধকারের উৎপত্তি হয়। যুদ্ধে এই মায়া প্রয়োগ করিলে, দেবতা বা অসুরেরাও ইহার গতিবিধি জানিতে পারিবে না ॥ ১০-১১ ॥

প্রভো দশানন, আপনার এই পুত্র অল্প যজ্ঞসমাপ্তিকালে অক্ষয় তুণীরঘন, সূচুর্জয় ধনুক এবং শরসমূহ, শত্রুবিনাশক সমগ্র অস্ত্র, এই সকল বরলাভ করিয়া আপনার অপেক্ষায় অবস্থান করিতেছেন ॥ ১২-১৩ ॥

পরে রাবণ বলিল, ইন্দ্রপ্রভৃতি আমার শত্রুদিগকে হব্য প্রদানদ্বারা অর্চনা করিয়া ভাল কাজ করা হয় নাই ॥ ১৪ ॥

১। হ 'অযুক্ত' ন শক্যা বৈ গজির্জয়ং'। ২। হ 'ইন্দ্রকঃ' নাড়ি। ৩। হ 'চ'। ৪। হ 'দ্বানি'। ৫। হ 'দেবা'।

এহীদানীং কৃতং যন্তে ন কর্তব্যমজানতা ।

জহীহি সোম্য গচ্ছামঃ স্বমেব ভবনং প্রতি ॥ ১৫ ॥

ততো গত্বা দশগ্রীবঃ সপুত্রঃ সবিভীষণঃ ।

ত্রয়োহবতারয়ামাস সৰ্ব্বাস্তা বাম্পগদগদাঃ ॥ ১৬ ॥

দৈত্যোরগাণাং রত্নানি যান্তথো যক্ষরক্ষসাম্ ।

নানান্তরণযুক্তানি ভাসমানানি তেজসা ॥ ১৭ ॥

বিভীষণোহথ তা দৃষ্ট্বা নারীঃ শোকসমাকুলাঃ ।

তাসাং তু বচনং শ্রুত্বা ধৰ্ম্মাত্মা বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১৮ ॥

ঐদৃষ্টৈশ্চ সমাচারৈঃ কুলাত্মগুণনাশনৈঃ ।

ধৰ্ষণং প্রাপিতা রাজন্ সমং হি বিনিপাতনম্ ॥ ১৯ ॥

১৫। লো-টা। তে স্বা অজানতা যৎ কৃতং তদিদানীং জহীহি, পুনর্ন কর্তব্যম্। এহি আগচ্ছ।

১৬। লো-টা। শোকবিস্রগাঃ শোকাকুলাঃ।

১৭। লো-টা। রত্নানি অবতারয়ামাসেতি পূর্বক্রিয়য়াবয়ঃ।

১৯। লো-টা। কুলমর্থো গুণশ্চ তেষাং নাশনৈঃ। ধৰ্ষণং পরিভবং প্রাপিতা বয়ম্। সমং হি বিনিপাতনং পরিভবঃ, যথা পরস্ত ক্রিয়তে তথা আত্মনোহপি ভবতি। ‘বিনিপাতিতং’ বা পাঠঃ।

বৎস, তুমি না জানিয়া বাহা করিয়াছ, তাহা এক্ষণে পরিত্যাগ কর ; [পুনরায় আর করিও না ;] এস, এখন আমরা স্বগৃহে গমন করি ॥ ১৫ ॥

পরে দশানন বিভীষণ এবং পুত্র সমভিব্যাহারে গৃহে যাইয়া সেই বাম্পগদগদ ( অর্থাৎ শোকাবেগে বাম্পরুদ্ধকণ্ঠে অশ্রুটস্বরে রোরুণ্ডমান ) রমণীগণকে এবং যক্ষ, রাক্ষস, দৈত্য এবং উরগগণের নানাবিধ অলঙ্কার ও ভাস্বর রত্নসমূহ [ বিমান হইতে ] অবতারিত করিল ॥ ১৬-১৭ ॥

অনন্তর ধৰ্ম্মাত্মা বিভীষণ সেই শোকাচ্ছন্ন রমণীদিগকে দেখিয়া এবং তাহাদের কথা শুনিয়া বলিলেন— ॥ ১৮ ॥

রাজন্, বংশের এবং নিজের গুণনাশক আপনার এতাদৃশ ব্যবহার দ্বারা

১। ‘সোম্য’। ২। হ ‘ততঃ’ শোকবিস্রগাঃ’। ৩। হ ‘ততঃ তৎকর্ণ বিজ্ঞার’। ৪। হ অতঃ পরম্ ‘অনন্তর’ পাণ্ডিত্য কর্তব্যঃ কলমাগতম্। ইত্যধিকম্। ৫। হ ‘পাং’। ৬। অতঃ পরম্ হ ‘পরান্ ধৰ্ষিতা রাজন্ ধৰ্ষণা নহুগহিতা’। ইত্যধিকম্।

পর৷ হি ধৰ্ম্ময়িত্বেমাস্থয়ানীতা বরাজ্জনাঃ ।

তব চাক্রম্য মধুনা রাজন্ কুন্তীনসী হতা ॥ ২০ ॥

রাবণস্তব্রবীভত্ব কিমিদং নাধিগম্যতে ।

কো বায়ং যস্তুয়াখ্যাতো মধুরিত্যেব চোচ্যতে ॥ ২১ ॥

ততো বিভীষণঃ ক্রুদ্ধো ভ্রাতরং বাক্যমব্রবীৎ ।

শ্রয়তামশু পাপশু কৰ্ম্মণঃ ফলমাগতম্ ॥ ২২ ॥

যোহসৌ মাতামহোহস্মাকং বুদ্ধো বৈ রজনীচরঃ ।

মাল্যবান্ নাম বিখ্যাতো জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা স্মালিনঃ ॥ ২৩ ॥

তাতো জ্যেষ্ঠো জনন্তা হি যোহসাবস্মাকমার্য্যকঃ ।

তশ্চ কুন্তীনসী নাম ছহিতুর্দুহিতাহভবৎ ॥ ২৪ ॥

২১। লো-টী। সা মম ভগিনীতি ময়া নাধিগম্যতে ন জ্ঞায়তে ।

২২। লো-টী। অশু পাপশু ঋতুতপস্বীধৰ্ম্মণরূপশু ।

২৪। লো-টী। আর্য্যকঃ পুণ্যো মাতামহঃ, তশ্চ ছহিতুঃ সুবেলায়া ছহিতা কুন্তীনসী ।

পরের পরাভবের ঠায় আমরা নিজেরাও পরাভব প্রাপ্ত হইয়াছি ॥ ১৯ ॥

হে রাজন্, আপনি এই সকল পরকীয়া সুন্দরী রমণীদিগকে বলাৎকার পূর্বক আনিয়াছেন, কিন্তু বর্তমানে আপনাকে অবজ্ঞা করিয়া ‘মধু’রাক্ষস আক্রমণপূর্বক কুন্তীনসীকে হরণ করিয়াছে ॥ ২০ ॥

তদুত্তরে রাবণ বলিল, ইহা কি [ বলিতেছ ] বুঝিতে পারিতেছি না ।  
তুমি যাহাকে ‘মধু’ বলিলে, সেই ব্যক্তিই বা কে ? ॥ ২১ ॥

তখন বিভীষণ ক্রুদ্ধ হইয়া ভ্রাতাকে বলিলেন, শুমন, আপনার এই পাপ-কার্য্যের ফল ফলিয়াছে ॥ ২২ ॥

স্মালীর জ্যেষ্ঠভ্রাতা মাল্যবান্ নামে বিখ্যাত আমাদের মাতামহ সেই যে বৃদ্ধ

১। ছ ‘বখা হি’। ২। ছ ‘-দ্বাক্য’। ৩। ছ ‘দাব-’। ৪। ছ ‘রাবণ’। ৫। ছ ‘জ্যেষ্ঠাতো’।

৬। ছ ‘বোহসাবস্মাক-(প)’।



মাতৃঃস্বসা হি সান্মাকং জাতা পুষ্পোৎকটা যতঃ ।

ভ্রাতৃণাং ধর্ম্যতোহস্মাকং সা শুভা ভবতি স্বসা ॥ ২৫ ॥

সা হতা মধুনা রাজস্বরূপেণ ছুরায়না ।

যজ্ঞপ্রবর্ত্তে তে পুত্রে ময়ি চাস্তর্জলোষিতে ॥ ২৬ ॥

নিহত্য রাক্ষসশ্রেষ্ঠানমাত্যান্ বল্লভাস্তব ।

ধর্ম্যমিত্বা হতা রাজন্ গুপ্তাপ্যস্তঃপুরে তব ॥ ২৭ ॥

শ্রুত্বাপ্যোতস্ময়া ক্রান্তং পূর্বমেব হতো ন সঃ ।

যস্মাদবশ্যং দাতব্য্য কন্যাশ্চৈব স্ববন্ধুভিঃ ॥ ২৮ ॥

২৫। লো-টা। সা স্ববেলা। যতঃ যস্তাঃ স্ববেলায়াঃ পুষ্পোৎকটা জাতা।

২৬। লো-টা। ভগোহর্ম্ম অস্তর্জলোষিতে ময়ি।

২৭। লো-টা। গুপ্তাপি, অস্তঃপুরম্ তৎস্বম্ জনং ধর্ম্যমিত্বা রোদয়িত্বা।

রাক্ষস, যিনি মাতার জ্যেষ্ঠতাত বলিয়া আমাদের পূজনীয় মাতামহ, কুন্তীনসী তাঁহার কন্যার ( স্ববেলার ) কন্যা ( দৌহিত্রী ) ছিল ॥ ২৬-২৮ ॥

আমাদের সেই মাতৃস্বসার ( স্ববেলার ) গর্ভেই পুষ্পোৎকটা জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সেই কল্যাণীয়া কুন্তীনসী ধর্ম্যতঃ আমাদের ভ্রাতৃবর্গের ভগিনী ॥ ২৭ ॥

রাজন্, আপনার পুত্র যজ্ঞকার্য্যে নিরত হইলে এবং আমি [ তপস্কার্য ] জলমধ্যে প্রবেশ করিলে ছুরায়া 'মধু'রাক্ষস সেই কুন্তীনসীকে হরণ করিয়াছে ॥ ২৬ ॥

মহারাজ, আপনার অস্তঃপুরে রক্ষিতা হইলেও, শ্রেষ্ঠ রাক্ষসদিগকে বধ করিয়া এবং আপনার প্রিয় অমাত্যদিগকে পরাভূত করিয়া [ মধু ] তাহাকে হরণ করিয়াছে ॥ ২৭ ॥

ইহা শুনিয়াও আমি তাহাকে ক্ষমা করিয়াছি, পূর্ব্বেই বধ করি নাই ; কারণ, অবিবাহিতা কুমারীকে তাহার বন্ধুগণের অবশ্যই অন্তের নিকট সম্প্রদান করিতে হইবে ॥ ২৮ ॥



তদেতৎ কৰ্ম্মণস্তস্য পাপস্য ফলমাগতম্ ।  
 অগ্নিয়েব তু সংপ্রাপ্তং লোকে বিদিতমস্ত তে ॥ ২৯ ॥  
 ততোহত্রবীদশগ্রীবঃ ক্রুদ্ধঃ সংরক্তলোচনঃ ।  
 কল্লাতাং মে রথঃ শীঘ্রং শূরাঃ সঙ্জীভবন্ত নঃ ॥ ৩০ ॥  
 ইন্দ্রজিৎ কুম্ভকর্ণশ্চ যে চ মুখ্যা নিশাচরাঃ ।  
 নানাগ্রহরণাঃ সৰ্বে বাহনেষধিরোহত ॥ ৩১ ॥  
 অথ তং সমরে হত্বা মধুং রাবণনির্ভয়ম্ ।  
 ইন্দ্রলোকং গমিষ্যামি যুদ্ধাকাজ্জী স্তহবৃ তঃ ॥ ৩২ ॥  
 ততো নির্জিত্য ত্রিদিবং বশং কৃত্বা পুরন্দরম্ ।  
 নির্বতো বিচরিষ্যামি ত্রৈলোক্যৈশ্বর্যাদপিভঃ ॥ ৩৩ ॥

২৯। লো-টী। তস্ত পরজীহরণস্ত, আগতম্ উপস্থিতম্, তদপি অগ্নিয়েব লোকে ইহৈব দেহে সম্প্রাপ্তমিতি তে তব বিদিতং জ্ঞাতমস্ত ।

সেই [ পরজীহরণরূপ ] পাপকার্যের এই [ ভগিনীহরণরূপ ] ফল ইহ-লোকেই প্রাপ্ত হইলেন, ইহা আপনি অবগত হউন ॥ ২৯ ॥

পরে দশানন ক্রোধে চক্ষুঃ রক্তবর্ণ করিয়া বলিল, শীঘ্র আমার রথ সুসজ্জিত কর এবং বীরগণও সজ্জিত হউক ॥ ৩০ ॥

ইন্দ্রজিৎ, কুম্ভকর্ণ এবং অপরাপর প্রধান রাক্ষসগণ, তোমরা সকলেই নানাবিধ অস্ত্র গ্রহণপূর্বক বাহনে আরোহণ কর ॥ ৩১ ॥

অথ রাবণের নিকট নির্ভীক মধুকে যুদ্ধে বধ করিয়া বন্ধুগণে পরিবৃত হইয়া যুদ্ধাভিলাষে ইন্দ্রলোকে গমন করিব ॥ ৩২ ॥

পরে স্বর্গ জয় করিয়া দেবরাজকে বশে আনয়ন করত ত্রিভুবনের ঐশ্বর্যে মত্ত হইয়া স্তখে বিচরণ করিতে থাকিব ॥ ৩৩ ॥

১। হ 'তদেব'। ২। অতঃ পরং হ 'বিত্তবণবচঃ শ্রবণা রাক্ষসস্তঃ প্রতাপবান্'। দৌরাত্ম্যবাহুবোদ্ধৃৎকল্প ইব সাগরঃ।' ইত্যধিকম্। ৩। হ 'বিজিত্য ত্রি-'।

অকৌহিনীসহস্রাণি তত্র চত্বারি রাক্ষসাম্ ।  
 নানামুখানাং হৃদ্যানাং প্রযযুর্দ্ধকাজ্জিগাম্ ॥ ৩৪ ॥  
 মেঘনাদস্ত সেনাগ্রে সৈনিকঃ প্রযযৌ তদা ।  
 রাবণঃ পৃষ্ঠতো বীরঃ কুম্ভকর্ণশ্চ রাক্ষসঃ ॥ ৩৫ ॥  
 বিভীষণস্ত ধর্ম্মাত্মা লঙ্কায়ান্ ধর্ম্মমাচরৎ ।  
 শেযাঃ সর্ব্বৈ মহাবেগা যযুর্মধুবনং প্রতি ॥ ৩৬ ॥  
 রথৈর্নানীগৈর্যৈরুট্টৈঃ খরৈশ্চৈব মহারথৈঃ ।  
 রাক্ষসাঃ প্রযযুঃ সর্ব্বৈ কৃত্বাকাশং নিরন্তরম্ ॥ ৩৭ ॥  
 দৈত্যশ্চ বহুবস্ত্রা কৃতবৈরাঃ স্ত্রৈঃ সহ ।  
 রাবণং বীক্ষ্য গচ্ছন্তং তে চাপ্যনুসমীযিরে ॥ ৩৮ ॥

৩৫। লো-টী। সৈনিকঃ সেনারক্ষঃ সেনাপতিরিত্যি যাবৎ। 'সৈনিকঃ সৈন্তরকে স্ত্রাং সেনায়াং সমবেতকে' ইতি কোষঃ।

৩৭। লো-টী। নিরন্তরং নিশ্চিহ্নম্।

নানাবিধ অস্ত্রধারী আনন্দিত যুদ্ধাভিলাষী চারি সহস্র অকৌহিনী রাক্ষস  
 প্রস্থান করিল ॥ ৩৪ ॥

তখন মেঘনাদ সেনাপতি হইয়া সৈন্তগণের অগ্রে গমন করিল এবং বীর রাবণ  
 ও রাক্ষস কুম্ভকর্ণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল ॥ ৩৫ ॥

কিন্তু ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ লঙ্কায় থাকিয়া ধর্ম্মাচরণ করিতে লাগিলেন, মহাবেগ-  
 শালী অবশিষ্ট রাক্ষসগণ মধুবনের প্রতি যাত্রা করিল ॥ ৩৬ ॥

রাক্ষসগণ রথ, হস্তী, অশ্ব, উষ্ট্র, এবং গর্দভবাহিত মহারথে আরোহণ করিয়া  
 গগনমণ্ডল আচ্ছাদিত করত প্রস্থান করিল ॥ ৩৭ ॥

দেবতাদিগের চিরশত্রু বহু দৈত্য রাবণকে গমন করিতে দেখিয়া তাহার

১। হ 'রাক্ষসাঃ'। ২। হ 'যুধাঃ অকৌহিনী'। ৩। হ '-পঃ'। ৪। হ 'মধ্যভঃ'। ৫। হ '-শ্চ  
 লঙ্কায়ান্ ধর্ম্মাত্মা সংস্থিতো হি সঃ'। ৬। হ 'তে তু'। ৭। হ 'গতা মধুবনং প্রতি'। ৮। হ 'মহাবেগঃ'।  
 ৯। হ 'বিধা'।

ସ ତୁ ଗହ୍ମା ମଧୁପୁରଂ ପ୍ରବିଷ୍ଠ ଚ ଦଶାନନଃ ।

ନାପଞ୍ଚାଂ ତଂ ମଧୁଂ ତତ୍ର ଭଗିନୀୟେବ ଚୈକ୍ଷତ ॥ ୭୯ ॥

ସା ଚ ପ୍ରହ୍ଲାଞ୍ଜଲିଭୂତ୍ବା ଶିରସା ପାଦଯୋଗତା ।

ତନ୍ତ୍ର ରାକ୍ଷସରାଜନ୍ତ୍ର ଶ୍ରୁତ୍ବା କୁଞ୍ଜୀନସୀ ତଦା ॥ ୮୦ ॥

ତାଂ ସମୁତ୍ଥାପୟମାସ ନ ଶେତବ୍ୟାମିତି ବ୍ରବନ୍ ।

ରାବଣୋ ରାକ୍ଷସଶ୍ରେଷ୍ଠଃ କିଞ୍ଚ ବୈ ତେ କରୋମ୍ୟହମ୍ ॥ ୮୧ ॥

ସାବ୍ରବୀଦ୍ ଯଦି ମେ ରାଜନ୍ ପ୍ରସମ୍ମନ୍ତଂ ଦଶାନନ ।

ଭର୍ତ୍ତାରଂ ନ ମମେହାନ୍ତ ହସ୍ତମର୍ହସି ମାନଦ ॥ ୮୨ ॥

ସତ୍ୟବାଗ୍ ଭବ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଯାଚମାନାମବେକ୍ଷ ମାମ୍ ।

ହସ୍ୟୋକ୍ତାନ୍ସି ମହାବାହୋ ନ ଶେତବ୍ୟାମିତି ପ୍ରଭୋ ॥ ୮୩ ॥

୮୦ । ଲୋ-ଟୀ । ପ୍ରହ୍ଲା ଶିଞ୍ଜିନାନତଶିରାଃ ପ୍ରାଞ୍ଜଳିଃ କୃତାଞ୍ଜଳିଭୂତ୍ବା । ‘ପ୍ରହ୍ଲାଞ୍ଜଳିଃ ବକ୍ଷତି ବା ପାଠଃ ।

୮୧ । ଲୋ-ଟୀ । ଭର୍ତ୍ତାରଂ ହସ୍ତଂ ନାର୍ହସୀତି ବକ୍ତବ୍ୟୋ ‘ହିହ ଅନ୍ତେ’ତ୍ୟୁକ୍ତିଃ ସନ୍ନାସେ ।

୮୩ । ଲୋ-ଟୀ । ହସ୍ୟଂ ହସ୍ୟମେବ, ନ ତୁ ପରମୁଦ୍ଦେଶ ।

ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାପନ କରିତେ ଲାଗିଲ ॥ ୭୯ ॥

ରାବଣ ମଧୁପୁରେ ଗମନପୂର୍ବକ ତଥାୟ ପ୍ରବେଶ କରିয়া ସେହି ମଧୁକେ ଦେଖିତେ ପାଇଲ ନା, କେବଳ ଭଗିନୀ କୁଞ୍ଜୀନସୀକେହି ଦେଖିତେ ପାଇଲ ॥ ୮୦ ॥

ତখন ସେହି କୁଞ୍ଜୀନସୀ ଭୟେ କୃତାଞ୍ଜଳି ହିଁୟା ଅବନତ ମସ୍ତକେ ଗ୍ରାତା ରାକ୍ଷସରାଜେର ପଦତଳେ ମସ୍ତକ ପାତିତ କରିয়া ରାଖିଲ ॥ ୮୧ ॥

‘ଭୟ ନାହିଁ, ତୋମାର କି [ ପ୍ରିୟକାର୍ଯ୍ୟ ] କରିବ, [ ବଳ ]’ ଏହି ବଲିୟା ରାକ୍ଷସଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାବଣ ସେହି କୁଞ୍ଜୀନସୀକେ ଉଠାଇଲେନ ॥ ୮୨ ॥

ସେହି କୁଞ୍ଜୀନସୀ ରାବଣକେ ବଲିଲ, ଏଥନହିଁ ଏହିସ୍ଥାନେ ଆମାର ମାନରକ୍ଷକ ମହାରାଜ ଦଶାନନ, ଯଦି ଆପନି ଆମାର ପ୍ରତି ପ୍ରସନ୍ନ ହିଁୟା ଥାକେନ, ତବେ ଆମାର ପତିକେ ବଧ କରିବେନ ନା ॥ ୮୩ ॥

ହେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର, ଆପନି ପ୍ରାର୍ଥନାକାରିଣୀ ଆମାର ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିয়া

୧ । ହ ‘ସା ପ୍ରହ୍ଲା ଶାଞ୍ଜଳି’ । ୨ । ହ ‘ତେ କରବାମ୍ୟହମ୍’ । ୩ । ହ ‘ହସ୍ୟମ୍’ ।

রাবণেহখাত্রবীকৃষ্টঃ স্বসারমভিতঃ স্থিতাম্ ।

ক তে ভর্তা গতো ভদ্রে তস্মৈ শীত্রং নিবেদয় ॥ ৪৪ ॥

তেন সার্কিং প্রযাস্তামি সুরাণাং বিজয়ায় বৈ ।

তব কারুণ্য-সৌহার্দ্যমিবৃত্তোহস্মি মধোবর্ষণাৎ ॥ ৪৫ ॥

শয়নে তং প্রসুপ্তং তু সমুখাপ্য তদাসুরম্ ।

অত্রবীৎ সংগ্রহকী সা রাক্ষসী সুবিচক্ষণা ॥ ৪৬ ॥

এষ প্রাপ্তো দশগ্রীবো ভ্রাতা মম নিশাচরঃ ।

দেবলোকজয়াকাজ্জী সহায়ং ত্বাং বৃণোতি হি ॥ ৪৭ ॥

তদস্তু ত্বং সহায়ার্থং রক্ষঃসম্বন্ধিনো ব্রজ ।

স্নিগ্ধস্ত ভজমানস্ত যুক্তমর্থায় কল্পিতুম্ ॥ ৪৮ ॥

৪৪। লো-টী। অভিতঃ সম্মুখে অস্তিকে বা। ‘অভিতঃ শীত্র-সাকল্য-সংযুথোত্তরতো-হস্তিকে’ ইতি কোষঃ। নিবেদয় বিজ্ঞাপয় দর্শয়েতি বা।

৪৫। লো-টী। বিজয়ায় বিজ্ঞেতুং সুরমিত্যর্থঃ। কারুণ্যাৎ কৃপাতঃ, সৌহার্দ্যাৎ ভগিনী-স্নেহাৎ।

৪৮। লো-টী। তস্ত তব রক্ষঃসম্বন্ধিনঃ রাক্ষসস্ত শ্রীলস্ত অর্থায় প্রয়োজনায় কল্পিতুং কর্ত্বুং যুক্তয়চিত্তম্।

সত্যবাদী হউন। হে মহাবাহো, হে প্রভো! আপনি আমাকে ‘ভয় নাই’ [ এই কথা ] বলিয়াছেন ॥ ৪৩ ॥

অনন্তর রাবণ শ্রীত হইয়া সমীপবর্তিনী ভগিনীকে বলিল, ভদ্রে, তোমার স্বামী কোথায় আছে তাহা আমাকে শীত্র বল ॥ ৪৪ ॥

আমি তাহার সহিত দেবতাদিগকে জয় করিতে যাইব। তোমার প্রতি কৃপা এবং সৌহার্দ্যবশতঃ ‘মধু’র বধসাধনে নিবৃত্ত হইলাম (অর্থাৎ মধুকে বধ করিলাম) ॥ ৪৫ ॥

তখন সেই সুচতুরা রাক্ষসী শয্যায় নিদ্রিত মধু-রাক্ষসকে উঠাইয়া অত্যন্ত আনন্দের সহিত বলিল— ॥ ৪৬ ॥

এই আমার ভ্রাতা রাক্ষস রাবণ আসিয়াছেন। তিনি দেবলোকের জয়ভিলাষী হইয়া তোমাকে সহায়রূপে বরণ করিতেছেন ॥ ৪৭ ॥

অতএব তুমি এই রাক্ষস শ্রীলকের সাহায্যার্থ গমন কর। স্নেহপরায়ণ

১। হ ‘গব্রবীষাক্য ভক্তঃ কৃত্তীনসীং বলী’। ২। হ ‘ভক্তঃ শয়নং শয়নে’। ৩। হ ‘তস্ত ত্বং তু’।

তশ্চাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা তথৈত্যাং স তাং মধুঃ ।

দদর্শ রাক্ষসশ্রেষ্ঠং যথাশ্রায়মুপেত্য সঃ ।

পূজয়ামাস ধর্ম্মেণ রাবণং রাক্ষসেশ্বরম্ ॥ ৪৯ ॥

প্রাপ্য পূজাং দশগ্রীবো মধুবেশ্মনি বীর্য্যবান্ ।

উষিষ্টৈকাং নিশাং তত্র গমনায়োপচক্রমে ॥ ৫০ ॥

ততঃ কৈলাসমাংসাদ্ শৈলং বৈশ্রবণালয়ম্ ।

রাক্ষসেন্দ্রো মহেন্দ্রাভঃ সসৈন্ত্যং সমুপাবিশৎ ॥ ৫১ ॥

ইত্যর্ধে বায়ীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে মধুপুরগমনং নাম  
ত্ৰয়স্ত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৩ ॥

৪৯। লো-টী। ধর্ম্মেণ আতিথ্যধর্ম্মেণ।

মধুপুরগমনম্ ॥ ৩৩ ॥

অনুরক্ত ব্যক্তির ( অর্থাৎ স্নেহবশতঃ তোমার প্রতি জামাতৃভাব পোষণকারীর )  
উপকার করা উচিত ॥ ৪৮ ॥

সেই মধু তাহার ( স্ত্রীর ) সেই কথা শুনিয়া ‘তাহাই করিব’ এইরূপ তাহাকে  
বলিল। অবশেষে সেই মধুদৈত্য যথারীতি সমীপে যাইয়া রাক্ষসশ্রেষ্ঠ রাবণকে  
দেখিয়া আতিথ্য ধর্ম্মানুসারে তাহার সৎকার করিল ॥ ৪৯ ॥

বীর্য্যবান্ দশানন ‘মধু’র গৃহে সম্মান লাভ করিয়া তথায় এক রাত্রি বাস  
করিয়া গমন করিতে উত্তত হইল ॥ ৫০ ॥

পরে মহেন্দ্রতুল্য রাক্ষসেন্দ্র রাবণ বৈশ্রবণের বাসভূমি কৈলাসপর্ব্বতে  
উপস্থিত হইয়া সৈন্তগণের সহিত অবস্থান করিতে লাগিল ॥ ৫১ ॥

মহর্ষি বায়ীকি-প্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে মধুপুরগমন-নামক  
৩৩শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৩ ॥

১। হ ‘দৃষ্ট’। ৮ রাবণং তত্র সমেতা ৮ বখাবিধি’। ২। হ ‘রাক্ষসপর্ব্বতম্’। ৩। হ ‘প্রাপ্যৈব তু’। ৪। হ  
‘মখোন্ত গৃহমুত্তমম্’। ৫। হ ‘তত্র চৈকাং নিশামুত্’।

( ৩৪ ) চতুষ্টিংশঃ সর্গঃ

স তু তত্র দশগ্রীবঃ সহ সৈন্যেন বীৰ্য্যবান্ ।

অস্তং প্রাপ্তে দিনকরে নিবাসং সমরোচয়ৎ ॥ ১ ॥

উদিতো বিমলে চন্দ্রে সবিতুস্তল্যবর্চসি ।

প্রাপ্তে চ মহাসৈন্যে নানাপ্রহরণায়ুধে ॥ ২ ॥

রাবণঃ স্তমহাবীৰ্য্যো নিষল্লঃ শৈলমূৰ্দ্ধনি ।

অপশ্যচ্চ বহুন্ ভাবান্ প্রদোষে বিমলে গিরৌ ॥ ৩ ॥

কর্ণিকারবনৈর্দ্বৈব্যৈঃ কদম্বগহনৈস্তথা ।

পদ্মিনীভিঃ সরিস্তিষ্ঠ মন্দাকিন্যাদিভিষু<sup>১</sup>তে ॥ ৪ ॥

১। লো-ট। অস্তম্ অস্তাচলম্ ।

২। লো-ট। সবিতুরিত্যেনে ন পৌর্ণমাসীদিনং সূচ্যতে ।

৩। লো-ট। [ নন্দনং হর্ষজনকং বনমিতি শেষঃ । ] প্রদোষবিমলে প্রদোষঃ পূর্ণিমোপ-  
লক্ষিতঃ কালস্তেন ।

৪। লো-ট। বনং বিশিনষ্টি—কণীতি । কদম্বগহনৈঃ নিবিড়কদম্বৈঃ, পদ্মিনীভিঃ  
প্রশস্তপদ্মাভিঃ ।

সূর্য্য অস্তগমন করিলে সেই বীৰ্য্যশালী রাবণ সেনাগণের সহিত তথায়  
বাস করিবার অভিলাষ করিল ॥ ১ ॥

পরে সূর্য্যতুল্য কিরণসম্পন্ন নির্মল চন্দ্র উদিত হইলে এবং নানাবিধ প্রহরণ-  
ধারী আয়ুধসম্বিত সৈন্যসমূহ নিদ্রিত হইলে মহাবীৰ্য্যশালী রাবণ পর্বতশিখরে  
উপবিষ্ট হইয়া রাজিকালে নির্মল পর্বতে বহু পদার্থ দেখিতে লাগিল ॥ ২-৩ ॥

রমণীয় কর্ণিকারবন, নিবিড় কদম্ববৃক্ষ এবং পদ্মবনশোভিত মন্দাকিনী

১। হ 'বিতৈ'। ২। হ 'পশু মহা'। ৩। হ 'স্তৎ স চ তত্রঃ'। ৪। হ 'বিবি'। ৫। হ  
'-বনং দিব্যং' ৬। হ 'নস্তথা'। ৭। হ 'বৃত্ত'।

প্রবৰো চ স্তথো বায়ুঃ পুষ্পগন্ধবহঃ শুচিঃ ।

তস্মিন্ গিরিবরে রম্যে চন্দ্রপাদোপশোভিতে ॥ ৫ ॥

ঘণ্টানামিব সন্নাদঃ শুশ্রুবে মধুরস্বনঃ ।

গায়ন্তীনাং নৃত্যন্তীনাং গন্ধর্ব্বাপ্সরসাং প্রভো ॥ ৬ ॥

বরষুঃ পুষ্পবর্ষাগি নাগাঃ পবনঘূর্ণিতাঃ ।

বাসয়ন্তোহ্থ শৈলং তং মধুমাধবগন্ধিনঃ ॥ ৭ ॥

স তু পুষ্পসমৃদ্ধ্যা চ শিশিরস্থানিলস্ত চ ।

প্রবৃত্তায়াং রজত্যাং তু চন্দ্রশোদয়নং প্রতি ॥ ৮ ॥

রাবণঃ স্তমহাবীৰ্য্যঃ কামমোহবশং গতঃ ।

বিনিশ্চস্ত বিনিশ্চস্ত চন্দ্রং মুহুরদৈক্ষত ॥ ৯ ॥

৫। লো-টী। চন্দ্রপাদাশ্চন্দ্ররশ্ময়ঃ।

[ ৬। লো-টী। ] গায়তাং গায়ন্তীনাম্ উপ অধিকং নৃত্যাং বাসাং তাসাম্।

৭। লো-টী। মধুমাধবগন্ধিনঃ চৈত্রবৈশাখসম্বন্ধিন ইব সম্বন্ধিনঃ। ‘গন্ধো গন্ধক আমোদে লেশে সম্বন্ধগর্ভয়ো’রিত্তি ভূরি। যথা, মধুমাধবীয়ানাং পুষ্পিতবৃক্ষাণাং গন্ধা ইব গন্ধা যেষু তে। ‘মধুমাধবমাসনিমিত্তকগন্ধবস্ত’ ইতি সর্ব্বজ্ঞঃ।

৮। লো-টী। শিশিরস্ত শীতলস্ত।

প্রভৃতি নদীবিশিষ্ট চন্দ্রকিরণশোভিত মনোরম সেই শ্রেষ্ঠ কৈলাসপর্ব্বতে পুষ্পগন্ধ-বাহী পবিত্র সুখকর বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল ॥ ৪-৫ ॥

হে প্রভো, তথায় নৃত্যগীতপরায়ণা গন্ধর্ব্ব ও অঙ্গরাগণের মধুর স্বর ঘণ্টা-ধ্বনির শ্রায় শুনা যাইতে লাগিল ॥ ৬ ॥

বায়ুদ্বারা সঞ্চালিত বসন্তকালীন বৃক্ষসমূহ সেই কৈলাস পর্ব্বতকে সুরভিত করিয়া পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিল ॥ ৭ ॥

[ ক্রমশঃ ] রাত্রি হইলে পুষ্পের সমৃদ্ধি, শীতল বায়ুর প্রবাহ এবং চন্দ্রের

১। হ ‘সন্নাদঃ’। ২। হ ‘গায়তামৃগনৃত্তানাং’। ৩। হ ‘বরষুঃ’। ৪। হ ‘-নৃত্যীব তং শৈলং’।

৫। হ ‘ভেদাঃ’।

এতস্মিন্মন্তরে রাম দিব্যমালাভুলেপনা ।

সর্ব্বাঙ্গসরোবরা রম্ভা গচ্ছন্তী তেন লক্ষিতা ॥ ১০ ॥

কৃতৈর্বিশেষকৈর্গাঠৈঃ সর্ব্বত্ কুসুমোজ্জ্বলৈঃ ।

বিভ্রতী কান্তিমজ্জপং কান্তা কান্তিমতীঃ শ্রিয়ম্ ।

নীলতোয়দবর্ণেন সা পটেনাবগুষ্ঠিতা ॥ ১১ ॥

বস্ত্রমশ্রাঃ শশিপ্রখ্যং ভ্রুবো চাপনিভে শুভে ।

উরু করিকরাকরো করো পল্লবকোমলো ।

গাত্রং চাম্বীকরপ্রখ্যং শ্রোণী পুলিনবিস্তৃতা ॥ ১২ ॥

১০। লো-টী। হে রাম, লক্ষিতা দৃষ্টা।

১১। লো-টী। বিশেষকৈকান্তিলকৈঃ কৃতৈর্বৈগৈঃ [বৈশৈঃ?] কান্তিমজ্জপং বিভ্রতী। বিশেষকৈঃ কৌদৃশৈঃ? সর্ব্বত্ কুসুমোজ্জ্বলৈঃ। 'বিশেষকোহস্তী তিলকে বিশেষায়িতরি ত্রিধি'তি কোষঃ। যথা, বিশেষকৈঃ বিশেষায়িত্তিভিঃ, বেশবিশেষকর্ত্ত্বিভিঃ ভনৈঃ কৃতৈর্বৈশৈস্তৈঃ সর্ব্বত্ কুসুমোজ্জ্বলৈঃ। 'বিশেষকৈর্গাঠৈ'রিতি পাঠে কৃতৈর্বিশেষকৈঃ গাঠৈরজাবয়বৈশ্চ সর্ব্বত্ কুসুমোজ্জ্বলৈ-বিশিষ্টাম্। 'গাঠৈ'রিতি পাঠে বিশেষকবিশেষণম্। পুনঃ কৌদৃশী? কান্তিং চন্দ্রস্ত দ্ব্যতিং প্রভাং স্ব্যস্ত শ্রিয়মলঙ্কারস্ত চ প্রভাম্ অতি অতিক্রম্য কান্তিমজ্জপং বিভ্রতী। 'কান্তিদ্ব্যতি'মিতি পাঠে কান্তিবৃক্কা দ্ব্যতিস্তাং কান্তিং দ্ব্যতিক্ষেত্বার্থঃ। অবগুষ্ঠিতা বেষ্টিতা।

[১২। লো-টী।] লতোপমং লতামিব ক্ষীণম্। 'চাপতলোপম'মিতি পাঠে চাপস্ত কান্দুকস্ত তলং মধ্যং তদুপমমিতি সর্ব্বজ্জঃ। বিপুলা বিস্তৃতা চ।

উদয়ে সেই মহাবীৰ্য্যশালী রাবণ কামের বশীভূত হইয়া পুনঃ পুনঃ নিশ্বাস ছাড়িয়া বারংবার চন্দ্রকে দেখিতে লাগিল ॥ ৮-৯ ॥

হে রাম, এই সময়ে রাবণ দেখিতে পাইল, মনোহর মালাধারিণী এবং দিব্য অমুলেপনে অমূলিপ্তা অঙ্গরঃপ্রধানা রম্ভা সমস্ত ঋতুর পুষ্প এবং হরিচন্দনরচিত তিলকাদি চিত্রদ্বারা শোভিত শরীরে সমুজ্জ্বল রূপ-লাবণ্য ধারণ করিয়া নীলবর্ণ বসনে অবগুষ্ঠিতা হইয়া [অভিসারে] যাইতেছে ॥ ১০-১১ ॥

তাহার বদন চন্দ্রতুল্য সুন্দর, ক্রয়ুগল ধনুর আয় আয়ত, উরুদ্বয় হস্তিভুগের

১। হ 'গাঠৈঃ'। ২। হ 'কান্তিদ্ব্যতিসমাজিয়ম্'। ৩। হ 'বস্ত্রং যতাঃ'। ৪। হ 'মধ্যং চাপি লতোপমম্'। ৫। হ ইত্যং পাঠটিকং নান্তি।



পাদাবপ্যরবিন্দাভাবঙ্গুলো শুভলক্ষণা ।

রুতে বীণা গতো হংসী কুন্দপুষ্পনিভা দ্বিজাঃ ॥ ১৩ ॥

ঐদৃশামপ্যুত্তমজ্ঞীণাং স্বর্গেহপি বরবর্ণিনী ।

বভাসে ত্রির্দ্বিতীয়া সা কৃত্য ত্রিবিধ রূপিণী ।

সৈশ্চামধ্যেন সা রস্তা শীত্ৰং গজ্জৈব গচ্ছতী ॥ ১৪ ॥

তাং সমুখায় লঙ্কেশঃ কামবাণবলাদ্বিতঃ ।

করে গৃহীত্বা সত্রীড়াং বদনং বাক্য্য সোহব্রবীৎ ॥ ১৫ ॥

ক গচ্ছসি বরারোহে কাং সিদ্ধিং ভজসে স্বয়ম্ ।

কস্তাভ্যুদয়কালোহু যন্তাং সমুপভোক্যতে ॥ ১৬ ॥

১৩। লো-টী। রুতে বীণা ইব, গতো হংসীব।

১৪। লো-টী। স্বর্গে চ স্বর্গেহপি বরবর্ণিনী স্ত্রীরত্নং সা রস্তা দ্বিতীয়া ত্রিঃ, যতঃ রূপিণী ত্রিবিধ বভাসে প্রকাশতে।

১৬। লো-টী। অভ্যুদয়কালঃ আনন্দকালঃ।

শ্রায়, করযুগল পল্লবের শ্রায় কোমল, গাত্র সুবর্ণসদৃশ (উজ্জ্বল), নিতহৃদেণ পুলিনের শ্রায় বিশাল, পদযুগল পদ্মের শ্রায় (মনোহর), অঙ্গুলীসকল সুলক্ষণাক্রান্ত, কণ্ঠস্বর বীণার শ্রায় (মধুর), গমন হংসীর শ্রায় এবং দন্তরাশি কুন্দপুষ্পের শ্রায় সুন্দর ॥ ১২-১৩ ॥

স্বর্গেও এতাদৃশ সুবিখ্যাত শ্রেষ্ঠ রমণীগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা মূর্তিমতী দ্বিতীয়া লক্ষ্মীর শ্রায় সেই রস্তা দ্রুতগামিনী গজার শ্রায় সৈশ্চামধ্যে শোভা পাইতে লাগিল ॥ ১৪ ॥

কামবাণে পীড়িত লঙ্কেশ্বর রাবণ উত্থিত হইয়া লজ্জিতা সেই রস্তার হস্ত ধারণপূর্বক মুখের দিকে তা কাইয়া বলিতে লাগিল— ॥ ১৫ ॥

সুন্দরি, তুমি কোথায় যাইতেছ এবং স্বয়ং কাহার বাসনা চরিতার্থ করিতে উত্তত হইয়াছ? আজ কাহার অভ্যুদয়কাল উপস্থিত যে তোমার সহিত রতিসম্ভোগ করিবে ॥ ১৬ ॥

মদ্বিশিষ্টতরঃ কোহং ইন্দ্রো বিষ্ণুরথাশ্বিনো ।

গচ্ছসি ত্বমতিক্রম্য যশ্মাং তন্তে ন শোভনম্ ॥ ১৭ ॥

বিশ্রাম ত্বং বরারোহে শিলাতলমিদং শুভম্ ।

ত্রিষু লোকেষু ন হস্তি যো মে তুল্যঃ পরাক্রমে ॥ ১৮ ॥

তদেষ প্রাঞ্জলিঃ প্রহো যাচতে ত্বাং দশাননঃ ।

যঃ প্রভুঃ সংবিভক্তা চ ত্রৈলোক্যস্য ভজস্য মাম্ ॥ ১৯ ॥

এবমুক্তা তু সা রম্ভা বেপমানাব্রবীদ্বচঃ ।

স্নৃণাহং তব মা চৈবং ভাষিষ্ঠাস্থং হি মে গুরুঃ ॥ ২০ ॥

[ লো-টী । ] নিরন্তরো নিষিদ্ধো ।

১৭ । লো-টী । সংবিভক্তা দানাদানকর্তা ।

২০ । লো-টী । মা মাং মা ভাষিষ্ঠাঃ, গুরুঃ স্বগুরুঃ ।

আমা অপেক্ষা বিশিষ্ট ব্যক্তি অপর কে ? ইন্দ্র, বিষ্ণু, না অশ্বিনীকুমার ?  
তুমি যে আমাকে অতিক্রম করিয়া যাইতেছ, ইহা তোমার শোভা পায় না ॥ ১৭ ॥

হে সুন্দরি, এই সুন্দর শিলাতল, তুমি ইহাতে বিশ্রাম কর ; ত্রিভুবনে  
এতাদৃশ কেহ নাই, যিনি পরাক্রমে আমার সমকক্ষ ॥ ১৮ ॥

ত্রিভুবনের প্রভু এবং সম্যক্ বিভাগকারী এই দশানন বিনয় পূর্বক  
করষোড়ে তোমার নিকট ‘আমাকে ভজনা কর’ এই প্রার্থনা করিতেছে ॥ ১৯ ॥

এই রূপ বলিলে [ তাহা শুনিয়া ] সেই রম্ভা কাঁপিতে কাঁপিতে এই কথা  
বলিল, আমি আপনার পুত্রবধু এবং আপনি আমার স্বগুরু, অতএব একরূপ  
বলিবেন না ॥ ২০ ॥

১। হ ‘তবি-’। ২। হ ‘-মাং’। ৩। হ ‘তুল্যপরাক্রমঃ’। ৪। ক ‘ভবেব’। ৫। হ  
‘কৃতপ্রাঞ্জলিঃ’। অতঃ পরং হ ‘অব্রবীৎ নার্সে রাজন্ বাচিভুং ত্বং গুরুর্হি মে’ ইত্যধিকম্। ৬। হ ‘রম্ভেন্দ্র’।  
৭। হ ‘সত্যমেতদ্ ব্রবীমাহম্’। অতঃ পরং ‘অগ্রেভ্যোহহং বরা-রম্ভা নার্সে বক্তৃদীদৃশম্’। ইত্যধিকম্।

এবমুক্তো রাক্ষসেন্দ্রঃ প্রত্যাচ শুভাননাম্ ।

কিং ত্বং স্ততশ্চ মে ভার্য্যা যেন মে ভবসি স্মৃষা ॥ ২১ ॥

বাচমিত্যেব তং রম্ভা প্রত্যাচ শুভাননা ।

ধন্মতন্তে স্ততশ্চাহং ভার্য্যা রাক্ষসপুঙ্গব ॥ ২২ ॥

পুত্রঃ প্রিয়তরঃ প্রাণৈর্ভ্রাতুবৈর্বেশ্রবণশ্চ তে ।

খ্যাতো যজ্ঞিষু লোকেষু নলকুবর ইতু্যত ॥ ২৩ ॥

ধর্ম্মতো যো ভবেদ্বিপ্রঃ ক্ষত্রিয়ো বীৰ্য্যতো ভবেৎ ।

ক্রোধেন যোহগ্নিনা তুলাঃ ক্ৰান্ত্যা চ বহুধোপমঃ ॥ ২৪ ॥

তশ্চান্মি কৃতসঙ্কেতা লোকপালস্ততশ্চ বৈ ।

তমেব চ সমুদ্दिश্য বিভূষণমিদং কৃতম্ ।

যথা তস্মাদ্বিনাশ্যত্র ভাবো মে ন প্রতিষ্ঠতে ॥ ২৫ ॥

২১। লো-টী। কিম্মুক্তোহত্র অবায়ঃ, কিং স্ততশ্চ ত্বং ভার্য্যা, যেন কারণেন ।

২২। লো-টী। স্ততশ্চ পুত্রশ্চাহং ভার্য্যাম্মীতি । বাচমিত্যেব স্বীকৃত্যেব ।

২৩। লো-টী। প্রাণৈঃ প্রাণেভ্যঃ । উত পাদপূরণে ।

২৫। লো-টী। যথা যেন প্রকারেণ, ভাবশিভ্তম্ ।

ইহা শুনিয়া রাক্ষসরাজ রাবণ স্মৃখী রম্ভাকে বলিল, তুমি কি আমার পুত্রের ভার্য্যা, যে পুত্রবধু হইবে ? ॥ ২১ ॥

রম্ভা তাকে প্রত্যুত্তরে এইরূপ বলিল,—হে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ, ধর্ম্মানুসারে আমি আপনার পুত্রের ভার্য্যা ॥ ২২ ॥

আপনার ভ্রাতা কুবেরের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তম নলকুবর নামে ত্রিভুবন-বিখ্যাত যে পুত্র আছেন, যিনি ধর্ম্মানুষ্ঠানে ব্রাহ্মণতুল্য, পরাক্রমে ক্ষত্রিয়তুল্য, ক্রোধে অগ্নিতুল্য এবং ক্ষমাগুণে পৃথিবীতুল্য, লোকপালপুত্র সেই নলকুবরের আমার সহিত সঙ্কেত হইয়াছে ( অর্থাৎ তাঁহার সহিত মিলিত হইবার স্থান ও সময় নিরূপিত হইয়াছে ), এবং তাঁহারই উদ্দেশে এই বেশভূষা করিয়াছি, নলকুবর ভিন্ন অন্য কাহারও উপর আমার আশঙ্কি নাই ॥ ২৩-২৫ ॥

তেন সত্যেন মাং রাজন্ মোক্তুর্মহেশ্বরিন্দম ।

স সম্প্রতি হি ধর্মাত্মা মৎপ্রতীক্ষোহবতিষ্ঠতে ॥ ২৬ ॥

তন্ন বিদ্বং স্ততশ্চেহ কৰ্ত্তুর্মহেসি মুঞ্চ মাং ।

সন্তিরাচরিতং মার্গং গচ্ছ রাক্ষসপুঞ্জব ॥ ২৭ ॥

ত্বং ময়া মাননীয়ো হি পালনীয়া ত্বয়াপ্যহম্ ।

এবম্প্রকারান্ স্তবহুন্ যাচমানাং তপস্বিনীম্ ॥ ২৮ ॥

নির্ভেদ্য বেপমানাং তাং প্রগৃহ্য চ বলাদ্বলী ।

কামমোহপরীতায়া মৈথুনাযোপচক্রমে ॥ ২৯ ॥

সা বিমুক্তা ততো রম্ভা ভ্রষ্টমাল্যবিভূষণা ।

গজেন্দ্রাক্রীড়মথিতা বাপীবাকুলতাং গতাম্ ॥ ৩০ ॥

২৮। লো-টা। তপস্বিনীং তাপবতীম্ ।

৩০। লো-টা। ততো রাবণাৎ। গজেন্দ্রশ্রাক্রীড়ন ক্রীড়েনেন মথিতা মদ্বিতা

হে অরিদমন, আপনি সেই সত্যরক্ষার জন্ত আমাকে ছাড়িয়া দিন, বর্তমানে সেই ধর্মাত্মা নলকুবর আমার প্রতীক্ষায় রহিয়াছেন ॥ ২৬ ॥

অতএব এক্ষণে পুত্রের বিদ্বং উৎপাদন করা উচিত নয়, হে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ, সাধুদিগের অবলম্বিত পথ অনুসরণ করুন, আমাকে ছাড়িয়া দিন ॥ ২৭ ॥

আপনাকে আমার মাগ্ন্য করা উচিত এবং আমাকেও আপনার পালন করা উচিত। কামমোহাঙ্ক বলবান্ রাবণ এই প্রকার বহু প্রার্থনাকারিণী সেই কম্পিত-কলেবরা হতভাগিনী রম্ভাকে তিরস্কার করিয়া বলপূর্বক ধারণ করত রমণ করিতে উদ্যত হইল ॥ ২৮-২৯ ॥

পরে রম্ভা রাবণের নিকট হইতে যখন মুক্তি লাভ করিল, তখন তাহার মাল্য এবং অলঙ্কার ভ্রষ্ট হইয়াছিল, সে হস্তিরাজগণের ক্রীড়ায় বিমথিত

১। হ 'হি'। ২। হ 'তি'। ৩। হ 'মাননীয়ো ময়া হি ষং পালনীয়া তথাস্মি তে'।

লুলিতালককেশান্তা করবেপিতপল্লবা ।

পবনেন বিধূতেব লতা কুম্মশোভিতা ॥ ৩১ ॥

লজ্জয়া বেপমানাথ রস্তা কৃতকরাঞ্জলিঃ ।

পতিতা শিরসা গত্বা যত্র বৈশ্রবণাঙ্গজঃ ॥ ৩২ ॥

তদবস্থাং চ তাং দৃষ্ট্বা মহাত্মা নলকুবরঃ ।

অত্রবীৎ কিমিদং ভদ্রে পাদয়োঃ পতিতাসি মে ॥ ৩৩ ॥

সা তু নিশ্বসত্য তত্র বেপমানা কৃতাজলিঃ ।

তস্মা সর্বং যথারুভমাখ্যাতুমুপচক্রে ॥ ৩৪ ॥

৩১। লো-টী। লুলিতা বিকীর্ণা অলকাঃ কেশাশ্চ যন্তাঃ সা, 'লুলিতালককেশান্তে'তি পাঠে কেশান্তাঃ কেশপ্রান্তভাগাঃ করবেপিতপল্লবা বেপিতপল্লবৌ কম্পিতচ্ছদাবিব করৌ যন্তাঃ সা ইতি বিশেষণস্ত পরনিপাতঃ ।

৩২। লো-টী। তদা রস্তাং 'তদবস্থাং' বা পাঠঃ ।

দীর্ঘিকার আয় আকুল হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার চূর্ণকুম্মল ও কেশাগ্র ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হওয়ায় এবং করপল্লব কাঁপিতে থাকায় তাহাকে বায়ুসঞ্চালিতা পুষ্প-শোভিতা লতার ন্যায় দেখাইতেছিল ॥ ৩০-৩১ ॥

অনন্তর রস্তা লজ্জায় কাঁপিতে কাঁপিতে করযোড়ে যে স্থানে কুবেরুতনয় নলকুবর অবস্থান করিতেছিলেন সেই স্থানে গিয়া অবনত মস্তকে পতিত হইল ॥ ৩২ ॥

মহাত্মা নলকুবর তাহাকে সেই অবস্থায় দেখিয়া বলিলেন, ভদ্রে, এ কি ! তুমি আমার পদতলে পড়িলে কেন ? ॥ ৩৩ ॥

তখন রস্তা কাঁপিতে কাঁপিতে নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কৃতাজলি হইয়া তাঁহার নিকটে যাহা ঘটিয়াছিল তৎসমস্ত বলিতে আরম্ভ করিল ॥ ৩৪ ॥

এষ এব দশগ্রীবঃ প্রাপ্তো গন্তুং ত্রিপিষ্টপম্ ।  
 তেন সৈন্যসহায়েন নিশেয়ং পরিণাম্যতে ॥ ৩৫ ॥  
 আয়াস্তৌ তেন দৃষ্টাস্মি ত্বৎসকাশমরিন্দম ।  
 গৃহীত্বা চৈব পৃষ্ঠাহং কশ্চ ত্বমিতি রক্ষসা ॥ ৩৬ ॥  
 ময়া তু সত্যং কথিতং পৃচ্ছতো রাবণশ্চ হি ।  
 কামমোহাৎ তু তৎ সর্বং ন কৃতং তেন মে বচঃ ॥ ৩৭ ॥  
 যাচ্যমানেন চ ময়া স্মৃষা তেহহমিতি প্রভো ।  
 তৎ সর্বং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা বলাৎ তেনাস্মি ধর্মিতা ॥ ৩৮ ॥

৩৫ । লো-টা । হে দেব, যেন পথা ময়া গম্যতে তং পন্থানম্ এষ প্রাপ্ত ইত্যর্থঃ । তেন রাবণেন তত্র পরিণাম্যতে নিয়তে ।

৩৬ । লো-টা । পৃচ্ছতঃ স্থানে ।

৩৮ । লো-টা । তে তব স্মৃষা পুত্রবধূহমিতি ময়া যাচ্যমানেন উচ্যমানোহপি তেন রাবণেন মে মম বচো ন কৃতম্ ।

প্রভো, এইমাত্র আমি রাবণের সম্মুখে পতিত হইয়াছিলাম, তিনি স্বর্গে গমন করিবার জন্ত [ পথিমধ্যে ] সসৈন্যে এই র্ত্তি যাপন করিতেছেন ॥ ৩৫ ॥

হে শত্রুদমন, আপনার সমীপে আসিবার সময় সেই রাক্ষস রাবণ আমাকে দেখিয়া হস্তধারণপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কাহার অভিসারে যাইতেছ ? ॥ ৩৬ ॥

রাবণ জিজ্ঞাসা করিলে আমি তাঁহার নিকট সত্য কথাই বলিলাম, তিনি কামজনিত মোহ বশতঃ আমার সেই সকল কথা গ্রাহ্য করিলেন না ॥ ৩৭ ॥

✓ 'হে প্রভো, আমি আপনার পুত্রবধূ' এই বলিয়া প্রার্থনা করিলেও তিনি

১ । হ 'দেব' । ২ । হ 'ত্রিবি-' । ৩ । ক 'নিঃশেষং পরিণাম্যতে' । ৪ । হ 'পৃষ্ঠাহং' । ৫ । হ 'কথিতং সত্যং' । ৬ । হ 'হ' । ৭ । হ 'যাচ্যমানোহপি চ' ।

এবং হ্রমপরাধং মে ক্ষম্তুমর্হসি সূত্রত ।

নহি তুল্যং বলং সৌম্য স্ত্রিয়াশ্চ পুরুষশ্চ চ ॥ ৩৯ ॥

শ্রুত্বা তদ্বচনং ক্রুদ্ধস্তদা বৈশ্রবণাজ্জঃ ।

ধর্ষণং তাং পরাং শ্রুত্বা ধ্যানং সংপ্রবিবেশ হ ॥ ৪০ ॥

গুরোস্তৎ কশ্ম বিজায় তদা বৈশ্রবণাজ্জঃ ।

মুহূর্তাৎ ক্রোধতাত্ৰাক্ষস্তোয়ং জগ্রাহ পাণিনি ॥ ৪১ ॥

গৃহীত্বা সলিলং দিব্যমুপম্পৃশ্য যথাবিধি ।

শাপমুৎসৃজতে তস্মৈ রাবণশ্চ ছুরাসদম্ ॥ ৪২ ॥

৩৯। লো-টী। হে দেব, তুভ্যং স্বস্তঃ স্ত্রিয়াশ্চ পুরুষশ্চ চ নিরপরাধশ্চ বলমতিক্রমো নাস্তি ।

৪১। লো-টী। মুহূর্তাৰিজায় ।

৪২। লো-টী। উপম্পৃশ্য আচমা, ছুরাসদং ছল্লজ্বনীয়ম্ ।

সেই সকল অগ্রাহ করিয়া বলপূর্বক আমাকে ধর্ষণ করিলেন ॥ ৩৮ ॥

হে সৌম্য, হে সূত্রত, আপনি আমার এই অপরাধ ক্ষমা করুন, স্ত্রীলোকের ও পুরুষের শক্তি সমান নহে ॥ ৩৯ ॥

তখন বৈশ্রবণপুত্র নলকুবর তাহার কথা শ্রবণ করিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন এবং সেই বলাৎকারের কথা শুনিয়া ধ্যানস্থ হইলেন ॥ ৪০ ॥

তখন বৈশ্রবণতনয় মুহূর্তমধ্যে গুরুর তাদৃশ কর্মের কথা অবগত হইয়া ক্রোধে আরক্তচক্ষুঃ হইয়া হস্তে জল গ্রহণ করিলেন ॥ ৪১ ॥

পবিত্র জল গ্রহণপূর্বক যথাবিধি আচমন করিয়া রাবণের উদ্দেশে ছল্লজ্বনীয় অভিশাপ প্রদান করিলেন ॥ ৪২ ॥

১। হ 'জ্যৈষ্ঠকং ক্ষম্তুমর্হসি'। ২। হ 'দেব'। ৩। হ 'অধিকৃত'। ৪। হ 'শ্রোত'। ৫। হ 'শাপং তস্ত সদর্জাণ্ড রাক্ষসশ্চ হৃদারণব'।

অকামা তেন যস্মাদ্বং বলান্দ্বে প্রধষিতা ।

তস্মাৎ স যুবতীঃ সৰ্বা নাকামা ধৰ্ষয়িষ্যতি ॥ ৪৩ ॥

যদা ত্বকামাং কামার্ভো ধৰ্ষয়িষ্যতি যোষিতম্ ।

তদাস্ত সপ্তধা মূৰ্দ্ধা স্ফুটিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৪৪ ॥

তস্মিন্ প্রযুক্তে শাপে তু জ্বলিতাগ্নিসমপ্রভে ।

দেবদুন্দুভয়ো নেহুঃ পুষ্পরষ্টিশ্চ খাচ্চ্যুতা ॥ ৪৫ ॥

ব্রহ্মণা চ বিমুক্তোহত্র হাসস্তৃষ্ণাশ্চ দেবতাঃ ।

জ্ঞাত্বা লোকগতীঃ সৰ্ব্বাস্তস্মৈ মৃত্যুং চ রক্ষসঃ ॥ ৪৬ ॥

৪৩। লো-টী। তেন রাবণেন ।

৪৫। লো-টী। জলনস্রাঘেঃ অর্কস্ত সূর্য্যস্ত চ সমা প্রভা যন্ত তস্মিন্ ।

৪৬। লো-টী। লোকগতীঃ লোকানাং পতিব্রতাজনানাং বলাৎকারেণ গতীঃ ধর্ষণাভাব-  
প্রকারান্ মৃত্যুঞ্চ স্ত্রীনিবন্ধনম্ ।

হে ভদ্রে, তুমি অকামা হইলেও যেহেতু সেই রাবণকর্তৃক বলপূর্ব্বক ধর্ষিতা হইয়াছ, সেইজন্য সেই রাবণ কোন অকামা যুবতীকে [ আর ভবিষ্যতে ] ধর্ষণ করিতে পারিবেন না ॥ ৪৩ ॥

যদি কখনও সেই রাবণ কামার্ভ হইয়া অকামা স্ত্রীকে ধর্ষণ করেন, তখনই উহার মস্তক সপ্তধা বিদীর্ণ হইবে ॥ ৪৪ ॥

জলন্ত অগ্নির স্রায় প্রভাময় সেই শাপ প্রদত্ত হইলে দেবগণের দুন্দুভি বাজিতে লাগিল এবং আকাশ হইতে পুষ্পরষ্টি হইতে লাগিল ॥ ৪৫ ॥

ইহাতে পতিব্রতা স্ত্রীলোকদিগের [ সতীত্বরক্ষার ] উপায় এবং [ বলাৎকার করিলে ] সেই রাবণের মৃত্যু [ হইবে, ইহা ] অবগত হইয়া ব্রহ্মা হাস্ত করিলেন এবং দেবগণ সন্তুষ্ট হইলেন ॥ ৪৬ ॥



ভ্রাতৃ<sup>১</sup> চ স দশগ্রীবস্তং শাপং লোমহর্ষণম্ ।

নারীষু মৈথুনীভাবং নাকামাস্তভ্যবর্তয়ৎ ॥ ৪৭ ॥

ইতিার্ধে বাগ্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে নলকুবরশাপো নাম  
চতুস্ত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৪ ॥

৪৭। লো-ট। অভ্যপত্তত প্রাবর্তত ।

নলকুবরশাপঃ ॥ ৩৪ ॥

দশানন সেই রোমাঞ্চকর শাপের বিষয় অবগত হইয়া অকামা রমণীদিগকে  
[ আর বলপূর্বক ] সন্তোষ করিত না ॥ ৪৭ ॥

মহর্ষি বাগ্মীকি প্রণীত রামায়ণের আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে  
নলকুবরশাপ নামক চতুস্ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৪ ॥

## ( ৩৫ ) পঞ্চত্রিংশঃ সর্গঃ

কৈলাসং লজ্জয়িত্বা তু সসৈন্যবলবাহনঃ ।

আসসাদ মহাতেজা ইন্দ্রলোকং দশাননঃ ॥ ১ ॥

তস্য রাক্ষসসৈন্যস্য সমস্তাদুপযাস্ততঃ ।

দেবলোকে বভৌ শকো ভিগ্ধমানার্ণবোপমঃ ॥ ২ ॥

শ্রুত্বা তু রাবণং প্রাপ্তমিন্দ্রশ্চলিত আসনাৎ ।

দেবানথাত্রবীতত্র সৰ্ব্বানেষ সমাগতান্ ॥ ৩ ॥

আদিত্যাংশ্চ বসূন্ রুদ্রান্ সাধ্যাংশ্চ সমরুদগণান্ ।

সজ্জীভবত যুদ্ধার্থং রাবণস্য দুরাঅনঃ ॥ ৪ ॥

এবমুক্তান্ত শক্রেণ দেবাঃ শক্রসমা যুধি ।

সম্ভ্রান্ত মহাসত্ত্বা যুদ্ধশ্রদ্ধাসমম্বিতাঃ ॥ ৫ ॥

২। লো-টী। ভিগ্ধমানানাম্ অৰ্ণবানাং শব্দস্য উপমা যন্ত সঃ।

৪। লো-টী। সজ্জীভবত সমরুদীভবত কবচিত। ভবতেতার্থঃ। 'সজ্জা' ইতি বা পাঠঃ।

৫। লো-টী। সম্ভ্রান্ত সমনহন্ত।

মহাতেজাঃ দশানন সেনা, সেনাপতি এবং বাহনের সহিত কৈলাসপর্বত অতিক্রম করিয়া ইন্দ্রলোকে পৌঁছিল ॥ ১ ॥

চতুর্দিকে গমনকারী সেই রাক্ষসসৈন্যগণের কোলাহলধ্বনি উদ্বেলিত সমুদ্রের শব্দের স্থায় দেবলোকে শুনা যাইতে লাগিল ॥ ২ ॥

'রাবণ আসিয়াছে' এই কথা শুনিয়াই ইন্দ্র আসন হইতে উঠিয়া সেইস্থানে সমাগত আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, সাধ্যগণ এবং মরুদগণ প্রভৃতি সমস্ত দেবগণকে বলিলেন, আপনারা দুরাআ রাবণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হউন ॥ ৩-৪ ॥

যুদ্ধে ইন্দ্রতুল্য শক্তিসম্পন্ন মহাবলশালী দেবগণ ইন্দ্রের এই কথায়

স তু দীনঃ পরিত্রস্তো মহেন্দ্রো রাবণং প্রতি ।

বিষেণাঃ সমীপমাগত্য বাক্যমেতদ্বাচ হ ॥ ৬ ॥

বিষেণা কথং করিষ্যামি রাবণং রাক্ষসং প্রতি ।

অহোহতিবলবদ্রক্ষো যুদ্ধার্থমভিবৰ্ত্ততে ॥ ৭ ॥

বরপ্রদানাদ্বলবান্ ন খল্বন্তেন হেতুনা ।

তৎ তু সত্যং বচঃ কার্য্যং যদুক্তং পদ্মযোনিনা ॥ ৮ ॥

তদ্ যথা নমুচিৰ্ব্বত্রো বলিনরকসম্বরৌ ।

ত্বম্মন্ত্রং সমবক্তভ্য ময়া দন্ধাস্তথা কুরু ॥ ৯ ॥

ন হ্যন্তো দেব দেবেশ ত্বদৃতে মধুসূদন ।

গতিঃ পরায়ণং চাপি ত্রৈলোক্যে সচরাচরে ॥ ১০ ॥

৭। লো-টী। কথং কিম্ ?

৮। লো-টী। ন অন্তেন প্রকারেণ ।

৯। লো-টী। তথা কুরু অত্রাপি মন্ত্রং কুরু ।

১০। লো-টী। গতিরূপায়ঃ, পরায়ণং পরমাশ্রয়ঃ

সমরোৎসাহী হইয়া [ যুদ্ধার্থে ] সন্নক হইলেন ॥ ৫ ॥

রাবণের ভয়ে সর্বতোভাবে ভীত সেই বিপন্ন মহেন্দ্র বিষ্ণুর সমীপে আগমন করিয়া এই কথা বলিলেন— ॥ ৬ ॥

হে বিষ্ণো, রাক্ষস রাবণের বিরুদ্ধে কি উপায় অবলম্বন করিব ? অহো ! অত্যন্ত বলশালী সেই রাক্ষস যুদ্ধার্থে আগমন করিতেছে ॥ ৭ ॥

রাবণ কেবল বরদানপ্রভাবেই বলশালী, অণু কোন কারণে নয় ; পদ্মযোনি ব্রহ্মা যাহা বলিয়াছেন, সেই কথা সত্যরূপে পরিণত করা [ আমাদের ] উচিত ॥ ৮ ॥

অতএব আপনার মন্ত্রণাপ্রভাবে আমি যেক্রপ নমুচি, বৃত্ত, বলি, নরক এবং সম্বর অশুরকে দন্ধ করিয়াছি, সেইরূপ মন্ত্রণা প্রদান করুন ॥ ৯ ॥

হে দেবদেবেশ মধুসূদন, স-চরাচর ত্রিভুবনमध्ये আপনি ভিন্ন উপায় বা পরম আশ্রয় আর কেহ নাই ॥ ১০ ॥

‘ত্বং হি নারায়ণঃ শ্রীমান্ পদ্মনাভঃ সনাতনঃ ।

ত্বয়েমে স্থাপিতা লোকাঃ শক্রশ্চাহং সুরেশ্বরঃ ॥ ১১ ॥

তদাচক্ষু যথা তত্ত্বং দেবদেব মম স্বয়ম্ ।

অপি চক্রসহায়ত্ত্বং যোৎস্রসে রাবণং প্রতি ॥ ১২ ॥

এবমুক্তঃ স শক্রেণ দেবো নারায়ণঃ প্রভুঃ ।

অত্রবীম পরিভ্রাসঃ কর্তব্যঃ শ্রয়তাং চ মে ॥ ১৩ ॥

ন তাবদেষ দুষ্টিয়া শক্যো জেতুং সুরাসুরৈঃ ।

হস্তং বাপি সমাসাঢ় বরগুপ্তঃ স্বয়ম্ভুবঃ ॥ ১৪ ॥

সর্বথা তু মহৎ কৰ্ম্ম করিষ্যতি বলোৎকটঃ ।

রাক্ষসঃ পুত্রসহিতো দৃষ্টমেতন্ম সংশয়ঃ ॥ ১৫ ॥

১২। লো-টী। যথা তত্ত্বং কিং করোমীতি মম যথার্থম্, অপি প্রস্নে, কিমিত্যর্থঃ।

১৫। লো-টী। ময়ৈতদ্ দৃষ্টং জ্ঞাতম্, অত্র ন সংশয়ঃ ন সন্দেহঃ। ‘নিসর্গত’ ইতি পার্শ্বে  
স্বভাবত এব মহৎ কৰ্ম্ম করিষ্যতি।

‘আপনি সনাতন পদ্মনাভ শ্রীমান্ নারায়ণ। আপনার দ্বারাই এই লোক সকল  
স্থাপিত হইয়াছে, অধিক কি, আপনিই আমাকে সুরপতি ইন্দ্র করিয়াছেন ॥ ১১ ॥’

অতএব হে দেবদেব, আমার নিকটে সত্য কথা বলুন,—আপনি কি নিজেই  
চক্র ধারণ করিয়া রাবণের সহিত যুদ্ধ করিবেন ? ॥ ১২ ॥

সেই দেব প্রভু নারায়ণ ইন্দ্রের এই কথা শুনিয়া কহিলেন, আমার কথা  
শ্রবণ করুন, অতিশয় ভীত হওয়া উচিত নহে ॥ ১৩ ॥

ব্রহ্মার বরপ্রভাবে সুরক্ষিত এই দুষ্টিয়া রাবণকে দেবতা বা অসুরগণের  
কেহই জয় করিতে বা বধ করিতে সমর্থ হইবে না ॥ ১৪ ॥

আমি জানি, বলদৃগু এই রাক্ষস রাবণ পুত্রের সহিত সকল প্রকার মহৎ  
কার্য্য ( অসম্ভব কার্য্য ) করিবে, এ বিষয়ে সংশয় নাই ॥ ১৫ ॥

যত্নু মাং ত্বমভ্যৰিষ্ঠা যুধ্যস্বেতি সুরেশ্বর ।  
 নাগ তং প্রতিযোৎস্বেহং রাবণং রাক্ষসং যুধি ॥ ১৬ ॥  
 নাহুয়া সমরে শক্রং বিষ্ণুঃ প্রতিনিবর্ততে ।  
 দুর্লভৈশ্চৈব কামোহুত বরগুপ্তাং তু রাবণাং ॥ ১৭ ॥  
 প্রতিজানে তু দেবেন্দ্র ত্বৎসমীপে শতক্রতো ।  
 ভবিতাস্মি যথাস্থাহং রক্ষসো মৃত্যুকারণম্ ॥ ১৮ ॥  
 অহমেনং নিহন্তাস্মি রাবণং সপুরুষসরম্ ।  
 দেবতা নন্দয়িষ্যামি জাহ্নবা কালমুপাগতম্ ॥ ১৯ ॥  
 এতন্তে কথিতং তত্ত্বং দেবরাজ শচীপতে ।  
 যুধ্যস্ব বিগতক্রাসঃ সুরৈঃ সহ মহাবল ॥ ২০ ॥

১৬। লো-টী। ন প্রতিযোৎস্বে ন গ্রহরিষ্যে ।

১৮। লো-টী। অস্ত রক্ষসঃ ।

১৯। লো-টী। উপাগতমুপস্থিতম্ ।

দেবরাজ, আপনি যে আমাকে যুদ্ধ করিতে বলিলেন, আমি যুদ্ধক্ষেত্রে  
 অত্ন সেই রাক্ষস রাবণের প্রতিযোদ্ধা হইব না ॥ ১৬ ॥

বিষ্ণু কখনও সমরে শক্রসংহার না করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হয় না, কিন্তু  
 বরপ্রভাবে সুরক্ষিত রাবণের নিকট হইতে জয় লাভ করা অত্ন মুকঠিন ॥ ১৭ ॥

কিন্তু হে দেবরাজ শতক্রতো! আপনার নিকট প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে,  
 আমি এই রাক্ষস রাবণের মৃত্যুর কারণ হইব ॥ ১৮ ॥

সময় উপস্থিত বুঝিলে আমি এই রাবণকে সহচরবৃন্দের সহিত বধ করিয়া  
 দেবতাদিগকে আনন্দিত করিব ॥ ১৯ ॥

মহাবল দেবরাজ শচীপতে, এই আপনার নিকট যথার্থ কথা বলিলাম,  
 আপনি নির্ভয়ে দেবগণসমভিব্যাহারে [ রাক্ষসগণের সহিত ] যুদ্ধ করুন ॥ ২০ ॥

১। হ 'নাহ'। ২। হ '-যোৎসামি'। ৩। হ '-শ্চিব'। ৪। হ '-ক্টি'। ৫। হ 'ত'। ৬।  
 হ 'সেব'। ৭। হ 'সর্জ'।

এতস্মিন্নস্তরে নাদঃ শুশ্রূষে রজনীক্ষয়ে ।  
 তস্মৈ রাবণসৈন্যস্মৈ প্রবুদ্ধস্য সমস্ততঃ ॥ ২১ ॥  
 তে তে যোধা মহাবীৰ্যা অন্যান্যমভিবীক্ষ্য বৈ ।  
 সংগ্রামমেবাভিমুখা অভ্যবর্তন্ত হৃষ্টবৎ ॥ ২২ ॥  
 ততো দৈবতসৈন্যানাং সংকোভঃ সমজায়ত ।  
 তদক্ষয়ং মহাসৈন্যং দৃষ্ট্বা সমরদুর্জয়ম্ ॥ ২৩ ॥  
 ততো যুদ্ধং সমভবদ্দেবদানবরক্ষসাম্ ।  
 ঘোরং তুমুলনিহ্রাদং নানাপ্রহরণোত্তমম্ ॥ ২৪ ॥  
 এতস্মিন্নস্তরে শূরা রাক্ষসা ঘোরদর্শনাঃ ।  
 যুদ্ধার্থমভ্যবর্তন্ত সচিবা রাবণস্য তে ॥ ২৫ ॥

২১। লো-টী। প্রবুদ্ধস্য মহতঃ।

২৪। লো-টী। তুমুলনিহ্রাদং মহানিহ্রাদম্।

ইত্যবসরে নিশাবসানে চারিদিকে বিস্তৃত সেই রাবণসৈন্যগণের কোলাহল-ধ্বনি শুনা যাইতে লাগিল ॥ ২১ ॥

সেই মহাবলশালী রাক্ষসসৈন্যগণ সকলেই পরস্পরকে নিরীক্ষণপূর্বক ছুট্টিচিল্পে সংগ্রামোন্মুখ হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল ॥ ২২ ॥

তাহার পর সংগ্রামে দুর্জয় সেই অক্ষয় বিপুল সৈন্য দেখিয়া দেবসৈন্যগণের মধ্যে চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল ॥ ২৩ ॥

অবশেষে নানাপ্রকার অস্ত্রধারী দেব, দানব এবং রাক্ষসদিগের ভীষণ শব্দসকুল ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইল ॥ ২৪ ॥

ইতিমধ্যে রাবণের মন্ত্রী ঘোরদর্শন বীর রাক্ষসেরা যুদ্ধ করিবার জন্য উপস্থিত হইল ॥ ২৫ ॥

মারীচশ্চ প্রহস্তশ্চ মহাপার্ষমহোদরৌ ।

অকম্পনো নিকুন্তশ্চ শুকঃ সারণ এব চ ॥ ২৬ ॥

সংহ্রাদো ধুমকেতুশ্চ মহাদংষ্ট্রৌ ঘটোদরঃ ।

জম্বুমালী মহানাদো বিরূপাক্ষশ্চ রাক্ষসঃ ॥ ২৭ ॥

এতৈঃ সৰ্বৈবঃ পরিবৃত্তো মহাবীৰ্য্যমর্হাবলৈঃ ।

রাবণস্থার্য্যকঃ সৈন্যং সুমালী প্রবিবেশ হ ॥ ২৮ ॥

স দৈবতগণান্ সৰ্ব্বান্ নানাপ্রহরণৈঃ শিতৈঃ ।

ব্যাধ্বংসয়ৎ স্তসংক্রুদ্ধো বায়ুর্জলধরানিব ॥ ২৯ ॥

এতস্মিন্মন্তরে শুরো বসুনামষ্টমো বহুঃ ।

সাবিত্র ইতি বিখ্যাতঃ প্রবিবেশ মহারণম্ ॥ ৩০ ॥

সৈন্যৈঃ পরিবৃত্তো হৃষ্টৈর্নানাপ্রহরণোত্তৈঃ ।

ত্রাসয়ন্ শত্রুসৈন্যানি প্রবিবেশ রণাজিরম্ ॥ ৩১ ॥

২৮ । লো-টী । অগ্রতঃ প্রথমতঃ । ‘আর্য্যক’ ইতি পাঠে আর্য্যো মাতামহঃ ।

২৯ । লো-টী । ব্যাধ্বংসয়ৎ বানশয়ৎ ।

৩১ । লো-টী । নানাপ্রহরণোত্তৈঃ গৃহীতনানাপ্রহরণৈঃ ।

মারীচ, প্রহস্ত, মহাপার্ষ, মহোদর, অকম্পন, নিকুন্ত, শুক, সারণ, সংহ্রাদ, ধুমকেতু, মহাদংষ্ট্র, ঘটোদর, জম্বুমালী, মহানাদ এবং রাক্ষস বিরূপাক্ষ—এই সকল মহাবীৰ্য্যশালী মহাবলবান্ নিশাচরগণে পরিবেষ্টিত হইয়া রাবণের মাতামহ রাক্ষস সুমালী সৈন্যमध्ये প্রবেশ করিল ॥ ২৬-২৮ ॥

বায়ু যেমন মেঘরাশি বিধ্বংসিত করে, সেইরূপ সেই সুমালী অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া নানাবিধ স্তূতীক্ষ অস্ত্রসমূহদ্বারা সমস্ত দেবতাগণকে বিজ্ঞাবিত করিতে লাগিল ॥ ২৯ ॥

ইত্যবসরে সাবিত্র নামে বিখ্যাত বসুগণের মধ্যে বলবান্ অষ্টম বসু ভীষণ সমরক্ষেত্রে নানাবিধ অস্ত্রধারী উৎসাহিত সৈন্যগণে পরিবেষ্টিত হইয়া শত্রুসৈন্য-দিগকে ত্রাসিত করিতে করিতে প্রবেশ করিলেন ॥ ৩০-৩১ ॥

অথো পরো মহাবীৰ্য্যো কৃষ্টা পৃষা চ তৌ সমম্ ।

নিৰ্ভরৌ সহ সৈন্তেন তদা প্রাবিশতাং রণে ॥ ৩২ ॥

ততো যুদ্ধং সমভবৎ সুরাণাং সহ রাক্ষসৈঃ ।

ক্রুদ্ধানাং জয়কামানাং সমরেষনিবৰ্ত্তিনাম্ ॥ ৩৩ ॥

ততস্তে রাক্ষসাঃ সৰ্ব্বৈ বিবুধান্ সমরে স্থিতান্ ।

নানাপ্রহরণৈর্ঘোরৈর্জঘ্নুঃ শতসহস্রশঃ ॥ ৩৪ ॥

দেবাস্চ রাক্ষসান্ ঘোরান্ মহাবীৰ্য্যপরাক্রমান্ ।

সমরে বিমলৈঃ শস্ত্রৈরুপনিয্যুৰ্যমক্কয়ম্ ॥ ৩৫ ॥

এতস্মিন্মন্তরে রাম স্মালী নাম রাক্ষসঃ ।

নানাপ্রহরণৈঃ ক্রুদ্ধস্তৎ সৈন্তং সোহভ্যবৰ্ত্তত ॥ ৩৬ ॥

৩২ । লো-টী । সমং যুগপদেব ।

৩৬ । লো-টী । অভ্যবৰ্ত্তত আগচ্ছৎ

পরে কৃষ্টা এবং পৃষানামক অপর দুই নির্ভীক মহাবীর এক সময়েই রণক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন ॥ ৩২ ॥

অনন্তর জয়াভিলাষী সংগ্রামে অপরাধুত ক্রুদ্ধ দেবগণের রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥ ৩৩ ॥

সেই সকল রাক্ষসেরা ঘোরতর নানাবিধ অস্ত্রসমূহদ্বারা সমরস্থিত লক্ষ লক্ষ দেবতাকে আঘাত করিতে লাগিল ॥ ৩৪ ॥

দেবভারাও যুদ্ধে মহাবল পরাক্রান্ত ভীষণ রাক্ষসদিগকে তাক্র অস্ত্রের আঘাতে যমালয়ে পাঠাইতে লাগিলেন ॥ ৩৫ ॥

হে রাম, ইত্যবসরে রাক্ষস স্মালী ক্রুদ্ধ হইয়া বিবিধ অস্ত্র ধারণ করিয়া সেই সৈন্তের অভিমুখে ধাবিত হইল ॥ ৩৬ ॥



স দৈবতবলং সর্বং নানাগ্রহরণৈঃ শিতৈঃ ।

বান্ধবঃসয়ত সংক্রুদ্ধো বায়ুর্জলধরং যথা ॥ ৩৭ ॥

তে মহাবাণবর্ষৈশ্চ শূলপ্রাসৈশ্চ দারুণৈঃ ।

হন্যমানাঃ সুরাঃ সর্বৈ ন ব্যতিষ্ঠন্ত সংহতাঃ ॥ ৩৮ ॥

ততো বিদ্রাব্যমাণেষু দৈবতেষু স্মালিনা ।

বসূনামষ্টমো ভাগঃ সাবিত্রো বৈ ব্যবস্থিতঃ ; ৩৯ ॥

স বৃতঃ সৈরথানীকৈঃ প্রহরন্তং নিশাচরম্ ।

বিক্রমেণ মহাতেজা বারয়ামাস সংযুগে ॥ ৪০ ॥

ততস্তয়োর্মহদ যুদ্ধমভবল্লোমহর্ষণম্ ।

স্মালিনো বসোসৈশ্চব সমরেষুনিবর্তিনোঃ ॥ ৪১ ॥

৩৮। লো-টী। সংহতাঃ মিলিতাঃ।

৩৯। লো-টী। ভাগোংশঃ।

বায়ু যেক্রপ মেঘ বিনষ্ট করে, সেইরূপ সেই স্মালী সর্বতোভাবে ক্রোধান্বিত হইয়া নানাবিধ শাণিত অস্ত্রসমূহদ্বারা সেই সকল দেবসৈন্য বিদ্রাবিত করিতে লাগিল ॥ ৩৭ ॥

ঐহারা মহাবাণ বর্ষণ এবং শূল ও প্রাস প্রভৃতি নিদারুণ প্রহরণের আঘাতে রণস্থলে সম্মিলিত থাকিতে পারিলেন না ॥ ৩৮ ॥

মহাতেজাঃ অষ্টম বসু সাবিত্র এ পর্য্যন্ত স্থিরভাবে অবস্থান করিতেছিলেন ; স্মালী কর্তৃক দেবসৈন্য এইরূপ বিদ্রাবিত হইতে থাকিলে তিনি স্বীয় সৈন্যে পরিবৃত্ত হইয়া পরাক্রম প্রকাশপূর্বক প্রহারকারী সেই রাক্ষস স্মালীকে যুদ্ধে নিবারিত করিলেন ॥ ৩৯-৪০ ॥

সংগ্রামে অপরাধু্য সেই স্মালী এবং 'বসু'র লোমহর্ষণকর ভীষণ সংগ্রাম হইতে লাগিল ॥ ৪১ ॥

ততন্তু<sup>১</sup> মহাবাণৈর্<sup>২</sup>বসুনা স্তমহাস্তনা ।

নিহতঃ পন্নগরথঃ ক্লেণেন বিনিপাতিতঃ ॥ ৪২ ॥

হস্তা তু সংযুগে তন্তু রথং বাণশতৈশ্চিতম্ ।

গদাং তন্তু বধার্থায় বসুর্জগ্রাহ পাণিনা ॥ ৪৩ ॥

ততঃ প্রগৃহ্য দীপ্তাগ্রাং কালদণ্ডোপমাং গদাম্ ।

তাং মুক্ধি পাতয়ামাস সাবিত্রো বৈ স্তমালিনঃ ॥ ৪৪ ॥

সা তন্তোপরি চোক্ষাভা পতন্তী বিবভৌ গদা ।

ইন্দ্রপ্রমুক্তা গর্জন্তী গিরাবিব মহাশনিঃ ॥ ৪৫ ॥

তন্তু নৈবাস্থি ন শিরো ন মাংসং দৃশ্যতে তদা ।

গদয়া ভস্মতাং নীতো<sup>৩</sup> নিহতঃ স রণাজিরে ॥ ৪৬ ॥

৪৫ । লো-টী । যথা যথাবৎ প্রমুক্তা গদা, গিরাবিব ।

স্তমহাস্তা বসু মহাবাণসমূহদ্বারা তাহার পন্নগরথ বিনষ্ট করিয়া ক্লগকাল মধ্যেই পাতিত করিলেন ॥ ৪২ ॥

শত শত বাণদ্বারা সমাচ্ছন্ন করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে তাহার রথ বিনষ্ট করত তাহাকে বধ করিবার জন্য 'বসু' হস্তে গদা গ্রহণ করিলেন ॥ ৪৩ ॥

বসু সাবিত্র কালদণ্ডের স্থায় দীপ্তাগ্র সেই গদা লইয়া স্তমালীর মস্তকে প্রহার করিলেন ॥ ৪৪ ॥

ইন্দ্রকর্তৃক যেরূপ মহাবজ্র নিক্ষিপ্ত হইয়া গর্জনপূর্বক পর্বতের উপরে পতিত হয়, সেইরূপ উদ্ধার ন্যায় প্রদীপ্তা গদা তাহার উপর পড়িয়া দীপ্তি পাইতে লাগিল ॥ ৪৫ ॥

সেই স্তমালী গদাদ্বারা নিহত হইল, তাহার শরীর ভস্মীভূত হইয়া গেল, রণক্ষেত্রে তাহার অস্থি, মাংস, বা মস্তক, কিছুই দেখা গেল না ॥ ৪৬ ॥

তং দৃষ্ট্বা নিহতং সংখ্যে রাক্ষসাস্তে সমস্ততঃ ।

-ব্যদ্রবন্ সহিতাঃ সর্বের্ ক্রোশমানাঃ পরস্পরম্ ॥ ৪৭ ॥

ইত্যার্ষে বাণীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে স্তমালিবধো নাম  
পঞ্চত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৫ ॥

৪৭। লো-টী। ক্রোশমানাঃ পরস্পরমাহ্বয়ন্তঃ ।

স্তমালিবধঃ ॥ ৩৫ ॥

সেই রাক্ষসেরা তাহাকে রণে নিহত দেখিয়া পরস্পরকে আহ্বান করিতে  
করিতে সকলে এক সঙ্গে পলায়ন করিল ॥ ৪৭ ॥

মহর্ষি বাণীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে স্তমালিবধ-নামক  
৩৫শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৫ ॥

(৩৬) ষট্‌ত্রিংশঃ সর্গঃ

সুমালিনং হতং দৃষ্ট্বা বসুনা ভস্মসাৎকৃতম্ ।

স্বসৈন্যং বিদ্রুতং চাপি লক্ষয়িত্বাদিতং স্তরৈঃ ॥ ১ ॥

ততঃ স বলবান্ ক্রুদ্ধো রাবণশ্চ স্ততস্তদা ।

নিবর্ত্য রাক্ষসান্ সর্বান মেঘনাদো ব্যবস্থিতঃ ॥ ২ ॥

স রথেন মহাহেণ কামগেন মহারথঃ ।

অভিছুদ্রাব তৎ সৈন্যমগ্নিঃ কক্ষমিব জ্বলন্ ॥ ৩ ॥

ততঃ প্রবিশতস্তশ্চ বিবিধায়ুধধারণঃ ।

বিদ্রুতবুর্দ্দিশঃ সর্বা দর্শনাদেব দেবতাঃ ॥ ৪ ॥

ন বভূব তদা কশ্চিদ যুযুৎসোরশ্চ সংমুখে ।

সর্বানবেক্ষ্য বিদ্রুস্তাংস্ততঃ শক্ৰোহব্রবীষচঃ ॥ ৫ ॥

৩। লো-টী। কক্ষং শুষ্কত্বগম্ ।

৫। লো-টী। যুদ্ধাদেবোরশ্চ যুধ্যতো ঘোরস্তেত্যর্থঃ। 'যুযুৎসোরশ্চ'তি বা পাঠঃ। আবিষ্ক-  
বিত্তান্ আবিষ্কাস্তাভিতাক্ষেতি তান্ ।

বসুকর্তৃক সুমালী নিহত এবং ভস্মীকৃত দেখিয়া এবং দেবগণকর্তৃক পীড়িত  
স্বীয় সৈন্যকে পলায়িত লক্ষ্য করিয়া রাবণনন্দন বলবান্ মেঘনাদ কুপিত হইয়া  
সমস্ত রাক্ষসদিগকে ফিরাইয়া আনিয়া [ সৈন্যমধ্যে ] শৃঙ্খলা স্থাপন করিল ॥ ১-২ ॥

প্রজ্বলিত অগ্নি যেরূপ শুষ্কত্বগামীমুখে ধাবিত হয় তদ্রূপ সেই মহারথ  
মেঘনাদ কামগামী মহামূল্য রথে আরোহণ করিয়া সেই সৈন্যগামীমুখে ধাবিত  
হইল ॥ ৩ ॥

বিবিধ অস্ত্রধারী রাক্ষস প্রবেশ করিতেছে দেখিয়াই দেবতাগণ চতুর্দিকে  
পলায়ন করিতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥

তৎকালে কেহই রণপরায়ণ এই রাক্ষসের সম্মুখে অবস্থান করিতে পারিলেন  
না। ইহা সেই দেবগণকে সমস্ত দেখিয়া বলিলেন— ॥ ৫ ॥

ন ভেতব্যং ন গন্তব্যং নিবর্ত্তধ্বং রণে সুরাঃ ।

এষ গচ্ছতি পুত্রো মে যুদ্ধার্থমপরাজিতঃ ॥ ৬ ॥

ততং শক্রসুতো দেবো জয়ন্ত ইতি বিশ্রুতঃ ।

রথেনাদ্ভুতকল্লেন সংগ্রামং সৌহৃদ্যবর্ত্তত ॥ ৭ ॥

ততস্তে ত্রিদশাঃ সর্ব্বৈ পবিবার্য্য শচীসুতম্ ।

রাবণস্য সূতং যুদ্ধে সমাসাশ্রু প্রতস্থিরে ॥ ৮ ॥

তেষাং যুদ্ধং সমভবদেবদানবরক্ষসাম্ ।

মহেন্দ্রস্য চ পুত্রস্য রাক্ষসেন্দ্রসুতস্য চ ॥ ৯ ॥

ততো মাতলিপুত্রো তু গোমুখে স হি রাবণিঃ ।

সারথৌ পাতয়ামাস শরান্ কনকভূষিতান্ ॥ ১০ ॥

৭। লো-টা। অদ্ভুতকল্লেন অদ্ভুতস্ত নানাবিধচিত্রস্ত কল্লঃ কল্লনং যত্র তেন

৮। লো-টা। প্রজস্থিরে প্রহারং চক্রিরে।

১০। লো-টা। ততো রাবণিঃ।

দেবগণ ! ভয় নাই তোমরা ফিরিয়া আইস, পলায়ন করিও না, এই আমার পুত্র অপরাধেয় জয়ন্ত যুদ্ধ করিবার জন্য যাইতেছেন ॥ ৬ ॥

পরে 'জয়ন্ত' এই নামে প্রসিদ্ধ ইন্দ্রপুত্র বিচিত্র সজ্জায় সজ্জিত রথে আরোহণ করিয়া সংগ্রামাভিমুখে অগ্রসর হইলেন ॥ ৭ ॥

তখন সেই দেবতারা সকলে শচীপুত্রকে পরিবেষ্টন করিয়া সংগ্রামক্ষেত্রে রাবণনন্দনের সম্মুখে গমন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৮ ॥

মহেন্দ্রতনয় জয়ন্ত ও রাবণতনয় মেঘনাদের এবং দেব, দানব ও রাক্ষস-দিগের যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥ ৯ ॥

রাবণপুত্র মেঘনাদ মাতলিপুত্র সারথি গোমুখের উপর সুবর্ণভূষিত বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিল ॥ ১০ ॥

১। হ 'সংগ্রামে'। ২। হ 'প্রসিদ্ধিরে'। ৩। হ 'পুত্রস্ত'। ৪। হ 'যত্র স রাবণঃ'। ৫। হ 'যেঃ'। ৬। হ 'কুশলান্'।

শচীস্থতশ্চাপি তথা জয়ন্তস্তস্মৈ সারথিম্ ।

তং চৈব রাবণিং ক্রুদ্ধঃ সমরে প্রত্যবিধ্যত ॥ ১১ ॥

সহি ক্রোধসমাবিক্টৌ বলী বিস্ফারিতেষ্কণঃ ।

রাবণিঃ শক্রতনয়ং শরবর্ষৈরবাকিরৎ ॥ ১২ ॥

ততো নানাগ্রহরণান্ শিতধারান্ সহস্রশঃ ।

পাতয়ামাস সংক্রুদ্ধঃ সুরসৈন্তেষু রাবণিঃ ॥ ১৩ ॥

শতদ্বী-মুখলপ্রাসগদাখড়্গপরশ্বধান্ ।

মহাস্তি চাদ্রিশৃঙ্গাণি পাতয়ামাস রাবণিঃ ॥ ১৪ ॥

ততঃ প্রব্যথিতা লোকাস্তমশ্চ সমজায়ত ।

তস্মৈ রাবণপুত্রস্মৈ শক্রসৈন্তানি বিদ্রুতঃ ॥ ১৫ ॥

১৫। লো-টী। লোকা দেবলোকাঃ, তমশ্চ অন্ধকারশ্চ সমজায়ত অভূৎ। কিমর্থম্? শক্রসৈন্তানি নিদ্রতো হেতোঃ।

শচীতনয় জয়ন্তও ক্রুদ্ধ হইয়া রাবণতনয় এবং তাহার সারথিকে যুদ্ধে  
বিদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ১১ ॥

সেই বলবান্ মেঘনাদও ক্রোধে চক্ষুঃ বিস্ফারিত করিয়া বাণবর্ষণ পূর্বক  
ইন্দ্রতনয়কে আকীর্ণ করিয়া ফেলিল ॥ ১২ ॥

পরে মেঘনাদ বিষম কুপিত হইয়া নানা রকমের সহস্র সহস্র শাণিত গ্রহরণ  
দেবসৈন্তগণের উপরে নিক্ষেপ করিতে লাগিল ॥ ১৩ ॥

রাবণপুত্র মেঘনাদ শতদ্বী, মুখল, প্রাস, গদা, খড়্গা, পরশ্বধ এবং বিশাল  
পর্বতশৃঙ্গ সকল নিক্ষেপ করিল ॥ ১৪ ॥

শক্রসৈন্যবধকারী সেই রাবণপুত্র মেঘনাদের মায়ায় অন্ধকার আবির্ভূত  
হইল এবং তাহাতে দেবতারা অতিশয় ব্যথিত হইলেন ॥ ১৫ ॥

ততস্তুদৈবতবলং সমস্তাং শরবিক্ষতম্ ।

বহুপ্রকারমশ্বং তত্র তত্র স্ম ধাবতি ॥ ১৬ ॥

নাভিজজু স্তদাশ্বোশ্বং রাক্ষসাঃ দৈবতানি চ ।

তত্র তত্র বিপর্যাসাং সমস্তাং পরিধাবিতম্ ॥ ১৭ ॥

দেবা দেবান্ নিজঘ্নুশ্চ রাক্ষসা রাক্ষসাংস্তথা ।

সংযুতাস্তমসচ্ছিন্না ব্যদ্রবন্ত পরে তথা ॥ ১৮ ॥

এতস্মিন্নস্তরে বীরঃ পুলোমা নাম বীর্যবান্ ।

দৈত্যেন্দ্রেস্তেন সংগৃহ্য শচীপুত্রোহপবাহিতঃ ॥ ১৯ ॥

১৬। লো-টী। ততোহন্ধকারাক্ষেতোঃ শচীমুতসহিতং দৈবতবলং বহুপ্রকারং যথা ভবতি তত্র তত্র যুদ্ধস্থলে অশ্বশ্বং অপ্রকৃতিশ্বং তথা ধাবতি স্ম। ‘অশ্বস্ত’মিতি পাঠে জয়াশ্বাসরহিতম্।

১৭-১৮। লো-টী। নাভিজজুঃ ন জ্ঞাতবন্তঃ। বিপর্যাসাং তত্র তত্র তমসি স্বপরসৈন্তান-  
ভিজ্ঞানং সমস্তাং সর্কৈরেব সর্কৈ পরিবারিতাঃ। ‘পরিধাবিতা’ ইতি বা পাঠঃ। তদেবাহ দেবা ইতি। অপরে কেচন।

১৯। লো-টী। যঃ পুলোমা তেন অপবাহিতো নীতঃ।

তখন চারিদিক হইতে বাণজালে ক্ষতবিক্ষত দেবসৈন্তগণ নানাপ্রকারে  
অশ্বশ্ব হইয়া যুদ্ধস্থলে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৬ ॥

রাক্ষস এবং দেবতাগণ পরস্পর পরস্পরকে চিনিতে পারিলেন না,  
তাহারা ভ্রমবশে ইতস্ততঃ চারিদিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৭ ॥

দেবতারা দেবতাদিগকে প্রহার করিতে লাগিলেন এবং রাক্ষসেরা রাক্ষস-  
দিগকে প্রহার করিতে লাগিল, কেহ কেহ অন্ধকারে আচ্ছন্ন ও নিতান্ত বিমূঢ়  
হইয়া পলায়ন করিল ॥ ১৮ ॥

ইত্যবসরে বীর্যবান্ বীর পুলোমানামক দৈত্যরাজ শচীতনয় জয়ন্তকে লইয়া  
প্রস্থান করিল ॥ ১৯ ॥

১। হ ‘স-শচীমুতম্’। ২। হ ‘-মবহনভবং শরপীড়িতম্’। ৩। ক ‘নাভিজজু-’(?)। হ ‘নাত্যজানন্ত  
চা-’। ৪। হ ‘রক্ষো বা দেবতাধ বা’। ৫। হ ‘-বতঃ’। ৬। হ ‘-স্তে’। ৭। হ ‘-সাদ্ রাক্ষসাতথা’।  
৮। হ ‘-রপ-’।

সংগৃহ্য তং তু নপ্তারং প্রবিষ্টঃ সাগরং তদা ।  
 আৰ্য্যকঃ স হি তস্মাসীৎ পৌলোমী যেন সা শচী ॥ ২০ ॥  
 স্তাত্বা প্রণাশং তু তদা জয়ন্তস্তাথ দেবতাঃ ।  
 ভগ্নদর্পাস্ততঃ সৰ্ব্বা ভয়ান্তাঃ সংপ্রহুর্জবুঃ ॥ ২১ ॥  
 রাবণিস্থথ সংক্রুদ্ধো বলৈঃ পরিবৃত্তঃ স্বকৈঃ ।  
 অভ্যধাবত দেবাংস্তান্ মুমোচ চ মহাস্থনম্ ॥ ২২ ॥  
 স্তাত্বা প্রণাশং পুত্রস্য দৈবতেষু চ বিদ্রবম্ ।  
 মাতলিং প্রাহ দেবেন্দ্রো রথঃ সমুপনীয়তাম্ ॥ ২৩ ॥  
 স তু দিব্যো মহাভীমঃ সজ্জ এব মহারথঃ ।  
 উপস্থিতো মাতলিনা বাহুমানো মহাজবঃ ॥ ২৪ ॥

২০। লো-টী। তস্ত জয়ন্তস্ত আৰ্য্যকো মাতামহঃ।

২১। লো-টী। প্রণাশমদর্শনম্।

২৩। লো-টী। বিদ্রবং পলায়নম্।

২৪। লো-টী। মাতলিনা বাহুমানো মহারথঃ।

পুলোমা দৌহিত্রকে লইয়া তৎকালে পাতালপুরে প্রবেশ করিল; সেই  
 পুলোমা জয়ন্তের মাতামহ, এইজন্তই শচী দেবীর নাম পৌলোমী ॥ ২০ ॥

তখন দেবতারা জয়ন্তকে না দেখিয়া সকলে ভগ্নদর্প এবং ভয়ান্ত হইয়া  
 পলায়ন করিলেন ॥ ২১ ॥

পরে মেঘনাদও স্বীয় সৈন্যবৃন্দে পরিবৃত্ত হইয়া কোপবশতঃ বিকটরবে চীৎকার  
 করিতে করিতে দেবতাগণের পশ্চাৎ ধাবিত হইল ॥ ২২ ॥

পুত্রের অদর্শন এবং দেবতাদিগের পলায়নের কথা জানিয়া দেবরাজ ইন্দ্র  
 মাতলিকে বলিলেন, 'রথ আনয়ন কর' ॥ ২৩ ॥

সেই দিবা মহারথ সজ্জিতই ছিল [ সুতরাং ] অত্যন্ত বেগশালী সেই

১। হ 'তো তু দৌহিত্রং'। ২। হ 'সহিতঃ [?] স্তাসীৎ'। ৩। হ 'সৰ্ব্বৈ'। ৪। হ 'বিদ্রব'। ৫।

হ 'গাহ দেবেন্দ্রো'।



ততো মহারথে তস্মিন্স্থড়িহস্তো বলাহকাঃ ।

অথ্রতো বায়ুচপলা নেহুঃ পরমনিশ্বনাঃ ॥ ২৫ ॥

নানাবাচ্যান্যবাচস্ত গন্ধর্ব্বাশ্চ জগুস্তদা ।

ননৃভূচ্চাপ্সরঃসংঘা নির্ঘ্যাতে ত্রিদশেশ্বরে ॥ ২৬ ॥

রুদ্রের্ব্বশ্চভিরাদিত্যৈরশ্বিত্যাং স-মরুদগণৈঃ ।

ব্রতো নানাপ্রহরণৈর্নির্যযৌ ত্রিদশাধিপঃ ॥ ২৭ ॥

নির্গচ্ছতস্ত শক্রস্ত পরুষঃ পবনো ববৌ ।

ভাস্করো নিশ্প্রভশৈচব মহোন্ধাশ্চ প্রপেদিরে ॥ ২৮ ॥

এতস্মিন্স্থরে শূরো দশগ্রীবঃ প্রতাপবান্ ।

আরুরোহ রথং দিব্যং নির্মিতং বিশ্বকর্মাণা ॥ ২৯ ॥

২৫। লো-টী। বায়ুচপলা বায়ুচপলাঃ।

২৮। লো-টী। প্রপেদিরে পতিতাঃ।

২৯। লো-টী। অস্তরে এতস্মিন্স্থেব সময়ে।

মহাভয়ঙ্কর রথ মাতলিকর্জুক চালিত হইয়া [ তৎক্ষণাৎ ] উপস্থিত হইল ॥ ২৪ ॥

পরে সেই মহারথের পুরোভাগে বিদ্যুৎআলায় সুশোভিত মেঘসমূহ বায়ুদ্বারা চালিত হইয়া শব্দ করিতে লাগিল ॥ ২৫ ॥

দেবরাজ ইন্দ্র যুদ্ধযাত্রায় বহির্গত হইলে গন্ধর্ব্বগণ গান করিতে লাগিল, নানাবিধ বাস্ত্র বাদিত হইল এবং অঙ্গরাগণ নৃত্য করিতে লাগিল ॥ ২৬ ॥

দেবরাজ ইন্দ্র রুদ্রগণ, বসুগণ, আদিত্যগণ, মরুদগণ এবং অশ্বিনীকুমার যুগলে পরিবেষ্টিত হইয়া বিবিধ প্রহরণ ধারণপূর্ব্বক যাত্রা করিলেন ॥ ২৭ ॥

ইন্দ্রের যাত্রাকালে বায়ু পরুষভাবে বহিতে লাগিল, সূর্য্য প্রভাহীন হইলেন এবং ভয়ঙ্কর উদ্ভাসকল পতিত হইল ॥ ২৮ ॥

এই সময়ে প্রতাপশালী বীর দশানন বিশ্বকর্ম্মার নির্মিত রোমাঞ্চজনক

পন্নগৈঃ স্তম্ভাকায়ৈর্বেষ্টিতং লোমহর্ষণৈঃ ।

যেষাং নিশ্বাসবাতেন প্রদীপ্তমিব সংযুগম্ ॥ ৩০ ॥

দৈত্যৈর্নিশাচরৈর্বোতৈঃ স রথঃ পরিবারিতঃ ।

সমরাভিমুখো দিব্যো মহেন্দ্রঃ সোহভ্যবৰ্ত্তত ॥ ৩১ ॥

পুত্রং তং বারয়িত্বা তু স্বয়মেব ব্যবস্থিতঃ ।

সোহপি যুদ্ধাদ্বিনিশ্রম্য রাবণিঃ সমুপাৰিণং ॥ ৩২ ॥

ততো যুদ্ধং প্রবৃত্তস্ত স্মরাণাং রাক্ষসৈঃ সহ ।

শস্ত্রাভিবর্ষণং ঘোরং মেঘানামিব সংযুগে ॥ ৩৩ ॥

কুস্তকর্ণস্ত দুষ্ঠাত্মা নানাপ্রহরণোদ্যতঃ ।

নাজ্জায়ত তদা রাজন্ যুদ্ধং কেনাভ্যপদ্যত ॥ ৩৪ ॥

৩০ । লো-টী । বেষ্টিতং রথবিশেষণম্, প্রদীপ্তং প্রতপ্তমিব ।

৩৩ । লো-টী । বন্দ যুদ্ধং ততো যুদ্ধং শস্ত্রাভিবর্ষণম্ ।

৩৪ । লো-টী । কেন প্রকারেণ বন্দম্ অভ্যপদ্যত প্রাপং । কেনাপি নাজ্জায়ত ইত্যম্বয়ঃ ।

‘রাজাজ্জয়া তদা রাজন্ হস্তং কেনাভ্যপদ্যতে’তি পাঠে কেন প্রজাপতিগণেন সহ হস্তং যোদ্ধুম্ অভ্যপদ্যত যুদ্ধোৎকৃষ্টত্যাৎ ।

মহাকায় সর্পগণকর্তৃক পরিবেষ্টিত উৎকৃষ্ট রথে আরোহণ করিল, ঐ সকল সর্পের নিশ্বাসবায়ুদ্বারা যুদ্ধক্ষেত্রে যেন উত্তপ্ত হইয়া উঠিল ॥ ২৯-৩০ ॥

ভয়ঙ্কর রাক্ষস এবং দেবতাবৃন্দে পরিবেষ্টিত সেই উৎকৃষ্ট রথ যুদ্ধক্ষেত্রে অভিমুখ হইল, রাবণ দেবেশ্বরের দিকে ধাবিত হইল ॥ ৩১ ॥

পুত্র মেঘনাদকে নিবারণ করিয়া রাবণ নিজেই যুদ্ধে ব্যাপ্ত হইল, রাবণপুত্র মেঘনাদও যুদ্ধক্ষেত্রে হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া উপবেশন করিল ॥ ৩২ ॥

পরে যুদ্ধক্ষেত্রে রাক্ষসদিগের সহিত দেবতাদিগের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল, মেঘের বারিবর্ষণের ন্যায় ভয়ঙ্কর শস্ত্র বর্ষণ হইতে লাগিল ॥ ৩৩ ॥

হে রাজন্, নানাপ্রহরণধারী দুষ্ঠাত্মা কুস্তকর্ণ তখন কাহার সহিত

দৈন্তে: পাদৈর্ভুজৈর্হস্তৈ: শক্তিভোমরমুদগৈ: ।

যেন যেনৈব সংক্রুদ্ধস্তাড়য়ামাস দেবতা: ॥ ৩৫ ॥

স তু রুদ্রৈর্দৈর্ঘ্যঘোরৈ: সংগম্যাথ নিশাচর: ।

যুযুৎসুতৈশ্চ সংগ্রামে ক্ষত: শত্ৰুনিরন্তরম্ ॥ ৩৬ ॥

ততস্তদ্রাক্ষসং সৈন্যং দৈবতৈ: সমরুদগণৈ: ।

রণে বিদ্রাবিতং সর্বং নানাংপ্রহরণৈস্তদা ॥ ৩৭ ॥

কেচিদ্ধিনিহতা ভূমৌ ব্যচেষ্টন্ত নিশাচরা: ।

বাহনেষথ সংসক্তা: স্থিতা এবাপরে রণে ॥ ৩৮ ॥

৩৫। লো-টা। ভূজৈর্ভুজদণ্ডৈঃ কঠৈর্হস্তৈঃ পঞ্চাশৈঃ। যেন যেন প্রকারেণ স ক্রুদ্ধঃ দেবতাভিঃ ক্রোধং কারিতঃ, তা দেবতাঃ। স ক্রুদ্ধকর্ণঃ প্রযুক্তঃ প্রহরন্ তৈ রুদ্রৈঃ শত্ৰুনিরন্তরো নিশ্চিহ্নঃ কৃতঃ।

৩৮। লো-টা। সংসক্তা আসক্তাঃ।

যুদ্ধ করিতেছিল তাহা জানা যায় নাই ॥ ৩৪ ॥

সে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া দন্ত, পদ, বাহু, হস্ত, শক্তি, তোমর, মুদগর যাহা ইচ্ছা তাহা দিয়াই দেবতাদিগকে প্রহার করিতেছিল ॥ ৩৫ ॥

অনন্তর যুযুৎসু সেই রাক্ষস ক্রুদ্ধকর্ণ অতিশয় ভয়ঙ্কর রুদ্রগণের সহিত সংগ্রামে মিলিত হইয়া তাঁহাদের শস্ত্রাঘাতে নীরক্ৰভাবে ক্ষতবিক্ষত হইল ॥ ৩৬ ॥

পরে মরুদগণের সহিত দেবগণ বহুবিধ অস্ত্রদ্বারা যুদ্ধে সমস্ত রাক্ষস-সৈন্যকে বিধ্বস্ত করিলেন ॥ ৩৭ ॥

কোন কোন রাক্ষস সংগ্রামে নিহত হইয়া ভূতলে লুপ্ত হইতে লাগিল, কেহ কেহ [ নিহত হইয়াও ] বাহনের উপরেই সংলগ্ন হইয়া রহিল ॥ ৩৮ ॥

কেচিমাগান্ খরানুষ্ঠান্ পন্নগাংস্তুরগাংস্তথা ।

শিশুমারান্ বরাহাংশ্চ পিশাচবদনানপি ॥ ৩৯ ॥

আলিঙ্গ্যালিঙ্গ্য বাহুভ্যাং বিষ্টক্কা এব সংস্থিতাঃ ।

দেবৈবস্ত শাস্ত্রসংভিমা মত্বিরে চ নিশাচরাঃ ॥ ৪০ ॥

চিত্রকর্ষ ইবাভাতি তেযাং স রণবিপ্লবঃ ।

নিহতানাং প্রবুদ্ধানাং রাক্ষসানাং মহীতলে ॥ ৪১ ॥

তোয়শোণিতবিশুদ্ধা কাকগৃধ্রসমাকুলা ।

প্রবৃতা সংযুগতলে শাস্ত্রগ্রাহবতী নদী ॥ ৪২ ॥

৩৯। লো-টী। পিশাচবদনান্ রাক্ষসান্।

৪০। লো-টী। আলিঙ্গ্যালিঙ্গ্য স্থিতা ইতি পূর্বেণাঘ্যঃ। বিষ্টকান্ নিষ্ক্রিয়ান্ এক-  
সংস্থিতান্ কেবলসংস্থিতান্ উপরেমিরে যুদ্ধান্নিবৃত্তাঃ।

৪১। লো-টী। তেযাং স রণবিপ্লবঃ সা রণগতিঃ চিত্রকর্ষবৎ চিত্রকর্ষ যথা  
কদাচিদর্শকরূপং কদাচিৎ সম্পূর্ণরূপং তথা।

৪২। লো-টী। শোণিতমেব তোয়ং তোয়শোণিতং তন্ত বিশুদ্ধঃ শ্রবণং যত্নাং সা।

কেহ হস্তী, কেহ খর, কেহ উষ্ট্র, কেহ সর্প, কেহ অশ্ব, কেহ শিশুমার,  
কেহ বরাহ, কেহ পিশাচযুখ বাহন সকলকে বাহুদ্বারা আলিঙ্গন করিয়া  
স্থিরভাবে অবস্থান করিতে লাগিল এবং দেবগণের অস্ত্রপ্রহারে ক্ষতবিক্ষত হইয়া  
নিহত হইল ॥ ৩৯-৪০ ॥

ভূতলে নিহত রাক্ষসদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তাহাদের সেই  
রণবিপ্লব চিত্রকার্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৪১ ॥

রণক্ষেত্রে কাক ও গৃধ্রবৃন্দে সমাচ্ছিন্না অস্ত্ররূপ জলজন্তু-বিশিষ্টা রক্তনদী  
প্রবাহিত হইতে লাগিল ॥ ৪২ ॥

১। হ 'নাংস্তথা'। ২। হ 'বিশ্বস্তানেকশঃ স্থিতান্'। ৩। হ 'দৈবতৈঃ'। ৪। হ 'রাক্ষসা  
বিললক্ষিরে'। ৫। হ 'দেব চাভ্যস্তি স তেযাং রণসংঘবঃ'। ৬। হ 'নি'। ৭। হ 'কর্ষ'। ৮। হ 'গে তদ'।

এতস্মিন্নস্তরে ক্রুদ্ধো দশগ্রীবঃ প্রতাপবান্ ।

অপশুদ্বলমাত্মীয়ং ত্রিদশৈর্বিবনিপাতিতম্ ॥ ৪৩ ॥

স তু তং প্রবিগাহ্যশু মহাস্তং সৈন্যসাগরম্ ।

দেবতাঃ সমতিক্রম্য শক্রমেবাত্যধাবত ॥ ৪৪ ॥

ততঃ শক্রো মহচ্চাপং ব্যস্ফারয়দনুভ্রমম্ ।

যস্য বিস্ফারঘোষণে স্বনন্তি স্ম দিশো দশ ॥ ৪৫ ॥

তদ্বিকৃষ্য মহচ্চাপমিস্ত্রো রাবণবক্ষসি ।

নিপাতয়ামাস তদা শরান্ পাবকসম্মিতান্ ॥ ৪৬ ॥

তথৈব চ মহাবাহুর্দশগ্রীবো ব্যবস্থিতঃ ।

শক্রং কাম্মু'কবিভ্রষ্টৈঃ শরবর্ষৈরবাকিরং ॥ ৪৭ ॥

৪৫। লো-টী। ব্যস্ফারয়ং টঙ্কারং কৃতবান্। বিস্ফারঘোষণে টঙ্কারশব্দেন।

ইতিমধ্যে প্রতাপশালী ক্রুদ্ধ দশানন দেখিল যে দেবতারা তাহার সৈন্য সকল সংহার করিতেছেন ॥ ৪৩ ॥

রাবণ তৎক্ষণাৎ সেই বিশাল সৈন্যসমুদ্রমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেবগণকে অতিক্রমপূর্বক ইন্দ্রের দিকেই ধাবিত হইল ॥ ৪৪ ॥

পরে ইন্দ্র অত্যুত্তম বিশাল ধনুক বিস্ফারণ করিলেন, যাহার বিস্ফারণশব্দে দশ দিক প্রতিধ্বনিত হইল ॥ ৪৫ ॥

তখন ইন্দ্র সেই বিশাল ধনুক আকর্ষণ করিয়া অগ্নিতুল্য বাণসকল রাবণের বক্ষঃস্থলে নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৪৬ ॥

মহাবাহু রাবণও সেইরূপ ধনুর্বিচ্যুত বাণবর্ষণদ্বারা ইন্দ্রকে আকৌর্ণ করিল ॥ ৪৭ ॥

ততঃ প্রবৃক্ষ্যোন্তত্র শরবর্ষৈঃ সমস্ততঃ ।

নাক্সায়ত তদা কিঞ্চিৎ তমসা সর্ববতো বৃতম্ ॥ ৪৮ ॥

ইত্যার্ষে বায়ীকীরে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে ইন্দ্রবাবণয়োঽর্ধৈরথো নাম  
ষট্টিত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৬ ॥

৪৮ । লো-টী । তমসা শরাক্ষকারণে ।

ইন্দ্রবাবণয়োঽর্ধৈরথযুদ্ধম্ ॥ ৩৬ ॥

তখন চারিদিকে বাণবর্ষণকারী সেই ইন্দ্র এবং রাবণের নিরন্তর বাণবর্ষণে  
সমস্ত অক্ষকারে আচ্ছন্ন হওয়ায় কিছুই জানা গেল না ॥ ৪৮ ॥

মহর্ষি বায়ীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ইন্দ্রবাবণের ঐরথ-নামক  
৩৬শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৬ ॥

## ( ৩৭ ) সপ্তত্রিংশঃ সর্গঃ

ততস্তস্মিন্‌স্তমোভূতে রাক্ষসাস্ত্রিদশৈঃ সহ ।

প্রমুখাঃ স্বান্ পরাংশৈচব যোধয়ন্তো বিচক্রমুঃ ॥ ১ ॥

তস্মিন্‌স্তমসি দুস্পারে মগ্না দৈবত-রাক্ষসাঃ ।

অন্যোন্য়ং ন স্ম পশ্যন্তি বর্জয়িত্বা জনত্রয়ম্ ॥ ২ ॥

ইন্দ্রং চ রাবণং চৈব রাবণিং চ মহাবলম্ ।

সর্বং হি তৎ তমোভূতং ন কিঞ্চিৎ প্রত্যদৃশ্যত ॥ ৩ ॥

স তু দৃষ্ট্বা বলং সর্বং হতং দেবৈর্দর্শননঃ ।

ক্রোধমভ্যগমৎ তীত্রং মহানাদঞ্চ মুক্তবান্ ॥ ৪ ॥

১। লো-টী। রাক্ষসৈঃ সহ, প্রমুখাঃ তমসা ব্যাঘ্রাঃ, পোথয়ন্তঃ নাশয়ন্তঃ। 'দশাশ্র-  
স্থাপিত'মিতি পাঠঃ। 'দশাংশ'মিতি বা পাঠঃ।

পরে যুদ্ধক্ষেত্রে অন্ধকারাচ্ছন্ন হইলে রাক্ষসগণ এবং দেবগণ মোহাচ্ছন্ন হইয়া  
স্বসৈন্য এবং পরসৈন্যের সহিত যুদ্ধ করত বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥

ইন্দ্র, রাবণ এবং মহাবলশালী রাবণপুত্র মেঘনাদ এই তিনজনকে বাদ  
দিয়া অপর দেবগণ ও রাক্ষসগণ সেই ছুর্ভেদ অন্ধকারে মগ্ন হইয়া পরস্পর  
পরস্পরকে দেখিতে পাইলেন না। সমস্তই অন্ধকারময় হইল, কিছুই দেখা  
গেল না ॥ ২-৩ ॥

দেবগণকর্তৃক সমস্ত সৈন্য নিহত হইল দেখিয়া রাবণ ক্রোধবশতঃ ঘোরতর  
জঙ্কার করিতে লাগিল ॥ ৪ ॥

১। হ 'প্রমুখাঃ স্বান্'। ২। ক 'পোথয়ন্তো'। ৩। অতঃ পরম্ হ 'চক্রশূলগদাপাশযুসলাশনিশস্ত্রয়ঃ।  
রক্ষোগণবিনিমুক্তা যুদয়ন্তীতরেতরম্'। ততো দৈবতসৈন্তেস্ত রাক্ষসানাং মহাবলম্'। দিশঃ প্রত্নাবিতং যুদ্ধে সর্বং নীতং  
যদক্ষয়ম্' ইত্যধিকম্। ৪। হ 'তুং'।

স ক্রোধাৎ সূতমাহেদং স্যন্দনং মম বাহয় ।  
 হ্রসৈন্যস্য মধ্যেন যাবদন্তং নয়স্ব মাম্ ॥ ৫ ॥  
 অদ্বৈব দেবতাঃ সৰ্ব্বাঃ সমরে বিক্রমৈঃ স্বয়ম্ ।  
 প্রবৰ্ধন্ শরজালানি নয়ামি যমসাদনম্ ॥ ৬ ॥  
 অহমিস্ত্রো ভবিষ্যামি বরুণো ধনদো যমঃ ।  
 দেবতা বিনিহত্যাগ্ স্থাপয়িষ্যামি চান্সরান্ ॥ ৭ ॥  
 বিষাদো ন চ কৰ্তব্যঃ শীঘ্রং বাহয় মে রথম্ ।  
 দ্বিঃ খলু ত্বাং ত্রবীম্যদ্য যাবদন্তং নয়স্ব মাম্ ॥ ৮ ॥  
 অয়ং হি নন্দনোদ্দেশো যত্র বর্তামহে বয়ম্ ।  
 নয় মাম্যদ্য তত্র ত্বমুদয়ো যত্র পৰ্ব্বতঃ ॥ ৯ ॥

৫। লো-টা। যাবদন্তং যাবৎ ইজ্জন্ত সৈন্তস্বাস্তম্ অস্তিকম্। ‘যাবদন্তং নয়াম্যহ’মিতি বা পাঠঃ।

৭। লো-টা। ‘স্থাপয়িত্বাণ্ড চান্সরানি’তি পাঠঃ। ‘স্থাপয়িষ্যামি চান্সরানি’তি বা পাঠঃ।

পরে রাবণ ক্রোধবশতঃ সারথিকে বলিল, আমার রথ চালনা করিয়া দবসেনার মধ্যদিয়া [ সেই সেনার ] শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত আমাকে লইয়া চল ॥ ৫ ॥

যুদ্ধে স্বয়ং পরাক্রম প্রকাশ করিয়া শরসমূহ বর্ষণ করিতে করিতে অদ্বৈ সমস্ত দেবতাদিগকে যমালয়ে প্রেরণ করিব ॥ ৬ ॥

অদ্বৈ দেবতাদিগকে নিহত করিয়া অশ্বরদিগকে [ স্বর্গে ] স্থাপিত করিব এবং আমিই ইজ্জ, বরুণ, কুবের এবং যম হইব ॥ ৭ ॥

বিষগ্ন হইও না, শীঘ্র আমার রথ চালাও। আজ আমি তোমাকে দুইবার বলিতেছি যে, আমাকে দেবসেনার শেষ সীমায় লইয়া চল ॥ ৮ ॥

আমরা যথায় আছি, ইহা নন্দনকাননের একদেশ, যেখানে উদয়পর্ব্বত আছে, তুমি আমাকে অদ্বৈ সেইখানে লইয়া চল ॥ ৯ ॥



স সূতন্তদ্বচঃ শ্রুত্বা তুরগাংস্তান্ মনোজবান্ ।

আদিদেশাথ শক্রগাং মধ্যেন মিশতাং রণে ॥ ১০ ॥

তস্ত তং নিশ্চয়ং জ্ঞাত্বা শক্ৰো দেবেশ্বরস্তদা ।

রথস্থঃ সমরস্থাস্তা দেবতা ইদমব্রবীৎ ॥ ১১ ॥

সুৱাঃ শৃণুত মে সৰ্ব্বে মহং যদিহ রোচতে ।

নিগৃহতাং সাধু জীবন্ রাবণো রাক্ষসাধিপঃ ॥ ১২ ॥

এষ হুতিবলঃ সৈন্তে রথেন পবনৌজসা ।

আগমিষ্যতি বুদ্ধোশ্মিঃ সমুদ্রে ইব পৰ্ব্বণি ॥ ১৩ ॥

ন হ্যেষ হস্তং শক্যোহিহ বরদানেন দৰ্পিতঃ ।

তদ্ গ্রহিষ্যামহে রক্ষঃ সজ্জীভবত মাচিরম্ ॥ ১৪ ॥

১০। লো-টা। আদিদেশ চালয়ামাস, মধ্যেন মথো।

১৩। লো-টা। সৈন্তং দেবসৈন্তম্। বুদ্ধোশ্মিঃ মহোশ্মিঃ।

১৪। লো-টা। সজ্জীভবত সমজ্জীভবত কবচবস্ত্রো ভবত ইত্যর্থঃ।

রাবণের সেই কথা শুনিয়া সারথি যুদ্ধক্ষেত্রে শক্রগণের চক্ষুর সমক্ষেই তাহাদের মধ্যদিয়া মনের আয় বেগশালী অশ্বসকলকে চালনা করিল ॥ ১০ ॥

তখন দেবরাজ ইন্দ্র রাবণের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া রথে থাকিয়াই রণক্ষেত্রে অবস্থিত দেবতাদিগকে বলিলেন— ॥ ১১ ॥

দেবগণ, যাহা আমার ভাল বিবেচনা হইতেছে, তাহা তোমরা সকলে শুন, রাক্ষসরাজ রাবণকে জীবিতাবস্থাতেই শূকৌশলে বন্দী কর ॥ ১২ ॥

পৰ্ব্বকালে বর্দ্ধিততরঙ্গ সমুদ্রের আয় অতিশয় বলবান্ এই রাবণ বায়ুতুল্য বেগবান্ রথে আরোহণ করিয়া এখনই [ আমাদের ] সৈন্তমধ্যে আসিয়া পড়িবে ॥ ১৩ ॥

বরপ্রভাবে গর্বিত এই রাক্ষসকে বধ করা অত্যন্ত সম্ভবপর নহে, অতএব

১। হ 'রহতা'। ২। হ 'বাক্য'। ৩। হ 'রাবণে জীবমানোহয়ং সাধু রক্ষো নিগৃহতাং'। ৪। হ 'নাং'

৫। হ 'চ মহৌজসা'।

যথা বলিং নিরুধ্যোহ ত্রৈলোক্যং ভূজ্যাতে ময়া ।

এবমস্থাত্ত পাপস্ত নিরোধো রোচতে হি মে ॥ ১৫ ॥

ততোহস্থং দেশমাশ্রায় শক্রন্ত্যক্ত্বা চ রাবণম্ ।

অযুধ্যত মহারাজ রাক্ষসাঃশ্রাসয়ন্ রণে ॥ ১৬ ॥

উত্তরেণ দশগ্রীবঃ প্রবিবেশানিবর্তকঃ ।

দক্ষিণেন তু পার্শ্বেন প্রবিবেশ শতক্রতুঃ ॥ ১৭ ॥

ততঃ স যোজনশতং প্রবিষ্টো রাক্ষসাধিপঃ ।

দেবতানাং বলং সর্বং শরবর্ষৈরবাকিরং ॥ ১৮ ॥

ততঃ শক্রো নিরীক্ষ্যথ প্রনষ্টং তৎ স্বকং বলম্ ।

অবর্তয়দসংভ্রাস্তো রুরোধ চ নিশাচরম্ ॥ ১৯ ॥

১৫। লো-টা। নিরোধো গ্রহণম্।

ইহাকে বন্দী করিব, তোমরা অবিলম্বে বর্ষ পরিধান করিয়া প্রস্তুত হও ॥ ১৪ ॥

বলিকে যেরূপ রুদ্ধ করিয়া আমি ত্রিভুবন উপভোগ করিতেছি, অত্ৰ এই পাপিষ্ঠকে সেইরূপ আবদ্ধ করাই আমার অভিপ্রায় ॥ ১৫ ॥

হে মহারাজ, পরে দেবরাজ রাবণকে পরিত্যাগপূর্বক অন্যস্থানে থাকিয়া রাক্ষসদিগকে বিভ্রাসিত করত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ১৬ ॥

অপরাঙ্খ রাবণ দেবসেনার উত্তর দিক দিয়া প্রবেশ করিল, ইন্দ্র তাহার দক্ষিণপাশ দিয়া প্রবেশ করিলেন ॥ ১৭ ॥

পরে সেই রাক্ষসরাজ রাবণ সৈন্যমধ্যে শতযোজন প্রবিষ্ট হইয়া দেবতাদিগের সমস্ত সৈন্যকে শরবৃষ্টিতে আকীর্ণ করিয়া ফেলিল ॥ ১৮ ॥

তখন ইন্দ্র নিজপক্ষীয় সৈন্যগণকে শরজালে অদৃশ্য হইতে দেখিয়া ধীরে ধীরে তাহাদিগকে নিবর্তিত করত রাবণকে ঘিরিয়া ফেলিলেন ॥ ১৯ ॥

১। হ 'ছোব'। ২। হ 'মভাস্ত'। ৩। হ 'অত্ৰাং রাবণম্'। ৪। হ 'দেবানাং বলং'।

৫। হ 'নষ্টকং স্বকং'। ৬। হ 'দশাং চ'।

এতশ্লিষস্তরে নাদো যুক্তো দানবরাক্ষসৈঃ ।

হা মৃত্যোঃ স্ম ইতি গ্রস্তং দৃষ্ট্বা শক্রেণ রাবণম্ ॥ ২০ ॥

ততো রথং সমান্বায় রাবণিঃ ক্রোধমুচ্ছিতঃ ।

তৎ সৈন্যমতিসংক্রুদ্ধঃ প্রবিবেশ সূদারুণম্ ॥ ২১ ॥

তাং প্রবিশ্য মহামায়াং প্রাপ্তাং পশুপতে: পুরা ।

প্রবিবেশ স্রসংরক্তস্তৎ সৈন্যং সমভিদ্ৰবন্ ॥ ২২ ॥

স সর্ব্বা দেবতাস্ত্যক্ত্বা শক্রমেবাভ্যধাবত ।

মহেন্দ্রশচ মহাতেজা নাপশ্যৎ তং স্রুতং রিপোঃ ॥ ২৩ ॥

বিযুক্তকবচস্তত্র বধ্যমানোহপি রাবণিঃ ।

ত্রিদেশৈঃ স্রমহাবীর্যৈর্ন চকার স কিঞ্চন ॥ ২৪ ॥

২০। লো-ট। গ্রস্তমাবৃতম্।

২১। লো-ট। তৎসৈন্যং দেবসৈন্যম্।

২৪। লো-ট। বিযুক্তকবচস্তথা বধ্যমানঃ পীড়্যমানোহপি স ন কিঞ্চন জাসাদিকং চকার ইত্যম্বয়ঃ।

ইত্যবসরে ইন্দ্রকর্ষক রাবণকে আক্রান্ত দেখিয়া দানব ও রাক্ষসগণ ‘হায়! এইবার আমরা নিহত হইলাম’ এই বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল ॥ ২০ ॥

তখন কোপান্বিত রাবণনন্দন মেঘনাদ রথে উঠিয়া ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হইয়া সেই নিদারুণ দেবসেনামধ্যে প্রবেশ করিল ॥ ২১ ॥

মেঘনাদ পূর্বে পশুপতির নিকট হইতে প্রাপ্ত সেই প্রসিদ্ধ মহতী মায়া আশ্রয় করত উৎসাহিত হইয়া দেবসৈন্যকে প্রমথিত করিতে করিতে প্রবেশ করিল ॥ ২২ ॥

মেঘনাদ সকল দেবতাকে পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রের দিকেই ধাবিত হইল, কিন্তু মহাতেজা: মহেন্দ্র সেই শত্রুতনয়কে দেখিতে পাইলেন না ॥ ২৩ ॥

তখন বিযুক্তকবচ রাবণতনয় মেঘনাদ অতিশয় বীর্য্যশালী দেবতাগণকর্ষক আহত হইয়াও কিছুমাত্র ভয় করিল না ॥ ২৪ ॥

স মাতলিং সমায়ান্তং তাড়য়িত্বা শরোত্তমৈঃ ।

মহেন্দ্রং বাণবর্ষণে ভূয় এবাভ্যবাকিরৎ ॥ ২৫ ॥

ততস্ত্যক্ত্বা রথং শক্ৰো বিমূঢ়্য চ স সারথিম্ ।

ঐরাবতং সমারূঢ়্য যুগয়ামাস রাবণিম্ ॥ ২৬ ॥

স তত্র মায়াবলবানদৃশোহ্থাস্তরীক্ষগঃ ।

ইন্দ্রং মায়াপরিক্ষিপ্তং কৃত্বা জহ্রে মহাবলঃ ॥ ২৭ ॥

স তং যদা পরিশ্রাস্তম্বিন্দ্রং জজ্ঞেহ্থ রাবণিঃ ।

তর্দৈনং মায়ায়া বদ্ধ্বা স্বসৈন্যমভিতোহনয়ৎ ॥ ২৮ ॥

তং দৃষ্ট্বাথ বলান্তেন নীয়মানং মহারণাৎ ।

মহেন্দ্রং দেবতাঃ সর্ব্বাঃ কিম্মু স্মাদিত্যচিস্তয়ন্ ॥ ২৯ ॥

২৭। লো-টী। পরিক্ষিপ্তমাবৃতং কৃত্বা জহ্রে হতবান্ ।

সেই মেঘনাদ উত্তম উত্তম বাণদ্বারা আগমনরত মাতলিকে প্রহার করিয়া পুনরায় বাণবর্ষণপূর্ব্বক মহেন্দ্রকে আকীর্ণ করিল ॥ ২৫ ॥

তখন ইন্দ্র রথ পরিত্যাগ করিয়া এবং সারথিকেও বিদায় দিয়া ঐরাবতে আরোহণ করত রাবণনন্দনকে অধেষণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৬ ॥

অনন্তর রণক্ষেত্রে মায়াবলে বলবান্ সেই মেঘনাদ অদৃশ্য ভাবে আকাশে বিচরণ করত ইন্দ্রকে মায়াদ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া বহুদূরে লইয়া গেল ॥ ২৭ ॥

পরে সেই রাবণপুত্র মেঘনাদ যখন ইন্দ্রকে পরিশ্রাস্ত মনে করিল তখন তাঁহাকে মায়াপ্রভাবে বন্ধন করিয়া নিজ সৈন্তের মধ্যে আনয়ন করিল ॥ ২৮ ॥

দেবতাগণ যুদ্ধক্ষেত্রে হইতে মেঘনাদকর্তৃক বলপূর্ব্বক মহেন্দ্রকে নীত হইতে দেখিয়া ‘কি হইবে’—এই চিন্তাস্থিত হইলেন ॥ ২৯ ॥

১। হ ‘বিনসর্জ্য চ’। ২। হ ‘-রিক্ষগঃ’। ৩। হ ‘স প্রাভবচ্ছরৈঃ’। ৪। ক ‘জহ্রে-’। ৫। হ ‘তং তু দৃষ্ট্বা’।

দৃশ্যতে ন স মায়াবী শক্রজিৎ সমিতিঞ্জয়ঃ ।

বদ্ধা সুরপতির্থেন মায়াপহতো বলাৎ ॥ ৩০ ॥

এতস্মিন্শস্ত্রে ক্রুদ্ভাঃ সর্বৈঃ সুরগণাস্তদা ।

রাবণং বিমুখীকৃত্য শরবর্ষৈরবাকিরন্ ॥ ৩১ ॥

রাবণস্ত সমাসাণ্ড তানাদিত্যান্ বসুংস্তথা ।

ন শশাক স সংগ্রামে যোদ্ধুং শক্রভিরদ্ভিতঃ ॥ ৩২ ॥

তং তু দৃষ্ট্বা পরিমানং প্রহারৈর্জর্জরীকৃতম্ ।

রাবণিঃ পিতরং যুদ্ধে দর্শনস্থোহত্রবোদিদম্ ॥ ৩৩ ॥

আগচ্ছ তাত গচ্ছামো নিবর্তস্ব রণাদিতঃ ।

জিতং নো বিদিতং তেহস্ত স্বস্থো ভব গতজ্বরঃ ॥ ৩৪ ॥

অয়ং হি সুরসৈন্যশ্চ ত্রৈলোক্যশ্চ চ যঃ প্রভুঃ ।

স গৃহীতো ময়া শক্রো ভগ্নদর্পাঃ কৃতাঃ সুরাঃ ॥ ৩৫ ॥

যে মায়াদ্বারা দেবরাজ ইন্দ্রকে বদ্ধ করিয়া বলপূর্বক অপহরণ করিতেছে, সেই রণজয়ী মায়াবী ইন্দ্রজিৎকে দেখা যাইতেছে না ॥ ৩০ ॥

ইত্যবসরে সমস্ত দেবগণ ক্রুদ্ধ হইয়া শরবর্ষণদ্বারা রাবণকে পরাভূত করিয়া আচ্ছন্ন করিলেন ॥ ৩১ ॥

রাবণ শত্রুগণকর্তৃক রণে নিপীড়িত হইয়া সেই আদিত্যগণ এবং বসুগণের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইল না ॥ ৩২ ॥

প্রহারদ্বারা জর্জরিত পিতা রাবণকে সমরে অতিশয় ক্লান্ত দেখিয়া মেঘনাদ পিতার দৃষ্টিগোচর হইয়া বলিল— ॥ ৩৩ ॥

পিতঃ, যুদ্ধ হইতে নিবর্তিত হউন; আসুন, আমরা গমন করি, যুদ্ধে আমাদের জয় হইয়াছে জানিয়া আপনি ক্রেশ পরিত্যাগ পূর্বক সুস্থ হউন ॥ ৩৪ ॥

যিনি সুরসৈন্যের—এমন কি, ত্রৈলোক্যেরও প্রভু, সেই ইন্দ্রকে আমি বন্দী করিয়া দেবতাদিগের দর্প চূর্ণ করিয়াছি ॥ ৩৫ ॥

যথেষ্টং ভুঙ্ক্ণ লোকাংস্ত্রীন্ নিগৃহ্যারাতিমোজসা ।

বুধা কিং তে শ্রমেণেহ যুদ্ধমগ্ন তু নিষ্ফলম্ ॥ ৩৬ ॥

ততস্তে দৈবতগণা নিবৃত্তা রণকর্ম্মতঃ ।

তচ্ছ্রুত্বা রাবণেৰ্বাক্যং শক্রহীনাঃ সুরা গতাঃ ॥ ৩৭ ॥

অথ স বিগতমহ্যরুত্তমোজাস্ত্রিদশরিপুঃ প্রথিতো নিশাচরেশঃ ।

স্বস্তুতবচনমাদৃতঃ প্রিয়ং তৎ সমনুনিশম্য জগাদ চাপি সুনুম্ ॥ ৩৮ ॥

অতিবল সদৃশৈঃ পরাক্রমৈর্ম্মম জয় বংশবিবর্দ্ধনঃ প্রভো ।

যদয়মতুলবিক্রমস্বয়্য ত্রিদশপতিস্ত্রিদশাশ্চ নির্জিতাঃ ॥ ৩৯ ॥

৩৬। লো-টী। অরাতিং শক্রম্।

৩৮। লো-টী। বিগতো মহ্যাদিত্যবস্তুজনিতদৈন্তং হুঃখং যন্ত সঃ। প্রথিতঃ খ্যাতঃ, আদৃতঃ সাদরঃ সন্ নিশম্য শ্রব্ণা।

৩৯। লো-টী। হে অতিবর, হে বংশবিবর্দ্ধন, হে প্রভো, জয় পুনরপি জয়যুক্তো ভব ; যদ্ বস্মাৎ শৈবঃ পরাক্রমৈরয়মিন্দ্রঃ ত্রিদশাশ্চ নির্জিতাঃ।

তেজোবলে শক্রনিগ্রহ করিয়া আপনি আপনার ইচ্ছানুসারে ত্রিলোক উপভোগ করুন, আজ আর যুদ্ধ করা নিষ্ফল, স্তুতরাং এক্ষণে আপনার অনর্থক পরিশ্রমে আবশ্যক কি ? ॥ ৩৬ ॥

তখন দেবতারা রাবণপুত্র মেঘনাদের সেই কথা শুনিয়া যুদ্ধকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইয়া ইন্দ্রবিহীন হইয়া প্রস্থান করিলেন ॥ ৩৭ ॥

হৃদ্ধর্ষ দেবরিপু বিখ্যাত রাক্ষসাদিপতি রাবণ স্বীয়পুত্র মেঘনাদের সেই অতি-প্রিয় বাক্য সাদরে শ্রবণ করিয়া ক্রোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাহাকে বলিল — ॥ ৩৮ ॥

হে মহাবীর, হে মদীয় বংশবিবর্দ্ধন পুত্র, তুমি উপযুক্ত পরাক্রম দেখাইয়া এই অতুল বিক্রমসম্পন্ন দেবরাজকে এবং দেবগণকে পরাজিত করিয়াছ, তোমার জয় হউক ॥ ৩৯ ॥

১। হ 'বৃত্তা'। ২। হ 'চরেশঃ'। ৩। ক 'বস্তুতস্য' বচনমতিপ্রিয়ং'। ৪। হ 'চৈব'। ৫। হ 'মৈব'। ৬। হ 'মম'। ৭। হ 'বলম্'।

নয় রথমধিরোপ্য বাসবং নগরমিতো ব্রজ সেনয়া বৃত্তস্থম্ ।

অহমপি তব্ধপৃষ্ঠতো দ্রুতং সহ সচিবৈরনুযামি হৃষ্টবৎ ॥ ৪০ ॥

অথ স বলব্রতঃ সবাহনস্ত্রিদশপতিং পরিগৃহ্য রাবণিঃ ।

স্বভবনমভিগম্য বীৰ্য্যবান্ কৃতসমরান্ বিসসর্জ্য রাক্ষসান্ ॥ ৪১ ॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে ইন্দ্রগ্রহণং নাম

সপ্তত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৭ ॥

৪০ । লো-টী । হৃষ্টবৎ হর্ষবদ্ যথা শ্রান্তথা ।

৪১ । লো-টী । স রাবণিরিতাশ্বয়ঃ ।

উত্তরকাণ্ডে ইন্দ্রগ্রহণম্ ॥ ৩৭

তুমি রণক্ষেত্র হইতে সৈন্য-পরিবৃত্ত হইয়া লঙ্কায় যাও এবং ইন্দ্রকে রথে উঠাইয়া লইয়া যাও, আমিও সানন্দে সচিবগণ সমভিব্যাহারে অবিলম্বে তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছি ॥ ৪০ ॥

পরে বীৰ্য্যবান্ রাবণনন্দন মেঘনাদ দেবরাজ ইন্দ্রকে লইয়া সেনা এবং বাহনের সহিত নিজগৃহে গমনপূর্বক যুদ্ধশ্রান্ত রাক্ষসদিগকে [ নিজ নিজ গৃহে যাইবার জন্য ] বিদায় দিল ॥ ৪১ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি-প্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ইন্দ্রগ্রহণ নামক

৩৭শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৭ ॥

## (৩৮) অষ্টাভিংশঃ সর্গঃ

জিতে মহেন্দ্রেহতিবলে রাবণশ্চ স্তেনে বৈ ।  
 প্রজাপতিং পুরস্কৃত্য যযুর্লক্ষাঃ সুরাস্তদা ॥ ১ ॥  
 তত্র রাবণমাশ্রিত্য পুত্রভ্রাতৃভিরায়তম্ ।  
 অত্রবীদ গগনে তিষ্ঠন্ সাম্পূর্ব্বং প্রজাপতিঃ ॥ ২ ॥  
 বৎস রাবণ তু কোহস্মি পুত্রশ্চ তব সংযুগে ।  
 অহোহস্ম বিক্রমোদার্য্যঃ তব তুল্যোহধিকোহপি বা ॥ ৩ ॥  
 জিতং হি ভবতা সর্ব্বং ত্রৈলোক্যমিদমব্যয়ম্ ।  
 কৃতা প্রতিজ্ঞা সফলা শ্রীতোহস্মি সস্তুতশ্চ তে ॥ ৪ ॥  
 অয়ঞ্চ পুত্রোহতিবলন্তব রাবণ রাবণিঃ ।  
 জগতীন্দ্রজিদিত্যেবং খ্যাতো নান্না ভবিষ্যতি ॥ ৫ ॥

৩। লো-টী। অশ্চ তব বিক্রমোদার্য্যো বিক্রমঃ পরাক্রমঃ উদার্য্যঃ দক্ষিণতা দক্ষতেত্যর্থঃ। ‘উদারো দাতৃমহতোদক্ষিণেহপাতিধেয়বদি’তি কোষঃ। ‘বিক্রমো দাক্ষ’ ইতি পাঠে দাক্ষো দক্ষতা।

৪। লো-টী। অব্যয়ম্ অনশ্বরং প্রবাহরূপেণ।

রাবণনন্দন মেঘনাদের নিকট মহাবল মহেন্দ্র পরাস্ত হইলে দেবগণ প্রজাপতি ত্র্যক্ষাকে অগ্রে করিয়া লক্ষায় উপস্থিত হইলেন—॥ ১ ॥

সেখানে প্রজাপতি পুত্র ও ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত রাবণের নিকট উপস্থিত হইয়া আকাশে থাকিয়া মধুরবাক্যে তাকে বলিলেন—॥ ২ ॥

বৎস রাবণ, তোমার পুত্রের যুদ্ধে আমি পরিতুষ্ট হইয়াছি, ইহার পরাক্রম ও দক্ষতা আশ্চর্য্যজনক, এ তোমার তুল্য অথবা তোমার অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ॥ ৩ ॥

তুমি এই অবিনশ্বর সমগ্র ত্রৈলোক্য জয় করিয়া প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়াছ, তোমার পুত্র এবং তোমার প্রতি আমি শ্রীত হইয়াছি ॥ ৪ ॥

রাবণ, তোমার এই অতিশয় বলবান্ পুত্র মেঘনাদ জগতে ‘ইন্দ্রজিৎ’ এই



বলবান্ দুৰ্জ্জয়শ্চৈব ভবিষ্যতোষ বিশ্রুতঃ ।

যং সমাপ্রিত্য তে রাজন্ স্থাপিতাস্ত্রিদশা বশে ॥ ৬ ॥

তং মুঞ্চ ত্বং মহাবাহো মহেন্দ্রঃ পাকশাসনম্ ।

কিঞ্চ তে মোক্ষণায়ান্ত্র প্রযচ্ছন্তু দিবৌকসঃ ॥ ৭ ॥

অথেন্দ্রজিম্মহারাজ বাক্যমাহ প্রজাপতিম্ ।

অমরত্বমহং দেব রূপে যদ্যেব মুচ্যতে ॥ ৮ ॥

অথাত্রবীদেন্দ্রজিতং সৰ্বলোকপিতামহঃ ।

নাস্তি সৰ্বামরত্বং হি প্রাণিনো যস্ত কস্তচিৎ ॥ ৯ ॥

৬। লো-টা। যমিন্দ্রং সমাপ্রিত্য বন্ধা নিগৃহ বা।

৭। লো-টা। অস্ত্র ইন্দ্রস্ত্র মোক্ষণায় মোক্ষার্থম্, কিঞ্চ কিমপি বরাস্ত্রং প্রযচ্ছন্তু দদতু।

৮। লো-টা। যদ্যেব মুচ্যতে, 'যদ্যেবমি'তি পাঠো বা।

৯। লো-টা। সৰ্বামরত্বং সৰ্বাংশেনামরত্বং যমাদভ্যমিত্যর্থঃ। এতদেব বিবৃণোতি—  
দেবানামিত্যাदि। সেন্দ্রাণামেবামপি মন্বন্তরকালপর্যাস্তমেবামরত্বং, ন পুনঃ সৰ্বকালাবেদেন।

নামে প্রসিদ্ধ হইবে ॥ ৫ ॥

রাজন্, তুমি যাহার বাহুবলে দেবগণকে বশীভূত করিয়াছ, তোমার সেই বিখ্যাত পুত্র মেঘনাদ বলবান্ এবং দুৰ্জ্জয় বলিয়া বিখ্যাত হইবে ॥ ৬ ॥

হে মহাবাহো, তুমি সেই পাকশাসন মহেন্দ্রকে মুক্তি দাও, আর ইহার মুক্তির জন্য দেবগণ তোমাকে অন্য কি [ বর ] প্রদান করিবেন [ বল ] ॥ ৭ ॥

মহারাজ, তখন ইন্দ্রজিৎ প্রজাপতিকে বলিল,—“দেব, যদি ইন্দ্রকে মুক্তি দিতে হয়, তবে আমি অমরত্ব বর প্রার্থনা করি” ॥ ৮ ॥

তাহা শুনিয়া সমস্ত জগতের পিতামহ ইন্দ্রজিৎকে বলিলেন—পৃথিবীতে চতুষ্পদ জন্তু, অথবা পক্ষী, বা যে কোন প্রাণীই হউক, কোন প্রাণীরই সকলের

চতু<sup>১</sup>পদো বা পক্ষী বা যদ্বা সত্ত্বং মহীতলে ।

অপি শুক<sup>২</sup>শ্চ বৃক্ষ<sup>৩</sup>শ্চ পৰ্ণপাতাদ্ভয়ং ভবেৎ ॥ ১০ ॥

অথা<sup>৪</sup>ত্রবী<sup>৫</sup>দ্বিমান<sup>৬</sup>স্বমিস্রজিৎ প্রভু<sup>৭</sup>মব্যয়ম্ ।

শ্রীযতাং যো ভবেৎ সন্ধিঃ শতক্রতু<sup>৮</sup>বিমোক্ষণে " ১১ ॥

মমৈ<sup>৯</sup>কৌ দহনো নিত্যং হবৈ<sup>১০</sup>ব্যঃ সংপূজ্য মন্ত্ৰবৎ ।

যং প্রবর্তে<sup>১১</sup>য়ং সংগ্রামং ন চ মে স্মাৎ পরাজয়ঃ ॥ ১২ ॥

তং যদা ত্বসমা<sup>১২</sup>প্যাহং জপ্যহোমং বিভাবসৌ ।

যুধ্যে<sup>১৩</sup>য়ং দেব সংগ্রামে তদা মে স্মাৎ পরাজয়ঃ ॥ ১৩ ॥

সৰ্বে<sup>১৪</sup>বা হি তপসা দেব ব্রণো<sup>১৫</sup>ত্যমরতাং পুমান্ ।

বিক্রমে<sup>১৬</sup>ণার্জিতং চেদমমরত্বং ময়া প্রভো ॥ ১৪ ॥

১০। লো-টী। কিঞ্চ চতুপদানীনাঞ্চাভয়ং নাস্তি, পৰ্ণপাতাৎ শুকশ্চ বৃক্ষশ্চাপি ।

১২। লো-টী। হবৈব্যঃ সংপূজ্য হত্বা ।

১৩। লো-টী। তং যজ্ঞমনির্বর্ত্ত্যানিষ্পাদ্য সংগ্রামেহবহ্নিতত্ত্বত্যাখ্যঃ । 'বিপর্ধ্যয়' ইতি পাঠঃ, 'পর্যভব' ইতি বা ।

নিকট অমরত্ব নাই ; এমন কি, শুক বৃক্ষের পত্রপতন হইতেও ভয় হয় ॥ ৯-১০ ॥

পরে ইন্দ্রজিৎ বিমানারূঢ় অব্যয় প্রভু প্রজাপতিকে বলিল—ইন্দ্রের বিমুক্তি বিষয়ে যেরূপ সন্ধি হইবে, তাহা শুভুন ॥ ১১ ॥

আমি প্রতিদিন অগ্নির অর্চনা করি, মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া যে যুদ্ধ আরম্ভ করিব, তাহাতে আমার পরাজয় হইবে না ॥ ১২ ॥

কিন্তু দেব, আমি যখন অগ্নিতে জপ-হোমাদ্বক সেই যজ্ঞ সমাপ্ত না করিয়া যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইব, তখনই আমার পরাজয় হইবে ॥ ১৩ ॥

দেব, সমস্ত পুরুষ তপস্বীদ্বারা অমরত্ব লাভ করে, কিন্তু হে প্রভো, আমি বিক্রমদ্বারা [ ফলতঃ ] এই ( এতাদৃশ ) অমরত্ব লাভ করিব ॥ ১৪ ॥

১। হ '-দাঃ পক্ষিণো বা' । ২। হ 'শ্রীষা পিতামহেনোক্তমিস্রজিৎ প্রভুবাচ হ' । ৩। হ 'ময়ে-' । ৪। হ 'ন নিবর্ত্তে' । ৫। হ '-মে' । ৬। হ 'স্মায়ে' । ৭। হ 'বদাত' । ৮। হ 'বিপর্ধ্যয়ঃ' । ৯। হ 'প্রভো' ।

এবমস্থিতি তং প্রাহ বাক্যং দেবঃ প্রজাপতিঃ ।

মুক্তশ্চেন্দ্রজিতা শক্রে গতাশ্চ ত্রিদিবঃ সুরাঃ ॥ ১৫ ॥

এতস্মিন্নস্তুরে রাম দীনো ভ্রষ্টামরত্ন্যতিঃ ।

ইন্দ্রশ্চিন্তাপরীতাত্মা ধ্যানতৎপরতাং গতঃ ॥ ১৬ ॥

তং তু দৃষ্ট্বা তথাভূতং প্রাহ দেবঃ পিতামহঃ ।

শতক্রতোহলমুৎকর্থাং কৃষ্ট্বা চ স্মর দুষ্কৃতম্ ॥ ১৭ ॥

পুরা সুরেন্দ্র বুধ্যা হি প্রজাঃ সৃষ্টা ময়া প্রভো ।

একবর্ণাঃ সমাভাসা একরূপাশ্চ সর্বশঃ ॥ ১৮ ॥

তাসাং নাস্তি বিশেষস্ত দর্শনে লক্ষণেহপি বা ।

ততোহহমেকাগ্রমনাশ্চিন্তয়ামাস তাঃ প্রজাঃ ॥ ১৯ ॥

১৬। লো-টা। ভ্রষ্টা পতিতা অক্ অধরঞ্চ যন্ত সঃ। পরিমানো দীনঃ। ধ্যানতৎপরতাং ধ্যানম্।

১৭। লো-টা। উৎকর্থাং চিন্তাম্।

১৮। লো-টা। 'একবর্ণলোপেতা' ইতি পাঠে সন্ধিরাধঃ।

প্রজাপতিদেব ইন্দ্রজিৎকে বলিলেন—'ইহাই হউক।' তখন ইন্দ্রজিৎ ইন্দ্রকে মুক্তি দিল, দেবগণও স্বর্গে গমন করিলেন ॥ ১৫ ॥

হে রাম, ইত্যবসরে দেবপ্রভাবিহীন দীনচিত্ত ইন্দ্র চিন্তায় আকুল হইয়া ধ্যানপরায়ণ হইলেন ॥ ১৬ ॥

পিতামহদেব তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া কহিলেন, শতক্রতো, দুষ্চিন্তা করিও না, স্বীয় দুষ্কার্যের বিষয় স্মরণ কর ॥ ১৭ ॥

প্রভো দেবরাজ, পুরাকালে আমি বুদ্ধিহারা সমানবর্ণ সমানরূপ এবং সমান আকৃতিবিশিষ্ট সমস্ত প্রজাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছিলাম ॥ ১৮ ॥

তাহাদের রূপ এবং আকৃতিতে কোন পার্থক্য ছিল না; সেই জন্য আমি

১। হ 'দেব'। ২। হ 'মুক্তা'। ৩। হ 'ভ্রষ্টপ্রগণঃ'। ৪। হ 'পরিমানো'। ৫। হ 'প্রজাপতিঃ'। ৬। হ 'স্ব'। ৭। হ 'বুধ্যা হি'। ৮। হ 'বিভো'। ৯। হ 'বর্ণলোপেতা' রূপতঃ সমদর্শনাঃ।

সোহং তাসাং বিশেষার্থং নির্মমে পরমাজ্ঞনাম্ ।

যদ যৎ প্রজানাং প্রত্যঙ্গং বিশিষ্টং তত্তদুদ্ভূতম্ ॥ ২০ ॥

ততো ময়া রূপগুণাদতুল্যা স্ত্রী বিনির্মিতা ।

অহলোভ্যেব চ ময়া তস্যা নাম প্রকীৰ্ত্তিতম্ ॥ ২১ ॥

নির্মিতায়াং তু দেবেন্দ্র তস্যাং নারীয়াং সুরর্ষভ ।

ভবিষ্যতি চ কঠৈশ্চেষেত্যেবং চিন্তা মমভবৎ ॥ ২২ ॥

ত্বং স্ম শত্রু তদা তাং স্ত্রীং জানীষে মনসা প্রভো ।

স্থানাদিকতয়া পত্নী মমৈষেতি সুরেশ্বর ॥ ২৩ ॥

২০। লো-টী। প্রত্যঙ্গং প্রত্যঙ্গে বিশিষ্টং যদ যৎ রূপং তত্তদুদ্ভূতম্ উদ্ভূতং গৃহীতম্।  
'প্রত্যঙ্গবিশিষ্ট'মিতি একপদং বা।

২১। লো-টী। প্রকাশিতং প্রকীৰ্ত্তিতং বা পাঠঃ।

২৩। লো-টী। স্থানমিচ্ছাপদম্ অধিকম্ উক্তমং যত্র তত্র ভাবস্তয়া মমেষং পত্নীতি তাং  
মনসা জানীষে।

একাগ্রচিত্তে সেই প্রজাদিগের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলাম ॥ ১৯ ॥

আমি তাহাদের মধ্যে পার্থক্য স্থাপন করিবার জন্ত একটি সুন্দরী রমণী  
সৃষ্টি করিয়াছিলাম। প্রজাদিগের প্রত্যেক অঙ্গের উৎকর্ষ আহরণ করিলাম,  
পরে রূপে গুণে অতুলনীয় একটি স্ত্রী নির্মাণ করিলাম এবং তাহার নাম  
রাখিলাম 'অহল্যা' ॥ ২০-২১ ॥

সুরশ্রেষ্ঠ দেবেন্দ্র, সেই নারী সৃষ্ট হইলে 'এই রমণী কাহার [ভার্য্যা] হইবে'  
আমার মনে এইরূপ চিন্তা হইল ॥ ২২ ॥

প্রভো সুরেশ্বর ইন্দ্র, তুমি [ 'দেবরাজ' বলিয়া ] পদগৌরব বশতঃ মনে  
মনে 'এই নারী আমার পত্নী হইবে' এইরূপ স্থির করিয়াছিলে ॥ ২৩ ॥

১। হ 'মঙ্গলনাম্'। ২। হ 'তত্তদুদ্ভূতম্'। ৩। হ '-তি ময়া বীর-নাম তস্যাঃ প্রকীৰ্ত্তিতম্'। ৩।  
হ 'চ'।

সা ময়া ন্যাসভূতা তু গোতমশ্চ নিবেশনে ।

ন্যস্তা বহুনি বর্ষাণি তেন নির্ধাতিতা চ সা ॥ ২৪ ॥

ততস্তশ্চ পরিজ্ঞায় মহাত্মৈশ্বৰ্য্যং মহামুনেঃ ।

জ্ঞাত্বা তপসি সিদ্ধিং চ পদ্যর্থং স্পর্শিতা তদা ॥ ২৫ ॥

স তয়া সহ ধৰ্ম্মাত্মা রমতে স্ম মহামুনিঃ ।

নিরাশাশ্চাভবন্ দেবা দত্তায়াঃ গোতমায় বৈ ॥ ২৬ ॥

ত্বং তু ক্রুদ্ধঃ সকামাত্মা গতস্তস্ত্যাশ্রমং মুনেঃ ।

দৃষ্টবাংশ্চ তদাহল্যাং দীপ্তামগ্নিশিখামিব ॥ ২৭ ॥

সা ত্বয়া ধৰ্ম্মিতা শত্রু কামার্ভেন তু বৈ পুরা ।

দৃষ্টশ্চাসি তদা তেন গোতমেন মহাত্মনা ॥ ২৮ ॥

২৪। লো-টী। তেন গোতমেন নির্ধাতিতা ময়ি সমর্পিতা ।

২৫। লো-টী। স্পর্শিতা দত্তা ইতি সর্ব্বজ্ঞঃ। 'প্রতিপাদিতে'তি কচিং পাঠঃ

আমি সেই রমণীকে গোতমের গৃহে গচ্ছিত রাখি এবং তিনি বহু বৎসর গচ্ছিত রাখিয়া পরে আমাকে পুনরায় ফিরাইয়া দেন ॥ ২৪ ॥

তাহাতে সেই মহামুনি গোতমের জিতেন্দ্রিয়ত্ব এবং তপঃসিদ্ধির বিষয় জানিতে পারিয়া তখন ভাৰ্য্যার্থে তাঁহাকেই সেই কণ্ঠা দান করিলাম ॥ ২৫ ॥

ধৰ্ম্মাত্মা সেই মহামুনি গোতম তাহার সহিত বিহার করিতে লাগিলেন । গোতমকে সেই কণ্ঠা দান করিলে দেবগণ নিরাশ হইলেন ॥ ২৬ ॥

কিন্তু কামপরতন্ত্র তুমি ক্রুদ্ধ হইয়া সেই মুনির আশ্রমে গমন করত প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখার ন্যায় অহল্যাকে দেখিতে পাইলে ॥ ২৭ ॥

হে ইন্দ্র, তখন তুমি কামার্ভ হইয়া তাহাকে ধৰ্ষণ করিয়াছিলে এবং সেই মহাত্মা গোতমও তোমাকে দেখিয়াছিলেন ॥ ২৮ ॥

১। হ 'ততো ময়া পরিজ্ঞাতং তস্ত বৈশ্বৰ্য্যং মহামুনে'। ২। হ 'স্পর্শিতা তদা'। ৩। হ 'চ তপো-ধনঃ'। ৪। হ 'গোতমায় হি'। ৫। হ 'দৃষ্টঃ'। ৬। হ 'গোতমেন'।

ততঃ ক্রুদ্ধেন তেনাসি শপ্তঃ পরমতেজসা ।

বিফলশ্চ কৃতো দেব মেঘাণ্ডোহভূঃ সুরেশ্বর ॥ ২৯ ॥

যস্মাতে ধর্মিতা পত্নী মম বাসব নির্ভয়াৎ ।

তস্মাত্ত্বং সমরে শত্রু শত্রুহন্তং গমিষ্যসি ॥ ৩০ ॥

অয়ং তু ভাবো দুর্ব্বুদ্ধে যন্তুয়েহ প্রবর্তিতঃ ।

তং মনুষ্যাদয়ো যেহপি তেহপি যাস্তান্ত্যসংশয়ম্ ॥ ৩১ ॥

তত্রাধর্ম্যঃ স্তবলবান্ যঃ সমুৎপৎস্ততে মহান্ ।

তত্রাধ্বং তস্ত যঃ কর্তা তব চাধ্বং ভবিষ্যতি ॥ ৩২ ॥

২৯। লো-টী। বিফলঃ বিগতাণ্ডকোষঃ।

৩০। লো-টী। ধর্মিতা নষ্টধর্মী কৃত।

৩১। লো-টী। ভাবশ্চেষ্টা।

৩২। লো-টী। সমুৎপৎস্ততে উৎপৎস্ততে, তত্র ভাবে।

দেব সুরেশ্বর, অবশেষে মহাতেজাঃ গৌতম ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশাপ দিয়া তোমাকে অণ্ডকোষবিহীন করিলে তুমি [ সেইস্থানে মেঘের অণ্ডকোষ সংযুক্ত করিয়া ] মেঘাণ্ড হইলে ॥ ২৯ ॥

“হে বাসব, তুমি নির্ভয়ে আমার পত্নীর ধর্ম নষ্ট করিয়াছ, সুতরাং তুমি যুদ্ধে শত্রুহন্তগত হইবে ॥ ৩০ ॥

হে দুর্ব্বুদ্ধে, তুমি জগতে এই যে কদাচার প্রবর্তিত করিলে, মনুষ্য প্রভৃতি প্রাণিগণও ইহা অবলম্বন করিবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই ॥ ৩১ ॥

তাহাতে যে প্রবল অধর্ম্য উৎপন্ন হইবে, তাহার অধ্বংশ সেই পাপাচারী ব্যক্তির এবং অধ্বংশ তোমার হইবে ॥ ৩২ ॥

ন চৈতদচলং স্থানং ভবিষ্যতি পুরন্দর ।

এতেনাধর্মযোগেন যস্বয়েহ প্রবর্তিতঃ ॥ ৩৩ ॥

ভবিষ্যতীশ্চো যোহন্যোহপি ধ্রুবঃ স ন ভবিষ্যতি ।

এষ শাপো ময়া মুক্ত ইত্যসৌ বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৩৪ ॥

তাং তু ভার্য্যাং বিনির্ভৎস্ব' সোহব্রবীৎ সুমহাতপাঃ

হুর্বির্বনীতে ব্রজ ক্ষিপ্ৰং মমাপ্রমসমীপতঃ ॥ ৩৫ ॥

রূপযৌবনসম্পন্না যস্মাৎ ত্বমনবস্থিতা ।

তস্মাক্রূপবতী ন ত্বমেকা লোকে ভবিষ্যসি ॥ ৩৬ ॥

হুর্লভং তে রূপমিদং প্রজাস্বপি গমিষ্যতি ।

মামনাদৃত্য হুর্ব্বৃতে যদাপ্রিত্যাবমন্যসে ॥ ৩৭ ॥

৩৩। লো-টী। এতৎ ঐন্দ্রং স্থানং পদম্। যস্বয়া অধর্মঃ প্রবর্তিতঃ এতেনাধর্মযোগেন বিশিষ্টো যদি অস্ত্রোহপি য ইন্দ্রো ভবিষ্যতি তদা স ধ্রুবঃ স্থিরো ন ভবিষ্যতি। 'ধ্রুব'মিতি পাঠে ধ্রুবং নিশ্চিতমেব ন ভবিষ্যতি মরিষ্যতীত্যর্থঃ।

৩৪। লো-টী। ময়া মুক্তঃ ময়া গৌতমেন, 'ইত্যসৌ'বিত ব্রজ্ঞ উক্তিঃ।

৩৬। লো-টী। অনবস্থিতা অনবস্থিতচিত্তা।

৩৭। লো-টী। যদাপ্রিত্য বজ্রপমাপ্রিত্য মামনাদৃত্য অনাদরবিষয়ং জ্ঞাত্ব অবমন্যসে।

হে পুরন্দর, তুমি যে অধর্ম প্রবর্তিত করিলে, এই অধর্মের ফলে তোমার পদ ( ইন্দ্রপদ ) স্থায়ী থাকিবে না ॥ ৩৩ ॥

অন্ত যে কেহ ইন্দ্র হইবেন, তিনিও স্থির থাকিবেন না, এই শাপ আমি প্রদান করিলাম' এই কথা গৌতমমুনি বলিয়াছিলেন ॥ ৩৪ ॥

সেই সুমহাতপাঃ গৌতম সেই ভার্য্যাকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন—

“হুর্বির্বনীতে, আমার আশ্রমের নিকট হইতে শীঘ্র চলিয়া যাও ॥ ৩৫ ॥

তুমি রূপবতী এবং যৌবনবতী হইয়া যেহেতু অস্থিরচিত্তা হইয়াছ, অতএব জগতে আর তুমিই একমাত্র রূপবতী থাকিবে না ॥ ৩৬ ॥

হে হুর্ব্বৃতে, তুমি যে রূপের গর্বে আমাকে আদর না করিয়া অবজ্ঞা

তদা প্রভৃতি ভূয়স্ত প্রজা রূপগুণাবিতাঃ ।

শাপোৎসর্গাক্রি তশ্চৈদং মুনৈঃ সর্বমুপাগতম্ ॥ ৩৮ ॥

প্রসাদয়ামাস চ সা মহর্ষিঃ গোতমং তদা ।

অজানন্তী ধর্মিতান্মি হৃদ্রূপেণ দিবৌকসা ॥ ৩৯ ॥

ন কামকারাদ্বিপ্রর্ষে প্রসাদং কর্তু মর্হসি ।

অহলয়া হ্রৈবমুক্তঃ প্রভূবাচ স গোতমঃ ॥ ৪০ ॥

উৎপৎস্বতে মহাতেজা ইক্ষুকুণাং মহারথঃ ।

লোকে 'রাম' ইতি খ্যাতো বনং চাপি গমিষ্যতি ॥ ৪১ ॥

ব্রাহ্মণার্থে মহাবাহুর্বিষ্মুর্মুজবিগ্রহঃ ।

তং দ্রক্ষ্যসি যদা ভদ্রে তদা পৃতা ভবিষ্যসি ॥ ৪২ ॥

৩৮। লো-টী। তদা প্রভৃতি তদবধি তব রূপগুণেন ভূয়স্তঃ প্রজা অবিতা  
তবিষ্যন্তীতার্থঃ। শাপোৎসর্গাৎ শাপত্যাগাৎ সর্বং প্রাপিতাত্মম্ ইদং রূপম্ উপাগতং প্রাপ্তম্।

৩৯। লো-টী। হৃদ্রূপেণ হৃদ্মুর্জিধারণেন।

৪০। লো-টী। কামকারাৎ ইচ্ছাতঃ।

৪১। লো-টী। বনং মদীয়বনং গমিষ্যতি আগমিষ্যতি।

করিয়াছ, তোমার এই তুল্লভ রূপ সমস্ত প্রজাতেই সংক্রমিত হইবে” ॥ ৩১ ॥

তদবধি প্রজাগণ অধিকতর রূপগুণশালী হইয়াছে এবং গোতমমুনির  
শাপ দানের ফলেই সকলে এই ‘রূপ’ লাভ করিয়াছে ॥ ৩৮ ॥

তখন সেই ‘অহল্যা’ মহর্ষি গোতমকে [এই বলিয়া] প্রসন্ন করিতে লাগিলেন  
—“হে বিপ্রর্ষে, আমার অজ্ঞাতে ইন্দ্র আপনার রূপ ধারণ করিয়া আমাকে ধর্মণ <sup>কর্ম</sup>  
করিয়াছে, আমার ইচ্ছানুসারে ইহা হয় নাই; সুতরাং আমার প্রতি প্রসন্ন  
হউন”, অহল্যার এই কথা শুনিয়া গোতম প্রভূত্বেরে বলিলেন— ॥ ৩৯-৪০ ॥

মহারথ মহাতেজস্বী ‘রাম’ নামে জগতে বিখ্যাত হইয়া মহাবাহু বিষ্ণু

১। হ ‘লোকস্ত’। ২। হ ‘সদ্ধাঙ্কিতভেদং’। ৩। হ ‘স তং প্রসাদয়ামাস’। ৪। হ ‘চাপূপবাগতি’।

৫। হ ‘-রামুৎ-’।



স হি পাবয়িতুং শক্তন্তয়া যদুক্ষুতং কৃতম্ ।

সমেঘ্যসি ময়া সার্কং তদা প্রভৃতি ভাবিনি ॥ ৪৩ ॥

এবমুক্তা স বিপ্রবিরাজগাম স্বমাশ্রমম্ ।

তপশ্চচার স্রমহং সাপি তত্র ধৃতব্রতা ॥ ৪৪ ॥

তৎ স্মর ত্বং মহাবাহো যৎ ত্বয়া দুক্ষুতং কৃতম্ ।

যেন ত্বং গ্রহণং শত্রোর্গতো নাশ্চেন বাসব ॥ ৪৫ ॥

তচ্ছীত্রং যজ যজেন বৈষ্ণবেন সমাহিতঃ ।

ততস্ত্রিদিবমাগচ্ছ ধূতপাপো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৪৬ ॥

৪৩। লো-টী। তদা প্রভৃতি ততঃ পরং ময়া সার্কং সমেঘ্যসি সঙ্গতা ভবিষ্যসি ।

৪৫। লো-টী। যেন হৃকৃতেন নাশ্চেন পাপেন ।

৪৬। লো-টী। অজিতেন্দ্রিয়োহপি ততো বস্মাৎ ধূতপাপা ।

মনুষ্যশরীর ধারণপূর্বক ইক্ষুকুবংশে উৎপন্ন হইবেন এবং [ বিশ্বামিত্রের প্রয়োজনে ] এই বনে আগমন করিবেন। ভদ্রে, যখন তুমি তাঁহার দর্শন পাইবে, তখন বিস্ময় হইবে ॥ ৪১-৪২ ॥

তুমি যে দুর্কার্য্য করিয়াছ, সেই পাপ হইতে বিস্ময় করিতে কেবল তিনিই পারেন। সুন্দরি, তখন হইতে তুমি আমার সহিত মিলিত হইতে পারিবে ॥ ৪৩ ॥

এই কথা বলিয়া বিপ্রবিরাজ আশ্রমে আগমন করিলেন এবং সেই অহল্যাও সেইস্থানে নিয়ম পালনপূর্বক তীব্র তপস্যা আচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৪ ॥

হে মহাবাহো, তুমি যে দুর্কার্য্য করিয়াছিলে তাহা স্মরণ কর; হে বাসব, সেই দুর্কর্ম্মের ফলেই তুমি শত্রুর হস্তগত হইয়াছিলে, অন্য কোন কারণে নয় ॥ ৪৫ ॥

অতএব সমাহিত চিন্তে শীত্র 'বিস্ময়জ্ঞে'র অনুষ্ঠান করিয়া তার পর নিষ্পাপ এবং জিতেন্দ্রিয় হইয়া স্বর্গে আগমন কর ॥ ৪৬ ॥

পুত্রশ্চ তব দেবেন্দ্র ন বিনষ্টো মহারণে ।

নীতশ্চ নিহিতশ্চৈব স্ৱার্থ্যকেণ মহোদধৌ ॥ ৪৭ ॥

এতচ্ছ্রদ্ধা মহেন্দ্রস্ত ইষ্টা যজ্ঞঃ স বীৰ্য্যবান্ ।

ততস্ত্রিদিবমাক্রামদেবাংশ্চাশ্বাশিষং পুনঃ ॥ ৪৮ ॥

এতদ্ভিজ্জিতো রাম বলং যৎ কথিতং ময়া ।

নির্জিতস্তেন দেবেন্দ্রঃ প্রাণিনোহন্যে তু কিং পুনঃ ॥ ৪৯ ॥

আশ্চর্য্যমিতি তদ্রামো লক্ষ্মণশ্চাত্রবীৎ তদা ।

অগস্ত্যবচনং শ্রুত্বা বানরা রাক্ষসাস্তথা ॥ ৫০ ॥

৪৭। লো-টী। নিহিতস্ত্রৈব স্থাপিতঃ 'সোহর্থ্যকেণ' ইতি সন্ধিয়ার্থঃ ।

[ লো-টী। ] স পুত্রো লোককণ্টকঃ ।

৫০। লো-টী। বানরা রাক্ষসাস্চাত্রবন্ ।

হে দেবেন্দ্র, তোমার পুত্র 'জয়ন্ত' মহাসমরে নিরুদ্ধিষ্ট হয় নাই, তাহার মাতামহ পুলোমা তাহাকে লইয়া সমুদ্রমধ্যে রাখিয়াছে ॥ ৪৭ ॥

সেই পরাক্রমশালী মহেন্দ্র এই কথা শুনিয়া যজ্ঞ সম্পাদন করিলেন এবং স্বর্গে গমন করিয়া পুনরায় দেবগণকে শাসন করিতে লাগিলেন ॥ ৪৮ ॥

হে রাম, আমি তোমার নিকট ইন্দ্রজিতের বলবীৰ্য্যের কথা বলিলাম, সেই ইন্দ্রজিতের নিকট স্বয়ং দেবেন্দ্রই পরাজিত হইয়াছিলেন, অন্য প্রাণিগণের ত' কথাই নাই ॥ ৪৯ ॥

তখন রাম, লক্ষ্মণ এবং বানর ও রাক্ষসগণ সকলেই অগস্ত্যের কথা শুনিয়া বলিলেন, ইহা অতি আশ্চর্য্য ॥ ৫০ ॥

১। ক 'স্বার্থ্যকেণ'। ২। হ 'পুন-'। ৩। হ '-দেবানামভবং শ্রুত্বঃ'। ৪। হ 'কীর্ত্তিতং'।

৫। অন্তঃ পরম্ হ 'এবং রামসমুদ্ভূতো রাবণো লোককণ্টকঃ'। সপুত্রো যেন সংগ্রামে জিতঃ শত্রুঃ স্বরেশ্বরঃ । ইত্যধিকম্ ।

বিভীষণস্ত রামস্ত পার্শ্বস্থো বাক্যমব্রবীৎ ।

আশ্চর্য্যং শ্রাবিতোহস্ম্যাত্ত্ব যৎ তদ্বৃন্তং পুরাতনম্ ॥ ৫১ ॥

রামস্তাপৃচ্ছমানং তু কুন্ত্যোনিং মহামুনিম্ ।

প্রাজ্ঞলির্বিনয়োপেত ইদমাহ বচোহর্থবৎ ॥ ৫২ ॥

এতয়োরভুলং বীর্য্যং রাবণে রাবণস্ত চ ।

ন ত্বেতৌ হনুমদ্বীর্য্যে সমাবিতি মতিশ্মম ॥ ৫৩ ॥

শৌর্য্যং দাক্ষ্যং বলং ধৈর্য্যং প্রাজ্ঞতা নয়সাধনম্ ।

বিক্রমশ্চ প্রতাপশ্চ হনুমতি কৃতালয়াঃ ॥ ৫৪ ॥

৫১। লো-টী। শ্রুতং পুরাণাদৌ শ্রাবিতং বা ।

৫২। লো-টী। আপৃচ্ছমানং আশ্রমং গন্তং নিমগ্নরিতুম্ ।

৫৪। লো-টী। প্রাজ্ঞতা বুদ্ধিঃ নয়সাধনং নয়ো নীতিঃ সাধনং শীঘ্রগতিঃ । ‘সাধনং মৃতসংস্কারে সৈন্যে সিকৌ বধে গতা’বিত্তি কোষঃ ।

রামের পার্শ্বে অবস্থিত বিভীষণও বলিলেন যে, অত্থ যে পুরাতন কাহিনী শুনিলাম, তাহা অতি আশ্চর্য্য ॥ ৫১ ॥

মহামুনি অগস্ত্য বিদায় প্রার্থনা করিলে রাম বিনীত হইয়া করযোড়ে তাঁহাকে অর্থযুক্ত এই কথা বলিলেন— ॥ ৫২ ॥

রাবণ এবং রাবণপুত্র মেঘনাদ ইহাদের উভয়ের সামর্থ্য অতুলনীয় ; কিন্তু আমার মনে হয়, ইহারা বলে হনুমানের সমান নয় ॥ ৫৩ ॥

শৌর্য্য, ধৈর্য্য, বল, ক্ষিপ্ৰকারিতা, প্রাজ্ঞতা, নীতি, শীঘ্রগতি, বিক্রম এবং প্রতাপ সমস্তই হনুমানকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে ॥ ৫৪ ॥

১। হ ‘শ্রাবিতোহ-’। ২। অতঃ পরম্ হ ‘যথাগন্তোহিব্রবীতামমেনতৎ সর্বং শ্রুতং মহা। দৃষ্টঃ সভাজিতশ্চাপ রামে বাস্যামহে বয়ম্ ।’ ইত্যধিকম্ । ৩। হ ‘তং’। ৪। হ ‘-মাহার্ষ্যবচঃ’। ৫। হ ‘বীর্য্য’। ৬। হ ‘প্রতাপশ্চ’।

সাংগরং বাক্য সৌদম্ভ্যৈঃ পূরৈষ কপিবাহিনীম্ ।

সমান্ব্যস্ত মহাবাহুর্ঘোজনানাং শতং প্লুতঃ ॥ ৫৫ ॥

ধর্ময়িত্বা পুরীং লঙ্কাং রাবণাস্তঃপুরং তথা ।

দৃষ্টা সংভাবিতা চাপি সীতা প্রান্বাসিতা তথা ॥ ৫৬ ॥

সেনাগ্রগা মজ্জিত্ততাঃ কিঙ্করা রাবণাত্মজাঃ ।

এতে হুম্মতা তত্র একেনৈব নিসূদিতাঃ ॥ ৫৭ ॥

ভূয়ো বন্ধবিমুক্তেন সংভাষ্য চ দশাননম্ ।

লঙ্কা ভস্মীকৃতানেন লাজ্জলস্বেন বহিনা ॥ ৫৮ ॥

ন কালস্ত ন শত্রুস্ত ন বিষ্ণোর্বিন্দদস্ত চ ।

শ্রুয়ন্তে তানি কস্মাণি যানি যুদ্ধে হুম্মতঃ ॥ ৫৯ ॥

৫৬। লো-টী। ধর্ময়িত্বা অশোকবনিকান্তেনে অপহৃত্য।

৫৭। লো-টী। রাবণাত্মজা ইতি। যন্তপি এক এব রাবণাত্মজোহকে। হতস্তথাপি তস্ত শোধাদিক্যাবহমুক্তম্।

পূর্বে এই মহাবাহু হুম্মান্ সমুদ্র দর্শনে অবসন্ন বানরসৈন্যদিগকে আশ্বস্ত করিয়া লাফ দিয়া শতঘোজন [ সমুদ্র ] অতিক্রম করিয়াছিল ॥ ৫৫ ॥

এবং লঙ্কাপুরী নিগৃহীত করিয়া রাবণের অন্তঃপুরমধ্যে সীতাকে দেখিয়া সন্তোষপূর্বক তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়াছিল ॥ ৫৬ ॥

সেনাপতিগণ, মজ্জিতনয়গণ, ভৃত্যগণ এবং রাবণপুত্রকে হুম্মান্ একাকীই সেখানে নিহত করিয়াছিল ॥ ৫৭ ॥

পুনরায় হুম্মান্ ব্রহ্মাস্ত্রের বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া রাবণের সহিত সন্তোষ-পূর্বক লাজ্জলস্ব অগ্নিদ্বারা লঙ্কানগরী ভস্মীভূত করিয়াছিল ॥ ৫৮ ॥

যুদ্ধে হুম্মান্ যাহা যাহা করিয়াছে, যম, ইন্দ্র, বিষ্ণু বা কুবেরেরও তাদৃশ কার্যের কথা শোনা যায় না ॥ ৫৯ ॥

১। হ 'শ্রেক'। ২। হ 'দৃষ্টেব হরি'। ৩। হ 'আবা'। ৪। হ '-কোর্জনদস্ত চ'। ৫। হ 'যুদ্ধে

যানি'

এতশ্চ বাহুবীৰ্য্যেণ লক্ষ্মা সীতা চ লক্ষ্মণঃ ।

প্রাপ্তা ময়া জয়শ্চৈব রাজ্যং মিত্রাণি বান্ধবাঃ ॥ ৬০ ॥

হনুমান্ যদি ন স্মাচ্চ বানরাধিপতেঃ সখা ।

প্রব্রুভিমপি কো বেত্তুং জানক্যাঃ শক্তিমান্ ভবেৎ ॥ ৬১ ॥

তদেবং বলযুক্তেন স্ত্রীপ্রিয়কাম্যয়া ।

বালী বৈরে সমুৎপন্নো ন দন্ধস্তৃণবৎ কথম্ ॥ ৬২ ॥

নহি বিজ্ঞাতবান্ মন্যে হনুমানাত্মনো বলম্ ।

ক্ষান্তবান্ যৎ প্রিয়ং প্রাণৈঃ ক্লিশ্যন্তং বানরাধিপম্ ॥ ৬৩ ॥

এতস্মৈ ভগবন্ সৰ্ব্বং চরিতং বৈ হনুমতঃ ।

বিস্তরেণ যথাতত্ত্বং কথয়ামরপূজিত ॥ ৬৪ ॥

৬১। লো-টা। প্রব্রুভি বার্ত্তাম্ ।

৬২। লো-টা। বৈরে সমুৎপন্নো ভ্রাতৃবৈরভাবে জাতে সতি স্ত্রীপ্রিয়কাম্যয়া স্ত্রীপ্রিয়-  
রাজ্যেচ্ছয়া কথং ন দন্ধঃ । ‘বৈরে সমুৎপন্ন’ ইতি প্রথমান্তপাঠঃ কচিং ।

৬৩। লো-টা। যৎ যস্যং প্রিয়ং সখ্যং স্ত্রীং প্রাণৈর্বলৈঃ ক্লিশ্যন্তং পীড়য়ন্তং  
বানরাধিপং বালিনং ক্ষান্তবান্ । ‘প্রাণো বালে বলে বাতে পূর্ণে পুংভূমি চাম্বয়’ ইতি ভূরিং ।

ইহার বাহুবল-প্রভাবে আমি জয়লাভ করিয়াছি,—রাজ্য, মিত্র, বান্ধব,  
লক্ষ্মণ এবং সীতাকে পাইয়াছি এবং লক্ষ্মা আমার বশীভূত হইয়াছে ॥ ৬০ ॥

বানরাধিপতির সখা হনুমান্ যদি না থাকিত, তাহা হইলে জানকীর সংবাদ  
অবগত হইতেও কেহ সমর্থ হইত না ॥ ৬১ ॥

যখন বালীর সহিত স্ত্রীপ্রিয়ের বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল, তখন এতাদৃশ  
বলবান্ হনুমান্ স্ত্রীপ্রিয়ের প্রিয়কামনায় বালীকে তুণের ত্রায় দন্ধ করিল না  
কেন ? ॥ ৬২ ॥

আমার মনে হয়, হনুমান্ স্বীয় বলের বিষয় অবগত ছিল না, সেইজন্যই  
বলপূর্ব্বক প্রিয় স্ত্রীপ্রিয়ের পীড়নকারী বানররাজ বালীকে ক্ষমা করিয়াছিল ॥ ৬৩ ॥

হে দেবপূজিত ভগবন্, হনুমানের এই সমস্ত চরিত্রের বিষয় আপনি আমার

রাঘবশ্চ বচঃ শ্রদ্ধা হেতুযুক্তমুষিস্তদা ।

হনুমতঃ সমক্ষং তং রাঘবং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৬৫ ॥

সত্যমেতদ্রঘুশ্রেষ্ঠ যদ্ব বীষি হনুমতঃ ।

ন বলে বিদ্বতে তুল্যো ন মৰ্ত্তো ন গৰ্ত্তো তথা ॥ ৬৬ ॥

অমোঘশাপৈঃ শাপস্ত দত্তোহশ্চ মুনিভিঃ পুরা ।

ন জ্ঞাতবানয়ং যেন বলবান্ বলমান্ননঃ ॥ ৬৭ ॥

বাল্যেহ্যপ্যনেন যৎ কৰ্ম্ম কৃতং রাম মহাত্মনা ।

তন্ম বর্ণয়িতুং শাক্যমশ্রদ্ধেয়ং পৃথগ্জ্ঞৈঃ ॥ ৬৮ ॥

যদি তেহত্রাস্ত্যভিপ্রায়স্তচ্ছেদ্যুং রঘুনন্দন ।

ততঃ সমাধায় মনো নিশাময় মমানঘ ॥ ৬৯ ॥

৬৭। লো-ট। সৎ বর্ত্তমানম্ আত্মনো বলং যেন শাপেন। ‘বলীয়ান্ বলমান্নন’ ইতি বা পাঠঃ। ‘বালী চ মহতো বলী’তি পাঠে অয়ং বালী চ যেন শাপেন আত্মনো বলং ন জ্ঞাত-বানিত্যর্থঃ।

৬৮। লো-ট। পৃথগ্জ্ঞৈঃ প্রাকৃতৈর্জ্ঞৈঃ।

৬৯। লো-ট। অত্র অগ্নিন্ সময়ে ‘যদিত্তে চাস্ত্যভী’তি বা পাঠঃ। নিশাময় শৃণু পদমার্ষম্। ‘মমানঘ’ ‘বদাম্যহ’মিতি বা পাঠঃ।

নিকট বিস্তারপূর্বক যথার্থরূপে বর্ণন করুন ॥ ৬৪ ॥

তখন অগস্ত্য মুনি রামচন্দ্রের হেতুসম্বন্ধিত কথা শুনিয়া হনুমানের সমক্ষেই তাঁহাকে বলিলেন— ॥ ৬৫ ॥

রঘুশ্রেষ্ঠ, আপনি হনুমানের বিষয়ে যাহা বলিলেন তাহা সত্য; বল, গতি, বা বুদ্ধিবিষয়ে হনুমানের তুল্য কেহ নাই ॥ ৬৬ ॥

রাম, যাহাদের শাপ কখনও ব্যর্থ হয় না, সেই মুনিগণ পূর্বে ইহাকে শাপ দিয়াছিলেন, সেই শাপপ্রভাবে এই হনুমান্ বলবান্ হইয়াও নিজের শক্তির পরিমাণ জানিতেন না ॥ ৬৭ ॥

এই মহাত্মা হনুমান্ বাল্যকালে যে কার্য্য করিয়াছেন, তাহা অবর্ণনীয়; সাধারণ লোকের তাহা বিশ্বাসযোগ্য হইবে না ॥ ৬৮ ॥

হে অনঘ, হে রঘুনন্দন, যদি আপনার শুনিবার একান্ত ইচ্ছা হইয়া থাকে,

১। হ ‘ভ্রাতৃধন’। ২। হ ‘বাক্যমু’নিভিঃ শাপো দত্তো হনুমতঃ’। ৩। হ ‘বলী শবল’। ৪। হ ‘ন তদ্বর্ণয়িতুং’। ৫। হ ‘মতিং’। ৬। হ ‘বদাম্যহ’।

অস্তি রত্নময়ঃ শ্রীমান্ হুমেরুর্নাম পর্বতঃ ।

তত্রাস্ত কেশরী নাম পিতা রাজ্যং প্রশাস্তি বৈ ॥ ৭০ ॥

তস্ম ভাৰ্য্যা বভূবেষ্ঠা হৃঞ্জনেতি পরিশ্রুতা ।

জনয়ামাস তস্মাং চ পবনঃ স্ততমুত্তমম্ ॥ ৭১ ॥

শালিশূকচয়াভং চ প্রসূয়েমং তদাঞ্জনা ।

ফলান্মাহৰ্ত্তু কামা সা নিজ্জান্তা গহনে বরা ॥ ৭২ ॥

এষ মাতুৰ্বিয়োগাচ্চ স্কুধয়া চ তৃষাদিতঃ ।

রুৱাব শিশুরত্যর্থং গিরৌ করভরাড়িব ॥ ৭৩ ॥

তদোচ্চস্তং বিবস্বস্তং জবাপুশ্পোৎকরোপমম্ ।

দদর্শ ফললোভাচ্চ প্রোৎপপাত রবিং প্রতি ॥ ৭৪ ॥

৭২ । লো-টী । শালিশূকচয়ঃ ধাত্তশূকসমূহঃ, তদ্বদাভা যত্র তম্ ।

৭৩ । লো-টী । বিয়োগাদ্ বিচ্ছেদাৎ ।

৭৪ । লো-টী । জবাপুশ্পোৎকরপ্রভং জবাকৃৎসমসমূহতুল্যম্ ।

তাহা হইলে সমাহিতচিত্তে আমার নিকট শ্রবণ করুন ॥ ৬৯ ॥

সুমেরু নামে সৌন্দর্য্যশালী রত্নময় এক পর্বত আছে, সেখানে ইহার পিতা ‘কেশরী’ রাজ্য শাসন করিতেছেন ॥ ৭০ ॥

অঞ্জনানাম্নী সুবিখ্যাতা তাঁহার প্রিয়তমা এক পত্নী ছিল, বায়ু তাহার গর্ভে এক উত্তম পুত্র উৎপাদন করেন ॥ ৭১ ॥

বরাজনা অঞ্জনা ধাত্তাগ্র ( ধাত্তের কাঁটা বা শুঙ্গা ) সমূহের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট এই শিশুকে ( হনুমানকে ) প্রসব করিয়া তখনই ফল সংগ্রহের অভিলাষে বনমধ্যে প্রবেশ করে ॥ ৭২ ॥

এই শিশু মাতাকে না দেখিয়া এবং স্কুধাতৃকায় অতিশয় কাতর হইয়া পর্বতে হস্তিশাবকের আশ্রয় অতিশয় শব্দ করিতে লাগিলেন ॥ ৭৩ ॥

তৎকালে ইনি জবাপুস্পসমূহের আশ্রয় লোহিতবর্ণ উদীয়মান সূর্য্যকে দেখিয়া

১। হ ‘পূৰ্ব্বং দত্তবরঃ বর্ষঃ’। ২। হ ‘-য়িন-’। ৩। হ ‘অঞ্জনেতি’। ৪। হ ‘বিনজ্জান্তা তদা বনম্’। ৫। হ ‘ভূশা-’। ৬। হ ‘রুরোদ’। ৭। হ ‘শরভ-’। ৮। হ ‘ততো’।

বালার্কীভিমুখো বালো বালার্ক ইব মূর্তিমান্ ।

এহীতুকামো বালার্কং পুণ্নুবেহস্মরমান্স্থিতঃ ॥ ৭৫ ॥

এতস্মিন্ প্ৰবমানে তু শিশুভাবান্ধনুমতি ।

দেবদানবসিদ্ধানাং বিস্ময়ঃ স্মমহানভূৎ ॥ ৭৬ ॥

নহেবং বেগবান্ বায়ুর্ন গরুত্মান্ মনোহথবা ।

যথায়ং বায়ুপুত্রো বৈ ক্রামত্যস্মরমধ্যগঃ ॥ ৭৭ ॥

অয়ং তাবচ্ছিশোরস্ত ঈদৃশো হি পরাক্রমঃ ।

যৌবনে বলমাংসাত কৌদৃশোহস্ত ভবিষ্যতি ॥ ৭৮ ॥

তং চানু পুণ্নুবে বায়ুঃ প্ৰবমানং তদাত্মজম্ ।

সূর্যাদাহাদরক্ষচ্চ তুষারচয়শীতলঃ ॥ ৭৯ ॥

৭৬। লো-টী। বিস্ময় আশ্চর্য্যবুদ্ধিঃ।

৭৮। লো-টী। অয়ং পরাক্রমঃ ঈদৃশ এবমিধঃ অস্ত স্থিতস্ত।

৭৯। লো-টী। 'সূর্যাদাহাদরক্ষচেতি পাঠঃ। কচিচ্চ 'সূর্যাদাহতয়াত্রক্ষস্মি'তি।

ফল লোভে সূর্য্যের অভিমুখে লক্ষ্যপ্রদান করিলেন ॥ ৭৪ ॥

মূর্তিমান্ বালসূর্য্যের আয় শিশু হনুমান্ তরুণ সূর্য্যকে ধরিতে ইচ্ছুক হইয়া আকাশমার্গে সেই তরুণ দিবাকরের দিকে ধাবিত হইতে লাগিলেন ॥ ৭৫ ॥

এই হনুমান্ বালভাব বশতঃ ধবমান হইলে দেবতা, দানব এবং সিদ্ধগণের অতিশয় বিস্ময় উপস্থিত হইল—॥ ৭৬ ॥

[ তাঁহারা বলিতে লাগিলেন—]“আকাশমধ্যগামী এই বায়ুপুত্র যেরূপ বেগে গমন করিতেছে, বায়ু, গরুড়, বা মন এরূপ বেগশালী নহ” ॥ ৭৭ ॥

শৈশবেই ইহার এইরূপ পরাক্রম, যৌবনকালে বলপ্রাপ্ত হইলে ইহার কিরূপ পরাক্রম হইবে! ॥ ৭৮ ॥

বায়ু তুষাররাশির আয় শীতল হইয়া সূর্য্যের দাহ হইতে স্বীয় ঔরসজাত ধাবমান পুত্রকে রক্ষা করত তাহার পশ্চাদমুসরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৭৯ ॥

১। হ 'ততো এহীতু'। ২। হ '-বাণ্ডগ'। ৩। হ 'বামনোহথবা'। ৪। হ 'ক্রমতা-'। ৫। হ 'যদি'। ৬। হ '-শোহিত'। ৭। হ '-হাচ্চ রক্ষন্ বৈ'। ৮। হ '-কণ-'।



বহুযোজনসাহস্রং প্রক্ৰান্তোহয়ং তদাম্বরম্ ।  
 পিতুর্বলাচ্চ বাল্যাচ্চ ভাস্করেণাভিরক্ষিতঃ ॥ ৮০ ॥  
 শিশুরেষ হৃদোষজ ইতি মত্বা বিরোচনঃ ।  
 কার্য্যং চাত্র সমায়ত্তমিত্যেবং ন দদাহ সঃ ॥ ৮১ ॥  
 যমেব দিবসং হেম এহীতুং ভাস্করং প্লুতঃ ।  
 তমেব দিবসং রাহুশ্চকার গ্রহণে মতিম্ ॥ ৮২ ॥  
 অনেন তু পরামৃষ্টে রাম সূর্য্যরথেহধ্বনি ।  
 অপক্রান্তস্তত্তস্তো রাহুশ্চন্দ্রার্কমর্দনঃ ॥ ৮৩ ॥  
 অথ দৃষ্ট্বা হনুমন্তং জিহ্মক্সন্তং তু ভাস্করম্ ।  
 অত্রবীৎ সত্তরং গত্বা রাহুঃ শক্রমিদং বচঃ ॥ ৮৪ ॥

৮১। লো-টী। কাথং সীতাষেষণাদিকং সমায়ত্তমেতদধীনম্ ।

৮২। লো-টী। যমেব দিবসং প্রাপ্যোতি শেষঃ । যথা যং যন্মিমেব দিবসে ।

৮৩। লো-টী। পরামৃষ্টে পরিস্পৃষ্টে সূর্য্যরথে সতি রাহুরপক্রান্তঃ পলায়িতঃ । ক  
 পরিস্পৃষ্টে ? ধুরি যানয়থে, 'সূর্য্যরথেহধ্বনৌ'তি পাঠে সূর্য্যগমনবত্মানি ।

এই হনুমান্ তখন পিতার শক্তিপ্রভাবে আকাশপথে বহুসহস্র যোজন  
 অতিক্রম করিলে সূর্য্যদেব 'বালক' বলিয়া ইহাকে রক্ষা করিলেন ॥ ৮০ ॥

'এ শিশু, দোষ [-গুণ] সম্পর্কে ইহার কোন জ্ঞান নাই, বিশেষতঃ  
 সীতাষেষণাদি কার্য্য সর্ব্বতোভাবে ইহার আয়ত্ত', এই মনে করিয়াই সূর্য্য ইহাকে  
 দক্ষ করিলেন না ॥ ৮১ ॥

এই হনুমান্ যেদিন ভাস্করকে ধরিবার জন্ত উর্দ্ধে গমন করিয়াছিলেন,  
 সেইদিনই রাহু সূর্য্যকে গ্রাস করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল ॥ ৮২ ॥

হে রাম, এই হনুমান্ পৃথিমধ্যে সূর্য্যদেবের রথ স্পর্শ করিলে চন্দ্র-সূর্য্য-  
 বিমর্দনকারী রাহু ভীত হইয়া তথা হইতে পলায়ন করে ॥ ৮৩ ॥

অনন্তর রাহু হনুমান্কে সূর্য্যদেবকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক দেখিয়া দ্রুত গমন

১। হ 'নভস্তল'। ২। হ 'বেগাচ্চ'। ৩। হ '-ণ সমাগতঃ'। ৪। হ '-যোহপ্যারোহজ'।  
 ৫। হ 'দিসেধরঃ'। ৬। হ 'রান'। ৭। হ 'ধুরি'।

বুভুক্ষাপনয়ং দত্ত্বা চন্দ্রাকৌ মম বাসব ।

কিমিদং যৎ ত্বয়া দত্তো বরোহিষ্ঠ্যস্মৈ সুরেশ্বর ॥ ৮৫ ॥

অত্যাং পর্বকালে তু জিহ্বক্ষুঃ সূর্য্যমাশ্বিতঃ ।

দৃষ্ট্বা গৃহীতমণ্ডেন তমহং ত্বামুপাগমম্ ॥ ৮৬ ॥

স রাহোর্বচনং শ্রুত্বা বাসবঃ সংভ্রমাশ্বিতঃ ।

উৎপপাতাসনং হিত্বা পরাঙ্ক্যাস্তরণাশ্বিতম্ ॥ ৮৭ ॥

ততঃ কৈলাসকূটাভং চতুর্দন্তং মদশ্রবম্ ।

শৃঙ্গারধারিণং প্রাংশুং স্বর্ণঘণ্টাট্টহাসিনম্ ॥ ৮৮ ॥

ইন্দ্রঃ করীন্দমারুহ্য রাহুং কৃত্বা পুরঃসরম্ ।

প্রায়াদ্ যত্রাভবৎ সূর্য্যঃ সহানেন হনুমতা ॥ ৮৯ ॥

৮৫ । লো-টী । ক্ষুধাবিনয়ং ক্ষুধানিবর্তকং, তৎ কিং ? চন্দ্রাকৌবিত্তি সামান্যবিশেষভাবে-  
নাশয়ঃ । 'দত্তা'বিত্তি কচিং পাঠঃ ।

৮৭ । লো-টী । সংভ্রমঃ সাধ্বগং তেনাশ্বিতঃ, পরাঙ্ক্যামমুগাং বদাস্তরণং তেনাশ্বিতম্ ।

৮৮ । লো-টী । স্বর্ণঘণ্টায়া অট্টহাসো বর্ততে যস্মিন্ তম্ ।

করত ইন্দ্রকে এই কথা বলিল— ৮৪ ॥

দেবরাজ বাসব, আমার ক্ষুধা নিবারণের জন্য চন্দ্র এবং সূর্য্যকে আমায় দান করিয়া আপনি যে অপরকে [ তাহা ] বর প্রদান করিয়াছেন, ইহা কিরূপ ব্যবহার ? ॥ ৮৫ ॥

পর্বকাল উপস্থিত হওয়ায় অত [ সূর্য্যকে ] গ্রহণ করিবার অভিলাষে আমি সূর্য্যসমীপে উপস্থিত হইয়া তাহাকে অশ্লকর্ষক গৃগীত দেখিয়া আপনার নিকট আসিলাম ॥ ৮৬ ॥

ইন্দ্র রাহুর কথা শুনিয়া স্বরাশ্বিত হইয়া বহুমূল্য আস্তরণযুক্ত সিংহাসন হইতে উত্থিত হইলেন ॥ ৮৭ ॥

পরে ইন্দ্র কৈলাসশিখরতুলা, চতুর্দন্ত, মদশ্রাবী, শৃঙ্গারবেশধারী ( শৃঙ্গার অর্থাৎ হস্তীর সিন্দূরাদিকৃত বেশভূষা ) স্বর্ণঘণ্টার শব্দরূপ অট্টগম্ভকারী অভ্যাসিত

১। হ 'ক্ষুধাবিনয়ং দত্তো' । ২। হ '-তঃ' । ৩। হ 'মহামদম্' । ৪। হ 'বট্ পদৈঃ শ্বিতং' ।

৫। হ '-ঘণ্টো মহাশব্দম্' । ৬। হ 'প্রায়াদ্যত্রা' ।

অথাতিরভসেনাগাদ্রাহুরুংস্বজ্য বাসবম্ ।

অনেন চ স বৈ দৃষ্টো হৃদ্যবৎ শৈলকূটবৎ ॥ ৯০ ॥

ততঃ সূর্য্যং সমুৎস্বজ্য রাহুং ফলমুপেত্য চ ।

উৎপপাত পুনর্বোম গ্রহীতুং সিংহিকাস্তম্ ॥ ৯১ ॥

উৎস্বজ্যার্কমিমং রাম আধাবস্তং প্লবঙ্গমম্ ।

দৃষ্ট্ৱা রাহুঃ পরাবৃত্তো মুখশেষঃ পরাঙ্গুথঃ ॥ ৯২ ॥

ইন্দ্রমাশংসমানস্ত ত্রাতারং সিংহিকাস্ততঃ ।

ইন্দ্র ইন্দ্রেতি স ত্রাসাদ্বিচুক্রোশ মুহুমূর্ছঃ ॥ ৯৩ ॥

৯০। লো-টী। অতিরভসাং অতিবেগাৎ, অনেন হনুতা স রাহুঃ, দৃষ্ট্ৱা চ শৈলকূটবৎ  
অধাবদিত্যর্থঃ। শৈলকূটঃ শৈলরাশিরিব।

৯১। লো-টী। অব্যেতা জ্ঞান্ধা।

৯২-৯৩। লো-টী। মুখশেষঃ মুখস্ত শুষ্কতা যন্ত সঃ, পরাঙ্গুথঃ সন্ ইন্দ্রং পরাবৃত্তা  
প্রাপ্য ত্রাতারং রক্ষিতারং সমাশংসং নিবেদয়ামাস।

গজশ্রেষ্ঠ ঐরাবতে আরোহণ করত রাহুকে অশ্রে করিয়া যেখানে সূর্য্য এই  
হনুমানের সহিত অবস্থান করিতেছিলেন তথায় গমন করিলেন ॥ ৮৮-৮৯ ॥

রাহু ইন্দ্রকে পরিত্যাগ করিয়া অতিশয় বেগে আগমন করিল এবং সে  
হনুমানকর্তৃক দৃষ্ট হইয়া পর্ব্বতশৃঙ্গের ন্যায় ধাবিত হইল ॥ ৯০ ॥

পরে রাহুকে একটা ফল মনে করিয়া সূর্য্যকে পরিত্যাগপূর্ব্বক রাহুকে  
ধরিবার ইচ্ছায় হনুমান পুনরায় আকাশে উৎপতিত হইলেন ॥ ৯১ ॥

হে রাম, এই বানর সূর্য্যকে ছাড়িয়া ধাবিত হইলে মুখমাত্রাবশিষ্ট রাহু  
ইহাকে দেখিয়া পরাঙ্গুথ হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইল ॥ ৯২ ॥

রাহু পরিত্রাতা বাসবকে বলিবার ( অর্থাৎ তাঁহার শরণাপন্ন হইবার )  
ইচ্ছায় ভয়ে পুনঃ পুনঃ 'ইন্দ্র ইন্দ্র' বলিয়া আহ্বান করিতে লাগিল ॥ ৯৩ ॥

১। হ 'রভসাং গ্রায়া-'। ২। হ '-মবেক্ষা চ'। ৩। হ 'ততো বোম'। ৪। হ 'গ্রহা-'।  
৫। হ '-মেব স মা গজৎ'। ৬। হ 'ইন্দ্রেজ্জেতি চ সত্রা-'।

ততো বিক্ৰোশতন্তস্র প্রাগেবালক্য তং স্বরম্ ।

মা ভৈরিতি তমাহেন্দ্রোহপ্যাহমেনং নিষূদয়ে ॥ ৯৪ ॥

ঐরাবতং ততো দৃষ্ট্বা মহাস্তমিদমেব হি ।

ফলমিত্যভিবিজ্ঞায় তং প্রতুদ্ভাব মারুতিঃ ॥ ৯৫ ॥

তদস্র ধাবতো রূপমৈরাবতজিঘৃক্ষয়া ।

মুহূৰ্ত্তমভবদ্ ঘোরং কালাগ্নিরিষ রাঘব ॥ ৯৬ ॥

এবমাধাবমানস্ত নাতিক্রুদ্ধঃ শচীপতিঃ ।

হস্তশ্চেন প্রমুক্তেন কুলিশেনাভ্যতাড়য়ৎ ॥ ৯৭ ॥

ততো গিরৌ পপাঠৈষ শক্রবজ্রাভিতাড়িতঃ ।

কুলিশেন চ তেনাস্র বামো হনুরভজ্যত ॥ ৯৮ ॥

৯৪ । লো-টী । প্রাগেব নিবেদনাৎ পূৰ্ব্বমেব তং স্বরং শব্দম্ ।

৯৭ । লো-টী । নাতিক্রুদ্ধঃ অলক্ৰোধঃ, যদা ন উপমাৰ্থঃ, অতিক্রুদ্ধ ইব প্রযুক্তেন ত্যক্তেন 'প্রযুক্তেনে'তি পাঠে স এবার্থঃ ।

অনন্তর সেই চীৎকাররত রাহুর বলিবার পূৰ্বেই তাহার [কাতর] স্বর শুনিয়া ইন্দ্র 'ভয় নাই, আমি ইহাকে বধ করিতেছি' এই কথা তাহাকে বলিলেন—॥ ৯৪ ॥

পরে বায়ু-তনয় হনুমান্ মহাকায় ঐরাবতকে দেখিয়া 'ইহাই ফল' এইরূপ মনে করিয়া তাহার প্রতি ধাবিত হইলেন ॥ ৯৫ ॥

রামচন্দ্র, হনুমান্ ঐরাবতকে ধরিবার ইচ্ছায় ধাবিত হইলে মুহূৰ্ত্ত মধ্যে ইহার রূপ কালাগ্নির ন্যায় ভয়ঙ্কর হইল ॥ ৯৬ ॥

ইন্দ্র [ 'বালক' বলিয়া ] অতি ক্রুদ্ধ না হইয়াই এইরূপে ধাবমান হনুমানকে হস্তস্থিত বজ্র নিক্ষেপ করিয়া আঘাত করিলেন ॥ ৯৭ ॥

ইন্দ্রের বজ্রপ্রহারে তাড়িত হইয়া এই হনুমান্ পৰ্ব্বতোপরি পতিত হইলেন এবং সেই বজ্রপ্রহারে ইহার বাম হস্ত (চোয়াল) ভগ্ন হইল ॥ ৯৮ ॥

১। হ 'বনম্' । ২। হ 'ঐরাবতং' । ৩। হ '-বতন্তস্র প্রতি-' । ৪। হ 'নাতিক্রোধম্' ।

তস্মিংস্ত পতিতে বালে বজ্রতাড়নবিহ্বলে ।

চুক্রোধেন্দ্রায় পবনঃ প্রজানামশিবায সঃ ॥ ৯৯ ॥

প্রবাতং স্বং চ সংহত্য প্রজাস্তুর্গতং প্রভুঃ ।

রুরোধ সর্বভূতানি ন প্রাবাতং স তদানিলঃ ॥ ১০০ ॥

বায়োঃ প্রকোপাদ্ভুতানি নিরুচ্ছাসানি সর্বশঃ ।

সন্ধিভিশ্চাপ্যসংনম্যৈঃ কাষ্ঠভূতানি জজ্ঞিরে ॥ ১০১ ॥

নিঃস্বধং নির্বষট্কারং নিষ্ক্রিয়ং ধর্মবর্জিতম্ ।

বায়ুপ্রকোপাৎ ত্রৈলোক্যং নিরয়স্থমিবাভবৎ ॥ ১০২ ॥

ততঃ প্রজাঃ সগন্ধর্বাঃ স-দেবাস্ত্রমানুষাঃ ।

কৃচ্ছ্রাৎ প্রজাপতিং গম্বা প্রোচুরার্ভা ইদং বচঃ ॥ ১০৩ ॥

৯৯। লো-টী। ইন্দ্রায় ইন্দ্রার্থম্, অশিবায অশিবং কর্তৃম্।

১০০। লো-টী। রুরোধ নিষ্ক্রিয়াণি চকার।

১০১। লো-টী। অসংনম্যৈঃ নয়িতুমশক্যৈঃ।

বজ্রপ্রহারে আকুল হইয়া সেই শিশু হনুমান্ পতিত হইলে পবনদেব  
ইন্দ্রের প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন, তাহা প্রজাদিগের অমঙ্গলের কারণ হইল ॥ ৯৯ ॥

প্রভু পবনদেব সমস্ত প্রজার অন্তর্গত স্বীয় বায়ু সংহরণ করিয়া প্রাণীদিগকে  
নিষ্ক্রিয় করিলেন এবং তখন আর প্রবাহিত হইলেন না ॥ ১০০ ॥

বায়ুর প্রকোপ বশতঃ প্রাণীদিগের সর্বতোভাবে শ্বাস রুদ্ধ হইল এবং  
সন্ধিসকল অবনত করিতে না পারায় তাহারা কাষ্ঠবৎ হইয়া রহিল ॥ ১০১ ॥

বায়ুর প্রকোপ বশতঃ শ্রাক, যজ্ঞ এবং স্নান-দানাদি ক্রিয়াবিহীন হওয়ায়  
ধর্মবর্জিত হইয়া ত্রিভুবন যেন নরকে অবস্থান করিতে লাগিল ॥ ১০২ ॥

অবশেষে দেবতা, গন্ধর্ব এবং মনুষ্য প্রভৃতি প্রজাগণ কাতর হইয়া অতিকষ্টে

১। হ 'চুক্রোধেন্দ্রা'। ২। হ 'পবন'। ৩। হ '-অশিবায চ'। ৪। হ 'প্রচারং'। ৫। হ  
'প্রবতি'। ৬। হ '-নাম্যৈঃ'। ৭। হ 'নিঃস্বাধ্যাবষট্'।

ত্বয়া স্ম ভগবন্ সৃষ্টাঃ প্রজাঃ সৰ্বাশ্চতুৰ্বিধাঃ ।

ত্বয়া চ দত্তঃ সোহস্মাকমায়ুযাং পবনঃ পতিঃ ॥ ১০৪ ॥

সোহস্মৎপ্রাণেশ্বরো ভূত্বা কস্মাদপ্যত্ সত্তম ।

রুরোধ দুঃখং জনয়ন্ কিঞ্চিৎপ্রাণাংশ্চকার নঃ ॥ ১০৫ ॥

তাঃ স্ম তে শরণং প্রাপ্তা বায়ুনোপহতা বয়ম্ ।

বায়ুসংরোধজং দুঃখং হৃদ নোহত্ পিতামহ ॥ ১০৬ ॥

ইতি প্রজানাং ঋত্বা স প্রজানাথঃ প্রজাপতিঃ ।

কারণাদিতি চোক্ত্বাসৌ প্রজাঃ পুনরভাষত ॥ ১০৭ ॥

যত্র বঃ কারণে বায়ুশ্চকোপ চ রুরোধ চ ।

প্রজাঃ শৃণুত তৎ সৰ্বং ক্রিয়তাং চাত্মনঃ ক্ষমম্ ॥ ১০৮ ॥

১০৫। লো-টী। স পবনঃ কিঞ্চিৎপ্রাণান্ স্বল্পবলান্।

১০৬। লো-টী। হৃদ নঃ অস্মাকং দূরীকৃত্।

১০৭। লো-টী। বঃ প্রজানাং দুঃখং তৎ কারণাদিত্যুক্তা।

প্রজাপতির নিকটে গমন করিয়া এই কথা বলিলেন— ১০৩ ॥

ভগবন্ প্রজাপতে, আপনি চতুৰ্বিধ প্রাণিসকল সৃষ্টি করিয়াছেন এবং পবনকে আমাদের আয়ুর অধিপতি করিয়াছেন ॥ ১০৪ ॥

হে সত্তম, সেই পবনদেব আমাদের প্রাণের অধিপতি হইয়া কোন কারণে আমাদের আত্মাকে আজ কষ্ট দিয়া স্তব্ধীভূত করিয়াছেন, আমাদের প্রাণ কিঞ্চিৎপ্রাণ অবশিষ্ট রাখিয়াছেন ॥ ১০৫ ॥

হে পিতামহ, আমরা বায়ুকর্তৃক উৎপীড়িত হইয়া আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি, আপনি আজ আমাদের বায়ুরোধ-জনিত দুঃখ দূর করুন ॥ ১০৬ ॥

প্রজাদিগের কল্যাণকামী প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রজাগণের এই কথা শুনিয়া ‘ইহার কারণ আছে’ এই বলিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন— ১০৭ ॥

হে প্রজাগণ, যে কারণে বায়ু কুপিত হইয়া তোমাদিগকে স্তব্ধ করিয়াছেন, তাহা সমস্ত শ্রবণ করিয়া নিজেদের হিতকৰ্ম্ম অনুষ্ঠান কর ॥ ১০৮ ॥

১। হ ‘সোহস্মান্’। ২। হ ‘রূগচ্ছি’। ৩। ক-হ ‘কিঞ্চিৎপ্রাণাংশ্চ কারণঃ’। ৪। হ ‘ভাদেব’।

হ ‘এতচ্ছব্দা প্রজানাং’। ৫। হ-পুস্তকে ইত্যং প্রভৃতি। ৬। হ ‘বায়ু’। ৭। হ ‘বায়ু’।

পুত্রস্তস্মাত্ত্ব বজ্রেণ শক্রেণ বিনিসূদিতঃ ।

রাহোর্বচনমাস্থায় তেনাসৌ কুপিতোহনিলঃ ॥ ১০৯ ॥

অশরীরঃ শরীরেষু বায়ুশ্চরতি পালয়ন্ ।

শরীরং হি বিনা বায়ুং সমতাং যাতি দারুভিঃ ॥ ১১০ ॥

বায়ুঃ প্রাণাঃ সূখং বায়ুর্বায়ুঃ সর্বমিদং জগৎ ।

বায়ুনা সংপরিত্যক্তং ন সূখং বিন্দতে জগৎ ॥ ১১১ ॥

অদৈব সংপরিত্যক্তা বায়ুনা জগদায়ুষা ।

যুয়ং সর্বৈ নিরুচ্ছ্বাসাঃ কাষ্ঠকুড়্যোপমাঃ স্থিতাঃ ॥ ১১২ ॥

তদ্ যামস্তত্র যত্রাস্তে মারুতঃ সূখদো হি সঃ ।

মা বিনাশং গমিষ্যধ্বমপ্রসাত্ত্ব দিতেঃ সূতম্ ॥ ১১৩ ॥

১১০। লো-টি। দারুভিঃ কাঠৈঃ।

১১২। লো-টি। কুড়্যং ভিত্তিঃ।

১১৩। লো-টি। দিতেঃ সূতং মারুতমূনপঞ্চাশদ্বারুতস্ত্ব দিতেঃ পুত্রস্বাৎ তস্মাত্ত্ব  
প্রসাদয়ত ইত্যর্থঃ। 'অদিতেঃ সূত'মিতি পাঠোহসঙ্গতোহপি ব্যাখ্যাযতে অদিতেঃ সূতং দেবং  
মারুতমিতি বাবৎ।

দেবরাজ ইন্দ্র রাজুর কথায় বিশ্বাস করিয়া অস্ত্র বজ্রদ্বারা বায়ুর পুত্রকে নিহত  
করিয়াছেন, সেই কারণে বায়ু কুপিত হইয়াছেন ॥ ১০৯ ॥

অশরীরী বায়ু সমস্ত প্রাণীর শরীরে বিচরণ করিয়া শরীর রক্ষা করেন,  
বায়ু ব্যতিরেকে [ জীবের ] শরীর কাষ্ঠবৎ হয় ॥ ১১০ ॥

বায়ুই প্রাণ, বায়ুই সূখ এবং বায়ুই সমগ্র জগৎ, বায়ুকর্তৃক পরিত্যক্ত  
হইয়া জগৎ ( জগতের জীবগণ ) সূখ লাভ করিতে পারে না ॥ ১১১ ॥

জগতের আয়ুঃ ( প্রাণ ) স্বরূপ বায়ু কর্তৃক আজই পরিত্যক্ত হইয়া তোমরা  
সকলে নিরুচ্ছ্বাস হইয়া কাষ্ঠ এবং কুড়োর আয় হইয়াছ ॥ ১১২ ॥

সূতরাং সেই সূখদাতা পবনদেব যেখানে আছেন আমরা তথায় গমন করি ;

১। হ 'প্রাণঃ'। ২। হ 'সূ'। ৩। হ '-দায়ুনা'। ৪। হ '-নাঃ কৃত্যঃ'। ৫। হ 'ব্রহ্মান-'।

৬। হ 'কঃ'। ৭। হ ইন্দ্রবর্জ্য দ্যাবি।

ততঃ প্রজাভিঃ সহিতঃ প্রজাপতিঃ

স দেব-গন্ধর্ব্ব-ভূজঙ্গ-গুহ্যকৈঃ ।

জগাম যত্রাস্তি স তত্র মারুতঃ

সুতং তু বজ্রাভিহতং প্রগৃহ তম্ ॥ ১১৪ ॥

ততোহর্ক-বৈশ্বানর-কাঞ্চনপ্রভম্

শিশুং তমুৎসঙ্গগতং সদাগতেঃ ।

চতুর্মুগো বৌদ্ধ্য কৃপামথাকরোৎ ।

স দেব-গন্ধর্ব্ব ঋষিযক্ষরাক্ষসৈঃ ॥ ১১৫ ॥

ইত্যার্ষে বাম্বীকীয়ে রামায়ণে আদিকাণ্ডে উত্তরকাণ্ডে বজ্জেন হনুখণ্ডনং নাম

অষ্টাঙ্গিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৮ ॥

১১৪। লো-টী। তং সুতং প্রগৃহ ।

১১৫। লো-টী। যত্বপি 'শালিশূকচয়াভঞ্চ প্রসুয়েমং তদাঙ্গনে'তি পূর্ব্বমেব বর্ণ উক্তঃ, তথাপি অতিবিপদগ্রস্ততয়া কদাচিৎ প্রাতঃকালীনাক ইব রক্তরূপেণ প্রভাতি, কদাচিদ্ বৈশ্বানরতয়া শুক্লতয়া, কদাচিৎ কাঞ্চনতয়া পীতবর্ণেত্যেতি বোধ্যম্ ।

হনুমতেঃ হনুখণ্ডনম্ ॥ ৩৮ ॥

বায়ুকে প্রসন্ন না করিয়া বিনষ্ট হইও না ( অর্থাৎ প্রসন্ন না করিলে বিনষ্ট হইতে হইবে ) ॥ ১১৩ ॥

অনন্তর প্রজাপতি দেবতা, গন্ধর্ব্ব, সর্প, গুহ্যক প্রভৃতি প্রজাগণ সমভি-  
বাহারে যথায় পবন বজ্রাহত সেই পুত্রকে লইয়া আছেন, সেই স্থানে গমন  
করিলেন ॥ ১১৮ ॥

তখন আদিত্য, অনল এবং সূবর্ণসদৃশ দ্ব্যতিমান্ সেই শিশুকে বায়ুর  
ক্ৰোড়ে দেখিয়া চতুর্মুখ ব্রহ্মা দেব, গন্ধর্ব্ব, ঋষি, যক্ষ এবং রাক্ষসগণের সহিত  
[ তাহার প্রতি ] কৃপা করিলেন ॥ ১১৫ ॥

মহর্ষি বাম্বীকি প্রণীত আদিকাণ্ডে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে [ হনুমানের ] হনুখণ্ডন-নামক

৩৮শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৮ ॥

১। হ 'বৈ'। ২। হ 'সমুৎস'। ৩। হ 'নিরীক্য'। ৪। হ '-বুধাভা মুদিতাঃ ততঃ প্রজাঃ'

৫। হ '-পুৰোগমা কৃশম্'।



## ( ৩৯ ) উনচত্বারিংশঃ সর্গঃ

ততঃ পিতামহঃ<sup>১</sup>দৃষ্ট<sup>২</sup>। বায়ুঃ পুত্রবধা<sup>৩</sup>দিতঃ ।

শিশুকং পুত্রমাদায় উত্তমো<sup>৪</sup> ত্বরিতস্তদা ॥ ১ ॥

চলৎকুণ্ডলমোলিস্ত<sup>৫</sup> তপ্তকাক্ষনভূষণঃ ।

পাদয়ো<sup>৬</sup>র্ন্যপতন্মূ<sup>৭</sup>ক্স<sup>৮</sup>। দুঃখিতঃ পদ্যযোনয়ে ॥ ২ ॥

তং তু দেবঃ পদাস্তে<sup>৯</sup>হপি লম্বাভরণশোভিনঃ ।

বায়ুমুখাপ্য হস্তেন শিশুং সংপরিমূ<sup>১০</sup>ষ্টবান্ ॥ ৩ ॥

পৃষ্ঠমাত্রস্তদাপ্যেষ সলীলং পদ্যযোনি<sup>১১</sup>না ।

জলসিক্তং যথা সস্তং পুনর্জ্জীবিতমাপ্তবান্ ॥ ৪ ॥

২। লো-টা। পদ্যযোনয়ে পদ্যযোনেঃ, যধা, পদ্যযোনিং সন্তোষয়িতুম্।

৩। লো-টা। দেবঃ ব্রহ্মা পদাস্তে পদযোরস্তিকে বর্তমানমপি বায়ুঃ ন উখাপ্য আদৌ শিশুং হস্তেন পরিমূষ্টবান্ পরিমার্জিতবান্। কীদৃশেন হস্তেন ? লম্বা শ্রীঃ তদ্রাক্ষণ্যভরণেন শোভিতুং সলীলং যত্র তেন। 'লম্বা পদ্মালম্বাগৌরোয়ান্তিকৃতুয্যামপি জিহ্বা'মিতি কোষঃ। যধা, হস্তেন কিংভূতেন ? পদাস্তেন পদং বজ্রপাদাদিচিহ্নম্ অস্তে মধ্যে যত্র তেন। যধা, হস্তেন বায়ুমুখাপ্য পদাস্তেন পদপ্রান্তেন শিশুং পরিমূষ্টবান্।

পুত্রবধে শোকাকুল পবন তৎকালে পিতামহকে দেখিয়া শিশু পুত্রকে লইয়া সঙ্কর উখিত হইলেন ॥ ১ ॥

উজ্জল সুবর্ণালঙ্কারে বিভূষিত চঞ্চল-কুণ্ডলশোভিত-মস্তকশালী পবনদেব দুঃখিত হইয়া অবনত মস্তকে ব্রহ্মার পদতলে পতিত হইলেন ॥ ২ ॥

পিতামহদেব পদতলে পতিত সেই বায়ুকে উঠাইয়া লম্বমান অলঙ্কারশোভিত হস্তদ্বারা সেই শিশুর অঙ্গ স্পর্শ করিলেন ॥ ৩ ॥

তখন কমলযোনি ব্রহ্মা স্পর্শ করিবামাত্র জলসিক্ত শস্ত্রের দ্বারা ইনি অবলীলাক্রমে পুনরায় জীবন লাভ করিলেন ॥ ৪ ॥

প্রাণবন্তমিমং দৃষ্ট্বা পুনর্গন্ধবহো মুদা ।

চচার সর্বভূতেষু হবিরোধো যথা পুরা ॥ ৫ ॥

মারুতক্রোধনিম্মুক্তাস্তাঃ প্রজা মুদিতা বভূঃ ।

শীতবাতবিনিম্মুক্তাঃ পদ্মিন্য ইব সন্নিভাঃ ॥ ৬ ॥

ততস্ত্রিযুগ্মস্ত্রিককুং ত্রিধামা ত্রিদশাচ্চিতঃ ।

উবাচ দেবতা ব্রহ্মা মারুতপ্রিয়কাম্যয়া ॥ ৭ ॥

ভো ইন্দ্র-সূর্য্য-বরুণা মহেশ্বরধনেশ্বরাঃ ।

জানতোহপি হি বঃ সর্বান বক্ষ্যামি জ্ঞয়তাং হিতম্ ॥ ৮ ॥

৫। লো-টী। প্রাণবন্তং জীবিতবন্তম্।

৬। লো-টী। ‘মুদিতা’ ইতি পাঠঃ। ‘সমুদিতা’ ইতি পাঠে মুদিতং হর্ষঃ তৎসহিতাঃ।  
পদ্মিন্যঃ পদ্মসংঘাতাঃ সন্নিভাঃ সপক্ষিণঃ।

৭। লো-টী। মেরৌ, পুষ্করদ্বীপে, পুষ্করে সত্যলোকে চ ধামানি গৃহাণি যন্ত স ত্রিধামা।  
ত্রিষু লোকেষু ত্রয়াণাং লোকানাং বা ককুং প্রধানম্ ত্রিককুং। ‘ককুদোহস্রী ককুচ্চ স্ত্রী প্রধানো  
বাজ্জবেশ্বনী’তি ভূরি०। ত্রিযুগ্মঃ ‘সর্বজ্ঞতা তৃপ্তিরনাদিবোধঃ স্বতন্ত্রতা নিত্যমনুশক্তিঃ, অনন্ত-  
শক্তিশ্চেতি ষট্—ইতি সর্বজ্ঞঃ। জীণি ভগশব্দবাচ্যানি যন্তোতি বা, যদা, ‘উৎপত্তিঃ প্রলয়কৈব  
ভূতানামগতিং গতিম্। বেক্তি বিজ্ঞানবিজ্ঞাঞ্চ স বাচ্যো ভগবানিতি।’ ইতি বিষ্ণুপুরাণম্। জীণি  
উৎপত্তাদীনী যুগ্মানি যন্ত সঃ। ত্রিবিধাং সত্যলোকাং চ্যুত আগতঃ, যদা, ত্রিবিধাং চোহন্তে  
আগচ্ছন্তীতি ত্রিবিচুতো দেবতাঃ।

বায়ু এই শিশুকে পুনরায় জীবন্ত দেখিয়া আনন্দে বিরুদ্ধতা পরিত্যাগ  
পূর্বক গুর্কের আয় সর্বভূতে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৫ ॥

সেই প্রজাগণও বায়ুর ক্রোধ হইতে মুক্ত ও আনন্দিত হইয়া শীতকালীন  
বায়ুপ্রবাহযুক্ত পক্ষী ও পদ্মসমূহের আয় শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৬ ॥

সর্বজ্ঞ, নিত্যতৃপ্ত, নিত্যজ্ঞানবিশিষ্ট, অপ্রতিহতশক্তি, স্বতন্ত্র, অনন্ত-  
শক্তিশালী ত্রিভুবনশ্রেষ্ঠ অমরগণপূজিত ত্রিলোকনিবাসী ( অর্থাৎ জগদ্ব্যাপী পরমাত্ম-  
স্বরূপ ) ব্রহ্মা, বায়ুর হিতকামনায় দেবগণকে বলিলেন— ॥ ৭ ॥

হে ইন্দ্র, সূর্য্য, বরুণ, মহেশ্বর, কুবের প্রভৃতি দেবগণ, তোমাদিগের সকলের

১। হ ‘খং’। ২। হ ‘ভূশম্’। ৩। হ ‘-ত্রিধামা ত্’ (?)। ৪। হ ‘ত্রিযুগ্মত্রিবিচুতঃ’।

৫। হ ‘মহেশ্বর্যবরুণ-’। ৬। হ ‘সর্বোবাং বঃ পদং দেবা হিতং বক্ষ্যামি জ্ঞয়তাম্’।

অনেন শিশুনা কার্য্যং কর্তব্যং বো ভবিষ্যতি ।

প্রযচ্ছধ্বং বরান্ সর্বৈ মারুতস্তাত্ত্বজায় বৈ ॥ ৯ ॥

ততঃ সহস্রনয়নো দিব্যরত্নধরঃ প্রভুঃ ।

কুশেশয়ময়ীং মালাং সমুৎক্ষিপ্যোদমত্রবীৎ ॥ ১০ ॥

ময়া মুক্তেন বজ্রেণ যস্মাদস্ত ক্রতো হনুঃ ।

তস্মাদেষ কপির্নাম হনুমান্ বৈ ভবিষ্যতি ॥ ১১ ॥

ইদং চৈবাস্ত দাস্তামি পরমং বরমুক্তমম্ ।

অতঃ প্রভৃতি বজ্রস্ত মমাবধ্যো ভবিষ্যতি ॥ ১২ ॥

মার্ত্তণ্ডস্ত্রবীৎ তত্র ভগবাংস্তিমিরাপহঃ ।

তেজসোহস্ত মদীয়স্ত দদামি শতমংশকম্ ॥ ১৩ ॥

১০। লো-টী। কুশেশয়ময়ীং পদ্মময়ীম্। ‘তপনীয়ময়ীং’ বা পাঠঃ। সমুৎক্ষিপ্য দত্ত্বা।

১৩। লো-টী। শতকাংশকং উভয়ত্র স্বার্থে ক-প্রত্যয়ঃ, শতাংশং শতভাগৈকভাগং ‘দশমীং কলা’মিতি পাঠে কলাম্ অংশম্।

জানা থাকিলেও হিতজনক কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৮ ॥

এই শিশু-দ্বারা তোমাদিগের কর্তব্য সম্পাদিত হইবে, অতএব তোমরা সকলে এই পবননন্দনকে বর প্রদান কর ॥ ৯ ॥

তারপর দিব্যরত্নধারী প্রভু সহস্রলোচন ইন্দ্র [ কাঞ্চনময় ] পদ্মমালা দিয়া বলিলেন— ॥ ১০ ॥

আমার নিক্ষিপ্ত বজ্রের আঘাতে ইহার ‘হনু’ ভগ্ন হইয়াছে, সুতরাং এই বানর হনুমান্ নামে বিখ্যাত হইবে ॥ ১১ ॥

ইহাকে এই একটি অত্যাৎকুষ্ট বরও দিতেছি যে, আজ অবধি এই হনুমান্ আমার বজ্রের অবধ্য হইবে ॥ ১২ ॥

তখন তিমিরনাশক ভগবান্ সূর্য্য বলিলেন, আমার এই তেজের শত অংশের এক অংশ ইহাকে দিলাম ॥ ১৩ ॥

১। হ ‘বহুত’। ২। হ ‘দিব্যধর’। ৩। হ ‘বজ্রেণ মুক্তেন হনুর্নামাং ক্রতোহস্ত বৈ’।

৪। হ ‘নামা’। ৫। হ ‘অহমেবাস্ত’। ৬। হ ‘প্রথম’। ৭। হ ‘-জা-’।

যদা তু শাস্ত্রমধ্যেভুং শক্তিরস্তু ভবিষ্যতি ।

তদাস্ত শাস্ত্রং দাস্তামি যেন বাগ্মী ভবিষ্যতি ॥ ১৪ ॥

বরুণশ্চ বরং প্রাদামাস্ত মৃত্যুর্ভবিষ্যতি ।

বর্ষায়ুতশতেনাপি মৎপাশাদ্ভদকাৎ তথা ॥ ১৫ ॥

যমো দণ্ডাদবধ্যত্বমরোগত্বঞ্চ নিত্যশঃ ।

দদাবস্তু বরং তুষ্টিং হ্রবিষাদং চ সংযুগে ॥ ১৬ ॥

গদেয়ং মামিকা নৈনং সংযুগেষু বধিষ্যতি ।

ইত্যেবং ধনদঃ প্রাহ তদা হ্যেকাক্ষিপিজ্জলঃ ॥ ১৭ ॥

মতো মদায়ুধানাং চ ন বধ্যোহয়ং ভবিষ্যতি ।

ইত্যেবং শঙ্করেণাপি দতোহস্তু পরমো বরঃ ॥ ১৮ ॥

ব্রহ্মাস্ত্রব্রহ্মদণ্ডানামবধ্যোহয়ং ভবিষ্যতি ।

দীর্ঘায়ুশ্চ মহাত্মা চ ইতি ব্রহ্মাববীধচঃ ॥ ১৯ ॥

১৫ । লো-টী । মৎপাশাৎ উদকাচ্চ বর্ষায়ুতশতেনাপি মৃত্যুর্ভবিষ্যতি ।

১৯ । লো-টী । ব্রহ্মদণ্ডানাং ব্রহ্মশাপানাম্ ।

যখন ইহার শাস্ত্রাধ্যয়নের শক্তি হইবে তখন ইহাকে শাস্ত্র [ জ্ঞান ] প্রদান করিব, তাহাতে এ বাগ্মী হইবে ॥ ১৪ ॥

বরুণদেব বর দিলেন—‘আমার পাশ এবং বারি হইতে শত অযুত বৎসরেও ইহার মৃত্যু হইবে না’ ॥ ১৫ ॥

যম প্রীত হইয়া ইহাকে দণ্ডের অবধ্যত্ব, নিয়ত অরোগিত্ব এবং যুদ্ধে অবিষাদ বর দিলেন ॥ ১৬ ॥

একাক্ষিপিজ্জল ধনপতি কুবের তখন এই বর দিলেন যে, ‘আমার এই গদা যুদ্ধে ইহাকে বধ করিবে না’ ॥ ১৭ ॥

মহাদেবও ইহাকে এইরূপ উত্তম বর দিলেন যে, ‘এই হনুমান্ আমার অস্ত্রের এবং আমার অবধ্য হইবে’ ॥ ১৮ ॥

ব্রহ্মা এই কথা বলিলেন যে,—এই বালক ব্রহ্মাস্ত্র এবং ব্রহ্মশাপের অবধ্য

বিশ্বকর্মা চ দৃষ্টে<sup>১</sup>মং বালসূর্যোপমং শিশু<sup>২</sup>ম্ ।

শিল্পিনাং প্রবরঃ প্রাদা<sup>৩</sup>দ্বরমস্মৈ মহামতিঃ ॥ ২০ ॥

মন্মিস্মিতানি দেবানামায়ুধানীহ যানি চ ।

তেষাং সংগ্রামকালে তু ন বধ্যো<sup>৪</sup>হয়ং ভবিষ্যতি ॥ ২১ ॥

এবং বরৈঃ সুরাণাং তু দৃষ্ট<sup>৫</sup>। হেনমলংকৃতম্ ।

চতু<sup>৬</sup>স্মুখস্তু<sup>৭</sup>ফমনা বায়ুমা<sup>৮</sup>হ জগদগুরুঃ ॥ ২২ ॥

মিত্রাণামভয়ং কর্তা শক্রাণাং চ ভয়ঙ্করঃ ।

অজেয়ো ভবিতা পুত্রস্তব মারুত মারুতিঃ ॥ ২৩ ॥

রাবণোৎসাদনার্থানি রামশ্রীতিকরাণি চ ।

দৈবতানাং চ সর্বেষাং কর্তা কার্য্যাণি সংযুগে ॥ ২৪ ॥

ইত্যর্থে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে হুম্বদ্বরপ্রদানং নাম  
উনচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৯ ॥

২৪। লো-টী। কর্তা করিষ্যতি ।

হুম্বদ্বরপ্রদানম্ ॥ ৩৯

এবং দীর্ঘায়ুঃ ও উদারচেতাঃ হইবে ॥ ১৯ ॥

শিল্পিশ্রেষ্ঠ মহামতি বিশ্বকর্মা নবোদিত সূর্যাসদৃশ এই বালককে দেখিয়া  
বর প্রদান করিলেন যে, এই শিশু যুদ্ধকালে আমার নিম্নিত দেবতাদিগের  
অস্ত্রসমূহের অবধ্য হইবে ॥ ২০-২১ ॥

জগদগুরু চতুরানন ব্রহ্মা দেবগণের এইরূপ বর দ্বারা হইহাকে অলঙ্কৃত দেখিয়া  
সন্তুষ্ট চিত্তে বায়ুকে বলিলেন—পবন, তোমার পুত্র মারুতি শক্রগণের ভয়ঙ্কর,  
মিত্রদিগের অভয়দাতা এবং অপরাজেয় হইবে ॥ ২২-২৩ ॥

[ এই শিশু ] যুদ্ধে রামের এবং সমস্ত দেবগণের শ্রীতিপ্রদ রাবণের  
বিনাশকর কার্য্য সকল সম্পাদন করিবে ॥ ২৪ ॥

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে হুম্বদ্বরপ্রদান-নামক

৩৯শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৯ ॥

১। 'দৃষ্ট'। ২। 'শিশু'। ৩। 'প্রাদা'। ৪। 'বধ্য'। ৫। 'দৃষ্ট'। ৬। 'চতু'। ৭। 'সমুখ'। ৮। 'বায়ু'। ৯। 'হুম্বদ্বর'। ১০। 'মারুত'। ১১। 'মারুতি'। ১২। 'অভয়'। ১৩। 'ব্রহ্মা'। ১৪। 'জগদগুরু'। ১৫। 'চতুরানন'। ১৬। 'অলঙ্কৃত'। ১৭। 'সন্তুষ্ট'। ১৮। 'চিত্ত'। ১৯। 'বায়ু'। ২০। 'পবন'। ২১। 'মিত্র'। ২২। 'শক্র'। ২৩। 'ভয়ঙ্কর'। ২৪। 'বিনাশকর'। ২৫। 'সম্পাদন'। ২৬। 'মহর্ষি'। ২৭। 'বাল্মীকি'। ২৮। 'প্রণীত'। ২৯। 'আদিকাব্য'। ৩০। 'রামায়ণ'। ৩১। 'উত্তরকাণ্ড'। ৩২। 'হুম্বদ্বরপ্রদান'। ৩৩। 'নামক'।

( ৪০ ) চত্বারিংশঃ সর্গঃ

এবমুক্তা তমামন্ত্রা মারুতং তেহমরাঃ সহ ।

যথাগতং যযুঃ সর্বেষ পিতামহপুংসরাঃ ॥ ১ ॥

সোহপি গন্ধবহঃ পুত্রঃ প্রগৃহ্য গৃহমানয়ৎ ।

অঞ্জনায়াস্তমাত্যায় বরদন্তং বিনিঃসৃতঃ ॥ ২ ॥

প্রাপ্য রাম বরানেষ বরদানবলাস্থিতঃ ।

জবেনোজ্জ্বলি সংস্থেন সোহসৌ পূর্ণ ইবার্ণবঃ ॥ ৩ ॥

বলেনাপূর্য্যমাণস্ত বয়সা চ প্লবঙ্গমঃ ।

আশ্রমেষু মহর্ষীগামপরাধ্যতি নিত্যশঃ ॥ ৪ ॥

১। লো-টী। সহ যুগপদেব।

২। লো-টী। বরং দন্তং তং দন্তং বরং আখ্যায় বিনিঃসৃতঃ গত ইত্যর্থঃ।

[ লো-টী। ] নাতিবয়াঃ ন বিজ্ঞতে অতি অভিশ্রুতং বয়ো বস্ত্র সঃ।

এইরূপ বলিয়া দেবগণ সেই মারুতের নিকট বিদায় লইয়া ব্রহ্মাকে অগ্রে করিয়া সকলে একসঙ্গে যেমন আসিয়াছিলেন সেইরূপ ফিরিয়া গিলেন ॥ ১ ॥

সেই পবনও পুত্রকে লইয়া গৃহে আনয়ন করিলেন এবং অঞ্জনার নিকটে পুত্রের বরলাভ-বৃত্তান্ত বলিয়া তথা হইতে বহির্গত হইলেন ॥ ২ ॥

রাম, এই হনুমান্ অনেক বর লাভ করিয়া বরপ্রভাবে বলশালী হইয়া সমুদ্রের জায় শারীরিক বলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলেন ॥ ৩ ॥

বানরবর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে বলে পরিপূর্ণ হইয়া নিয়ত মহর্ষিগণের আশ্রমে অত্যাচার করিতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥

১। ক 'সংস্বে'। ২। হ 'পুত্রোপমা'। ৩। হ 'নামৈ তমাচখৌ বরদন্তমিতি প্রকৃত্য'। অতঃ পরং হ 'ভ্রাতৃত্বাভিলাষে বরদানবলাস্থিতঃ'। বলেনোজ্জ্বলেন অপাং পূর্ণা ইবার্ণবঃ ১' ইত্যধিকম্। ৪। হ 'চাতিবয়স্বে'। ৫। হ 'বলে'। ৬। হ 'প্রাপ্য ইবার্ণবঃ'। ৭। হ 'আপূর্য্যমাণস্তরসা এব বানরপুলকঃ'।

অগ্ভাণ্ডাশ্মিমাভ্যং চ বন্ধলানি চ সর্বশঃ ।  
 ভগ্নবিধ্বস্তচ্ছিন্নানি কৰোত্যেব প্লবঙ্গমঃ ॥ ৫ ॥  
 সৰ্বেষাং ব্রহ্মদণ্ডানামবধ্যো বিভূনা কৃতঃ ।  
 ইতি বিজ্ঞায় মুনয়ঃ ক্ষমন্তে শক্তিহানিতঃ ॥ ৬ ॥  
 যদা কেশরিণা হেষ বায়ুনা স্বজনৈঃ সহ ।  
 প্রতিষিদ্ধোহপি মৰ্যাদাং লজ্জয়তোষ বানরঃ ॥ ৭ ॥  
 ততো মহর্ষয়ঃ ক্রুদ্ধা ভূথঙ্গিরসবংশজাঃ ।  
 শেপূরেনং রঘুশ্রেষ্ঠ নাতিক্রোধসমম্বিতাঃ ॥ ৮ ॥  
 বাধসে যৎ সমাশ্রিত্য বলমস্মান্ প্লবঙ্গম ।  
 তৎ ত্বং নাত্ত্ববলং বেৎসি কিঞ্চিচ্ছাপবিমোহিতঃ  
 স্মারিতো মিত্রকার্যার্থং স্ববোধ্যং বেৎসসে পুনঃ ॥ ৯ ॥

- ৫। লো-টী। ভগ্নানি বিধ্বস্তানি চ অধঃপাতিতানি ছিন্নানি ।  
 ৬। লো-টী। শক্তিহানিতঃ দত্তেহপি শাপে শাপকার্য্যাকরণাদ্ বা শক্তিহানিস্ততঃ  
 ৮। লো-টী। ‘ভূথঙ্গিরসবংশজা’ ইতি অদত্তোহপি অঙ্গিরসশব্দোহস্তুি ।  
 ৯। লো-টী। তৎ ত্বং তত্ত্বলং কঞ্চিং কালং কমপি কালং ব্যাপ্য ন বেৎসসে ।

এই হনুমান্ মহর্ষিদিগের [ যজ্ঞীয় উপকরণ ] অগ্নি এবং ভাণ্ড প্রভৃতি ভগ্ন, অগ্নি ও যুত বিনষ্ট এবং [ পরিধেয় ] বন্ধলগুলি ছিন্ন করিতে লাগিলেন ॥ ৫ ॥

ব্রহ্মার বরে হনুমান্ সমস্ত ব্রহ্মদণ্ডের অবধ্য, ইহা পরিজ্ঞাত হইয়া মুনিগণ অসামর্থ্য বশতঃ ( শাপ দিলেও তাহা সফল হইবে না মনে করিয়া ) সহ করিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥

হে রঘুবর, যখন কেশরী, বায়ু এবং অশ্বাশ্ব স্বজনগণ ইহাকে নিষেধ করিলেও এই হনুমান্ মৰ্যাদা লজ্জন করিতে লাগিলেন, তখন ভৃগু এবং অঙ্গিরার বংশজাত মহর্ষিগণ ক্রুদ্ধ হইলেন, তাঁহারা অতিক্রুদ্ধ না হইয়াই এই হনুমান্কে শাপ দিলেন— ৭-৮ ॥

“বানর, তুমি যে-বল আশ্রয় করিয়া আমাদিগকে উৎপীড়িত করিতেছ.

১। হ ‘ওমগ্নিহোত্রঞ্চ বন্ধলান্তজিনানি চ’। ২। হ ‘বিভূনা’। ৩। হ ‘ন বেৎসসে কালং’।  
 ৪। হ ‘কি’। ৫। হ ‘স্ববোধ্যং’।

ততস্ত্ব হততেজা হি মহর্ষিষচনোজসা ।

আশ্রমানেব তানেষ মৃদুভাবং গতৌহচরৎ ॥ ১০ ॥

আসীচ্চাক্ষিরজা নাম বালিসুগ্রীবয়োঃ পিতা ।

বানরাধিপতিবীরস্তুজসা ভাস্করোপমঃ ॥ ১১ ॥

স তু রাজ্যং চিরং কৃত্বা বানরাণাং হরীশ্বরঃ ।

শ্রীমানাক্ষিরজা নাম কালধর্ম্মমুপেয়িবান্ ॥ ১২ ॥

তস্মিন্মন্ত্রমিতে বালী মন্ত্রিভির্মন্ত্রকোবিদৈঃ ।

পিত্র্যে পদে কৃতঃ সৌহৃৎ সুগ্রীবো বালিনঃ পদে ॥ ১৩ ॥

১০। লো-টী। মহর্ষিষচনমেব ভজো বলং তেন ।

১৩। লো-টী। অন্তং নাশম্ ইতে প্রাপ্তে বালিনঃ পদে যৌবরাজ্যে ।

[ আমাদের ] শাপে বিমোহিত হইয়া [ কিছুকাল ] তুমি সেই স্বীয় বল জানিতে পারিবে না, কিন্তু মিত্রকার্য্যের জন্য স্মরণ করাইয়া দিলে পুনরায় জানিতে পারিবে ॥ ৯ ॥

পরে এই হনুমান্ মহর্ষিগণের শাপপ্রভাবে নিস্তেজ হইয়া মৃদুভাবে সেই সমস্ত আশ্রমেই বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ১০ ॥

সূর্য্যতুল্য তেজস্বী বীরবর অক্ষিরজা নামে বানরদিগের অধিপতি ছিলেন, তিনি বালী এবং সুগ্রীবের পিতা ॥ ১১ ॥

সেই বানরদিগের অধিপতি শ্রীমান্ অক্ষিরজা দীর্ঘকাল রাজ্য করিয়া পরলোক গমন করিলেন ॥ ১২ ॥

সেই অক্ষিরজার মৃত্যু হইলে মন্ত্রণাকুশল মন্ত্রিগণ বালীকে পিতার পদে বসাইয়া অনন্তর সুগ্রীবকে বালীর পদে (যৌবরাজ্যে) অভিষিক্ত করিল ॥ ১৩ ॥

১। চ 'ততোহ্যং হততেজাস্ত্ব'। ২। ছ 'শ্যেব তাজেব'। ৩। ছ 'ভাবগতো'। ৪। ছ 'দক্ষি'। ৫। ছ 'পতে'। ৬। ছ 'স চ'। ৭। ছ 'পৈত্র্যে'।



সুগ্রীবৈণ তদা তস্ম্য অদৈবধং ছিদ্রবর্জিতম্ ।

অহাৰ্য্যং সখ্যমভবদনিস্ম যথাগ্নিনা ॥ ১৪ ॥

এষ শাপবশাদেব ন বেদ বলমাত্মনঃ ।

বালিসুগ্রীবয়োর্বৈবরং যদাসীৎ সমুপস্থিতম্ ॥ ১৫ ॥

তজ্জানানো হি যদ্যেষ বলমাত্মনি মারুতিঃ ।

তদৈব বিনিহন্তাৎ তং বালিনং হেমমালিনম্ ॥ ১৬ ॥

পরাক্রমোৎসাহমতিপ্রভাবৈঃ

শৌচীর্ঘ্যমাধুৰ্য্যনয়ানয়ৈশ্চ ।

গান্ধীর্ঘ্য-চাতুৰ্য্য-সুবীৰ্য্যধৈর্য্যৈঃ

হনুমতঃ কোহপ্যধিকোহস্তি লোকে ॥ ১৭

১৪। লো-টী। তদা তস্ম্য বালিনঃ। 'তদা তস্ম্য'তি বা পাঠঃ। অদৈবধং পরম্পরভেদ-শূন্যম্, ছিদ্রবর্জিতং কূটতাপ্শূন্যম্। অহাৰ্য্যং আ ঙ্গবদপি অহাৰ্য্যম্ অচ্ছেত্তম্। 'অহাৰ্য্যমি'তি বা পাঠঃ।

১৭। লো-টী। মতিবুদ্ধিঃ, শৌচীর্ঘ্যং পরাভিভবঃ, মাধুৰ্য্যং প্রিয়ভাবিতা, নয়ো নীতিঃ, আগমো গতিঃ, শাস্ত্রজ্ঞানং বাহুবীর্ঘ্যং, শোভনং শৌধ্যং, 'কোহত্যধিকন্তু' ইতি পাঠঃ। কচিৎ, 'অত্যধিকোহস্তী'তি।

তখন অগ্নির সহিত বায়ুর স্থায় সুগ্রীবের সহিত ইহার ভেদবুদ্ধিশূন্য অকপট এবং অভেদ সখ্যভাবে জন্মে ॥ ১৪ ॥

যখন বালী এবং সুগ্রীবের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল, তখন এই হনুমান্ শাপবশতঃই নিজের বল জানিতেন না ॥ ১৫ ॥

যদি এই পবননন্দন হনুমান্ তখন নিজের বলের বিষয় অবগত থাকিতেন, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সেই সুবর্ণমাল্যধারী বালীকে বধ করিতেন ॥ ১৬ ॥

পরাক্রম, উৎসাহ, বুদ্ধি, প্রভাব, শৌর্য্য, মাধুৰ্য্য, নীতিজ্ঞান, গান্ধীর্ঘ্য,

১। হ 'তদৈবধ'। ২। হ 'বেতি'। ৩। হ অতঃ পরং 'ন হেব রাম সুগ্রীবভ্যাক্রান্ত বালিনা' ইত্যধিকম্। ৪। হ 'সতি'। ৫। ক 'শৌচীর্ঘ্য'। ৬। হ '-গমৈশ্চ'।

অয়ং পুরা ব্যাকরণং গ্রহীষ্যন্ সূর্যোন্মুখঃ প্রক্টমনাঃ কপীন্দ্রঃ ।

উত্তদিগেরেরস্তগিরিং জগাম গ্রন্থং মহাকারয়নপ্রমেয়ঃ ॥ ১৮ ॥

লোকাংশ্চ পিপ্লাবয়িষোরিবাক্রেঃ প্রজা দিধাকোরিব পাবকস্ত ।

ক্ষয়ং চিকীর্ষোরিব চাস্তকস্ত হনুমতঃ স্বাস্তি কঃ পুরস্তাৎ ॥ ১৯ ॥

অয়ং তথাস্তে চ মহাকপীন্দ্রাঃ স্ত্রীবৈমেন্দদ্বিবিদাঃ সনীলাঃ ।

স-তার-তারেয়-নলাঃ সরস্তাস্তৎকারণে রাম স্তরৈস্ত সৃফাঃ ॥ ২০ ॥

১৮। লো-টা। গ্রহীষ্যন্ পঠিষ্যন্ পৃষ্ঠগমঃ সূর্যাস্ত উত্তদিগেরেঃ উদয়গিরেঃ। মহৎ যথা  
ত্যাং তথা গ্রন্থং ধারয়ন্ পঠন্ অপ্রমেয়ঃ বলেন জ্ঞাতুমশকাঃ।

১৯। লো-টা। প্রপিপ্লাবয়িষোঃ প্রকর্ষণেণ প্লাবয়িতুমিচ্ছোঃ একেঃ সমুদ্রস্তেব ক্ষয়ং  
বিনাশম্।

২০। লো-টা। অয়ং তথাস্তে যথাহয়ং তথা অস্তেহপি। ‘অয়ং যথাস্তে’ ইতি বা পাঠঃ।

চাতুর্য্য, বীৰ্য্য এবং ধৈর্য্য প্রভৃতি গুণে জগতে হনুমান্ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কে  
আছে ? ॥ ১৭ ॥

পূর্বে এই অপ্রমেয় বানরেস্ত্র ব্যাকরণ শিক্ষা করিখেন বলিয়া সূর্য্যভিমুখী  
হইয়া প্রশ্ন করিতে করিতে বিশাল গ্রন্থ ধারণ করত উদয়াচল হইতে অস্তাচল  
পর্য্যন্ত [ সূর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে ] গিয়াছিলেন ॥ ১৮ ॥

[ যুগান্তকালে ] জগৎপ্লাবনোত্তত সমুদ্র, প্রজাদহনোত্তত অনল এবং  
ধ্বংস করিতে অভিলাষী কৃতান্তের ত্রায় হনুমানের সম্মুখে কে থাকিতে  
পারে ? ॥ ১৯ ॥

রাম, আপনার সাহায্যার্থে দেবগণ ইহাকে এবং স্ত্রীবৈ, অজদ, মৈন্দ,  
দ্বিবিদ, নীল, নল, তার, রস্ত প্রভৃতি অস্ত্রাশ্র মহাকপিগণকেও সৃষ্টি  
করিয়াছেন ॥ ২০ ॥

১। হ ‘পৃষ্ঠগমঃ’। ২। হ ‘-দপ্রমেয়ঃ’। ৩। হ ‘লোকান্ দিধাকোরিব পাবকস্ত’। ৪। হ ‘জিহী-  
ধোরিব চাস্তকস্ত’। ৫। ক কঃ ‘হাস্তি’। ৬। হ ‘বৈন্দ-’। ৭। হ ‘-বিত্রাশ’। ৮। অতঃ পরম্ হ  
‘মহীং গতা দেবগণাঃ স...রাবণনাশহেতোঃ। বীৰ্য্যাদি নিকিণা চ বানরীহু উৎপেদিরে দেববলাঃ সকাশাঃ’ ॥ ইত্যধিকম্।

তদেতৎ কথিতং সৰ্বং যন্মাং পৃচ্ছসি রাঘব ।

হনুমতঃ প্রভাং চ চরিতং শাপমেব চ ॥ ২১ ॥

দৃষ্টঃ সভাজিতশচাসি গচ্ছামো রাম সান্ধ্রতম্ ।

এবমুক্ত্বা গতাঃ সৰ্বে মুনয়স্তে যথাগতাঃ ॥ ২২ ॥

আশ্চর্য্যমিতি রামশ্চ তান্ সভায়া ততো মুনীন্ ।

বিদিত্বা চৈব তৎ সৰ্বং পূজয়ামাস তান্ পুনঃ ॥ ২৩ ॥

ততো গতেহস্তং চ রবৌ স রাঘবো বিসর্জয়িত্বা নরবানরান্ প্রভুঃ ।

উপাস্ত্য সক্ষ্যাং বিধিবদ্বিবেশ ততস্ত সোহস্তঃপুরমুজ্জিতশ্চীঃ ॥ ২৪ ॥

ইত্যৰ্ধে বান্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে ঋষিপ্রয়াণং নাম

চত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪০ ॥

২২। লো-টী। অস্মাভির্ভবান্ দৃষ্টঃ সভাজিতঃ পূজিতশচাসি ভবসি ।

২৩। লো-টী। তৎ সৰ্বং হনুমচ্চরিতং আশ্চর্য্যমিতি সভায়া উক্ত্বা বিদিত্বা চ মুনিভো  
দৃষ্টঃ, তান্ মুনীন্ ।

২৪। লো-টী। উজ্জিতা অতিশয়িতা ত্রিংশ সঃ ।

ঋষিপ্রয়াণম্ ॥ ৪০ ॥

রাম, আপনি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত—  
হনুমানের প্রভাব, চরিত্র এবং শাপ—সকলই বলিলাম ॥ ২১ ॥

হে রাম, আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সম্মান প্রদর্শন করিলাম, এক্ষণে  
আমরা প্রস্থান করি,—এই বলিয়া সেই মুনীগণ স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন ॥ ২২ ॥

রাম সমস্ত অবগত হইয়া সেই মুনিদিগের নিকট ‘আশ্চর্য্য’ এই বলিয়া  
তাঁহাদিগকে পুনরায় অর্চনা করিলেন ॥ ২৩ ॥

পরে সূর্য্য অস্তমিত হইলে উজ্জলকাস্তি প্রভু রামচন্দ্র নর ও বানরবৃন্দকে  
বিদায় দিয়া শাস্ত্রানুসারে সক্ষ্যা-উপাসনা করিয়া অস্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন ॥ ২৪ ॥

মহর্ষি বান্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ঋষিপ্রয়াণ-নামক

৪০শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪০ ॥

( ৪১ ) একচত্বারিংশঃ সর্গঃ

অভিষিক্তে তু কাঙ্কুংস্বে ধর্ম্মেণ বিদিতাঅনি ।  
 ব্যতীতা সা নিশা পূর্ব্বং পোরাণাং হর্ষবর্দ্ধিনী ॥ ১ ॥  
 তস্মাং রজন্তাং ব্যুষ্ঠায়াং প্রাতনৃপতিবোধকাঃ ।  
 বন্দিনঃ পশুপ্যাসস্তে সৌম্যা নৃপতিবেশ্মনি ॥ ২ ॥  
 বীর সৌম্য বিবুধ্যস্ব কোশল্যাশ্রীতিবর্দ্ধন ।  
 জগদ্ধি সর্ব্বং স্বপিতি ত্বয়ি স্তপ্তে নরাধিপ ॥  
 বিক্রমস্তে যথা বিষ্ণে রূপং চৈবাস্থিনোরিব ।  
 বুদ্ধ্যা বৃহস্পতেস্তুলাঃ প্রজাপতিসমো হসি ॥ ৪ ॥

- ১। লো-টী। নিশা পূর্বা অত্রাকারঃ প্রলেশনীয়াঃ, অপূর্ব্বার্থঃ ।  
 ২। লো-টী। ব্যুষ্ঠায়াং প্রভাতায়াং পশুপ্যাসস্ত পশুপ্যাসত ।  
 ৩। লো-টী। ত্বয়ি স্তপ্তে ধর্ম্মকর্ম্মরহিতে ।  
 ৪। লো-টী। প্রজাপতিসমঃ প্রজানাং পালনে ইত্যর্থঃ ।

আশ্রুজ্ঞানসম্পন্ন রামচন্দ্র ধর্ম্মানুসারে রাজপদে অভিষিক্ত হইলে পুরবাসি-  
 গণের আনন্দবর্দ্ধক সেই রাত্রি অপূর্ব্বরূপে অতিবাহিত হইল ॥ ১ ॥

সেই রাত্রি প্রভাত হইলে প্রাতঃকালে রাজভবনে রাজার নিদ্রাভঙ্গকারী  
 সৌম্যমূর্ত্তি বৈতালিকগণ বন্দনাগান করিতে লাগিল ॥ ২ ॥

হে সৌম্য, হে নরাধিপ, হে কোশল্যানন্দবর্দ্ধন বীর, আপনি ঘুমাইয়া থাকিলে  
 সমস্ত জগৎ ঘুমাইয়া থাকে, সুতরাং আপনি নিদ্রা পরিত্যাগ করুন ॥ ৩ ॥

আপনি বিষ্ণুর আয় পরাক্রান্ত, অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের আয় রূপবান, বৃহস্পতির  
 আয় বুদ্ধিমান এবং [ প্রজাপালনে ] প্রজাপতিতুল্য ॥ ৪ ॥

- ১। হ 'পূর্বা'। ২। হ 'পশুপ্যাস্তি'। ৩। হ 'হৃদয়'। ৪। হ '-নোঃ সম'।

ক্ষমা<sup>১</sup> পৃথিব্যা ইব তে তেজস্তু ভাস্করে যথা ।

বেগস্তু বায়ুনা তুল্যো গান্ধীৰ্য্যমুদধেরিব ॥ ৫ ॥

নেদৃশাঃ পার্থিবাঃ পূৰ্বে ভবিতারো ন চাপরে ।

যাদৃক্ ভ্রমসি দুৰ্দ্ধৰ্ষো ধৰ্ম্মনিত্যঃ প্রজাহিতঃ ॥ ৬ ॥

সদা<sup>২</sup> ত্বাং ভজতে কীর্তিলক্ষ্মীশ্চ পুরুষৰ্ষভ ।

ত্রীশ্চ ধৰ্ম্মশ্চ কাকুৎস্থ নিত্যং ত্বয়োৰ্ভ তিষ্ঠতে ॥ ৭ ॥

অপ্রকম্প্যা যথা স্থাণুশ্চন্দ্রঃ সৌম্যতয়ানঘ ।

স্থানং ভ্রমমৃতশ্চেব সমস্তং চ সমস্তুৰঃ ॥ ৮ ॥

৫। লো-টা। ভাস্করে ভস্করশ্চ, 'ভাস্কর'মিতি বা পাঠঃ।

৬। লো-টা। ধৰ্ম্ম এব নিত্যঃ নিত্যং করণীয়ো যশ্চ সঃ।

৭। লো-টা। তথা ত্রীশ্চ ধৰ্ম্মশ্চেতাশ্চয়ঃ।

৮। লো-টা। স্থাণুঃ শাখাপত্ররহিতো বৃক্ষঃ। বহা, স্থাণুক্রদঃ। যথা চন্দ্রঃ সৌম্যঃ  
সুখজনকস্তথা ভ্রমিতার্থঃ। 'দানং ধনপতেস্তল্য'মিতি পাঠঃ। 'স্থানং ভ্রমমৃতশ্চেব'তি পার্শ্বে  
অমৃতশ্চ দেবশ্চ স্থানং পালনরূপং ভ্রম্।

আপনি পৃথিবীর ত্রায় সহিষ্ণু, সূর্য্যের ত্রায় তেজস্বী, বায়ুর ত্রায় বেগবান্  
এবং সমুদ্রের ত্রায় গান্ধীরপ্রকৃতি ॥ ৫ ॥

আপনি যেরূপ দুৰ্দ্ধৰ্ষ, সৰ্ব্বদা ধৰ্ম্মপরায়ণ এবং প্রজাবৎসল, পূৰ্ব্ববর্তী রাজারা  
এতাদৃশ গুণশালী ছিলেন না এবং ভবিষ্যতেও এরূপ কেহ হইবেন না ॥ ৬ ॥

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ কাকুৎস্থ, কীর্তি এবং লক্ষ্মী সৰ্ব্বদা আপনাকে ভজনা করেন,  
ত্রী (শোভা, সম্পদ) ও ধৰ্ম্ম সৰ্ব্বদা আপনাতেই অবস্থিত ॥ ৭ ॥

হে অনঘ, আপনি স্থাণুর ত্রায় অপ্রকম্প্য (অর্থাৎ দৃঢ়চেতাঃ), চন্দ্রের ত্রায়  
আনন্দদায়ক, আপনি অমৃতের আধার এবং প্রজাপতির সমকক্ষ ॥ ৮ ॥

১। হ 'ক্ষমা' পৃথিবীতুল্যভজসা ভাস্করোপনঃ'। ২। হ ইদমৰ্হঃ নাস্তি। ৩। হ 'তিষ্ঠতঃ'।  
৪। হ '-মাস্তরা'। ৫। হ 'স্তেহ'। ৬। ক 'সমস্তক'।

এতাশ্চাত্মাশ্চ মধুরা বন্দিভিঃ পরিকীর্তিতাঃ ।

স্বতয়ঃ স্বতিশিক্ষাকৈর্বেদাধয়ন্তি স্ম রাঘবম্ ॥ ৯ ॥

স তদ্বিহায় শয়নং পাণ্ডুরপ্রচ্ছদাভূতম্ ।

উত্তম্হো নাগশয়নাক্রিয়ারায়ণো যথা ॥ ১০ ॥

সমুখিতং মহাবাহুং প্রহ্লাঃ প্রাঞ্জলয়ো নরাঃ ।

সলিলং ভার্জনৈঃ পূর্ণৈরুপজহুঃ সহস্রশঃ ॥ ১১ ॥

কৃতোদকঃ শুচিভূত্বা স্নাতো হৃতহৃতাশনঃ ।

দেবীগৃহং জগামাথ পুণ্যমিক্কাকুসেবিতম্ ॥ ১২ ॥

তত্র দেবান্ পিতৃন্ বিপ্রানর্চয়িত্বা যথাবিধি ।

বাহুকক্ষান্তরং রামো নির্জগাম জনৈর্বৃতঃ ॥ ১৩ ॥

১০। লো-টী। প্রচ্ছদো বস্ত্রবিশেষঃ।

১১। লো-টী। উপজহুঃ বানিহাঃ, কৃতোদকঃ কৃতবাহুক্রিয়ঃ।

১২। লো-টী। বেদী পরিক্রতা ভূমিঃ তদযুক্তং পুণ্যং মনোহরম্।

১৩। লো-টী। ভ্রাঘ্যং ভ্রাঘাদনপেতং পিতৃপিতামহসেবিতমিত্যর্থঃ। 'তত' ইতি কচিং পাঠঃ, 'বাহু'মিতি চ।

বৈতালিকগণ এই সমস্ত এবং অত্যাশ্রয় মধুর স্বত্তিগান করিল এবং সেই স্বত্তিগানদ্বারা রামচন্দ্রকে জাগরিত করিল ॥ ৯ ॥

নারায়ণ যেমন অনন্তশয্যা হইতে উখিত হন, সেইরূপ রাম শুভ্র প্রচ্ছদদ্বারা আবৃত সেই শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিলেন ॥ ১০ ॥

সহস্র সহস্র বিনীত ভূত্যা যুক্তকরে নিদ্রোখিত মহাবাহু রামচন্দ্রের নিকটে জলপূর্ণ পাত্রসকল আনয়ন করিল ॥ ১১ ॥

রাম সেই জলে স্নান করত পবিত্র হইয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান পূর্বক ইক্ষুকুগণসেবিত পবিত্র দেবীগৃহে প্রবেশ করিলেন ॥ ১২ ॥

রাম তথায় দেবগণ, পিতৃগণ এবং বিপ্রগণের যথাবিধি অর্চনা করিল।

১। হ 'সর্বকালৈক্যন্ততোহনুধাত রাঘবঃ'। ২। হ 'পাণ্ডুর'। ৩। হ 'তমু'। ৪। হ 'গৃহীবা'।

৫। হ 'নৈতোদয়ুগতত্বঃ সহস্রশঃ'। ৬। হ 'দেবালয়ঃ'। ৭। অতঃ পরং হ 'সমুখিতা মহাবাহো মন্ত্রিণঃ নপুরোহিতাঃ। বশিষ্ঠপ্রযুগাঃ সর্বে দীপ্যমানা ইবাগ্নয়ঃ'। ইত্যধিকম্।

সভামেবাভিচক্রাম পুণ্যামিক্কুকুসেবিতাম্ ।  
 উপাস্ত চ ততো মন্ত্রং মন্ত্রিভিঃ সপুরোহিতৈঃ ।  
 বশিষ্ঠপ্রমুখৈঃ সর্বৈর্দৌপ্যামানৈরিবাগ্নিভিঃ ॥ ১৪ ॥  
 ক্ষত্রিয়াশ্চ মহাত্মানো নানাজনপদেশ্বর্যঃ ।  
 রামশ্রোপাশিশন্ পার্শ্বে শক্রশ্রোবামরা দিবি ॥ ১৫ ॥  
 ভরতো লক্ষ্মণশ্চাত্র শক্রশ্রশ্চ মহাযশাঃ ।  
 উপাসাংচক্রিরে রামং বেদাস্ত্রয় ইবাধ্বরম্ ।  
 প্রণতাঃ প্রাঞ্জলিপুটাঃ কিঙ্করা যুদিতাননাঃ ॥ ১৬ ॥  
 বানরাশ্চ মহাবীৰ্য্যা বিবিশুঃ কামরূপিণাঃ ।  
 স্ত্রীমুখ্যা রাজানঃ সর্বৈ তে স্তমহৌজসঃ ॥ ১৭ ॥

১৪। লো-টী। অভিচক্রাম উপবিবেশ। মন্ত্রং গুপ্তবাদং গোপ্যাং কথাম্ উপাস্ত চকার  
 বিচারয়ামাস ইতি বা। 'বেদভেদে গুপ্তবাদে মন্ত্র' ইত্যমরঃ। মন্ত্রং মন্ত্রণং বা।

১৬। লো-টী। অধ্বরং অং বিষ্ণুং বরং সৰ্বদেবানাং শ্রেষ্ঠম্। 'অধ্বর'মিতি বা পাঠঃ।

জনগণে পরিবেষ্টিত হইয়া বহির্ভবনে গমন করিলেন ॥ ১৩ ॥

তিনি ইক্কুকুবংশের রাজগণকর্তৃক অধ্যাসিত পবিত্র রাজসভায় উপবেশন  
 করিয়া অগ্নির ত্রায় দীপ্তিমান্ বশিষ্ঠ প্রভৃতি পুরোহিত এবং মন্ত্রিগণের সহিত  
 মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন ॥ ১৪ ॥

নানাদেশের রাজা মহাত্মা ক্ষত্রিয়গণ—স্বর্গে দেবরাজের পার্শ্বে দেবগণের ত্রায়  
 রামের পার্শ্বদেশে উপবেশন করিলেন ॥ ১৫ ॥

বেদত্রয় যেমন যজ্ঞের উপাসনা করে, সেইরূপ মহাযশাঃ ভরত, লক্ষ্মণ এবং  
 শক্রশ্র রামচন্দ্রের উপাসনা করিতে লাগিলেন, তাঁহারা বক্ষাঞ্জলি, প্রসন্নবদন ও প্রণত  
 হইয়া কিঙ্করের ত্রায় আদেশের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, মহাবীৰ্য্যশালী কামরূপী

১। হ 'অমুখ্যে'। ২। হ ইভঃ পাদাষ্টকং নাতি। ৩। হ '-মরাঃ প্রভো'। ৪। হ '-শৈব'।  
 ৫। হ 'ইদমৰ্ঘঃ নাতি'। ৬। হ 'প্রাভাঃ প্রাঞ্জলয়ো ভূবা'। ৭। হ '-রাঃ সপুশাশিশন্'। অভঃ পরম্ হ 'ভূতা  
 রামস্ত পার্শ্বা বিবিবং সপুশাসিরে' ইত্যধিকম্। ৮। হ 'প্রমুখাঃ সর্বৈ রাজানঃ পৰ্বাপাসত'

বিভীষণশ্চ ধৰ্ম্মাত্মা চতুর্ভিঃ সচিবৈঃ সহ ।

সমুপাস্ত মহাত্মানং রাঘবং রাক্ষসেশ্বরঃ ॥ ১৮ ॥

তথা নিগমবুদ্ধাশ্চ কুলজাতাশ্চ মানবাঃ ।

শিরোভিরভিসংপূজ্য সমুপাসস্ত রাঘবম্ ॥ ১৯ ॥

তথা পরিবৃত্তো বীরঃ স্তম্ভহস্তির্মহাঘশাঃ ।

শুশ্রুভে বিমলঃ পূর্ণো গ্রহৈরিব নিশাকরঃ ॥ ২০ ॥

যথা চ দেবপ্রবরো দেবর্ষিভিরুপাস্মতে ।

তথোপাস্মত রামশ্চৈব স মহাত্মা নরেশ্বরৈঃ ॥ ২১ ॥

১৮। লো-টা। সমুপাস্ত 'স উপাস্ত' ইতি পাঠো বা।

১৯। লো-টা। নিগমো বণিক্ তত্র বৃদ্ধাঃ শ্রেষ্ঠাঃ বৈশ্বাঃ। 'নিগমো বণিজো বণিগি'তামরঃ। যবা, নিগমোহযোধ্যাপুরী তত্র যে বৃদ্ধাঃ প্রামাণিকাঃ ক্ষত্রিয়বৈশ্বাদয়ঃ। 'নিগমো বণিজি পুধ্যাং কটে বেদে বণিক্পথে' ইতি কোষঃ।

২১। লো-টা। দেবপ্রবর ইন্দ্রঃ।

সুগ্ৰীবপ্রভৃতি বানরগণ এবং মহাতেজস্বী রাজগণ সকলেই সভায় উপবিষ্ট হইলেন ॥ ১৬-১৭ ॥

রাক্ষসাধিপতি ধৰ্ম্মাত্মা বিভীষণও মস্ত্রিচতুষ্টয়ে পরিবৃত্ত হইয়া মহাত্মা রামচন্দ্রের সমীপে উপবেশন করিলেন ॥ ১৮ ॥

অযোধ্যাবাসী বৃদ্ধগণ এবং সংকুলজাত ব্যক্তিগণ মস্তক অবনত করত রামচন্দ্রকে অভিবাদন করিয়া সমীপে উপবেশন করিলেন— ॥ ১৯ ॥

মহাঘশাঃ বীরবর রামচন্দ্র সেই মহাঅগণে পরিবেষ্টিত হইয়া গ্রহগণ-পরিবেষ্টিত নিখিল পূর্ণচন্দ্রের আয় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ২০ ॥

দেবর্ষিগণ যেরূপ দেবশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রকে উপাসনা করেন, সেইরূপ সেই মহাত্মা নরপতিগণ রামকে উপাসনা করিতে লাগিলেন ॥ ২১ ॥

১। হ 'পুত্রাশ্চ'। ২। হ 'প্রণয় শিরসা রামং রাজানং পশুপাসত'। ৩। হ 'স ম'। ৪। হ 'যোগেশ্বরো বিভা'। ৫। হ 'তথা চোপসাতে রামশ্চৈবাহ্মা নরেশ্বরৈঃ'।



তেষাং সমুপবিষ্টানাং তৎ তৎ স্মধুরং বহু ।

কথয়াক্ক্রিরে পৌরাঃ পুরাণং ধর্মসংহিতম্ ॥ ২২ ॥

স রাঘবো হেবমুপাস্থমানো নরেন্দ্র-শাখামৃগ-রাক্ষসাদৈঃ ।

চকার কার্য্যাণি সমীক্ষ্য সম্যক্ শাস্ত্রেণ রাজ্যাং বিদিতানি যানি ॥ ২৩ ॥

ইত্যার্ষে বান্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে প্রকৃতিসমাগমো নাম

একচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪১ ॥

২৩। -লো-টা। সম্যক্ সমীক্ষ্য।

প্রকৃতিসমাগমঃ ॥ ৪১

সেই উপবিষ্ট সভ্যগণের সমক্ষে পৌরজনগণ ধর্মসংযুক্ত সুপ্রসিদ্ধ বহু স্মধুর  
পৌরাণিক গাথা কীর্তন করিতে লাগিলেন ॥ ২২ ॥

রামচন্দ্র রাজগণ, বানরগণ এবং রাক্ষসগণকর্তৃক এইরূপে উপাসিত হইয়া  
সম্যক্ বিবেচনা করত শাস্ত্রবিদিত রাজকার্য্যসমূহ সম্পাদন করিলেন ॥ ২৩ ॥

মহর্ষি বান্মীকি-প্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে প্রকৃতিসমাগম-নামক

৪১শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪১ ॥

## ( ৪২ ) দ্বিচত্বারিংশঃ সর্গঃ

এবমাস্তে মহাবাহুরহন্তহনি রাঘবঃ ।

পৌরজানপদানাং চ কুর্ক্বন্ কার্য্যাণি সর্বদা ॥ ১ ॥

ততঃ কতিপয়াহঃসু বৈদেহং মিথিলাধিপম্ ।

রাঘবঃ প্রাঞ্জলিভূত্বা বাক্যমেতদুবাচ হ ॥ ২ ॥

ভবান্ নো গতিরব্যগ্রা ভবতা পালিতা বয়ম্ ।

ভবতস্তেজসা রাজন্ রাবণো নিহতো ময়া ॥ ৩ ॥

ইক্ষ্বাকুণাং চ সর্বেষাং মৈথিলানাঞ্চ সর্বশঃ ।

অতুলাঃ প্রীতয়ো রাজন্ সম্বন্ধকপুরস্কৃতাঃ ॥ ৪ ॥

তৎ পুরং স্বং ভবান্ যাতু রত্নান্যাদায় সর্বশঃ ।

ভরতেন সহায়েন ত্রামেষ অনুযাস্ততি ॥ ৫ ॥

৩। লো-টী। অব্যগ্রা নিঃসন্ধিগ্ৰা গতিঃ শরণম্।

৪। লো-টী। সর্বশঃ সর্বেষাম্। ‘সম্বন্ধকপুরস্কৃতা’ ইতি পাঠঃ... (৭) বা

৫। লো-টী। সর্বশঃ সর্বেষাং দাতুং অনেন ভরতেন সহ ভবান্ স্বং পুরং যাতু।  
‘সহায়েনে’তি বা পাঠঃ। এষ ভরতঃ।

মহাবাহু রামচন্দ্র সর্বদা পুরবাসী জনগণের সকল কার্য্য সম্পাদন করত এইরূপ [ সভায় ] প্রতিদিন অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥

তার পর কিছুদিন অতীত হইলে, রামচন্দ্র করযোড়ে বিদেহরাজ মিথিলেশ্বর জনককে বলিলেন— ॥ ২ ॥

মহারাজ, আপনি আমাদের একমাত্র গতি, আপনাকর্তৃক আমরা প্রতিপালিত হইতেছি, আপনার তেজঃপ্রভাবেই আমি রাবণকে বধ করিতে পারিয়াছি ॥ ৩ ॥

হে রাজন্, সমস্ত ইক্ষ্বাকুবংশীয়গণের ও মিথিলার রাজবংশের মধ্যে এই সম্বন্ধদ্বারা যে প্রীতি হইয়াছে তাহা অতুলনীয় ॥ ৪ ॥

এক্ষণে আপনি ভরতের সহিত নিজগৃহে গমন করুন, এই ভরত [ আমার

১। হ ‘-রে কালে’। ২। হ ‘বধ’। ৩। হ ‘বিদেহরাজ’। ৪। হ ‘তৎ ভবান্ কপুরং বক্তে’ (৭)। ৫। হ ‘পারিষ’।

তথেষ্ট্যুক্তা<sup>১</sup>। স রাজর্ষিরবোচদ্রাঘবং বচঃ ।

প্রীতোহস্মি ভবতো রাজন্ দর্শনেন জয়েন চ ॥ ৬ ॥

যাশ্চেতানি চ রত্নানি মদর্থং বর্জিতানি বৈ ।

এতান্যহং প্রযচ্ছামি তুভ্যমেব নরর্ষভ ॥ ৭ ॥

ততঃ প্রযাতে জনকে কৈকেয়ং মাতুলং প্রভুঃ ।

যুধাজিতমথো রামঃ প্রাঞ্জলির্বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৮ ॥

ইদং রাজ্যমহং চৈব ভরতশ্চ সলক্ষ্মণঃ ।

আয়তাস্তং হি নো নাথো গুরুশ্চ পুরুষর্ষভ ॥ ৯ ॥

৬। লো-টা। ‘তথেষ্ট্যুক্তা’ ইতি পাঠঃ। ‘তথেষ্ট্যুক্ত’ ইতি বা।

৭। লো-টা। সর্জিতানি দাতৃমানীতানি। ‘অর্জিতানী’তি পাঠে স এবার্থঃ।

৯। লো-টা। ইদং রাজ্যমিত্যাদিকং ভবেতি শেষঃ। নোহস্মাকম্। অর্থেষু উপস্থিতেষু প্রয়োজনেষু স্বং হি স্বমেব নাথঃ সহায়ঃ গুরুরূপদেষ্ঠা চ।

প্রদত্ত ] সমস্ত রত্ন লইয়া আপনার সহিত যাইবে ॥ ৫ ॥

রাজর্ষি জনক ‘তথাস্ত’ বলিয়া রামকে কহিলেন, রাজন্, আপনার দর্শনে এবং আপনার জয়লাভে আমি প্রীত হইয়াছি ॥ ৬ ॥

হে নরশ্রেষ্ঠ, এই যে-সমস্ত রত্ন আমাকে দেওয়ার জন্ত আনীত হইয়াছে, এই সমস্ত আমি আপনাকেই দান করিতেছি ॥ ৭ ॥

তার পর রাজর্ষি জনক প্রস্থান করিলে প্রভু রামচন্দ্র কৈকেয়-রাজপুত্র মাতুল যুধাজিতকে করযোড়ে বলিলেন— ॥ ৮ ॥

হে পুরুষর্ষভ, আমি, ভরত, লক্ষ্মণ এবং এই রাজ্য, সমস্তই আপনার আয়ত্ত, আপনিই আমাদের সহায় এবং উপদেষ্টা ॥ ৯ ॥

১। হ ‘চ’। ২। হ ‘তু’। ৩। অবঃ পরং হ ‘এবমুক্তা’ পরিব্রজ্য রামেণ প্রতিপূজিতঃ। ভগ্নতেন তদা সর্জং প্রযথো মিথিলাং প্রতি’। ইত্যধিকম্। ৪। হ ‘সর্কেষু স্বং’।

রাজাপি বৃদ্ধঃ সস্তাপং হৃদর্থমুপযাস্ততি ।

তস্মাদগমনমগ্ঠৈব রোচতে মে ভবানঘ ॥ ১০ ॥

লক্ষ্মণশ্চৈব যাস্তং ত্বাং পৃষ্ঠতোহনুগমিস্ততি ।

ধনমাদায় বিপুলং রত্নানি বিবিধানি চ ॥ ১১ ॥

যুধাজিতু তথৈত্যাহ গমনং প্রতি রাঘবম্ ।

রত্নানি চ ধনং চৈব ত্বয়োবাঙ্কয়মস্তিতি ॥ ১২ ॥

প্রদক্ষিণং স রাজানং কৃত্বা কৈকেয়নন্দনঃ ।

রামেণ সংকৃতঃ পূর্বমভিবাণ্ড ততো যযৌ ॥ ১৩ ॥

গতে তস্মিংশ্রুতো রামো বয়শ্চমুকুতোভয়ম্ ।

প্রতর্দনং কাশিপতিং পরিষজ্যেদমব্রবীৎ ॥ ১৪ ॥

১০। লো-টী। সস্তাপং হৃৎখম্, মে মহম্।

১২-১৩। লো-টী। গমনং প্রতি রাঘবং তথৈত্যুক্তা। অক্ষয়ং ধনং রত্নানি চ ত্বয়োবাঙ্কি-  
তাক্তা। রাজানং রামং প্রদক্ষিণং কৃত্বা রামেণ পূর্বমভিবাণ্ড সংকৃতো যযাবিতি দ্বয়েনাঙ্কয়ঃ।

বৃদ্ধ কেকয়রাজ আপনার জন্ম হৃৎখিত হইবেন, স্মৃতরাং হে অনঘ, অদ্বৈ  
আপনার [ স্বদেশ ] গমন আমার অভিপ্রেত ॥ ১০ ॥

বহু ধন এবং বিবিধ রত্নরাজি লইয়া লক্ষ্মণ আপনার অনুগমন  
করিবে ॥ ১১ ॥

যুধাজিৎ গমনবিষয়ে 'তাহাই হউক' বলিয়া রামচন্দ্রকে কহিলেন, ধন এবং  
রত্নরাজি তোমার অক্ষয় হউক ॥ ১২ ॥

প্রথমতঃ রামচন্দ্র অভিবাদনপূর্বক সংকার করিলে তার পর কেকয়-নন্দন  
( যুধাজিৎ ) রাজাকে ( রামকে ) প্রদক্ষিণ করিয়া প্রস্থান করিলেন ॥ ১৩ ॥

যুধাজিৎ গমন করিলে রামচন্দ্র নির্ভীক বয়স্কা কাশিরাজ প্রতর্দনকে  
আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন— ॥ ১৪ ॥

দর্শিতা ভবতা প্রীতিঃ সৌহার্দং দর্শিতং পরম্ ।

উদযোগোহয়ং ত্বয়া রাজন্ ভরতেন কৃতঃ সহ ॥ ১৫ ॥

তৎ ত্বম্ভৈব কাশীশ গচ্ছ বারাণসীং পুরীম্ ।

রমণীয়াং ত্বয়া গুপ্তামিস্ত্রেণেবামরাবতীম্ ॥ ১৬ ॥

উপ্থায়ৈতাবদুক্তা চ কাকুৎস্থঃ পরমাসনাৎ ।

পর্যষজত ধর্ম্মাত্মা কাশিরাজং প্রতর্দনম্ ॥ ১৭ ॥

তং বিসৃজ্য মহাতেজাঃ সর্ব্বাংস্তান্ পৃথিবীপতীন্ ।

প্রহসন্ রাঘবো বাক্যমুবাচ মধুরং তদা ॥ ১৮ ॥

ভবন্তো গুণসম্পন্না ভবতাং বীর্য্যমদ্ব্যুতম্ ।

ধর্ম্মশ্চ নিয়তো নিত্যং নিত্যং চ প্রীতিরুক্তমা ॥ ১৯ ॥

১৫। লো-টী। রাবণং জেতুময়মুত্তোগঃ ত্বয়া সহ কৃতঃ।

১৯। লো-টী। নিয়তো নিত্যনৈমিত্তিকঃ। প্রীতিরুক্তমা অশ্রাব্যবিতাঃ।

রাজন্, আপনি [ যুদ্ধের সাহায্যার্থে ] ভরতের সহিত উত্তোগী হইয়া আমার প্রতি পরম সৌহার্দ্য এবং প্রীতি দেখাইয়াছেন ॥ ১৫ ॥

ইন্দ্র-পালিতা অমরাবতীর স্থায় আপনার পালিতা রমণীয়া বারাণসী নগরীতে আপনি অদ্বাই গমন করুন ॥ ১৬ ॥

ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্র এই কথা বলিয়া উত্তম আসন হইতে উত্থানপূর্ব্বক কাশিরাজ প্রতর্দনকে আলিঙ্গন করিলেন ॥ ১৭ ॥

মহাতেজাঃ রামচন্দ্র তাঁহাকে বিদায় দিয়া হস্তপূর্ব্বক সমবেত সমস্ত মহীপতি-দিগকে মধুর বাক্যে বলিলেন— ॥ ১৮ ॥

আপনারা গুণবান্, আপনাদের সামর্থ্য আশ্চর্য্যজনক, আপনারা সর্ব্বদা ধর্ম্মানুষ্ঠান-নিরত এবং [ আমাদের উপর ] সর্ব্বদা অত্যধিক প্রীতিমান্ ॥ ১৯ ॥

১। হ 'গো যত্'। ২। হ 'স ত্ব'। ৩। ক 'য়'। ৪। হ 'এতাবদুক্তা' কাকুৎস্থ উত্থা'।

৫। হ 'প্রীতিশ্রাব্যবিতা'।

যুগ্মাকঞ্চ প্রভাষণে তেজসা চ মহাত্মনাম্ ।

হতো ময়া স্তুৰ্ব্বুদ্বী রাবণো রাক্ষসাধিপঃ ॥ ২০ ॥

হেতুমাত্রমহং তত্র ভবতাং তেজসা হতঃ ।

রাবণঃ সগণো যুদ্ধে সপুত্রঃ সহবান্ধবঃ ॥ ২১ ॥

ভবন্তশ্চ সমানীতা ভরতেন মহাত্মনা ।

শ্রুত্বা জনকরাজস্য রক্ষসাপহতাং স্ততাম্ ॥ ২২ ॥

উদ্যুক্তানাং চ সর্বেষাং ভবতাং স্মমহাত্মনাম্ ।

কালো ব্যতীতঃ স্মমহান্ গমনে রোচতে মতিঃ ॥ ২৩ ॥

তথেষ্ট্যচূর্ণপতয়ো মুদা পরময়া যুতাঃ ।

দিষ্ট্যাসি বিজয়ী রাম রাজ্যে চৈব প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ২৪ ॥

২০। লো-টী। উদ্যুক্তানাং যুদ্ধায়।

মহামনস্বী আপনাদের তেজ এবং প্রভাববলেই আমি অতিশয়-ছষ্টবুদ্ধি রাক্ষস-রাজ রাবণকে নিহত করিয়াছি ॥ ২০ ॥

আপনাদের তেজাবলেই রাবণ যুদ্ধে পুত্র, বান্ধব এবং স্বজনগণের সহিত বিনষ্ট হইয়াছে, আমি সেই কার্যের নিমিত্ত মাত্র ॥ ২১ ॥

জমকনন্দিনী সীতা রাক্ষসকর্তৃক অপহৃত হইয়াছেন শুনিয়া মহাত্মা ভরত আপনাদিগকে আনয়ন করিয়াছেন ॥ ২২ ॥

আপনারা মহাত্মা, [ যুদ্ধে আমার সাহায্যের জন্য ] উদ্যোগী থাকিয়া আপনাদের সকলের বহুদিন অতিবাহিত হইয়াছে, এক্ষণে [ সম্ভবতঃ স্বদেশে ] কিরিবার ইচ্ছা হইয়াছে ॥ ২৩ ॥

তখন রাজগণ অতিশয় আহলাদিত হইয়া বলিলেন “হ্যাঁ, রাম, ভাগ্যক্রমে আপনি জয় লাভ করিয়া রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন ॥ ২৪ ॥

এষ নঃ পরমঃ কাম এষা নঃ প্রীতিরন্তমা ।

যৎ ত্বাং বিজয়িনং রাম পশ্যামো হতকণ্টকম্ ॥ ২৫ ॥

এতৎ ত্বয়ুপপন্নং চ যদস্মাংস্ত্বং প্রশংসসি ।

প্রশংসার্হোহসি রাজেন্দ্র প্রশংসামস্ততো বয়ম্ ।

হতা হি বাহুবীৰ্য্যেণ রাক্ষসাস্তে নৃপোভম ॥ ২৬ ॥

আমন্ত্রয়ামহে বীর হৃদি তে নিত্যশো বয়ম্ ।

বর্তামহে মহাবাহো প্রীতির্হ্যস্মাকমুত্তমা ।

ভবেচ্চ তে মহারাজ প্রীতিরস্মাহু নিত্যদা ॥ ২৭ ॥

[ ২৫ । লো-টী । ] তে বয়ং তব মুখং পশ্যাম ইত্যম্বয়ঃ । বিজয়িনম্ অদন্ত ইন্ প্রত্যয়ঃ ।  
ব্রাহ্মণ্যং পূর্ণচন্দ্রমিব ।

২৬ । লো-টী । ত্বয়ি পরমকারুণিকে এতদুপপন্নম্ উচিভম্ ।

২৭ । লো-টী । হে বীর, তে তব । বয়মিতি । নিত্যশো হৃদি বহুং আমন্ত্রয়ামহে  
মন্ত্র্যামহে । ‘অনুজানীমহে’ ইতি পাঠো বা । অস্মাকং ভবতি ত্বয়ি প্রীতিকৃত্তমা হি অতো  
বর্তামহে বয়ং জীবামঃ । ‘যুস্মাক’মিতি পাঠে অস্মাহু যুস্মাকং যা প্রীতিঃ ভবতি অস্তি তথৈব  
বর্তামহে ।

[ লো-টী ] । প্রিয়গণি বাক্যানি চিরং বারংবারং সমভিধায় উক্তা ।

রাম, আমরা যে আপনাকে শত্রুবধকারী ও জয়যুক্ত দেখিলাম,  
ইহাই আমাদের একান্ত কাম্য এবং ইহাই আমাদের অতিশয় প্রীতিজনক  
হইয়াছে ॥ ২৫ ॥

হে রাজেন্দ্র, আপনি যে আমাদের প্রশংসা করিতেছেন—ইহা আপনার  
উপযুক্ত হইয়াছে । [বস্তুতঃ] আপনিই প্রশংসার্হ ; অতএব আপনাকেই আমরা প্রশংসা  
করি । হে নৃপোভম, আপনি স্বীয় বাহু-বীৰ্য্যে সেই রাক্ষসসকলকে নিহত করিয়াছেন ।  
হে বীর, প্রার্থনা করি, আমরা যেন আপনার হৃদয়ে নিয়ত বর্তমান থাকি । মহাবাহো

১ । হ ‘ইদমর্ক’ নাস্তি’ । ২ ‘হতো হি’ । ৩ । হ ‘-সন্তে’ । ৪ । হ অন্তঃ পরং কাচিং  
সর্গনমাস্তি দৃশ্যতে, পরং পাদদ্বয়ং চ নাস্তি ।

তে প্রযাতা মহাত্মানঃ পার্থিবাঃ সৰ্ব্বতো দিশঃ ।

২৮। রথবাজিসহস্রোবৈঃ কম্পয়ন্তো বহুস্করাম্ ॥ ২৮ ॥

অক্ৰোহিণ্যো হি তত্রাসন্ রাঘবার্থে সমুদ্ভূতাঃ ।

২৯। ভরতশ্রাজ্জয়া নৈকাঃ প্রহৃষ্টবলবাহনাঃ ॥ ২৯ ॥

উচুন্তে তু মহাপালা বলদৰ্পসমম্বিতাঃ ।

৩০। ন রামরাবণং যুদ্ধে পশ্যামঃ পুরতঃ স্থিতম্ ॥ ৩০ ॥

ভরতেন বয়ং পশ্চাৎ সমানীতা নিরর্থকম্ ।

৩১। হতা হি রাক্ষসাঃ ক্ষিপ্রং পার্থিবৈঃ স্য্যন সংশয়ঃ ॥ ৩১ ॥

রামস্য বাহুবীর্যেণ রক্ষিতা লক্ষ্মণস্য চ ।

৩২। স্মৃৎ পারে সমুদ্রেস্থ যুধ্যেমহি গতজ্বরাঃ ॥ ৩২ ॥

২৮। লো-টী। সৰ্ব্বতঃ সৰ্ব্বাঃ।

৩০। লো-টী। 'ন রামং রাবণ'মিতি পাঠঃ। 'রামরাবণ'মিতি পাঠে রামেণ যুক্তং রাবণম্।

মহারাজ, আপনার প্রতি আমাদের অতিশয় প্রীতি আছে, আপনারও যেন আমাদের প্রতি সৰ্ব্বদা প্রীতি থাকে" ॥ ২৬-২৭ ॥

সেই মহাত্মা নরপতিগণ সহস্র সহস্র হস্তী এবং অশ্বে আরোহণ করিয়া মেদিনী কম্পিত করত চতুর্দিকে প্রস্থান করিলেন ॥ ২৮ ॥

ভরতের আদেশে আনন্দিত সৈন্য এবং বাহনযুক্ত বহু অক্ৰোহিণী সেনা উত্তোগী হইয়া রামের সাহায্যের জন্য তথায় উপস্থিত ছিল ॥ ২৯ ॥

বলদৰ্পশালী সেই রাজগণ [পাশ্চিমধ্যে] বলিতে লাগিলেন—"আমরা সম্মুখসমরে রাম-রাবণকে দেখিতে পাইলাম না ॥ ৩০ ॥

ভরত আমাদের শেষকালে নিরর্থক আনিয়াছিলেন, [পূর্বে আসিলে] রাক্ষসগণ রাজগণকর্তৃক অতিক্রান্ত নিহত হইত, ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৩১ ॥

আমরা রাম এবং লক্ষ্মণের বাহুবলে রক্ষিত হইয়া অনায়াসে সমুদ্রেপারে

১। হ 'গজ'। ২। হ 'রানেকাঃ'। ৩। ক 'নর'। ৪। হ 'চ'। ৫। ক 'বস্তাঃ'।

৬। হ 'লক্ষ্মণেন চ'। ৭। হ 'যুধ্যেম বিগত'।



এতাশ্চাশ্চ রাজানঃ কথাস্তত্র সহস্রশঃ ।

কথয়ন্তঃ স্বরাষ্ট্রাণি বিবিশুস্তে বলৈর্বৃতাঃ ॥ ৩৩ ॥

পুরাণি স্থানি তে গত্বা রত্নানি বিবিধান্তথ ।

রামায় শ্রীতিকামার্থমুপহারং নৃপা দদুঃ ॥ ৩৪ ॥

অশ্বান্ যানানি রত্নানি হস্তিনশ্চ মদোৎকটান্ ।

চন্দনাগুরুমুখ্যানি দিব্যাশ্চাত্তরগানি চ ॥ ৩৫ ॥

ভরতো লক্ষ্মণশ্চৈব শত্রুঘ্নশ্চ মহাযশাঃ ।

আদায় তানি রত্নানি তেহযোধ্যাগতাঃ পুনঃ ॥ ৩৬ ॥

আগম্য চ পুরীং রম্যামযোধ্যাং পুরুষর্বভাঃ ।

তানি রত্নানি রামায় বিচিত্রাণি শ্বেবেদয়ন্ ॥ ৩৭ ॥

৩৪। লো-টী। রামায় রামার্থম্। উপহারানন্তাশ্চ উপাহরন্ প্রস্থাপয়ামাস্তঃ।  
কিমর্থম্? শ্রীতিকামার্থম্। 'রামন্তে'তি বা পাঠঃ।

গিয়া সুখে যুদ্ধ করিতে পারিতাম" ॥ ৩২ ॥

সেই নৃপতিগণ সৈন্তগণে পরিবেষ্টিত হইয়া এই কথা এবং এইরূপ অশ্বাশ্ব সহস্র কথা বলিতে বলিতে নিজ নিজ রাজ্যে প্রবেশ করিলেন ॥ ৩৩ ॥

সেই রাজগণ স্বীয় পুরে গমন করিয়া রামের শ্রীতিকামনায় অশ্ব, যান, রত্ন, মদমত্ত মাতঙ্গ, উৎকৃষ্ট চন্দন, শ্রেষ্ঠ অগুরু এবং দিব্য আভরণসকল [ ভরত, লক্ষ্মণ এবং শত্রুঘ্নকে ] প্রদান করিলেন ॥ ৩৪-৩৫ ॥

সেই মহাযশাঃ ভরত, লক্ষ্মণ এবং শত্রুঘ্ন সেই সমস্ত রত্নসম্ভার লইয়া অযোধ্যাপুরে প্রত্যাগমন করিলেন ॥ ৩৬ ॥

পুরুষশ্রেষ্ঠ ভরত, লক্ষ্মণ এবং শত্রুঘ্ন রমণীয় অযোধ্যাপুরে আসিয়া রামকে সেই বিচিত্র রত্নরাজি অর্পণ করিলেন ॥ ৩৭ ॥

১। হ 'বয়ানানি'। ২। হ 'জগুর্হর্বসমবিতাঃ'। ৩। হ 'রামস্য প্রিয়কামার্থ-'। ৪। হ '-নানি চ মুখ্যা'। ৫। অতঃ পরং হ 'মণিভূষণপ্রবালাভূষণোপাঙ্গুলরূপসমবিতাঃ'। অজাবিকক বিবিধং রথাস্ত্র বিবিধান্ স্বদম্'। ইত্যবিকম্। ৬। হ 'মহাযশাঃ'। ৭। হ 'বাং পুরীং পুনরাগতাঃ'। ৮। হ 'চিত্রাণি রামায় সমুপানতম্'।

প্রতিগৃহ চ তৎ সর্বং শ্রীতিযুক্তঃ স রাঘবঃ ।

সুগ্রীবায় দদৌ রাজ্ঞে মহাত্মা কৃতকর্মণে ॥ ৩৮ ॥

বিভীষণায় চ দদৌ তথ্যেভ্যোহপি রাঘবঃ ।

কপিভ্যো রাক্ষসেভ্যশ্চ যৈর্কৃতো যুদ্ধবাংস্তদা ॥ ৩৯ ॥

তে সর্বৈ রামদত্তানি রত্নানি কপিরাক্ষসঃ

শিরোভির্দ্ধারয়ামাহুর্ভূজৈশ্চ ভুজগোপমৈঃ ॥ ৪০ ॥

হনুমন্তং চ নৃপতিরিক্ণাকৃণাং মহারথঃ ।

অঙ্গদঞ্চ মহাবাহুং কুমারোপ্য বীর্যবান্ ॥ ৪১ ॥

রামঃ কমলপত্রাক্ষঃ সুগ্রীবমিদমব্রবীৎ ।

অঙ্গদস্তে সুপুত্রোহয়ং সমস্ত্রী চানিলায়জঃ ॥ ৪২ ॥

৩৮। লো-টী। শ্রীতিযুক্তঃ ইতি পাঠঃ। 'শ্রীতিযুক্ত'মিতি পাঠে ক্রিয়াবিশেষণম্।

৪২। লো-টী। স্বপুত্রঃ স্বীয়পুত্রঃ।

মহাত্মা রাম সাদরে সেই রত্নসমূহ লইয়া কৃতকর্মা বানররাজ সুগ্রীবকে, বিভীষণকে এবং যাহাদের সাহায্য লইয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন সেই সকল বানর ও রাক্ষসদিগকে প্রদান করিলেন ॥ ৩৮-৩৯ ॥

সেই সকল বানর ও রাক্ষসগণ রামদত্ত রত্নরাজি মস্তকে এবং সর্পভূল্য হস্তে ধারণ করিল ॥ ৪০ ॥

মহারথ বীর্যশালী ইক্কাকুনুপতি পদ্মপলাশলোচন রামচন্দ্র মহাবাহু হনুমান্ এবং অঙ্গদকে ক্রোড়ে বসাইয়া সুগ্রীবকে বলিলেন—এই অঙ্গদ তোমার সুপুত্র (পুত্রস্থানীয়) এবং পবননন্দন হনুমান্ও তোমার সমস্ত্রী ॥ ৪১-৪২ ॥

১। হ 'রামঃ শ্রীতিসম্বিভঃ'। ২। হ 'রাক্ষসেভ্যঃ কপিভ্যশ্চ'। ৩। হ 'কুমারোপ্য'। ৪। হ 'ভু-জৈশ্চ মহাবাহুঃ'। ৫। হ 'সস্ত্রী চানিলায়জঃ'।

সুগ্রীব মস্ত্রিতে যুক্তো মম চাপি হিতে রতো ।

অর্হতোহভ্যধিকাং পূজাং ত্বংকৃতে বৈ হরীশ্চর ॥ ৪৩ ॥

ইতু্যক্তা ব্যবমুচ্যাজ্জাদ ভূষণানি মহাযশাঃ ।

আববন্ধ মহার্হাণি তদাঙ্গদহনুমতোঃ ॥ ৪৪ ॥

আভাশ্য চ মহাবীৰ্য্যান্ রাঘবো যুথপর্যভান্ ।

নলং নীলং কেশরিরং কুমুদং গন্ধমাদনম্ ॥ ৪৫ ॥

সুষেণং পনসং বীরং মৈন্দং দ্বিবিদমেব চ ।

জাম্ববন্তং গবাক্ষং চ বিনতং ধৃত্রমেব চ ॥ ৪৬ ॥

বলীমুখং প্রজজ্ঞং চ সংনাদং চ মহাবলম্ ।

দরীমুখং দধিমুখমিন্দ্রজানুং চ যুথপম্ ॥ ৪৭ ॥

মধুরং শ্লক্ষ্ময়া বাচা নেত্রোভ্যাং চাপিবন্নিব ।

সুহৃদো হি ভবন্তো মে শরীরং ভ্রাতরস্তথা ॥ ৪৮ ॥

৪৩। লো-টা। মস্ত্রিতে মস্ত্রণে যুক্তো যোগ্যো।

৪৫-৫০। লো-টা। মধুরং যথা শ্লক্ষ্ময়া মনোহরয়া বাচা আভাশ্য সংবোধ্য নেত্রোভ্যামপিবন্নিব স্নেহং পশুন্নিবেত্যর্থঃ। ‘সুহৃদো হী’তি সাক্ষিপ্লোকে নৈবযুক্তা ভূষণানি দদাবিতি ষড়্ ভিরস্বয়ঃ।

হে বানররাজ সুগ্রীব, ইহারা উভয়েই তোমার জন্ত মন্ত্রণায় নিযুক্ত এবং আমারও হিতসাধনে নিরত, সুতরাং সমধিক সম্মান পাইবার উপযুক্ত ॥ ৪৩ ॥

মহাযশাঃ রামচন্দ্র এই কথা বলিয়া স্বীয় অঙ্গ হইতে বহুমূল্য অলঙ্কারসমূহ উন্মুক্ত করিয়া অঙ্গদ এবং হনুমানের শরীরে পরিধান করাইয়া দিলেন ॥ ৪৪ ॥

রামচন্দ্র যুথপতিশ্রেষ্ঠ মহাবীৰ্য্যশালী নল, নীল, কেশরী, কুমুদ, গন্ধমাদন, সুষেণ, পনস, বীর মৈন্দ, দ্বিবিদ, জাম্ববান্, গবাক্ষ, বিনত, ধৃত্রাক্ষ, বলীমুখ, প্রজজ্ঞ,

যুগ্মাভিরুদ্ধতচ্চাহং ব্যসনাং কাননৌকসঃ ।

ধন্যো রাজা চ স্ত্রীণামো ভবন্তিঃ স্ত্রীদাং বরৈঃ ॥ ৪৯ ॥

এবমুক্তা দদৌ তেভ্যো ভূষণানি যথার্থতঃ ।

বস্ত্রাণি চ মহার্হাণি সম্বজ্জৈঃ চ নরবর্ষভঃ ॥ ৫০ ॥

তেহপি বস্ত্র স্ত্রীকানি মধুনি মধুপিঙ্গলাঃ ।

মাংসানি চ স্ত্রীকানি মূলানি চ ফলানি চ ॥ ৫১ ॥

এবং তেষাং নিবসতাং মাংসঃ সাত্ত্বো যযৌ তদা ।

মুহূর্তমিব তে সর্বৈঃ রামভক্ত্যা চ মেনিরে ॥ ৫২ ॥

রামোহপি রেমে তৈঃ সার্কং বানরৈঃ কামরূপিভিঃ ।

রাক্ষসৈশ্চ মহাবীর্যৈশ্চৈকৈশ্চ স্ত্রীমহাবলৈঃ ॥ ৫৩ ॥

সংবাদ, মহাবল দরীমুখ, দধিমুখ, ইন্দ্রজানু প্রভৃতি বানরদিগের প্রতি সতৃষ্ণনয়নে দৃষ্টিপাত করত মনোহর মধুরবাক্যে সম্ভাষণ করিয়া [ বলিলেন—] “বনবাসিগণ, তোমরাই আমার শরীর, সুহৃদ এবং ভ্রাতা, তোমরাই আমাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছ, তোমাদের আশ্রয় উত্তম বন্ধুদ্বারা রাজা স্ত্রীও ধন্য হইয়াছেন” ॥ ৪৫-৪৯ ॥

নরশ্রেষ্ঠ রাম এই কথা বলিয়া তাহাদিগকে যথাযোগ্য মহামূল্য বস্ত্র এবং অলঙ্কার প্রদানপূর্বক আলিঙ্গন করিলেন ॥ ৫০ ॥

সেই মধুর আশ্রয় পিঙ্গলবর্ণ বানরগণ স্ত্রীকানি মধু পান করিয়া স্ত্রীপিত্ত মাংস, ফল ও মূল আহাৰ করিতে লাগিল ॥ ৫১ ॥

এইরূপে বাস করিয়া তাহাদের মাসাধিককাল অতিবাহিত হইল, তাহারা সকলে রামের প্রতি ভক্তিবশতঃ তাহা এক মুহূর্তের আশ্রয় মনে করিল ॥ ৫২ ॥

রামচন্দ্রও সেই সমস্ত কামরূপী বানর, মহাবীর্যশালী রাক্ষস এবং অতিশয় বলবান ঋক্ষগণের সহিত সম্ভাষণ লাভ করিলেন ॥ ৫৩ ॥

এবং তেষাং যযৌ নাসো দ্বিতীয়ঃ শিশিরঃ স্তম্ভম্ ।

বানরাণাং প্রহৃষ্টানাং রাক্ষসানাঞ্চ সর্ববশঃ ॥ ৫৪ ॥

ইত্যাৰ্ধে বান্দীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে রাজসংশ্ৰেয়ণং নাম  
ষিচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪২ ॥

[ লো-টা ] । উপাসতাং প্রাপ্নুবতাম্ ।

রাজসংশ্ৰেয়ণম্ ॥ ৪২ ॥

এইরূপে সেই সকল হৃষ্টচিত্ত বানর ও রাক্ষসদিগের শীতঋতুর দ্বিতীয় মাস  
সুখে অতিবাহিত হইল ॥ ৫৪ ॥

মহর্ষি বান্দীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে রাজসংশ্ৰেয়ণ-নামক  
৪২শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪২ ॥

## (৪৩) ত্রিচত্বারিংশঃ সর্গঃ

বালোদিতার্কবপুষং পীনস্কন্ধং মহাভুজম্ ।  
 রাঘবস্ত মহাতেজাঃ স্ত্রীবিমদমত্রবীৎ ॥ ১ ॥  
 গম্যতাং বীর কিঙ্কিন্ধ্যাং দুরাধৰ্ষাঃ স্ত্রীররপি ।  
 পালয়ন্ত মহাসত্ত্ব রাজ্যং নিহতকণ্টকম্ ॥ ২ ॥  
 অঙ্গদং চ মহাবাহুং প্রীত্যা পরময়ান্বিতঃ ।  
 সৎপশ্য চ হনুমন্তং নলং চ স্তমহাবলম্ ॥ ৩ ॥  
 সুষেণং শ্বশুরং বীরং তারং চানলবিক্রমম্ ।  
 কুমুদং চৈব দুর্জয়ং স্ত্রবাহুং চাপরাজিতম্ ॥ ৪ ॥  
 বীরং শতবলিং চৈব মৈন্দং দ্বিবিদমেব চ ।  
 গবয়ং চ গবাক্ষং চ শরভং গন্ধমাদনম্ ॥ ৫ ॥

১। লো-টী। বালোদিতার্কসদৃশং বাটলৈঃ কুন্তলৈঃ রোমভিরিত্যর্থঃ উদিতার্কসদৃশম্ ।

৪। লো-টী। তারং কঞ্চন সেনাপতিং ন পুনস্তারাপুত্রমঙ্গদম্ ।

মহাতেজস্বী রামচন্দ্র নবোদিত সূর্য্যের আয় দেহবিশিষ্ট পীনস্কন্ধ মহাবাহু স্ত্রীবিমদে বলিলেন— ॥ ১ ॥

হে মহাবলসম্পন্ন বীর, দেবগণেরও দুর্জয় কিঙ্কিন্ধ্যানগরে গমন করিয়া নিষ্কণ্টক রাজ্য পালন কর ॥ ২ ॥

মহাবাহু অঙ্গদ, মহাবলশালী হনুমান্ ও নলকে পরম প্রীতির সহিত দেখিও ॥ ৩ ॥

তোমার শ্বশুর বীর সুষেণ, অগ্নিতুল্যবিক্রমশালী 'তার', দুর্জয় কুমুদ, অপরাজেয় স্ত্রবাহু, বীর শতবলি, মৈন্দ, দ্বিবিদ, গবয়, গবাক্ষ, শরভ, গন্ধমাদন, মহাবলশালী দুর্জয় ঋক্ষরাজ জাম্ববান্ এবং অপর যে-সব মহাত্মা আমার জন্য প্রাণ

ঋক্ষরাজং চ দুর্দ্ধৰং জাম্ববন্তং মহাবলম্ ।  
 যে চাত্তে স্মহাত্মানো মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ ।  
 পশ্য তান্ শ্রীতিসংযুক্তো মা চৈষাং বিপ্রিয়ং কৃথাঃ ॥ ৬ ॥  
 এবমুক্ত্বা স স্মগ্রীবং প্রশস্ত্য চ পুনঃ পুনঃ ।  
 বিভীষণমথোবাচ রাঘবো মধুরাং গিরম্ ॥ ৭ ॥  
 লক্ষাং প্রশাদি ধর্ম্মেণ সংমতো হৃসি পার্থিব ।  
 সুরাণাং রক্ষসাং চৈব ভ্রাতুর্বৈশ্রবণশ্চ চ ॥ ৮ ॥  
 মা চ বুদ্ধিমধর্ম্মে ত্বং কৃথা রাজন্ কদাচন ।  
 বুদ্ধিমন্তো হি রাজানো ধ্রুবমশ্ৰুন্তি মেদিনীম্ ॥ ৯ ॥  
 অহং চ নিত্যশো রাজন্ স্মগ্রীবসহিতস্তয়া ।  
 স্মর্তব্যঃ পরয়া শ্রীত্যা স্নেহশ্চৈষা পরা গতিঃ ॥ ১০ ॥

৬। লো-টী। শ্রীতিসংযুক্তং যথা স্তাৎ

৯। লো-টী। বুদ্ধিমন্তঃ ধর্ম্মবুদ্ধিমন্তঃ।

১০। লো-টী। গতিঃ প্রকারঃ।

দিতে উদ্ভূত হইয়াছিলেন, তুমি তাঁহাদিগকে শ্রীতিপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখিবে এবং কখনও ইহাদের অনিষ্ট করিবে না ॥ ৪-৬ ॥

সেই রঘুনন্দন রাম স্মগ্রীবকে এই কথা বলিয়া এবং পুনঃ পুনঃ প্রশংসা করিয়া বিভীষণকে মধুর বাক্যে বলিতে লাগিলেন— ॥ ৭ ॥

রাজন্, তুমি দেবগণের, রাক্ষসগণের এবং ভ্রাতা কুবেরের অভিমত (মনঃপূত) হইয়াছ, সূতরাং ধর্ম্মপথে থাকিয়া লঙ্কানগরী শাসন কর ॥ ৮ ॥

রাজন্, কখনও অধর্ম্মে অভিলাষ করিও না, বুদ্ধিমান রাজারা [ ধর্ম্মপথে থাকিয়া ] নিশ্চয়ই [ চিরকাল ] পুণ্যবী ভোগ করিয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

রাজন্ তুমি সর্বদা আমাকে এবং স্মগ্রীবকে পরম শ্রীতির সহিত স্মরণ করিবে, ইহাই স্নেহের পরাকাষ্ঠা [ হইবে ] ॥ ১০ ॥

১। হ 'জম্ববন্তক দুর্দ্ধবং হবাহং চাপরাজিতম্'। ২। হ 'পশ্যতান্'। ৩। হ 'জ্ঞান'। ৪। হ 'তু'।

৫। ক 'প্রশস্ত চ'। ৬। হ 'সানাক'।

রামস্ত ভাষিতং শ্রুত্বা ঋক্ষবানররাক্ষসাসাঃ ।

সাধু সাধ্বিভি কাকুৎস্থং প্রশংসন্তঃ পুনঃ পুনঃ ॥ ১১ ॥

তব বুদ্ধির্মহাবাহো বীর্যমদ্ভুতমেব চ ।

মাধুর্য্যং পরমং রাম স্বয়ম্ভুব ইব ধ্রুবম্ ॥ ১২ ॥

তেষাং তু ব্রুবতামেবং ঋক্ষবানররাক্ষসাম্ ।

হনুমান্ প্রণতো ভূত্বা রামং বাক্যমথাত্রবীৎ ॥ ১৩ ॥

স্নেহো মে পরমো রাজস্বয়ি তিষ্ঠতু সর্বদা ।

ভক্তিঞ্চ নিয়তা নিত্যং ভাবমন্তং ন গচ্ছতু ॥ ১৪ ॥

যাবদ্রামকথা বীর চরিত্যতি মহীতলে ।

তাবচ্ছরীরে স্থাস্তিস্তি মম প্রাণা ন সংশয়ঃ ॥ ১৫ ॥

১২। লো-টী। মাধুর্য্যং মধুঃ। বাণীতার্থঃ। স্বয়ম্ভুবো ব্রহ্মণো যথা বুদ্ধ্যাদিস্তথা তব।

১৪। লো-টী। তিষ্ঠতি তিষ্ঠতু। নিয়তা স্বয়ি নিবদ্ধা অন্তম্ অন্তথাৎ ন গচ্ছতি ন গচ্ছতু। ‘ভাবো নাস্তত্র গচ্ছতী’তি পাঠে ভাবঃ প্রীতিঃ।

১৫ লো-টী। ] তিষ্ঠন্তি তিষ্ঠন্তু।

রামের কথা শুনিয়া ঋক্ষগণ, বানরগণ এবং রাক্ষসগণ সকলেই ‘সাধু সাধু’ বলিয়া তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ প্রশংসা করিতে লাগিল ॥ ১১ ॥

মহাবাহো রাম, ব্রহ্মার ন্যায় আপনার স্থির বুদ্ধি, দৃঢ় পরাক্রম এবং নিয়ত মাধুর্য্য অতিশয় বিস্ময়াবহ ॥ ১২ ॥

যখন সেই ঋক্ষ, বানর ও রাক্ষসগণ এইরূপ বলিতেছিল, তখন হনুমান্ প্রণত হইয়া রামচন্দ্রকে বলিলেন— ॥ ১৩ ॥

রাজন্, আপনার প্রতি আমার ঐকান্তিক স্নেহ এবং অচলা ভক্তি যেন সর্বদা বর্তমান থাকে, ইহার অন্যথা ( বা ভাবান্তর ) না হয় ॥ ১৪ ॥

হে বীর, পৃথিবীতে যতদিন রামচরিত্র প্রচারিত থাকিবে, [ প্রার্থনা করি ]<sup>১</sup> ততদিন আমার দেহে জীবন থাকিবে, নিশ্চয় ॥ ১৫ ॥



এবং ক্রবাং রামস্ত হনুমন্তং বরাসনাং ।

উথায় সস্বজে স্নেহাদ্বাক্যমেতদ্বাচ হ ।

এবমেতং কপিশ্রেষ্ঠ ভবিতা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৬ ॥

লোকা হি যাবৎ স্থাস্তিস্তি তাবৎ স্থাস্তিস্তি মে কথাঃ ।

ভবিষ্যতি যাবদেষা লোকে চ মামকা কথা ।

তাবৎ তে ভবিতা কীর্তিঃ শরীরেহ্যস্যসবস্তথা ॥ ১৭ ॥

অঙ্গেষু তে জরা মাস্তু যৎ স্থয়োপকৃতং কপে ।

তস্মৈ প্রতু্যপকারাণামাপৎসু লভ তে ফলম্ ॥ ১৮ ॥

[ লো-টী ] । তচ্ছ্রুত্বা ৩৭ তাম্ ইমাং চর্যাং শ্রুত্বা তাং বিষয়বিষয়ানুৎকর্থাৎ ।

১৮ । লো-টী । অদ্যেভ্যঃ জরা বার্কিক্যম্ যাতু অপযাতু জরা তে মা ভবতু ইত্যর্থঃ ।  
এতৎ সর্বং কৃতঃ ? তত্রাহ—যদিতি । হে কপে, যদ যস্মাৎ তস্মা উপকৃতং মহোপকারঃ কৃতঃ, যতো  
'নর' ইতি । নরপদং প্রাপিপদম্ ।

হনুমান্ এইরূপ বলিলে রাম দিব্য আসন হইতে উত্থিত হইয়া সন্মুখে  
তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন—কপিবর, তুমি যাহা প্রার্থনা করিলে তাহাই  
হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ১৬ ॥

যতদিন পর্য্যন্ত এই লোকসকল থাকিবে, ততদিন আমার কথা থাকিবে,  
যতদিন পর্য্যন্ত আমার এই কথা লোকসমাজে প্রচারিত থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত  
তোমার কীর্তি থাকিবে এবং তুমিও সশরীরে জীবিত থাকিবে ॥ ১৭ ॥

হে বানর, তোমার শরীরে বার্কিক্য হইবে না, [ তাহাতে ] তুমি যে মহোপকার

১। অতঃ পরং চ 'যচ্চৈতচ্চরিতং দিব্যং কথা চ রঘুনন্দনঃ' । তস্মাস্মসরসো রাম প্রাক্ষরেন্দ্রনরধ্বজঃ ।  
তচ্ছ্রুত্বাং ততো বীর ভব চর্যাংস্তং প্রভো । উৎকর্থাং তাং হরিতাসি স্বেথলেখানিবানিলঃ' । ইত্যধিকম্ ।  
২ । হ 'ইদমর্কং নাস্তি' । ৩ । হ 'চরিত্তি কথা বাক্যদেবা লোকে চ মামিকা' । ৪ । অতঃ পরম্ হ 'লোকা হি  
যাবৎ স্থাস্তিস্তি তাবৎ স্থাস্তিস্তি মে কথাঃ' । একৈক্যোপকারস্ত প্রাপ্তান্ দাস্তাসি তে কপে । শেথৈভ্যোপকারাণাং  
তস্মৈ বার্কিক্যো বরম্' । ইত্যধিকম্ । ৫ । ক 'অদ্যেভ্যঃ' । ৬ । হ 'মা জুং' । ৭ । ক 'কৃতং' । ৮ । হ 'নরঃ' ।

ততো হারং তু চন্দ্রাভং যুক্ত্বা কণ্ঠাৎ স রাঘবঃ ।

বৈদূর্য্যাতরলং কণ্ঠে ববন্ধ চ হনুমতঃ ॥ ১৯ ॥

ভেনোরসি নিবন্ধেন হারেণ মহতা কপিঃ ।

ররাজ কাঞ্চনঃ শৈলশ্চন্দ্রেণাক্রান্তমস্তকঃ ॥ ২০ ॥

শ্রুত্বা তু রাঘবশ্চৈতদ্ব্যুত্থায়োত্থায় বানরাঃ ।

প্রণম্য শিরসা পাদৌ নির্জগ্মুস্তে মহাবলাঃ ॥ ২১ ॥

সুগ্রীবশ্চৈব রামেণ পরিষক্তৌ মহাভুজঃ ।

বিভীষণশ্চ ধর্ম্মাত্মা নিরস্তরমুরোগতঃ ॥ ২২ ॥

১৯। লো-টী। 'বৈদূর্য্যপ্রভব'মিতি পাঠঃ। 'বৈদূর্য্যাতরল'মিতি পাঠে বৈদূর্য্যাতরল  
ভাষ্যম্।

২২। লো-টী। নিরস্তরমুরোগতঃ দ্ব্যুত্থাতঃ।

করিয়াছ, তোমার বিপদে তাহার প্রত্যাশকারের ফল লাভ করিবে ॥ ১৮ ॥

অতঃপর রামচন্দ্র মধ্যদেশে 'বৈদূর্য্য'মণিযুক্ত চন্দ্রাভ হার স্বীয় কণ্ঠ হইতে  
উন্মুক্ত করিয়া হনুমানের কণ্ঠে পরাইয়া দিলেন ॥ ১৯ ॥

হনুমান বক্ষঃস্থলে পরিহিত সেই বহুমূল্য হারদ্বারা শিখরদেশে  
চন্দ্রকিরণোদ্ভাসিত কাঞ্চনময় [স্বমেরু] পর্ব্বতের স্ত্রায় শোভা পাইতে  
লাগিলেন ॥ ২০ ॥

সেই মহাবলশালী বানরগণ রামের কথা শুনিয়া পুনঃ পুনঃ উত্থানপূর্ব্বক  
অবনত মস্তকে তাঁহার চরণে প্রণাম করিয়া নির্গত হইল ॥ ২১ ॥

পরে রামচন্দ্র মহাবাহু সুগ্রীব এবং ধর্ম্মাত্মা বিভীষণকে বক্ষঃস্থলে লইয়া  
প্রগাঢ় আলিঙ্গন করিলেন ॥ ২২ ॥

১। হ 'ততোহস্ত হারং চন্দ্রাভ'। ২। হ '-বঃ স চ'। ৩। হ 'সর্ব্বে তে ঋণবিরূপাঃ'।

୧<sup>୧</sup> ସର୍ବେ ତେ ବାମ୍ପକଲିଲା: ମାଞ୍ଜୁନେତ୍ରା ବିଚେତସ: ।

ସଂଯୁତା<sup>୧୨</sup> ଇବ ହୁଃଥେନ ତ୍ୟଜନ୍ତୋ ରାସବଂ ତଦା ।

୩<sup>୧୩</sup> ଜଘ୍ନୁ: ସ୍ବଂ ସ୍ବଂ ଗୃହଂ ସର୍ବେ ଦେହୀ ଦେହମିବ ତ୍ୟଜନ୍ ॥ ୨୩ ॥

ହିତ୍ୟାର୍ଥେ ବାନ୍ଧୀକୀୟେ ରାମାୟଣେ ଆଦିକାବ୍ୟୋ ଉତ୍ତରକାଣ୍ଡେ ବାନରକ୍ ରାକ୍ଷସସଂଗ୍ରେଷଣଂ ନାମ  
ତ୍ରିଚତ୍ବାରିଂଶଃ ସର୍ଗଃ ॥ ୫୩ ॥

୨୩ । ଲୋ-ଟୀ । ବାମ୍ପକଲିଲା: ଅଞ୍ଜଳେନ ବ୍ୟାଞ୍ଜା: । ହୁଃଥେନ ବିରୋଗହୁଃଥେନ ।

[ ଲୋ-ଟୀ ] । ‘ସ୍ବପାନିବାସିନ’ ଇତି ଯଦ୍ର ସନ୍ତ୍ର ନିବାସନ୍ତତ୍ର ତଦ୍ର ତେ ପ୍ରତିଷାତା: ।

ବାନରକ୍ ରାକ୍ଷସସଂଗ୍ରେଷଣମ୍ ॥ ୫୩ ॥

ତଥନ ସେହି ବାନର, ଶ୍ବଂ ଏବଂ ରାକ୍ଷସଗଣ ସକଳେହି ଜୀବେର ଦେହତ୍ୟାଗେର ଛାୟ  
ରାମଚନ୍ଦ୍ରକେ ପରିତ୍ୟାଗ କରତ ହୁଃଥେ ମୁହମାନ ଓ ବିମନା: ହିୟା [ ଅର୍ଥାତ୍ ମୃତପ୍ରାୟ ହିୟା ]  
ବାମ୍ପାକୁଲିତ ନେତ୍ରେ ସ୍ବ ସ୍ବ ଗୃହେ ଗମନ କରିଲ ॥ ୨୩ ॥

ମହର୍ଷି ବାନ୍ଧୀକିପ୍ରଣୀତ ଆଦିକାବ୍ୟ ରାମାୟଣେର ଉତ୍ତରକାଣ୍ଡେ ଶ୍ବଂ-ବାନର-ରାକ୍ଷସ-ସଂଗ୍ରେଷଣ ନାମକ  
୫୩ର୍ଥ ସର୍ଗ ସମାପ୍ତ ॥ ୫୩ ॥

୧ । ହ ‘କାମରୂପାନ୍ତ ହୁଃସାର୍ଥା:’ । ୨ । ହ ‘ନିର୍ଦ୍ଦୟତା ରାସବମ୍’ । ୩ । ହ ଏତର୍ଦ୍ଧହାନେ ‘ତତସ୍ତ ତେ  
ରାକ୍ଷସ-ଶ୍ବଂ-ବାନରା: ଶ୍ବଂ ରାସଂ ସ୍ବସ୍ବଂ-ବର୍ଜନମ୍ । ବିରୋଗଜାତ୍ରାଂ ପ୍ରତିପୂର୍ଣ୍ଣଲୋଚନା: ପ୍ରତିପ୍ରାୟାତାନ୍ତ ସ୍ବପା ନିବାସିନ:’ । ଇତି  
ପାଠ: ।

(৪৪) চতুঃসংহাতিঃ সর্গঃ

বিস্মৃত্য তু মহাবাহুঃ কুবানররাক্ষসান্ ।

ভ্রাতৃভিঃ সহিতো রামঃ প্রমুগদ স্তথী স্তথম্ ॥ ১ ॥

অথাপরাস্থসময়ে ভ্রাতৃভিঃ সহ রাঘবঃ ।

শুশ্রাব মধুরাং বাণীমন্তরীক্ষগতাং প্রভুঃ ॥ ২ ॥

সৌম্য রাম নিরীক্ষস্ব সৌম্যেন বদনেন মাম্ ।

কুবেরভবনাং প্রাপ্তং বিদ্ধি মাং পুষ্পকং বিভো ॥ ৩ ॥

তব শাসনমাত্তায় গতোহস্মি ধনদং প্রতি ।

উপস্থিতং নরশ্রেষ্ঠ স চ মাং প্রত্যভাষত ॥ ৪ ॥

নির্জিতস্তং নরেন্দ্রেণ রাঘবেণ মহাত্মনা ।

নিহত্য যুধি দুর্ধ্বং রাবণং রাক্ষসাধিপম্ ॥ ৫ ॥

সুখপরায়ণ মহাবাহু রামচন্দ্র ঋক্ষ, বানর এবং রাক্ষসদিগকে বিদায় দিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত নির্বিঘ্নে আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥

একদা প্রভু রামচন্দ্র ভ্রাতৃগণের সহিত অপরাহু সময়ে সুমধুর আকাশবাণী শ্রবণ করিলেন— ॥ ২ ॥

“সৌম্য রাম, আপনি আমাকে প্রসন্নবদনে অবলোকন করুন। হে প্রভো, আমাকে কুবেরের গৃহ হইতে আগত ‘পুষ্পকরথ’ বলিয়া অবগত হউন ॥ ৩ ॥

নরবর, আমি আপনার আদেশানুসারে কুবেরের নিকট গিয়াছিলাম, আমি উপস্থিত হইলে তিনি আমাকে বলিলেন— ॥ ৪ ॥

‘নররাজ মহাত্মা রামচন্দ্র দুর্ধ্ব রাক্ষসাধিপতি রাবণকে যুদ্ধে নিহত করিয়া [ জয়লাভের ফলে ] তোমাকে লাভ করিয়াছেন ॥ ৫ ॥

মমাপি পরমা শ্রীতির্হতে তস্মিন্ ছুরাশ্বনি ।

রাবণে সগণে রৌদ্রে সপুত্রে সহবান্ধবে ॥ ৬ ॥

স ত্বং রামেণ লঙ্কায়াং নির্জিতঃ পরমাত্মনা ।

বহ সৌম্য তমেব ত্বমহমাজ্ঞাপয়ামি তে ॥ ৭ ॥

পরমো হ্যেষ মে কামো যৎ ত্বং রাঘবনন্দনম্ ।

বহেঃ সূশ্রীতমনসং তস্মাৎ তত্রৈব গম্যতাম্ ॥ ৮ ॥

সোহং শাসনমাজ্ঞায় ধনদন্ত মহাত্মনঃ ।

ত্বংসকাশমনুপ্রাপ্তো নির্বিশঙ্কঃ প্রতীচ্ছ মাম্ ॥ ৯ ॥

অধ্বশ্চৈব ভূতানাং সর্বেষাং ধনদাজ্ঞয়া ।

চরাম্যাত্মপ্রভাবেণ তবাজ্ঞাং পরিপালয়ন্ ॥ ১০ ॥

এবমুক্তস্তদা রামঃ পুষ্পকেণ মহাবলঃ ।

উবাচ পুষ্পকং দৃষ্ট্বা বিমানং পুনরাগতম্ ॥ ১১ ॥

১। গো-টা। প্রতীচ্ছ গৃহণ।

অতিভয়ঙ্কর সেই ছুরাশ্বা রাবণ পুত্র, পরিজন এবং বান্ধবগণের সহিত নিহত হওয়ায় আমারও অতিশয় আনন্দ হইয়াছে ॥ ৬ ॥

মহাত্মা রামচন্দ্র লঙ্কায় জয়দ্বারা তোমাকে লাভ করিয়াছেন, সুতরাং আমি তোমাকে আদেশ করিতেছি, তুমি তাঁহাকেই বহন কর ॥ ৭ ॥

তুমি শ্রীতচিত্ত রামচন্দ্রকে বহন কর, ইহাই আমার ঐকান্তিক ইচ্ছা,— সুতরাং তুমি সেইস্থানে গমন কর’ ॥ ৮ ॥

সেই আমি মহাত্মা কুবেরের আদেশানুসারে আপনার নিকট আসিয়াছি। আপনি নিঃশঙ্কচিত্তে আমাকে গ্রহণ করুন ॥ ৯ ॥

স্বীয়তেজে সর্বভূতের অধ্বশ্ব আমি কুবেরের আদেশে আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন করত লোকমধ্যে বিচরণ করিব” ॥ ১০ ॥

পুষ্পক রথ এইরূপ বলিলে মহাবীর রামচন্দ্র তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া

যদেবং স্বাগতং তেহস্ত বিমানবর পুষ্পক ।

আনুকূল্যাক্রনেশস্ত বৃত্তদোষো ন নো ভবেৎ ॥ ১২ ॥

লাজৈর্জৈশ্চব তথা পুষ্পৈধু<sup>১</sup>পৈশ্চব স্নগন্ধিভিঃ ।

পূজয়িত্বা মহাবাহু রাঘবঃ পুষ্পকং তদা ॥ ১৩ ॥

গম্যতামিতি চাষোচদাগচ্ছেঃ সংস্মৃতো ময়া ।

সিদ্ধানাং চ গতিং সৌম্য মা বিঘাতেন যুযুজঃ ॥ ১৪ ॥

এবমস্থিতি রামেণ পূজয়িত্বা বিসর্জিতম্ ।

অভিপ্রেতাং<sup>২</sup> দিশং তস্মাৎ প্রায়াৎ তৎ পুষ্পকং তদা ॥ ১৫ ॥

১২। লো-টী। বৃত্তো যো দোষো মনুষ্যস্ত মম তবারোহনরূপঃ সঃ তস্তানুকূল্যাৎ কৃপাতঃ।

১৪। লো-টী। হে সৌম্য সিদ্ধানাং গতিং মা বিঘাতেন অবিয়েন যুযুজঃ বোজয় সিদ্ধ-  
গত্যা অবিয়েন গচ্ছেতার্থঃ। ‘পুপুজ’ ইতি পাঠে পূজয়, পূর্ববদন্তঃ। ‘সংযুজ’ ইতি পাঠঃ কচিৎ,  
সংযোজয়।

১৫। লো-টী। পূজয়িত্বা রামেণ বিসর্জিতং গন্তমমুজ্জাতং পুষ্পকম্ এবমস্থিতি  
উক্তেতি শেষঃ।

বলিলেন—॥ ১১ ॥

“বিমানবর পুষ্পক, যদি কুবের এইরূপ আদেশ করিয়া থাকেন, তবে তোমার  
শুভাগমন হউক ; কুবেরের কৃপায় [ তোমাতে আরোহণজন্ত ] আমার ব্যবহারে  
কোন দোষ হইবে না” ॥ ১২ ॥

মহাবাহু রামচন্দ্র তখন লাজ, পুষ্প এবং স্নগন্ধি ধূপদ্বারা পুষ্পকরথের পূজা  
করিয়া বলিলেন—“সৌম্য, তুমি এখন গমন কর, আমি [ তোমাকে ] স্মরণ করিলে  
আসিবে, তুমি [ আকাশে ] সিদ্ধদিগের গমনের ব্যাঘাত করিও না” ॥ ১৩-১৪ ॥

রামকর্তৃক পূজিত এবং বিসর্জিত ( অর্থাৎ গমনের জন্ত অমুজ্জাত ) সেই  
পুষ্পকরথ তখন ‘ইহাই হইবে’ এই বলিয়া সেই স্থান হইতে অভিপ্রেত দিকে প্রস্থান  
করিল ॥ ১৫ ॥

১। হ ‘-চ আগচ্ছে’। ২। হ ‘-গতিং’। ৩। হ ‘বিঘাতয় সংযজঃ’। অন্তঃ পরং হ প্রতিঘাতন্ত  
তে মাতুলবৎস্তং পঙ্কতো দিশঃ ইত্যধিকম্। ৪। হ ‘প্রায়াতঃ পুষ্পকং’।

এবমস্তহিতে তস্মিন্ পুষ্পকে বিদিতাশ্বনি ।

ভরতঃ প্রাঞ্জলিৰ্বাক্যমুবাচ রঘুনন্দনম্ ॥ ১৬ ॥

অত্যন্তুতানি দৃশ্যন্তে ত্বয়ি বীর প্রশাসতি ।

অমানুষাণাং সত্ত্বানাং বাহুতানি মুহুম্বৃহঃ ॥ ১৭ ॥

অনাময়ানাং সত্ত্বানাং সাগ্ৰো মাসোহু বর্ততে ।

জীর্ণানামপি সত্ত্বানাং মৃত্যুর্নাভোতি রাঘব ॥ ১৮ ॥

প্রসূয়ন্তে স্ততামার্যো বপুঃ পুণ্যন্তি মানবাঃ ।

হর্ষচ্চাভ্যধিকো রাজন্ জনস্ত পুরবাসিনঃ ॥ ১৯ ॥

১৬। লো-টা। বিদিতাশ্বনি বিজ্ঞাতস্বরূপে ।

১৭। লো-টা। ব্যাঃতানি বাক্যানি ।

১৮। লো-টা। 'সত্ত্বমঃ সৌম্য বর্ততে' ইতি পাঠঃ । 'সাগ্ৰো মাসঃ বর্ততে' ইতি পাঠে  
মাসঃ দ্বাদশমাসাত্মকো বৎসর ইত্যর্থঃ, সাগ্ৰঃ অগ্ৰেণ অধিকেন বয়সাত্মকেন সহ বর্তমানঃ ।  
প্রসিদ্ধং লোকে—'স্বখিনামষ্টাদশমাসেন বৎসর' ইতি । নাভোতি ন ভবতি ।

১৯। লো-টা। বপুঃ পুণ্যন্তি পুণ্যবপুঃ সর্গে ইত্যর্থঃ ।

আত্মপরিচয় প্রদানপূর্বক সেই পুষ্পক এইরূপে অন্তহিত হইলে ভরত  
কৃতাজ্জলিপুটে রামচন্দ্রকে বলিলেন—॥ ১৬ ॥

বীর, আপনার রাজ্যে অনেক অত্যাশ্চর্য্য দেখা যাইতেছে। মমুষ্ম ভিন্ন  
[ প্রাণিধর্ম্মী ] বস্তুর পুনঃ পুনঃ [ মনুষ্যের আয় ] উক্তি-প্রত্যুক্তি ! ॥ ১৭ ॥

হে রাঘব, [ আপনার অভিষেককাল হইতে ] আজ মাসাধিক কাল প্রাণী-  
দিগের কোন রোগ হয় নাই; [ রাজ্যমধ্যে কুত্রাপি ] জরাগ্রস্ত ( অতিজীর্ণ,  
আসন্নমৃত্যু ) প্রাণীদিগেরও মৃত্যু হইতেছে না ॥ ১৮ ॥

রাজন্, নারীগণ পুত্রসন্তান প্রসব করিতেছে, লোকের শরীর পুষ্টলাভ  
করিতেছে এবং পুরবাসী জনগণের অত্যধিক আনন্দ হইয়াছে ॥ ১৯ ॥

১। হ 'ব্রহ্মতাস্মিন'। ২। হ 'মর্ত্বানাম'। ৩। হ 'স্বখং সংবৎসরং যুঃ'। ৪। হ '-নীরাতি'।

৫। হ 'অরোগপ্রসবা নাথো বপুশ্চহো হি'।

কালে বর্ষতি পর্জন্তঃ পাতয়ন্নমৃতং পয়ঃ ।

বাতাশ্চাপি প্রবাস্ত্যেতে স্পর্শযুক্তাঃ স্নাতাঃ শিবাঃ ॥ ২০ ॥

ঈদৃশো নশ্চিরং রাজা ভবেদিতি নরেশ্বর ।

কথয়ন্তি পুরে পৌরা জনা জনপদেষু চ ॥ ২১ ॥

এতা বাচঃ স্নমধুরা ভরতেন সমীরিতাঃ ।

শ্রুত্বা রামো মুদা যুক্তো বভূব নৃপসন্তমঃ ॥ ২২ ॥

ইত্যার্ষে বায়্বীকীরে রামায়ণে আদিকাণ্ডে উত্তরকাণ্ডে পুষ্পকপ্রত্যাগমনং নাম

চতুঃষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৪৪ ॥

২০। লো-টা। পর্জন্ত ইন্দ্রঃ। স্পর্শযুক্তাঃ স্নাতাবসিক্ণীতলস্পর্শযুক্তাঃ

পুষ্পকপ্রত্যাগমনম্ ॥ ৪৪ ॥

ইন্দ্র যথাসময়ে বর্ষণ করিতেছেন, অমৃততুল্য জল বর্ষিত হইতেছে এবং এই বায়ুও মঙ্গলময়, স্নানস্পর্শ ও শীতল হইয়া প্রবাহিত হইতেছে ॥ ২০ ॥

রাজন্, নগরে নগরবাসীরা এবং জনপদে জনপদবাসীরা বলিতেছে—  
'চিরকাল আমাদের এইরূপ রাজা হউন' ॥ ২১ ॥

ভরতের উচ্চারিত এই স্নমধুর বাক্যগুলি শ্রবণ করিয়া নৃপশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র  
আনন্দিত হইলেন ॥ ২২ ॥

মহর্ষি বায়্বীকিপ্রণীত আদিকাণ্ডে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে পুষ্পকপ্রত্যাগমন-নামক

৪৪শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৪ ॥



## (৪৫) পঞ্চচছারিংশঃ সর্গঃ

স বিম্বজ্য ততো রামঃ পুষ্পকং হেমভূষিতম্ ।

প্রবিবেশ মহাবাহুরশোকবনিকাং শুভাম্ ॥ ১ ॥

যত্রাশোকঃ প্রিয়ঙ্গুশ্চ চম্পকা নবমালিকাঃ ।

স্ববহুনি স্নগন্ধোনি মালায়ানি বিবিধানি চ ॥ ২ ॥

অকালপুষ্পাস্তরবঃ শিল্লিভিঃ পরিকল্পিতাঃ ।

তে পুষ্পিতা বহুবিধা বভূর্মায়াকৃতা ইব ॥ ৩ ॥

সংহর্ষাদিব জাতানাং বৃক্ষাণাং পুষ্পশালিনাম্ ।

প্রস্তরাঃ পুষ্পশবলা বভূস্তারাগণা ইব ॥ ৪ ॥

২। লো-টা। নবমালিকা মল্লিকাঃ, মালায়ানি মালাং পুষ্পং তদ্বস্তি তদ্রজাতানি ইত্যর্থঃ।

৪। লো-টা। পুষ্পশালিনাং পুষ্পবতাং বৃক্ষাণাং পুষ্পশবলাঃ পুষ্পশিত্রিতাঃ প্রস্তরাঃ তদ্রূপাঃ পাষাণাঃ মণয়ো বা বভূঃ চকাশিরে, কেষামিব ? তেষাং স্থানস্থ স্নিগ্ধতয়া সংহর্ষাৎ সম্যগানন্দাজ্জাতানাং বৃক্ষাণামিব। জাতানামিত্যত্র 'তে জাতাঃ' প্রস্তরা ইত্যত্র চ 'পল্লবা' ইতি পাঠঃ কচিৎ।

মহাবাহু রামচন্দ্র সুবর্ণভূষিত পুষ্পকরথকে বিদায় দিয়া রমণীয় অশোকবনে প্রবেশ করিলেন ॥ ১ ॥

সেখানে অশোক, প্রিয়ঙ্গু, চম্পক, নবমল্লিকা এবং নানাবিবিধ স্নগন্ধি পুষ্পযুক্ত তরুরাজি বিরাজিত ছিল ॥ ২ ॥

সেখানে অকালে পুষ্পপ্রসূ বহু বৃক্ষ শিল্লিগণের পরিকল্পনামুসারে সন্নিবেশিত ছিল, সেই পুষ্পিত বহুবিধ বৃক্ষ যেন মায়া নিশ্চিত বলিয়া বোধ হইত ॥ ৩ ॥

[ সেই স্থানের সরসতাবশতঃ ] গাছগুলি যেন অতিশয় আনন্দেই বাড়িয়া উঠিয়াছিল, পুষ্পশালী বৃক্ষসমূহের পুষ্পদ্বারা চিত্রিত হইয়া [ নিম্নস্থ ] শিলাখণ্ডসমূহ নক্ষত্রনিকরের আয় (নক্ষত্রগণশোভিত গগনমণ্ডলের আয়) শোভা পাইতেছিল ॥ ৪ ॥

যত্রোদ্দেশাঃ স্কন্ধচিরা বৈদূর্য্যমণিসম্মিতাঃ ।

শাঙ্খলৈঃ পরমোপেতাঃ সীতার্থমুপকল্পিতাঃ ॥ ৫ ॥

চন্দনাগুরুপর্ণৈশ্চ তুঙ্গকালীয়কৈরপি ।

দেবদারুবনৈশ্চাপি সমস্তাদুপশোভিতাঃ ॥ ৬ ॥

চম্পকাশোকপুন্নাগৈর্গন্ধুকপনসাদিভিঃ ।

বৃক্ষৈর্বহুবিশেষৈশ্চাপি শোভিতা হেমসম্ভ্রতৈঃ ॥ ৭ ॥

লোথ্রনীপার্জ্জুনৈর্নাগৈঃ সপ্তপর্ণাতিমুক্তকৈঃ ।

মন্দারকদলীগুল্মলতাজালসমাবৃতাঃ ॥ ৮ ॥

প্রিয়ঙ্গুভিঃ কদম্বৈশ্চ তথা চ বকুলৈরপি ।

জম্বুভিঃ পাটলাভিঃ কোবিদারৈশ্চ শোভিতাঃ ॥ ৯ ॥

৫। লো-টী। যত্র যত্রামশোকবানিকায়াম্ উদ্দেশাঃ ভূপ্রদেশাঃ ।

৬। লো-টী। চন্দনাগুরুপর্ণৈর্বৃক্ষৈঃ। 'চূর্ণৈ'রিত্যি পাঠে তেষাং চূর্ণরূপকল্পিতাঃ অধিবাসিতা ইত্যর্থঃ। তুঙ্গকালীয়কৈঃ প্রাংগুভিঃ কৃষ্ণাংগুভিঃ। উদ্দেশানাং বিশেষণানি 'চন্দনা-  
গুর্বি'ত্যাदीনি 'বরপাদপৈ'রিত্যন্তানি। অষ্টৌ পট্টানি কুত্রচিচ্চ দ্বিতীয়াস্তপাঠে অশোকবানিকা-  
বিশেষণানি।

সেই অশোকবনে হরিদ্রা তৃণসমূহদ্বারা আচ্ছাদিত বৈদূর্য্যমণিসদৃশ মনোজ্ঞ স্থানসমূহ সীতার জন্ম কর্ত্তিত হইয়াছিল ॥ ৫ ॥

তাহার চতুর্দিক্ চন্দন, অগুরু, পলাশ, উচ্চ কালীয়ক বৃক্ষ ( কৃষ্ণাংগুর, রক্তচন্দন বা দারুহরিদ্রা ) এবং দেবদারুবনে পরিশোভিত ॥ ৬ ॥

[ সেই স্থানগুলি ] চম্পক, অশোক, পুন্নাগ, মধুক, পনস এবং স্বর্ণপ্রভ বহুবিশ বৃক্ষদ্বারা শোভিত এবং লোথ্র, নীপ ( কদম্ব ), অর্জুন, নাগকেশর, সপ্তপর্ণ, ( ছাতিম ) অতিমুক্ত ( গাবগাছ বা মাধবীলতা ), মন্দার, কদলী এবং গুল্ম ও লতা-  
সমূহে সমাচ্ছন্ন ॥ ৭-৮ ॥

[ সেই স্থানগুলি ] প্রিয়ঙ্গু, ( শ্যামালতা ) কদম্ব, বকুল, পাটলা ( পারুল বা গোলাপ ), জম্বু ( জাম ) এবং কোবিদার ( কাঞ্চন ) বৃক্ষে শোভিত ॥ ৯ ॥

১। হ 'যত্রো-।' ২। হ 'বৃক্ষৈশ্চ'। ৩। হ '-টৈশ্চ'। ৪। অতঃ পরং হ 'শালৈস্তালৈস্তমালৈস্ত  
গগনার্জ্জুনশ্চৈতৈঃ' ইত্যধিকম্। ৫। হ '-তাং হেম-' অর্থ। ৬। ক '-নীপৈঃ'। ৭। হ 'বৃক্ষবৃক্ষৈঃ কদম্বৈশ্চোপ-  
শোভিতাম্। ৮। হ '-বৈঃ সসংবৃত্তাম্'।

সর্ববৰ্ত্তু কুশ্মৈর্দিব্যাঃ ফলবন্তিঃ সুপুষ্্পিতৈঃ ।

দিব্যগন্ধরসোপেতৈস্তরুণাঙ্কুরকোমলৈঃ ।

শোভিতাস্তরুভির্দিব্যাঃ শিল্লিভিঃ পরিকল্পিতৈঃ ॥ ১০ ॥

চারুপল্লবপুষ্পাটৈর্মভ্রমরকুজিতৈঃ ।

কোকিলৈর্ভৃঙ্গরাজৈশ্চ নানাবর্ণৈশ্চ পক্ষিভিঃ ।

শোভিতাঃ পুষ্পপত্রৈশ্চ চূতবৃক্ষাবতংসকৈঃ ॥ ১১ ॥

শাতকুস্তময়ৈঃ কৈশ্চিৎ কৈশ্চিদগ্নিশিখোপমৈঃ ।

নীলাঞ্জননিভৈশ্চান্ধৈঃ শোভিতা বরপাদপৈঃ ॥ ১২ ॥

দীর্ঘিকাস্তত্র রুচিরাঃ পূর্ণাশ্চ পরমাস্তসা ।

মহাহর্মণিসোপানাঃ স্ফাটিকাস্তরকুট্টিমাঃ ॥ ১৩ ॥

১০। লো-টী। তরুণাঙ্কুরকোমলৈঃ তরুণৈঃ কোমলাঙ্কুরৈশ্চ ।

১১। লো-টী। চূতবৃক্ষা অবতংসাঃ শিরোভূষণানি যেষাং তৈঃ ।

১৩। লো-টী। স্ফাটিকাঃ স্ফটিকময়া অন্তরে তীরমধ্যে কুট্টিমা বদ্ধভূময়ো বাস্তু তাঃ ।

‘কুট্টিমোহগ্নী বদ্ধভূমি’রিত্তি ভূ’র০ ।

[ সেই স্থানগুলি ] শিল্লিগণের পরিকল্পানুসারে শ্রেণীবদ্ধভাবে সুবিহ্বস্ত—  
সমস্ত ঋতুতে বিকসিত মনোহর পুষ্পযুক্ত—ফলবান্ সুগন্ধি সুরসাল সুকোমল তরুণ-  
অঙ্কুরযুক্ত রমণীয় বৃক্ষসমূহে শোভিত ॥ ১০ ॥

মনোহর পুষ্প-পল্লব-প্রভৃতি, মভ্রমরের গুঞ্জন, চূতবৃক্ষের শিরোভূষণস্বরূপ  
পত্র-পুষ্প এবং কোকিল, ভৃঙ্গরাজ ও নানাবর্ণের পক্ষিসমূহ সেই স্থানগুলির শোভা  
সম্পাদন করিত ॥ ১১ ॥

স্বর্ণবর্ণ, অগ্নিশিখার ত্রায় বর্ণবিশিষ্ট এবং নীলাঞ্জনতুল্য বর্ণবিশিষ্ট শ্রেষ্ঠ  
বৃক্ষসমূহ সেই প্রদেশগুলির শোভা সম্পাদন করিত ॥ ১২ ॥

সেখানে উৎকৃষ্ট জলে পরিপূর্ণ—মধ্যস্থলে স্ফটিকদ্বারা বদ্ধ মহামূল্য-

১। হ ‘-তাং তরুভিঃ’। ২। হ ‘ফলবন্তিঃ সুপুষ্পিতৈঃ’। ৩। হ ‘পত্রপুষ্পৈশ্চ’। ৪। হ ‘পাদপৈঃ  
শোভিতাং বরান্’। ৫। ক ‘ফ’।

ফুল্পপদ্মোৎপলবনাশচক্রবাকোপশোভিতাঃ ।

দাত্যুহগগনসংঘুষ্ঠা। হংসসারসনাদিতাঃ ॥ ১৪ ॥

তরুভিঃ পুষ্পশবলৈস্তীরজৈরুপশোভিতাঃ ।

প্রাসাদৈর্বিবিধাকারৈঃ শোভিতাশ্চ শিলাতলৈঃ ॥ ১৫ ॥

তত্র তত্র বনোদ্দেশে বৈদূর্য্যমণিসন্নিভাঃ ।

শীতলৈঃ পরমোপেতাঃ সীতার্থমুপকল্পিতাঃ ॥ ১৬ ॥

নন্দনং হি যথেন্দ্রশ্চ ত্রাস্তাং চৈত্ররথং যথা ।

তথারূপং হি রামশ্চ কাননং তন্নিবেশিতম্ ॥ ১৭ ॥

বহাসনগৃহোপেতাং লতাপাদপসংবৃতাম্ ।

অশোকবনিকাং স্বীতাং প্রবিশ্য রঘুনন্দনঃ ॥ ১৮ ॥

১৫। লো-টী। পুষ্পশবলৈঃ পুষ্পিরেব চিত্রৈঃ।

[ লো-টী ]। পুংস্কোকিলানাং কলো মধুর আরাবো যাস্থ তাঃ।

মণিনির্মিত সোপানবিশিষ্ট মনোহর দীর্ঘিকা সকল বিরাজিত ছিল ॥ ১৩ ॥

ঐ দীর্ঘিকাগুলিতে পদ্ম এবং উৎপলসমূহ প্রফুল্লিত থাকিত, চক্রবাক-চক্রবাকী বিচরণ করিত, দাত্যুহ ( ডালুক ) গণের চীৎকার এবং হংস ও সারসগণের কুজনে দীর্ঘিকাগুলি মুখরিত হইত ॥ ১৪ ॥

বিচিত্রবর্ণ পুষ্পবিশিষ্ট তীরজাত তরুরাজি এবং নানাপ্রকার অট্টালিকা ও শিলাফলক ঐ দীর্ঘিকাগুলির শোভা সম্পাদন করিত ॥ ১৫ ॥

সেই বনে স্থানে স্থানে হরিদ্বর্ণ-তৃণাচ্ছাদিত সীতার জন্ম নির্দিষ্ট প্রদেশগুলি বৈদূর্য্যমণির স্থায় শোভা পাইত ॥ ১৬ ॥

ইন্দ্রের নন্দন বন এবং [ কুবেরের ] চৈত্ররথ নামক উদ্যান যেরূপ দর্শনীয়, রামচন্দ্রের সেই কানন সেইরূপ সুসজ্জিত ছিল ॥ ১৭ ॥

রামচন্দ্র বহু আসন ও গৃহযুক্ত এবং বৃক্ষ ও লতা দ্বারা আবৃত [ সেই ] বিস্তৃত

১। হ 'সুর্গা'। ২। ক 'শাভুলৈঃ'। ৩। অন্তঃ পদং হ 'সর্ব্বত্ৰুৎখলা রম্যা পুংস্কোকিলকুটারবাঃ'। ইত্যধিকম্। ৪। হ '-শোভিতাম্'।

আসনে হুঁশুভাকারে পুষ্পপ্রকরভূষিতে ।

কুথাস্তরণসংস্তীর্ণে রামঃ সঃনিষসাদ হ ॥ ১৯ ॥

সীতামাদায় বাহুভ্যাং মধু মৈরেয়কং শুচি ।

পায়য়ামাস কাকুৎস্থঃ শচীমিন্দ্রো যথায়ুতম্ ॥ ২০ ॥

মাংসানি চ স্ন্যুষ্ঠানি বিবিধানি ফলানি চ ।

রামস্তাভ্যবহারার্থং কিঙ্করাস্তূর্ণমাহরন্ ॥ ২১ ॥

অপ্সরোগণসংঘাশ্চ নৃত্যগীতবিশারদাঃ ।

দক্ষিণা রূপবত্যশ্চ স্ত্রিয়ঃ পানবশং গতাঃ ।

উপানৃত্যন্ত রামস্ত সীতয়া হর্ষবর্দ্ধনাঃ ॥ ২২ ॥

২০। লো-টী। শুভো মনোহর আকার আকৃতিধন তস্মিন্। প্রকরঃ সমূহঃ, কুথা  
বিচিত্রকঙ্কলঃ, স এব আস্তরণং তেন সংকীর্ণে ব্যাপ্তে।

[ লো-টী। ] উপ লক্ষ্যীকৃত্য। 'উপানৃত্যন্ত রাজানং নৃত্যগীতবিশারদাঃ' এতদ্বর্দ্ধং কচিদত্র  
তিষ্ঠতি।

অশোকবনে প্রবেশ করিয়া বিচিত্র-কঙ্কলাস্তীর্ণ অতিশয় সুদৃশ্য প্রচুর পুষ্পশোভিত  
আসনে উপবেশন করিতেন ॥ ১৮-১৯ ॥

ইন্দ্র যেমন শচীদেবীকে অমৃত পান করান, রামচন্দ্র সেইরূপ বাহু-  
যুগলদ্বারা সীতাকে ধারণ করিয়া পবিত্র মৈরেয় মধু পান করাইতেন ॥ ২০ ॥

ভূত্যাগণ রামচন্দ্রের ভোজনের জন্তু সহস্র বিপুল মাংস এবং বিবিধ ফল  
আনয়ন করিত ॥ ২১ ॥

নৃত্য-গীতবিশারদ অপ্সরা এবং [ নৃত্য- ] নিপুণা রূপবতী রমণীরা মন্ত্রপানে

১। হ 'চ'। ২। ক 'প্রাকার-'। ৩। হ 'হস্তেন'। ৪। হ '-মিব পুরন্দরঃ'। ৫। হ 'ফলানি  
বিবিধানি চ'। ৬। অ 'ঃ' পরং হ 'উপানৃত্যন্ত রাজানং নৃত্যগীতবিশারদাঃ'। ইত্যধিকম্। ৭। হ 'কিঙ্করীপরিবারিতাঃ'।  
৮। ক '-বস্ত্রাশ্চ'। ৯। হ 'কাকুৎস্থং নৃত্যগীতবিশারদাঃ'। ১০। হ অতঃ পরং 'মনোহরিয়াসীতয়া সীতয়া রামো  
রময়তাং বয়ঃ। রময়ামাস ধর্ম্মাত্মা নিত্যং পরমভূষিতাঃ'। স তয়া সীতয়া সার্কমাসীনো বিকরোচ হ। অরুণতা  
সহাসীনো বশিষ্ঠ ইব তেজসা'। ইত্যধিকম্।

এবং রামো মুদা যুক্তঃ সীতাং স্মরুচিরাননাম্ ।

রময়ামাস বৈদেহীমহত্মহনি দেববৎ ॥ ২৩ ॥

তথা চ রমমাংশু তস্তাথ শিশিরাগমঃ ।

ব্যতীতঃ পুরুষেন্দ্রশ্চ রাঘবশ্চ মহাত্মনঃ ॥ ২৪ ॥

পূর্ব্বাহ্নে পৌরকার্য্যাণি কৃৎস্না ধর্ম্মেণ ধর্ম্মবিৎ ।

শেষং দিবসভাগাঙ্কমন্তঃপূরগতোহনয়ৎ ॥ ২৫ ॥

সীতাপি দেবকার্য্যাণি কৃৎস্না পৌর্ব্বাহ্নিকানি চ ।

ঋশ্মণামকরোৎ পূজাং সর্ব্বাসামবিশেষতঃ ॥ ২৬ ॥

অভ্যগচ্ছৎ ততো রামং বিচিত্রাভরণাম্বরী ।

ত্রিপিষ্টপে সহস্রাঙ্কমুপবিষ্টং যথা শচী ॥ ২৭ ॥

মন্ত হইয়া রামচন্দ্র এবং সীতার হর্ষ বর্দ্ধন করত তাঁহাদের সমীপে নৃত্য করিতে থাকিত ॥ ২২ ॥

রামচন্দ্র আনন্দিত হইয়া রুচিরাননা বিদেহনন্দিনী সীতাকে প্রতিদিন এইরূপে দেবতার আয় বিহার করাইতেন ॥ ২৩ ॥

এইরূপে বিহার করিতে করিতে পুরুষশ্রেষ্ঠ মহাত্মা রামচন্দ্রের শীতকাল অতিবাহিত হইল ॥ ২৪ ॥

ধর্ম্মবিৎ রামচন্দ্র পূর্ব্বাহ্নে ধর্ম্মানুসারে পৌরকার্য্য সকল সম্পাদন করিয়া দিবসের অবশিষ্ট অর্দ্ধভাগ অন্তঃপুর মধ্যে অতিবাহিত করিতেন ॥ ২৫ ॥

সীতাদেবীও পূর্ব্বাহ্নকর্তব্য দেবকার্য্যসকল সমাধা করিয়া সমান ভাবে সমস্ত ঋশ্মদিগের সেবা করিতেন এবং তার পর বিচিত্র অলঙ্কার এবং বস্ত্র পরিধান করিয়া স্বর্গে উপবিষ্ট হইস্ত্রের নিকটে শচীর আয় রামচন্দ্রের সমীপে উপস্থিত হইতেন ॥ ২৬-২৭ ॥

১। হ 'স্মরুচোপমা'। ২। হ 'ভরোক্ষিহরতোঃ সীতারায়বরোক্ষিহর'। ৩। অতীত হানে হ 'বশ'। ৪। হ 'বশ'। ৫। হ 'বশ'। ৬। হ 'বশ'। ৭। হ 'বশ'। ৮। হ 'বশ'। ৯। হ 'বশ'। ১০। হ 'বশ'। ১১। হ 'বশ'। ১২। হ 'বশ'। ১৩। হ 'বশ'। ১৪। হ 'বশ'। ১৫। হ 'বশ'। ১৬। হ 'বশ'। ১৭। হ 'বশ'। ১৮। হ 'বশ'। ১৯। হ 'বশ'। ২০। হ 'বশ'। ২১। হ 'বশ'। ২২। হ 'বশ'। ২৩। হ 'বশ'। ২৪। হ 'বশ'। ২৫। হ 'বশ'। ২৬। হ 'বশ'। ২৭। হ 'বশ'। ২৮। হ 'বশ'। ২৯। হ 'বশ'। ৩০। হ 'বশ'। ৩১। হ 'বশ'। ৩২। হ 'বশ'। ৩৩। হ 'বশ'। ৩৪। হ 'বশ'। ৩৫। হ 'বশ'। ৩৬। হ 'বশ'। ৩৭। হ 'বশ'। ৩৮। হ 'বশ'। ৩৯। হ 'বশ'। ৪০। হ 'বশ'। ৪১। হ 'বশ'। ৪২। হ 'বশ'। ৪৩। হ 'বশ'। ৪৪। হ 'বশ'। ৪৫। হ 'বশ'। ৪৬। হ 'বশ'। ৪৭। হ 'বশ'। ৪৮। হ 'বশ'। ৪৯। হ 'বশ'। ৫০। হ 'বশ'। ৫১। হ 'বশ'। ৫২। হ 'বশ'। ৫৩। হ 'বশ'। ৫৪। হ 'বশ'। ৫৫। হ 'বশ'। ৫৬। হ 'বশ'। ৫৭। হ 'বশ'। ৫৮। হ 'বশ'। ৫৯। হ 'বশ'। ৬০। হ 'বশ'। ৬১। হ 'বশ'। ৬২। হ 'বশ'। ৬৩। হ 'বশ'। ৬৪। হ 'বশ'। ৬৫। হ 'বশ'। ৬৬। হ 'বশ'। ৬৭। হ 'বশ'। ৬৮। হ 'বশ'। ৬৯। হ 'বশ'। ৭০। হ 'বশ'। ৭১। হ 'বশ'। ৭২। হ 'বশ'। ৭৩। হ 'বশ'। ৭৪। হ 'বশ'। ৭৫। হ 'বশ'। ৭৬। হ 'বশ'। ৭৭। হ 'বশ'। ৭৮। হ 'বশ'। ৭৯। হ 'বশ'। ৮০। হ 'বশ'। ৮১। হ 'বশ'। ৮২। হ 'বশ'। ৮৩। হ 'বশ'। ৮৪। হ 'বশ'। ৮৫। হ 'বশ'। ৮৬। হ 'বশ'। ৮৭। হ 'বশ'। ৮৮। হ 'বশ'। ৮৯। হ 'বশ'। ৯০। হ 'বশ'। ৯১। হ 'বশ'। ৯২। হ 'বশ'। ৯৩। হ 'বশ'। ৯৪। হ 'বশ'। ৯৫। হ 'বশ'। ৯৬। হ 'বশ'। ৯৭। হ 'বশ'। ৯৮। হ 'বশ'। ৯৯। হ 'বশ'। ১০০। হ 'বশ'।

দৃষ্ট<sup>১</sup>। তু রাঘবঃ পত্নীং কল্যাণেন সমন্বিতাম্ ।

প্রহর্ষমতুলং লেভে সাধু সাধ্বিতি চাত্রবীৎ ॥ ২৮ ॥

অত্রবীচ্চ বরারোহাং সীতাং সুরস্তুতোপমাম্ ।

অপত্যকালো বৈদেহি তবায়ং সমুপস্থিতঃ ।

কিমিচ্ছসি বরারোহে কামঃ কঃ ক্রিয়তাং তব ॥ ২৯ ॥

স্মিতং কৃহা তু বৈদেহী রামং বাক্যমথাত্রবীৎ ।

আশ্রমাণি পবিত্রাণি দ্রষ্টু মিচ্ছামি রাঘব ॥ ৩০ ॥

গঙ্গাতীরনিবিষ্টানি ঋষীগামুগ্রতেজসাম্ ।

ফলমূল্যাশিনাং দেব পাদমূলমুপাসিতুম্ ॥ ৩১ ॥

পর এব হি কামো মে যন্মূলফলভোজিনাম্ ।

অপ্যেকরাত্রং কাকুৎস্থ নিবসেয়ং তপোবনে ॥ ৩২ ॥

২৯। লো-টী। তব কঃ কামঃ স ত্বয়া ক্রিয়তাম্ ।

৩০। লো-টী। আশ্রমাণি পবিত্রাণি ‘তপোবনানি পুণ্যানী’তি বা পাঠঃ

রামচন্দ্র স্বীয় পত্নী সীতাদেবীকে কল্যাণ ( সুলক্ষণ, মঙ্গল বা সুখ )-যুক্তা দেখিয়া অতুল আনন্দ লাভ করিতেন এবং ‘সাধু সাধু’ বলিয়া প্রশংসা করিতেন । [ একদিন ] রামচন্দ্র দেবকন্যাসদৃশী সুন্দরী সীতাকে বলিলেন,— ॥ ২৮ ॥

“জানকি, তোমার সম্মানপ্রসবের সময় উপস্থিত, সুন্দরি, তুমি কি ইচ্ছা কর ? তোমার কোন্ বাসনা পূর্ণ করিব বল” ॥ ২৯ ॥

পরে বৈদেহী মৃৎ হাস্য করিয়া রামচন্দ্রকে বলিলেন, হে রঘুনন্দন, ফলমূল-ভোজী উগ্রতেজা ঋষিদিগের গঙ্গাতীরস্থ পবিত্র আশ্রমসকল দেখিতে এবং তাঁহাদের চরণ বন্দনা করিতে ইচ্ছা করি ॥ ৩০-৩১ ॥

হে কাকুৎস্থ, আমার অত্যন্ত অভিলাষ যে, ফলমূলহারী ঋষিদিগের তপোবনে অন্ততঃ একরাত্রিও বাস করি ॥ ৩২ ॥

১। হ ‘কিং’। ২। হ ‘তপোবনানি পুণ্যানি’। ৩। হ ‘-রোপ-’। ৪। হ ‘-মূলে’ বর্জিত্ব’।

৫। হ ‘এষ মে পরমঃ কামো’। ৬। ক ‘-রাত্রিং’।

তথ্যেতি চ প্রতিজ্ঞাতং রামেণাক্লিষ্টকৰ্মণা ।

বিশ্রদ্ধা ভব বৈদেহি গমিষ্যসি তপোবনম্ ॥ ৩৩ ॥

এবমুক্ত্বা তু কাকুৎস্থো মৈথিলীং জনকাত্মজাম্ ।

অন্যকক্ষাস্তরং তস্মান্নির্জগামাথ বেশ্মনঃ ॥ ৩৪ ॥

ইত্যার্ষে বাগ্মীকীরে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে সীতাদোহদে নাম

পঞ্চচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪৫ ॥

৩৩। লো-টা। রামেণ উক্তমিতি শেষঃ। বিশ্রদ্ধা বিশ্বস্তা।

৩৪। লো-টা। অন্যকক্ষাস্তরং ‘মধ্যকক্ষাস্তরং’ বা পাঠঃ।

সীতাদোহদঃ। দোহদো গৰ্ভঃ ॥ ৪৭ ॥

অক্লিষ্টকৰ্ম্মা রাম, ‘তাহাই হইবে’ বলিয়া প্রতিশ্রুতি দান করিলেন, [ তিনি বলিলেন ]—বৈদেহি, তুমি আশ্বস্তা হও, অবশ্যই তপোবনে গমন করিবে ॥ ৩৩ ॥

রামচন্দ্র জনকনন্দিনী সীতাকে এইরূপ বলিয়া সেই গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া অপর একটা কক্ষাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন ॥ ৩৪ ॥

নহি বাগ্মীকি-প্রণীত আদিকাব্যে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ‘সীতাদোহদ’ নামক

৪৫শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৫ ॥



## ( ৪৬ ) ষট্‌চত্বারিংশঃ সর্গঃ

উপবিষ্টস্ততো রামঃ স্ফুট্টিঃ পরিবারিতঃ ।

কথানাং বহুরূপাণামশৃণোৎ সারবিস্তরম্ ॥ ১ ॥

বিজয়োহথ স্ফুট্টিঃ কশ্যপঃ পিঙ্গলস্তথা ।

সুরাজিঃ কালিয়ো ভদ্রো দম্ভবক্ত্রঃ স্মাগধঃ ॥ ২ ॥

উপবিষ্টা বহুবিধাঃ পরিহাসসমম্বিতাঃ ।

কথয়ন্তি স্ম রামস্ত কথাস্তত্র মহাত্মনঃ ॥ ৩ ॥

ততঃ কথায়্য কস্তাকিদ্ৰাঘবস্তানভাষত ।

কাঃ কথা ইহ বর্তম্বে পুরে জনপদে তথা ॥ ৪ ॥

মদাশ্রয়া বা কাঃ প্রাহ পৌরজানপদো জনঃ ।

কিঞ্চ সীতাং সমাশ্রিত্য ভরতং কিঞ্চ লক্ষ্মণম্ ॥ ৫ ॥

৫। গো-টী। আহ। ‘আহ’রিতি কচিং পাঠে কৰ্ত্তরি বহুবচনম্। ‘কথয় স্ম যথাতজ্জ’  
কিমাছঃ পুরবাসিনঃ। শুভাত্তানি বাক্যানি যাত্ৰাহুগুণদোষতঃ। অশ্রয়ানীং শুভং কুখ্যাং  
ন কুখ্যামশুভঞ্চ যৎ।’ ইতি পাঠঃ।

তার পর রামচন্দ্র বহুগুণে পরিবেষ্টিত হইয়া উপবেশনপূর্বক নানা কথার  
বিস্তর সারাংশ শ্রবণ করিলেন ॥ ১ ॥

বিজয়, স্ফুট্টি, কশ্যপ, পিঙ্গল, সুরাজি, কালিয়, ভদ্র, দম্ভবক্ত্র, স্মাগধ  
প্রভৃতি ব্যক্তিগণ উপবিষ্ট হইয়া পরিহাস করিতে করিতে মহাত্মা রামচন্দ্রের নিকটে  
নানা কথা বলিতে লাগিলেন ॥ ২-৩ ॥

অনন্তর কোন কথাপ্রসঙ্গে রামচন্দ্র তাঁহাদিগকে বলিলেন, “এই নগরে এবং  
জনপদে কি কি কথার আলোচনা হয় ? ॥ ৪ ॥

পুরবাসী এবং জনপদবাসী লোকেরা আমার বিষয়ে কি কথা বলে এবং

১। হ ‘কো’। ২। হ ‘দো’। ৩। হ ‘কজঃ’। ৪। হ ‘তত’। ৫। হ ‘মদাশ্রয় কিং  
কিমাছ’। ৬। হ ‘কিং সীতাং বা’।

শক্রস্বঃ চ স্মিত্রাঃ চ কৈকেয়ীং মাতরঞ্চ মে ।

কথয়ন্তি গুণান্ যাংস্ত দোষান্ বা ক্রত তন্মম ॥ ৬ ॥

এবমুক্তে তু রামেণ ভদ্রঃ প্রাজ্ঞলিরব্রবীৎ ।

শুভাশুভাঃ কথা রাজন্ বর্তন্তে পুরবাসিনাম্ ॥ ৭ ॥

অয়ং তু বিজয়ঃ সৌম্য দশগ্রীববধাশ্রয়ঃ ।

ভূয়িষ্ঠতঃ পুরে পোরৈঃ কথ্যতে পুরুষর্ষভ ॥ ৮ ॥

এবমুক্তস্ত ভদ্রেণ রাঘবো বাক্যমব্রবীৎ ।

কথয় ত্বং যথাতত্ত্বং সর্বং নিরবশেষতঃ ॥ ৯ ॥

শুভাশুভানি বাক্যানি যাত্নাহঃ পুরবাসিনঃ ।

শ্রদ্ধেদানীং শুভং কুর্যাৎ ন কুর্যামশুভং হি যৎ ॥ ১০ ॥

৮। লো-টী।

সীতা, ভরত, লক্ষ্মণ, শক্রস্ব, স্মিত্রা, কৈকেয়ী এবং আমার মাতা কৌশল্যার বিষয়েই বা কি বলে ? গুণ বা দোষ যাহা লোকে বলে,—তাহা আমার নিকট বল” ॥ ৫-৬ ॥

রামচন্দ্র এইরূপ বলিলে ভদ্র করযোড়ে বলিলেন, রাজন্, পুরবাসীদিগের মধ্যে ভাল মন্দ ছুই রকমের আলোচনাই হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

হে সৌম্য পুরুষপ্রবর রাম, দশাননকে বধ করিয়া আপনি যে বিজয় লাভ করিয়াছেন, সে বিষয়ে পুরবাসীরা বহুলভাবে ( ব্যাপকভাবে ) [ প্রশংসাপূর্ণ ] আলোচনা করিতেছে ॥ ৮ ॥

ভদ্র এইরূপ বলিলে রামচন্দ্র বলিলেন, পুরবাসিগণ ভাল বা মন্দ যে-সকল কথা বলিয়া থাকে, তুমি সেই সমস্ত কথা সম্পূর্ণরূপে যথাযথভাবে আমার নিকট বল ; আমি শুনিয়া যাহা ভাল, তাহা করিব এবং যাহা মন্দ, তাহা করিব না ( অর্থাৎ বর্জন করিব ) ॥ ৯-১০ ॥

১। ক ‘-ঠঃ বপুরে’। ২। হ ‘-ভে’। ৩। হ ‘-ভব্যঃ কিমাহঃ পুরবাসিনঃ’। ৪। হ ‘-হৃৎপদোষতঃ’।

৫। হ ‘-ভক বৎ’।

কথয় ত্বং সুবিশ্রবো নির্ভয়ো বিগতঙ্করঃ ।

কয়ন্তি যথা পৌরাঃ পুরে জনপদেষু চ ॥ ১১ ॥

রাঘবেণৈবমুক্তস্ত ভদ্রঃ সুরচিরং বচঃ ।

প্রভ্যুবাচ মহাবাহুং প্রাজ্ঞলির্বাচ্যাকোবিদঃ ॥ ১২ ॥

শৃণু রাজন্ যথা পৌরাঃ কথয়ন্তি শুভাশুভম্ ।

চত্বরাপণরথ্যাস্থ বনেষু পবনেষু চ ॥ ১৩ ॥

দুষ্করং কৃতবান্ রামঃ সমুদ্রে সেতুবন্ধনম্ ।

অকৃতং পূর্ববৈকৈঃ কৈশ্চিৎ সৈন্দ্রৈরপি সুরাসুরৈঃ ॥ ১৪ ॥

রাবণশ্চ দুরাধৰ্ষো হতঃ সবলবাহনঃ ।

বানরাশ্চ বশং নীতা ঋক্ষাশ্চ রাক্ষসৈঃ সহ ॥ ১৫ ॥

১৩। লো-টী। চত্বরে চ চতুষ্পাথে অঙ্গনে গৃহে রথায়ান্ প্রতোল্যান্ বস্তুনি চ।

নগরে অথবা জনপদमध्ये প্রজাগণ যাহা বলে, তাহা তুমি নির্ভয় ও নিরুদ্ধেগ হইয়া বিশ্বস্তভাবে আমার নিকট বল ॥ ১১ ॥

রামচন্দ্র এইরূপ মনোহর কথা বলিলে সুবক্তা ভদ্র করযোড়ে মহাবাহু বামকে বলিলেন— ॥ ১২ ॥

রাজন্, পুরবাসীরা বন, উপবন, দোকান, প্রাঙ্গণ এবং পথিমধ্যে ভাল মন্দ যাহা বলে তাহা শ্রবণ করুন— ॥ ১৩ ॥

“রাম সমুদ্রে সেতু বন্ধন করিয়া দুষ্কর কার্য্য করিয়াছেন, উহা পূর্ববর্তী কোন ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবতা এবং অসুরগণও করিতে পারে নাই ॥ ১৪ ॥

রাম সৈন্য এবং বাহনের সহিত দুর্ধর্ষ রাবণকে বধ করিয়াছেন এবং রাক্ষস-গণের সহিত ভল্লুক ও বানরদিগকেও নিজের বশে আনয়ন করিয়াছেন ॥ ১৫ ॥

ହସ୍ତା ଚ ରାବଣଂ ଯୁକ୍ତେ ସୀତାମାହତ୍ୟା ରାଘବଃ ।

ଅମର୍ଷଃ ପୃଥ୍ବୀତଃ କୃତ୍ବା ସ୍ବଂ ପ୍ରାବେଶୟଦାଲୟମ୍ ॥ ୧୬ ॥

କୌତୂହଂ ହୃଦୟେ ତସ୍ୟ ସୀତାସଂଗମଜଃ ସୁଖମ୍ ।

ଅକ୍ଳମାରୋପ୍ୟ ଯା ପୂର୍ବଂ ରାବଣେନ ହତା ବଳାଂ ॥ ୧୭ ॥

ଲଙ୍କାଂ ଚାପି ପୁରୀଂ ନୀତାମଶୋକବନିକାଂ ଗତାମ୍ ।

କଥଂ ରକ୍ତୋଽବଶଂ ପ୍ରାପ୍ତାଂ ରାମଃ କୁଂସୟତେ ନ ତାମ୍ ॥ ୧୮ ॥

ଅସ୍ମାକମପି ଦାରାଣାଂ ସହନୀୟଂ ଭବିଷ୍ୟତି ।

ଯଚ୍ଛୀଲୋ ହି ଭବେଦ୍ରାଜା ତଚ୍ଛୀଲା ଚ ପ୍ରଜା ଭବେଂ ॥ ୧୯ ॥

ଏବଂ ବହୁବିଧା ବାଚୋ ବଦନ୍ତି ପୁରବାସିନଃ ।

ବୈଦେହ୍ୟାଃ କାରଣେ ରାଜନ୍ ତଥା ଜାନପଦୋ ଜନଃ ॥ ୨୦ ॥

୧୬ । ଲୋ-ଟୀ । ଅମର୍ଷମ୍ ଅକୀର୍ତ୍ତିମ୍ ।

୧୭ । ଲୋ-ଟୀ । ସହନୀୟଂ ସହିଷ୍ଣୁତା ।

ଭଦ୍ରବାକ୍ୟମ୍ ॥ ୫୮ ॥

ରାମ ଯୁକ୍ତେ ରାବଣକେ ନିହତ କରିୟା ସୀତାକେ ଉକ୍ତାର କରତ ଅପବାଦ ଅଗ୍ରାହ କରିୟା ପୁନରାୟ ସୀତାକେ ସ୍ବଗୃହେ ପ୍ରାବେଶ କରିତେ ଦିଆଛେନ ॥ ୧୬ ॥

ପୂର୍ବେ ରାବଣ ଯାହାକେ କ୍ରୋଡ଼େ ତୁଲିୟା ବଳପୂର୍ବକ ହରଣ କରିୟାଛିଲ, ସେହି ସୀତାର ସହିତ ମିଳିତ ହିଁୟା ରାମଚନ୍ଦ୍ରେର ଅନ୍ତରେ କିରୁପ ସୁଖୋଦୟ ହିଁୟାଛେ । ॥ ୧୭ ॥

ସୀତା ଲଙ୍କାନଗରୀତେ ନୀତ ହିଁୟା ରାକ୍ଷସଗଣେର ବନ୍ଧୀଭୂତ ହିଁୟା ଅଶୋକବନେ ବାସ କରିୟାଛିଲ, ସୀତାକେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଘୃଣା କରେନ ନା କେନ ॥ ୧୮ ॥

ରାଜା ଯେରୂପ ସ୍ବଭାବସମ୍ପନ୍ନ ହନ, ପ୍ରଜାରାଓ ତାଦୃଶ ସ୍ବଭାବସମ୍ପନ୍ନ ହୟ, ସୁତରାଂ [ଭବିଷ୍ୟତେ] ଆମାଦିଗକେଓ ପତ୍ନୀର ଏତାଦୃଶ ଦୋଷ ସହ କରିତେ ହିଁବେ” ॥ ୧୯ ॥

ରାଜନ୍, ଜନପଦବାସୀ ଏବଂ ପୁରବାସୀ ଜନଗଣ ସୀତାର ଜନ୍ମ ଏହିରୂପ ବହୁ କଥା ବଲିୟା ଥାକେ ॥ ୨୦ ॥

তস্ম শ্রুত্বাপ্রিয়ং বাক্যং রাঘবঃ পরমার্ভবৎ ।

উবাচ সর্বান্ স্নহদঃ কথমেতদিত্তি প্রভুঃ ॥ ২১ ॥

শিরোভিস্তে ততো রামমভিগম্য প্রণম্য চ ।

উচূর্ণরপতিং দীনমেবমেতন্ম সংশয়ঃ ॥ ২২ ॥

শ্রুত্বা তু বাক্যং কাকুৎস্থঃ সৰ্বৈবস্তুৎ সমুদীরিতম্ ।

বিসৰ্জয়ামাস ততঃ সৰ্বাংস্তান্ স্নহদঃ প্রভুঃ ॥ ২৩ ॥

ইত্যার্ষে বাম্বীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে ভদ্রবাক্যং নাম  
ষট্চত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪৬ ॥

প্রভু রামচন্দ্র তাহার সেই অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিতের স্থায়  
সমস্ত স্নহদগণকে বলিলেন, ‘ইহাই কি’ ? ॥ ২১ ॥

তখন তাঁহারা দুঃখিত নরপতি রাগচন্দ্রের সমীপে গমন করিয়া অবনত মস্তকে  
প্রণাম করত বলিলেন, “[ ভদ্র যাহা বলিয়াছে ] ইহা সত্য, ইহাতে সংশয়  
নাই” ॥ ২২ ॥

প্রভু, রামচন্দ্র তাঁহাদের সকলের কথা শুনিয়া সেই সমস্ত বন্ধুদিগকে  
বিদায় দিলেন ॥ ২৩ ॥

মধ্যম বাম্বীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ‘ভদ্রবাক্য’-নামক  
৪৬শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৬ ॥

১। ছ ‘বীর-’। ২। ছ ‘তদা’। ৩। ছ ‘-দগুদা’। অন্তঃ পয়ং ছ ‘ইতি বচনমিদং নিশম্য রাণো  
কৃদয়বিদারণমশ্রমেতজ্জাঃ। কৃদয়গতমচিন্তয়ন্তদানীং স্বজনজনং স্ বিসৰ্জয়ন্ মহাত্মা’। ইত্যধিকম্।

## ( ৪৭ ) সপ্তচত্বারিংশঃ সর্গঃ

বিসৃজ্য তু স্নহদ্বর্গং বুদ্ধ্যা নিশ্চিত্য রাঘবঃ ।  
 সমীপে দ্বাস্থ্যমাসীনমিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ১ ॥  
 শীঘ্রমানয় সৌমিত্রিং লক্ষ্মণং শুভলক্ষণম্ ।  
 ভরতঞ্চ মহাবাহুং শত্রুঘ্নং চাপরাজিতম্ ॥ ২ ॥  
 রামশ্চ ভাষিতং শ্রুত্বা ক্ষত্ভা মুক্ধি কৃতাজ্জলিঃ ।  
 লক্ষ্মণশ্চ গৃহং গত্বা প্রবিবেশ বিনীতবৎ ॥ ৩ ॥  
 তমুবাচ মহাত্মানং বর্দ্ধয়িত্বা কৃতাজ্জলিঃ ।  
 দ্রষ্টু মিচ্ছতি রাজা স্বাং গম্যতাং তত্র মাচিরম্  
 যাবদ্রতশত্রুঘ্নো হ্বরয়ামি নৃপাজ্জয়া ॥ ৪ ॥  
 বাঢ়মিত্যেব সৌমিত্রিঃ শ্রুত্বা রামশ্চ শাসনম্ ।  
 প্রস্থিতো রথমারুহ রাঘবশ্চ নিবেশনম্ ॥ ৫ ॥

রামচন্দ্র বন্ধুগণকে বিদায় দিয়া কর্তব্য স্থির করিয়া সমীপে উপবিষ্ট দৌবারিককে এই কথা বলিলেন— ১ ॥

শুভলক্ষণ সুমিত্রানন্দম লক্ষ্মণ, মহাবাহু ভরত এবং অপরাজিত শত্রুঘ্নকে শীঘ্র আনয়ন কর ॥ ২ ॥

দৌবারিক রামচন্দ্রের কথা শ্রবণ করত মস্তকে অঞ্জলি বন্ধন করিয়া লক্ষ্মণের গৃহে বিনীতভাবে প্রবেশ করিল ॥ ৩ ॥

পরে করযোড়ে ‘জয়’ বাক্য উচ্চারণপূর্বক মহাত্মা লক্ষ্মণকে বলিল, “মহারাজ আপনাকে দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, সুতরাং অনতিবিলম্বে তথায় গমন করুন, আমি ততক্ষণে নৃপতির আদেশে ভরত এবং শত্রুঘ্নকে [ যাইবার জন্ত ] হ্রাসিত করি” ॥ ৪ ॥

সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের আদেশ শ্রবণ করিয়া ‘আচ্ছা [ যাইতেছি ]’

প্রযাতে লক্ষ্মণে দ্বাশো ভরতং স্বগৃহে স্থিতম্ ।

উবাচ প্রাজ্ঞলিৰ্বাক্যং রাজা দ্বাং দ্রষ্টু মিচ্ছতি ॥ ৬ ॥

ভরতস্তদ্রচঃ শ্রুত্বা ক্রত্বা যৎ সমুদীরিতম্ ।

উৎপপাতাসনাং তূর্ণং পদ্ম্যামেব যযৌ চ সঃ ॥ ৭ ॥

দৃষ্ট্বা প্রযাতং ভরতং হ্রস্বমাণঃ কৃতাজলিঃ ।

শত্রুপ্লভবনং গত্বা শত্রুপ্লং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৮ ॥

এহাগচ্ছ রঘুশ্রেষ্ঠ রামস্তাং দ্রষ্টু মিচ্ছতি ।

গতো হি লক্ষ্মণঃ পূর্বং ভরতশ্চ মহাবশাঃ ॥ ৯ ॥

শ্রুত্বা তু গদতস্তস্য শত্রুপ্লো রামশাসনম্ ।

শিরসি প্রতিগৃহ্যজ্ঞাং যযৌ যত্র স রাঘবঃ ॥ ১০ ॥

এই বলিয়া রথে আরোহণ করত রামচন্দ্রের গৃহের দিকে প্রস্থান করিলেন ॥ ৫ ॥

লক্ষ্মণ প্রস্থান করিলে দৌবারিক স্বগৃহে অবস্থিত ভরতকে করযোড়ে বলিল—‘রাজা আপনাকে দেখিতে ইচ্ছা করিতেছেন’ ॥ ৬ ॥

ভরত দৌবারিকের কথা শ্রবণ করিয়া দ্রুত আসন হইতে উত্থানপূর্বক পদত্বজেই চলিলেন ॥ ৭ ॥

ভরতকে গমন করিতে দেখিয়া দৌবারিক ব্যগ্র হইয়া শত্রুপ্লের গৃহে গমন করত করযোড়ে তাঁহাকে বলিল—॥ ৮ ॥

“হে রঘুশ্রেষ্ঠ, আসুন আসুন, রামচন্দ্র আপনাকে দেখিতে ইচ্ছা করিতেছেন, লক্ষ্মণ ও মহাবশস্বী ভরত অগ্রে গমন করিয়াছেন” ॥ ৯ ॥

শত্রুপ্ল দৌবারিকের মুখে রামচন্দ্রের আদেশ শ্রবণপূর্বক অবনত মস্তকে তাহা স্বীকার করিয়া যেখানে রামচন্দ্র অবস্থান করিতেছিলেন সেই স্থানে গমন করিলেন ॥ ১০ ॥

১। হ ‘-মাণং’। ২। হ ‘-স্মিত’। ৩। হ ‘-মহতি’। ৪। হ ‘-রথঃ’। ৫। হ ‘বচনং তত্’।

৬। হ ‘শিরসা’।

দ্বান্বস্তাগম্য রামায় সর্বানেষ কৃতাজ্জলিঃ ।

নিবেদয়ামাস তদা ভ্রাতৃস্থান্ সমুপস্থিতান্ ॥ ১১ ॥

কুমারানাগতান্ শ্রদ্ধা চিন্তাব্যাকুলিতেন্দ্রিয়ঃ ।

অধঃশিরা দীনমনা দ্বান্বং বচনমব্রবীৎ ॥ ১২ ॥

প্রবেশয় কুমারাংস্তান্ মৎসমীপং ত্বরান্বিতঃ ।

মম জীবিতমেবৈবেতে প্রাণাশৈচব বহিষ্চরাঃ ॥ ১৩ ॥

আজ্ঞাপ্তাস্তে নরেন্দ্রেণ কুমারাঃ সূর্য্যবর্চসঃ ।

প্রহ্লাঃ প্রাজ্জলয়ো ভূত্বা বিবিশুস্তে সমাহিতাঃ ॥ ১৪ ॥

তে তু দৃষ্ট্বা মুখং তস্য সগ্রহং শশিনং যথা ।

সন্ধ্যাগতমিবাদিত্যমভ্রজালসমারতম্ ॥ ১৫ ॥

[ লো-টী । ] দ্বারস্থান্ দ্বারপালাৎ ।

১৪ । লো-টী । তে নরেন্দ্রেণ আজ্ঞাপ্তাঃ, তহস্তুে বিবিশুরিতি বাক্যান্তরম্ ।

১৫ । লো-টী । গ্রহো গ্রহঃ । সন্ধ্যাগতমিত্যেনে নিস্তেজস্বঃ হৃতিতম্ ।

দৌবারিক আসিয়া করযোড়ে রামচন্দ্রকে নিবেদন করিল যে, সমস্ত ভ্রাতৃগণই উপস্থিত হইয়াছেন ॥ ১১ ॥

দীনচিন্ত রাম কুমারগণের আগমন-সংবাদ শ্রবণ করিয়া চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া অধোমুখে দৌবারিককে বলিলেন— ॥ ১২ ॥

“তুমি শীঘ্র আমার সমীপে সেই কুমারদিগকে লইয়া আইস, ইহারা আমার জীবন, ইহারা আমার বহিষ্চর প্রাণস্বরূপ” ॥ ১৩ ॥

সূর্য্যতুল্য তেজস্বী সেই সমাহিতচিত্ত কুমারগণ নৃপতিকর্তৃক আদিষ্ট হইয়া যুক্তকরে বিনীতভাবে প্রবেশ করিলেন ॥ ১৪ ॥

সেই রাজকুমারগণ [ প্রবেশ করিয়া ] ধীমান্ রামচন্দ্রের মুখমণ্ডল রাহুগ্রস্ত চন্দ্র, মেঘজাল-সমাচ্ছন্ন সন্ধ্যাকালীন সূর্য্য ও শুষ্কপত্র পদ্মের



বাম্পপূর্ণে চ নয়নে দৃষ্ট্বা<sup>১</sup> রামশ্চ ধীমতঃ ।

মানপত্রশ্চ পদ্যশ্চ মুখং চ সদৃশপ্রভম্ ॥ ১৬ ॥

শিরোভিস্তে তদা রামমভিবাণ নৃপাত্মজাঃ ।

তস্তুঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সর্বৈ রামোহপ্যশ্রুণ্যবর্তয়ৎ ॥ ১৭ ॥

তান্ পরিষজ্য বাহুভ্যাং হার্দৈন<sup>২</sup> মনুজাধিপঃ ।

আসনেষাক্রমিত্যুক্ত্বা ততো বাক্যং জগাদ হ ॥ ১৮ ॥

ভবন্তো মম সর্বস্বং ভবন্তো মম জীবিতম্ ।

ভবতাং চ কৃতে রাষ্ট্রং পালয়ামি মহাবলাঃ ॥ ১৯ ॥

ভবন্তঃ সর্বশাস্ত্রজ্ঞাঃ বুদ্ধৌ চ পরিনিষ্ঠিতাঃ ।

তদ্ভবন্তিঃ সহার্থোহয়মশ্বেষ্টব্যো নরর্ষভাঃ ॥ ২০ ॥

১৭। লো-টী। অবর্তয়ৎ যুগোচ ।

১৮। লো-টী। হার্দৈন সৌহার্দৈন। আসনধ্বম্ বিকরণলোপাভাব আর্ষঃ (প)।

২০। লো-টী। বুদ্ধৌ সর্বশাস্ত্রজ্ঞানে পরিনিষ্ঠিতাঃ পরিনিষ্ঠাং প্রাপ্তাঃ। অয়মর্থোহ-

ষেষ্টব্যঃ

কুমারাহ্বানম্ ॥ ৪৭ ॥

শ্রায় নিম্প্রভ এবং নেত্রদ্বয় অশ্রুপূর্ণ দেখিয়া সকলে অবনত মস্তকে তাঁহাকে অভিবাদনপূর্বক কুতাজলি হইয়া অবস্থান করিলেন; রামচন্দ্র অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন ॥ ১৫-১৭ ॥

নরপতি রামচন্দ্র স্নেহবশতঃ তাঁহাদিগকে বাহুদ্বারা আলিঙ্গন করিয়া ‘আসনে উপবেশন কর’ এই কথা বলিয়া তার পর বলিতে লাগিলেন— ॥ ১৮ ॥

“হে মহাবীরগণ, তোমরাই আমার সর্বস্ব, তোমরাই আমার জীবন, তোমাদের জন্যই আমি রাজ্য পালন করিতেছি ॥ ১৯ ॥

নরশ্রেষ্ঠগণ, তোমরা সকলেই সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী এবং অতিশয় বুদ্ধিমান,

১। হ ‘তু’। ২। ক ‘সৌহার্দ’। ৩। হ ‘-কামৃগাচ হ’। ৪। হ ‘জীবিতং মম’। ৫। হ ‘রাজ্য’। ৬। হ ‘ভবন্তি’।

তথা ব্রুবতি কাকুৎস্থে<sup>১</sup> তে চ ধ্যানপরায়ণাঃ ।

উদ্বিগ্নমনসো<sup>২</sup> দধ্যুঃ<sup>৩</sup> কিং নো রাজা বদিস্যতি ॥ ২১ ॥

ইত্যার্ষে বাম্বীকীয়ে রামায়ণে আদিকাণ্ডে উত্তরকাণ্ডে ব্রাহ্মহ্মানং নাম  
সপ্তচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪৭ ॥

অতএব তোমাদের সহিত এই বিষয়ে আলোচনা করা উচিত [ অথবা, তোমাদের সকলের ইহা অনুমোদন করা উচিত ] ॥ ২০ ॥”

রাম এই কথা বলিলে তাঁহারা উদ্বিগ্নমনে চিন্তা করিতে লাগিলেন,  
‘মহারাজ আমাদিগকে কি বলিবেন’ ॥ ২১ ॥

মহর্ষি বাম্বীকিপ্রণীত আদিকাণ্ডে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ‘ব্রাহ্মহ্মানের আহ্বান’ নামক  
৪৭শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৭ ॥

## ( ৪৮ ) অষ্টচত্বারিংশঃ সর্গঃ

তেষাং সমুপবিষ্টানাং সর্বেষাং দীনচেতসাম্ ।

অশ্রুপূর্ণমুখো রাম ইদং বচনমব্রবীৎ ॥ ১ ॥

সীতাপবাদঃ স্মহান্ পৌরজানপদৈঃ কৃতঃ ।

চারিত্রং প্রতি বৈদেহ্যা অজ্ঞানান্মন্দবুদ্ধিভিঃ ॥ ২ ॥

অযশঃ স্মহদ্বীরাঃ পুরে জনপদে তথা ।

বর্ততে ময়ি বীভৎসং তন্মে মৰ্ম্মাণি কৃন্ততি ॥ ৩ ॥

অহং কিল কুলে জাত ইক্ষুদ্রাকুণাং মহাত্মনাম্ ।

সীতাং পাপসমাচারামানয়েয়ং পুনঃ কথম্ ॥ ৪ ॥

জানাসি ত্বং যথা সৌম্য দণ্ডকে বিজনে বনে ।

রাবণেন হতা সীতা স চ বিশ্বংসিতো ময়া ॥ ৫ ॥

২। লো-টী। অপবাদঃ নিন্দা। ‘অপবাদস্ত নিন্দাম্যাজ্ঞাবিশ্রম্ভয়ো’রতি কোষঃ।

৫। লো-টী। বিশ্বংসিতো হতঃ।

সেই উপবিষ্ট দীনচিত্ত সমস্ত কুমারগণের নিকট রামচন্দ্র অশ্রুপূর্ণ মুখে এই কথা বলিতে লাগিলেন—॥ ১ ॥

মন্দবুদ্ধি পুরবাসী এবং জনপদবাসীরা সীতার চরিত্র না জানিয়া তাহার প্রতি অতিশয় অপবাদ আরোপ করিতেছে ॥ ২ ॥

হে বীরগণ, নগরে এবং জনপদে আমার যে অতিশয় নিন্দা হইতেছে, তাহা আমার মৰ্ম্মস্থল ছিন্ন করিতেছে ॥ ৩ ॥

আমি মহাত্মা ইক্ষুদ্রকুর বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, আমি পাপাচারিণী সীতাকে পুনরায় আনয়ন করিতে পারি। [ইহা জনসাধারণের বিশ্বাস হইল ॥] ॥ ৪ ॥

সৌম্য, তুমি জান যে, নির্জনে দণ্ডকারণ্য হইতে রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া-

১। ছ অতঃ পরং ‘ইদং শৃণুত ভদ্রাত্মাকারুঃ (?) ‘অ মনোবাখাম্’ ইত্যধিকম্। ২। ছ ‘মম’। ৩। ৬ ‘নির্জনাৎকাশ্যনাৎ’।

প্রত্যক্ষং তব সৌমিত্রে দেবানাং চ হুতাশনঃ ।  
 অপাপাং মৈথিলীং প্রাহ বায়ুশ্চাকাশগোচরঃ ॥ ৬ ॥  
 শশংসতুশ্চ চন্দ্রার্কৌ সুরাণাং সম্মিধৌ পুরা ।  
 ঋষীণাং চৈব সৰ্ব্বেষামপাপাং জনকাত্মজাম্ ॥ ৭ ॥  
 এবং শুদ্ধসমাচারা দেবগন্ধর্ব্বসম্মিধৌ ।  
 লঙ্কাদ্বীপে মহেন্দ্রেণ বম হস্তে নিবেশিতা ॥ ৮ ॥  
 অন্তরাঙ্গা চ মে বেত্তি সীতায়া গুণবিস্তরম্ ।  
 অতো গৃহীত্বা বৈদেহীমযোধ্যামহমাগতঃ ॥ ৯ ॥  
 অয়ং মহানধর্ম্মো মে শোকশ্চ হৃদি বর্ততে ।  
 পৌরাণবাদঃ স্মহাংস্তথা জনপদস্ত চ ॥ ১০ ॥

ছিল এবং আমি তাহাকে বধ করিয়াছি ॥ ৫ ॥

লক্ষ্মণ, অগ্নি এবং আকাশস্থিত বায়ু তোমার এবং দেবতাগণের সমক্ষেই সীতাকে নিষ্পাপা বলিয়াছেন ॥ ৬ ॥

চন্দ্র এবং সূর্য্যও সমস্ত দেবগণ ও ঋষিগণের সমক্ষে জানকীকে নিষ্পাপা বলিয়াছেন ॥ ৭ ॥

দেবরাজ মহেন্দ্র লঙ্কাদ্বীপে এইরূপ পবিত্রচরিতা সীতাকে দেবতা ও গন্ধর্ব্ব-গণের সমীপে আমার করে সমর্পণ করিয়াছেন ॥ ৮ ॥

আমার অন্তরাঙ্গা সীতার গুণাবলীর বিষয় জানে, এই জন্তই সীতাকে গ্রহণ করিয়া আমি অযোধ্যায় আসিয়াছি ॥ ৯ ॥

এই মহা অধর্ম্ম—পুরবাসী ও জনপদবাসী ব্যক্তিগণের এইরূপ ঘোরতর নিন্দা—আমার হৃদয়ে শোকের কারণ হইয়াছে ॥ ১০ ॥

১। হ 'যথা দেবো হুতাশনঃ'। ২। হ '-সীমাহ'। ৩। হ '-গামপি'। ৪। হ '-পেহ্মিনা সীতা'। ৫। হ '-য়াং সমাগতঃ'। ৬। হ 'অয়ং মে মহান শোকো হৃদি লয় ইবার্পিতঃ'। ৭। হ 'যোরোহপবাদঃ সীতায়াঃ পৌরজানপদৈঃ কৃতঃ'।

অকীৰ্ত্তিৰ্শস্য গীয়েত লোকে ভূতস্য কশ্চিৎ ।

নিরয়ে পচ্যতে তেন যাবৎ সা সৌম্য গীয়তে ॥ ১১ ॥

‘অকীৰ্ত্তিরধমা লোকে কীৰ্ত্তিলোকেষু পূজ্যতে ।

কীৰ্ত্তেৰ্ধৰ্ম্মঃ প্রভবতি কীৰ্ত্তিলোকে প্রশস্ততে ॥ ১২ ॥

‘অপি স্বং জ.বিতং জহ্যাং যুস্মান্ বা পুরুষৰ্ষভাঃ ।

অপবাদভয়াস্তুতঃ কিং পুনর্জনকাস্বজান্ ॥ ১৩ ॥

তে মাং ভবন্তুঃ পশ্যন্তু পতিতং শোকসাগরে ।

নহি পশ্যাম্যতো ভূয়ঃ কিঞ্চিদুঃখতরং মম ॥ ১৪ ॥

শ্বস্তুং প্রভাতে সৌমিত্রে স্মমন্ত্রাধিষ্ঠিতং রথম্ ।

আরুহ্য সীতামারোপ্য বিষয়াস্তে সমুৎসৃজ ॥ ১৫ ॥

১৫। লো-টী। বিষয়াস্তে মম দেশস্য অন্তে বাহ্যে

যে কোন প্রাণীর নিন্দা জগতে যতদিন প্রচারিত থাকে, ততদিন সেই ব্যক্তি নরকে পচিতে থাকে ॥ ১১ ॥

সংসারে অকীৰ্ত্তি অধম এবং কীৰ্ত্তি শ্রেষ্ঠ, কীৰ্ত্তি হইতে ধৰ্ম্ম জন্মে এবং কীৰ্ত্তি লোকमध्ये প্রশংসিত হয় ॥ ১২ ॥

হে পুরুষপ্রবরগণ, আমি লোকনিন্দার ভয়ে ভীত হইয়া নিজের জীবন বা তোমাদিগকেও পরিত্যাগ করিতে পারি, জানকীর ত’ কথাই নাই ॥ ১৩ ॥

তোমরা দেখ, আমি [ কিরূপ ] শোকসারে পতিত হইয়াছি, ইহা অপেক্ষা অধিক দুঃখজনক আমি কিছুই দেখিতেছি না ॥ ১৪ ॥

লক্ষণ, তুমি আগামী কল্য প্রভাতে স্মমন্ত্র-সারথির পরিচালিত রথে স্বয়ং আরোহণপূর্বক সীতাকে আরোহণ করাইয়া দেশের ( লোকালয়ের ) বাহিরে তাহাকে পরিত্যাগ কর ॥ ১৫ ॥

১। চ ‘অবৎ’। ২। হ ‘ভন্ত’। ৩। অতঃ পরং হ ‘লোকে কীৰ্ত্তা বৃত্তলয়া পূজ্যাস্তে ত্রিদিবে নরাঃ’ ইত্যধিকম্ ।  
৪। ক ‘কীৰ্ত্তিৰ্ধ’। ৫। হ ‘অপাং’। ৬। হ ‘-ভয়াস্বজান্’। ৭। অতঃ পরং ‘তৎ কিমত্র বহুজেন-ভাজানি জনকাস্বজান্’। লোকাপবাদভীতোহং নোত্তরং দাতুমৰ্থং’। ইত্যধিকম্। ৮। চ ‘নৃপান্’।

গঙ্গায়াস্ত পরে পারে বান্মীকেঃ স্তমহান্ননঃ ।

আশ্রমো দিব্যসংকাশস্তমসাতীরমাস্ত্রিতঃ ॥ ১৬ ॥

তত্রৈনাং বিজনেহরণ্যে উৎসৃজ্য রঘুনন্দন ।

শীঘ্রমাগচ্ছ সৌমিত্রে কুরুষ্ব বচনং মম ॥ ১৭ ॥

ন চাস্মি প্রতিবক্তব্যঃ সীতাং প্রতি কদাচন ।

অগ্নীতিহি পরা মে শ্রাদ্ বচনেহস্মিন্ বিচারিতে ।

শাপিতাশ্চ ময়া যুয়ং ভুজাভ্যাং জীবিতেন চ ॥ ১৮ ॥

যো মাং বাক্যান্তরে ক্রোদ্বাচোহনুনয়সংহিতম্ ।

স মে শত্রুরিতি জ্ঞেয়ঃ সতামেতদ্ব বামি বঃ ॥ ১৯ ॥

১৬। লো-টী। কো বান্মীকিঃ ইত্যপেক্ষায়ামাহ—তমসেতি । বঃ পূৰ্ব্বং তমসাতীরমা-  
স্ত্রিতঃ তন্ত্ৰ ।

১৮। লো-টী। ভুজাভ্যাং ভুজৌ উদ্ভিদ্ধা যুয়াকং ভুক্তেষু বলং মাস্ত ইতোবাং যুয়ং শাপিতা  
ভবিষ্যৎ ইত্যর্থঃ, ন চ জীবিতে জীবনেন শাপিতা ইত্যর্থঃ ।

১৯। লো-টী। বাক্যান্তরে এতদ্বাক্যমধ্যে অনুনয়সংহিতং সহিতম্ ।

গঙ্গার অপর পারে তমসানদীর তীরবর্তী মহাত্মা বান্মীকির স্বর্গীয় আশ্রমের  
খ্যায় ( মনোরম ) আশ্রম আছে ॥ ১৬ ॥

লক্ষ্মণ, আমার আদেশ প্রতিপালন কর,—তুমি সেই বিজন অরণ্যে ইহাকে  
পরিত্যাগ করিয়া শীঘ্র আগমন কর ॥ ১৭ ॥

সীতার [ পরিত্যাগ ] বিষয়ে আমার কথার কোন প্রতিবাদ করিও না, এই  
আদেশ প্রতিপালনে [ কোনরূপ বিচারবুদ্ধি প্রবর্তিত করিলে—অর্থাৎ ] বিধা বোধ  
করিলে তাহা আমার অতিশয় অগ্নীভজনক হইবে, আমি তোমাদিগকে বাহু ও  
প্রাণের দিব্য দিতেছি ॥ ১৮ ॥

আমি তোমাদিগকে যথার্থরূপে বলিতেছি যে, যে অনুনয়ের সহিতও আমার  
কথার উত্তরে কিছু বলিবে—সে আমার শত্রু বলিয়া পরিগণিত হইবে ॥ ১৯ ॥

যদুহং প্রভবিষ্ণুর্বেবা যদি বা ময়ি গৌরবম্ ।

নীয়তাং জানকী শীত্রং কুরুধ্বং বচনং মম ॥ ২০ ॥

পূর্বং হি কামো বৈদেহ্যা গঙ্গাতীরে যথাশ্রম্ভান্ ।

দ্রষ্টু মিচ্ছেয়মিত্যুক্তঃ স কামঃ ক্রিয়তাং তথা ॥ ২১ ॥

এবমুক্ত্বা তু কাকুৎস্থো বাঙ্গ্পেণ পিহিতেক্ষণঃ ।

প্রবিবেশ স ধর্ম্মাত্মা ভ্রাতৃভিঃ পরিবেষ্টিতঃ ॥ ২২ ॥

ইত্যার্থে বাঙ্গ্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে রামবাকাং নাম  
অষ্টাচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪৮ ॥

২০। লো-টী। প্রভবিষ্ণুঃ প্রভুঃ।

২১। লো-টী। গঙ্গাতীরে আশ্রম্ভান্ দ্রষ্টুমিচ্ছেয়ম্—ইতি পূর্বং যথা কামঃ, তথা  
স কামঃ।

২২। লো-টী। প্রবিবেশ উপবিষ্টঃ।

রামবাক্যম্ ॥ ৪৮ ॥

যদি আমি তোমাদের প্রভু হই এবং আমার উপর যদি শ্রদ্ধা থাকে, তবে  
আমার আদেশ প্রতিপালন কর, শীত্র জানকীকে এখান হইতে লইয়া যাও ॥ ২ ॥

সীতা ইতিপূর্ব ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল যে, ‘আমি গঙ্গাতীরস্থ  
আশ্রমসকল দেখিতে ইচ্ছা করি’, এখন তুমি তাহার সেই অভিলাষ উক্তরূপে  
পূর্ণ কর ॥ ২১ ॥

অশ্রুজলে নিরুদ্ধনেত্র সেই ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্র এই কথা বলিয়া ভ্রাতৃবর্গে  
পরিবেষ্টিত হইয়া বসিয়া রহিলেন ॥ ২২ ॥

মহর্ষি বাঙ্গ্মীকিপ্রণীত আদিকাব্যে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে রামবাক্য-নামক

৪৮শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৮ ॥

( ৪৯ ) একোনপঞ্চাশঃ সর্গঃ

ততো রজন্যাং ব্যুচীয়াং লক্ষ্মণো দীনমানসঃ ।

সুমন্ত্রমব্রবীদ্যাক্যং মুগেন পরিশুশ্রুতা ॥ ১ ॥

সারথে তুরগান্ শীঘ্রান্ স্বরয়শ্চ রথোত্তমম্ ।

স্বাস্তার্গং রাজভবনাৎ সীতায়াশ্চাসনং শুভম্ ॥ ২ ॥

সীতা হি রাজবচনাদাশ্রমাদ্ পুণ্যকৰ্ম্মণাম্ ।

ইতো নেয়া মহর্ষীণাং শীঘ্রমানীয়তাং রথঃ ॥ ৩ ॥

সুমন্ত্রস্ত তথেষুত্বা রথং পরমবাজিভিঃ ।

যুক্তং স্করুচিরপ্রথ্যাং স্বাস্তার্গং সমুপানয়ৎ ॥ ৪ ॥

২। লো-ট। শীঘ্রাঃ শীঘ্রগাস্তুরগায় যশ্চ তন্ স্বরয়শ্চ সংযোজয়াশ্চ 'সারথে শীঘ্র-  
তুরগান্ বোজয়শ্চ রথোত্তম'মিতি কচিং পাঠঃ । রাজভবনাদাসনমানীয় রথং স্বরয়শ্চ ।

৪। লো-ট। স্করুচিরেণ প্রথ্যা খ্যাতির্ভবন্ত তন্ ।

অনন্তর রাত্রি প্রভাত হইলে লক্ষ্মণ দুঃখিতচিত্তে শুষ্কমুখে সুমন্ত্রকে বলিলেন— ॥ ১ ॥

সারথে, দ্রুতগামী অশ্বদিগকে উৎকৃষ্ট রথে সংযোজিত করিয়া সীতার উত্তম আসন রাজগৃহ হইতে আনয়নপূর্বক উত্তমরূপে [ রথে ] আস্তৃত কর ॥ ২ ॥

মহারাজের আদেশ অনুসারে এখান হইতে সীতাদেবীকে পুণ্যকৰ্ম্মা মহর্ষিদিগের আশ্রমে লইয়া যাইতে হইবে, শীঘ্র রথ আনয়ন কর ॥ ৩ ॥

সুমন্ত্র 'যে আজ্ঞা' বলিয়া উত্তমরূপে আচ্ছাদিত সুন্দর বলিয়া বিখ্যাত উৎকৃষ্ট-  
অশ্বযুক্ত রথ আনয়ন করিলেন ॥ ৪ ॥



উবাচ চ মহাত্মানং সৌমিত্রিং মিত্রবৎসলম্ ।

রথোহয়ং সমনুপ্রাপ্তো যৎ কার্যং ক্রিয়তাং লঘু ॥ ৫ ॥

এবমুক্তঃ স্তমন্ত্রেণ রামবেশ্য স লক্ষ্মণঃ ।

প্রবিষ্টা সীতামাসাত্ত ব্যাজহার নরর্ষভঃ ॥ ৬ ॥

গঙ্গাতীরেষু রম্যেষু মুনানামীশ্রমান্ শুভান্ ।

উপনেয়াসি মে দেবি শাসনাং পার্থিবস্তু হি ॥ ৭ ॥

এবমুক্তা তু বৈদেহী লক্ষ্মণেন মহাত্মনা ।

প্রহর্ষমতুলং লেভে চক্রে চ গমনে মতিম্ ॥ ৮ ॥

ঋজুগাং সা তু সর্বাসাং কৃতা পাদাভিবন্দনম্ ।

পুনরাগমনায়েতি তাভিশ্চ প্রতিনন্দিতা ॥ ৯ ॥

৫। লো-টা। ৪ যু শীঘ্রম্।

এবং মিত্রবৎসল মহাত্মা লক্ষ্মণকে বলিলেন, এই রথ আনয়ন করিয়াছি, যাহা করিতে হয় শীঘ্র করুন ॥ ৫ ॥

সুমন্ব এইরূপ বলিলে নরশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের গৃহে প্রবেশপূর্বক সীতার সমীপে গমন করিয়া তাঁহাকে বলিলেন—॥ ৬ ॥

হে দেবি, মহারাজের আদেশে আপনাকে আমার রমণীয় গঙ্গাতীরে কল্যাণকর মুনিদিগের আশ্রমে লইয়া যাইতে হইবে ॥ ৭ ॥

মহাত্মা লক্ষ্মণ বিদেহরাজনন্দিনী সীতাকে এইরূপ বলিলে, তিনি অতিশয় আনন্দ লাভ করিলেন এবং গমন করিতে ইচ্ছা করিলেন ॥ ৮ ॥

সীতাদেবী সমস্ত ঋজুদিগের চরণবন্দনা করিয়া তাঁহাদের “পুনরাগমনায়” ইত্যাদি আশীর্ব্বাক্যে অভিনন্দিত হইয়া সুন্দর সুন্দর বহু অলঙ্কার

১  
সুবহুনি তু জগ্রাহ দিব্যান্ভাভরণানি সা ।

বাসাংসি চ মহার্হাণি রত্নানি বিবিধানি চ ॥ ১০ ॥

২  
গৃহীত্বা সা চ বৈদেহী ততো লক্ষ্মণমব্রবীৎ ।

ইমানি ঋষিপত্নীভ্যো দাস্তাম্যভরণান্যহম্ ॥ ১১ ॥

সৌমিত্রিস্তু তথৈতুক্ত্বা রথমারোপ্য মৈথিলীম্ ।

প্রযযৌ শীত্রতুরংগো রামস্তাভ্যামনুস্মরন্ ॥ ১২ ॥

গত্বা হৃদূরমধ্যানং মৈথিলী জনকাত্মজা ।

অশুভানি নিমিত্তানি দদর্শ কমলেক্ষণা ॥ ১৩ ॥

৩  
ততোহব্রবীৎ তদা সীতা লক্ষ্মণং লক্ষ্মিবর্দ্ধনম্ ।

অশুভানি বহুশ্চ পশ্যামি রঘুনন্দন ॥ ১৪ ॥

এবং বহুমূল্য বস্ত্র ও নানাপ্রকার রত্নরাজি গ্রহণ করিলেন ॥ ১০-১০ ॥

[ সেই সমস্ত ] গ্রহণ করিয়া বিদেহরাজনন্দিনী সীতাদেবী লক্ষ্মণকে বলিলেন, আমি এই অলঙ্কারগুলি ঋষিপত্নীদিগকে দান করিব ॥ ১১ ॥

সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ ‘তাহাই হইবে’ বলিয়া সীতাদেবীকে রথে আরোহণ করাইয়া রামচন্দ্রের আজ্ঞা স্মরণ করত দ্রুতগামী অশ্বচালিত রথে প্রস্থান করিলেন ॥ ১২ ॥

পদ্মপলাশলোচনা মিথিলারাজনন্দিনী জানকী বহুদূর পথ গমন করিয়া অশুভ লক্ষণসকল দেখিতে লাগিলেন ॥ ১৩ ॥

তখন সীতাদেবী লক্ষ্মণকে বলিলেন, রঘুনন্দন, অদ্ভুত বহু অশুভলক্ষণ দেখিতে পাইতেছি ॥ ১৪ ॥

দক্ষিণং মে স্ফুরত্যঙ্গি গাত্রকম্পচ্চ জায়তে ।

হৃদয়ং চৈব সৌমিত্রে ন স্তম্ভমূলক্ষ্যে ॥ ১৫ ॥

অপি স্বস্তি ভবেৎ সৌম্য নৃপতেভ্রাতৃভিঃ সহ ।

শ্বশ্রুগাং চৈব মে বীর সর্ববাসাম্বিশেষতঃ ॥ ১৬ ॥

পুৱৈ জনপদে চৈব কুশলং প্রাণিনামপি ।

এবং ক্রবত্যাং সীত্যাং প্রযযৌ দিবসঃ ক্ষয়ম্ ॥ ১৭ ॥

ততো বাসমুপাগম্য গোমতীতীর আশ্রমে ।

প্রভাতে পুনরুত্থায় সৌমিত্রিঃ সূতমব্রবীৎ ॥ ১৮ ॥

যোজয়স্ব হয়াংস্তৃণমগ্ন ভাগীরথীজলম্ ।

শিরসা ধারয়িষ্যামি ত্র্যম্বকঃ পতিতং যথা ॥ ১৯ ॥

১৮। লো-টী। গোমতীতীরে য আশ্রয়স্তস্মিন বাসমুপাগম্য প্রাপা।

সৌমিত্রে, আমার দক্ষিণ নয়ন স্পন্দিত হইতেছে, গাত্র কম্পিত হইতেছে এবং হৃদয়ও স্তম্ভ বলিয়া বোধ করিতেছি না ॥ ১৫ ॥

হে বীর, হে সৌম্য, ভ্রাতৃগণের সহিত মহারাজের এবং আমার সমস্ত শ্বশ্রুদিগের সমভাবে মঙ্গল ত? ॥ ১৬ ॥

নগরে ও জনপদে প্রাণীদিগের কুশল ত? সীতাদেবীর এইরূপ বলিতে বলিতে দিবা অবসান হইল ॥ ১৭ ॥

পরে গোমতীতীরস্থ আশ্রমে রাত্রিযাপন করিয়া প্রভাতে উঠিয়া লক্ষ্মণ পুনরায় সারথিকে বলিলেন— ॥ ১৮ ॥

সারথে, অগ্নি [স্বর্গ হইতে] পতিত গঙ্গাজল মহাদেবের ত্রায় মস্তকে ধারণ করিব, সূতরাং শীঘ্র রথে অশ্ব যোজিত কর ॥ ১৯ ॥

১। ছ 'চাপি'। ২। অতঃ পরং ছ 'উৎসৃজ্যঃ পরমকাপি অধৃতিক্ত পরা মম। শূভ্রাসেব তু পশ্চামি পৃথিবীঃ পৃথুলাচন। দৃঢ়ক তন্ত দেবন্ত ভ্রাতুষ্টে ভ্রাতৃবৎসল। স্মরামি ন চ মে রামো হৃদয়াদপসর্পতি।' ইত্যাদিকম্। ৩। ছ 'ভ্রাতুষ্টে চাতুষ্টেঃ সহ'। ৪। ছ '-মিতি'। অতঃ পরম্ ছ 'ইত্যঞ্জলিকৃত সীতা দৈবতান্ত্রভাষ্যতঃ। লক্ষ্মণোহিহন্ত তং জাভা শিরসা বন্দ্য মৈথিলীম্। শিবমিত্যব্রবীজ্জ্ঞো হৃদয়েন বিদুয়তা'। ইত্যাদিকম্। ৫। ছ '-রিদম-'। ৬। ছ 'হয়াংস্তৃণ-'। ৭। ছ 'নিপতৎ ত্র্যম্বকো'।

অশ্বাংস্তু চারয়িত্বাশু রথে যুক্তা মনোজবান্ ।

সমারোহেতি বৈদেহীং সূতঃ প্রাঞ্জলিরত্নবীৎ ॥ ২০ ॥

সূতস্ত বচনাৎ সা তু আরুরোহ রথোত্তমম্ ।

সীতা সৌমিত্রিণা সার্কঃ স্তম্ভেণ চ ধীমতা ॥ ২১ ॥

অথার্কদিবসং গত্বা প্রাপ্য ভাগীরথীং নদীম্ ।

নিরীক্ষ্য লক্ষ্মণো বীরঃ প্ররুরোদ মহাত্মবান্ ॥ ২২ ॥

সীতা তু পরমত্রেস্তা দৃষ্টা লক্ষ্মণমাত্মরম্ ।

উবাচ বাক্যং ধর্মশ্রুতা কিমর্থং রুণতে ত্বয়া ॥ ২৩ ॥

জাহ্নবীতীরমাসাৎ চিরাভিলষিতং মম ।

হর্বকালে কিমর্থং মাং বিষাদয়সি লক্ষ্মণ ॥ ২৪ ॥

২০। লো-টা। 'চারয়িত্বা' তিতি পাঠঃ। 'অশ্বাংস্ত স বিচায়াশু' ইতি পাঠে বিচায়া বিশেষণে চারয়িত্বা।

২২। লো-টা। মহাত্মনং যথা শ্রুতং।

সারথি মনের শ্রায় বেগবান্ অশ্বদিগকে দ্রুত চালিত করিয়া রথে সংযোজনপূর্বক করযোড়ে বিদেহরাজনন্দিনী সীতাকে বলিলেন—'আপনি রথে আরোহণ করুন' ॥ ২০ ॥

সীতা সারথির বাক্যানুসারে স্তমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ এবং ধীমান্ স্তম্ভের সহিত সেই রথে আরোহণ করিলেন ॥ ২১ ॥

অতিশয় ধৈর্য্যসম্পন্ন বীর লক্ষ্মণ দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত গমন করিয়া ভাগীরথী-তীরে উপস্থিত হইয়া নদী দেখিয়া রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ২২ ॥

ধর্মশীলা সীতাদেবী লক্ষ্মণকে রোদন করিতে দেখিয়া অতিশয় ভীত হইয়া তাহাকে বলিলেন—তুমি ক্রন্দন করিতেছ কেন ॥ ২৩ ॥

লক্ষ্মণ, আমার বহুকালের অভিলষিত গঙ্গাতীরে আসিয়া আনন্দের

১। হ 'সৌহমান্ প্রাযোয়িত্বা তু'। ২। হ 'আরোহেত্যত্নবীৎ সীতাং যতো লক্ষ্মণমেব চ'। ৩। হ 'দীনঃ'। ৪। হ 'মহাত্মনম্'। ৫। হ 'প্রীতির্হি মম বর্ততে'।

নিত্যং ত্বং পাদয়োত্র<sup>১</sup> তুর্বর্তসে পুরুষর্ষভ ।

নিত্যমেবানুরক্তস্ত্বং নিত্যং চৈব গুণৈর্যুতঃ ॥ ২৫ ॥

সম্ভাবী ত্বং মহাবাহো শীলবান্ দক্ষ এব চ ।

কচ্চিদ্ধিনাকৃতস্তেন যস্মাৎ তু শোক আগতঃ ॥ ২৬ ॥

মমাপি দয়িতো রামো জীবিতাদপি লক্ষ্মণ ।

ন চাহমেবং শোচামি যথৈব বালিশো ভবান্ ॥ ২৭ ॥

তারয়স্ব চ মাং গঙ্গাং দর্শয়স্ব চ তাপসান্ ।

তেভ্যো রত্নানি বাসাংসি দাস্ত্যাম্যভরণানি চ ॥ ২৮ ॥

২৫। লো-টা। গুণৈর্যুতঃ তত্ত্ব শৌর্যাদিগুণৈর্যুক্তঃ, তদ্গুণকীর্তকঃ, যদ্বা, গুণৈস্তত্ত্ব  
গুণাদিগুণৈঃ। গুণাদিগুণৈঃ কিং কথ্যতে।

২৬। লো-টা। সন্ ভাবঃ স্বভাবোহস্তি যন্ত সং, সন্তং রামং সেবাত্ম্য ভাবয়িতুং শীলং  
যন্ত স ইতি বা। 'শীলবানি'তি পাঠঃ। 'শ্রদ্ধাবানি'তি পাঠে শ্রদ্ধাযুক্তঃ। বিনাকৃতঃ মাং মুনিপত্নীঃ  
দর্শয়িতুং প্রস্থাপিতঃ স্বসঙ্কচাভিঃ কৃত্বা প্রস্থাপিত ইত্যর্থঃ। তস্মাৎ রামসঙ্গত্যাগাৎ। যস্মাদ্বা পাঠঃ।

২৭। লো-টা। 'যথৈব বালিশো ভবানি'তি পাঠঃ। 'যথা ত্বং বালিশো ভবানি'তি  
পাঠে 'যথা স্ব'মিত্যেকং বাক্যম্, 'অতো ভবান্ বালিশ' ইত্যপরম্।

সময়ে কিঞ্চিৎ তুমি আমাকে বিষাদিত করিতেছ ॥ ২৪ ॥

পুরুষশ্রেষ্ঠ, তুমি সর্বদা ভ্রাতার চরণসমীপে অবস্থান কর এবং সর্বদা  
তীহার অনুরক্ত ও সতত [ সেবাদি ] গুণ সম্পন্ন ॥ ২৫ ॥

মহাবাহো, তুমি চরিত্রবান্, কার্যদক্ষ এবং সর্বদা রামকে চিন্তা কর, সেই  
জন্তু কি রামের বিরহে তোমার শোক উপস্থিত হইয়াছে ॥ ২৬ ॥

লক্ষ্মণ, রাম আমারও প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়, কিন্তু আমি ত' তোমার মত  
বালকের স্থায় শোক করিতেছি না ॥ ২৭ ॥

আমাকে গঙ্গা পার করাইয়া মুনিদিগের দর্শন করাও, আমি তাঁহাদিগকে রত্ন,  
বস্ত্র এবং অভরণ সকল দান করিব ॥ ২৮ ॥

১। হ 'বর্তসে ত্রাতুঃ পাদয়োত্র'। ২। ক 'সম্ভাবী'। ৩। হ 'কচ্চিদ্ধিনাকৃতাবাস্তবেষং ত্বংমাংগতম্'।

৪। হ 'মাণা ক্ৰিষিতামিহান্'। ৫। হ 'বালাংসি রত্নানি'।

ততঃ কৃৎস্না মহর্ষ্যাণাং যথার্নমভিবাদনম্ ।

উষিষ্টৈকাং নিশাং তত্র যাস্তামি নগরীং ততঃ ॥ ২৯ ॥

ততস্তদ্বচনং শ্রুত্বা প্রমুজ্য নয়নে শুভে ।

মতিং তারয়িতুং চক্রে লক্ষ্মণো মৈথিলীং তদা ॥ ৩০ ॥

অথ নাবং প্রবিস্তীর্ণাং নৈষাদীং রাঘবানুজঃ ।

আরুরোহ সমায়ুক্তাং পূর্বমারোপ্য মৈথিলীম্ ॥ ৩১ ॥

সুমন্ত্রং চাপি স্বরথে স্থীয়তামিতি লক্ষ্মণঃ ।

উবাচ শোকসন্তপ্তঃ প্রযাহীতি চ নাবিকম্ ॥ ৩২ ॥

নাবিকস্ত বচঃ শ্রুত্বা লক্ষ্মণস্য মহাত্মনঃ ।

বাহয়ামাস তাং নাবং দক্ষিণং কূলমাদরাৎ ॥ ৩৩ ॥

৩১। লো-টী। সমায়ুক্তামানীতাম্।

পরে মহর্ষিদিগকে যথায়োগ্য অভিবাদন করত সেই স্থানে একরাত্রি বাস করিয়া অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করিব ॥ ২৯ ॥

তার পর সেই কথা শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণ সুন্দর নেত্রযুগল মার্জনা করত মিথিলারাজনন্দিনী সীতাকে গঙ্গা পার করাইবার অভিলাষ করিলেন ॥ ৩০ ॥

পরে রামানুজ লক্ষ্মণ নিষাদ-পরিচালিত সুসজ্জিত বৃহৎ নৌকায় প্রথমে সীতাদেবীকে আরোহণ করাইয়া পরে নিজে আরোহণ করিলেন ॥ ৩১ ॥

সুমন্ত্রকে 'স্থীয় রথে অবস্থান কর' বলিয়া লক্ষ্মণ শোকসন্তপ্তচিত্তে নাবিককে বলিলেন 'চল' ॥ ৩২ ॥

নাবিক মহাত্মা লক্ষ্মণের কথা শুনিয়া সযত্নে সেই নৌকা বাহিয়া [ নদীর ] দক্ষিণ কূলে লইয়া গেল ॥ ৩৩ ॥

১। হ 'পুনঃ'। ২। অতঃ পরং হ 'শ্রুত্বা তু ততঃ বচনং মহাত্মা প্রমুজ্য নেত্রে কচিরে তদাবীহ'। স লক্ষ্মণো লক্ষ্মিবিবর্জনেতি নাবং সমানায়য়াদরণে। নাবিকানাংসেবামাস লক্ষ্মণঃ পরবীরহা। ইমে স লক্ষ্মণ নৌকেনৈবিত্তি তে তথাক্রম্। ইত্যাবিকম্। ৩। হ 'স্থবি-'। ৪। হ 'আরোপ্য অধঃ সীতাং সোহপ্যারোহহহারথঃ'।

ততস্তীৱমুপাগম্য ভাগীরথ্যাঃ স লক্ষ্মণঃ ।

উবাচ মৈথিলীং বাক্যং প্রাজ্ঞলিৰ্বাপ্যবিহ্বলঃ ॥ ৩৪ ॥

হৃদগতো মে মহাংস্তাপো যস্মাদার্যোণ ধীমতা ।

অগ্নিন্ নিমিত্তে লোকস্ত নীতোহহং বচনীয়তাম্ ॥ ৩৫ ॥

মরণং হি মম শ্রেয়ো যদন্তদ্বাপ্যতোহধিকম্ ।

ন ত্বগ্নিমৌদৃশে কার্যো নিয়োগো লোকনিন্দিতে ॥ ৩৬ ॥

প্রসাদ চ ন মে রোষণং কর্তু মর্হসি মৈথিলি ।

ইতি কৃত্বাজলিং ভূমৌ নিপপাত স লক্ষ্মণঃ ॥ ৩৭ ॥

রুদন্তং প্রাজ্ঞলিং দৃষ্ট্বা কাঙ্ক্ষন্তঃ সূতৃমাত্মনঃ ।

মৈথিলী ভূশাসংবিগ্না লক্ষ্মণং বাক্যমব্রবাৎ । ৩৮ ॥

৩৫। লো-টী। অগ্নিনিমিত্তে তব নির্বাসননিমিত্তে লোকস্ত বচনীয়তাং বাচ্যতাং নিন্দাং নীতোহস্মীতাশ্বয়ঃ।

৩৬। লো-টী। ন ত্বগ্নিন্ কার্যো, ঈদৃশে এবংবিধে।

তার পর ভাগীরথীর তীরে উপস্থিত হইয়া লক্ষ্মণ অশ্রুজলে বিহ্বল হইয়া করযোড়ে সীতাদেবীকে বলিলেন—॥ ৩৪ ॥

ধীমান্ আৰ্য্য রাম আমাকে এতাদৃশ কার্যো নিয়োগ করিয়া লোকের নিন্দার পাত্র করিলেন ॥ ৩৫ ॥

এতাদৃশ লোকনিন্দিত কার্যো নিয়োগ অপেক্ষা আমার মরণ অথবা তাহা অপেক্ষাও অধিক যদি কিছু থাকে, তাহাও ভাল ছিল ॥ ৩৬ ॥

হে মিথিলারাজনন্দিনি, প্রসন্ন হউন, আমার প্রতি ক্রোধ করিবেন না, এই বলিয়া লক্ষ্মণ যুক্তকরে ভূতলে পতিত হইলেন ॥ ৩৭ ॥

মিথিলারাজনন্দিনী সীতা লক্ষ্মণকে কৃত্বাজলি হইয়া রোদন করিতে এবং নিজের মৃত্যু কামনা করিতে দেখিয়া অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া তাঁহাকে বলিলেন—॥ ৩৮ ॥

কিমিদং নাবগচ্ছামি ক্রহি তদ্বেন লক্ষ্মণ ।

পশ্যামি ত্বাং নহি স্বস্থমপি ক্ষেমং মহীপতেঃ ॥ ৩৯ ॥

শাপিতোহসি নরেন্দ্রেণ যদি সস্তাপমান্ননঃ ।

ন ক্রয়াঃ সন্নিধৌ মহমহমাজ্ঞাপয়ামি তে ॥ ৪০ ॥

বৈদেহা চোত্তমানস্ত লক্ষ্মণো দীনমানসঃ ।

অবাঙ্ মুখো বাম্পকলং বাক্যমেতদ্বাচ হ ॥ ৪১ ॥

শ্রুত্বা পরিষদো মধ্যে পরিবাদং হৃদারুণম্ ।

পূরে জনপদে চৈব তৎকৃতে জনকাত্মজে ॥ ৪২ ॥

ন তচ্ছক্যং কথয়িতুং ময়া দেবি তবাশ্রিতঃ ।

যদ্রাজ্ঞা হৃদয়ে কৃত্বা স্নেহস্তে পৃষ্ঠতঃ কৃতঃ ॥ ৪৩ ॥

৩৯ । লো-টী । মহীপতেঃ রামস্ত ক্ষেমং কলাণম্ ।

৪০ । লো-টী । নরেন্দ্রেণ মাং মুনিপত্নীদর্শয়িতুং যদি বদা শাপিতঃ আকুটে আশ্রিত ইতি যাবৎ, তদা মহং মম সন্নিধৌ আশ্রয়ঃ সস্তাপং 'মরণং হি মম শ্রেয়' ইত্যাদিকং ক্রয়াঃ যদি চ ক্রয়াস্তদা তে স্বামহং নাজ্ঞাপয়ামীতি পুনর্নঞা সম্বন্ধঃ । যদা, নরেন্দ্রেণ শাপিতোহপি নরেন্দ্রেস্ত শপথ ইত্যর্থঃ ।

৪১ । লো-টী । বাম্পকলং বাম্পস্ত কলা কলনং মুঞ্চনং যথা ভবতি তথা ।

৪৩ । লো-টী । তৎ তৎ পরিবাদং যৎ যম্ । 'স্নেহ' ইতি পাঠঃ । 'নামর্থঃ পৃষ্ঠতঃ কৃতঃ' ইতি পাঠে অগর্হো নিল্ভাজনিতদুঃখং দুঃখসহিষ্ণুতা ন কৃতেত্যর্থঃ ।

লক্ষ্মণ, তুমি কেন এইরূপ করিতেছ তাহা বুঝিতেছি না, কি ঘটিয়াছে স্পষ্ট করিয়া বল ; তোমাকে সুস্থ দেখিতেছি না, মহারাজের মঙ্গল ত ? ॥ ৩৯ ॥

মহারাজ যদি নিজের দুঃখের বিষয় আমাকে না বলিবার জন্য তাঁহার নিকটে শপথ করাইয়া থাকেন, তথাপি আমি তোমাকে আদেশ করিতেছি ॥ ৪০ ॥

দীনচেতাঃ লক্ষ্মণ সীতাদেবীর প্রেরণায় অধোবদনে বাম্পরুদ্ধ কণ্ঠে এই কথা বলিলেন— ॥ ৪১ ॥

হে জনকতনয়ে, নগরে এবং জনপদে আপনার জন্য নিদারুণ অপবাদের কথা



স। ত্বং ত্যক্তা নরেন্দ্রেণ সাধ্বী কুলসমম্বিতা ।

লোকাপবাদভীতেন ত্বং ত্যক্তা দেবি নানুথা ॥ ৪৪ ॥

ইহাশ্রমে<sup>১</sup>ষু চ ময়া ত্যক্তব্য। ত্বং ভবিষ্যসি ।

রাজ্ঞঃ শাসনমাজ্ঞায় তথৈব কিল দৌহর্দম্ ॥ ৪৫ ॥

তদেতজ্জাহ্নবীতীরে মহর্ষীগাং তপোবনম্ ।

পুণ্যং চ রমণীয়ঞ্চ বিবাদং মা কৃথাঃ শুভে ॥ ৪৬ ॥

রাত্তো দশরথশ্চৈব পিতৃশ্চৈব মুনিপুঙ্গবঃ ।

সখা পরমকো বিপ্রো বান্দ্রীকিঃ স্মমহাযশাঃ ॥ ৪৭ ॥

[ লো-টী। ] তদ্ গ্রাহং তৎ তাজনং গ্রাহং লোকাপবাদভয়েন মন্তব্যং ত্বয়া, নানুথা অল্পপ্রকারেণ নানুতেন দোষণেত্যর্থঃ । যথা, তৎ স লোকাপবাদঃ শিষ্টৈরনুথা ত্বং তাজনকত্বেন কীৰ্ত্তনশব্দত্বেন ন গ্রাহং ন স্বীকৃতমিত্যর্থঃ ।

৪৫। লো-টী। ইহ এষু আশ্রমেষু বনসমীপেষু । ‘আশ্রমো ব্রহ্মচর্যাদৌ বানপ্রস্থে বনে মঠে’ ইতি কোষঃ । ‘ইহাশ্রমে’ ইতি পাঠঃ । দৌহর্দমো দৌহর্দলক্ষণং গর্ভ ইত্যর্থঃ । রামেন জ্ঞাত ইতি শেষঃ ।

সভামধ্যে শুনিয়া মহারাজ যাহা [ যে দুঃখ ] হৃদয়ে রাখিয়া আপনার প্রতি স্নেহ বিসর্জন দিয়াছেন, হে দেবি, তাহা আমি আপনার সম্মুখে বলিতে পারি না ॥ ৪২-৪৩ ॥

সাধ্বী সৎকুলসম্পন্না আপনাকে মহারাজ ত্যাগ করিয়াছেন ; দেবি, লোক-  
নিন্দার ভয়েই আপনাকে ত্যাগ করিয়াছেন, অতঃ কোন কারণে নয় ॥ ৪৪ ॥

মহারাজের আদেশে আপনাকে আমি এই আশ্রমে পরিত্যাগ করিব,  
শুনিয়াছি, আপনার এইরূপ [ আশ্রমবাসের ] অভিলাষ ছিল ॥ ৪৫ ॥

হে সুচরিত্রে, আপনি দুঃখিতা হইবেন না, গঙ্গাতীরে মহর্ষিগণের এই সেই  
পবিত্র এবং রমণীয় তপোবন ॥ ৪৬ ॥

মহাযশাঃ দ্বিজবর মুনিশ্রেষ্ঠ বান্দ্রীকি আমার পিতা মহারাজ দশরথের পরম  
বন্ধু ॥ ৪৭ ॥

১। হ ‘নির্দোষা মম সন্নিবোধী’। ২। হ ‘-বান্দ্রা’। ৩। হ ‘তদ্ রাজা’। ৪। হ ‘ইহাশ্রমেষু হি’।  
৫। হ ‘-মাহার’। ৬। হ ‘তথৈব কিল দৌহর্দমঃ’। ৭। হ ‘ব্রহ্মর্ষীগাং’। ৮। হ ‘-তপাঃ’।

পাদচ্ছায়ামুপাগম্য স্তম্ভমস্ত মহাত্মনঃ ।

উপবাসপরৈকাগ্রা বস ত্বং জনকাত্মজে ॥ ৪৮ ॥

পতিব্রতাত্মমাস্থায় কৃত্বা রামং সদা হৃদি ।

শ্রেয়স্তু পরমং দেবি তথা কৃত্বা ভবিষ্যতি ॥ ৪৯ ॥

ইত্যার্ষে বায়্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাণ্ডে উত্তরকাণ্ডে লক্ষণবাক্যং নাম

উনপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৪৯ ॥

৪৮। লো-টী। একাগ্রা রামৈকচিত্তা।

[লো-টী।] বাস্পবিধূতলোচনঃ বাস্পাচ্ছাদিতনেত্রঃ।

লক্ষণবাক্যম্ ॥ ৫০ ॥

হে জনকনন্দিনি, আপনি এই মহাত্মা বায়্মীকির পাদমূলে উপস্থিত হইয়া একাগ্রচিত্তে অবস্থান করত পতিব্রতা ধর্ম অবলম্বন করিয়া সর্বদা রামকে হৃদয়ে চিন্তা করত উপবাসরতা হইয়া বাস করুন ; দেবি, এইরূপ করিলে আপনার পরম মঙ্গল হইবে ॥ ৪৮-৪৯ ॥

মহর্ষি বায়্মীকি প্রণীত আদিকাণ্ড রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে লক্ষণবাক্য-নামক

৪৯শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৯ ॥

১। হ 'রামং কৃত্বা সদা হৃদি'। ৩। হ 'শ্রেয়ঃ পরমকং'। ৪। হ 'ভবৈকং হি'। অতঃ পরং হ 'ইতীদমুক্তা'।  
 প্রকৃত্বৎ স লক্ষণঃ কৃত্বা লক্ষণবাস্পবিধূতলোচনঃ। পপাত দেব্যাঃ সহস্রা তু পাদয়োঃ স পুষ্পিতো বায়ুবশাদ্ যথা ক্রমঃ'।  
 ইত্যাদিকম্।

## (৫০) পঞ্চাশঃ সর্গঃ

শ্রদ্ধা তু লক্ষণৈশ্চ তদ্বচনং জনকাত্মজা ।

পরং বিমাদমাগচ্ছম্মেদিহাং নিপপাত চ ॥ ১ ॥

স। মুহূর্তমিবাসংজ্ঞা বাঙ্গপর্ষ্যাকুলেক্ষণা ।

লক্ষণং জানকী বাক্যমুবাচাতীৰ ছুঃখিতা ॥ ২ ॥

কিন্মু পাপং কৃতং পূৰ্বং কো বা দারৈর্বিব্রয়োজিতঃ ।

যাহং শুদ্ধসমাচার। ত্যক্তা নৃপতিনা সতী ॥ ৩ ॥

পুরাহমাশ্রমে বাসং নিরতা রামপাদয়োঃ ।

অনুরূপ্যামি সৌমিত্রে ছুঃখে চ পরিবর্তিনী ॥ ৪ ॥

৪। লো-টা। আশ্রমে বনে বাসং ছুঃখেন ন বুধ্যো ন জ্ঞানামি হি নিশ্চিতম্। কৃতঃ? রামপাদয়োঃ পরিবর্তিতা অনুবর্তিতা নিকটস্থেত্যর্থঃ। নিরতা নিতরাং রতা অনুরক্তা চ। 'নানুরূপ্যো' ইতি পাঠে ন গণ্যামি।

জনকনন্দিনী সীতা লক্ষণের এই কথা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত বিষাদ প্রাপ্ত হইয়া ভূতলে নিপতিতা হইলেন ॥ ১ ॥

সেই জনকদুহিতা মুহূর্তকাল মুচ্ছিতা হইয়া অশ্রুজলে নয়ন প্লাবিত করত অত্যন্ত ছুঃখের সহিত লক্ষণকে বলিলেন— ॥ ২ ॥

আমি পূর্বজন্মে কি পাপ করিয়াছিলাম অথবা কাহার স্ত্রীবিচ্ছেদ ঘটাইয়াছিলাম, যে আমি সতী এবং পবিত্রাচারপরায়ণা হইয়াও মহারাজকর্তৃক পরিত্যক্তা হইলাম ॥ ৩ ॥

লক্ষণ, পূর্বক আমি শ্রীরামের চরণযুগলে অনুরাগিণী হইয়া ছুঃখে থাকিয়াও বনে বাস করার অনুরোধ (অভিলাষ) করিয়াছিলাম ॥ ৪ ॥

১। হ 'হ'। ২। হ 'ভূত্বা বাঙ্গাবিলে'। ৩। অতঃ পরং হ 'মামিকেষং তদুন্মূ'নং স্ত্রী ছুঃখায় লক্ষণ। যাত্রা বস্তা ন মেহতাপি ছুঃখমোক্ষঃ প্রদৃশ্যতে'। ইত্যধিকম্। ৪। হ 'তদাশ্রমে বাসে রামপাদৌ সমান্নিতা'। ৫। হ 'সৌমিত্রে নানুরূপ্যেহং ছুঃখেন পরিবর্তিতা'।

স। কথং হ্রাষ্ট্রমে সৌম্য বৎস্থামি বিজনীকৃত।

কিনাহারা কথাঃ কাশ্চ করিষ্যামি নৃপাত্মজ ॥ ৫ ॥

কিং চ বক্ষ্যামি সিদ্ধেযু কিং ময়াপকৃতং নৃপে ।

কস্মিন্ বা কারণে ত্যক্তা রাঘবেণেতিবাদিষু ॥ ৬ ॥

ন খল্বগ্ৰেব সৌমিত্রে জীবিতং জাহ্নবীজলে ।

তাজেয়ং রাজবংশস্ত ভর্তৃশ্চৈ পরিহাস্যতে ॥ ৭ ॥

যথাজ্ঞাং কুরু সৌমিত্রে ত্যজ মাং হুঃখভাগিনীম্ ।

নিদেশে স্থীয়তাং রাজ্যঃ শৃণু চেদং বচো মম ॥ ৮ ॥

৫। লো-টী। কৈকিৎ পৃষ্টা সতী কাঃ কথাঃ করিষ্যামি বদিষ্যামি। ‘কথংকৈক’তি পাঠে কথং কিম্ ?।

৬। লো-টী। মুনিষু ‘সিদ্ধেষু’তি বা পাঠঃ, কিংকোহব্যয়ঃ, কিং কেন হেতুনা।

৭। লো-টী। প্রাণান্ তাজেয়ম্, হেতুমেবাহ—রাজেতি। রাজবংশঃ রাজকুলং মে মম ভর্তৃভক্ত্যয়ং পরিহাস্যতি ত্যাক্যতি, দ্রাবিদপ্রসঙ্গাৎ। যদ্বা, ভর্তৃঃ সকাশাৎ পরিহাস্যতি গহিষ্যতি, পরমৈশ্বর্যমার্থম্।

৮। লো-টী। নিদেশে

সৌম্য রাজপুত্র, সেই আমি প্রিয়জনবিরহে বিরূপে একাকিনী বাস করিব এবং কি আহার করিব, [ কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলেই বা ] কি বলিব ॥ ৫ ॥

রাজার প্রতি আমি কি অসদাচরণ করিয়াছি, তিনি কিজন্তু আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন—এই কথা সিদ্ধগণ জিজ্ঞাসা করিলে আমি কি বলিব ? ॥ ৬ ॥

লক্ষণ, আমার স্বামীর রাজবংশ লোপ হইবে—এই আশঙ্কায় আমি আজই গঙ্গাজলে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না ॥ ৭ ॥

লক্ষণ, [ মহারাজ ] তোমার প্রতি যেরূপ আদেশ করিয়াছেন সেইরূপ অনুষ্ঠান কর। দ্বিধিনী আমাকে পরিত্যাগ করিয়া মহারাজের আদেশ প্রতিপালন কর এবং আমার এই কথা শুন— ॥ ৮ ॥

শৃঙ্খলাবিশেষেণ<sup>১</sup> প্রাজ্ঞলিপ্রগ্রহেণ চ ।

শিরসা বন্দনং কুৰ্ঘ্যাঃ সৰ্বাসামেব লক্ষ্মণ ॥ ৯ ॥

বক্তব্যশ্চৈব নৃপতির্ধর্মোণ স্নসমাহিতঃ ।

যথা ভ্রাতৃষু বর্তেথাস্থথা পৌরেষু নিত্যশঃ ॥ ১০ ॥

এষ ধর্মো হি পরম এষা কীর্তিরনুত্তমা ।

যৎ স্বং পৌরজনং রাজম্ হর্ষপূর্ণং প্রশাদি হি ॥ ১১ ॥

অহং তু নানুশোচামি স্বশরীরং নরোত্তম ।

যথাপবাদং পৌরেভ্যস্তবৈব রঘুনন্দন ॥ ১২ ॥

৯। লো-টী। সাজ্ঞলিপ্রগ্রহেণ অজ্ঞলিহিতেন চরণগ্রহেণ মম শিরসা বন্দনং ক্রয়াম্ ।  
'সাজ্ঞলিঃ' 'প্রগ্রহেণ' 'কুৰ্ঘ্যা'মিতি চ পাঠে সাজ্ঞলিঃ সত্য প্রগ্রহেণ চরণগ্রহেণ শিরসা বন্দনং কুৰ্ঘ্যা-  
মিতি স্বরা তত্র বাচ্যমিতি শেষঃ ।

১০। লো-টী। স্নসমাহিতো ভূয়া ইত্যপি ।

১২-১৩। লো-টী। নানুশোচামি জীবতু স্মিয়তাং বা, কৃতঃ ? যৎ পৌরেভ্য এব  
যথাপবাদং যথা যথাবদপবাদো নিন্দা যস্মাক্তং । এবকারেণ ন দেবাদিত্য ইতি হৃচিভম্ । তন্তেন

লক্ষ্মণ, তুমি অবিশেষে [ আমার ] সমস্ত শৃঙ্খলাদিগকে করযোড়ে নতমস্তকে  
প্রণাম [ জ্ঞাপন ] করিবে ॥ ৯ ॥

ধর্মপরায়ণ নৃপতিকে বলিবে, “আপনি সর্বদা ভ্রাতৃবর্গের আশ্রয় গুরবাসী-  
দিগকে দেখিবেন ॥ ১০ ॥

মহারাজ, আপনি পৌরজনগণকে আনন্দের সহিত শাসন করিবেন, ইহাই  
পরম ধর্ম এবং ইহাই পরম কীর্তি ॥ ১১ ॥

নরবর রঘুনন্দন, আমি নিজের শরীরের জন্ত সেক্রপ অনুশোচনা করি না,  
পৌরগণের নিকট হইতে আপনার নিন্দার জন্ত যেক্রপ অনুশোচনা করি ॥ ১২ ॥

১। হ 'সাজ্ঞলিপ্রগ্রহেণ চ' । ২। হ 'পূর্ণং প্রশাদি' । ৩। হ 'বিগ্রহোণং স্বরা সহ' । ৪। হ 'বাদং' ।  
৫। হ 'স্তকে' ।

তন্ন শোকে মনঃ কার্য্যঃ মদ্বিনাশে নরাধিপ ।

অপবাদভয়াং ত্যক্তা মাং ন শোকোহস্ত তে পুনঃ ॥ ১৩ ॥

অহং তু খলু নান্নানমনুশোচামি লক্ষ্মণ ।

যদহং জনবাদেন ত্যক্তা দোষণে নান্ননঃ ॥ ১৪ ॥

পতির্হি দেবতা নার্য্যাঃ পতির্ব্বক্ষুঃ পতিগুরুঃ ।

প্রাণৈরপি প্রিয়ং তস্মাস্তত্বুঃ কার্য্যং বিশেষতঃ ॥ ১৫ ॥

ইতি মদ্বচনাদ্রামো বক্তব্যো মম সংগ্রহঃ ।

নিরীক্ষ্য মাণ্ড গচ্ছ ত্বমুত্কালান্তিবর্ত্তিনীম্ ॥ ১৬ ॥

এবং তু বাদিনীং সীতাং লক্ষ্মণো দীনমানসঃ ।

মূর্খাভিবাণ্ড ভূমৌ বৈ ব্যাহত্বুং ন শশাক হ ॥ ১৭ ॥

অরাপি মদ্বিনাশে মম ত্যাগে । ‘বিয়োগে’ ইতি পাঠে স এবার্থঃ । কৃতঃ ৭ খেচ্ছয়া হি ত্যাগঃ শোকহেতুঃ, স তব নাস্তীত্যাহ—অপবাদেতি । মাং ত্যক্তা হিতস্ত তে তব শোকো নাস্ত নাস্তীত্যর্থঃ ।

১৪ । লো-টী । যদ্ব্যস্মাং নান্ননো দোষণে ।

সুতরাং মহারাজ, আমার [ মৃত্যু বা ] অদর্শনে আপনি শোকসন্তপ্ত হইবেন না ; লোকনিন্দার ভয়ে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় আপনার যেন শোক না হয়” ॥ ১৩ ॥

লক্ষ্মণ, আমিও নিজের জন্ত শোক করি না, কারণ, লোকনিন্দার জন্তই আমি পরিত্যক্তা হইয়াছি, নিজের দোষের জন্ত নহে ॥ ১৪ ॥

রমণীর পতিই দেবতা, পতিই বন্ধু, পতিই গুরু, সুতরাং প্রাণদ্বারাও বিশেষভাবে পতির প্রিয়কার্য্য করা উচিত ॥ ১৫ ॥

রামচন্দ্রকে আমার কথাহুসারে পূর্ব্বোক্তরূপ বলিবে এবং আমাকে তুমি আজ দেখিয়া যাও, আমি ঋতুকাল অতিক্রম করিয়াছি ( অর্থাৎ আমার গর্ভ হইয়াছে ) ॥ ১৬ ॥

সীতাদেবী এইরূপ বলিলে দীনচেতাঃ লক্ষ্মণ অবনত মস্তকে ভূমিতে

প্রদক্ষিণং তু তাং কৃৎ প্ররুদম্মতিনিষ্মনম্ ।

আরুরোহ পুনর্নাং নাবিকং চাভ্যচোদয়ৎ ॥ ১৮ ॥

স গতা চোত্তরং তীরং শোকভারসমম্বিতঃ ।

সংযুত ইব ছুঃখেন রথমারুড়ম্ পুনঃ ॥ ১৯ ॥

মুহুম্বুহুরথাবৃত্য পশ্চান্ সীতামনাথবৎ ।

চেষ্টমানাং পরে পারে লক্ষ্মণঃ প্রযযৌ তদা ॥ ২০ ॥

দূরস্থং চ রথং দৃষ্ট্বা লক্ষ্মণং চ মুহুম্বুহুঃ ।

নিরীক্ষমাণামুদ্বিগ্নাং সীতাং শোকঃ সমাবিশৎ ॥ ২১ ॥

১৮। লো-টী। অতিবিস্তরং যথা, 'অভিনিঃস্বন'মিতি বা পাঠঃ।

২০। লো-টী। অথাবৃত্য পরাবৃত্য।

ঠাহাকে অভিবাদন করিয়া কিছুই বলিতে সমর্থ হইলেন না ( অর্থাৎ মৌনী হইয়া রহিলেন ) ॥ ১৭ ॥

লক্ষ্মণ নিঃশব্দে রোদন করিতে করিতে ঠাহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া পুনরায় নৌকায় আরোহণ করিলেন এবং নাবিককে নৌকা চালাইতে আদেশ দিলেন ॥ ১৮ ॥

শোকভার লক্ষ্মণ গঙ্গার উত্তর তীরে গমন করিয়া ছুঃখে যেন মুচ্ছিত হইয়া পুনরায় রথে আরোহণ করিলেন ॥ ১৯ ॥

লক্ষ্মণ বার বার পিছন ফিরিয়া ভাগীরথীর অপর পারে অমাখার জায় বিলুপ্তিতা সীতাদেবীকে দেখিতে দেখিতে চলিলেন ॥ ২০ ॥

দূরবর্তী রথ এবং লক্ষ্মণকে পুনঃ পুনঃ দেখিয়া সীতাদেবী উদ্বিগ্না হইয়া শোকে অভিভূতা হইলেন ॥ ২১ ॥

১। হ 'চ কৃৎ' তাং ক্রম্ স চ মহাখনম্'। ২। হ 'পরুদম্মাস নাবিকম্'। ৩। হ 'ছুঃখং'। ৪। হ 'ভারেন শীড়িতঃ'। ৫। হ 'শোকেন'। ৬। হ '-বৃত্যপ-'। ৭। হ 'রথমালোকা'। ৮। হ '-পা সোষণা সীতা শোকং'।

স। হুঃখভারাতিনিপীড়িতা সতী তপস্বিনী নাথমপশ্যতী ভ্রশাম্ ।

রুরোদ তস্মিন্ বহুবর্হিণে বনে মহাস্থনং বাঙ্গসমাকুলেক্ষণা ॥ ২২ ॥

ইত্যার্ষে বাম্বীকীয়ে রামায়ণে আদিকাণ্ডে উত্তরকাণ্ডে লক্ষণোপাবর্তনং নাম

পঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫০ ॥

২২। লো-টী। হুঃখভারাতিনিপীড়িতা 'অবনিপীড়িতা' বা পাঠঃ। বহুবো বর্হিণা  
মহুয়া যস্মিন্ তস্মিন্ ।

লক্ষণোপাবর্তনং নিবর্তনম্ ॥ ৫১ ॥

সেই তপস্বিনী সীতাদেবী [ পতির অত্যন্ত অদর্শনে, অথবা ] রক্ষাকর্ত্তা  
কাহাকেও না দেখিয়া হুঃখভারে অতিশয় পীড়িতা হইয়া সেই বহু-ময়ূর-সমাকুল  
বনে অশ্রুজলে নেত্র প্লাবিত করত উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ২২ ॥

মহর্ষি বাম্বীকিপ্রণীত আদিকাণ্ডে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে লক্ষণপ্রত্যাবর্তন নামক

৫০শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫০ ॥



## ( ৫১ ) একপঞ্চাশঃ সর্গঃ

সীতাং তু রুদতীং দৃষ্ট্বা যে তত্র মুনিদারকাঃ ।  
 দুঃখবুস্তে তদা সর্বৈ বাল্মীকিঃ মুনিপুঙ্গবম্ ॥ ১ ॥  
 তেহ্ভিবাঘ ততঃ পাদৌ মুনিপুত্রো মহর্ষয়ে ।  
 কারুণ্যাৎ কথয়ামাস্তাতঃ তত্র রুদতীং তদা ॥ ২ ॥  
 অচিন্ত্যরূপা ভগবন্ কশ্যাপ্যোকা মহাত্মনঃ ।  
 ইতো লক্ষ্মীরিবাপমা বিরোতি ভূশমাকুলা ॥ ৩ ॥  
 ভগবন্ সাধু পশ্চৈনাং দেবতামিব খাচ্যুতাম্ ।  
 মন্যামহেহমানুষীং তাং সংক্রিয়াস্তাঃ প্রযুক্ত্যতাম্ ॥ ৪ ॥  
 তেবাং তদ্বচনং শ্রুত্বা বুদ্ধ্যা নিশ্চিত্য ধর্ম্মবিৎ ।  
 তপসা দিব্যচক্ষুঃশ্রান্ প্রাদ্রবদ্ যত্র মৈথিলী ॥ ৫ ॥

১। লো-টী। দারকাঃ পুত্রাঃ ।

৩। লো-টী। ইত ইহ, অপম্না পদ্মরহিতা, 'আপন্ন'তি পাঠে বিপদগ্রস্তা ।

[ লো-টী। ] লক্ষ্মী কান্ত্যা ।

সেইস্থানে যে সকল মুনিবালক ছিল, তাহারা সকলে সীতাদেবীকে রোদন করিতে দেখিয়া মুনিশ্রেষ্ঠ বাল্মীকির নিকট গমন করিল ॥ ১ ॥

সেই মুনিপুত্রগণ বাল্মীকির চরণযুগলে প্রণাম করিয়া দয়াপরবশ হইয়া তাঁহার নিকট সীতার রোদনবৃত্তান্ত বলিতে লাগিল— ॥ ২ ॥

ভগবন্, কোন মহাত্মার লক্ষ্মীর স্থায় পরমা সুন্দরী এক রমণী এইখানে আসিয়াছেন, তিনি অতিশয় ব্যাকুল হইয়া রোদন করিতেছেন ॥ ৩ ॥

ভগবন্, স্বর্গভ্রষ্টা দেবতার স্থায় এই রমণীকে আপনি ভাল করিয়া দেখুন, তাঁহাকে আমরা অমানুষী মনে করি, তাঁহার অভ্যর্থনা করুন ॥ ৪ ॥

তপোবলে দিব্যচক্ষুঃসম্পন্ন ধার্ম্মিক বাল্মীকিমুনি তাহাদের সেই কথা শ্রবণ

১। হ 'মুনে: পাদৌ সজ্জাতা মুনিদারকা:' । ২। হ '-গোবা' । ৩। হ '-পদ্মা' । ৪। হ 'স্নাত'

৫। হ 'মহীমাং মানুযীং বিদ্য:' । ৬। হ 'প্রাদ্রাব্ কস ন মৈথিলী' ।

তং প্রয়াস্তমভিপ্রেক্ষ্য শিষ্যাঃ সর্বৈঃ তদাশ্রয়ঃ ।  
 অর্ঘ্যাদাদায় রুচিরং জাহ্নুবীতীরমাগমৎ ॥ ৬ ॥  
 ততঃ সীতাং হৃদ্বঃখার্তাং বান্দ্যীকিমুনিপুঙ্গবঃ ।  
 উবাচ মধুরাং বাণীং সান্না প্রহ্লাদয়ম্ভিব ॥ ৭ ॥  
 স্মৃষা দশরথস্য হৃৎ রামস্য মহিষী প্রিয়া ।  
 জনকস্য স্নাতা রাস্তঃ স্বাগতং তে পতিব্রতে ॥ ৮ ॥  
 আয়াস্ত্যেবাসি বিজ্ঞাতা ময়া ধর্ম্মসমাধিনা ।  
 কারণং চৈব বৈদেহি জ্ঞাতং প্রাগেব তন্ময়া ॥ ৯ ॥  
 অপাপাং বেদ্বি সীতে হ্যাং তপোলকেন চক্ষুষা ।  
 বিশ্রদ্ধা ভব বৈদেহি সাম্প্রতং ময়ি বর্তসে ॥ ১০ ॥

৬। লো-টী। অশ্রুহরহৃদগুঃ। আবেগ

৮। লো-টী। স্বাগতং হৃদেনাগতম্।

৯। লো-টী। আয়াস্ত্যেব আগচ্ছন্ত্যেব। ধর্ম্মে সমাধিচ্চিত্তৈকাগ্রতা, তেন।

১০। লো-টী। বিশ্রদ্ধা বিশ্বস্তা।

করিয়া জ্ঞানবলে সমস্ত অবগত হইয়া যেখানে মিথিলারাজনন্দিনী সীতা অবস্থান করিতেছিলেন সেই স্থানে গমন করিলেন ॥ ৫ ॥

তখন তাঁহাকে গমন করিতে দেখিয়া সকল শিষ্যগণ তাঁহার অনুগমন করিল, তিনি মনোরম অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়া গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলেন ॥ ৬ ॥

পরে মুনিশ্রেষ্ঠ বান্দ্যীকি অতিশয় দুঃখার্তা সীতাদেবীকে সান্নাধ্যাদ্বারা যেন আহ্লাদিত করিতে করিতেই স্মমধুর বাক্যে বলিলেন— ॥ ৭ ॥

অগ্নি পতিব্রতে, তুমি রামচন্দ্রের প্রিয়তমা মহিষী, দশরথের পুত্রবধূ, জনকের কন্যা, তোমার শুভাগমন হউক ॥ ৮ ॥

বৈদেহি, তোমার আগমন মাত্র আমি তাহা যোগবলে জানিয়াছি এবং আগমনের কারণও আমি পূর্বেই অবগত হইয়াছি ॥ ৯ ॥

সীতে, তপোলক দিব্যচক্ষুঃপ্রভাবে আমি তোমাকে নিষ্পাপ বলিয়া জানি।

আশ্রমস্থাবিদুরে তু তাপস্তস্তপসি স্থিতাঃ ।

তাস্থাং বৎসে যথাবচ্চ পালয়িস্বস্তি সৰ্ব্বশঃ ॥ ১১

সখ্যচ্চ তে সমস্তান্তা ভবিষ্যন্তি শুভব্রতে ।

ইদমৰ্থাং প্রতীচ্ছ ত্বং বিশ্বক্সা বিগতজ্বর ।

যথা স্বগৃহমভ্যোষি তথৈতদ্বনমাশি ॥ ১২ ॥

প্রোত্বা তু ভাষিতং সীতা মুনোঃ পরমমদ্রুতম্ ।

বন্দিত্বা শিরসা পাদৌ তথেষ্ট্যুচে কৃতাজ্জলিঃ ।

অম্মগচ্ছচ্চ গচ্ছন্তং বাল্মীকিমুণিপুঙ্গবম্ ॥ ১৩ ॥

১১। লো-টী। সৰ্ব্বশঃ সৰ্ব্বাঃ।

১২। লো-টী। প্রতীচ্ছ গৃহাণ।

[ লো-টী। ] উদারং মহান্তম্। ধৰ্ম্মনিষ্ঠাঃ নিষ্ঠাং ধৰ্ম্মো বাসাং তাঃ।

হে বিদেহরাজনন্দিনি, আশ্রমস্থ হও, এক্ষণে তুমি আমার আশ্রমে আছ ॥ ১০ ॥

বৎসে, আশ্রমের অনতিদূরে তাপসীগণ তপস্তা করিতেছেন, তাঁহারা তোমাকে সৰ্ব্বতোভাবে যথোচিত পালন করিবেন ॥ ১১ ॥

হে কল্যাণি, তাঁহারা সকলেই তোমার সখী হইবেন, তুমি আমার এই অর্থ্য গ্রহণ কর, আশ্রমস্থ হও এবং সমস্তাপ পরিত্যাগপূর্বক নিজের গৃহের ছায় মনে করিয়া এই বনে প্রবেশ কর ॥ ১২ ॥

সীতাদেবী বাল্মীকিমুনির আশ্চর্য্য কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার চরণদ্ব্যঙ্গে অবনত মস্তকে প্রণাম করত কৃতাজ্জলিপূর্বক 'তাহাই করিব' এই কথা বলিলেন এবং ঋষিচৈষ্ঠ বাল্মীকি গমন করিতে লাগিলে তাঁহার অনুগমন করিলেন ॥ ১৩ ॥

১। হ 'বৈ'। ২। হ 'তাতিঃ সহ সদা তিষ্ঠ'। ৩। হ 'শুভব্রতে'। ৪। হ 'বিশ্বক্স'। ৫। হ 'তদুৎকর্ষ্যাস্য সীতা সা পরমাদ্রুতম্'। ৬। হ 'বিক্সাবল্য চরণৌ তথেষ্ট্যুচে'। ৭। হ 'কিং মুনিপুঙ্গবম্'।  
অন্যঃ পরঃ হ 'উদারমুণিভির্জুষ্টঃ শ্রীধর্ম্মমিব রূপিণী'। তং ব্রহ্মণঃ মুনিং সীতা প্রোত্বা লিঃ মুদ্রাস্থিতা। অববাহু বম  
জ্ঞাপতো ধর্ম্মনিষ্ঠা মহাব্রতাঃ'। ইত্যদিকম্।

তং দৃষ্ট্বা মুনিমায়ান্তং বৈদেহ্যানুগতং তদা ।

প্রত্যাগতাঃ প্রাঞ্জলয়ন্তাপস্তো বাক্যমব্রুবন ॥ ১৪ ॥

স্মাগতং তে মুনিশ্রেষ্ঠ চিরস্থাগমনং প্রভো ।

অভিবাদামহে সৰ্ব্বা উচ্যতাং কিঞ্চ কুৰ্মহে ॥ ১৫ ॥

তানাং তদ্ভাষিতং শ্রুত্বা বাণ্মীকিরিদমব্রবীৎ ।

সীতেশ্বরং সমনুপ্রাপ্তা পত্নী রামস্য ধামতঃ ॥ ১৬ ॥

সুখা দশরথশ্চৈষা জনকস্তাত্ত্বসম্ভবা ।

পত্ন্যা ত্যক্তা হৃপাপেয়ং পরিপাল্যা ময়া সতী ॥ ১৭ ॥

ইমাং ভবত্যঃ পশ্যন্তু স্নেহেন পরমেন হি ।

স্বীভাবাচ্চ ময়োক্তস্য বাক্যস্য চ বিশেষতঃ ॥ ১৮ ॥

১৪। লো-টী। বৈদেহ্যা সহ অনুগতং বর্তমানম্।

১৮। লো-টী। স্বীভাবাৎ স্বীভাৱং, স্বীম্ স্বীভিরেব স্নেহঃ ক্রিয়তে ইত্যর্থঃ। অস্ত  
ময়োক্তস্য বাক্যস্য বিশেষতো হেতোশ্চ।

তখন তাপসীগণ বিদেহরাজনন্দিনী সীতার সহিত বাণ্মীকি মুনিকে আসিতে  
দেখিয়া কৃতাজ্জলিপুটে প্রত্যাগমন করত বলিতে লাগিলেন—॥ ১৪ ॥

হে মুনিশ্রেষ্ঠ, আপনার শুভাগমন হউক, প্রভো, বহুকাল পরে আপনার  
আগমন হইল, আমরা সকলে [আপনাকে] অভিবাদন করিতেছি, কি কার্য্য  
করিব আদেশ করুন ॥ ১৫ ॥

বাণ্মীকি তাঁহাদের সেই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, এই সীতাদেবী  
আসিয়াছেন, ইনি ধীমান্ রামচন্দ্রের পত্নী, দশরথের পুত্রবধূ এবং জনকরাজের কন্যা।  
ইনি পতিব্রতা এবং নিম্পাপা হইয়াও পতিকর্তৃক পরিত্যক্তা হইয়াছেন, এখন  
আমার ইহাকে প্রতিপালন করিতে হইবে ॥ ১৬-১৭ ॥

রমণী বলিয়া, বিশেষতঃ আমার আদেশানুসারে, আপনারা ইহাকে পরম

১। হ 'তু ভাষিতং'। ২। হ '-রত্নবীদ্যঃ'। ৩। হ '-কন্ত হতা সতী'। ৪। হ 'অপাপা পতিনা  
তক্তা'। ৫। হ 'ব্যং ময়া'। ৬। হ 'তু'। অন্তঃ পরং হ 'গৌরবে সম বাক্যস্ত যদি পূজাং বিশেষতঃ'।  
ইত্যধিকম্। ৭। হ 'গৌরবাহ'। ৮। হ '-স্তাত'।

মুহুর্নুহুচ বৈদেহীঃ তান্ন নিক্শিপ্য সর্বশঃ ।

স্বমাশ্রমং শিষ্যবৃত্তঃ পুনরায়ান্মহাতপাঃ ॥ ১৯ ॥

ইতি মুনিবচনং নিশম্য তৎ তাঃ

প্রতিজগৃহুঃ শিরসা তথৈতি সীতাম্ ।

স চ মুনিরভিসাম্ব্য রামপত্নীম্

প্রতিগত আশ্রমমাত্মনস্তদা ॥ ২০ ॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে বাল্মীকিদর্শনং নাম

একপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫১ ॥

১৯। লো-টী। তান্ন সর্বশঃ সর্বায়।

বাল্মীকিদর্শনম্ ॥ ৫১

স্নেহের সহিত অবলোকন করুন ॥ ১৮ ॥

মহাতপাঃ বাল্মীকি পুনঃ পুনঃ তাঁহাদের উপর সীতাদেবীর ভার গ্রস্ত করিয়া শিষ্যগণে পরিবেষ্টিত হইয়া পুনরায় স্বীয় আশ্রমে আগমন করিলেন ॥ ১৯ ॥

তাপসীগণ মুনির কথা শ্রবণ করিয়া অবনত মস্তকে 'তাহাই হইবে' এই বলিয়া তাঁহার আদেশ এবং সীতাদেবীকে গ্রহণ করিলেন। তখন বাল্মীকি-মুনি সীতাকে সান্নিধ্য দান করিয়া স্বীয় আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করিলেন ॥ ২০ ॥

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে বাল্মীকিদর্শন নামক

৫১শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫১ ॥

( ୫୨ ) ଦ୍ଵିପଦାଂଶଃ ସର୍ଗଃ

ଦୃଢ଼଼ା ତୁ ମୈଥିଲୀଂ ହାରମାତ୍ରମସ୍ତ ଗତାଂ ସତୀୟଂ ।  
 ସୌମିତ୍ରିଃ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତଂ ଚୋଦୟାମାସ ସାରଥ୍ୟିୟଂ ।  
 ସାରଥେ ଚୋଦୟାସ୍ତାଂସ୍ତଂ ସଦ୍ଵରଂ ବାହୟନ୍ ରଥୟଂ ॥ ୧ ॥  
 ଗଚ୍ଛନ୍ନେବ ତଦା ସୀମାନ୍ ଶୀଘ୍ରଗେନ ରଥେନ ତୁ ।  
 ସନ୍ତାପମକରୋଦେବାରଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣୋ ଦୀନଚେତନଃ ।  
 ଅତ୍ରବୀଚ୍ଚ ମହାତେଜଃ ସ୍ତ୍ରମସ୍ତ୍ରମଥ ସାରଥ୍ୟିୟଂ ॥ ୨ ॥  
 ସୀତାବିବାସଜଃ ହୁଃଖଂ ପଞ୍ଚ ରାମସ୍ତ ସୀମତଃ ।  
 ଅତୋ ହୁଃଖତରଂ କିମ୍ନୁ ରାଘବସ୍ତ ଭବିଷ୍ୟତି ।  
 ପତ୍ନୀଂ ଶୁକ୍ରସମାଚାରାଂ ବିସ୍ମୟା ଜନକାଭ୍ୟଜାୟଂ ॥ ୩ ॥

୩ । ଲୋ-ଟୀ । ମୈଥିଲୀସନ୍ତପଂ କଚିଚ୍ଚ ‘ସୀତାବିବାସଜ’ମିତି ପାଠଃ । ବିସ୍ମୟା ହିତସ୍ତ ରାଘବସ୍ତ, ଅତଃ ଅନ୍ୟାଦ୍ ହୁଃଖାଂ ।

ସୁମିତ୍ରାନନ୍ଦନ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସାକ୍ଷୀ ମିଥିଲାରାଜନନ୍ଦିନୀ ସୀତାଦେବୀକେ ଆଶ୍ରମେର ଦ୍ଵାରେ  
 ଗମନ କରିତେ ଦେଖିୟା ଶୋକସନ୍ତପ୍ତଚିତ୍ତେ ସାରଥ୍ୟିକେ ବଲିଲେନ—ସାରଥେ, ଫ୍ରତ୍ତ ରଥ  
 ଚାଲାହିବାର ଜଞ୍ଜ ଅସ୍ତ୍ରଦିଗକେ ପରିଚାଳିତ କର ॥ ୧ ॥

ତତ୍ତନ ମହାତେଜସ୍ଵୀ ସୀମାନ୍ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶୀଘ୍ରଗାମୀ ରଥେ ଗମନ କରିତେ କରିତେ ବିଷଣ୍ଣ  
 ଚିତ୍ତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତାପ କରିୟା ସାରଥ୍ୟି ସୁମସ୍ତ୍ରକେ ବଲିଲେନ— ॥ ୨ ॥

[ ସାରଥେ ], ସୀତାର ନିର୍ବାସନେ ସୀମାନ୍ ରାମଚନ୍ଦ୍ରେର କିରୂପ ହୁଃଖ ହିଏବେ  
 ଚିନ୍ତା କର, ପବିତ୍ରସ୍ତବାବା ପତ୍ନୀ ଜାନକୀକେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଲେନ, ରାମଚନ୍ଦ୍ରେର ଇହା  
 ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ହୁଃଖ ଆର କି ହିଏତେ ପାରେ ? ॥ ୩ ॥

୧ । ହ ‘ସୁନିନା ସୀତାମାତ୍ରମଂ ସଂଗ୍ରହେନିତାୟ’ । ୨ । ହ ‘-ଦ୍ଵିପଦଂ-’ । ୩ । କ ‘-ଦ୍ଵାଦଶଂ ଚ ସୋହବାହମସ୍ତ୍ରମ୍’ ।  
 ଅତଃ ପରଂ ହ ‘ଭକ୍ତ଼ା ତୁ ମୈଥିଲୀଂ ସାକ୍ଷୀମାତ୍ରମସ୍ତ ସତୀପତଃ’ । ଇତ୍ୟାଦିକମ୍ । ୪ । ହ ‘-ରୋଦୀତ୍ରଂ’ । ୫ । ହ ‘ପତଚେତନଃ’ ।  
 ୬ । ହ ‘-ବୀଂସ’ । ୭ । ହ ‘-ସ୍ତ୍ରମସ୍ତ୍ରମସ୍ତ୍ରମ୍’ ।

ব্যক্তং দৈবাদয়ং জাতো বিনাভাবো মহাত্মনঃ ।

১ ধৰ্মপত্ন্যা নরেন্দ্রস্ত দৈবং হি দুৰতিক্রমম্ ॥ ৪ ॥

২ যো হি দেবান্ সগন্ধৰ্বান্ সান্সরান্ সহরাক্ষসান্ ।

নিহতাদ্রাঘবঃ ক্রুদ্ধঃ সোহয়ং দৈববশং গতঃ ॥ ৫ ॥

পুরা রামঃ পিতুৰ্বাক্যাব্জিনে দণ্ডকে বনে ।

উষিতো নব বর্ষাণি পঞ্চ চৈব স্তদারুণে ॥ ৬ ॥

ততো হুঃখতরং ভূয়ঃ সীতায়্য বিপ্রবাসনম্ ।

পৌরাণাং বচনাং সূত নৃশংসং প্রতিভাতি মে ॥ ৭ ॥

কো নু ধৰ্ম্মাশয়ঃ সূত কৰ্ম্মণ্যস্মিন্ যশোহরে ।

মৈথিলীং প্রতি সংপ্রাপ্তঃ পৌরৈহীনার্থবাদিভিঃ ॥ ৮ ॥

৪। লো-টী। নরেন্দ্রস্ত ধৰ্মপত্ন্যা সহ বিনাভাবঃ পৃথগ্ভাবঃ দৈবাদীশ্বরাদদৃষ্টোহা ব্যক্তং স্মৃটম্, হি বস্ম্যং দৈবং দুৰতিক্রমম্, অতিক্রমণীয়ং ন ভবতি ।

৭। লো-টী। পৌরাণাং বচনাং সীতায়্য বিপ্রবাসনং ৪২ তৎ তৎ ততোহপি বনবাসাদপি ভূয়োহধিকং হুঃখতরং নৃশংসং প্রতিভাতি ।

৮। লো-টী। মৈথিলীং প্রতি অগ্নিন্নপবাদরূপে কৰ্ম্মণি হীনার্থবাদিভিঃ পৌরৈঃ কো বা ধৰ্ম্মরূপ আশ্রয়ঃ সংপ্রাপ্তঃ ? কো ধৰ্ম্মঃ সংপ্রাপ্ত ইত্যর্থঃ ।

মহাত্মা নরপতি রামচন্দ্রের ধৰ্মপত্নীর সহিত এই বিচ্ছেদ অদৃষ্টক্রমে হইয়াছে, ইহা স্মৃপষ্ট ; অদৃষ্টকে অতিক্রম করা হুঃসাধ্য ॥ ৪ ॥

যে-রামচন্দ্র ক্রুদ্ধ হইলে গন্ধৰ্ব, অসুর এবং রাক্ষসের সহিত দেবতাদিগকেও বধ করিতে পারেন, তিনিও অদৃষ্টের অধীন হইলেন । ॥ ৫ ॥

পূর্বে রামচন্দ্র পিতার বাক্যানুসারে অতি ভয়ঙ্কর দণ্ডকারণে চতুর্দশ বৎসর বাস করিয়াছিলেন ॥ ৬ ॥

সারণে, পুরবাসিগণের কথানুসারে সীতার নির্বাসন ভঙ্গপেক্ষাও অধিকতর হুঃখজনক ও নৃশংস বলিয়া আমার মনে হয় ॥ ৭ ॥

সারণে, সীতার প্রতি হীনার্থবাদী পুরবাসীরা এই নিন্দাজনক কার্যে কি ধৰ্ম্ম

সূত কৰ্ম্মণ্যনার্থোহস্মিন্নধৰ্ম্মঃ সংশ্রয়িষ্যতি ।

রাজানং লক্ষ্মণং চাপি পৌরান্ বা বাক্যদুৰ্ব্বলান্ ॥ ৯ ॥

এতা বহুবিধা বাচঃ শ্রুত্বা লক্ষ্মণভাষিতাঃ ।

স্বমন্ত্রঃ প্রাজ্জলিভূত্বা বাক্যমেতদ্বাচ হ ।

ন সস্তাপস্বয়া কার্য্যঃ সৌমিত্রে মৈথিলীং প্রতি ॥ ১০ ॥

দৃষ্টমেতৎ পুরা বিপ্রৈঃ পিতৃস্তু ব সমীপতঃ ।

ভবিষ্যতি চিরং রামঃ স্মৃৎ ছুঃখমবাপ্স্যতি ।

প্রাপ্স্যতে চ মহাবাহুর্বিপ্রয়োগং প্রিয়ৈর্জতম্ ॥ ১১ ॥

ত্বাং চৈব মৈথিলীং চৈব শত্রুঘ্নভরতৌ তথা ।

স ত্যজিষ্যতি ধৰ্ম্মাত্মা কালেন মহতা কিল ॥ ১২ ॥

৯। লো-টা। অস্মিন্ কৰ্ম্মণি অধৰ্ম্মঃ সংশ্রয়িষ্যতি, কান্? তানাহ—রাজানমিত্যাदि।  
বাক্যদুৰ্ব্বলান্ মিথ্যাবাদিনঃ ।

[ লো-টা। ] হে লক্ষ্মণ কথিতমিত্যর্থঃ ।

[ লো-টা। ] গম্ভীরোহর্থঃ পদমক্ষরং বস্তু তৎ ।

লাভ করিল ! ॥ ৮ ॥

সূত, এই অনার্য্যোচিত কার্য্যে রাজাকে, লক্ষ্মণকে এবং মিথ্যাবাদী পুত্রবাসি-  
গণকে অধৰ্ম্ম আশ্রয় করিবে ॥ ৯ ॥

স্বমন্ত্র লক্ষ্মণের এইরূপ নানাবিধ কথা শ্রবণ করিয়া কৃতাজ্জলিপুটে বলিলেন,  
লক্ষ্মণ, আপনি সীতার জন্ত সস্তাপ করিবেন না ॥ ১০ ॥

পূর্বে ব্রাহ্মণগণ আপনার পিতার নিকট বলিয়াছিলেন যে, মহাবাহু রাম  
দীর্ঘায়ুঃ হইবেন, স্মৃৎ ও ছুঃখ উভয়ই লাভ করিবেন এবং শীঘ্রই প্রিয়গণের সহিত  
বিযুক্ত হইবেন ॥ ১১ ॥

ধৰ্ম্মাত্মা রাম কালক্রমে আপনাকে, সীতাকে এবং শত্রুঘ্ন ও ভরতকেও

১। হ 'কং'। ২। হ 'বাপি'। ৩। হ '-শ্চে লক্ষ্মণাশ্রিতঃ'। ৪। হ ইতঃ পাদচতুইরন্ত হানে  
'কস্মিন্শ্চিৎ কারণে হ্যন্ত মৈথিলীক বশ্বিনীম্'। ইতি পাঠঃ। ৫। ত 'সন্ত্য-'। ৬। অতঃ পরং হ 'তজ্জনা  
ঘটনং তন্ত গম্ভীরার্ণবং মহৎ'। ত্রহীত্বাচ সৌমিত্রিঃ সূতং বাক্যবিশারদম্ । ততঃ সৰ্বোদিতঃ সূতো লক্ষ্মণেন  
মহান্মনা । তদ্বাক্যবিশিষ্টা শ্রোত্বঃ ব্যাহতঃ স্পগচ্ছবে'। ইত্যধিকম্ ।



ন হ্রিদং হ্রয়ি সৌমিত্রে বক্তব্যং ভরতেহপি বা ।

পিত্রা তে বাহুতে বাক্যে দুর্ব্বাসা যদ্বাচ হ ॥ ১৩ ॥

মহারাজসমীপে হি মম চৈবাগ্রতস্তদা ।

ঋষিণা ব্যাহতং বাক্যং বশিষ্ঠশ্চ চ সন্নিধৌ ॥ ১৪ ॥

ঋষেষু বচনং শ্রুত্বা মামুবাচ স পার্শ্বিণঃ ।

সূত ন কচিদেতত্তে বক্তব্যমৃষিভাষিতম্ ॥ ১৫ ॥

তস্মাহং লোকনাথশ্চ বাক্যেন সুসমাহিতঃ ।

নানৃতং তদহং কুর্য্যামিতি মে সৌম্যদর্শন ॥ ১৬ ॥

সর্ব্বথা ত্বেব বক্তব্যং ময়া সৌম্য তবাগ্রতঃ ।

যদি তে শ্রবণে শ্রদ্ধা শ্রয়তাং রঘুনন্দন ॥ ১৭ ॥

১৩-১৪। লো-টী। সৌমিত্রে শক্রয়ে ভরতে চ ইদং বাক্যং ন বক্তব্যম্, রামঃ কিং কিং করিষ্যতীতি তে তব পিত্রা ব্যাহতে সতি সীতাত্যাগো ভবন্ত্যাগশ্চ ইতি যদ্বাচ, তদেব বাক্যং বশিষ্ঠশ্চ চ সন্নিধৌ ঋষিণা, ঋষিভিরপি ব্যাহতম্।

[ লো-টী। ] নিদর্শনমাজ্জাম্।

পরিভ্রাণ করিবেন ॥ ১২ ॥

এই কথা আপনার নিকট বা শক্রস্ব ও ভরতের নিকটও বলা উচিত নয়, আপনার পিতার উত্তরে দুর্ব্বাসা ইহা বলিয়াছিলেন ॥ ১৩ ॥

দুর্ব্বাসা ঋষি মহারাজের ( দশরথের ) নিকটে আমার সমক্ষে এবং বশিষ্ঠের সমক্ষে এই কথা বলিয়াছিলেন ॥ ১৪ ॥

ঋষির কথা শ্রবণ করিয়া মহারাজ আমাকে বলিলেন, সূত, ঋষির এই কথা তুমি কুত্রাপি প্রকাশ করিও না ॥ ১৫ ॥

সুতরাং হে প্রিয়দর্শন, আমি রাজা দশরথের বাক্যে অবহিত হইয়া আছি, তাঁহার কথা মিথ্যা করিতে পারিব না ॥ ১৬ ॥

সৌম্য রঘুনন্দন, [ তথাপি ] যদি শ্রবণ করিতে আপনার আগ্রহ হইয়া থাকে,

১। হ 'সৌমিত্রে ন বদ্য চেৎ'। ২। হ 'ভরতায় বৈ'। ৩। হ 'তথঃ'। ৪। হ 'সৌম্য নিদর্শনম্'। ৫। হ '-পি তু'। ৬। হ 'বা'।

যতুপ্যহং নরেন্দ্রেণ রহস্ত্রং প্রাবিতঃ পুরা ।

তথাপ্যদাহরিষামি দিবং তস্মিন্ নৃপে গতে ।

সর্ব্বং তে নরশার্দূল রহস্ত্রং যচ্ছ্রুতং ময়া ॥ ১৮ ॥

তচ্ছ্রুত্বা ভামিতং তস্মৈ গন্তীরার্থপদং মহৎ ।

উবাচ কথয়স্বৈতি সুমন্ত্রং বাক্যকোবিদম্ ॥ ১৯ ॥

ইত্যার্ষে বায়্বিকীয়ে রামায়ণে আদিকাণ্ডে উত্তরকাণ্ডে লক্ষণসম্ভাপো নাম  
বিপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫২ ॥

[ লো-টী । ] মম ময়া ।

লক্ষণাঙ্কনম্ ॥ ৫২

তবে অবশ্যই আমি আপনার নিকট বলিব, শ্রবণ করুন ॥ ১৭ ॥

নরশ্রেষ্ঠ, যদিও মহারাজ গোপনীয় বিষয় আমাকে শুনাইয়াছিলেন, তথাপি এখন মহারাজ স্বর্গে গমন করায় আমি যে-সমস্ত গোপনীয় বিষয় শুনিয়াছিলাম, সেই সমস্তই আপনার নিকট প্রকাশ করিব ॥ ১৮ ॥

লক্ষণ তাহার গভীর অর্থযুক্ত সেই মহৎ কথা শুনিয়া বাক্যবিশারদ সুমন্ত্রকে বলিলেন ‘বল’ ॥ ১৯ ॥

মহর্ষি বায়্বিকীপ্রণীত আদিকাণ্ডে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে লক্ষণসম্ভাপ-নামক  
৫২শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫২ ॥

## ( ৫৩ ) ত্রিপঞ্চাশঃ সর্গঃ

ততঃ প্রচোদিতঃ সূতো লক্ষ্মণেন মহাত্মনা ।  
 তদ্বাক্যমুষ্ণিণা প্রোক্তং ব্যাহত্ব মুপচক্রমে ॥ ১ ॥  
 ছৰ্ব্বাসা হি পুরা সৌম্য অত্রেঃ পুত্রো মহাতপাঃ ।  
 বশিষ্ঠশ্রাজ্জমে পুণ্যে বর্ষারাত্রমুপাবসৎ ॥ ২ ॥  
 তদাশ্রমং মহাবাহো পিতা তে স্মমহাযশাঃ ।  
 পুরোধসং মহাত্মানং দিদৃক্ষুরগমৎ স্বয়ম্ ॥ ৩ ॥  
 স দৃষ্ট্বা সূর্য্যসংকাশং জ্বলন্তমিব তেজসা ।  
 উপবিষ্টং বশিষ্ঠশ্র সবে্যে পার্শ্বে মহামুনিম্ ॥ ৪ ॥  
 ততোহভিবাগ্ন তমুষ্ণিং মিত্রাবরুণসম্ভবম্ ।  
 তং মুনিং তপসা যুক্তমভিগম্যাভ্যভাষত ॥ ৫ ॥

২। লো-টী। আশ্রমপদে আশ্রমস্থানে বর্ষারাত্রং বর্ষারাত্রো অবসৎ ।

৪। লো-টী। অলস্তময়িমি ।

৫। লো-টী। মিত্রাবরুণসম্ভবং বশিষ্ঠম্ ।

তার পর সারথি মহাত্মা লক্ষ্মণকর্তৃক প্রেরিত হইয়া ঋষিকথিত সেই পূর্বকথা বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১ ॥

সৌম্য, পূর্বে [ এক সময় ] অত্রিতনয় মহাতপস্বী ছৰ্ব্বাসা বর্ষাকালে বশিষ্ঠের পবিত্র আশ্রমে বাস করিতেছিলেন ॥ ২ ॥

মহাবাহো, মহাযশস্বী আপনার পিতৃদেব দশরথ মহাত্মা পুরোহিতকে দেখিবার ইচ্ছায় স্বয়ং তাঁহার আশ্রমে গমন করিয়াছিলেন ॥ ৩ ॥

তিনি বশিষ্ঠদেবের দক্ষিণ পার্শ্বে উপবিষ্ট তেজঃপুঞ্জ জাজ্বল্যমান

১। হ 'সকো'। ২। হ '-ভসখ্যাভু'। ৩। হ '-অশ্রমপদে'। ৪। হ 'তু মহা'। ৫। হ 'সোহতি'। ৬। হ 'মহাত্মানং'। ৭। হ '-বাদরং'।

স তাঁভ্যাং পূজিতো রাজা স্বাগতেনাসনেন চ ।

পানেন ফলমূলৈশ্চ স তত্রোপবিবেশ হ ॥ ৬ ॥

তেষাং তত্রোপবিষ্টানাং তাস্তাঃ স্তমধুরাঃ কথাঃ ।

বভূবুঃ পরমোদারাস্তদা মধ্যগতেহহনি ॥ ৭ ॥

ততঃ কথায়াং কস্তাকিৎ প্রাঞ্জলিঃ প্রগ্রহো নৃপঃ

উবাচ তং মহাত্মানমত্রেঃ পুত্রমিদং বচঃ ॥ ৮ ॥

ভগবন্ কিংপ্রমাণো মে শেযো বংশো ভবিষ্যতি ।

কিমায়ুশ্চ ভবেদ্রামঃ পুত্রাশ্চাত্তে কিমায়ুষঃ ॥ ৯ ॥

৬। লো-ট। হার্দেন স্নেহেন 'পাঞ্চে'তি বা পাঠঃ ।

৭। লো-ট। মধ্যাদিত্যাগতেহহনি অহনি অহঃ মধ্যে আদিত্যে গতে ইত্যর্থঃ ।

৮। লো-ট। প্রগৃহ্ণাতীতি প্রগ্রহঃ চরণৌ গৃহ্মিত্যর্থঃ ।

৯। লো-ট। বংশঃ পুত্রঃ, মে মম শেযো মন্তব্যঃ কিং প্রমাণং মর্যাদা যন্ত সঃ ।

সূর্য্যভূত্যা সেই মহামুনি দুর্ব্বাসাকে দেখিয়া অভিবাদন করত তপঃসম্পন্ন সেই  
বশিষ্ঠদেবের সমীপে গমন করিয়া আলাপ করিতে লাগিলেন ॥ ৪-৫ ॥

তঁাহারা রাজা দশরথকে স্বাগত প্রদ্ব, আসন, পানীয় এবং ফলমূলদ্বারা  
সম্মানিত করিলে তিনি সেইস্থানে উপবেশন করিলেন ॥ ৬ ॥

মধ্যাহ্নসময়ে সেইস্থানে উপবিষ্ট তঁাহাদিগের মধ্যে অতিশয় উদারতাপূর্ণ  
স্তমধুর নানাবিধ কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল ॥ ৭ ॥

অনন্তর কোন কথাপ্রসঙ্গে মহারাজ দশরথ অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হইয়া  
করজোড়ে অত্রিতনয় মহাত্মা দুর্ব্বাসাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—॥ ৮ ॥

ভগবন্, আমার পরবর্ত্তী বংশ কতকাল স্থায়ী হইবে এবং রাম ও মদীয়  
অপর পুত্রগণের আয়ুর পরিমাণ কিরূপ হইবে ? ॥ ৯ ॥

১। হ 'পাঞ্চে'। ২। হ 'তত্র চোপবিবেশ হ'। ৩। হ 'বিবিধা রম্যা-'। ৪। হ 'পুত্রঃ  
মহোজস্ব'। ৫। হ 'জ্যেষ্ঠো'।

রামস্ত চ স্ততা যে স্ত্যন্তেষামায়ুশ্চ কিং ভবেৎ ।

কামং মে ভগবন্ ক্রহি বংশস্তাস্ত গতাগতম্ ।

১০ ৷ স্ততঃ স্ত্রোতুমিদং সৰ্ব্বমিচ্ছেয়ং মুনিসত্তম ॥ ১০ ॥

তচ্ছ্রুত্বা ব্যাহতং বাক্যং রাজ্ঞা দশরথেন তু ।

দুৰ্ব্বাসাঃ স্তমহাতেজা ব্যাহতুঁমুপচক্রমে ॥ ১১ ॥

যৎ তু পৃচ্ছসি মে সৌম্য ত্বং বাক্যং ক্রহি রাঘব ।

শৃণু ত্বং সাবধানেন যদ্বাচ মহামুনিঃ ॥ ১২ ॥

অযোধ্যাধিপতী রামো দীর্ঘকালং ভবিষ্যতি ।

সুখিনশ্চ সমৃদ্ধাশ্চ ভবিষ্যন্ত্যস্ত য়েহনুগাঃ ॥ ১৩ ॥

কস্মিংশ্চিৎ কারণে ত্বাং চ মৈথিলীং চ যশস্বিনীম্ ।

স ত্যজিষ্যতি ধৰ্ম্মাত্মা কালেন মহতা কিল ॥ ১৪ ॥

১০। লো-টী। অমুখা ত্রাতরঃ।

১৪। লো-টী। সত্যজিষ্যতি সত্যক্ৰাতি।

রামের যাহারা পুত্র হইবে তাহাদেরই বা কিরূপ আয়ু হইবে? ভগবন, আমার এই বংশের শুভাশুভ দয়াকরিয়া বলুন, হে মুনিসত্তম, আপনার নিকট হইতে এই সমস্ত শুনিতে ইচ্ছা করি ॥ ১০ ॥

মহারাজ দশরথের সেই কথা শ্রবণ করিয়া মহাতেজস্বী দুৰ্ব্বাসা বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১১ ॥

সৌম্য রঘুনন্দন, আপনি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন এবং যাহা বলিতে আদেশ করিতেছেন, সে বিষয়ে মহামুনি দুৰ্ব্বাসা যাহা বলিয়াছিলেন তাহা সাবধানে শ্রবণ করুন ॥ ১২ ॥

রামচন্দ্র দীর্ঘকাল অযোধ্যার অধিপতি থাকিবেন এবং তাঁহার অনুচরবর্গও সুখী এবং সমৃদ্ধিশালী হইবেন ॥ ১৩ ॥

বহুকাল পরে ধৰ্ম্মাত্মা রাম কোন কারণে আপনাকে এবং যশস্বিনী

১। হ 'স্ততঃ সৰ্ব্বমিদং স্ত্রোতু-'। ২। হ 'রাজ্ঞা দশরথস্ত তু'। ৩। হ অতঃ পরং 'স সৰ্ব্বমধিগাং রাজ্ঞা বংশস্তাস্ত গতাগতম্'। ইত্যধিকম্। ৪। হ 'যদ্বাং পৃচ্ছসি সৌম্য ত্বং বাক্যং ক্রহি রাঘব'। ৫। হ 'স্ততঃ'। ৬। হ 'দ্রাতিঃ'। ৭। হ 'ধ্যায়াঃ'। ৮। হ 'য়েহনুগাঃ'। ৯। হ 'লক্ষণং মৈথিলীং তথা'। ১০। হ 'সত্যং'।

দশ বর্ষসহস্রাণি দশ বর্ষশতানি চ ।

প্রশান্ত রাঘবো রাজ্যং ত্রক্ষলোকং গমিষ্যতি ॥ ১৫ ॥

সমুদ্বৈর্জয়মেধৈশ্চ ইক্ষু পরপুংসুয়ঃ ।

রাজবংশং চ কাকুৎস্থো জ্ঞবং সংস্থাপয়িষ্যতি ॥ ১৬ ॥

সর্বমেতৎ তদা রাজ্যে বংশস্তাগামিনীং গতিম্ ।

আখ্যায় স মহাতেজাস্তু মৌনাসীম্‌মহামুনিঃ ॥ ১৭ ॥

তুষ্ণীংভূতে মুনৌ তস্মিন্ রাজা দশরথস্তদা ।

অভিবাঢ় মহাত্মানৌ পুনরায়ান্ স্বকং পুরম্ ॥ ১৮ ॥

এতদ্বচো ময়া তত্র মুনিনা ব্যাহতং পুরা ।

শ্রুত্বা হৃদি চ নিক্ষিপুং নানুথা তদ্বিষ্যতি ॥ ১৯ ॥

১৫। লো-টী। 'প্রশান্ত' ইতি পাঠঃ। 'রামো রাজ্যমুপাশিত্ব' ইতি চ কচিং।

১৬। লো-টী। সমুদ্বৈর্দক্ষিণাসমুদ্বৈর্জয়ঃ।

১৯। লো-টী। তৎ মুনিবাক্যম্, অন্তথা বার্থম্।

সীতাকে পরিত্যাগ করিবেন ॥ ১৪ ॥

রামচন্দ্র একাদশ-সহস্র বর্ষ রাজ্য শাসন করিয়া ত্রক্ষলোকে গমন করিবেন ॥ ১৫ ॥

শক্রনগর-বিজেতা কাকুৎস্থ রামচন্দ্র মহাসমারোহে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া চিরস্থায়ী রাজবংশ স্থাপন করিবেন ॥ ১৬ ॥

সেই মহাতেজস্বী মহামুনি তুষ্ণীয়া বংশের ভবিষ্যৎ অবস্থা সম্পর্কে রাজার নিকট এই সমস্ত বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন ॥ ১৭ ॥

সেই মুনি তুষ্ণীজীব অবলম্বন করিলে রাজা দশরথ সেই দুই মহাত্মাকে পুনরায় অভিবাदन করিয়া স্বীয়রাজধানীতে আগমন করিলেন ॥ ১৮ ॥

পূর্বকালে তুষ্ণীয়া মুনির কথিত এই কথা আমি সেইস্থানে জ্ঞবণ করিয়া

১। হ 'রামো রাজ্যমুপাশিত্ব'। ২। হ '-বজ্রাশ'। ৩। হ '-স্বঃ স বহুং স্থাপয়িষ্যতি'। ৪। হ 'এতৎ সর্বং তদা'। ৫। হ 'লম্ববা'। ৬। হ '-মতিঃ'। ৭। হ 'পিতা'। ৮। হ '-জ্ঞানং'। ৯। হ 'পুরোক্তম্'। ১০। হ 'ভজ'। ১১। হ 'তদা'। ১২। হ 'বিনিক্ষিপুং'।

অস্থাঃ পুত্রং চ সীতায়া অভিব্যেক্যতি রাঘবঃ ।

অন্যত্র ন ত্রযোধ্যায়াং মুনেন্তস্য বচো যথা ॥ ২০ ॥

এবং গতে ন সস্তাপং কর্তুর্মহিসি লক্ষ্মণ ।

সীতার্থং রাঘবার্থং বা দৃঢ়ো ভব নরোত্তম ॥ ২১ ॥

তচ্ছ্রদ্ধা লক্ষ্মণো বাক্যং সূতস্ত পরমাস্তু তম্ ।

প্রহর্ষমতুলং লেভে সাধু সাধ্বিতি চাত্রবীৎ ॥ ২২ ॥

তয়োঃ সংবদতোরেবং সূতলক্ষ্মণয়োঃ পথি ।

রবিরস্তং গতৌ রাত্রিঃ কোশল্যাং সমবর্তত ॥ ২৩ ॥

ইত্যর্থে বায়্বাকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে সূতবাক্যং নাম  
ত্রিপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫৩ ॥

২০। লো-টী। অস্থাঃ পুত্রো অযোধ্যায়াম্ অভিব্যেক্যতি, নান্যত্র। যথা যথার্থং মুনেক্ষচঃ  
অন্যত্রা ন ভবিষ্যতীর্থঃ।

২১। লো-টী। এবং গতে জ্ঞাতে সতি। দৃঢ়ঃ সাবধানঃ।

২৩। লো-টী। অন্তম্ অন্তাচলম্। কেশিষ্ঠাং নত্যাং পুথ্যাং বা।

সূতবাক্যম্ ॥ ৫৩ ॥

হৃদয়মধ্যে প্রথিত করিয়া রাখিয়াছিলাম ; তাহা ব্যর্থ হইবে না ॥ ১৯ ॥

সেই মূনি যাহা বলিয়াছিলেন তদনুসারে—রামচন্দ্র এই সীতাদেবীর পুত্রকে  
অন্য কোথাও অভিবিক্ত করিবেন, অযোধ্যায় নহে ॥ ২০ ॥

নরোত্তম লক্ষ্মণ, এইরূপ অবগত হইয়া সীতা অথবা রামের জন্ত আর সস্তাপ  
করা উচিত নয়, আপনি দৃঢ়চিত্ত হউন ॥ ২১ ॥

সারথির সেই অন্তত কথা শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণ অসীম আনন্দ লাভ করিলেন  
এবং ‘সাধু সাধু’ বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন ॥ ২২ ॥

পথিমধ্যে সারথি এবং লক্ষ্মণের এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে  
সূর্য্যাদেব অন্তাচলে গমন করিলেন এবং কোশল-[কোশলী?] নগরীতে রাত্রি  
প্রাভুত্ব হইল ॥ ২৩ ॥

মহর্ষি বায়্বাকীপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে সূতবাক্য-নামক  
৫৩শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৩ ॥

(৫৪) চতুঃপাথাংশঃ সর্গঃ

উষিহ্না তাং নিশাং তত্র কোশল্যাং রঘুনন্দনঃ ।  
 প্রভাতে পুনরুত্থায় স্বাং পুরীং প্রযযাবথ ॥ ১ ॥  
 ততোহর্দ্ধদিবসে প্রাপ্তে প্রবিবেশ মহারথঃ ।  
 অযোধ্যাং রত্নসম্পূর্ণাং হৃষ্টপুষ্টজনানুতাম্ ॥ ২ ॥  
 সৌমিত্রিস্ত পরং দৈন্যমাজগাম পরস্তপঃ ।  
 রামপাদৌ সমাসাঙ কিং বক্ষ্যামীতি চিন্তয়ন্ ॥ ৩ ॥  
 তস্য চিন্তয়তস্তেবং ভবনং গিরিসন্নিভম্ ।  
 রামস্য পরমোদারং পুরস্তাং সমদৃশ্যত ॥ ৪ ॥  
 স রাজভবনদ্বারি রথং সস্ত্যজ্য লক্ষ্মণঃ ।  
 অবাদ্ধুখো দীনমনাঃ প্রবিবেশানিবারিতঃ ॥ ৫ ॥

৩। লো-টী। দৈন্তং হঃখম্।

রঘুনন্দন লক্ষ্মণ কোশল-নগরীতে সেই রাত্রি বাস করিয়া প্রভাতে গাত্রো-  
 থানপূর্বক পুনরায় স্বীয় নগরীর প্রতি প্রস্থান করিলেন ॥ ১ ॥

পরে মহারথ লক্ষ্মণ দিবা দ্বিপ্রহরের সময় হৃষ্টপুষ্ট-জনাকীর্ণ নানারত্নপরিপূর্ণ  
 অযোধ্যা নগরীতে প্রবেশ করিলেন ॥ ২ ॥

শত্রুগীড়নকারী সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ ‘রামচন্দ্রের চরণসমীপে উপস্থিত  
 হইয়া কি বলিব’ ইহা চিন্তা করিয়া অত্যন্ত হঃখিত হইলেন ॥ ৩ ॥

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে সম্মুখেই রামচন্দ্রের পর্বতসদৃশ অতিরমণীয়  
 ভবন তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল ॥ ৪ ॥

লক্ষ্মণ রাজগৃহদ্বারে রথ পরিত্যাগ করিয়া অধোবদনে হঃখিতচিত্তে অবারিত  
 ভাবে [ গৃহমধ্যে ] প্রবেশ করিলেন ॥ ৫ ॥

১। চ ‘তত্র তাং রজনীমুত্’। ২। হ ‘ভদ্রা দৈন্তং লগাম হঃখাহ্ব্যতি’। ৩। হ ‘ততৈব চিন্তমানত’

৪। হ ‘বিদ্যামুত্তমম্’।



স দৃষ্টা রাঘবং দীনমাসীনং পরমাসনে ।

নেত্রোভ্যামশ্রুপূর্ণাভ্যাং দহন্তমিষ মেদিনীম্ ।

জগ্রাহ চরণৌ তস্মৈ লক্ষ্মণৌ দীনমানসঃ ॥ ৬ ॥

উবাচ স মহাতেজাঃ প্রাজ্ঞলিঃ স্নসমাহিতঃ ।

আর্য্যস্ত্রাজ্ঞাং পুরস্কৃত্য বিসৃজ্য জনকান্নজাম্ ।

গঙ্গাতীরে যথোদ্दिष्टে বাস্মীকেরাশ্রমে শুভে ॥ ৭ ॥

তত্র তাং স্নশুভাচারামাশ্রমাস্তে যশস্বিনীম্ ।

পুনরভ্যাগতো বীর পাদমূলমুপাসিতুম্ ॥ ৮ ॥

মা শুচঃ পুরুষব্যাত্র কালস্য গতিরীদৃশী ।

ত্বদ্বিধা হি ন শোচন্তি সত্ববস্তো মনস্বিনঃ ॥ ৯ ॥

৭-৮। লো-টী। 'স্নশুভাচার'মিতি পাঠঃ। 'স্নশুভাকার'মিতি পাঠে শোভনঃ শুভঃ কল্যাণতম আকার আকৃতির্ভূতাঃ তাম্, আশ্রমাস্তে বনমধ্যে বাস্মীকৈর্ধঃ শুভ আশ্রমভূতান্ন বিসৃজ্য পুনরাগতোহস্মীতি দ্ব্যভ্যামদ্বয়ঃ।

৯। লো-টী। 'সত্যবস্ত' ইতি পাঠঃ, 'সত্ববস্তো' বা।

লক্ষ্মণ দিব্য আসনে উপবিষ্ট অশ্রুপূর্ণনেত্রে যেন পৃথিবী দহনকারী দীনভাবাপন্ন রামচন্দ্রকে দেখিয়া হুঃখিতচিত্তে তাঁহার পাদগ্রহণ করিলেন ॥ ৬ ॥

পরে সেই মহাতেজস্বী লক্ষ্মণ কৃতাজ্ঞলি ও সমাহিত হইয়া বলিলেন, হে বীর, আপনার আদেশক্রমে যশস্বিনী সুচরিত্রা জনকনন্দিনীকে গঙ্গাতীরসন্নিহিত যথোদ্दिष्ट বাস্মীকির সেই পবিত্র আশ্রমপ্রাস্তে পরিত্যাগ করিয়া আপনার চরণযুগল সেবা করিবার জন্ত পুনরায় আসিয়াছি ॥ ৭-৮ ॥

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, কালের গতি এইরূপ, স্নতরাং আপনি শোক করিবেন না,

১। হ 'ভ্যাং বারি'। ২। হ 'চেতন'। ৩। হ 'তং মহাবাহঃ'। ৪। হ 'তাক শুভাচার'। ৫। হ 'নয়্যা'। ৬। হ 'তবদ্বিধা'।

“সর্বৈ কয়ান্তা নিচয়াঃ পতনান্তাঃ সমুচ্চ্রয়াঃ ।

সংযোগাশ্চ বিয়োগান্তা মরণান্তঃ চ জীবিতম্ ॥ ১০ ॥”

শক্তস্তমাত্মনাত্মানং নিয়ন্তং মনসা মনঃ ।

লোকান্ সর্বাংশ্চ কাকুৎস্থ কিং পুনর্দুঃখমাত্মনঃ ॥ ১১ ॥

নেদৃশেষু বিষুহস্তি স্থানেষু পুরুষবর্ষভাঃ ।

ঋদ্ধিধাঃ সত্যসম্পন্না রাজমুত্তমবুদ্ধয়ঃ ॥ ১২ ॥

অপবাদশ্চ কিল তে পুনরেঘ্যতি রাঘব ।

যদর্থং মৈথিলী ত্যক্তা হপবাদকৃতে ভয়ে ॥ ১৩ ॥

১০। লো-টী। নিচীয়ন্তে অর্জ্যন্তে যে নিচয়া ধনাদয়ঃ।

১১। লো-টী। আত্মনঃ স্বস্ত, আত্মনা বুঝা। মনসা চ আত্মানং স্বং নিয়ন্তং সর্বাংপত্তো মোচয়িতুং তথা সর্কান্ লোকাংশ্চ শক্তঃ।

১৩। লো-টী। হি যশ্চাৎ যদর্থং স্বস্ত নিমিত্তম্ অপবাদকৃতে ইহ পরত্র ভয়ে সা ঋয়া ত্যক্তা। ‘যদর্থং মৈথিলী ঋয়ে’তি পাঠে যদর্থং তে তবাংপবদঃ, সা ঋয়া ত্যক্তা।

আপনার গ্রায় ধৈর্য্যশালী মনস্বিগণ শোকাভিভূত হ’ন না ॥ ৯ ॥

সমস্ত সঞ্চয়েরই পরিণামে ক্ষয় হয়, উন্নতির অস্তে পতন আছেই, সমস্ত সংযোগই পরিণামে বিয়োগে পর্য্যবসিত হয় এবং জীবের জীবনও মরণান্ত ॥ ১০ ॥

হে কাকুৎস্থ, আপনি বুদ্ধিদ্বারা আত্মাকে, অস্তঃকরণ দ্বারা মনকে এবং সমস্ত লোককেও সংযত করিতে সমর্থ, নিজের দুঃখ ত দূরের কথা ॥ ১১ ॥

মহারাজ, আপনার গ্রায় সত্যসম্পন্ন অতিশয় বুদ্ধিমান পুরুষশ্রেষ্ঠগণ এতাদৃশ অবস্থায় শোকে অধীর হ’ন না ॥ ১২ ॥

রাঘব, আপনি অপবাদের ভয়ে মিথিলারাজনন্দিনী সীতাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, [তাহার জন্ত বিলাপ করিলে] পুনরায় আপনার অপবাদ হইবে ॥ ১৩ ॥

স ত্বং পুরুষশার্দূল ধৈর্য্যেণ হুসমাহিতঃ ।

তাজেমাং দুর্ব্বলাং বুদ্ধিং সন্তাপং মা কৃথাঃ প্রভো ॥ ১৪ ॥

এবমুক্তস্ত কাকুৎস্থো লক্ষ্মণেন মহাত্মনা ।

উবাচ পরয়া শ্রীত্যা সৌমিত্রিং মিত্রবৎসলম্ ॥ ১৫ ॥

এবমেতন্নরশ্রেষ্ঠ যথা বদসি লক্ষ্মণ ।

পরিতুষ্টোহস্মি তে সৌম্য বাট্যৈরদ্ধৃতদর্শনৈঃ ॥ ১৬ ॥

নিবৃত্তিশ্চাগতা বীর সন্তাপশ্চ নিরাকৃতঃ ।

ত্বদ্বাত্যৈর্মধুরৈরেভিরমুনীতোহস্মি লক্ষ্মণ ॥ ১৭ ॥

ইত্যার্ষে বান্দীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে রামাখ্যানং নাম

চতুঃপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫৪ ॥

১৪। লো-টী। দুর্ব্বলাং হীনাম্ ।

১৬। লো-টী। তব বাট্যৈস্তে তব পরিতুষ্টোহস্মি। ‘বাত্যৈরদ্ধৃতদর্শনৈঃ’রিতি পাঠে  
অদ্বুতস্ত ‘সর্ব্বেষু ক্ষয়ান্তা নিচয়া’ ইত্যাদেদর্শনং জ্ঞানং যেভ্যস্তৈঃ ।

[ লো-টী। ] লক্ষ্মণমিতি । ইমং লক্ষ্মণমিদমুবাচ ।

শ্রীরামাখ্যানম্ ॥ ৫৪ ॥

প্রভো, পুরুষশ্রেষ্ঠ, আপনি ধৈর্য্যদ্বারা সমাহিত হইয়া এই বুদ্ধিদৌর্ব্বল্য  
পরিভ্যাগ করুন, বিলাপ করিবেন না ॥ ১৪ ॥

মহাত্মা লক্ষ্মণ রামচন্দ্রকে এইরূপ বলিলে তিনি পরম শ্রীতির সহিত  
মিত্রবৎসল স্মিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে বলিলেন— ॥ ১৫ ॥

নরবর লক্ষ্মণ, তুমি যাহা বলিলে তাহা যথার্থই, সৌম্য তোমার অদ্বুত  
জ্ঞানগর্ভ বাক্যে আমি শ্রীত হইয়াছি ॥ ১৬ ॥

বীর লক্ষ্মণ, তোমার এই মধুর বাক্য আমার প্রসন্নতা আনয়ন করিয়াছে,  
আমার মোহ নিবৃত্ত হইয়াছে এবং সন্তাপ দূর হইয়াছে ॥ ১৭ ॥

মহর্ষি বান্দীকি-প্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে রামাখ্যান-নামক

৫৪শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৪ ॥

( ৫৫ ) পঞ্চপঞ্চাশঃ সর্গঃ

লক্ষ্মণস্ত তু তদ্বাক্যং নিশম্য পরমাত্মতম্ ।  
 শ্রীতিমানভবদ্রোহো বাক্যমেতদ্বাচ হ ॥ ১ ॥  
 ছল্ভস্তদীদৃশো বন্ধুরগ্নিন্ কালে বিশেষতঃ ।  
 যাদৃশস্ত্বং মহাবুদ্ধির্মম সৌম্য মনোহনুগঃ ॥ ২ ॥  
 যচ্চ মে হৃদয়ে কিঞ্চিদ্ধর্ভতে শুভলক্ষণ ।  
 তন্নিশাময় চ শ্রদ্ধা কুরুষ বচনং মম ॥ ৩ ॥  
 চত্বারো দিবসঃ সৌম্য মম কার্যানুশাসনম্ ।  
 অকুর্বাণস্ত সৌমিত্রে তস্মৈ মর্শ্মাণি কুন্ততি ॥ ৪ ॥  
 আহুয়স্তাং প্রকৃতয়ঃ পুরোধা মন্ত্ৰিণস্তথা ।  
 কার্যার্থিনশ্চ পুরুষাঃ স্ত্রিয়ো বা পুরুষর্বভ ॥ ৫ ॥

৩। লো-টা। নিশাময় পশু।

৪। লো-টা। অপশ্রুতো মম চত্বারো দিবসঃ গতা ইত্যর্থঃ। তৎ কার্যাদর্শনং কার্যানু-  
 শাসনম্। ‘অকুর্বাণস্ত চে’তি পাঠে কার্য্যাণং কার্য্যমাত্মম্।

রামচন্দ্র লক্ষ্মণের সেই অত্যন্ত কথার শ্রবণ করিয়া অতিশয় শ্রীত হইয়া  
 বলিলেন—॥ ১ ॥

সৌম্য, তুমি যে রূপ অতিশয় বুদ্ধিমান এবং আমার মনের অনুগামী, তাদৃশ  
 বন্ধু সূহৃৎ, বিশেষতঃ এই [ শোকের ] সময়ে ॥ ২ ॥

শুভলক্ষণ লক্ষণ, আমার মনোমধ্যে যে বিষয়ের উদয় হইয়াছে তাহা শ্রবণ  
 কর, শ্রবণ করিয়া আমার আদেশ পালন কর ॥ ৩ ॥

সৌম্য সুমিত্রানন্দন, আজ চারিদিন যাবৎ আমি রাজকার্য্য পরিদর্শন করি  
 নাই, তাহা আমার মর্শ্মচ্ছেদ করিতেছে ॥ ৪ ॥

হে পুরুষর্বভ, তুমি পুরোহিত, অমাত্য, প্রজাবর্গ এবং কার্য্যার্থী পুরুষ বা  
 জীলোকদিগকে আহ্বান কর ॥ ৫ ॥

১। হ ‘সুশ্রীতশ্চাক্’ ২। হ ‘কার্য্য পৌরজনশ্চ’।

পৌরকার্যাণি যো রাজা ন করোতি দিনে দিনে ।

স যুতো নরকে ঘোরে পচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৬ ॥

ঐয়তে হি পুরা রাজা নৃগো নাম মহাযশাঃ ।

বভূব পৃথিবীপালো ব্রাহ্মণ্যঃ সত্যবাক্ শুচিঃ ॥ ৭ ॥

স কদাচিদগবাং কোটিঃ সবৎসাঃ স্বর্ণভূষিতাঃ ।

নৃদেবো ভূমিদেবেভ্যঃ পুঙ্করেষু দদৌ নৃপঃ ॥ ৮ ॥

তত্র সঙ্গাগতা ধেনুঃ সবৎসা কাংস্তদোহনা ।

ব্রাহ্মণস্তাহিতাগ্নেষু দরিদ্রস্তোজ্জ্বলিতিনঃ ॥ ৯ ॥

স নর্ফাং গাং ক্ষুধার্ভোহথ অগ্নিচ্ছংস্তাং ততস্ততঃ ।

নাপশ্যৎ সর্বরাষ্ট্রেষু সংবৎসরগগান্ বহুন্ ॥ ১০ ॥

৬। লো-টী। নৈগমাঃ বৈদিকাঃ নগরশ্রেষ্ঠা বা। পচতে ইতি পাঠঃ, পচ্যতে ইতি বা।

৭। লো-টী। কাংস্তং পাত্রবিশেষঃ দোহি পূরয়তীতি তথা, যথাতিলবিতপাত্র-পুয়িক্তার্থঃ, দত্তেতি শেষঃ। ‘স্পর্শিতানবে’তি পাঠে দত্তা। উজ্জ্বলিতিনঃ উজ্জ্বলিতমতঃ। ‘অগ্নি-বেশস্তে’তি পাঠঃ, ‘অগ্নিহোত্রে’তি বা।

যে রাজা প্রতিদিন পৌরকার্য্য সকল না করেন, তিনি মরিয়া ঘোর নরকযন্ত্রণা ভোগ করেন,—এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥ ৬ ॥

কুনিয়াছি, পুরাকালে মহাযশস্বী ব্রাহ্মণভক্ত সত্যবাদী বিগুচ্ছচিত্রিত ‘নৃগ’ নামক রাজা ছিলেন ॥ ৭ ॥

সেই নরপতি একদা পুঙ্করতীরে ব্রাহ্মণদিগকে স্বর্ণভূষিতা এককোটি সবৎসা গাভী প্রদান করেন ॥ ৮ ॥

তদ্বধো এক উজ্জ্বলিত সায়িক দরিদ্র ব্রাহ্মণের অভিলষিত [কাংস্ত] পাত্রপরিমিত দুগ্ধদাত্রী একটি সবৎসা ধেনু রাজার গাভীর দলে মিশিয়া আসিয়াছিল ॥ ৯ ॥

১। হ ‘স যজ্ঞ’। ২। হ ‘স্পর্শিতানব’। ৩। হ ‘জাগ্নিবেশ্য’। ৪। হ ‘ভো বৈ’। ৫। হ ‘হুনিচ্ছংস্তাং’।

ততঃ কনখলং গত্বা জীর্ণবৎসাং নিরাকৃতাম্ ।

স দদর্শ স্বকাং ধেনুং ব্রাহ্মণস্য নিবেশনে ॥ ১১ ॥

তাং দৃষ্ট্বা নামধেয়েন স্বেন নান্নাহ্বয়দ্ দ্বিজঃ ।

এছেহি শবলেত্যেবং তং সা শুশ্রাব গোঃ স্বয়ম্ ॥ ১২ ॥

তস্মা সা স্বরমাজ্ঞার ক্ষুধিতস্মা দ্বিজস্য তু ।

অহ্মগাং পৃষ্ঠতো ধেনুর্গচ্ছস্তমনলোপমম্ ॥ ১৩ ॥

তাং ভৃত্বা হ্রিয়মাণাং গাং ব্রাহ্মণো যস্য সা তু গোঃ ।

গত্বাথ তমুষিং চক্রে মম গৌরিত্তি সত্ত্বরম্ ॥ ১৪ ॥

১১। লো-টী। নিরাকৃতং নীতাম্।

১২। লো-টী। তং শব্দম্।

১৪-১৫। লো-টী। যস্য সা তেন পূর্ব্ববামিনা হ্রিয়মাণাং নীয়মানাং দৃষ্ট্। ব্রাহ্মণঃ প্রতিগ্রহীতা 'নৃগেণ' স্পর্শিতা ইতুক্তবানিতি শেষঃ।

সেই ব্রাহ্মণ ক্ষুধায় কাতর হইয়া সমস্ত রাজ্যে বহুবৎসর ধরিয়া চারিদিকে সেই পলায়িতা গাভীর অন্বেষণ করিয়াও কোথাও দেখিতে পাইলেন না ॥ ১০ ॥

তার পর কনখলদেশে গিয়া একটা ব্রাহ্মণের গৃহে জীর্ণবৎসা অনাদৃত্য নিজগাভীকে দেখিতে পাইলেন ॥ ১১ ॥

ব্রাহ্মণ নিজগাভীকে দেখিতে পাইয়া তাহার [ স্বরক্ষিত ] নাম ধরিয়া “আয় আস শবলা!” এইরূপে আহ্বান করিলেন। সেই গাভী স্বয়ং সেই ব্রাহ্মণের ডাক শুনিল ॥ ১২ ॥

সেই ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণের স্বর চিনিতে পারিয়া সেই গাভী অগ্রগামী সেই অগ্নিতুল্য ব্রাহ্মণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল ॥ ১৩ ॥

গাভীটির [ তৎকালীন ] মালিক ব্রাহ্মণ গাভীটিকে লইয়া যাইতে দেখিয়া

১। হ 'দদর্শ তাং স্বকাং'। ২। হ 'ধেনুনোবাচ স দ্বিজঃ'। ৩। হ 'আগচ্ছ'। ৪। হ 'স চ ত'। ৫। হ 'জ'। ৬। হ 'অবলা'। ৭। হ 'দৃষ্ট'। ৮। হ 'হি'। ৯। হ 'ব্রাহ্মণো যস্য'। ১০। হ 'ইন্দ্রক'। গতি।

স্পর্শিতা নরদেবেন তস্মিন্ কালে নৃগেণ হি ।

তয়োস্তু দ্বিজয়োর্ব্বাদো মহানানীদ্বিপশ্চিতোঃ ॥ ১৫ ॥

বিবদন্তৌ তথাশ্চোত্থং দাতারমভিজগ্মতুঃ ।

তৌ রাজভবনদ্বারং সংপ্রাপ্তৌ কার্যাগৌরবাৎ ।

অহোরাত্রাণ্যনেকানি বসন্তৌ ক্রোধমীয়তুঃ ॥ ১৬ ॥

উচতুশ্চ মহাত্মানৌ তাবুভৌ দ্বিজসত্তমৌ ।

ক্রুদ্ধৌ পরমসংতপ্তৌ বাক্যং ঘোরাভিসংহিতম্ ॥ ১৭ ॥

অর্থিনাং কার্যাসিদ্ধার্থং যস্মাৎ ত্বং নৈষি দর্শনম্ ।

তস্মাদদৃশ্যৌ ভূতানাং কৃকলাসৌ ভবিষ্যসি ॥ ১৮ ॥

১৭। গো-টী। ঘোরং হঃখজনকম্ অভিসংহিতম্ অভিসন্ধানং যন্ত তৎ ।

১৮। গো-টী। নৈষি ন প্রাপ্তোষি ।

সেই ঋষির নিকটে সত্বর গমন করিয়া বলিলেন, “এই গাভী আমার, নরপতি ‘নৃগ’ সেই দানসময়ে [ এই গাভী ] আমাকে দিয়াছেন ।” সেই পণ্ডিত ব্রাহ্মণদ্বয়ের তুমুল বিবাদ উপস্থিত হইল ॥ ১৪-১৫ ॥

তঁাহারা পরস্পর বিবাদ করিতে করিতে গাভীদাতা নৃগরাজের নিকট গমন করিলেন । কার্যের গুরুত্ব বশতঃ তঁাহারা রাজগৃহের দ্বারে উপস্থিত হইয়া বহুদিন বাস করত অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন ॥ ১৬ ॥

সেই মহাত্মা শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণযুগল ক্রুদ্ধ ও একান্ত সন্তপ্ত হইয়া এই কঠোর শাপ প্রদান করিলেন ॥ ১৭ ॥

যেহেতু তুমি কার্যার্থীদিগের কার্য সাধনের জন্য দেখা দাও না, সুতরাং তুমি সর্ব্বভূতের অদৃশ্য কৃকলাস হইবে ॥ ১৮ ॥

১। হ ‘-তার-’। ২। হ ‘দানে’। ৩। অতঃ পরং হ ‘নৃপাং প্রতিপূরীভেতি স তু তং করিতোষকরীং’।  
ইত্যধিকঃ পাঠঃ। ৪। হ ‘বিবদন্তৌ তু তৌ তত্র’। ৫। হ ‘-নৃগজগ্মতুঃ’। ৬। হ ‘-নাগতুঃ’। ৭। হ  
‘বহাঘোরো’। ৮। হ ‘-না কাম-’। ৯। হ ‘-ভ্রতুত্বং’।

বহুশব্দসহস্রাণি বহুশব্দশতানি চ ।

শব্দ্রে ত্বং কুকলী ভূত্বা দীর্ঘকালং নিবৎশসি ॥ ১৯ ॥

উৎপৎশতে তু যো লোকে যদুনাং পুরুষর্ষভঃ ।

বাসুদেব ইতি খ্যাতো বিষ্ণুশ্মানুযবিগ্রহঃ ॥ ২০ ॥

স তে মোক্ষয়িতা রাজন্তস্মাচ্ছাপাৎ সুদারুণাৎ ।

কৃত্য হনেন কালেন নিষ্কৃতিস্তে ভবিষ্যতি ॥ ২১ ॥

এবং তো শাপমুৎসজ্য ব্রাহ্মণো বিগতজ্বরো ।

তাং ধেনুং দুর্ব্বলাং দত্ত্বা যযতু ব্রাহ্মণায় বৈ ॥ ২২ ॥

১৯। লো-টী। কালনিয়মমাহ বহুনীতি। অভিপৎশসে কুকলীমিতি শেষঃ।  
কুকলী ভূত্বা কুকলাসী ভূত্বা সলোপো নৈকরূতঃ। কুকলশব্দো বা কুকলাসবাচকঃ।

২১। লো-টী। অনেক কালেন ‘অনেককালেন’তি বা পাঠঃ।

[লো-টী।] বশিষ্ঠস্ত চতুর্থঃ প্রপৌত্রো ব্যাসঃ। রাজানো ধৃতরাষ্ট্রপাণ্ডু। মতি-  
দৌর্ব্বল্যাৎ বুদ্ধিদৌর্ব্বল্যাৎ, যৎ শব্দং ‘জ্ঞায়া’ বা পাঠঃ।

২২। লো-টী। ব্রাহ্মণায় অতশ্চৈ উভৌ দত্ত্বা যযতুঃ জগ্মতুঃ।

তুমি কুকলাস হইয়া দীর্ঘকাল—বহুশত বহুসহস্র বৎসর যাবৎ—গর্ভমধ্যে  
বাস করিবে ॥ ১৯ ॥

রাজন্, যদ্বংশীয় পুরুষগণের শ্রেষ্ঠ ‘বাসুদেব’ নামে বিখ্যাত হইয়া যিনি  
উৎপন্ন হইবেন, সেই মনুষ্যদেহধারী ভগবান্ বিষ্ণু এই সুদারুণ অভিশাপ হইতে  
তোমাকে উদ্ধার করিবেন, ততদিন পরে তোমার শাপ হইতে মুক্তি হইবে ॥ ২০-২১ ॥

এইরূপে শাপপ্রদানপূর্ব্বক সম্ভাপরহিত হইয়া সেই ব্রাহ্মণদ্বয় সেই দুর্ব্বলা  
গাভীকে অষ্ট এক ব্রাহ্মণকে দান করিয়া প্রস্থান করিলেন ॥ ২২ ॥

১। হ ‘-নিচ’। ২। হ ‘ভবিষ্যি’। ৩। হ ‘লোকেহস্মিন’। ৪। হ ‘চৈব’। ৫। হ ‘শাপাদম্বাৎ’।  
৬। হ ‘হনেক-’। ৭। অতঃ পরং হ ‘ভাগবতঃপার্শ্বায় নরনারায়ণাবৃত্তৌ’। উৎপৎশসোতে মহাবীৰ্য্যো কলৌ বুল  
উপস্থিতে। বশিষ্ঠস্য চতুর্থস্ত ভবিষ্যতি মহাকবিঃ। স রাজবংশং প্রকীৰ্ত্তয় সমুৎপাদ্য হুগজহ। প্রজানাম্  
বুদ্ধদৌর্ব্বল্যাৎ জ্ঞায়াং ধর্ম্মং বদিত্তি। ততঃ প্রভৃতি যোরস্ত যুগ্মং অভিপৎশতে।’ ইত্যধিকং।



এবং স রাজা তং শাপমুপভুক্তো হৃদারুণম্ ।

কার্যার্থিনাং বিবাদো হি রাজাং দোষায় কল্পতে ॥ ২৩ ॥

তচ্ছাস্ত্রমভিবর্ত্তন্তাঃ মম দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ ।

স্বকৃতস্ত্ৰ হি কার্য্যস্ত্ৰ ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥ ২৪ ॥

ইত্যার্ষে বান্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে নৃগশাপো নাম  
পঞ্চপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫৫ ॥

২৩। লো-টী। বিমর্দেন গীড়য়া। ‘বিমর্দো হি রাজো দোষায় কল্পতে’ ইতি বা পাঠঃ।

২৪। লো-টী। স্বকৃতস্ত্র স্বকৃতস্ত্র ‘স্বকৃতস্ত্রে’তি পাঠে যেন কৃতস্ত্র, আপ্নোতি  
প্রাপ্নোতি। অত্র অধ্যায়ঃ কচিৎ—

নৃগশাপো নাম ॥ ৫৫ ॥

সেই, ‘নৃগ’রাজ। এইরূপে সেই নিদারুণ শাপ [অত্যাগি] ভোগ  
করিতেছেন। কার্য্যার্থীদিগের বিবাদ রাজাদের অনর্থের কারণ হয় ॥ ২৩ ॥

সুতরাং শীঘ্র আমার দর্শনাভিলাষীদিগকে আমার সম্মুখে আনয়ন কর।  
মানুষ [স্বীয়] অমুষ্ঠিত কর্ম্মের ফল লাভ করে ॥ ২৪ ॥

মহর্ষি বান্মীকিগ্রন্থিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে নৃগশাপ-নামক  
৫৫শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৫ ॥

(৫৬) ষট্‌পঞ্চাশঃ সর্গঃ

ততঃ কথামেতাং শ্রুত্বা লক্ষ্মণঃ পরমাত্মবান্ ।

উবাচ প্রাঞ্জলিকীৰ্ত্ত্যং রাঘবং দীপ্ততেজসম্ ॥ ১ ॥

অপরাধে কাকুৎস্থ দ্বিজাভ্যাং শাপ স্তদৃশঃ ।

মহান্ নৃগস্ত রাজর্ষেত্র্যক্ষদণ্ড ইবাপরঃ ॥ ২ ॥

শ্রুত্বা শাপসমায়ুক্তমাত্মানং পুরুষৰ্ষভঃ ।

কৃতবান্ কিং নৃগো রাজা দ্বিজো বা স কিমুক্তবান্ ॥ ৩ ॥

লক্ষ্মণেনৈবমুক্তস্ত রাঘবঃ পুনরব্রবীৎ ।

শৃণু সৌম্য যথাকার্ষীৎ স রাজা শাপবিক্রতঃ ॥ ৪ ॥

১। লো-টী। পরমাত্মবান্ পরমবুদ্ধিমান্ ‘পরমার্থবদী’তি বা পাঠঃ।

[লো-টী।] মহানয়ং শাপঃ, ক ইব? অন্তে অপরাধে ত্র্যক্ষদণ্ড ইব, ত্র্যক্ষণে বিপ্রস্ত  
নগো বপনাদিরিব।

অতিশয় বুদ্ধিমান্ লক্ষ্মণ এই কথা শ্রবণ করিয়া করজোড়ে মহাতেজা  
রামচন্দ্রকে বলিলেন— ॥ ১ ॥

হে কাকুৎস্থ, রাজর্ষি নৃগের এইরূপ অল্প অপরাধে ত্র্যক্ষদণ্ড দ্বিতীয়  
ত্র্যক্ষদণ্ডের আয় ভীষণ শাপ দিলেন। ॥ ২ ॥

পুরুষশ্রেষ্ঠ রাজা ‘নৃগ’ নিজকে অভিষপ্ত জানিয়া কি করিলেন এবং ত্র্যক্ষদ-  
ণ্ডকেই বা কি বলিলেন? ॥ ৩ ॥

লক্ষ্মণের কথা শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র পুনরায় বলিলেন সৌম্য, মহারাজ নৃগ  
অভিষপ্ত হইয়া যাহা করিয়াছিলেন তাহা শ্রবণ কর ॥ ৪ ॥

১। হ ‘রামস্ত ভাবিতং শ্রুত্বা’। ২। হ ‘পরমার্থবদী’। ৩। হ ‘বলেহপ’। ৪। হ ‘দস্তো’।  
৫। হ ‘কিককার’। ৬। হ ‘শাপশোকসমবিশঃ’। ৭। হ ‘পরমীয়া’। অণ্ড; পরম্ হ ‘অত্যাঘাত মহাতেজা  
লক্ষ্মণং তুল্যকণ্ঠ’। ইত্যধিক্য। ৮। হ ‘চক্রে’।

অথ তৌ ব্রাহ্মণৌ যাতৌ বিজ্ঞায় স নৃগো নৃপঃ ।

মস্ত্রিণো নৈগমাংশ্চৈব তথাহ্ময়ং পুরোহিতম্ ॥ ৫ ॥

তে রাজ্ঞঃ শাসনং শ্রদ্ধা রাজবেশ্ম ত্বরাস্থিতাঃ ।

আজগ্মুর্নস্মিগন্তস্ম পুরোধা নৈগমাস্থথা ॥ ৬ ॥

তানুবাচ ততো রাজা সর্ব্বাশ্চ প্রকৃতীস্তুথা ।

দুঃখেন মহতাবিষ্টঃ শৃণুতেদং সমাহিতাঃ ॥ ৭ ॥

নারদপ্রতিমাবেতৌ মম দত্তা মহদুদয়ম্ ।

উভৌ যাতৌ দ্বিজশ্রেষ্ঠৌ দেবভূতৌ মহামুনী ॥ ৮ ॥

কুমারোহ্ময়ং বসুর্নাম সৌহৃদ রাজ্যেহভিষিচ্যতাম্ ।

শব্রাণি চৈব রম্যাণি ক্রিয়স্তাং চৈব শিল্পিভিঃ ॥ ৯ ॥

৫। লো-টা। আহবত আহ্বয়ত। 'তথাহ্ময়ে'তি পাঠে তানাহ্ময় যথাকার্ষ্যং তৎ  
শৃণ্বতি সার্কেনাশ্রয়ঃ।

৬। লো-টা। শব্রা ইতি পুংস্বমার্ষম্।

সেই মহারাজ নৃগ ব্রাহ্মণদ্বয় গমন করিয়াছেন জানিয়া মস্ত্রিগণ, পুরবাসিগণ  
এবং পুরোহিতকে আহ্বান করিলেন ॥ ৫ ॥

রাজার মস্ত্রী, পুরোহিত এবং পুরবাসিগণ তাঁহার আদেশ শ্রবণ করিয়া  
ব্যগ্র হইয়া রাজভবনে আগমন করিলেন ॥ ৬ ॥

মহারাজ 'নৃগ' গভীর দুঃখে দুঃখিত হইয়া অমাত্যগণকে এবং সমস্ত মস্ত্রি-  
বৃন্দকে বলিলেন, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন— ॥ ৭ ॥

নারদ-ঋষিতুল্য দেবতাস্বরূপ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ এই দুই মহামুনি আমাকে  
মহাভয় [-স্কর অভিশাপ] প্রদান করিয়া চলিয়া গেলেন ॥ ৮ ॥

আপনারা অথ এই 'বসু'নামক রাজকুমারকে রাজ্যে অভিষিক্ত করুন এবং  
শিল্পিগণ রমণীয় গর্ভ সকল প্রস্তুত করুক ॥ ৯ ॥

১। হ 'দত্তা' শাং গভৌ বিদৌ বিজ্ঞায় নৃগসকলঃ'। ২। হ '-গচ্ছামহ্মাস নৈগমাংস্ক  
পুরোহিতম্'। ৩। হ 'জাব্রা'। ৪। হ 'জয়তামিতি সৌমিহে দুঃখেন পরমাতুরঃ'। ৫। হ 'দ্বিগ্র্যং'। ৬। অতঃ  
পরং হ 'বরাহং কপরিষ্ঠামি শাং ব্রাহ্মণনিঃসৃতম্'। ইত্যধিকম্।

বর্ষস্রঃ স্বভ্রমেকং তু হিমস্রমপরং তথা ।

গ্রীষ্মস্রঃ চ সুখস্পর্শমেকং কুর্ব্বন্ত শিল্লিনঃ ॥ ১০ ॥

ফলবন্তশ্চ যে বৃক্ষাঃ পুষ্পবত্যশ্চ যা লতাঃ ।

ছায়াবন্তশ্চ যে গুল্মান্তে রোপ্যস্তাং সহস্রশঃ ॥ ১১ ॥

পুষ্পাণি চ সুগন্ধীনি স্বভ্রেষু সমস্ততঃ ।

পরিপাটা চ মধ্যে স্তাদধ্যাক্ষ্যবোজনং তথা ॥ ১২ ॥

স্বভ্রেষু রমণীয়েষু ত্রিা জুফেষু সর্বতঃ ।

সুখদেষু চ বৎসামি যাবৎ কালস্থ পর্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

১০। লো-টা। গ্ৰীষ্মিকং তাপস্রম্ ।

১১। লো-টা। গুল্মাচ্চ ।

১২। লো-টা। এষু স্বভ্রেষু অন্তর্গতো পরিপাটা শোভনক্রমেণ অধ্যাক্ষ্যবোজনম্  
অধিকমর্দ্যবোজনং বথা স্তাত্বা পুষ্পাণ্যরোপ্যস্তাম্ । ‘অন্তরাধ্যাক্ষ্যবোজন’মিতি পাঠে এষু  
পুষ্পাণি রোপ্যস্তাম্, কুত্র আরোপ্যাণি তদাহ—অন্তরা স্বভ্রং বিনা স্বভ্রাহিরধ্যাক্ষ্যবোজনং বথা  
স্তাত্বা ।

১৩। লো-টা। পর্যাবোহতিক্রমঃ ।

শিল্লিগণ একটা বর্ষানিবারক, একটা শীতনিবারক এবং অপর একটা  
গ্রীষ্মনিবারক সুখস্পর্শ গর্ভ প্রস্তুত করুক ॥ ১০ ॥

এই সকল গর্ভের মধ্যে এবং চতুর্দিকে ক্রোশহয়ের অধিক পরিমাণ  
স্থানে পরিপাটীসহকারে সহস্র সহস্র ফলশালী বৃক্ষ, পুষ্পিতা লতা, ছায়াযুক্ত  
গুল্মসমূহ এবং সুগন্ধি পুষ্পবৃক্ষসকল রোপণ করুক ॥ ১১-১২ ॥

চতুর্দিকে সৌন্দর্য্যযুক্ত রমণীয় এই সকল সুখকর গর্ভে শাপাবসান কাল  
পর্য্যন্ত বাস করিব ॥ ১৩ ॥

১। হ ‘ভেষু স্বভ্রেষু সর্বশঃ’। ২। হ ‘-পাটা’। ৩। হ ‘-ক্’। ৪। হ ‘-সেযু নিবৎ’।

এবং কৃত্বা বিধানং স সংদিদেশ বহুং তদা ।

ধর্মনিত্যঃ প্রজাঃ পুত্র ক্ষত্রধর্ম্যেণ পালয় ॥ ১৪ ॥

প্রত্যক্ষং তে যথা শাপো দ্বিজাভ্যাং ময়ি পাতিতঃ ।

নরশ্রেষ্ঠ সর্বোষাভ্যামপরাধেহপি তাদৃশে ॥ ১৫ ॥

মা কথাস্তু তু সস্তাপং মংকুতে পুরুষর্বভ ।

✓কৃতান্তো বলবান্লোকে যেনাস্ম্যেবংবিধঃ কৃতঃ ॥ ১৬ ॥

✓প্রাপ্তব্যং লভতে সর্বঃ সুখং দুঃখং যথাকৃতম্ ।

পূর্বজাভ্যাস্তরহোহপি মা বিবাদং কুরুষ হ ॥ ১৭ ॥

এবমুক্ত্বাথ পুত্রং স নৃগো রাজা মহাযশাঃ ।

শত্রুং জগাম শকৃতং বাসায় পুরুষর্বভঃ ॥ ১৮ ॥

১৭। লো-টী। যথাকৃতং কৃতমনতিক্রম্য। সর্বজাভ্যাস্তরহোহপি প্রাপ্তব্যং লভতে।

[ লো-টী। ] ভূয়ঃ পাতিতি তথা (?)।

মহারাজ নৃগ এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া বহুনাংক পুত্রকে আদেশ করিলেন, পুত্র, নিয়ত ধর্মপরায়ণ হইয়া ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে প্রজাদিগকে পালন কর ॥ ১৪ ॥

আমার অপরাধ অতি অল্প হইলেও ত্রাঙ্গণদ্বয় ক্রুদ্ধ হইয়া আমার প্রতি যেক্রপ শাপ প্রদান করিয়াছেন, তাহা তুমি প্রত্যক্ষ করিয়াছ ॥ ১৫ ॥

তুমি আমার জন্ত অহুতাপ করিও না, সংসারে দৈবই বলবান্, সেই দৈবই আমাকে এইরূপ করিয়াছে ॥ ১৬ ॥

সকলেই পূর্বজন্মকৃত শ্রী কৰ্ম্মানুসারে প্রাপ্তব্য সুখ-দুঃখ লাভ করে, সুতরাং খেদ করিও না ॥ ১৭ ॥

মহাযশসী পুরুষশ্রেষ্ঠ মহারাজ নৃগ পুত্রকে এইরূপ বলিয়া সুনির্দিষ্ট গর্ত-মধ্যে বাস করিবার জন্ত গমন করিলেন ॥ ১৮ ॥

এবং প্রবিক্টঃ স নৃপঃ শ্চত্রং রত্নবিভূষিতম্ ।

দ্বিজাজ্ঞাং ধারয়ন্তাস্তে বর্ষাণি স্তবছুতসৌ ॥ ১৯ ॥

ইত্যার্ষে বাম্বীকীরে রামায়ণে আদিকাণ্ডে উত্তরকাণ্ডে নৃগোপাখ্যানং নাম  
বটপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫৬ ॥

[ লো-টী । ] 'ক্ষপয়তি হিনতি ।

নৃগোপাখ্যানম্ ॥ ৫৬ ॥

সেই মহারাজ নৃগ ব্রাহ্মণদ্বয়ের আজ্ঞা পালন করত রত্নরাজ্যবিভূষিত  
গর্ভমধ্যে প্রবেশ করিয়া বহুবর্ষ যাবৎ বাস করিতেছেন ॥ ১৯ ॥

মহর্ষি বাম্বীকি-প্রণীত আদিকাণ্ডে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে নৃগোপাখ্যান-নামক  
৫৬শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৬ ॥

## (৫৭) সম্ভপঞ্চাশঃ সর্গঃ

এষ তে নৃগণাপস্ত বিস্তরোহভিহিতো ময়া ।

যদ্যন্তি শ্রবণে শ্রদ্ধা শৃণু<sup>১</sup> ত্বমপরাং কথাম্ ॥ ১ ॥

এবমুক্তস্ত রামেণ সৌমিত্রিরিদমব্রবীৎ ।

তৃপ্তিরাশ্চর্য্যভূতানাং কথানাং নাস্তি মে প্রভো ॥ ২ ॥

লক্ষ্মণেনৈবমুক্তস্ত রাম ইক্ষাকুনন্দনঃ ।

কথাং পরমধর্ম্মিষ্ঠাং ব্যাহর্তু<sup>২</sup> যুপচক্রমে ॥ ৩ ॥

আসীদ্রাজা নিমিন্ৰাম ইক্ষাকোঃ স্মমহাত্মনঃ ।

দ্বাদশস্তনয়ো বীরো ধর্ম্মিষ্ঠঃ পরমাত্মবান্ ॥ ৪ ॥

স রাজা বীৰ্য্যসম্পন্নঃ পুংসঃ দেবপুরোপমম্ ।

নিবেশয়ামাস তদা গোতমশ্চাশ্রমং প্রাতি ॥ ৫ ॥

৫। লো-টা। উদ্দেশে উদ্দিষ্টে স্থানে 'গোতমশ্চাশ্রমং প্রাতি'তি কচিৎ পাঠঃ ।

লক্ষ্মণ, আমি তোমার নিকট মহারাজ নৃগের শাপবিবরণ সবিস্তারে বলিলাম, যদি [ এই প্রসঙ্গে ] অস্ত্র একটা উপাখ্যান শুনিবার ইচ্ছা থাকে, তবে শ্রবণ কর ॥ ১ ॥

রামচন্দ্রের কথা শ্রবণ করিয়া সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ বলিলেন, প্রভো, [ এইরূপ ] অদ্ভুত অদ্ভুত উপাখ্যানসমূহ শুনিয়া আমার পরিতৃপ্তি হয় না ॥ ২ ॥

ইক্ষাকুনন্দন রাম লক্ষ্মণের এই কথা শ্রবণ করিয়া পরম ধর্ম্মসম্বিত একটা উপাখ্যান বলিতে আরম্ভ করিলেন— ॥ ৩ ॥

মহাত্মা ইক্ষাকুর দ্বাদশতম পুত্র বীর, ধার্ম্মিক এবং অতিশয় বুদ্ধিমান 'নিমি' নামে এক রাজা ছিলেন ॥ ৪ ॥

সেই বীৰ্য্যশালী মহারাজ নিমি গোতমমুনির আশ্রমের নিকটে দেবপুরীর স্তায় রমণীয়া এক পুরী নিৰ্ম্মাণ করাইলেন ॥ ৫ ॥

পুরস্ত কৃতবানাম বৈজয়ন্তমিতি স্বয়ম্ ।

নিবেশং যত্র রাজর্ষিনিমিচ্চক্রে মহাযশাঃ ॥ ৬ ॥

তস্ত বুদ্ধিঃ সমুৎপন্নো নিবেশ্য স্মহাপুরীম্ ।

যজ্ঞেয়ং দীর্ঘযজ্ঞেন পিতুঃ প্রহ্লাদয়ন্ মনঃ ॥ ৭ ॥

ততঃ পিতরমামন্ত্য তমিক্ণাকুং মনোঃ স্তমম্ ।

অত্রিমঙ্গিরসং চৈব ভৃগুং চৈব তপোধনম্ ॥ ৮ ॥

বশিষ্ঠং চৈব যঃ পূর্বো ব্রহ্মযোনির্বিজর্ষভঃ ।

বরয়ামাস বৈ সর্বানিক্ণাকুকুলনন্দনঃ ॥ ৯ ॥

তমুবাচ বশিষ্ঠস্ত নিমিঃ রাজর্ষিসত্তমম্ ।

ব্রতোহহং পূর্বমিন্দ্রেণ প্রতীক্ষ্য তদন্তরম্ ॥ ১০ ॥

৬। লো-টী। নিবিশতেহ্নিষিনিবেশং পুরম্।

৭। লো-টী। নিবেশ্য কৃষ্য।

মহাযশস্বী রাজর্ষি নিমি স্বয়ং সেই পুরীতে বাস করিতে লাগিলেন, সেই পুরীর নাম রাখিলেন 'বৈজয়ন্ত' ॥ ৬ ॥

সেই মহানগরী নিৰ্ম্মাণ করিয়া মহারাজ নিমির অভিপ্রায় হইল যে 'পিতা ইক্ণাকুর মন আহ্লাদিত করিবার জন্ত বহুকালসাধ্য যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিব' ॥ ৭ ॥

ইক্ণাকু-কুলনন্দন নিমি মনুর পুত্র পিতা ইক্ণাকুকে জিজ্ঞাসা করিয়া তপোধন অত্রি, অঙ্গিরা, ভৃগু এবং ব্রহ্মার প্রথম পুত্র বিপ্রর্ষি বশিষ্ঠ, ইহাদের সকলকে বরণ করিলেন ॥ ৮-৯ ॥

বশিষ্ঠ রাজর্ষিষ্টেষ্ঠ নিমিকে বলিলেন, ইন্দ্র পূর্বকই আমাকে বরণ করিয়াছেন, সুতরাং তুমি সময় ( অবসর ) প্রতীক্ষা কর ॥ ১০ ॥

১। হ 'স্বয়ং পুরম্'। ২। হ 'অত্রিমঙ্গির'। ৩। হ 'বিপ্রর্ষি যঃ পূর্বো ব্রহ্মযোনির্বিজর্ষভঃ'।  
৪। হ 'সর্বানিক্ণাকু'। ৫। হ 'কুলনন্দন'।



১  
তচ্ছ্রুত্ৰাভিহিতং বাক্যং স হি রাজা মহাযশাঃ ।

২  
অনন্তরমথোৎপত্য গোতমং প্রত্যপূজয়ৎ ।

বশিষ্ঠোহপি মহাতেজাশ্চক্রে যজ্ঞং শতক্রতোঃ ॥ ১১ ॥

নিমিস্ত রাজা তান্ বিপ্রান্ সমানীয় মহাদ্রুতিঃ ।

ঈজে স হিমবৎপার্শ্বে স্বপুরুষ সন্নিপতঃ ॥ ১২ ॥

পঞ্চবর্ষসহস্রাণি রাজা দীক্ষামুপাগমৎ ।

৩  
শক্ৰোহপি দীক্ষামগমৎ পঞ্চবর্ষশতানি বৈ ॥ ১৩ ॥

ইন্দ্রযজ্ঞে সমাপ্তে তু বশিষ্ঠো ভগবানৃষিঃ ।

৪  
জগাম যজতো যজ্ঞে হোমং কৰ্ত্ত মনিন্দিতঃ ।

৫  
তদন্তরমথাপশ্চাদগৌতমং বৃতমুদ্বিজম্ ॥ ১৪ ॥

১২। লো-টী। 'সাগরসো'তি পাঠঃ, কচিচ্চ 'স্বপুরুষে'তি ।

মহাযশস্বী সেই রূপতি নিমি তাঁহার কথা শ্রবণ করিয়া সেইস্থান হইতে উত্থানপূর্বক গোতমমুনিকে যজ্ঞে বরণ করিলেন, মহাতেজস্বী বশিষ্ঠও শতক্রতু ইন্দ্রের যজ্ঞ সম্পাদন করিলেন ॥ ১১ ॥

অতিশয় দীপ্তিমান্ মহারাজা নিমি সেই ব্রাহ্মণদিগকে আনয়ন করিয়া স্বীয় নগরীর নিকটবর্তী হিমালয়পার্শ্বে যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন ॥ ১২ ॥

মহারাজ নিমি পঞ্চসহস্র-বর্ষব্যাপী যজ্ঞে দীক্ষিত হইলেন এবং ইন্দ্র পাঁচশত বর্ষব্যাপী যজ্ঞ করিলেন ॥ ১৩ ॥

ইন্দ্রের যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে অনিন্দিতচরিত্র ভগবান্ বশিষ্ঠ যজ্ঞদীক্ষিত নিমির যজ্ঞে হোম করিবার জন্ত গমন করিলেন এবং গোতমমুনিকে ঋষিক্ রূপে বৃত দেখিলেন ॥ ১৪ ॥

১। হ 'এবমুক্ত' বশিষ্ঠ শক্ৰত তবনং পতঃ'। ২। হ 'তদন্তরমথো বিপ্রঃ'। ৩। হ '-জাঃ পঞ্চবৎ-মধ্যাকরোৎ'। ৪। হ 'ইন্দ্রো বর্ষসংক্রতং বজ্রমেধমকারয়ৎ'। ৫। হ সকাশমাগতো রাজো হোতৃকর্ষণানিন্দিতঃ'। ৬। অন্তঃ পরং হ 'স তত্র সমুপারাতোগৌতমেনাভিহিতঃ'। ইত্যধিকম্।

ক্রোধেন মহতাবিকৌ বশিষ্ঠো বিজসত্তমঃ ।

স রাজো দর্শনাকাঙ্ক্ষী যুহুর্ভূমুপবিক্তবান্ ।

তন্নিম্নহনি রাজাহপি নিদ্রামাহতবান্ অহম্ ॥ ১৫ ॥

ততো মন্যুর্বশিষ্ঠস্য প্রাচুরানৌমহাস্থনঃ ।

অদর্শনেন রাজর্ষের্ব্যাজহার স চ ক্রুধা ॥ ১৬ ॥

যস্মাদাহত্য মাং পূর্বং দর্শনং ন প্রযচ্ছসি ।

তস্মাৎ পাপসম্ভাচার বিদেহস্তং ভবিষ্যসি ॥ ১৭ ॥

ততঃ প্রবুদ্ধো রাজর্ষিস্তং শাপং শ্রুতবাংস্তদা ।

ব্রহ্মযোনিমথোবাচ স রাজা ক্রোধমুচ্ছিতঃ ॥ ১৮ ॥

১৫। লো-টী। নিদ্রামাহতবান্ প্রাপ ।

১৬। লো-টী। ক্রুধা ক্রোধেন ।

১৭। লো-টী। আহত্য 'অহম্' ইতি বা পাঠঃ ।

১৮। লো-টী। ব্রহ্মযোনিং বশিষ্ঠম্ ।

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া সেই নৃপতির দর্শনাভিলাষে যুহুর্ভূ-  
কাল উপবেশন করিলেন, কিন্তু মহারাজ নিমি সেই দিন সুখে নিদ্রা যাইতে-  
ছিলেন ॥ ১৫ ॥

পরে রাজর্ষির দর্শন লাভ করিতে না পারিয়া মহাত্মা বশিষ্ঠের ক্রোধ  
উৎপন্ন হইল এবং তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—॥ ১৬ ॥

হে পাপিষ্ঠ, তুমি যেহেতু পূর্ব্বে আমাকে আহ্বান করিয়া এখন দর্শন  
দিতেছ না, সেই হেতু তুমি অশরীরী হইবে ॥ ১৭ ॥

রাজর্ষি নিমি তখনই জাগরিত হইয়া বশিষ্ঠপ্রদত্ত শাপ শ্রবণ করিলেন এবং  
ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হইয়া ব্রহ্মপুত্র বশিষ্ঠকে বলিলেন—॥ ১৮ ॥

১। ক 'রাজো'। ২। হ 'তু'। ৩। হ 'নিদ্রামাহতভো-ভূমব'। ৪। হ 'বচোহ্য সঃ'।

৫। হ 'বদ্বয়'।

অজানতঃ শয়ানশ্চ ক্রোধেন কলুষীকৃতঃ ।

মুক্তবান্ মম যচ্ছাপং ব্রহ্মদণ্ডমিবাপরম্ ॥ ১৯ ॥

তস্মাৎ হুমপি বিপ্রর্ষে চেতনাদেহবর্জিতঃ ।

বায়ুভূতশ্চরন্ লোকাননিকেতো ভবিষ্যসি ॥ ২০ ॥

ইতি রোষবশাবুভৌ তদানীমশ্রোত্বাং শপিতৌ নৃপদ্বিজেশ্রৌ ।

সহসৈব বভূবতুর্বিদেহৌ তুল্যব্যাধিগতো মহাপ্রভাবৌ ॥ ২১ ॥

ইত্যর্ষে বান্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে নিমিষশিষ্ঠায়োরশ্রোত্বং শাপো নাম  
সপ্তপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫৭ ॥

১৯। লো-টী। কলুষীকৃতঃ ব্যাপ্তঃ। মুক্তবান্ 'মুক্তবান্' ইতি বা পাঠঃ। ব্রহ্মণো  
ব্রাহ্মণস্ত নিরপরাধস্ত দণ্ডং বপনাদিকম্ অপরমমুত্তমমুচিতমিত্যর্থঃ, তথা ময়ি। 'বান্মীক্যং  
শাপমগ্নিশিখোমপম'মিতি বা পাঠঃ।

২০। লো-টী। চেতনাহেতুর্দেহঃ।

২১। লো-টী। তুল্যব্যাধিং তুল্যাশাপম্।

নিমিষশিষ্ঠায়োরশ্রোত্বশাপঃ ॥ ৫৭ ॥

হে বিপ্রর্ষে, আপনি যেহেতু অজ্ঞাতসারে নিদ্রিত আমার প্রতি ক্রোধে  
কলুষিত হইয়া দ্বিতীয় ব্রহ্মদণ্ডের দ্বারা শাপ প্রদান করিয়াছেন, সেইজন্য  
আপনিও চৈতন্য এবং দেহবর্জিত হইয়া বায়ুরূপে ত্রিলোকমধ্যে বিচরণ করত  
স্থায়ী নিবাসশূন্য হইবেন ॥ ১৯-২০ ॥

পরে সেই মহাপ্রভাবসম্পন্ন নৃপবর এবং দ্বিজবর ক্রোধের বশবর্তী হইয়া  
পরস্পরকে এইরূপ শাপ দিলে তুল্য শাপগ্রস্ত তাঁহারা উভয়েই তৎক্ষণাৎ দেহবিহীন  
হইলেন ॥ ২১ ॥

মহর্ষি বান্মীকি প্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে নিমি এবং শিষ্ঠের

পরস্পর শাপ-প্রদান নামক

৫৭শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৭ ॥

১। হ 'নানসি বান্মীক্যং শাপমগ্নিশিখোমপম'। ২। হ 'শাপিতৌ'। ৩। হ 'তুল্যব্যাধিগতো মহাপ্রভাবৌ'।  
হ-ট 'তুল্যব্যাধিগতো প্রভাববর্তৌ'।

( ৫৮ ) অষ্টপঞ্চাশঃ সর্গঃ

রামস্য ভামিতং শ্রুত্বা লক্ষণঃ পরবীরহা ।

উবাচ প্রাজ্ঞলিৰ্বাক্যং রাঘবং দীপ্ততেজসম্ ॥ ১ ॥

নিষ্কিণ্ণদেহো কাকুৎস্থ কথং তৌ দ্বিজপার্শ্ববো ।

পুনর্দেহেন সংযোগং জগ্মদুর্দেবসমিতৌ ॥ ২ ॥

লক্ষ্মণেনৈবযুক্তস্ত ইক্ষাকুকুলনন্দনঃ ।

প্রত্যাচ মহাতেজা লক্ষ্মণং পুরুষধর্মভঃ ॥ ৩ ॥

তৌ পরম্পরশাপেন দেহাবুৎসজ্য ধার্মিকৌ ।

অভূতাং নৃপবিপ্রবী বায়ুভূতৌ তপোধনৌ ॥ ৪ ॥

অশরীরঃ শরীরস্য কৃতেহন্যস্য মহামতিঃ ।

বশিষ্ঠোহপ্যথ ব্রহ্মাণমভ্যগচ্ছৎ পিতামহম্ ॥ ৫ ॥

শো-টী । নিষ্কিণ্ণদেহো তাক্তদেহো ।

শক্রবীর-সংহারক লক্ষণ রামচন্দ্রের কথা শ্রবণ করিয়া প্রদীপ্ততেজঃসম্পন্ন রঘুনন্দন রামকে করযোড়ে বলিলেন— ॥ ১ ॥

হে কাকুৎস্থ, সেই দেবতুল্য দ্বিজবর এবং নৃপবর দেহবিহীন হইয়া পুনর্বার কি প্রকারে দেহলাভ করিলেন ? ॥ ২ ॥

লক্ষণ এইরূপ বলিলে ইক্ষাকুকুলনন্দন মহাতেজস্বী পুরুষশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র প্রত্যুত্তরে তাঁহাকে বলিলেন— ॥ ৩ ॥

সেই ধার্মিক তপস্বিদ্বয়—মহারাজ নিমি এবং বিপ্রমি বশিষ্ঠ—উভয়ে উভয়ের শাপে শরীর পরিত্যাগ করিয়া বায়ুরূপী হইলেন ॥ ৪ ॥

অশরীরী মহামতি বশিষ্ঠ শরীরান্তর লাভ করিবার জন্য পিতামহ ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন ॥ ৫ ॥

১। হ 'ভাগ'। ২। হ 'বর্তম'। ৩। হ 'মুনি'। ৪। হ 'টঃ নৃপবাহতেজা লক্ষণ শিতরঃ প্রতি'।

সোহভিবাণ্ড ততঃ পাদৌ দেবদেবস্য ধৰ্ম্মবিৎ ।

পিতামহমধোবাচ বায়ুভূত ইদং বচঃ ॥ ৬ ॥

ভগবন্ নিমিশাপেন বিদেহোহস্মি কৃতঃ প্রভো ।

দেহস্যাত্মস্য সন্তাবে প্রসাদং কৰ্ত্তু মৰ্হসি ॥ ৭ ॥

তমুবাচ ততো ব্রহ্মা স্বয়ম্ভুরমিতপ্রভঃ ।

মিত্রাবরুণয়োন্তেজঃ প্রবিশ ত্বং মহামুনে ॥ ৮ ॥

অযোনিজস্বং ভবিতা তত্রাপি দ্বিজসত্তম ।

ধৰ্ম্মেণ তু সমায়ুক্তঃ পুনশ্চৈব ভবিষ্যসি ॥ ৯ ॥

এবমুক্তস্ত দেবেন সোহভিবাণ্ড প্রদক্ষিণম্ ।

কৃত্বা পিতামহং চৈব প্রযযৌ বরুণালয়ম্ ॥ ১০ ॥

৭। লো-টী। সন্তাবে প্রাপ্তৌ ।

সেই বায়ুকৃপী ধৰ্ম্মবিৎ বশিষ্ঠ দেবাদিদেব ব্রহ্মার পদদ্বয় বন্দনা করিয়া এই কথা বলিলেন— ॥ ৬ ॥

প্রভো ভগবন্, আমি নিমির শাপে অশরীরী হইয়াছি, যাহাতে অশ্র শরীর লাভ করিতে পারি, সে বিষয়ে অনুগ্রহ করুন ॥ ৭ ॥

তখন অমিতপ্রভাবশালী স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা তাঁহাকে বলিলেন—মহামুনে, তুমি মিত্র ও বরুণের বীৰ্য্যমধ্যে প্রবিষ্ট হও ॥ ৮ ॥

হে দ্বিজসত্তম, তাঁহাদের তেজে প্রবিষ্ট হইলেও তুমি অযোনিজ হইবে এবং পুনরায় ধৰ্ম্মানুষ্ঠান-সম্পন্ন হইবে ॥ ৯ ॥

ব্রহ্মা এইরূপ বলিলে বশিষ্ঠদেব পিতামহ ব্রহ্মাকে অভিবাদন পূর্বক প্রদক্ষিণ করিয়া বরুণালয়ে গমন করিলেন ॥ ১০ ॥

১। হ 'ভূগো মহামুনিঃ'। ২। হ 'সত্তবেত্তত্ত দেহত'। ৩। হ 'মহতা যুক্তঃ পুনয়েষসি মে বশব'।

তমেব কালং মিত্রোহপি বরুণত্বমকরয়ৎ ।  
 কীরোদেহত্বাদধিশ্রেষ্ঠে পূজ্যমানঃ সুরাসুরৈঃ ॥ ১১ ॥  
 এতস্মিন্নেব কালে তু উর্বশী পরমাপ্সরাঃ ।  
 যদৃচ্ছয়া তমুদ্দেশমাগচ্ছৎ সা সখীবৃত্তা ॥ ১২ ॥  
 তাং দৃষ্ট্বা রূপসম্পন্নাং ক্রীড়ন্তীং বরুণালয়ে ।  
 আবিশৎ পরমঃ কামো বরুণঃ হ্যুর্বশীকৃতে ॥ ১৩ ॥  
 তামন্তসাং পতিৰ্বাক্যমুবাচ পরমাস্থনাম্ ।  
 ময়া সহ রমস্বেতি বহুবর্ষগগান্ মুদা ॥ ১৪ ॥  
 অথোবাচোর্বশী তত্র বরুণঃ প্রাজ্ঞলির্বচঃ ।  
 মিত্রেণাহং বৃত্তা পূর্বং নোৎসহেহম্মুপাসিতুম্ ॥ ১৫ ॥

১১। লো-টী। বরুণত্বং বরুণকর্তৃত্বং বরুণেন সহাকরোৎ ।

১২। লো-টী। উদ্দেশং দেশম্ ।

সেই সময়ে সমুদ্রশ্রেষ্ঠ কীরোদসাগরে দেবতা ও অসুরগণকর্তৃক পূজিত হইয়া মিত্রদেবও বরুণের কার্য্য করিতেছিলেন ॥ ১১ ॥

এই সময়ে অম্বরঃশ্রেষ্ঠা উর্বশী সখীগণে পরিবেষ্টিতা হইয়া স্বেচ্ছাক্রমে সেইস্থানে আগমন করিলেন ॥ ১২ ॥

রূপবতী সেই উর্বশীকে ক্রীড়া করিতে দেখিয়া উর্বশীর প্রতি বরুণ অতিশয় কামাবিষ্ট হইলেন ॥ ১৩ ॥

বরুণদেব নারীপ্রধানা সেই উর্বশীকে বলিলেন যে, বহুবর্ষ ব্যাপিয়া আমার সহিত আনন্দে বিহার কর ॥ ১৪ ॥

তখন উর্বশী করযোড়ে বরুণকে বলিলেন, মিত্রদেব আমাকে পূর্বেই প্রার্থনা করিয়াছেন, সুতরাং আমার অগ্র কাহাকেও ভজনা করিতে উৎসাহ হয় না ॥ ১৫ ॥

১। হ 'এক মহাপাণঃ'। ২। হ 'কীরোদমুৎসব্যা পুন্ডরিতাং সুরবরম্'। ৩। হ 'রক্তরে কালে'।  
 ৪। হ 'সগমবৎ'। ৫। হ 'তথুবাচোর্বশী বাক্যং প্রাজ্ঞলিঃ সা সমাহিতা'।

বরুণস্বত্রবীজাক্যং কন্দর্পশরপীড়িতঃ ।

ইদং তেজঃ সমুৎস্রজ্যে কুন্তেহশ্বিন্ দেবনির্ম্মিতে ॥ ১৬ ॥

“ভাবমুৎস্রজ্যে স্রোত্রোণি ময়ি ত্বং বরবর্ণিনি ।

কৃতকামো ভবিষ্যামি যদি নেচ্ছসি সঙ্গমম্ ॥ ১৭ ॥

তস্মৈ তল্লোকপালস্য বরুণস্য স্তুতাবিতম্ ।

উর্ব্বশী পরমপ্রীতা শ্রুত্বা ভাবং স্রাবেশয়ৎ ॥ ১৮ ॥

কামং দেব ভবত্বেবং হৃদয়ং মে ত্বয়ি স্থিতম্ ।

ত্বদগতো হস্তি মে ভাবো দেহো মিত্রস্য তু প্রভো ॥ ১৯ ॥

ইত্যুর্ব্বশা বচস্যন্তে তেজঃ স্মহদদ্রুতম্ ।

জ্বলদনলসংকাশং কুন্তে তদস্রজং প্রভুঃ ॥ ২০ ॥

১৬। লো-টী। ইদং তেজো রেতঃ স্রামুদ্বিশ্রুতি শেষঃ ।

১৭। লো-টী। যদি সঙ্গমং নেচ্ছসি তর্হি ভাবং চিত্তমুৎস্রজ্যে দেহি, মদধীনং কুরু ইত্যর্থঃ । কৃতকামঃ প্রাপ্তকামঃ ।

১৯। লো-টী। হৃদয়ং চিত্তম্ । হর্ষান্তমর্থং পুনরাহ—স্বদগত ইতি ।

কামবাণ-জর্জরিত বরুণদেব বলিলেন, [তোমার উদ্দেশ্যে] আমি এই দেবনির্ম্মিত কুন্তমধ্যে এই বীজ্য পরিচর্যা করিব ॥ ১৬ ॥

৫। হে স্রোত্রোণি, হে বরবর্ণিনি, যদি তুমি সঙ্গম করিতে ইচ্ছা না কর, তবে আমার প্রতি রতিভাব প্রদর্শন কর, আমি কামবৃত্তি চরিতার্থ করিব ॥ ১৭ ॥ ৬

লোকপাল বরুণদেবের সেই মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া উর্ব্বশী পরম প্রীত হইয়া রতিভাব প্রদর্শন করিলেন ॥ ১৮ ॥

[উর্ব্বশী বলিলেন] “দেব ! ইহাই হউক, আমার চিত্ত আপনাতে অবস্থিত, প্রভো ! আপনার প্রতি আমার অমুরাগ আছে, কিন্তু আমার দেহ [সম্প্রতি] মিত্রদেবের অধীন” ॥ ১৯ ॥

উর্ব্বশী এই কথা বলিলে প্রভু বরুণদেব প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতুল্য অতিশয় অদ্রুত

১। ক ‘স্রোত্রো’। ২। হ ‘বাক্যমুবাচ হ’। ৩। হ ‘তব’। ৪। হ ‘হস্ত’। ৫। হ ‘উর্ব্বশী  
এবমুদ্রুত রেতন্তমুৎস্রজ্যতম’। ৬। হ ‘নয়িতবপ্রথাং তস্মিন্ কুন্তে স্রাবশ্রজং’।

উৎসৃজ্য চোৰ্ব্বশী ভাবমগমমিত্রমস্তিকম্ ।

ততো মিত্রঃ হুসংক্রুদ্ধ উৰ্ব্বশীমিদমব্রবীৎ ॥ ২১ ॥

ময়া ত্বং হি ব্রতা পূৰ্ব্বং কিমর্থমবিশঙ্কিতা ।

ভাবেনাশ্রুৎ ব্রতবতী পুরুষং দুষ্টচারিণী ॥ ২২ ॥

অনেন দুষ্কৃতেন ত্বং মৎক্ৰোধকলুষীকৃত্য ।

মানুষং লোকমাসাচ্চ ককিৎ কালং নিবৎস্যসি ॥ ২৩ ॥

বুধস্য পুত্রো রাজর্ষিঃ কাশিরাজঃ পুরুষবাঃ ।

তং ত্বং যাহি স তে ভর্তা ভবিষ্যতি মহাযশাঃ ২৪ ॥

ততঃ সা শাপদোষেণ পুরুষবসমভ্যাগাৎ ।

প্রতিষ্ঠানে পুরবরে বুধস্ত্যাজমৌরসম্ ॥ ২৫ ॥

২২। লো-টী। ময়ি পূৰ্বোষিতা পূৰ্বস্থিতা ময়া চ অবিসর্জিতা ন ত্যক্তা কিমর্থমশ্রুৎ  
ব্রতবতী ।

২৩। লো-টী। দুষ্কৃতেন কুরুক্ষণা যো মৎক্ৰোধন্তেন কলুষীকৃত্য মৎক্ৰোধবিষয়ীকৃত্য ।

২৫। লো-টী। প্রতিষ্ঠানে প্রয়াগে পুরবরে পুরশ্রেষ্ঠে ঔরসং পুরুষবসম্ ।

সেই বীৰ্য্য কুন্ডমধ্যে পাতিত করিলেন ॥ ২০ ॥

উৰ্ব্বশী রতিভাব পরিত্যাগ করিয়া মিত্রের সমীপে গমন করিলেন, তার পর  
মিত্রদেব অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উৰ্ব্বশীকে এই কথা বলিলেন—॥ ২১ ॥

আমি তোমাকে পূৰ্ব্বে প্রার্থনা করিয়াছি, দুষ্টচারিণী তুমি কি জন্ত নিঃশঙ্ক-  
চিত্তে ভাবদ্বারা অশ্রু পুরুষকে বরণ করিলে ॥ ২২ ॥

এই অপরাধে তুমি আমার ক্রোধের বিষয়ীভূতা হইয়া কিছুকাল মনুগ্রালোকে  
যাইয়া বাস করিবে ॥ ২৩ ॥

তুমি বুধের পুত্র কাশিরাজ রাজর্ষি পুরুষবার নিকট গমন কর, সেই মহাযশাঃ  
তোমার পতি হইবেন ॥ ২৪ ॥

পরে সেই উৰ্ব্বশী শাপশ্রুতা হইয়া পুরশ্রেষ্ঠ প্রয়াগে বুধের ঔরসপুত্র

১। হ 'হি ত্বং'। ২। হ 'কামাঙ্কমবিসর্জিতা'। ৩। হ 'চারিণী'। ৪। ক 'কিকিৎকালং'।

৫। হ 'তং গমিত্বসি দুঃখে স তে ভর্তা ভবিষ্যতি'। ৬। হ 'বস'।



তস্মৈ জন্মে ততঃ শ্রীমানায়ুঃ পুত্রো মহাবলঃ ।

নহস্যো যস্মৈ পুত্রস্ত বভূবেন্দ্রসমদ্ব্যতিঃ ॥ ২৬ ॥

বজ্রমুৎসৃজ্য বৃত্রায় ব্রাহ্মে হৃৎ ত্রিদিবেশ্বরে ।

শতং বর্ষসহস্রাণি যেনৈন্দ্রঃ প্রশাসিতম্ ॥ ২৭ ॥

সা তেন শাপেন জগাম ভূমিং তদৌর্বশী সা রুদতী স্ননেত্রা ।

বহুনি বর্ষাণ্যবসজ্জ সূক্ষঃ শাপক্ষয়াদিস্রসদো যযৌ চ ॥ ২৮ ॥

ইত্যর্থে বায়্বীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে উর্বশীশাপো নাম

অষ্টপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫৮ ॥

২৭। লো-টী। বজ্রমুৎসৃজ্য বৃত্রায় ব্রাহ্মে ইতি পাঠঃ। ব্রাহ্মে ইন্দ্রপদাঙ্কগিতে  
ব্রাহ্মে সতীত্যর্থঃ। ‘বজ্রমুৎসৃজ্য বৃত্রায় ত্রীতে’ ইতি পাঠে বজ্রমুৎসৃজ্য ত্যক্কা বৃত্রং হত্বীতি বৃত্রায়  
ইন্দ্রে ত্রীতে ত্রিয়া ব্রহ্মহত্যাভিহা ইতে পলায়িতে মানসসরোবরে গতে সতি।

২৮। লো-টী। তং পুত্রবৎসমুদ্ভিগ্নেত্যর্থঃ, সা রুদতী ভূমিং জগাম ইত্যেকং বাক্যম্,  
ততশ্চ সা স্ননেত্রাহবসদিত্যপম্।

উর্বশীশাপঃ ॥ ৫৮ ॥

পুত্রবৎসর নিকটে গমন করিলেন ॥ ২৫ ॥

সেই পুত্রবৎসর মহাবলশালী ‘আয়ুঃ’ নামে শ্রীমান্ এক পুত্র জন্মিল, তাহার  
পুত্র ইন্দ্রভূল্য কান্তি-সম্পন্ন ‘নহস্ব’ ॥ ২৬ ॥

স্বর্গাধিপতি ইন্দ্র বৃত্রের প্রতি বজ্র নিক্ষেপ করিয়া ইন্দ্রপদ হইতে ব্রহ্ম হইলে  
সেই নহস্ব শত-সহস্র বৎসর ইন্দ্ররাজ্য শাসন করিয়াছিলেন ॥ ২৭ ॥

তখন সূক্ষ উর্বশী সেই শাপে রোদন করিতে করিতে নরলোকে গমন  
করত তথায় বহু বৎসর বাস করিলেন এবং শাপাবসানে পুনরায় ইন্দ্রলোকে গমন  
করিলেন ॥ ২৮ ॥

মহর্ষি বায়্বীকীপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে উর্বশীশাপ-নামক

৫৮শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৮ ॥

( ৫৯ ) উনষষ্টিতমঃ সর্গঃ

তাং শ্রুত্বা দিব্যসংকাশাং কথামদ্রুতদর্শনাম্ ।  
 লক্ষণঃ পরমপ্ৰীতো রাঘবঃ পুনরত্ৰবীৎ ॥ ১ ॥  
 নিক্শিপদেহৌ কাকুৎস্থ কথং তৌ দ্বিজপাণ্ডিৰৌ ।  
 পুনর্দেহেন সংযোগমীয়তুর্দেবসংমিতৌ ॥ ২ ॥  
 তস্মৈ তদ্ভাষিতং শ্রুত্বা রামঃ সত্যপরাক্রমঃ ।  
 তাং কথং কথয়ামাস বশিষ্ঠকিৰ্ত্তিনাথয়োঃ ॥ ৩ ॥  
 যঃ স কুন্তো নরশ্রেষ্ঠ তেজঃপূর্ণো মহাঈশ্বরঃ ।  
 তস্মাৎ তেজোময়ৌ বিপ্রৌ সমুভায়ুযিসত্তমৌ ॥ ৪ ॥  
 অগস্ত্যস্তত্র ভগবান্ সংবভূবাগ্রজৌ যুনিঃ ।  
 নাহং পুত্রস্তবেত্যুক্তা তস্মাৎ কুন্তাদ্বাপাক্রমৎ ॥ ৫ ॥

১। লো-টী। অদ্রুতং দর্শনং বুদ্ধির্ভক্তান্তাম্ ।

৫। লো-টী। তবকুন্ত তত্র তস্মিন্ কুন্তে যন্তেজো মিত্রস্ত সমাহিতং হিতং তন্তেজো  
 বশিষ্ঠঃ সমভবদিত্যধঃ । অস্মিন্ পদে “যদৈ তেজস্ত মিত্রেণ উর্বভাং পূর্বমাহিতং তস্মিন্ সমভবৎ  
 কুন্তে তন্তেজো যত্র বাক্শনি”তি সর্বস্তস্যতপাঠে যদৈ যচ্ পূর্বসঙ্গমাদুর্বভাং তেজঃ আহিতং  
 সমর্পিতং যতু বাক্শণং তেজঃ সমভবৎ তদুত্থং তেজস্তয়া ভাবনিবেশাদেকীকৃত্য তস্মিন্ কুন্তে  
 আহিতমিত্যধঃ ইতি সর্বস্তঃ ।

লক্ষণ সেই বিচিত্ররূপে প্রতীয়মান মনোরম উপখ্যান শ্রবণ করিয়া অতিশয়  
 প্রীত হইয়া রামচন্দ্রকে পুনরায় বলিলেন—॥ ১ ॥

হে কাকুৎস্থ, সেই দেবতুল্য ব্রাহ্মণ এবং রাজা দেহ-বিহীন হইয়া কিরূপে  
 পুনরায় দেহলাভ করিলেন ॥ ২ ॥

সত্যপরাক্রম রাম লক্ষণের কথা শুনিয়া রূপতি নিমিঃ এবং বশিষ্ঠদেবের  
 সেই বিবরণ [ পুনরায় ] বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৩ ॥

হে নরশ্রেষ্ঠ, মহাত্মা বরুণের বীৰ্য্যপূর্ণ সেই যে কুন্ত, তাহা হইতে  
 অশিষ্ট তেজোময় ব্রাহ্মণদ্বয় সমুদ্ভূত হইলেন ॥ ৪ ॥

অগস্ত্যযুনি সেই কুন্তে জন্মগ্রহণ করিয়া

১। হ ‘বাক্শনি’ । ২। হ ‘পার্বিবিলো’ । ৩। হ ‘সং লক্ষ্যদেবসংমিতৌ’ । ৪। হ ‘ঈশ্বরঃ’ ।  
 ৫। হ ‘সমুভায়ৌ মহাঈশ্বরৌ’ ।

তৰৈ তেজস্ব মিত্রেণ উৰ্বশ্যাং পূৰ্বমাহিতম্ ।

তস্মিন্ সমভবৎ কুন্তে তন্ত্বেজো যত্র বরুণম্ ॥ ৬ ॥

কশ্চচিদ্বথ কালস্ত মিত্রাবরুণসম্ভবঃ ।

বশিষ্ঠস্তেজসা যুক্তো জজ্ঞে ইক্ষাকুদৈবতম্ ॥ ৭ ॥

তমিক্সাকুর্মহাতেজা জাতমাত্রমনিন্দিতম্ ।

বত্রে পুরোধসং সৌম্য বংশস্তাস্ত ভবায় নঃ ॥ ৮ ॥

এবং ত্বপূৰ্বদেহস্ত বশিষ্ঠস্য মহাত্মনঃ ।

কথিতোহধিগমঃ সৌম্য নিমেষঃ শৃণু যথাহভবৎ ॥ ৯ ॥

২। লো-টী অধিগমঃ প্রাপ্তিঃ। 'নির্গম' ইতি পাঠে উৎপত্তিঃ। যথাতথ্যং যেন তেন প্রকারেণ দেহোৎপত্তিঃ, শৃণু তৎ। 'যথাভবদি'তি বা পাঠঃ।

‘আমি তোমার পুত্র নহি’ এই কথা বলিয়া সেই কুন্ত হইতে বহির্গত হইলেন ॥ ৫ ॥

যে কুন্তে বরুণ-বীৰ্য্য ছিল, সেই কুন্তে পূৰ্ব্বেই উৰ্বশীর উদ্দেশ্যে মিত্রদেব সেই বীৰ্য্য নিক্ষেপ করিয়াছিলেন ॥ ৬ ॥

কিছুকাল পরে মিত্র এবং বরুণের বীৰ্য্য-সমুদ্ভূত ইক্ষাকুবংশীয়গণের কুলদেবতা তেজস্বী বশিষ্ঠ জন্মগ্রহণ করিলেন ॥ ৭ ॥

অনিন্দনীয় সেই বশিষ্ঠ জন্মগ্রহণ করিবামাত্র মহাতেজস্বী ইক্ষাকু আমাদের এই বংশের মঙ্গলের জন্য তাঁহাকে পৌরোহিত্যে বরণ করিলেন ॥ ৮ ॥

হে সৌম্য, মহাত্মা বশিষ্ঠের নূতন দেহলাভের বিষয় এই বলিলাম, [ এক্ষণে ] নিমির যাহা হইয়াছিল, শ্রবণ কর ॥ ৯ ॥

১। হ 'বত্'। ২। হ 'কালেন কেনচিত্তম্ভাৎ'। ৩। হ 'বিক্সাকু'। ৪। হ 'হিতং'। ৫। হ 'হুখান্'। ৬। হ 'এব তে'। ৭। হ 'নিগমঃ'।

দৃষ্ট্বা বিদেহং রাজানম্বয়ঃ সৰ্ব্ব এব তে ।

তং চ তে যাজয়ামাস্বৰ্জদীক্ষাং মনীষিণঃ ॥ ১০ ॥

নরেন্দ্রস্যথ তদেহমরক্ষমৃষিপুঙ্গবাঃ ।

বরৈশ্মালৈশ্চ গন্ধৈশ্চ পূজয়ন্তো মুহুমুহুঃ ॥ ১১ ॥

ততো যজ্ঞসমাপ্তৌ তু দেবাস্তত্র সমাযযুঃ ।

আগতাঃ পরমাং তুষ্টিং ঋষিভিস্তে সমেত্য চ ॥ ১২ ॥

স্বশ্রীভাস্তে হ্রাঃ সৰ্ব্বৈ নিমেরাঙ্গানমক্ৰবন্ ।

বরং বৃগীষ রাজর্ষে ক তে জন্ম বিধীয়তাম্ ॥ ১৩ ॥

এবমুক্তঃ হ্রৈঃ সৰ্বৈরুবাচাত্মা নিমেষ্তদা ।

নেত্রেষু সৰ্বভূতানাং বসেয়ং হ্রসত্তমাঃ ॥ ১৪ ॥

১০। লো-টী। যাবদীক্ষাং যজ্ঞদীক্ষাসমাপ্তিকালমর্থন্ত (৭)।

১১। লো-টী। ঋষিভিঃ সহ সমেত্য মিলিত্য পরমাং তুষ্টিমাগতাঃ প্রাপ্তাঃ।

১৩। লো-টী। তে হ্রাঃ তে চ ঋষয়ঃ, নিমেরাঙ্গানং দেহম্। বিধীয়তাং বিধাতব্যম্।

মনীষী ঋষিগণ সকলে রাজা নিমিকে দেহবিহীন দেখিয়া তাঁহাকেই যজ্ঞে যাজন করিতে লাগিলেন ॥ ১০ ॥

ঋষিপুঙ্গবগণ নৃপতির সেই দেহ উৎকৃষ্ট, মাল্য এবং গন্ধ দ্বারা পুনঃ পুনঃ পূজা করত রক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ১১ ॥

অনন্তর যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে দেবগণ তথায় আসিয়া ঋষিগণের সহিত মিলিত চইয়া অতিশয় শ্রীতি লাভ করিলেন ॥ ১২ ॥

সেই দেবগণ সকলে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া নিমির আত্মাকে বলিলেন, রাজর্ষে, বর গ্রহণ কর, কোথায় তোমার জন্ম বিধান করিব ? ॥ ১৩ ॥

সমস্ত দেবগণ এইরূপ বলিলে নিমি রাজার আত্মা উত্তর করিল—হে দেবপ্রধানগণ, আমি সমস্ত প্রাণীর নেত্রে বাস করিব ॥ ১৪ ॥

১। হ 'তথৈব'। ২। হ 'দীক্ষা সমাপ্তে'। ৩। হ 'তৎ দেহং নরেন্দ্রস্ত তেহরক্ষমৃষিপু-'। ৪। হ 'সঃ সমেত্য'। ৫। হ 'নিমিঃ রাজানমক্ৰবন্'। ৬। হ 'বৃণু স্ব'। ৭। হ 'নিমেষ্টততোহব্রবীৎ'।

১  
বাচমিত্যেব তং দেবা নিমেরাত্মানমক্রবন্ ।

নেত্রেষু সৰ্বভূতানাং বায়ুভূতশ্চরিষ্যসি ॥ ১৫ ॥

২  
নিমেষিষ্যন্তি চক্ষুঃষি ত্বৎকৃতেনৈব দেহিনঃ ।

বায়ুভূতেন চরতা বিশ্রামার্থং মুহুশ্মৃহঃ ॥ ১৬ ॥

৩  
এবমুক্তা তু বিবুধাঃ সৰ্বে জগ্ম যথাগতম্ ।

৪  
ঋষয়োহপি মহাত্মানো নিমিদেহং মমস্থিরে ॥ ১৭ ॥

৫  
অরণিং তস্য দেহাত্ম মহানং চাপি চক্রিরে ।

৬  
মন্ত্ৰহোমৈর্মহাত্মানঃ পুত্রহেতোর্নিমেষ্তদা ॥ ১৮ ॥

১৬। লো-টী। বায়ুভূতেন বায়ুরূপেণ নেত্রেষু চরতা গচ্ছতা, ত্বৎকৃতেন তব যৎ কৃতং ক্রিয়া তেন নিমেষিষ্যন্তি নিমেষং করিষ্যন্তি বিশ্রামার্থং শ্রমনাশার্থং স্বার্থমিতি যাবৎ। উক্তঞ্চ ত্রীতাগবতে—‘বিদেহ উন্মাতাং তাবল্লোচনেষু শরীরিণাম্, উন্মেষণনিমেষাত্যাং লক্ষিতো হ্যাত্ম-সংস্থিত’ ইতি ।

১৮। লো-টী। মন্ত্ৰহোমৈর্মহাত্মপূর্বকহোমৈঃ অরণিং মহানঞ্চ চক্রিরে ।

দেবগণ নিমির আত্মাকে বলিলেন—তথাস্তু, তুমি বায়ুরূপে সৰ্বপ্রাণীর নেত্রে বিচরণ করিবে ॥ ১৫ ॥

বায়ুরূপে নেত্রে বিচরণকারী তোমার কার্যের ফলেই বিশ্রামার্থ প্রাণিগণ পুনঃ পুনঃ চক্ষুর নিমেষ ফেলিবে ॥ ১৬ ॥

দেবগণ সকলে এইরূপ বলিয়া নিজ নিজ স্থানে প্রস্থান করিলেন । মহাত্মা ঋষিগণও নিমির দেহ মন্থন করিতে লাগিলেন ॥ ১৭ ॥

মহাত্মা ঋষিগণ তখন নিমির পুত্রের জন্ম মন্ত্ৰপূর্বক হোমদ্বারা তাঁহার দেহ হইতে অরণি এবং মহানদণ্ড প্রস্তুত করিলেন ॥ ১৮ ॥

..... ১৮। হ ‘বিবুধা নিমিত্তভূতভোক্তা’। ২। হ ‘ত্বৎকৃতে নিমিষিষ্যন্তি বিশ্রামার্থং মুহুশ্মৃহঃ’। ৩। হ ‘চক্ষুঃষি সৰ্বভূতানাং বায়ুভূতশ্চরিষ্যসি’। ৪। হ ‘-জগচ্ছন্ যথা-’। ৫। হ ‘নিমিদেহং’। ৬। হ ‘তস্ম নিমিষা  
‘। ৩। হ ‘তস্য’।

অরণ্যাং মথ্যমানায়াং প্রাচুভূতো যতশ্চ সঃ ।

অতো মিথিরিতি খ্যাতো জননাঙ্জনকোহভবৎ ॥ ১৯ ॥

বিদেহশ্চাভবদ্ যস্মান্মহাত্মা স মহাতপাঃ ।

তস্মাদ্বিদেহাঃ প্রোচ্যন্তে সৰ্বে তদ্বংশজা নৃপাঃ ॥ ২০ ॥

এবং বিদেহরাজস্ত পূৰ্ব্বকো জনকোহভবৎ ।

মিথির্নাম মহাবীৰ্য্যো যেন সা মিথিলাহভবৎ ॥ ২১ ॥

ইতি সৰ্ব্বমশেষতো ময়া তে কথিতং সম্ভবকারণং তু সৌম্য ।

নৃপপুঙ্গবশাপজং দ্বিজস্য দ্বিজশাপাদ্ যদভূচ্চ বৈ নৃপস্য ॥ ২২ ॥

ইত্যাৰ্ধে বাম্প্রীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে মিথিসম্ভবো নাম

উনষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৫৯ ॥

২২। লো-টী। সম্ভবো জন্ম।

মিথিসম্ভবঃ ॥ ৫৯ ॥

অরণি মন্থন করিতে করিতে জন্মিয়াছিলেন বলিয়া তিনি ‘মিথি’ নামে এবং অপূৰ্ব্ব জন্ম হেতু ‘জনক’ নামে বিখ্যাত হইলেন ॥ ১৯ ॥

যেহেতু সেই মহাতপস্বী মহাত্মা নিমি বিদেহ ( অর্থাৎ দেহ-বিহীন ) হইয়াছিলেন, সেইজন্ত তদ্বংশসম্ভূত সমস্ত নৃপতিদিগকে লোকে ‘বিদেহ’ বলে ॥ ২০ ॥

এইরূপে মহাবীৰ্য্যশালী মিথি নামে বিখ্যাত পূৰ্ব্ববর্তী বিদেহরাজ জনক হইলেন এবং সেই নামানুসারে তাঁহার রাজ্যের নাম মিথিলা হইল ॥ ২১ ॥

হে সৌম্য, রাজশ্রেষ্ঠ নিমির শাপের ফলে বশিষ্ঠের এবং বশিষ্ঠের শাপের ফলে নৃপতি নিমির যেরূপে জন্ম হইয়াছিল,—সেই সমস্তই আমি তোমার নিকট সম্পূর্ণরূপে বলিলাম ॥ ২২ ॥

মহর্ষি বাম্প্রীকপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে মিথিসম্ভব-নামক

৫৯তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৯ ॥

## (৬০) ষষ্টিতমঃ সর্গঃ

এবং ক্রবতি রামে তু লক্ষ্মণঃ পরবীরহা ।

পুনরেব মহাত্মানমুবাচামিতবিক্রমম্ ॥ ১ ॥

মহদভুতমেতন্ধি বিদেহেষু পুরাতনম্ ।

বৃত্তং বৈ রাজশার্দূল বশিষ্ঠস্য নিমেষ্ট হ ॥ ২ ॥

নিমিস্ত ক্রিয়ঃ শুরো বিশেষেণ চ দীক্ষিতঃ ।

ন ক্ষমামকরোৎ কস্মাদ্বশিষ্ঠস্য মহাত্মনঃ ॥ ৩ ॥

এবং ক্রবতি বীরে তু লক্ষ্মণে পুনরব্রবীৎ ।

রামো রময়তাং শ্রেষ্ঠো ভ্রাতরং দীপ্ততেজসম্ ॥ ৪ ॥

২। লো-টী। 'মহদভুতমেত'দিতি পাঠঃ। 'মহদভুতমার্চ্য'মিতি পাঠে অত্যাৎসাহে  
একাধোক্তিঃ। লহ একদৈব, নিমেনিমিনা।

৪। লো-টী। রময়তাং প্রীতিং জনয়তাং মধ্যে।

[ লো-টী ]। সর্বত্র ন প্রদৃশ্যতে কুত্রচিদেব দৃশ্যতে। যথা চ ক্রিয়ৈর্গৈব কাস্তম্।

রামচন্দ্র এইরূপ বলিলে অমিতবিক্রমশালী শত্রুবীর-নিহস্তা লক্ষ্মণ পুনরায়  
মহাত্মা রামচন্দ্রকে বলিলেন—॥ ১ ॥

রাজেন্দ্র, বিদেহদেশে বশিষ্ঠ এবং নিমির এই পুরাতন বৃত্তান্ত অতিশয়  
আশ্চর্য্যজনক ॥ ২ ॥

নিমি ক্রিয় রাজা এবং বীর, বিশেষতঃ যজ্ঞ-দীক্ষিত, তিনি মহাত্মা বশিষ্ঠকে  
ক্ষমা করিলেন না কেন ? ॥ ৩ ॥

বীর লক্ষ্মণ এইরূপ বলিলে অতিশয় রমণীয় রাম তেজোদীপ্ত ভ্রাতাকে  
বলিলেন—॥ ৪ ॥

১। হ 'বদতি কাকুৎস্থ'। ২। হ 'প্রভুবাচ'। ৩। চ 'নং অলভমিব তেজসা'। ৪। হ 'মার্চ্য'।  
৫। হ 'বৎ'। ৬। হ '০.৪র্থ শ্লোকরোঃ স্থানে 'লক্ষ্মণেনৈববৃত্তান্ত রামো রময়তাং বয়ঃ। উবাচ লক্ষ্মণঃ যাক্যং  
সর্বথাব্যবহারঃ। ন ক্ষমা বীর সর্বত্র পুরুষে বৈ প্রদৃশ্যতে। যথা চ ক্রিয়ৈর্গৈব কাস্তং বিশ্রুত তচ্ছুন'। ইতি পাঠঃ।

সৌমিত্রে হ্রঃসহঃ ক্রোধো যথা ক্রান্তো যযাতিনা ।

সত্বানুগং পুরস্কৃত্য তন্নিবোধ সমাহিতঃ ॥ ৫ ॥

নহস্য স্ততো রাজা যযাতিঃ পৌরশাসনঃ ।

তস্য ভার্যাদ্বয়ং সৌম্য রূপেণাপ্রতিমং ভুবি ॥ ৬ ॥

একা তু তস্য রাজর্ষের্বহুমানপুরস্কৃতা ।

শশ্মিষ্ঠা নাম দয়িতা দুহিতা বৃষপর্বণঃ ॥ ৭ ॥

স্ততা চৌশনসঃ পত্নী দ্বিতীয়া সাহভবৎ প্রভোঃ ।

ন তু সা দয়িতা রাজ্ঞো দেবযানী স্তমধ্যমা ॥ ৮ ॥

দেবগর্ভোপমং পুত্রং প্রথিতং শ্বেন তেজসা ।

শশ্মিষ্ঠাহজনয়ৎ পুরুং দেবযানী যদুং তথা ॥ ৯ ॥

পুরুস্ত দয়িতো রাজ্ঞো গুণৈশ্মাতৃকৃতেন চ ।

ততো হ্রঃখসমাবিক্টো যদুর্মাতরমব্রবীৎ ॥ ১০ ॥

৫। লো-টী। তামেবাহ—‘সৌমিত্রে’ ইতি ।

৬। লো-টী। দেবগর্ভোপমং দেবপুত্রতুল্যম্ । পুত্রং পুরুম্, কচিদ্ ‘গর্ভ’মিতি পাঠঃ ।

লক্ষণ ! যযাতি সত্বগুণ অবলম্বন পূর্বক যেরূপ হ্রঃসহ ক্রোধ দমন করিয়া-  
ছিলেন, তুমি সমাহিতচিত্তে তাহা অবগণ কর ॥ ৫ ॥

নহষের পুত্র পৌরজনপ্রতিপালক মহারাজ যযাতির ভ্রমণে অতুলনীয়  
সৌন্দর্য্যশালিনী দুই ভার্য্যা ছিলেন ॥ ৬ ॥

তন্মধ্যে একটি বৃষপর্ব্বার কন্যা, নাম শশ্মিষ্ঠা, তিনি রাজর্ষি যযাতির অতিশয়  
সম্মানিতা এবং প্রিয়তমা ছিলেন ॥ ৭ ॥

দ্বিতীয়া পত্নী ছিলেন শুক্রেণ কন্যা স্তমধ্যমা দেবযানী, তিনি মহারাজের  
তাদৃশ প্রিয়তমা ছিলেন না ॥ ৮ ॥

শশ্মিষ্ঠা, স্বীয় প্রতাপে প্রসিদ্ধ দেবপুত্রতুল্য ‘পুরু’ নামে এক পুত্র প্রসব  
করেন এবং দেবযানী ‘যদু’ নামে এক পুত্র প্রসব করেন ॥ ৯ ॥

নিজের গুণে এবং মাতার জন্তুও পুরু মহারাজ যযাতির প্রিয়পাত্র হইয়া-



ভার্গবশ্চ কুলে জাতা শুক্রশ্চাক্রিষ্টকৰ্মণঃ ।

সহস্রোবংবিধং দুঃখমপমানঞ্চ দুঃসহম্ ॥ ১১ ॥

তে বয়ং সহিতা মাতঃ প্রবিশামো হতাশনম্ ।

রাজা তু রমতাং সার্কিং দৈত্যপুত্র্যো যথাস্থতম্ ॥ ১২ ॥

যদি বা সহনীয়ং তে মামনুজাতুমর্হসি ।

ক্ষম স্বং ন ক্ষমিষ্যেহহং মরিষ্যামি ন সংশয়ঃ ॥ ১৩ ॥

পুত্রশ্চ ভাষিতং শ্রুত্বা আৰ্ত্তশ্চ রুদতো ভূশম্ ।

দেবযানী স্তসংক্রুদ্ধা সস্মার পিতরং তদা ॥ ১৪ ॥

ইঙ্গিতং স তু বিজ্ঞায় দুহিতুর্ভগবান্ মুনিঃ ।

ভার্গবঃ সৌহগমৎ তত্র দেবযানী তু যত্র সা ॥ ১৫ ॥

১১। লো-টী। অপমানম্ অনাদরম্ ।

১৩। লো-টী। অনুজাতুম্ অন্তত্ গম্ভম্ অনুজাতং দাতুম্, অগ্নিৎ প্রবেষ্টং বা। 'ইত্যুক্তা সৌহৃদ্যরোরবীদি'তি পাঠঃ। 'মরিষ্যামি ন সংশয়' ইতি বা।

১৫। লো-টী। ইঙ্গিতং স্মরণরূপম্ ।

ছিলেন, যহু তাহাতে দুঃখিত হইয়া মাতাকে বলিলেন—॥ ১০ ॥

অক্লিষ্টকৰ্ম্মা ভৃগুপুত্র শুক্রাচার্য্যের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া আপনি এতাদৃশ দুঃসহ দুঃখ এবং অপমান সহ্য করিতেছেন। ॥ ১১ ॥

মাতঃ। [ আমুন, ] আমরা মিলিত হইয়া অনলে প্রবেশ করি, মহারাজ দৈত্য-তনয়ার ( শর্শিষ্ঠার ) সহিত সুখে সংসার করুন ॥ ১২ ॥

অথবা ইহা যদি আপনার সহ্য হয় তবে আপনি ক্ষমা করুন, আমি ক্ষমা করিব না ; আমাকে অনুমতি করুন, আমি নিশ্চয়ই মরিব ॥ ১৩ ॥

তখন পরম দুঃখিত রোক্তমান পুত্রের কথা শুনিয়া দেবযানী অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া পিতাকে স্মরণ করিলেন ॥ ১৪ ॥

তখন ভগবান্ ভার্গবমুনি কছার অভিপ্রায় বিদিত হইয়া দেবযানীর

১। হ 'তাবৃত্তে সহিতৌ দেবি প্রবিশাবো হতাশনম্'। ২। হ 'ভূশমার্ত্তত রোবতঃ'। ৩। হ 'চিহ্নিতং'।

৪৩। হ 'ভার্গবো'। ৫। হ 'অগমৎ মরি তং'।

দৃষ্ট্ৱা চাপ্রকৃতিস্থাং তামপ্রহর্য্যামচেতনাম্ ।

পিতা হুহিতরং বাক্যং কিমেতদিতি চাত্রবীৎ ॥ ১৬ ॥

পৃচ্ছন্তমসকৃৎ তং তু ভার্গবং দীপ্ততেজসম্ ।

দেবযান্থ সংক্রূদ্ধা পিতরং প্রত্যাচ হ ॥ ১৭ ॥

অহমগ্নিং বিমং তীক্ষ্ণমপো বা দ্বিজসন্তম ।

ভক্ষয়িষ্যে প্রবেক্ষ্যে বা ন তু শক্ষ্যামি জীবিতুম্ ।

অনুমন্ত্য মাং তাত দুঃখিতামপমানিতাম্ ॥ ১৮ ॥

বৃক্ষং হি সমবজ্জায় বধ্যস্তে বৃক্ষবাসিনঃ ।

ত্বয়্যবজ্জাং করোত্যেষ পরং পরিভবং তথা ।

বন্মাং রাজাবজানীতে ন চাপি বহু মন্যতে ॥ ১৯ ॥

১৮। লো-টী। ভজিষ্যে সেবিষ্যে। অনুমন্ত্য অনুজ্ঞাং দেহি।

১৯। লো-টী। যথা বৃক্ষং সমবজ্জায় হিঙ্গা আকৃহ বা বৃক্ষবাসিনঃ পক্ষিমুতা বধ্যস্তে, তথৈব ত্বয়্যবজ্জাং বিধায় মম পরিভবং করোতীত্যর্থঃ।

নিকটে আগমন করিলেন ॥ ১৫ ॥

পিতা শুক্ৰাচার্য্য হুহিতাকে অপ্রকৃতিস্থা অপ্রফুল্লা এবং ক্ষুব্ধচিত্তা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—ইহার কারণ কি ? ॥ ১৬ ॥

দীপ্ততেজাঃ ভার্গব পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলে, দেবযানী অতিশয় ক্রোধের সহিত পিতার কথার প্রত্যুত্তর করিলেন ॥ ১৭ ॥

হে পিতঃ, হে দ্বিজসন্তম, দুঃখিতা এবং অপমানিতা আমাকে অনুমতি দিন, আমি উগ্র বিষ ভক্ষণ করিব অথবা অনলে প্রবেশ করিব, আমি কিছুতেই জীবন ধারণ করিতে পারিব না ॥ ১৮ ॥

যেদ্রুপ [ ব্যাধ ] বৃক্ষকে অবজ্ঞা করিয়া বৃক্ষবাসী পক্ষীদিগকে বধ করে,

১। হ 'সোহব্রবীৎ'। ২। হ 'অসকৃষ্টেব পৃচ্ছন্তং'। ৩। হ 'মুনিপুঙ্গবৎ'। ৪। হ '-বানী হসং-'।

৫। হ 'বাক্যমব্রবীৎ'। অতঃ পরং হ 'বাপ্যবিক্রম্যা বাচা কৃশা দৈন্তমসমিতা' ইত্যধিকম্। ৬। হ 'শব্দ-'। ৭। হ 'দুঃখেনাসেন সন্তপ্তা ভজিষ্যে জাতমন্ত তে'। ৮। ক 'রাজাবজানীতে'।

তস্তান্তবচনং শ্রুত্বা ক্রোধেনাভিপরিপ্লুতঃ ।

উশানা নাহমং বাক্যং ব্যাহত্ব মুপচক্রমে ॥ ২০ ॥

অবজানাসি যস্মাৎ ত্বং স্তুতাং মে নহ্বাত্মজ ।

তস্মাদ্বং জরয়া জীর্ণঃ শৈথিল্যমুপযাস্তসি ॥ ২১ ॥

এবমুক্ত্বা স রাজানং সমাখ্যাত চ তাং স্তুতাম্ ।

পুনর্জগাম বিপ্রযির্ভবনং স্বং মহাযশাঃ ॥ ২২ ॥

ইত্যর্থে বাণ্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে যযাতিশাপো নাম  
ইতমঃ সর্গঃ ॥ ৬০ ॥

২০ । গো-টী । অভিপরিপ্লুতঃ অভিব্যাপ্তঃ ।

যযাতিশাপঃ ॥ ৬০ ॥

সেইরূপ এই রাজা আপনার প্রতি অবজ্ঞা করিয়া আমাকে অতিশয় দুঃখ  
দিতেছেন, যেহেতু আমাকে অবজ্ঞা করেন, সম্মান করেন না ॥ ১৯ ॥

কহ্যার সেই কথা শ্রবণ করিয়া শুক্রাচার্য্য ক্রোধাক্ত হইয়া নহ্বাত্মজ  
যযাতিকে বলিতে লাগিলেন— ॥ ২০ ॥

নহ্ব-নন্দন, তুমি যেহেতু আমার কহ্যাকে অবজ্ঞা করিতেছ, সেইহেতু  
তুমি জরাজীর্ণ হইয়া শৈথিল্য ( বিকলতা ) প্রাপ্ত হইবে ॥ ২১ ॥

সেই মহাযশস্বী বিপ্রযি শুক্রাচার্য্য রাজা যযাতিকে এইরূপ শাপ দিয়া  
দুহিতাকে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক পুনরায় নিজগৃহে গমন করিলেন ॥ ২২ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে যযাতিশাপ-নামক

৬০তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬০ ॥

১। ক 'নাপি' । ২। হ 'ব্যাহত্ব মুপচক্রাম' ভার্গবো নহ্বাত্মজম্' । ৩। হ 'যস্মাৎ তব  
মোহানবজানাসি নাহবাৎ' । ৪। অতঃ পরং হ 'স এবমুক্ত্বা বিজপুত্রবাখ্যঃ স্তুতাং সমাখ্যাত চ দেববানীম্ । পুনর্ব্ব্যো  
দুর্ব্বলমানভেকা দম্বা চ শাপং নহ্বাত্মজাম্' । ইত্যধিকম্ ।

(৬১) একষষ্টিতমঃ সর্গঃ

শ্রদ্ধা তুশনসং ক্রুদ্ধং তদার্তো নহস্যস্বজঃ ।  
 জরাং পরমিকাং প্রাপ্য যত্নং বচনমব্রবীৎ ॥ ১ ॥  
 জরা ত্বয়েয়ং ধর্মজ্ঞ মদর্থং পরিগৃহ্যতাম্ ।  
 ত্বয়ি সংক্রাম্য দুর্ব্বারাং রংস্তে ভোগৈর্ঘথাস্থখম্ ॥ ২ ॥  
 ন তাবৎ কৃতকৃত্যোহস্মি বিষয়েহস্মিন্ নরর্ষভ ।  
 অনুভূয় যথাকামং পুনঃ প্রাপ্ত্যাম্যহং জরাম্ ॥ ৩ ॥  
 পিতৃস্তদ্ বচনং শ্রদ্ধা প্রত্যাচ যত্নস্তদা ।  
 পুত্রস্তে দয়িতঃ পুরুষসৌ গৃহ্নাত্বিমাং জরাম্ ॥ ৪ ॥  
 বহিষ্কৃতোহহমর্থেষু তব পার্থিবসত্তম ।  
 প্রতিগৃহ্নন্ত তে রাজন্ যৈঃ সহান্বাসি ভোজনম্ ॥ ৫ ॥

২। লো-টা। ভোগৈঃ স্বচ্ছন্দাদিভিঃ।

৩। লো-টা। অস্মিন্ বিষয়ে যাবন্ন কৃতকৃত্যোহস্মি তাবদ্ জরায়ং প্রতিগৃহ্যতামিতি পূর্বেণাশ্রয়ঃ।

৫। লো-টা। অর্থেষু সর্বপ্রয়োজনেষু। ভোজনম্ অর্থম্।

শুক্রাচার্য্য ক্রুদ্ধ হইয়াছেন শুনিয়া নহস্য-নন্দন যযাতি অতিশয় কাতর হইলেন, তিনি অতিশয় জরাপ্রাপ্ত হইয়া পুত্র যত্নকে বলিলেন—॥ ১ ॥

হে ধর্মজ্ঞ! তুমি আমার জন্য এই জরাভার গ্রহণ কর, আমি তোমাতে এই দারুণ জরাভার সংক্রামিত করিয়া যথাস্থখে ভোগলালসা চরিতার্থ করিব ॥ ২ ॥

হে নরর্ষভ! আমি এই বিষয়ভোগে পরিতৃপ্ত হই নাই, অতএব ইচ্ছানুসারে বিষয় ভোগ করিয়া পুনরায় জরা গ্রহণ করিব ॥ ৩ ॥

যত্ন পিতার কথা শুনিয়া প্রত্যুত্তর করিলেন, পুরু আপনার প্রিয় পুত্র, সে-ই এই জরা গ্রহণ করুক ॥ ৪ ॥

হে রাজসত্তম, আমি আপনার সমস্ত প্রয়োজন হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছি,

১। হ 'জাযা'। ২। হ 'শ্রুতার্থো'। ৩। হ 'যদো জরায়ং'। ৪। হ 'মেয়ু নরোত্তম'। ৫। হ 'পুত্রঃ প্রতিগৃহ্নাত্বিমাং'। ৬। হ 'বহিষ্কৃতো'। ৭। হ 'ত্বয়া সর্বেষু পার্থিব'। ৮। হ 'বৈরন্বাসি স্থং নহ'।

এবমুক্তস্ত পুত্রের যছনা পুরুষৰ্ভঃ ।

প্রভুবাচ মহাতেজাঃ ক্রুদ্ধোহত্যর্থং তমাত্মজম্ ॥ ৬ ॥

রাক্ষসস্ত্বং ময়া জাতঃ পুত্ররূপো দুরাত্মবান ।

আজ্ঞাং যম্ন করোসি ত্বং প্রজ্ঞয়া বিফলীকৃতঃ ॥ ৭ ॥

পুত্রোহনিযোজ্যো ভূত্বা ত্বং যস্মান্মামবমন্তসে ।

রাক্ষসান্ যাভুধানাংস্ত্বং জনয়িষ্যসি দারুণান্ ॥ ৮ ॥

তব সোমকুলোদ্ভূতো বংশো হান্ততি দুৰ্ম্মতে ।

ভবিতা ন চ বংশোহপি দুৰ্বিনীতশ্চিরং তব ॥ ৯ ॥

৭। লো-টী। প্রজ্ঞয়া বুদ্ধ্যা সত্যাপি বিফলীকৃতঃ ভগ্নমনোরথঃ কৃতঃ ।

৮। লো-টী। যাভুধানান্ নিশাচরান্ রাক্ষসান্ চণ্ডাভুগ্ৰানিত্যর্থঃ, দারুণান্ হিংসকান্ ।

৯। লো-টী। ন চ তব বংশো ভবিতা ভবিষ্যতি, ভবিষ্যতি চেকদুৰ্বিনীতো ভবিষ্যতি ।

আপনি যাহাদের সহিত ভোগ্যবস্তু ভোগ করেন, তাহারা আপনার জরা গ্রহণ করুক ॥ ৫ ॥

পুত্র যছ এইরূপ বলিলে পুরুষশ্রেষ্ঠ মহাতেজস্বী যযাতি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে বলিলেন— ॥ ৬ ॥

তুমি আমার ঔরসে পুত্ররূপী দুরাত্মা রাক্ষস জন্মগ্রহণ করিয়াছ, যেহেতু তুমি আমার আদেশ প্রতিপালন করিতেছ না। তোমার প্রজ্ঞার কোন ফলোদয় হয় নাই ॥ ৭ ॥

তুমি পুত্র হইয়াও অবাধ্য হইয়া যেহেতু আমাকে অপমানিত করিয়াছ, সেইজন্ত তুমি দারুণ নিশাচর রাক্ষসদিগকে উৎপাদন করিবে ॥ ৮ ॥

চন্দ্রবংশোৎপন্ন [ হইয়াও ] তোমার বংশ হীন হইবে। তোমার বংশ দুৰ্বিনীত হইবে এবং চিরস্থায়ী হইবে না ॥ ৯ ॥

১। হ 'হ্রস্বসদঃ'। ২। হ 'প্রতিহংসি যমাজ্ঞাং যঃ'। ৩। হ 'পিতরং গুরুভূতং মাং যস্মান্মামবমন্তসে'। ৪। হ 'ন ভু'। ৫। হ '-ৎপদো'। ৬। হ '-সংকে খ্যাতিমেচ্ছতি'। ৭। হ 'খলু'।

এবমুক্তা। স রাজর্ষিষদ্বুং পুরুমথাব্রবীৎ । .

ইয়ং জরা মহাপ্রাজ্ঞ মদর্থে প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ ১০ ॥

নাহুষেণৈবমুক্তস্ত পুরুঃ প্রাজ্ঞলিরব্রবীৎ ।

ধন্যোহস্ম্যনুগৃহীতোহস্মি শাসনেহস্মিন্ স্থিতস্তব ॥ ১১ ॥

পুরোর্বচনমাদায় নাহুষঃ পরয়া মুদা ।

সংযুক্তোহভূৎ প্রহৃষ্টশ্চ সংক্রাম্য তু জরাং তদা ॥ ১২ ॥

ততঃ স রাজা তরুণো যজ্ঞান্ বহুবিধান্ বক্বন ।

আজহার চ ধর্ম্মান্না পালয়ামাস চ প্রজাঃ ॥ ১৩ ॥

অথ দীর্ঘশ্চ কালশ্চ রাজা পুরুমথাব্রবীৎ ।

আনয়স্ব জরাং পুত্র ন্যাসং নির্যাতয়স্ব মে ॥ ১৪ ॥

১২। লো-টী। পরয়া মুদা সংযুক্তোহস্তরতঃ, প্রহৃষ্টো বাহতঃ। 'সংক্রাম্য'ত্যাধম্, 'সংক্রাম্য'তি বা পাঠঃ।

১৪। লো-টী। নির্যাতয়স্ব দদস্ব।

রাজর্ষি যযাতি যত্নকে এইরূপ বলিয়া 'পুরু'কে বলিলেন—মহাপ্রাজ্ঞ, আমার হইয়া তুমি এই জরা গ্রহণ কর ॥ ১০ ॥

নহুষ-নন্দন যযাতি এইরূপ বলিলে পুরু করযোড়ে বলিলেন—আমি আপমার এই আদেশে বাধ্য আছি, [ ইহাতে ] আমি ধন্য এবং অনুগৃহীত হইলাম ॥ ১১ ॥

রাজা যযাতি পুরুর কথা শুনিয়া অতিশয় আনন্দের সহিত তাহার দেহে জরা সংক্রামিত করিয়া জরামুক্ত এবং আহ্লাদিত হইলেন ॥ ১২ ॥

পরে সেই ধর্ম্মান্না তরুণ রাজা নানাপ্রকার অসংখ্য যজ্ঞ করিলেন এবং প্রজাদিগকে পালন করিলেন ॥ ১৩ ॥

অনন্তর বহুকালের পর রাজা পুরুকে বলিলেন,—পুত্র ! আমার গচ্ছিত

১। হ 'ভক্ত তদ ভাবিতঃ ক্রধা রাজা পুরুমথা'। ২। হ '-স্মি'। ৩। হ '-মাজ্ঞার'। ৪। হ 'সংক্রাময়ামাস জরাং লেতে হর্ষক বীর্ধবান্'। ৫। হ 'এ ভগ্নে পতসহস্রশঃ'। ৬। হ 'বহুবর্ষগহগ্রাণি মহীং পালিতবাংস্ত নঃ'। ৭। হ 'পুরুমুবাচ হ'। ৮। হ 'আনীতভাং'।

শ্রাসভূতা ময়া পুত্র জরা সংক্রামিতা হয়ি ।

তস্মাৎ প্রতিগ্রহীষ্যামি তামহং না[মা ?]ন্থথা কৃথাঃ ॥ ১৫ ॥

যস্মাৎ হয়ি কৃতং বাক্যং মমেদং পিতৃগৌরবাৎ ।

তস্মাৎ হং যশসা যুক্তো রাজ্যং প্রাপ্স্যসি শাস্ততম্ ।

এবমুক্ত্বা তু রাজর্ষিঃ স যযাতির্দ্বিবং যযৌ ॥ ১৬ ॥

কারয়ামাস ধর্ম্মেণ রাজ্যং পুরুষ চ ধর্ম্মবিৎ ।

প্রতিষ্ঠানে পুরবরে মহেন্দ্র ইব বীর্য্যবান্ ॥ ১৭ ॥

যদ্বাস্তু জনয়ামাস যাতুধানান্ সহস্রশঃ ।

পুরে ক্রৌঞ্চবরে রাজ্যং বংশং চৈব চকার সঃ ॥ ১৮ ॥

১৭। লো-টী। প্রতিষ্ঠানে প্রয়াগে।

[লো-টী।] আশ্রমং বানপ্রস্থম্। 'আশ্রমো ব্রহ্মচর্য্যাদৌ বানপ্রস্থে বনে মঠে' ইতি কোষঃ। বনে বানপ্রস্থে।

জরা আনয়ন করিয়া আমাকে প্রদান কর ॥ ১৪ ॥

বৎস! আমি তোমার দেহে জরা গচ্ছিতবস্তুরূপে সংক্রামিত করিয়া-  
ছিলাম, সুতরাং তাহা পুনরায় গ্রহণ করিব, তুমি অণুথা করিও না ॥ ১৫ ॥

যেহেতু তুমি পিতৃ-গৌরব বশতঃ আমার আদেশ প্রতিপালন করিয়াছ,  
সেজন্ম তুমি যশস্বী হইবে এবং শাস্ত রাজ্য লাভ করিবে,—এই বলিয়া রাজর্ষি  
যযাতি স্বর্গে গমন করিলেন ॥ ১৬ ॥

ধর্ম্মজ্ঞ পুরু পুরঞ্চেষ্ঠ প্রয়াগে বীর্য্যবান্ মহেন্দ্রের শ্রায় ধর্ম্মানুসারে রাজ্য  
শাসন করিতে লাগিলেন ॥ ১৭ ॥

এদিকে যদ্ব সহস্র সহস্র রাক্ষস উৎপাদন করিলেন এবং ক্রৌঞ্চবর-নগরে

১। হ 'যয়ি সংক্রামিতা জরা'। ২। হ 'পুনরিচ্ছামাহং হন্তঃ শীঘ্রং মে প্রতিদীয়তাম্'। ৩। হ 'মম  
বৈ'। ৪। হ 'ভমেবমুক্ত'। ৫। হ 'পুরুষ প্রিয়মথাস্বজম্'। অতঃ পরং হ 'অভিবিচা চ রাজ্যে তং  
বিবেশাশ্রমমাস্রবান্'। ততঃ কালেন মহতা তস্মিন্ পুণ্যে বসন্ বনে। পুণ্যকর্ত্তা স রাজর্ষির্দ্বিব্যক্তির্দ্বিবং যযৌ'।  
ইত্যধিকম্। ৬। হ 'পুরুষ'। ৭। হ 'বালীরাজো মহাবীরাঃ'। ৮। হ 'বদন্ত'। ৯। হ 'বনে'।  
১০। হ 'ব্রহ্মবীরাংস্চকার'।

যযাতি<sup>১</sup>নৈষ শাপা<sup>২</sup>গ্নিঃ সৃষ্টিঃ কাব্যেন লক্ষণ ।

ধারিতঃ<sup>৩</sup> ক্রাত্রধর্শ্বেণ নিমিনা তু ন ধারিতঃ ॥ ১৯ ॥

এতৎ তে সর্বমাখ্যা<sup>৪</sup>তং সর্বকার্যনিদর্শনম্ ।

বর্তিতব্যং<sup>৫</sup> তথা সৌম্য যথা দোষো ন মে ভবেৎ ॥ ২০ ॥

ইতি কথয়তি রামে চন্দ্রতুল্যাননে তু প্রবিরলতরতারং ব্যোম জজেত তদানীম্ ।

অরুণকিরণরক্তা দিগ্ বভৌ চৈব সর্ব্বা কুসুমরসবিরক্তং বস্ত্রমাণ্ডু<sup>৬</sup>ষ্ঠিতেব ॥ ২১ ॥

ইত্যার্ষে বাঙ্গীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে পুরোরভিষেকো নাম

একষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬১ ॥

২০। লো-টী। সর্বকার্যনিদর্শনং সর্বকাৰ্যাস্ত নিদর্শনং যথা ভবতি তথা বর্তিতব্যম্ ।

২১। লো-টী। প্রকৃষ্টা বিরলা তারা যস্মিন্ তৎ, কুসুমরসেন বিরক্তং বিশেষণেণ লোহিতম্, আণ্ডুষ্ঠিতেব পরিদখতীব ।

পুরোরভিষেকঃ ॥ ৬১ ॥

রাজ্য ও বংশ স্থাপন করিলেন ॥ ১৮ ॥

হে লক্ষ্মণ, যযাতি শুক্রাচার্য্য কর্তৃক প্রদত্ত শাপাগ্নি ক্রাত্রধর্ম্মানুসারে গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু নিমি তাহা করেন নাই ॥ ১৯ ॥

হে সৌম্য, তোমার নিকট এই সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলাম; যাহাতে সমস্ত কার্য্যের প্রতি দৃষ্টি থাকে এবং আমার কোনরূপ দোষ না হয়, সেইরূপ আচরণ করা কর্তব্য ॥ ২০ ॥

চন্দ্রতুল্যানন রামচন্দ্রের এই সকল কথা বলিতে বলিতে আকাশে হু'একটী নক্ষত্র দেখা গেল এবং দিক্‌সকল রক্তরাশ্মি-রঞ্জিত হইয়া যেন পুষ্পরসে রঞ্জিত বস্ত্রদ্বারা অবগুষ্ঠিতা হইয়া শোভা পাইতে লাগিল ॥ ২১ ॥

মহর্ষি বাঙ্গীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে পূর্ব অভিষেক-নামক

৬১তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬১ ॥

১। হ এবং তুণনসা দত্তঃ শাপোৎসর্গো যযাতিবা'। ২। হ 'ক্ষম-'। ৩। হ 'যথা'। ৪। হ 'ন নো'। ৫। হ 'ত'। ৬। হ 'পূর্ণা'। ৭। হ 'বিরক্তং'।



## (৬২) দ্বিষষ্টিতমঃ সর্গঃ

তয়োঃ সংবদতোরেবং রামলক্ষণয়োস্তদা ।

বাসন্তী সা নিশা জাতা ন শীতা ন চ ঘর্ম্মদা ॥ ১ ॥

ততঃ প্রভাতে বিমলে কুত্বা পৌর্বাহ্নিকৌ ক্রিয়াম্ ।

অভ্যারভত কাকুৎস্থঃ পৌরকার্য্যাণ্যবেক্ষিতুম্ ॥ ২ ॥

ধর্ম্মাসনগতো রাজা রামো রাজীবলোচনঃ ।

রাজধর্ম্মানবেক্ষন্ বৈ ত্রাঙ্কর্ণৈর্নৈর্গমৈঃ সহ ॥ ৩ ॥

পুরোধসা বশিষ্ঠেন ঋষিণা কাশ্যপেন চ ।

মন্ত্ৰিভির্ব্যবহারৈস্তৈস্তথানৈর্ধর্ম্মপাঠকৈঃ ॥ ৪ ॥

নীতিভৈরথ সন্তিচ্চ রাজভিঃ সা সভা বৃতা ।

সভা ইব মহেন্দ্রস্য যমস্য বরুণস্য বা ।

শুশ্রুভে রাজসিংহস্য রামস্তাক্রিষ্টকর্ম্মণঃ ॥ ৫ ॥

৩। লো-টী। রাজধর্ম্মান্ অবেকন্ অবেক্ষিত্যমাণঃ ধর্ম্মাসনগতঃ ধর্ম্মাসনং সভা তদগতঃ ।

৪। লো-টী। ধর্ম্মপাঠকৈঃ পৌরাণিকৈঃ ।

তখন রামচন্দ্র এবং লক্ষ্মণের এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে শীত-গ্রীষ্ম-বিবর্জিত বসন্ত কালের রাত্রি উপস্থিত হইল ॥ ১ ॥

তার পর নির্মল প্রভাতে কাকুৎস্থ রামচন্দ্র পৌর্বাহ্নিক ক্রিয়া সমাপ্ত করিয়া পৌরকার্য্য দর্শন করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২ ॥

পদ্মপলাশলোচন মহারাজ রামচন্দ্র রাজধর্ম্মানুসারে নীতিশাস্ত্রবিৎ ত্রাঙ্কর্ণগণের সহিত ধর্ম্মাসনে উপবেশন করিলেন ॥ ৩ ॥

পুরোহিত বশিষ্ঠ, ঋষি কাশ্যপ, ব্যবহারজ্ঞ মন্ত্রিগণ, ধর্ম্মপাঠকগণ, নীতিজ্ঞগণ

অথ রামোহত্রবীৎ তত্র লক্ষণং শুভলক্ষণম্ ।

নির্গচ্ছ স্বং মহাবাহো হুমিত্রানন্দিবর্দ্ধন ।

কার্যার্থিনশ্চ সৌমিত্রে ব্যাহর্তুং স্বমুপাক্রম ॥ ৬ ॥

রামস্ত ভাষিতং শ্রুত্বা লক্ষণঃ শীঘ্রবিক্রমঃ ।

দ্বারদেশমুপাগম্য কার্যিণশ্চাহ্বয়ৎ স্বয়ম্ ।

ন কশ্চিদত্রবীৎ তত্র মম কার্যমিহাহ বৈ ॥ ৭ ॥

নেতরো ব্যাধয়শ্চৈব রামে রাজ্যং প্রশাসতি ।

পকশস্তা বহুমতী সর্ব্বৌষধিসমম্বিতা ॥ ৮ ॥

ন বালো ত্রিয়তে তত্র ন যুবা ন চ মধ্যমঃ ।

ধর্ম্মেণ শাসিতং সর্ব্বং ন চ বাধা বিধীয়তে ॥ ৯ ॥

৮। লো-টী। নেতয়ঃ ঈতয়ঃ ষট্—“অতিবৃষ্টিরনাবৃষ্টিমুৎসিধিঃ শলভাঃ খগাঃ, প্রতাসন্নাস্ত রাজানঃ ষড়্ভেতা ঈতয়ঃ স্মৃতাঃ”।

৯। লো-টী। ন চ বাচা বিধীয়তে ঈত্যাদয়ঃ সম্বীতি বা বাচা বাক্ সা কেনাপি ন বিধীয়তে নোচ্যতে। ‘বাধে’তি পাঠে কশ্চচিৎ কেনাপি পীড়া ন ক্রিয়তে ইত্যর্থঃ।

এবং সাধু নৃপতিগণকর্তৃক পরিপূর্ণা অক্লিষ্টকর্ম্মা রাজশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্রের সেই সভা মহেন্দ্র, যম এবং বরুণের সভার হ্রায় শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৪-৫ ॥

অনন্তর রামচন্দ্র সেই সভামধ্যে শুভলক্ষণ লক্ষ্মণকে বলিলেন, মহাবাহো লক্ষ্মণ, তুমি বাহিরে গমন করিয়া কার্যার্থীদিগকে আহ্বান করিতে আরম্ভ কর ॥ ৬ ॥

রামচন্দ্রের আদেশ শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণ দ্রুতপদে দ্বারদেশে গমন করত নিজেই কার্যার্থীদিগকে আহ্বান করিতে লাগিলেন, কিন্তু কেহই ‘অহা আমার কার্য আছে’ এ কথা বলিল না ॥ ৭ ॥

রামচন্দ্রের রাজত্বকালে [ রাজ্যামধ্যে ] অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি বিপ্লবসমূহ ও রোগ-যন্ত্রণা—কিছুই ছিল না এবং পৃথিবী পকশস্তা ও সর্ব্ববিধ ঔষধিতে পরিপূর্ণা ছিল ॥ ৮ ॥

তিনি ধর্ম্মানুসারে সমস্ত শাসন করিতেন, কোনরূপ উপদ্রবই সংঘটিত

দৃষ্টতে ন চ কার্যার্থী রামে রাজ্যং প্রশাসতি ।

লক্ষ্মণঃ প্রাজ্ঞলিভু<sup>১</sup>ত্বা রামায়ৈবং শ্রবেদয়ৎ ॥ ১০ ॥

অথ রামঃ প্রসন্নাত্মা সৌমিত্রিনিদনব্রবীৎ ।

ভূয় এব<sup>২</sup> হি গচ্ছ স্বং কার্যিণঃ প্রবিচারয় ॥ ১১ ॥

সম্যক্<sup>৩</sup> প্রণিহিতে দণ্ডে নাশশ্রো বিদ্রুতে কচিৎ ।

তস্মাদ্রাজভয়াৎ সর্বৈ রক্ষন্তীহ পরস্পরম্ ॥ ১২ ॥

বাণা ইব ময়া মুক্তা ইহ রক্ষন্তি নঃ প্রজাঃ ।

তথাপি স্বং মহাবাহো প্রজা রক্ষস্ব তৎপরঃ ॥ ১৩ ॥

১২। লো-টী। প্রণিহিতে বিহিতে, কর্ত্ত্বানুরূপে দণ্ডে কৃতে ইত্যর্থঃ। যস্মাদেবং তস্মাৎ রাজদণ্ডভয়াৎ।

১৩। লো টী। বাণা নীলা বিষ্টাঃ, তা যথা সদা মুক্তাঃ সর্বদৈব ঘনীভূতাঃ পরস্পর-মাশ্রয়ং রক্ষন্তি, অতিকটকবদ্বাং তথা। ‘নীলা বিষ্টিবায়োবাণা দাসী চার্ত্তগলচ্চ সা’ ইত্যমরঃ। যজ্ঞপোষং তথাপি।

হইত না। কোন বালক, যুবা বা মধ্যবয়সের কেহ মৃত্যুমুখে পতিত হইত না ॥ ৯ ॥

লক্ষ্মণ করঘোড়ে ‘রামের রাজত্বকালে কোন কার্যার্থী দেখা যায় না’ এই কথা রামচন্দ্রকে নিবেদন করিলেন ॥ ১০ ॥

অনন্তর প্রফুল্লচিত্ত রাম লক্ষ্মণকে বলিলেন—তুমি পুনরায় গমন করিয়া কার্যার্থীদিগের অন্বেষণ কর ॥ ১১ ॥

কর্ত্ত্বানুরূপ দণ্ড প্রদান করিলে কোথাও অধর্ম থাকিতে পারে না এবং সেই রাজদণ্ডের ভয়েই সকলে পরস্পরকে রক্ষা করে ॥ ১২ ॥

হে মহাবাহো, [ যদিও ] আমার নিকৃষ্ট বাণসমূহই যেন প্রজাদিগকে রক্ষা করিতেছে, তথাপি তুমি প্রজারক্ষণে তৎপর হও ॥ ১৩ ॥

এবমুক্তস্ত সৌমিত্রিনির্জগাম নৃপালয়াৎ ।

অথাপশাদ্ দ্বারদেশে শ্বানং পাদদ্বয়স্থিতম্ ॥ ১৪ ॥

তমেবং বীক্ষমাণং বৈ উৎক্রোশস্তঃ মুহমুহঃ ।

দৃষ্ট্বা তু লক্ষ্মণস্তং বৈ পপ্রচ্ছাথ স বীর্যাবান্ ।

কিং তে কার্যং মহাবাহো ক্রহি বিশক্রমানসঃ ॥ ১৫ ॥

লক্ষ্মণস্ত বচঃ শ্রুত্বা সারমেয়োহভ্যভাষত ।

সর্বভূতশরণ্যায় রামায়াক্লিষ্টকর্ষণে ।

ভয়েষভয়দাত্রে চ তস্মৈ বক্তং সমুৎসহে ॥ ১৬ ॥

এতচ্চুত্বা তু বচনং সারমেয়স্ত লক্ষ্মণঃ ।

রাঘবায় তদাখ্যাতুং প্রবিবেশালয়ং শুভম্ ॥ ১৭ ॥

নিবেদ্য রামস্ত পুনর্নির্জগাম নৃপালয়াৎ ।

বক্তব্যং যদি তে কিঞ্চিৎ তৎ ক্রহি নৃপায় বৈ ॥ ১৮ ॥

১৪। লো-টী। পাদদ্বয়ং যথা স্তাত্তথা স্থিতম্। ‘পাদদ্বয়স্থিত’মিতি পাঠে পাদ-  
দ্বয়েন স্থিতম্।

১৫। লো-টী। মহাক্তো উক্কো বাহু যস্ত তস্ত সঘোষনম্।

এই কথা শুনিয়া লক্ষ্মণ রাজভবন হইতে বহির্গত হইয়া দুই পায়ে ভর  
করিয়া অবস্থিত একটি কুকুরকে দ্বারদেশে দেখিলেন, সে ইতস্ততঃ অবলোকন  
পূর্বক চীৎকার করিতেছিল। বীর্যাবান্ লক্ষ্মণ তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,  
মহাবাহো, তোমার কি প্রয়োজন,—তাহা নিঃশব্দচিস্তে বল ॥ ১৪-১৫ ॥

কুকুর লক্ষ্মণের কথা শ্রবণ করিয়া বলিল,—সমস্ত প্রাণীর রক্ষক, অক্লিষ্টকর্মা  
এবং ভয়ে অভয়দাতা সেই রামচন্দ্রের নিকট [আমার বক্তব্য] বলিতে  
ইচ্ছা করি ॥ ১৬ ॥

লক্ষ্মণ কুকুরের এই কথা শুনিয়া রামচন্দ্রের নিকট তাহা বলিবার জন্ত  
মুনোরম [সভা-] গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥ ১৭ ॥

লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের নিকট নিবেদন করিয়া পুনরায় রাজগৃহ হইতে বহির্গত হইয়া

১। হ ‘অপশাদ্ দ্বারদেশে বৈ’। ২। হ ‘-বয়ে’। ৩। হ ‘উক্কো’। ৪। হ ‘দৃষ্ট্বা’। ৫।  
হ ‘স-পপ্রচ্ছাথ বীর্যাবান্’।

স লক্ষণবচঃ শ্রুত্বা সারমেয়োহভ্যভাষত ।  
 দেবাগারে নৃপাগারে দ্বিজবেশ্মন বৈ তদা ।  
 নাত্র যোগ্যা তু সৌমিত্রে যোনীনামধমা দ্বিয়ম্ ॥ ১৯ ॥  
 প্রবেষ্টুং নাত্র শক্যামি ধর্মো বিগ্রহবান্ হি সঃ ।  
 সত্যবাদী রণপটুঃ সর্বভূতহিতে রতঃ ॥ ২০ ॥  
 ষাড়্গুণ্যস্ত পদং বেত্তি নীতিকর্তা স রাঘবঃ ।  
 সর্বভক্তঃ সর্বদর্শী চ রামো রময়তাং বরঃ ॥ ২১ ॥  
 স সোমঃ স চ মৃত্যুশ্চ স ধর্মো ধনদন্তথা ।  
 বহিঃ শতক্রতুশ্চৈব সূর্যো বৈ বরুণস্তথা ॥ ২২ ॥

১৯। লো-টী। ইয়ং যোনিনিঃ অধমা যোনিঃ, অত্র এষ ন যোগ্য।

২১। লো-টী। ষড়্গুণমেব ষাড়্গুণ্যম্, তস্ত পাৎ স্থানম্। 'সন্ধিনা বিগ্রহো যানমাসনং বৈধমালয়ঃ' ইতি ষড়্গুণাঃ।

২২। লো-টী। রাম ইতি পাঠঃ, 'বম' ইতি বা।

কুকুরকে বলিলেন, যদি তোমার কিছু বলিবার থাকে, তাহা তুমি রাজার নিকট বল ॥ ১৮ ॥

সেই কুকুর লক্ষণের কথা শ্রবণ করিয়া বলিল, সুমিত্রানন্দন। এই অধমযোনি দেবগৃহে, রাজগৃহে এবং ব্রাহ্মণগৃহে প্রবেশ করিবার যোগ্য নয় ॥ ১৯ ॥

সত্যবাদী রণনিপুণ সর্বপ্রাণীর মঙ্গলাকাজী সেই রামচন্দ্র মুর্ত্তিমান্ ধর্ম, সুতরাং আমি এখানে প্রবেশ করিতে পারি না ॥ ২০ ॥

সেই অতিরমণীয় রামচন্দ্র সর্বভক্ত, সর্বদর্শী, নীতিজ্ঞ এবং [ সন্ধি-বিগ্রহাদি ] ষড়্গুণপ্রয়োগে নিপুণ। তিনি চন্দ্র, সূর্য্য, মৃত্যু, ধর্ম, কুবের, অগ্নি, ইন্দ্র ও বরুণস্বরূপ ॥ ২১-২২ ॥

১। হ 'লক্ষণম্'। ২। হ অতঃ পরং হ 'বহিঃ শতক্রতুশ্চৈব সূর্যো বরুণস্তিষ্ঠতি' ইত্যধিকম্।

৩। হ 'ভ'। ৪। হ 'মা বরম্'। ৫। হ 'সব'। ৬। হ 'বড়'। ৭। হ 'বমো'।

তস্মাৎ হুং ক্রহি সৌমিত্রে প্রজাপালস্য রাঘব ।  
 অনাজ্ঞপ্তস্য সৌমিত্রে প্রবেক্ষুং নোৎসাহাম্যহম্ ॥ ২৩ ॥  
 আনুশংস্তান্মহাভাগঃ প্রবিবেশ মহাত্ম্যভিঃ ।  
 নৃপালয়ং প্রবিষ্ণুস্ত লক্ষ্মণো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ২৪ ॥  
 শ্রয়তাং মম বিজ্ঞাপ্যং কৌশল্যানন্দিবর্দ্ধন ।  
 যস্যম্যোক্তং মহাবাহো তব শাসনজং বিভো ।  
 স্মা বৈ তিষ্ঠতি তে দ্বারি কার্যার্থী সমুপাগতঃ ॥ ২৫ ॥  
 লক্ষ্মণস্য বচঃ শ্রুত্বা রামো বচনমব্রবীৎ ।  
 তং প্রবেশয় বৈ ক্ষিপ্ৰং কার্যার্থী যোহত্র তিষ্ঠতি ॥ ২৬ ॥

ইত্যৰ্ধে বান্দীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে সারমেয়বাক্যং নাম  
 দ্বিষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬২ ॥

২৩। লো-ট। আনুশংস্তাৎ ক্রুরত্বাভাবাৎ ।

২৫। লো-ট। মম বিজ্ঞাপ্যং নিবেদনং ম্যোক্তং শ্রয়তাম্ । কিঙ্কৃতম্ ? তব শাসনজম্ ।  
 যঃ কার্যার্থী দ্বারে সমাগতি স মম স্থানে বিজ্ঞাপনীয় ইতি বৎ তব শাসনমাজ্ঞা ততো জাতম্ ।  
 সারমেয়বাক্যম্ ॥ ৬২ ॥

হে রাঘব, হে সুমিত্রানন্দম, আপনি সেই প্রজাপালক রামচন্দ্রের মিকট  
 বলুন, আমি তাঁহার বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করি না ॥ ২৩ ॥

তখন মহাভাগ মহাত্ম্যভি লক্ষ্মণ দয়াপন্নবশ হইয়া রাজত্ববনে প্রবেশপূর্বক  
 বলিলেন— ॥ ২৪ ॥

মহাবাহো প্রভু কৌশল্যানন্দবর্দ্ধন, আমার নিবেদন শুনুন, আপনি  
 যেরূপ আদেশ করিয়াছিলেন আমি সেইরূপ বলিয়াছি, কিন্তু সমাগত কার্যার্থী  
 সারমেয় আপনার [ অনুমতি অপেক্ষায় ] দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া আছে ॥ ২৫ ॥

রামচন্দ্র লক্ষ্মণের কথা শুনিয়া বলিলেন, এখানে কার্যার্থী যে আছে, শীঘ্র  
 তাহাকে প্রবেশ করাও ॥ ২৬ ॥

মহর্ষি বান্দীকীপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে সারমেয়বাক্য-নামক  
 ৬২তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬২ ॥

## (৬৩) ত্রিষষ্টিতমঃ সর্গঃ

দৃষ্ট<sup>১</sup> সমাগতং শ্বানং রামো বচনমব্রবীৎ ।

বিবক্ষা যা হি তে ক্রহি সারমেয় ন তে ভয়ম্ ॥ ১ ॥

অথাপশ্যত তত্রস্থং রামং শ্বা ভিন্নমস্তকঃ ।

ততো দৃষ্ট<sup>২</sup> স রাজানং সারমেয়োহব্রবীদ্ বচঃ ॥ ২ ॥

রাজা কর্তা চ ভূতানাং রাজা চৈব বিনাশকঃ ।

রাজা সৃষ্টেষু জাগর্তি রাজা পালয়তে প্রজাঃ ॥ ৩ ॥

নীত্যা সুনীতয়া রাজা ধর্ম্যং রক্ষতি রক্ষিতা ।

যদা ন পালয়েদ্ভাজা ক্ষিপ্ৰং নশ্যন্তি বৈ প্রজাঃ ॥ ৪ ॥

১। লো-টী। বিবক্ষা বক্তৃমিচ্ছা।

২। লো-টী। ভিন্নমস্তকঃ নগেন বিদীর্ণমস্তকঃ।

৩। লো-টী। কর্তা সৃষ্টস্থানানাম্, সৃষ্টেষু তাত্ত্বার্থস্থ লোকেষু জাগর্তি স্বস্বধর্ম্মান্ প্রবর্তয়তি।

রামচন্দ্র কুকুরকে উপস্থিত দেখিয়া বলিলেন, সারমেয়, তোমার যাহা বলিবার আছে তাহা বল, তোমার কোন ভয় নাই ॥ ১ ॥

তখন সেই বিদীর্ণমস্তক সারমেয় রামচন্দ্রকে দেখিল এবং দেখিয়া সে বলিতে লাগিল— ॥ ২ ॥

রাজাই প্রাণীদিগের কর্তা, রাজাই তাহাদের সংহারক, প্রজারা ঘুমাইলেও রাজা তাহাদের স্বার্থরক্ষায় জাগ্রত থাকেন [ রাজাই অধাশ্মিকদিগের মধ্যে ধর্ম্ম প্রবর্তিত করেন ] এবং রাজাই প্রজাপুঞ্জকে পালন করেন ॥ ৩ ॥

রাজাই সকলের রক্ষাকর্তা এবং তিনিই উপযুক্ত নীতি অবলম্বনপূর্ব্বক ধর্ম্ম রক্ষা করেন ; তিনি পালন না করিলে প্রজাগণ শীঘ্র বিনষ্ট হয় ॥ ৪ ॥

১। ইতঃ পূর্ব্বং সর্গায়ত্তে 'শ্রব'। রামস্ত বচনং লক্ষণবৃত্তিতত্ত্বা। শ্বানমাহুর মতিমান্ রাধবায় ভবেন্দ্রং'। ইত্যধিকম্। ২। হ 'বিবক্ষ্যত'। ৩। হ 'রাজৈব কর্তা'। ৪। হ 'রতি'।

রাজা কর্তা চ গোপ্তা চ সর্বশ্চ জগতঃ পিতা ।

রাজা কালো যুগং চৈব রাজা সর্বমিদং জগৎ ॥ ৫ ॥

ধারণাধর্মমিত্যাহর্ধ্মেণ বিধ্বতাঃ প্রজাঃ ।

যস্মাক্কারয়তে সর্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥ ৬ ॥

ধারণাদ্বিধিযাং চৈব ধর্মো রঞ্জয়তে প্রজাঃ ।

তস্মাক্কারণমিত্যুক্তঃ স ধর্ম ইতি নিশ্চয়ঃ ॥ ৭ ॥

এষ রাম পরো ধর্মো রক্ষণে প্রেত্য চেহ চ ।

নহি ধর্মাস্তবেৎ কিঞ্চিদ্ দুপ্রাপমিতি মে মতিঃ ॥ ৮ ॥

দানং দয়া সতাং পূজা ব্যবহারেষু চার্জবম্ ।

এষ রাজন্ পরো ধর্মঃ ফলবান্ প্রেত্য রাঘব ॥ ৯ ॥

৫। লো-টা। কালঃ তত্তৎকালীনধর্ম প্রবর্তকঃ নাম তথাযুগঞ্চ ।

৬-৭। লো-টা। ধারণাৎ সর্বধর্ম্যাণামাশ্রয়াৎ, কিঞ্চ ধর্মেণ বিধ্বতাঃ পোষিতা ইতি হেতোঃ রাজানং ধর্মমাহর্বদন্তি । কিঞ্চ, যস্মাৎ ত্রৈলোক্যং ধারয়তে, যস্মাচ্চ বিধিযামপি ধারণাৎ যস্মাচ্চ প্রজাঃ অরঞ্জয়ৎ তস্মাদিতি । এবংবিধং ধারণমেব রাজ্ঞঃ সধর্মঃ সমানো যোগ্যো ধর্ম ইত্যর্থঃ—ইতি নিশ্চয়ঃ, সত্যমিতি শেষঃ ।

৮। লো-টা। অর্জবম্ অবক্রতা ।

রাজা সমুদয় জগতের পিতা, রাজা প্রজাগণের পালনকর্তা এবং রক্ষাকর্তা, রাজাই কাল এবং যুগ, তিনিই সমগ্র জগৎস্বরূপ ॥ ৫ ॥

ধর্মামুসারে চরাচর সমস্ত ত্রিভুবন এবং প্রজাগণকে ধারণ (পালন) করেন বলিয়া রাজাকে ধর্ম বলা হয় ॥ ৬ ॥

যেহেতু রাজা শত্রুগণকেও ধারণ (পালন) করিয়া ধর্মামুসারে প্রজারঞ্জন করেন, অতএব তিনি 'ধর্ম' । ধারণ বা প্রজাপালন রাজার ধর্ম, ইহাই সিদ্ধান্ত ॥ ৭ ॥

রাম ! এই ধর্ম পরলোকে এবং ইহলোকে [উভয়লোকেই] রক্ষা করে, এজন্য ইহাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম । আমার বিবেচনায় ধর্মদ্বারা দুর্লভ কিছুই নাই ॥ ৮ ॥

মহারাজ রাম ! সাধুগণের পূজা, সরল ব্যবহার, দয়া এবং দান এই সকল

১। হ 'ধর্মো'ররূপে । ২। হ '-স্তব' । ৩। হ 'রাজন্' । ৪। হ '-ধর্মঃ ফলবান্ প্রেত্য রাঘব' ।

৫। হ 'রাম' । ৬। হ '-ধর্মো রক্ষণং প্রেত্য চেহ চ' ।



ত্বং প্রমাণং প্রমাণানামসি রাঘব সূত্রত ।

বিদিতশ্চৈব তে ধর্ম্যঃ সত্ত্বিরাচরিতশ্চ বৈ ॥ ১০ ॥

ধর্ম্মাণাং ত্বং পরং ধাম গুণানাং সাগরোপমঃ ।

অজ্ঞানান্চ ময়া রাজমু ক্তস্ত্বং রাজসত্তম ।

প্রসাদয়ামি শিরসা ন ত্বং ক্রোদ্ধুমিহাহসি ॥ ১১ ॥

শুনঃ স বচনং শ্রুত্বা রাঘবো বাক্যমব্রবীৎ ।

কিং তে কার্য্যং করোম্যদ্য ক্রহি বিশ্রক মাচিরম্ ॥ ১২ ॥

রামস্ত বচনং শ্রুত্বা সারমেয়োহব্রবোদিদম্ ।

ধর্মেণ রাষ্ট্রং বিন্দেত ধর্মেণৈবানুপালয়েৎ ॥ ১৩ ॥

১০। লো-টী। প্রমাণানাং বেদপুরাণাদীনাং প্রমাণং প্রতিপাত্তং যথা স্তান্তথা চাসি। ইহ সত্ত্বিরাচরিতো যো ধর্ম্মঃ।

১১। লো-টী। ধাম আশ্রয়ঃ। ‘ধর্ম্মাণাং ত্বং পরঃ শ্রেষ্ঠ’ ইতি পাঠে ধর্ম্মাণাং ধর্ম্মবতাম্ গুণানাং গুণিনাং মধ্যে সাগরো যথা রত্নাদিগুণবান্, তথা ত্বম্।

১২। লো-টী। হে বিশ্রক হে বিশ্বস্ত।

শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম ; [ কিন্তু ] এগুলি পরলোকে ফলপ্রদ ॥ ৯ ॥

হে সূত্রত রামচন্দ্র ! আপনি প্রমাণসমূহের প্রমাণ, ( অর্থাৎ বেদ-পুরাণাদির প্রতিপাত্ত প্রমাণ-পুরুষ, অথবা লৌকিক প্রমাণসমূহের প্রমাণ্য-নিরূপক, ) সাধুগণের অনুষ্ঠিত ধর্ম্ম আপনি অবগত আছেন ॥ ১০ ॥

রাজন, আপনি ধর্ম্মসমূহের পরম আশ্রয় এবং গুণের সাগর ; হে রাজসত্তম, আমি অজ্ঞানবশতঃ যাহা বলিয়াছি, তজ্জন্ম আমার প্রতি রুষ্ট হইবেন না ; আমি অবনতমস্তকে আপনার প্রসাদ ( প্রসন্নতা ) ভিক্ষা করিতেছি ॥ ১১ ॥

রামচন্দ্র সারমেয়ের কথা শুনিয়া বলিলেন, অত্তু তোমার কি কার্য্য করিব তাহা অসংকোচে সম্বরণ বল ॥ ১২ ॥

সারমেয় রামচন্দ্রের কথা শুনিয়া বলিল, ধর্ম্মের দ্বারা রাজ্যলাভ করিতে হয় এবং ধর্ম্মানুসারেই পালন করিতে হয়, সকলের ভয়-হারক রাজা ধর্ম্মবলেই

ধৰ্ম্মাচ্ছরণ্যতাং যাতি রাজা সৰ্বভয়াপহঃ ।

ইদং বিজ্ঞায় যৎ কৃত্যং শ্রয়তাং মম রাঘব ॥ ১৪ ॥

ভিক্ষুঃ সৰ্ব্বার্থসিদ্ধশ্চ ব্রাহ্মণোহবসথে বসন্ ।

তেন দত্তঃ প্রহারো মে নিকারণমনাগসঃ ॥ ১৫ ॥

এতচ্ছ্রুত্বা তু রামেণ দ্বারস্থঃ প্রেষিতস্তদা ।

অনীতশ্চ দ্বিজস্তেন সৰ্ব্বশাস্ত্রার্থকোবিদঃ ॥ ১৬ ॥

অথ দ্বিজঃ স্থিতং তত্র রামং দৃষ্ট্বা মহাত্ম্যতিম্ ।

কিং তে রাম ময়া কার্য্যং তদ্ ক্রহি ত্বং মমানঘ ॥ ১৭ ॥

১৪। লো-টী। শরণ্যতাং সৰ্বেষামাশ্রয়তাম্। ‘ধৰ্ম্মাচ্ছ্রয়তাং’মিতি পাঠে সৰ্ব্বো লোকো রাজ্ঞো বশতাং যাতি প্রাপ্নোতি।

১৫। লো-টী। সৰ্ব্বার্থসিদ্ধ ইতি নাম। যতঃ সৰ্ব্বস্বিন্নার্থে সিদ্ধো নিষ্পন্নঃ প্রাপ্তপারঃ। অনাগসোহপরাধশূন্যত্ব।

১৬। লো-টী। সৰ্ব্বশাস্ত্রার্থ সিদ্ধে সিদ্ধো কোবিদঃ পণ্ডিতঃ।

[লো-টী।] পাপমপরাধঃ। যতোহপরাধজাতকোথাৎ। ‘প্রভো’ ইতি পাঠে সোপহাসং সোধনম্।

সকলের আশ্রয় হ'ন; হে রাঘব, ইহা অবগত হইয়া আমার যাহা কার্য্য তাহা গ্রহণ করুন ॥ ১৪-১৪ ॥

ভিক্ষাজীবী সৰ্ব্বার্থসিদ্ধ নামক এক ব্রাহ্মণ গৃহস্থাত্মনে বাস করেন না, তিনি নিরপরাধ আমাকে অকারণে প্রহার করিয়াছেন ॥ ১৫ ॥

রামচন্দ্র ইহা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ দৌবারিককে পাঠাইলেন এবং দৌবারিক সেই সৰ্ব্বশাস্ত্রাভিজ্ঞ ব্রাহ্মণকে আনয়ন করিল ॥ ১৬ ॥

পরে দ্বিজবর সভামধ্যে মহাত্ম্যতি রামচন্দ্রকে অবস্থিত দেখিয়া বলিলেন, পুণ্যাশ্বন, রাম, আমি আপনার কি কার্য্য করিব—তাহা আমাকে বলুন ॥ ১৭ ॥

১। হ ‘ব্রাহ্মণ’। ২। হ ‘দ্বাঃ সংপ্রেষিতস্তদা’। ৩। হ ‘সৰ্ব্বার্থসিদ্ধকো’। ৪। হ ‘বিষবরত্ন’। ৫। হ ‘দ্ব্যভিঃ’। ৬। হ ‘কার্য্য ময়া রাম’।

এবমুক্তস্ত বিপ্রেন রামো বচনমব্রবীৎ ।

ত্বয়া দত্তঃ প্রহারোহয়ং সারমেয়স্ত ভো দ্বিজ ।

কিং তবাপকৃতং বিপ্র দণ্ডেনাভিহতো যতঃ ॥ ১৮ ॥

ক্ৰোধঃ প্রাণহরঃ শত্রুঃ ক্ৰোধো মিত্রমুখো রিপুঃ ।

ক্ৰোধো হুসির্মহা তীক্ষ্ণঃ সৰ্ব্বং ক্ৰোধোহপকৰ্ষতি ॥ ১৯ ॥

তপতে যজতে চৈব যচ্চ দানং প্রযচ্ছতি ।

ক্ৰোধেন সৰ্ব্বং দহতি তস্মাৎ ক্ৰোধঃ বিবৰ্জয়েৎ ॥ ২০ ॥

ইন্দ্রিয়াণাং প্রদুষ্ঠানাং হয়ানামিব ধাবতাম্ ।

কুবীত ধৃত্য সারথ্যং সংহত্যেদ্রিয়গোচরম্ ॥ ২১ ॥

১৯। লো-টী। ক্ৰোধোহনর্থহেতুরিত্যাহ—ক্ৰোধ ইতি দ্ব্যভ্যাম্। অমিত্রস্ত শত্রোর্মুখং যস্মাৎ সঃ। ‘মিত্রহর’ ইতি পাঠে মিত্রমপি হরতি সংহরতীতি তথা, বিকৰ্ষতি নাশয়তি।

২১-২২। লো-টী। ইন্দ্রিয়নিগ্রহো লোকানাং শুভাচরণঞ্চ ক্ৰোধস্ত প্রতিবন্ধকমিত্যাহ—ইন্দ্রিয়াণামিতি। প্রদুষ্ঠানামদম্যানাম্ ইন্দ্রিয়গোচরম্ ইন্দ্রিয়বিষয়তাং সংহত্য ইন্দ্রিয়বিষয়াদাক্রান্তা ধৃত্য ধৈর্য্যেণ সারথ্যং নিগ্রহং কুবীত যঃ স কদাপি ক্ৰোধেন ন ঘেষ্ঠি, ন চ নৈব তেন লিপ্যতে ইতি দ্ব্যভ্যাম্ভয়ঃ। ‘প্রবিষ্টানা’মিতি পাঠে ইন্দ্রিয়গোচরং প্রবিষ্টানাং তস্মাৎ সংহত্যেতি পূর্ববৎ। ‘প্রদুষ্ঠানা’মিতি পাঠে ইন্দ্রিয়বিষয়ং প্রতি দুষ্টানাম্। নিগ্রহে দৃষ্টান্তঃ—হয়ানামিব। ‘কুবীতাবৃত্তা সারথ্যং সদবুদ্ধে ইন্দ্রিয়গোচর’মিতি পাঠে সংস্থ বিষয়েষু স্বভাবতো বৃত্তানাম্ বর্তমানানাম্ ইন্দ্রিয়াণাং

ব্রাহ্মণ এই কথা বলিলে রাম বলিলেন, ব্রাহ্মণ, আপনি এই সারমেয়কে প্রহার করিয়াছেন? এ আপনার কি অপরাধ করিয়াছিল যে, আপনি ইহাকে লগুড়-দ্বারা [ গুরুতর ] আঘাত করিলেন? ॥ ১৮ ॥

ক্ৰোধ প্রাণিগণের প্রাণহর শত্রু, ক্ৰোধ মিত্রবেশী রিপু, ক্ৰোধ শাণিত অসিস্বরূপ, ক্ৰোধ সমস্তই বিনষ্ট করে ॥ ১৯ ॥

মহুয়ের তপস্যা, যজ্ঞ এবং দান—সমস্তই ক্ৰোধবশতঃ নষ্ট হইয়া যায়, স্ততরাং ক্ৰোধ পরিত্যাগ করিতে হয় ॥ ২০ ॥

ধাবমান অশ্বের স্তায় অদমনীয় ইন্দ্রিয়গণকে ভোগ্যবস্তু হইতে আকর্ষণ পূর্বক ধৈর্য্যসহকারে নিগৃহীত করা উচিত ॥ ২১ ॥

মনসা কৰ্ম্মণা বাচা চক্ষুযা চ সমাচরেৎ ।

শ্রেয়ো লোকস্য চরতো ন দ্বেষ্টি ন চ লিপ্যতে ॥ ২২ ॥

ন তৎ কুর্যাদসিস্তীক্ষঃ সৰ্পো বা ব্যাহতঃ পদা ।

অরিৰ্বা ভূশসংক্রুদ্ধো যথাত্মা ছরমুষ্টিতঃ ॥ ২৩ ॥

বিনীতবিনয়স্তাপি প্রকৃতিৰ্ন বিধীয়তে ।

প্রকৃতিং গৃহমানস্য নিশ্চয়ঃ প্রকৃতিধ্রুবা ॥ ২৪ ॥

এবমুক্তঃ স বিপ্রো বৈ রামেণাক্লিষ্টকৰ্ম্মণা ।

দ্বিজঃ সৰ্ব্বার্থসিদ্ধস্ত অত্রবীন্মৃপসম্মিধৌ ॥ ২৫ ॥

গোচরং বিষয়ম্ আবৃত্য আ ঙ্গেব আবৃত্য কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রার্থ্য । শেষং পূৰ্ব্ববৎ । চরতঃ সংপথে বৰ্ত্তমানস্য শ্রেয়ো যঃ সমাচরেৎ, অন্তস্তবৈতদ্ভাবাৎ সম্যাসেহধিকারো নাস্তীত্যাক্ষেপ ইতি ভাবঃ ।

২৩। লো-টী। কিঞ্চ মনোহপি তে দৃষ্টম্, অতো জন্মাদিহঃখং ভজসীতাহ—ন তদ্বিতি । তৎ তাদৃশম্ আত্মা মনঃ, কীদৃশঃ ? ছরমুষ্টিতঃ, ন বিস্তৃত্তে অধিষ্টিতমধিষ্ঠানমেকত্র বস্ত সঃ চঞ্চল ইত্যর্থঃ ।

২৪। লো-টী। কিঞ্চ, বিনীতো বিহিতো বাহ্যতো বিনয়ো যেন তস্তাপি প্রকৃতিৰ্মনসো দৃষ্টম্ভাবঃ ন বিধীয়তে ন নশ্চিতি, 'ন বিনীয়ত' ইতি বা পাঠঃ । কৃতঃ ? প্রকৃতিং স্বভাবং গৃহমানস্য সংবুধানস্তাপি সৈষা প্রকৃতিধ্রুবা ভবতীতি নিশ্চয়ঃ শাস্ত্রাণামিতি শেষঃ । অতো নশ্চেন তব সৈষা প্রকৃতিরপনীতা ভবিষ্যতীতি ভাবঃ ।

মন, বাক্য, কৰ্ম্ম এবং চক্ষুদ্বারা লোকের হিতাচরণ করিতে হয়, তাদৃশ আচরণ করিলে কেহ বিদ্বেষ করে না এবং নির্লিপ্ত থাকি যায় ॥ ২২ ॥

ছকৰ্ম্মকারী আত্মা যাহা করে, অতিক্রুদ্ধ শত্রু বা পদদলিত সৰ্প অথবা শানিত তরবারিও তাহা করিতে পারে না ॥ ২৩ ॥

বাহ্যিক বিনয় প্রকাশ করিলেও [ তাহাতে ] প্রকৃতির (মানসিক দৃষ্ট স্বভাবের) পরিবৰ্ত্তন হয় না, স্বীয় স্বভাবকে গোপন করিয়া রাখিলেও সেই স্বভাব অপরিবৰ্ত্তিতই থাকিয়া যায়—ইহা নিশ্চয় ॥ ২৪ ॥

অক্লিষ্টকৰ্ম্মা রামচন্দ্র সেই ব্রাহ্মণকে এইরূপ বলিলেন । [ তখন ] ব্রাহ্মণ সৰ্ব্বার্থসিদ্ধ মহারাজের নিকটে বলিতে লাগিলেন— ॥ ২৫ ॥

ময়া দত্তঃ প্রহারোহয়ং ক্রোধেনাবিষ্টচেতসা ।

ভিক্ষার্থমটমানেন কালে বিগতভৈক্ষকে ॥ ২৬ ॥

রথ্যাস্থিতস্তয়ং শ্বা বৈ গচ্ছ গচ্ছেতি ভাষিতঃ ।

অথ স্বৈরেণ গচ্ছংস্ত রথ্যাস্তে বিষমস্থিতঃ ॥ ২৭ ॥

ক্রোধেন ক্ষুধ্যাবিষ্টস্ততো দত্তোহস্ম রাঘব ।

প্রহারো রাজরাজেন্দ্র শাধি মামপরাধিনম্ ॥ ২৮ ॥

ত্বয়া শাস্তস্য রাজেন্দ্র নাস্তি মে নরকান্তয়ম্ ।

অথ রামেণ তে পৃষ্ঠাঃ সর্ব্ব এব সভাসদঃ ॥ ২৯ ॥

কিং কার্য্যমস্ম বৈ ক্রত দণ্ডো বৈ কোহস্ম পাত্যতাম্ ।

সম্যক্ প্রণিহিতে দণ্ডে প্রজা ভবতি রক্ষিতা ॥ ৩০ ॥

২৬। লো-ট। ভিক্ষৈব ভৈক্ষকং বিগতং ভৈক্ষকং যস্মিন্ তস্মিন্ বিগতপ্রায়ভিক্ষাকাল ইত্যর্থঃ ।

২৭। লো-ট। রথ্যা পশ্বাস্তত্র স্থিতঃ। রথ্যাস্তে পশ্বিমধ্যে, তত্রাপি স্বৈরেণ স্বৈচ্ছয়া গচ্ছন্ত্য তত্রাপি বিষমে স্থিতম্ গন্ত্য যথা ন শক্নোমি তথা বিষমস্থিতং 'দৃষ্ট্ৱ' ইতি শেষঃ। 'গচ্ছংস্ত' 'বিষমে স্থিত' ইতি বা পাঠঃ ।

২৯। লো-ট। শাস্তস্য কৃতদণ্ডস্য ।

আমি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া এই প্রহার করিয়াছি ; তখন ভিক্ষার কাল অতি-বাহিত হইয়া যাইতেছিল, আমি ভিক্ষার জন্ত ভ্রমণ করিতেছিলাম ॥ ২৬ ॥

এই সারমেয় পশ্বিমধ্যে ছিল, আমি ইহাকে পুনঃ পুনঃ সরিয়া যাইতে বলায় এ ধীরে ধীরে গমন করিতে করিতে পশ্বিমধ্যে বিষমভাবে ( অর্থাৎ আড়া-আড়িভাবে আমার গতিরোধ করিয়া ) দাঁড়াইয়া রহিল ॥ ২৭-২৮ ॥

হে রাম, আমি ক্ষুধ্য কাতর হইয়া ক্রোধে ইহাকে প্রহার করিয়াছি ; হে রাজরাজেন্দ্র ! অপরাধী আমাকে দণ্ড প্রদান করুন। রাজেন্দ্র, আপনার নিকট দণ্ডিত হইলে আমার আর নরকভয় থাকিবে না। পরে রামচন্দ্র

ভৃগুঙ্গিরসকুৎসাঢ্যা বশিষ্ঠশ্চ সকাশ্যপঃ ।

ধর্ম্মপাঠকমুখ্যাশ্চ সচিবা নৈগমান্তথা ।

এতে চান্মে চ বহবঃ পণ্ডিতান্তত্র সংগতাঃ ॥ ৩১ ॥

অবধ্যো ব্রাহ্মণো দণ্ডৈরিতি শাস্ত্রবিদো বিদুঃ ।

ক্রবতে রাঘবং সর্বৈ রাজধর্ম্মেষু নিষ্ঠিতাঃ ॥ ৩২ ॥

অথ তে মুনয়ঃ সর্বৈ রামমেবাক্রবন্তদা ।

রাজা শাস্তা হি সর্বস্য ত্বং বিশেষেণ রাঘব ॥ ৩৩ ॥

ত্রৈলোক্যস্য ভবান্ শাস্তা দেবো বিষ্ণুঃ সনাতনঃ ।

এবমুক্তে তু তৈঃ সর্বৈঃ শ্বা বৈ বচনমব্রবীৎ ॥ ৩৪ ॥

৩১। লো-টী। অঙ্গিরসঃ অদন্তোহপি। বশিষ্ঠোহত্রিষ্ঠ কশ্যপেন সহ বর্তমানো অস্তে চ। যদ্বা কশ্যপেন সহ বর্তমানো বশিষ্ঠাত্ত্রি বশিষ্ঠাদ্রিসকশ্যপা ইতি বিশেষ্যস্ত পূর্বনিপাতঃ। ভৃগুঙ্গি-রসশ্চৈব বশিষ্ঠোহত্রিঃ সকশ্যপ' ইতি বা পাঠঃ।

৩৪। লো-টী। বিষ্ণুরিব।

সমস্ত সভাসদগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা উচিত আপনারা বলুন; উপযুক্ত দণ্ড প্রদান করিলে প্রজাগণ সুরক্ষিত হয়, সুতরাং ইহার প্রতি কিরূপ দণ্ড বিধান করা যায় ॥ ২৯-৩০ ॥

বশিষ্ঠ, কাশ্যপ, ভৃগু, অঙ্গিরস এবং কুৎস প্রভৃতি ঋষিগণ, প্রধান ধর্ম্মপাঠকগণ, মন্ত্রিগণ, পুরবাসিগণ এবং অগ্র্য্য বহু পণ্ডিত সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন ॥ ৩১ ॥

রাজধর্ম্মাভিজ্ঞ সকলেই রামচন্দ্রকে বলিলেন, ব্রাহ্মণ দণ্ডনীয় নহেন— ইহা শাস্ত্রবিদগণ অবগত আছেন ॥ ৩২ ॥

পরে সেই সকল মুনিগণ রামকেই বলিলেন, হে রাম! রাজাই সকলের শাসনকর্ত্তা, বিশেষতঃ আপনি; আপনি ত্রৈলোক্যেরও শাসনকর্ত্তা সনাতন দেব বিষ্ণু। তাঁহারা এই কথা বলিলে সারমেয় বলিল— ॥ ৩৩-৩৪ ॥

যদি তুষ্ণোহসি মে রাজন্ যদি দেয়ো বরো মম ।  
 প্রতিজ্ঞাতং ত্বয়া বীর কিং করোমীতি চ শ্রুতম্ ॥ ৩৫ ॥  
 প্রযচ্ছ ব্রাহ্মণশ্চাস্ত্র কৌলপত্যং নরাধিপ ।  
 কালঞ্জরে মহারাজ কৌলপত্যং প্রদীয়তাম্ ॥ ৩৬ ॥  
 এতচ্ছ ত্বা তু রামেণ কৌলপত্যেহভিষেচিতঃ ।  
 প্রযযৌ ব্রাহ্মণো হৃষ্টো গজস্কন্ধেন সোহর্চিতঃ ॥ ৩৭ ॥  
 অথ তে রামসচিবাঃ স্ময়মানা বচোহব্রুবন্ ।  
 বরোহয়ং দত্ত এবাস্ত্র নায়ং শাপো মহাত্ম্যতে ।  
 এবমুক্তস্ত সচিবৈ রামো বচনমব্রবীৎ ॥ ৩৮ ॥

৩৬। লো-টী। কুলপতির্দেববিপ্রপূজাধিপতিঃ, তস্ত ভাবঃ কৌলপত্যম্ ।

৩৮। লো-টী। অস্ত বরো দত্তঃ ন শাপো ন দণ্ডঃ। 'বরোহয়ং দত্তবানি'তি পাঠে অস্ত  
 ৩৭ অং দত্তবান্ অয়ং বরো নায়ং শাপঃ ।

রাজন্, যদি আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন এবং যদি আমাকে  
 বর দান করেন, তাহা হইলে এই ব্রাহ্মণকে কুলপতি-পদ প্রদান করুন। হে বীর,  
 হে নরাধিপ, শুনিয়াছি, 'তোমার কি করিব' এই কথা বলিয়া আপনি আমার নিকট  
 প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন ; সুতরাং মহারাজ, এই ব্রাহ্মণকে 'কালঞ্জরে' কুলপতিপদ  
 প্রদান করুন ॥ ৩৫-৩৬ ॥

ইহা শুনিয়া রাম তাঁহাকে কুলপতি-পদে অভিষিক্ত করিলেন  
 এবং সেই ব্রাহ্মণও সম্মানিত হইয়া হৃষ্টচিত্তে হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণপূর্বক প্রস্থান  
 করিলেন ॥ ৩৭ ॥

পরে রামের অমাত্যগণ বিস্মিত হইয়া বলিলেন, হে মহাত্ম্যতে ! ইহাকে ত'  
 'শাপ' (দণ্ড) দেওয়া হইল না, বরং 'বর'ই দেওয়া হইল। মন্ত্রিগণ এইরূপ  
 বলিলে রামচন্দ্র বলিলেন— ॥ ৩৮ ॥

ন যুয়ং গতিতত্ত্বজ্ঞাতাঃ স্বা বৈ জানাতি কারণম্ ।

অথ পৃষ্ঠস্তু রামেণ সারমেয়োহব্রবীদিদম্ ॥ ৩৯ ॥

অহং কুলপতিস্তত্ত্ব আসং শিষ্টান্নভোজনঃ ।

দেবদ্বিজাতিপূজায়াং দাসীদাসেষু রাঘব ॥ ৪০ ॥

সংবিভাগী শুভরতির্দেবদ্রব্যস্য রক্ষিতা ।

বিনোতঃ শীলসম্পন্নঃ সর্বসদ্বহিতে রতঃ ।

সোহহং প্রাপ্ত ইমাং ঘোরামবস্থামধমাং গতিম্ ॥ ৪১ ॥

এবং ক্রোধান্বিতো বিপ্রস্ত্যক্তধর্মাহহিতে রতঃ ।

ক্রুরো<sup>১</sup> নৃশংসঃ পুরুষো<sup>২</sup>হবিদ্বান্ পাণী ন ধার্মিকঃ ॥ ৪২ ॥

৩৯। লো-টী। গতিতত্ত্বজ্ঞাতাঃ গতে: কোলপতাস্ত দশায়ত্ত্বজ্ঞান যুয়ম্। 'ন হুয়ং গতিতত্ত্বজ্ঞ' ইতি পাঠে অয়ং সর্বার্থসিদ্ধৌ ভিক্ষুঃ।

৪০-৪১। লো-টী। তত্র কালঞ্জরে দেবদ্বিজাতিপূজায়াং কুলপতিরধ্যক্ষ আসম্। শিষ্টান্ন-ভোজনঃ পঞ্চযজ্ঞাবশেষভোজনঃ। দাসদাসীষু সংবিভাগী সংবিভজ্য দাতা সোহহং কুলপতিষ্মেন ইমাং গতিং দশাম্, কীদৃশীম্? অবস্থাম্, অব পরিভববিষয়ঃ স্বা হিতির্ধস্তান্তাম্। 'অব ব্যাপ্তিবিয়োগয়োবীষদর্থে পরিভবে' ইতি কোষঃ।

৪২-৪৩। লো-টী। এবময়ং ক্রুরঃ ক্রুরস্বভাবঃ নৃশংসো ঘাতকঃ অতএব বিপ্রঃ

আপনারা ইহার (কুলপতিষ্মের) তত্ত্ব জানেন না, এই কুকুর ইহার কারণ জানে। তৎপরে রামচন্দ্র সারমেয়কে [ইহার কারণ] জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল—॥ ৩৯ ॥

হে রাঘব! আমি সেই কালঞ্জরে দেব-ব্রাহ্মণ-সেবায় এবং দাসদাসীদিগকে তাহাদের প্রাপ্য বিভাগপূর্বক প্রদানকার্যে নিযুক্ত পঞ্চযজ্ঞাবশিষ্টভোজী শুভকার্যে আসক্তিসম্পন্ন দেবস্ব-রক্ষক, বিনয়ী, চরিত্রবান্, সর্বপ্রাণীর হিতসাধনে নিরত কুলপতি ছিলাম, সে-ই আমি এইরূপ ভয়ঙ্কর হীন দশা প্রাপ্ত হইয়াছি ॥ ৪০-৪১ ॥

হে রাঘব, এতাদৃশ ক্রোধী ব্রাহ্মণ ধর্মত্যাগী, অহিতাচরণে নিরত, ক্রুরস্বভাব,



কুলানি পাতয়ত্যেব সপ্ত সপ্ত চ রাঘব ।

তস্মাৎ সৰ্বাস্ববস্থাস্থ কৌলপত্যং ন কারয়েৎ ॥ ৪৩ ॥

যমিচ্ছেন্নরকং নেতুং সপুত্রপশুবান্ধবম্ ।

দেবেষধিকৃতং কুৰ্যাদ্ গোষু তং ব্রাহ্মণেষু চ ॥ ৪৪ ॥

ব্রাহ্মণং দেবদ্রব্যং চ স্ত্রীণাং বালধনঞ্চ যৎ ।

দত্তং হরতি যো ভূয় ইষ্টৈঃ সহ বিনশ্চতি ॥ ৪৫ ॥

ব্রাহ্মণদ্রব্যমাদত্তে দেবানাং চৈব রাঘব ।

সদ্যঃ পততি ঘোরে বৈ নরকে বীচিসংজ্ঞকে<sup>১</sup> ।

নিরয়ান্নিরয়ং চৈব পততে স নরাধমঃ<sup>২</sup> ॥ ৪৬ ॥

পাতয়তি পাতয়িষ্যতি । ন কারয়েৎ ন কুৰ্য্যাৎ ।

৪৪ । গো-টী । অধিকৃতমধিকারম্ ।

৪৫ । গো-টী । বালধনং বালস্ত চ ধনং দত্তং স্বয়মন্তেন বা ।

৪৬ । গো-টী । আদত্তে গৃহ্ণাতি ।

নৃশংস, পাপী এবং অধাৰ্ম্মিক হইয়া চৌদ্দপুরুষ পাতিত করিবে । স্মৃতরাং কোন অবস্থাতেই কুলপতিত্ব করিতে নাই ॥ ৪২-৪৩ ॥

পুত্র, বান্ধব এবং পশুগণের সহিত যাহাকে নরকে পাঠাইতে ইচ্ছা করিবে, তাহাকেই দেবতা, ব্রাহ্মণ এবং গো-সেবার অধিকারী করিবে ॥ ৪৪ ॥

ব্রাহ্মণ-ধন, দেবতার দ্রব্য, স্ত্রীধন এবং বালককে প্রদত্ত ধন যে হরণ করে, সে সপরিবারে বিনাশপ্রাপ্ত হয় ॥ ৪৫ ॥

হে রাঘব, যে ব্রাহ্মণের এবং দেবতার দ্রব্য গ্রহণ করে, সে ‘বীচি’নামক ভয়ঙ্কর নরকে সত্যঃ পতিত হয় এবং সেই নরাধম নরক হইতে নরকান্তরে গমন করে ॥ ৪৬ ॥

১। হ ‘-জিতং’ ২। হ অতঃ পরং ‘মনসাপি হি দেবৎ ব্রাহ্মণস্ত হরন্তু যঃ’ ইত্যধিকম্ । ৩। হ ‘পতন্তো নরাধমঃ’ ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং রামো বিশ্বয়োৎফুল্ললোচনঃ ।

শ্রাপ্যগচ্ছামহাতেজা যত এবাগতস্ততঃ ॥ ৪৭ ॥

মনস্বী পূর্বজাতিভ্জো জাতিমাত্রোপদূষিতঃ ।

বারাণশ্যঃ মহাভাগঃ প্রায়ং চোপবিবেশ হ ॥ ৪৮ ॥

ইত্যর্ষে বাম্বীকৌয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে সারমেয়-ব্রাহ্মণসংবাদো নাম  
ত্রিষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৩ ॥

৪৮। লো-টী। প্রায়ং মরণাবধি অনশনব্রতং চকার ।

ব্রাহ্মণ-সারমেয়সংবাদঃ ॥ ৬৩ ॥

রামচন্দ্র সেই কথা শুনিয়া বিশ্বয়ে বিফারিত-নেত্র হইলেন । মহাতেজস্বী  
সারমেয়ও যে-স্থান হইতে আসিয়াছিল সেইস্থানে গমন করিল ॥ ৪৭ ॥

পূর্বজন্মাভিভ্র জাতিমাত্র-দূষিত মনস্বী সেই মহাভাগ সারমেয় বারাণসীতে  
প্রায়োপবেশন করিল ॥ ৪৮ ॥

মহর্ষি বাম্বীকপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ব্রাহ্মণ-সারমেয়সংবাদ নামক  
৬৩তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৩ ॥

## (৬৪) চতুঃষষ্টিতমঃ সর্গঃ

অথ তস্মিন্ বনোদ্দেশে রম্যে পাদপশোভিতে ।

নদীকীর্ণে গিরিবরে কোকিলানেককুজিতে ॥ ১ ॥

সিংহব্যাঘ্রসমাকীর্ণে নানাদ্বিজসমাবৃতে ।

বৃক্ষোলুকঃ প্রবসতে বহুন্ বর্ষগণানপি ॥ ২ ॥

অথোলুকশ্চ ভবনং গৃধ্রঃ পাপবিনিশ্চয়ঃ ।

মমৈতদিতি কৃত্বাদৌ কলহং তেন চাকরোং ॥ ৩ ॥

রাজা সর্বশ্চ লোকশ্চ রামো রাজীবলোচনঃ ।

তং প্রপত্তাবহে শীঘ্রং যশ্চৈতদ্ভবনং ভবেৎ ॥ ৪ ॥

ইতি কৃত্বা মতিং তাং তু নিশ্চয়ার্থং স্থনিশ্চিতাম্ ।

গুপ্রোলুকৌ প্রপত্তেতাং জাতকোপৌ হুমর্ষিণৌ ॥ ৫ ॥

১। লো-টী। তস্মিন্ কস্মিংশ্চিদ্ বো বনোদ্দেশঃ বনপ্রদেশস্তস্মিন্ ।

৫। লো-টী। নিশ্চয়ার্থং যথা তথা স্থনিশ্চিতাম্ ।

কোন এক বনপ্রদেশে অবস্থিত রমণীয় বৃক্ষশোভিত নদীসমাকীর্ণ অনেক-কোকিল-নিনাদিত সিংহ-ব্যাঘ্র-সমাকুল বহুবিধ পক্ষিসম্বিত এক উত্তম পর্বতে এক বৃদ্ধ উলুক বহুবর্ষ যাবৎ বাস করে ॥ ১-২ ॥

অনন্তর এক পাপিষ্ঠ গৃধ্র সেই উলুকের গৃহকে 'ইহা আমার গৃহ' বলিয়া বিবাদ করিতে আরম্ভ করিল ॥ ৩ ॥

“পদ্মপলাশলোচন রামচন্দ্র সমস্ত লোকের রাজা, আমরা তাঁহার নিকটে শীঘ্র যাইব, [ তাঁহার বিচারে ] এই গৃহ যাহার হয় হইবে” ॥ ৪ ॥

বিবাদ-মীমাংসার জন্য এইরূপ বুদ্ধি স্থির করিয়া ঈর্ষান্বিত এবং ক্রুদ্ধ সেই

১। হ 'পুজিতে'। ২। হ '-গণাবৃতে'। ৩। হ 'গুপ্রোলুকৌ প্রপত্তৌ'। ৪। হ 'বর্ষ'।

৫। হ 'তো'। ৬। হ '-তো'।

রামং প্রপত্ত্ব তৌ শীঘ্রং কলিৰ্যাকুলচেতসৌ ।

তৌ পরস্পরবিদ্বেষাৎ স্পৃশতশ্চরণৌ তদা ॥ ৬ ॥

অথ দৃষ্ট্বা নরেন্দ্রং তং গৃহ্নো বচনমব্রবীৎ ।

স্বরাণামস্বরাণাং চ প্রধানোহসি মতো মম ॥ ৭ ॥

বৃহস্পতেশ্চ শুক্রাচ্চ বিশিষ্টৌহসি মহাত্ম্যতে ।

পরাবরজ্ঞো লোকানাং কাস্ত্য্য চন্দ্র ইবাপরঃ ॥ ৮ ॥

হুনিরীক্ষ্যো যথা সূর্য্যো হিমবানিব গৌরবে ।

সাগরশ্চাপি গান্ধীৰ্য্যাল্লোকপালোপমো হসি ॥ ৯ ॥

কাস্ত্য্য ধরণ্যাস্তল্যোহসি শীঘ্রত্বে হনিলোপমঃ ।

গুরুস্বং সত্বসম্পন্নঃ কীৰ্ত্তিযুক্তশ্চ রাঘব ॥ ১০ ॥

৬। লো-টী। রামং শীঘ্রং গন্তুমদ্যুক্তৌ ইত্যেকং বাক্যম্, ততশ্চ তৌ প্রপত্ত্ব গন্তুমুচ্ছোগং কৃৎসপি করণৈঃ পরস্পরং দেহং স্পৃশতঃ।

৭। লো-টী। গৌরবে শিষ্টাচরণে (৭) শিষ্টাচরণে।

গৃহ্ণ এবং পেচক রামের নিকটে উপস্থিত হইল ॥ ৫ ॥

তাহারা পরস্পর বিদ্বেষ বশতঃ কলহ করিতে করিতে ব্যাকুলচিত্তে রামের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার চরণ যুগল স্পর্শ করিল ॥ ৬ ॥

পরে গৃহ্ণ, মহারাজ রামচন্দ্রকে দেখিয়া বলিতে লাগিল—আপনি দেবতা এবং অশুরগণের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিয়া আমার মনে হয় ॥ ৭ ॥

হে মহাত্ম্যতে! আপনি বৃহস্পতি এবং শুক্র অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, আপনি জগতের ভূত-ভবিষ্যৎ-তত্ত্বজ্ঞ, আপনি সৌন্দর্য্যাদ্বারা দ্বিতীয় চন্দ্রের ত্রায় শোভা পাইতেছেন ॥ ৮ ॥

আপনি সূর্য্যের ত্রায় হুনিরীক্ষ্য, গুরুত্বে হিমালয়ের ত্রায় এবং গান্ধীৰ্য্যে সমুদ্রতুল্য ও লোকপালসদৃশ ॥ ৯ ॥

হে রাঘব, আপনি ক্ষমাগুণে পৃথিবীর তুল্য, শীঘ্রগতিতে বায়ুসদৃশ, আপনি সত্বসম্পন্ন এবং কীৰ্ত্তিমান্ ॥ ১০ ॥

অমর্য্যী দুর্জয়ো জেতা সর্বাস্ত্রবিধিপারগঃ ।

শৃগুর্ষ মম বৈ রাম বিজ্ঞাপ্যং নরপুঙ্গব ॥ ১১ ॥

মমালয়ং পূর্বকৃতং বাহুবীর্য্যেণ রাঘব ।

উলূকো হরতে রাজ্যংস্তত্র ঙ্গং ত্রাভুমহঁসি ।

এবমুক্তে তু গৃধ্রেণ উলূকো বাক্যমত্রবীৎ ॥ ১২ ॥

সোমাস্ততক্রতোঃ সূর্য্যাক্ষনদাদা যমাত্তথা ।

জায়তে বৈ নৃপো রাম কিঞ্চিদ্ভবতি মানুষ্যঃ ।

ঙ্গং তু সর্ব্বময়ো দেবো নারায়ণ ইবাপরঃ ॥ ১৩ ॥

যা চ তে সৌম্যতা রাজন্ সম্যাক্ প্রণিহিতা বিভো ।

সৌম্যাকারগুণাবিষ্টস্তেন সোমাংশজো ভবান্ ॥ ১৪ ॥

১১। লো-টী। অমর্য্যী পাপিনাং পাপক্ষমায়ামক্ষমঃ ।

১৩। লো-টী। সোমাদীনামংশেন নৃপো জায়ত ইত্যর্থঃ। ‘কিঞ্চিদ্ ভবতি মানুষ্যঃ’ নৃপে মানুষ্যাংশোহন্ন ইত্যর্থঃ।

১৪। লো-টী। সোমাং মনোজ্ঞং তস্তা সৌম্যতা প্রণিহিতা সর্ব্বত্র বিহিতা। সম্যাক্ সর্ব্বতোভাবেন যে পরা গুণা উত্তমগুণান্তেষামাবিষ্টমাস্রয়ো যত্র সঃ। ‘সম্যাক্ পরগুণাদিষ্ট’ ইতি পাঠে সম্যাক্ পরস্মিন্ শত্রাবপি গুণস্ত ন চ দোষস্ত আদিষ্টমুপদেশো যস্ত সঃ।

নরশ্রেষ্ঠ রাম, আপনি অমর্য্যী (অর্থাৎ পাপীদিগের পাপ ক্ষমা করিতে অক্ষম), দুর্জয়, জেতা এবং সমস্ত অস্ত্রপ্রয়োগে নিপুণ; আমার যাহা বক্তব্য তাহা শ্রবণ করুন ॥ ১১ ॥

মহারাজ রাম, আমার পূর্ব্বকৃত গৃহ পেচক বাহুবলে হরণ করিতেছে, এ বিষয়ে আপনি পরিত্রাণ করুন। গৃধ্র এইরূপ বলিলে পেচক বলিতে আরম্ভ করিল— ॥ ১২ ॥

হে রাম, সূর্য্য, চন্দ্র, ইন্দ্র, কুবের এবং যমের অংশেই রাজা জন্মগ্রহণ করেন, মনুষ্যের অংশ রাজ্যতে অতি অল্প থাকে; আপনি ত’ দ্বিতীয় সর্ব্বময় দেব নারায়ণ-স্বরূপ ॥ ১৩ ॥

প্রভো মহারাজ! আপনার যে সৌম্যতা, তাহা সর্ব্বত্র সুন্দররূপে

। হ ‘সমং চরসি চাষিষ্ঠ তেন সোমাংশজো ভবান্’।

ক্রোধে দণ্ডে প্রজানাথ দানে পাপভয়াপহঃ ।

দাতা হর্ভাসি গোপ্তাসি তেনেন্দ্র ইব নো ভবান্ ॥ ১৫ ॥

অধুষ্যঃ সর্বভূতানাং তেজসা চানলোপমঃ ।

সুতীক্ষ্ণস্তপসে পাপাংস্তেন ভাস্করসমিভঃ ॥ ১৬ ॥

সাক্ষাদ্বিত্তেশতুল্যোহসি অথবা ধনদাধিকঃ ।

বিত্তেশশ্চৈব পদ্মা শ্রীনিত্যং তে রাজসত্তম ।

ধনদস্ত তু কোষণে ধনদন্তেন নো ভবান্ ॥ ১৭ ॥

১৫। লো-টী। কোষে পাণ্ড্রে উপস্থিতে সতি দাতা, দণ্ডে নিমিত্তে দণ্ডস্ত হর্ভা ধনা-  
হর্ভা, দানে দণ্ডগোপ্তা, প্রজানাথ পাপেভ্যঃ পাপিষ্ঠেভ্যঃ ভয়াপহঃ ।

১৬। লো-টী। তপসে তাপয়সি ।

১৭। লো-টী। বিত্তে বিত্তবতি ধনদে শ্রীশ্রবণসম্পত্তিঃ যত্তা আয়ত্তা, তে তব পুনঃ শ্রীঃ  
সপদ্মা সশ্রীকা, তজ্জাপি নিত্যম্। যদ্বা, বিত্তেয়ত্তা ধনদস্ত বিত্তস্ত ইয়ত্তা প্রমাণং বর্জ্যে, তব  
তু সাক্ষাৎ সপদ্মা পদ্মসহিতা শ্রীঃ, অতো বিত্তস্থানস্ততা তবেতি ভাবঃ। ‘বিত্তেশস্ত সপদ্মা শ্রী’রিতি  
বা পাঠঃ। নো নিষেধে। ধনদস্ত চ তেন কোষণার্থসমূহেন ভবান্ন ধনদঃ, কিন্তু স্বীয়কোষণে।  
যদ্বা, নোহস্মাকং ভবান্ প্রভূরিতার্থঃ, তথা ধনদস্ত চ, ধনদস্তাপি ধনদাতা ভবান্, তেন স্বীয়েন অর্থ-  
সমূহেন। ‘ধনদন্তে’তি পাঠে ধনদস্ত কোষণেব ন ধনদঃ, কিন্তু তেন বিলক্ষণেন ।

অবস্থিত, আপনি সৌম্য ( রমণীয় ) আকৃতি এবং গুণের আশ্রয়, সুতরাং চন্দ্রাংশ-  
জাত ॥ ১৪ ॥

ক্রোধ, দণ্ড এবং দান বিষয়ে প্রজাদিগের প্রভু, পাপিষ্ঠের অত্যাচারজনিত  
ভয়াপহারক, [ সজ্জনের ] দাতা, [ দুর্জনের ] অপহর্ভা এবং [ সকলের ] রক্ষক  
বলিয়া আপনি আমাদের নিকট ইন্দ্রতুল্য ॥ ১৫ ॥

তেজে সর্বপ্রাণীর অধুষ্য বলিয়া আপনি অগ্নিতুল্য এবং পাপিষ্ঠদিগকে  
কঠোর হইয়া সন্তাপ ( শাস্তি ) দান করেন বলিয়া আপনি সূর্য্যতুল্য ॥ ১৬ ॥

হে রাজসত্তম, আপনি সাক্ষাৎ কুবেরতুল্য অথবা তদপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ; কারণ,  
কুবেরের ঐশ্বর্য্যের ত্রায় আপনার ঐশ্বর্য্য সর্বদা বিরাজমান ; আপনি কুবেরের সেই  
ভাণ্ডার হইতেও আমাদিগকে ধন দান করেন ॥ ১৭ ॥

সমঃ সৰ্বেষু ভূতেষু স্থাবরেষু চরেষু চ ।

শত্রৌ মিত্রে চ তে দৃষ্টিঃ সমতাং যাতি রাঘব ॥ ১৮ ৷

ধৰ্ম্মেণ শাসনং নিত্যং ব্যবহারবিধিক্রমাৎ ।

যশ্চ রুশ্যসি বৈ রাম যুত্ম্যস্তশ্চ হি ধাবতি ।

গীয়সে তেন বৈ রাম যম ইত্যভিবিশ্রুতঃ ॥ ১৯ ॥

যশৈচয মানুষো ভাবো ভবতো নৃপসত্তম ।

আনুশংস্তপরো রাজন্ সত্ত্বেষু ক্ষময়াম্বিতঃ ॥ ২০ ॥

দুৰ্বলশ্চ ত্বনাথশ্চ রাজা ভবতি বৈ বলম্ ।

অচক্ষুষো হি ত্বং চক্ষুরগতেত্বং গতিস্থথা ॥ ২১ ॥

১৮। লো-টী। ব্যবহারো লৌকিকঃ, বিধিঃ শাস্ত্রীয়ঃ, তয়োঃ ক্রমাৎ। ‘রুশ্যদী’তি পাঠঃ। ‘কটোহসী’তি কচিৎ। অভিতো বিক্রমো যশ্চ সঃ।

২০। লো-টী। যতশ্চমিত্রাদিদেবতাংশঃ, অতো যত্র [যন্তে ?] ভাবঃ সোহনুশংসেষু ভাবেষু মধ্যে পরঃ শ্রেষ্ঠঃ, সবেষু প্রাপিষু ক্ষময়াম্বিতশ্চ। ‘আনুশংস্তপর’ ইতি পাঠে আনুশংস্তমক্ৰোধাৎ পরং শ্রেষ্ঠং যশ্চ সঃ।

২১। লো-টী। ‘অগতেত্বং ভবেগতি’রिति পাঠো বা।

রামচন্দ্র, আপনি চরাচর সর্বভূতে সমদর্শী, শত্রু এবং মিত্রে আপনার তুল্যা ॥ ১৮ ॥

রাম, আপনি লৌকিক এবং শাস্ত্রীয় ক্রমানুসারে ধর্ম্মতঃ সর্বদা শাসন করেন, আপনি যাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হন, যুত্ম্য তাহার প্রতি ধাবিত হয়, তজ্জন্ত আপনি বিখ্যাত ‘যম’ বলিয়া কীর্ত্তিত হন ॥ ১৯ ॥

হে নৃপসত্তম, আপনার এই যে মনুষ্যভাব, ইহা প্রাণিদিগের প্রতি ক্ষমা ও নিরতিশয় করুণাপ্রযুক্ত ॥ ২০ ॥

রাজা অনাথ এবং দুর্বলের বল, আপনি অন্ধের চক্ষুঃ এবং অগতির গতি ॥ ২১ ॥

১। হ ‘হারে’। ২। হ ‘তত যুত্ম্যধাবতি’। ৩। হ ‘বিক্রমঃ’। ৪। হ ‘অনুশংসপ’। ৫। হ ‘রাজা’। ৬। হ ‘দুর্বোত্তম’। ৭। হ ‘শ্চ গতির্ভবান্’।

অস্মাকমপি নাথস্তং শ্রয়তাং মম ধার্মিক ।

মমালয়ং প্রবিষ্টস্তু গৃধ্রো মাং বাধতে নৃপ ॥ ২২ ॥

ত্বং হি দেব মনুষ্যেষু শাস্তা বৈ নরপুঙ্গব ।

এতচ্ছ ত্বা তু বৈ রামঃ সচিবানাহ্নয়ং স্বয়ম্ ॥ ২৩ ॥

ধৃষ্টির্জয়ন্তো বিজয়ঃ সিদ্ধার্থো রাষ্ট্রবর্দ্ধনঃ ।

অশোকো ধর্ম্যপালশ্চ স্তমন্ত্রশ্চ মহাবলঃ ॥ ২৪ ॥

এতে রামস্ত সচিবা রাজ্ঞো দশরথস্ত চ ।

নীতিযুক্তা মহাত্মানঃ সর্বশাস্ত্রবিশারদাঃ ।

দ্রীমস্তশ্চ কুলীনাশ্চ নয়ে মন্ত্রে চ কোবিদাঃ ॥ ২৫ ॥

তানাহ্নয় স মহাত্মা পুষ্পকাদবরুহ তু ।

গৃধ্রোলুকবিবাদং তং পৃচ্ছতি স্ম রঘুতমঃ ॥ ২৬ ॥

২২। লো-টী। মমালয়প্রতিষ্ঠাম্ আলয়রূপং স্থানং 'মমালয়ং পূর্বকৃত'মিতি পাঠঃ  
কচিং। বারয়তে নিবারয়তে।

২৬। লো-টী। গৃধ্রোলুকবিবাদং তং পৃচ্ছতি।

আপনি আমাদের প্রভু। হে ধার্মিকপ্রবর, আমার নিবেদন শ্রবণ করুন, গৃধ্র  
আমার গৃহে প্রবেশ করিয়া আমাকে [ প্রবেশ করিতে ] বাধা দিতেছে ॥ ২২ ॥

হে দেব, হে নরপুঙ্গব, আপনি মনুষ্যগণের শাসক। রামচন্দ্র এই কথা শ্রবণ  
করিয়া স্বয়ং অমাত্যগণকে আহ্বান করিলেন ॥ ২৩ ॥

ধৃষ্টি, জয়ন্ত, বিজয়, সিদ্ধার্থ, রাষ্ট্রবর্দ্ধন, অশোক, ধর্ম্যপাল এবং মহাবলশালী  
স্তমন্ত্র, নীতিপরায়ণ সর্বশাস্ত্রে বিশারদ এই মহাত্মারা রামচন্দ্র এবং রাজা দশরথের  
মন্ত্রী। তাঁহারা লজ্জাশীল, কুলীন এবং শাস্ত্রে ও মন্ত্রণাবিষয়ে পণ্ডিত ॥ ২৪-২৫ ॥

মহাত্মা রঘুশ্রেষ্ঠ রাম সেই সকল অমাত্যগণকে আহ্বান করিয়া পুষ্পক



কতি বর্ষাণি বৈ গৃধ্র তবেদং নিলয়ং কৃতম্ ।

এতন্মে কারণং ক্রহি যদি জানাসি তদ্ব্রতঃ ॥ ২৭ ॥

এতচ্ছ্রদ্ধা তু বৈ গৃধ্রো ভাষতে রাঘবং স তম্ ।

ইয়ং বহুমতী রাম মনুষ্যৈঃ পরিতো যদা ।

উখিতৈরারুতা সর্বা তদা প্রভৃতি মে গৃহম্ ॥ ২৮ ॥

উলুকশ্চাবীদ্রামং পাদপৈরুপশোভিতা ।

যদেয়ং পৃথিবী রাজ্যন্তদা প্রভৃতি মে গৃহম্ ।

এতচ্ছ্রদ্ধা তু রামো বৈ সভাসদ উবাচ হ ॥ ২৯ ॥

ন সা সভা যত্র ন সন্তি বৃদ্ধা বৃদ্ধা ন তে যে ন বদন্তি ধর্ম্মম্ ।

নাসৌ ধর্ম্মো যত্র ন সত্যমস্তি সত্যং ন তদ্ যচ্ছলমভ্যুপৈতি ॥ ৩০ ॥

২৭। লো-টী। ততশ্চ কতীতি। নিলীয়েতে নিলীয় স্বীয়তেহ্ম্মিহ্মিতি নিলয়ং নীতস্থানম্।

২৮। লো-টী। ইয়ং বহুমতী মনুষ্যৈর্দাদা আবৃত্তা অনাবৃত্তা অতাবার্থোৎকারঃ প্রপ্লেবণীয়ঃ, ততশ্চ উখিতৈঃ সংজ্ঞাতৈস্তরৈব পুরিতা। 'উচ্ছ্রিতৈ'রিত পাঠেহপি সংজ্ঞাতৈঃ।

৩০। লো-টী। ছলমধর্ম্মরূপকপটম্ 'ন তৎ সত্যং ধর্ম্ম সত্যযুক্ত'মিতি বা পাঠঃ।

হইতে অবতরণ করত গৃধ্র এবং পেচকের সেই কলহের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন ॥ ২৬ ॥

গৃধ্র, তুমি এই গৃহ কত বৎসর নির্মাণ করিয়াছ ? যদি যথার্থরূপে জান, তবে তোমার দাবীর কারণ আমার নিকট বল ॥ ২৭ ॥

সেই গৃধ্র ইহা শুনিয়া রামচন্দ্রকে বলিল—রাম ! যখন এই সময়ে পৃথিবী সজ্জাত মনুষ্যগণ কর্তৃক চারিদিকে আবৃত হইয়াছিল, সেই সময় হইতে আমার এই গৃহ ॥ ২৮ ॥

পেচক রামচন্দ্রকে বলিল,—মহারাজ ! যখন এই পৃথিবী বৃক্ষসমূহে শোভিত হইয়াছিল, সেই সময় হইতে আমার এই গৃহ। রামচন্দ্র ইহা শুনিয়া সভাসদগণকে বলিলেন—॥ ২৯ ॥

যে সভায় বৃদ্ধগণ অবস্থান করেন না সে সভা সভাই নয়, যে বৃদ্ধেরা ধর্ম্মকথা

যে তু সভায়াঃ সদো গহ্বা তৃষ্ণাং ধ্যায়ন্ত আসতে ।

সহস্রং বারুণান্ পাশান্ বিমুক্তস্তীহ চাত্মনি ॥ ৩১ ॥

তেষাং সংবৎসরে পূর্ণে পাশ একঃ প্রমুচ্যতে ।

তস্ম্যাং সত্যেন বক্তব্যং জানতা সত্যমঞ্জসা ॥ ৩২ ॥

এতচ্ছ ত্বা তু সচিবা রামমেবাক্রবৎসদা ।

উল্লুকঃ শোভতে রাজন্ ন তু গৃধ্রো মহামতে ॥ ৩৩ ॥

ত্বং প্রমাণং মহারাজ রাজা হি পরমা গতিঃ ।

রাজমূলাঃ প্রজাঃ সৰ্ব্বা রাজা ধৰ্ম্মঃ সনাতনঃ ॥ ৩৪ ॥

শাস্তা নৃণাং নৃপো যেষাং তে ন গচ্ছন্তি দুর্গতিম্ ।

বৈবস্বতেন মুক্তাস্তু ভবন্তি পুরুষোত্তমাঃ ॥ ৩৫ ॥

[ লো-টী । ] প্রাপ্তমুপস্থিতমর্থং যথা যথাবৎ ।

৩২ । লো-টী । সত্যেন সভাসদা জনেন । 'সত্যেনে'তি পাঠে সত্যবতা, অঞ্জসা তন্মেন ।

৩৪ । লো-টী । রাজা মূলং ধৰ্ম্মপ্রবৃত্তৌ কারণং যাসাং তাঃ ।

৩৫ । লো-টী । তে দুর্গতিং নরকং ন গচ্ছন্তি, তে পুরুষোত্তমাঃ প্রাপ্তদণ্ডা মুক্তাস্ত্যক্তাঃ ।

বলেন না তাঁহার বুদ্ধিই ন'ন, যে ধৰ্ম্মকথায় সত্য নাই তাহা ধৰ্ম্মকথাই নহে, যাহাতে  
ছলনার সংস্পর্শ আছে তাহা সত্যই নয় ॥ ৩০ ॥

যে সভাগণ সভায় গমন করিয়া তৃষ্ণীন্তাব অবলম্বন করিয়া বসিয়া থাকেন,  
তাঁহার নিজের প্রতি সহস্র বরুণ-পাশ নিক্ষেপ করেন ॥ ৩১ ॥

সংবৎসর পূর্ণ হইলে সেই পাশের মধ্যে একটি পাশ মুক্ত হয়, শ্রুতরাং  
যথার্থরূপে সত্য অবগত হইয়া সত্যই বলা উচিত ॥ ৩২ ॥

মন্ত্রিগণ ইহা শুনিয়া রামচন্দ্রকে বলিলেন, মহামতে মহারাজ, পেচকের  
স্বভাবিক কান্দি আছে, গৃধ্রের নাই ॥ ৩৩ ॥

মহারাজ ! এ বিষয়ে আপনিই প্রমাণ, রাজাই পরম গতি, রাজাই সকল-  
প্রজার [ ধৰ্ম্মপ্রবৃত্তির ] মূল, রাজাই সনাতন ধৰ্ম্ম ॥ ৩৪ ॥

রাজা যাহাদিগকে শাসন করেন তাহার নরক ভোগ করে না এবং তাহার

সচিবানাং বচঃ শ্রুত্বা রামো বচনমব্রবীৎ ।

শ্রুয়তামভিধান্মামি পুরাণে যদুদাহৃতম্ ॥ ৩৬ ॥

ছোঃ সচন্দ্রার্কনক্ষত্রা সপৰ্বতমহাবনা ।

সলিলার্ণবসংস্কৃতং ত্রৈলোক্যং স-চরাচরম্ ॥ ৩৭ ॥

এক এব তদা ছাসীৎ স্রষ্টো মেকুরিবাপরঃ ।

পুরা ভূঃ সহ লক্ষ্ম্যা তু বিষোজ্জঠরমাবিশৎ ॥ ৩৮ ॥

তাং নিগৃহ্য মহাতেজাঃ প্রবিষ্টা সলিলার্ণবম্ ।

স্বশাপ দেবো ভূতাত্মা বহুন্ বর্ষগণানপি ॥ ৩৯ ॥

৩৭। লো-টী। ছোঃ স্বর্গোহস্তরীক্ষক। 'ছোঃ দ্বিযাং স্বর্গনভসো'রিত্তি ভূরিঃ। স-পৰ্বতবনা পৃথিবী, এবং সচরাচরং ত্রৈলোকাং সলিলার্ণবসংস্কৃতং সলিলাত্মকেনার্ণবেন সম্ভৃতং সম্ভ্রাণ্ডং ব্যাপ্তমিভার্থঃ। বধা, অৰ্ণবানাং সলিলং সলিলার্ণবং তেন।

৩৮-৩৯। লো-টী। তদা প্রলয়কালে সহ লক্ষ্ম্যা সলিলার্ণবং প্রবিষ্টা এক এব বিষ্ণুবাঈদিত্তি সাক্ষেন্নবয়ঃ। যুক্তো যোগনিদ্রাযুক্তঃ, অপরঃ ন বিজ্ঞাত পরমত্বদ্বয়স্যং সং, সৰ্বং স এবতার্থঃ। জগৎ পুনঃ পুনর্ভবতাস্মাদিত্তি পুনর্ভূঃ। কিং কৃত্বা? আত্মনো জঠরং জঠরে বিনিগৃহ্য প্রবেশত। সৰ্বশ্রেষ্ঠাংশে দৃষ্টান্তঃ মেকুরিব। সৰ্বতানাং বধা মেকঃ শ্রেষ্ঠত্বা সৰ্বদেবানাং বিষ্ণুঃ।

সজ্জন হইয়া যমের কবল হইতে মুক্তিলাভ করে ॥ ৩৫ ॥

রামচন্দ্র অমাত্যগণের কথা শুনিয়া বলিলেন, পুরাণে যাহা কথিত আছে তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন ॥ ৩৬ ॥

[ প্রলয়-সময়ে ] অস্তরীক্ষ, চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, পৰ্বত, মহাবন এবং চরাচর-সম্বিত্তি ত্রিভুবন জলময় সমুদ্র হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে ॥ ৩৭ ॥

সেই [ প্রলয়- ] সময়ে দ্বিতীয় স্তম্ভের-পৰ্বতের স্থায় একমাত্র বিষ্ণুই নিদ্রিত ছিলেন, পৃথিবী লক্ষ্মীর সহিত পূর্বেই বিষ্ণুর উদরে প্রবিষ্ট হইয়াছিল ॥ ৩৮ ॥

মহাতেজস্বী ভূতাত্মা দেব বিষ্ণু পৃথিবীকে উদরমধ্যে প্রবেশ করাইয়া জলময় সমুদ্রে প্রবেশ করত নিদ্রা যাইতে লাগিলেন ॥ ৩৯ ॥

তস্মিন্ স্থপ্তে তদা ব্রহ্মা বিবেশ জঠরং ততঃ ।

রুদ্ধশ্রোতং তু তং জ্ঞাত্বা মহাযোগী সমাধিশং ॥ ৪০ ॥

নাভ্যাং বিষ্ণোঃ সমুৎপন্নে পদ্মে হেমবিভূষিতে ।

স তু নির্গম্য বৈ ব্রহ্মা যোগী ভূত্বা মহাপ্রভুঃ ॥ ৪১ ॥

সিস্থক্ষুঃ পৃথিবীং বায়ুং পর্বতান্ সমহীরুহান্ ।

তদন্তরং প্রজাঃ সর্বাঃ সমনুশাসরীশ্বপাঃ ॥ ৪২ ॥

জরায়ুজাণ্ডজাঃ সর্বাঃ সসর্জজ স মহাতপাঃ ।

তস্মৈ গাত্রমলোৎপন্নঃ কৈটভো মধুনা সহ ॥ ৪৩ ॥

দানবৌ তৌ মহাবীর্যৌ ঘোররূপৌ দুর্হাসদৌ ।

দৃষ্ট্বা প্রজাপতিং তং তু ক্রোধাবির্কৌ বভূবতুঃ ॥ ৪৪ ॥

৪০। লো-টী। বিষ্ণৌ স্থপ্তে সতি ততস্তস্মৈ বিষ্ণোর্জঠরং ব্রহ্মা বিবেশ। বুদ্ধঃ সর্গজঃ  
স বিষ্ণুঃ তং ব্রহ্মাণম্ অন্তরুদরমধ্যে প্রবিষ্টং জ্ঞাত্বা সমাধিশং। 'যোগনিদ্রা'মিতি শেষঃ। 'অন্তঃ  
স্থিত'মিতি বা পাঠঃ।

৪১। লো-টী। হেমবিভূষিতে হেমময়ে, তস্মাৎ পদ্মাৎ স নির্গম্য যোগী সমাধিশ্বঃ সন্  
সিস্থক্ষুঃ পৃথিব্যাदीন্ সসর্জেতি সার্কধ্বয়েনাধঃ।

৪২। লো-টী। সর্বা মনুষ্যাঃ প্রজাঃ সর্বাশ্চ জরায়ুজাণ্ডজাঃ।

৪৪। লো-টী। দানবৌ দানবকর্ম্মকরণাং, ন তু দানোর্ম্মশ্চৌ।

বিষ্ণু নিদ্রিত হইলে তখন ব্রহ্মা তাঁহার উদরে প্রবেশ করিলেন। মহাযোগী  
বিষ্ণু সমুদ্রের প্রবাহ রুদ্ধ হইয়াছে জানিয়া যোগনিদ্রা অবলম্বন করিয়াছিলেন ॥৪০॥

বিষ্ণুর নাভিতে স্বর্ণপদ্ম উৎপন্ন হইলে সেই মহাতপস্বী মহাপ্রভু ব্রহ্মা জঠর  
হইতে নির্গমনপূর্ব্বক সমাধিস্থ হইয়া সৃজন করিতে ইচ্ছুক হইলেন। তিনি পৃথিবী,  
বায়ু, বৃক্ষ, পর্ব্বত এবং তার পর মনুষ্য হইতে সরীশ্বপ পর্য্যন্ত সমস্ত জরায়ুজ, অণ্ডজ  
প্রভৃতি প্রাণী সৃজন করিয়াছিলেন। বিষ্ণুর শরীরজাত মল হইতে 'মধু' ও 'কৈটভ'  
উৎপন্ন হইয়াছিল ॥ ৪১-৪৩ ॥

মহাবীরাশালী ভীষণাকার দুর্দ্ধব সেই দানবদ্বয় ব্রহ্মাকে দেখিয়া অতিশয়

বেগেন মহতা তত্র স্বয়ম্ভুবমধাবতাম্ ।

দৃষ্ট্বা স্বয়ম্ভুবা মুক্তো রাবো বৈ বিকৃতস্তদা ॥ ৪৫ ॥

তেন শব্দেন সংপ্রাপ্তো হরো বৈ হরিণা সহ ।

অথ চক্রপ্রহারেণ সূদিতৌ মধুকৈটভৌ ॥ ৪৬ ॥

মেদসা প্লাবিতা সৰ্বা পৃথিবী চ সমস্ততঃ ।

ভূয়ো বিশোধিতা তেন হরিণা লোকধারিণা ॥ ৪৭ ॥

শুদ্ধাং বৈ মেদিনীং তাং তু বৃক্ষাঃ সৰ্ব্বামপূরয়ন্ ।

ওষধ্যঃ সৰ্ব্বশস্ত্রানি নিষ্পদন্ত পৃথগ্বিধাঃ ॥ ৪৮ ॥

৪৫। লো-ট। রাবো বৈরিকৃতঃ স ভীতশব্দঃ ।

৪৬। লো-ট। অহরো ব্রহ্মা ন হরতি ন সংহরতীতি তথা, তেন শব্দেন সহ শব্দসমান-  
কাল এব সংপ্রাপ্তঃ ।

৪৭। লো-ট। হরিণা ভূয়ঃ হরিণা পুনঃ বিশোধিতা মেদসা জাতদোষো দূরীকৃত  
ইত্যর্থঃ ।

৪৮। লো-ট। সৰ্ব্বাঃ শুদ্ধাঃ মেদিনীম্ ।

ক্রোধাবিষ্ট হইল ॥ ৪৪ ॥

তাহারা মহাবেগে ব্রহ্মার প্রতি ধাবিত হইল, তাহা দেখিয়া ব্রহ্মা বিকৃত  
শব্দে চীৎকার করিলেন ॥ ৪৫ ॥

সেই শব্দের সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণু ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং চক্রপ্রহারে  
মধু ও কৈটভকে নিহত করিলেন ॥ ৪৬ ॥

লোকপালক হরি চারিদিকে মেদঃপ্লাবিতা সমগ্র পৃথিবীকে পুনরায় বিশোধিত  
করিলেন ॥ ৪৭ ॥

সেই বিশুদ্ধ পৃথিবী বৃক্ষসমূহে পরিপূর্ণ হইল এবং নানাবিধ ওষধি ও শস্ত্র-  
সমূহ উহাতে উৎপন্ন হইল ॥ ৪৮ ॥

মেদোঁগন্ধাতু বহুধা মেদিনীত্যভিধীয়তে ।

তস্মান্ন গৃধ্রস্ত গৃহমূলুকশ্চেতি মে মতিঃ ॥ ৪৯ ॥

তস্মাদ্ গৃধ্রস্ত দণ্ড্যো বৈ পাপো হর্তা পরালয়ম্ ।

পীড়াং করোতি পাপাত্মা দুর্কির্বনীতো মহানয়ম্ ॥ ৫০ ॥

অথানুরীণী বাণী অন্তরীক্ষাং প্রবোধিনী ।

মা বধী রাম গৃধ্রং ত্বং পূর্বেং দন্ধং তপোবলাং ॥ ৫১ ॥

কালে গোতমদক্ষোহয়ং প্রজানাতো নরেশ্বরঃ ।

ব্রহ্মদত্তেতি নান্নৈষ শূরঃ সত্যব্রতঃ শুচিঃ ॥ ৫২ ॥

গৃহং ত্রস্তাগতো বিপ্রো ভোজনং প্রত্যমার্গত ।

সাগ্রং বর্ষশতং চৈব ভুক্তবান্ নৃপসত্তম ॥ ৫৩ ॥

৪৯। লো-টী। মেদসো গন্ধো বহুধা সা।

৫১। লো-টী। অয়ং নরেশ্বরো রাজা কালধরূপো গোতমঃ গোতমবংশঃ তেন দন্ধঃ।

৫৩। লো-টী। প্রত্যমার্গত মার্গিতবান্।

মেদের গন্ধবশতঃ পৃথিবীর ‘মেদিনী’ নাম হইল; সুতরাং এই গৃহ গৃধ্রের নয়, ইহা পোচকের বলিয়া আমার মনে হয় ॥ ৪৯ ॥

অতএব পরগৃহ-হরণকারী পাপিষ্ঠ গৃধ্রকে দণ্ড প্রদান করা উচিত, এই অতিশয় দুর্কির্বনীত পাপাত্মা গৃধ্রই অত্যাচার করিতেছে ॥ ৫০ ॥

অনন্তর অনুরীণী বাণী অন্তরীক্ষ হইতে বলিল—“রাম, পূর্বে তপোবলে দন্ধ এই গৃধ্রকে তুমি বধ করিও না ॥ ৫১ ॥

পুরাকালে প্রজাপালক এই নরপতি গোতমকর্তৃক দন্ধ হইয়াছেন, ইহার নাম ব্রহ্মদত্ত; ইনি বীর, সত্যবাদী এবং পবিত্র ছিলেন ॥ ৫২ ॥

মহারাজ, এক ব্রাহ্মণ ইহার গৃহে আসিয়া ভোজন করিবার জন্ত প্রার্থনা করিলেন এবং শতাধিক বৎসর ভোজন করিলেন ॥ ৫৩ ॥

১। হ ‘মেদগ-’। ২। হ ‘ধরণী’। ৩। হ ‘-সংজ্ঞিতা’। ৪। হ ‘অন্ত-’। ৫। হ ‘পূর্বেদন্ধ’।

৬। হ ‘কাণগো-’। ৭। হ ‘ভোক্তব্যং নৃপসত্তম’।

ব্রহ্মদত্তশ্চ বৈ তস্য পাতুমৰ্য্যং স্বয়ং নৃপঃ ।

হাদিং চৈবাকরোত্তস্য ভোজনার্থং মহাদ্ব্যুতঃ ॥ ৫৪ ॥

মাংসমস্ত্যভবত্তত্র আহারে তু মহাত্মনঃ ।

অথ ক্রুদ্ধেন মুনিনা শাপো দত্তোহস্য দারুণঃ ।

গৃধ্রস্বং ভব বৈ রাজমথৈনং হৃথ সোহব্রবীৎ ॥ ৫৫ ॥

প্রসাদং কুরু মে ব্রহ্মমজ্ঞানাম্মে মহাব্রত ।

শাপস্ত্যন্তং মহাভাগ ক্রিয়তাং বৈ মমানঘ ॥ ৫৬ ॥

তদজ্ঞানকৃতং মত্বা রাজানং মুনিরব্রবীৎ ।

উৎপৎস্রতি কূলে রাজ্ঞাং রামো নাম মহাযশাঃ ।

ইক্ষাকুণাং মহাভাগো রাজা রাজীবলোচনঃ ॥ ৫৭ ॥

৫৪। লো-ট। স্বয়ং দত্তং পাতুমৰ্য্যং অকরোৎ স্বীকৃতবান্ ভোজনার্থং মহাদ্ব্যুতঃ মহাদ্ব্যুতিনা রাজ্ঞা সহ হাদং সৌহার্দ্যং করোৎ ।

৫৫। লো-ট। তত্র আহারে মাংসপেশী মাংসপিণ্ডঃ ।

৫৬। লো-ট। অস্তোহবধিঃ ।

৫৭। লো-ট। রামো নামা রামঃ নীলঃ দুর্বাদলশ্রামঃ মনোহরো বা । 'রামো নীলে চারৌ সিতে ত্রিষি'ভ্যমরঃ ।

রাজা ব্রহ্মদত্ত অতিশয় দীপ্তিশালী সেই ব্রাহ্মণের ভোজনের জন্ত নিজেই পাচ এবং অর্ঘ্য প্রদান করিলেন এবং তাঁহার সহিত সৌহার্দ্য করিলেন ॥ ৫৪ ॥

[ একদিন ] সেই মহাত্মার আহারে মাংস ছিল, তাহাতে সেই মুনি ক্রুদ্ধ হইয়া মহারাজ 'তুমি গৃধ্র হও' এই বলিয়া ইহাকে দারুণ শাপ প্রদান করিলেন । অনন্তর তিনি বলিলেন— ॥ ৫৫ ॥

হে মহাব্রত ব্রাহ্মণ, অজ্ঞাতসারে ইহা হইয়াছে, আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন ; হে মহাভাগ, হে অনঘ, শাপের অবসান করুন ॥ ৫৬ ॥

তাহা অজ্ঞানকৃত মনে করিয়া মুনি তাঁহাকে বলিলেন, ইক্ষাকু-

১। হ 'স্তঃ স বৈ' । ২। ক 'মাংসমস্ত্যভবত্তত্র' । ৩। হ 'আহারে' । ৪। হ 'রামেন' ।

৫। হ 'বর্জজ অজ্ঞানং মে' (৭) । ৬। হ 'রাজা' ।

তেন স্পৃক্ষো<sup>১</sup> বিশাপস্তং ভবিতা নরপুঙ্গব ।

স্পৃক্ষো<sup>১</sup> রামেণ তচ্ছ হ্রা নরেন্দ্রঃ পৃথিবীপতিঃ ॥ ৫৮ ॥

গৃধ্রঃ<sup>২</sup> ত্যজ্য রাজা বৈ দিব্যগন্ধানুলেপনঃ ।

পুংকুষো দিব্যরূপোহুভূত্বাচেদং চ রাঘবম্ ॥ ৫৯ ॥

সাধু রাঘব ধর্ম্যজ্ঞ ত্বৎপ্রসাদাদহং বিভো ।

বিমুক্তো নরকাদ্ ঘোরাচ্ছাপস্তান্তঃ কৃতস্তয়া ॥ ৬০ ॥

ইত্যার্ষে বাস্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে গৃধ্রোলুকসংবাদো নাম

চতুঃষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৪ ॥

৫৮। লো-টী। ভবিতা ভবিষ্যতি।

৫৯। লো-টী। ত্যজ্য সংত্যজ্য।

৬০। লো-টী। অস্তো নাশঃ।

গৃধ্রোলুকসংবাদঃ ॥ ৬৪ ॥

রাজবংশে মহাযশস্বী মহাভাগ পদ্মপলাশলোচন ‘রাম’ নামে এক রাজা জন্মগ্রহণ করিবেন ॥ ৫৭ ॥

হে নরপুঙ্গব, তিনি স্পর্শ করিলে তুমি শাপ হইতে মুক্ত হইবে।” রামচন্দ্র তাহা শ্রবণ করিয়া সেই পৃথিবীপতিকে স্পর্শ করিলেন ॥ ৫৮ ॥

তখন নৃপতি গৃধ্ররূপ পরিত্যাগ করিয়া দিব্যগন্ধানুলিপ্ত সুপুরুষ হইলেন এবং রামচন্দ্রকে বলিলেন— ॥ ৫৯ ॥

ধর্ম্যজ্ঞ প্রভো রামচন্দ্র, সাধু, সাধু, আপনার অমুগ্রহে আমি ভয়ঙ্কর নরক হইতে মুক্ত হইলাম, আপনি আমার শাপের অবসান করিলেন ॥ ৬০ ॥

মহর্ষি বাস্মীক-প্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে গৃধ্রোলুকসংবাদ-নামক

৬৪তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৪ ॥



## ( ৬৫ ) পঞ্চাশতীতমঃ সর্গঃ

ততো নিবেদিতং রাজ্ঞে দ্বারি তিষ্ঠন্তি তাপসাঃ ।

ভার্গবং চ্যবনং নাম পুরস্কৃত্য মহামুনিম্ ॥ ১ ॥

দর্শনং তব রাজেন্দ্র কাক্ষন্তি তে মহর্ষয়ঃ ।

আগতাস্থরমাণা হি যমুনাতীরবাসিনঃ ॥ ২ ॥

ইতি তদ্বচনং শ্রুত্বা দ্বাশং প্রোবাচ রাঘবঃ ।

প্রবেশ্যস্তাং মহাত্মানো ভার্গবপ্রমুখা দ্বিজাঃ ॥ ৩ ॥

রাজস্বাজ্ঞাং পুরস্কৃত্য দ্বাশো মৃদ্ধি কৃতাজ্জলিঃ ।

প্রবেশয়ামাস ততঃ সমেতাংস্তাংস্ত তাপসান্ ॥ ৪ ॥

তে তং সমধিকং লক্ষ্ম্যা দীপ্যমানং স্বতেজসা ।

প্রবিষ্টা রামমদ্রাক্ষুস্তাপসাঃ স্তমমাহিতাঃ ॥ ৫ ॥

১-৩। লো-টী। ভার্গবং চ্যবনং পুরস্কৃত্য যমুনাতীরবাসিনো মহর্ষয়ঃ দ্বারি তিষ্ঠন্তীতি দ্বাশেন নিবেদিতে সতি তদ্বচনং শ্রুত্বা 'প্রবেশ্যস্তা'মিতি রামঃ প্রোবাচেতি তৃতীয়েনাধরঃ।

৫। লো-টী। সমধিকং যথা স্তাত্বা লক্ষ্ম্যা রাজলক্ষ্ম্যা স্বতেজসা চ।

পরে দৌবারিক রাজাকে নিবেদন করিল, ভৃগুংশীয় মহামুনি চ্যবনকে অগ্রে করিয়া তপস্বিগণ দ্বারদেশে অবস্থান করিতেছেন ॥ ১ ॥

মহারাজ, যমুনাতীরবাসী সমাগত সেই মহর্ষিগণ অতিশয় ব্যগ্র হইয়া আপনাকে দর্শন করিতে অভিলাষ করিতেছেন ॥ ২ ॥

রামচন্দ্র দৌবারিকের কথা শুনিয়া তাহাকে বলিলেন, ভার্গব প্রভৃতি মহাত্মা ব্রাহ্মণগণকে প্রবেশ করাও ॥ ৩ ॥

দৌবারিক মস্তকে অঞ্জলিবন্ধনপূর্বক মহারাজের আদেশের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া সেই সমাগত তাপসদিগকে প্রবেশ করাইল ॥ ৪ ॥

সেই তপস্বিগণ প্রবেশ করিয়া স্বীয় তেজে এবং রাজশোভায় অতিশয়

১। অতঃ পূর্বং সর্গায়ত্তে হ 'ততঃ প্রভাতে বিমলে কৃতা পৌর্বাহ্নিকীং ক্রিযাম্। অজ্ঞারভত কাবুৎসঃ পৌরকার্যাদি বীক্ষিতুম্।' ইত্যধিকম্। ২। হ '-স্তে'। ৩। হ '-যুতা-'। ৪। হ '-তো জটাবকলবারিণঃ'। ৫। হ 'ভম'।

তে দ্বিজাঃ কলসৈস্তোয়ং নানাভীর্ধ্বতং শুচি ।

গৃহীত্বা ফলমূলঞ্চ রামায় সমুপাবহন ॥ ৬ ॥

প্রতিগৃহ্য তু তৎ সর্বং রামঃ প্রীতিসমাধিনা ।

তীর্থোদকানি সর্বাণি মূলানি চ ফলানি চ ॥ ৭ ॥

উবাচ স মহাতেজাঃ সর্বানুব তপোধনান্ ।

ইমান্যাসনমুখ্যানি যথার্থমুপবিশ্রুতাম্ ॥ ৮ ॥

রামস্ত ভাষিতং শ্রুত্বা সর্বং এব মহর্ষয়ঃ ।

বৃষীষু রুচিরাভাস্ন নিষেদুঃ কাঞ্চনৌষু তে ॥ ৯ ॥

উপবিস্তান্ মহাভাগান্ দৃষ্ট্বা পরপূরঞ্জয়ঃ ।

প্রয়তঃ প্রাঞ্জলিভূত্বা রাঘবো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১০ ॥

৬। লো-টী। নানাভীর্ধ্বতমুক্তং সমুপাবহন সমর্পয়ন।

৭। লো-টী। প্রীতিসমাধিনা প্রীত্যেকচিত্তেন 'প্রীতিপূবঃসর'মিতি বা পাঠঃ।

৯। লো-টী। বিষ্ণুগ্রাস্ন বিষ্ণুরযুক্তাস্ন। 'রুচিরাভাস্ন' ইতি বা পাঠঃ। কাঞ্চনৌষু কাঞ্চনখচিত্তাস্ন।

দীপ্যমান রামচন্দ্রকে একাগ্র হইয়া দর্শন করিলেন ॥ ৫ ॥

সেই ব্রাহ্মণগণ বহুতীর্থ হইতে উদ্ধৃত কলসপূর্ণ পবিত্র জল এবং ফলমূল লইয়া রামচন্দ্রকে উপহার দিলেন ॥ ৬ ॥

সেই তেজস্বী রামচন্দ্র প্রীতিপ্রফুল্ল চিত্তে সেই সমস্ত তীর্থোদক এবং ফলমূল প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া সমস্ত তপোধনদিগকেই বলিলেন, এই উদ্ভম আসন-সমূহ, আপনারা যথাযোগ্যভাবে উপবেশন করুন ॥ ৭-৮ ॥

সেই সকল মহর্ষিগণ রামচন্দ্রের কথা শুনিয়া ঋষিজন-যোগ্য উজ্জ্বল সুবর্ণ-খচিত আসনসমূহে উপবেশন করিলেন ॥ ৯ ॥

শক্রনগর-জ্যেষ্ঠা রামচন্দ্র মহাভাগ[ব্রাহ্মণ]দিগকে উপবিষ্ট দেখিয়া কৃতা-

১। হ 'পূর্বকলসৈস্তীর্থোদ্য উদকং শুচি'। ২। হ 'সমুপাবহন বহন'। ৩। হ 'ততঃ স-'। ৪। হ 'পূরঞ্জয়'। ৫। হ 'তথা মূলফলানি চ'। ৬। হ 'হু'। ৭। হ 'চ'। ৮। হ 'রামো বচন-'।

কিমাগমনকার্য্যং বঃ কিং করোমি তপোধনাঃ ।

আজ্ঞাপ্যোহহং তপঃসিদ্ধৈঃ সৰ্ব্বথা কিঙ্করঃ স্বয়ম্ ॥ ১১ ॥

ইদং রাজ্যং চ সকলং জীবিতং চ হৃদি স্থিতম্ ।

সৰ্বমেতদ্ব দ্বিজার্থং মে সত্যমেতদ্ব ব্রবীমি বঃ ॥ ১২ ॥

তস্ম তদ্বচনং শ্রুত্বা সাধুবাদো মহানভুৎ ।

ঋষীগামুগ্রতপসাং যমুনাতীরবাসিনাম্ ॥ ১৩ ॥

উচুর্শ্চৈব মহাত্মানঃ প্রহর্ষেণ সমন্বিতাঃ ।

উপপন্নং নরব্যাত্ত্র ত্বয়োতদ্ব ভুবি নাত্ততঃ ॥ ১৪ ॥

১১। লো-টী। স্বং বথা ভবেৎ তথা তপঃসিদ্ধৈরাজ্যাপ্যঃ আজ্ঞাকারী কিঙ্করঃ।  
'মহর্ষীগাং সৰ্ব্বকার্য্যকরঃ সদে'তি বা পাঠঃ।

১৩। লো-টী। 'সাধুবাদ' ইতি পাঠঃ। 'সাধুকার' ইতি পাঠে কারশব্দঃ স্বরূপার্থে,  
'সাধু সাধু' ইতি অভুৎ।

১৪। লো-টী। এতদ্বচনং শ্রুত্বা উপপন্নং যুক্তং নাত্ততঃ নাত্ততঃ।

জলিপুটে সংযত হইয়া বলিলেন—॥ ১০॥

তপোধনগণ, আপনাদের আগমনের কি উদ্দেশ্য? আমি আপনাদের  
কি কার্য্য করিব? আমি নিজে তপঃসিদ্ধদিগের সৰ্ব্বপ্রকারে আজ্ঞাকারী  
ভূত্য ॥ ১১ ॥

আমি আপনাদিগের নিকট যথার্থরূপে বলিতেছি যে, এই সমগ্র রাজ্য  
এবং হৃদয়াভ্যন্তরস্থ জীবন—আমার এই সমস্তই ব্রাহ্মণের জন্ত ॥ ১২ ॥

রামচন্দ্রের সেই কথা শুনিয়া যমুনাতীরবাসী উগ্রতপাঃ ঋষিদিগের 'সাধু  
সাধু' ধ্বনি উথিত হইল ॥ ১৩ ॥

সেই মহাত্মারা আনন্দিত হইয়া বলিলেন, হে নরশ্রেষ্ঠ, এতাদৃশ কথা  
পৃথিবীতে আপনাতেই সম্ভব, অত্ৰ কোথাও সম্ভব নহে ॥ ১৪ ॥

১। হ 'কৃত্য'। ২। হ 'মহর্ষীগাং সৰ্ব্বকার্য্যকরঃ সদা'। ৩। ক '-ঈব'। ৪। ক 'হৃদয়ে'।

বহবঃ পার্থিবা রাজমতিক্রান্তা মহাবলাঃ ।

কার্যস্য গৌরবং মত্বা প্রতিজ্ঞাং নারুহন্তি তে ॥ ১৫ ॥

ত্বয়া পুনত্রীক্ষণগৌরবাদিয়ং

কৃত্য প্রতিজ্ঞা হনবেক্ষ্য কারণম্ ।

ততশ্চ কৰ্ত্তা হসি নাত্র সংশয়ো

মহাভয়াং ত্রাতুমুযীংস্তুমহঁসি ॥ ১৬ ॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাণ্ডে উত্তরকাণ্ডে ঋষিসমাগমো নাম

পঞ্চাশত্তমঃ সর্গঃ ॥ ৬৫ ॥

১৫। লো-টী। গৌরবং গুরুতাম্, নারুহন্তি ন কুরুন্তি

১৬। লো-টী। হ্রস্বম্ অশক্যম্ ।

ঋষিসমাগমঃ ॥ ৬৬ ॥

মহারাজ, আমরা মহাবলশালী বহু নরপতিকে অতিক্রম করিয়াছি, তাঁহারা কার্যের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন নাই ॥ ১৫ ॥

কিন্তু আপনি ব্রাহ্মণের প্রতি গৌরব বশতঃ আমাদের আগমনের কারণ না জানিয়াই প্রতিজ্ঞা করিলেন, সুতরাং আপনি ইহা করিবেন, আপনি মহাভয় হইতে ঋষিদিগকে পরিত্রাণ করিতে পারিবেন ইহাতে সংশয় নাই ॥ ১৬ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি-প্রণীত আদিকাণ্ডে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ঋষিসমাগম-নামক

৬৫তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৫ ॥

## (৬৬) ষট্‌ষষ্টিতমঃ সর্গঃ

ক্রবৎস্বেবং তদা তেষু কাকুৎস্থো বাক্যমব্রবীৎ ।

কিং কার্য্যং ক্রত মুনয়ো ভয়ং তাবদপৈতু বঃ ॥ ১ ॥

তথা ক্রবতি কাকুৎস্থে ভার্গবো বাক্যমব্রবীৎ ।

ভয়ং নঃ শৃণু যন্মূলং দেশস্য চ নরেশ্বর ॥ ২ ॥

পূর্ব্বং কৃতযুগে রাম দৈতেয়ঃ স্তমহানভূৎ ।

হিরণ্যকশিপোর্নপ্তা মধুর্নাম মহাসুরঃ ॥ ৩ ॥

ব্রহ্মণ্যশ্চ বদাত্মশ্চ বুদ্ধ্যা চ পরিনিষ্ঠিতঃ ।

স্বরৈশ্চ পরমোদারৈঃ প্রীতিস্তস্তাভুলাভবৎ ॥ ৪ ॥

স মধুর্বার্য্যসম্পন্নো ধর্ম্মে চ স্তমমাহিতঃ ।

বহুমানাচ্চ রুদ্রেণ দত্তস্তস্তাভুতো বরঃ ॥ ৫ ॥

৪। লো-টী। ধর্ম্মে পরিনিষ্ঠিতঃ পরাং কাষ্ঠাং গতঃ। 'শাস্ত্রেষু' ইতি বা পাঠঃ।

৫। লো-টী। বহুমানাং বহুপূজাতঃ। 'তত্তত্ত্বষ্টেন' ইতি বা পাঠঃ।

তাহারা এইরূপ বলিতে লাগিলে রামচন্দ্র তাহাদিগকে বলিলেন—মুনিগণ, আপনাদের কি কার্য্য বলুন ; কোন ভয় নাই ॥ ১ ॥

রামচন্দ্র এইরূপ বলিলে ভার্গব কহিলেন, মহারাজ, আমাদের এবং দেশের যে ভয়ের কারণ তাহা শ্রবণ করুন ॥ ২ ॥

রাম, পুরাকালে সত্যযুগে দৈত্যবংশে হিরণ্যকশিপুর্ পৌত্র অতিশয় বিখ্যাত মধু নামক মহাসুর ব্রাহ্মণাসুরাগী, বদাত্ম ও বুদ্ধিমান ছিল এবং পরমোদার দেবগণের সহিত তাহার অনুপম সদ্ভাব ছিল ॥ ৩-৪ ॥

সেই মধু বীর্য্যসম্পন্ন এবং অতিশয় ধার্ম্মিক ছিল। বহু আরাধনায় রুদ্র

১। হ 'মুনীনাং ক্রবতাস্বেবং'। ২। হ 'কিং ভয়ং'। ৩। হ '-সুতদহং নাশয়ামি বঃ'। ৪। হ 'ইতি'। ৫। হ 'বদিত্যমো'। ৬। হ '-রতা-'। ৭। হ 'ধর্ম্মে চ সমা-'। ৮। হ 'তত্তত্ত্বষ্টেন'।

শূলং শূলান্বিনিষ্কৃত্য মহাবীৰ্য্যং মহাবলম্ ।

দদৌ মহাত্মা স্ত্রীপীতৌ বাক্যং চেদমুবাচ হ ॥ ৬ ॥

তবায়মতুলো ধর্মো মৎপ্রসাদকরঃ শুভঃ ।

যেন শ্রীতস্তবারিষ্মং দদাম্যায়ুধমুত্তমম্ ॥ ৭ ॥

যাবৎ স্ত্রৈশ্চ বিপ্রৈশ্চ বিরুদ্ধেভ্যম্ ভবান্ ভুবি ।

তাবচ্ছূলং তবৈতৎ স্ত্রাদন্যথা নাশমেষ্টিতি ॥ ৮ ॥

যশ্চ স্বামভিযুক্তীত যুদ্ধায় বিগতজ্বরঃ ।

তং শূলো ভস্মসাৎ কৃত্বা পুনরেষ্টিতি তে করম্ ॥ ৯ ॥

৭। লো-টী। অরিষ্মং শত্রুগ্ৰম্ ।

৮। লো-টী। নাশমদর্শনম্ ।

৯। লো-টী। হে যুদ্ধবিশারদ, অভিযুক্তীত আহ্বয়েত । ‘যুদ্ধায় বিগতজ্বরঃ’ ইতি পাঠে বিগতসস্তাপোহপি যঃ ।

তাহাকে আশ্চর্য্য বর প্রদান করেন ॥ ৫ ॥

মহাত্মা রুদ্র অতিশয় শ্রীত হইয়া স্বীয় ত্রিশূল হইতে মহাবীৰ্য্যশালী এবং মহাবলশালী শূল নিক্ষেপিত করিয়া তাহাকে প্রদান করিলেন এবং এই কথা বলিলেন—॥ ৬ ॥

তোমার এই শুভাবহ অতুলনীয় ধর্ম আমার প্রসন্নতা আনয়ন করিয়াছে, আমি শ্রীত হইয়া তোমাকে শত্রুসংহারক উৎকৃষ্ট অস্ত্র প্রদান করিলাম ॥ ৭ ॥

তুমি পৃথিবীতে যতকাল দেবগণ ও ব্রাহ্মণগণের বিরুদ্ধাচরণ না করিবে, ততদিন এই শূল তোমার নিকটে থাকিবে ; অন্যথাচরণ করিলে ইহা অস্তহিত হইবে ॥ ৮ ॥

নির্ভীক হইয়া যে তোমাকে যুদ্ধের জন্ত আহ্বান করিবে, এই শূল তাহাকে ভস্মসাৎ করিয়া পুনরায় তোমার হস্তে আসিবে ॥ ৯ ॥

১। ক ‘বিষ্মং দাস্তামায়ু-’ । ২। হ ‘বিরোধং ন করিষ্যতি’ । ৩। হ ‘অভিযান্ততি যদ্বাং বৈ যুধি যোদ্ধুং মহাহুঃ’ । ৪। হ ‘শূলঃ’ ।

এবং শূলবরং লক্ষ্মী স্ময়মানো মহাসুরঃ ।

প্রণিপত্য মহাদেবং বাক্যমেতদ্ব্যচ হ ॥ ১০ ॥

ভগবন্ মম বংশস্ত শূলমেতদনুত্তমম্ ।

ভবেদ্ধি সততং দেব বরাণামীশ্বরো হুসি ॥ ১১ ॥

তথা ব্রহ্মাণমসুরং সৰ্বভূতপতিঃ শিবঃ ।

প্রত্যাচ স্বয়ং সান্না নৈতদেবং ভবিষ্যতি ॥ ১২ ॥

মা তে ভূদ্বিফলা বাণী মৎপ্রসাদাৎ কৃতা শুভা ।

ভবতঃ পুত্রমেকস্ত শূলমেতদ্ ভবিষ্যতি ॥ ১৩ ॥

১১। লো-টী। অনপগং নাপগচ্ছতীতি তথা। যতঃ বরাণামীশ্বরঃ। 'ভবেদ্ধি সততং দেব বরোহং দাতুমর্হসী'তি পাঠে এতৎ শূলং মম বংশস্ত সততং ভবেদিতি যো বরন্তঃ দাতুমর্হসীত্যর্থঃ।

১৩। লো-টী। তব বাণী স্থনিশ্চিতম্।

মহাসুর মধু এইরূপে উত্তম শূল লাভ করিয়া স্মিতহাস্ত মহাদেবকে প্রণাম করিয়া এই কথা বলিল— ॥ ১০ ॥

ভগবন্, এই উৎকৃষ্ট শূল সৰ্বদা আমার বংশের (বংশধরগণের) হউক। হে দেব, আপনি সমস্ত বরপ্রদানে সমর্থ ॥ ১১ ॥

'মধু' অসুর এইরূপ বলিলে সৰ্বভূতপতি মহাদেব নিজেই তাহাকে মধুর বাক্যে বলিলেন, ইহা এরূপ হইবে না (অর্থাৎ এই শূল তোমার বংশধরগণের হইবে না) ॥ ১২ ॥

আমার অনুগ্রহে তোমার অভিপ্রেত প্রার্থনাও বিফল হইবে না, এই শূল একমাত্র তোমার পুত্রকে প্রাপ্ত হইবে। (অর্থাৎ তোমার পুত্রই কেবল এই শূল লাভ করিবে) ॥ ১৩ ॥

১। হ 'ব্রহ্মাণং তং মধুশ্লেষঃ'। ২। হ '-পতিঃ'। ৩। হ 'তদা'। ৪। হ 'মা কুন্তে বি-'। ৫। হ 'প্রসাদকৃ-'। ৬। হ 'ভাবী তু পুত্র একন্তে শূলং তন্ত ভবিষ্যতি'।

যাবচ্ছূলং করস্বং তু ভবিষ্যতি স্ততস্ত তে ।

অবধ্যঃ সৰ্বভূতানাং তাবদেব ভবিষ্যতি ॥ ১৪ ॥

এবং মধুর্করং লক্ষ্মী দেবাং স্মহদদ্ভুতম্ ।

ভবনং সৌহৃদ্রশ্রেষ্ঠঃ কারয়ামাস স্তপ্রভম্ ॥ ১৫ ॥

তস্ত পত্নী মহারাজন্ নাম্না কুন্তীনসী পুরা ।

দত্তা বিশ্রবসোহপত্যং রাক্ষসী রাবণস্বসা ॥ ১৬ ॥

তস্তাঃ পুত্রো মহাবীর্যো লবণো নাম দারুণঃ ।

বাল্যাং প্রভৃতি দুষ্কৃত্যা পাপাত্মেব সমাচরৎ ॥ ১৭ ॥

তং পুত্রং দুর্কিনীতং তু দৃষ্ট্বা দুঃখসমম্বিতঃ ।

মধুঃ শোকং সমাপেদে ন চৈনং কিঞ্চিদব্রবীৎ ॥ ১৮ ॥

১৬। লো-টী। বিশ্রবসঃ বিশ্রবসা পিত্রা দত্তা তদনুসৃত্য কৃত্য ইত্যর্থঃ। অত্র বিশ্রবঃ-পদং রাক্ষসবাচকং ন তু পৌলস্ত্যবাচকম্। 'নাম্না বিশ্রবসোহপত্য'মিতি পাঠে উভয়ত্র নাম্না পদদ্বয়-সম্বন্ধঃ। রাবণস্বসা ইতি রাবণস্ত জনন্যা কোষ্ঠতাতস্ত মালাবতঃ দুহিতুঃ স্তবেলায়া দুহিতা ইতি ক্রমেণ, ন তু সহোদরা।

১৮। লো-টী। অন্তঃকরণজাতো মে পুত্র ইতি শোকং শোচনং সমাপেদে কুরুতে স্ম।

যতক্ষণ এই শূল তোমার পুত্রের হস্তে থাকিবে, ততক্ষণ সে সর্বপ্রাণীর অবধ্য হইবে ॥ ১৪ ॥

সেই অসুরশ্রেষ্ঠ 'মধু' মহাদেবের নিকট হইতে এইরূপ বরলাভ করিয়া অত্যাঙ্কল গৃহ নির্মাণ করাইল ॥ ১৫ ॥

মহারাজ, বিশ্রবার কন্যা রাবণের [দূরসম্পর্কে] ভগ্নী কুন্তীনসী নামে রাক্ষসী সেই মধুর পত্নী রূপে প্রদত্ত হইয়াছিল ॥ ১৬ ॥

তাহার পুত্র মহাবীৰ্য্যশালী অতি ভয়ঙ্কর ছুরায়া 'লবণ' বাল্যকাল হইতে কেবল পাপ কণ্ঠেরই অনুষ্ঠান করিত ॥ ১৭ ॥

মধু সেই পুত্রকে দুর্কিনীত দেখিয়া দুঃখের সহিত অমুশোচনা করিত, কিন্তু



স বিহায় ইমং লোকং প্রবিষ্টো বরুণালয়ম্ ।

শূলং নিবেশ্য লবণে বরং চাষ্টৈ নিবেদ্য তম্ ॥ ১৯ ॥

স প্রভাবেণ শূলস্য দৌরাভ্যোন তথাহ্ননঃ ।

লোকান্ সন্তাপয়ামাস বিশেষেণ তু তাপসান্ ॥ ২০ ॥

এবংপ্রভাবো লবণঃ শূলং চাপি তথাবিধম্ ।

শ্রুত্বা প্রমাণং কাকুৎস্থঃ ত্বং হি নঃ পরমা গতিঃ ॥ ২১ ॥

বহবঃ পার্থিবা রাম ভয়াৰ্ত্তৈৰ্দ্ধিষিভিঃ পুরা ।

অভয়ং যাচিতাস্তেষাং ন কশ্চিদভয়ং দদৌ ॥ ২২ ॥

তে বয়ং রাবণঃ শ্রুত্বা হতং সম্ভতবান্ধবম্ ।

ত্রাতারং রাম বিদ্যস্তাং নান্যং ভুবি নরাধিপম্ ॥ ২৩ ॥

১৯। লো-টা। বরং চাষ্টৈ ইতি। যদি দেববিপ্ৰেভ্যো বিরোৎস্তসি তদা শূলমদর্শনং  
যান্ত্রতীতি বরম্, একস্মিন পুত্রে স্থান্ত্রতীতি বা।

২১। লো-টা। প্রমাণম্ অস্মিন্নৰ্থে যৎ কর্তৃমুচিতং তজ্জ্ঞাতা।

তাহাকে কিছুই বলিত না ॥ ১৮ ॥

‘মধু’ লবণকে মহাদেবের বরের বিষয় বলিয়া তাহাকে সেই শূল প্রদান  
করত ইহলোক পরিত্যাগপূর্বক বরুণালয়ে প্রবেশ করিয়াছে ॥ ১৯ ॥

সেই লবণ শূলের প্রভাবে এবং নিজের দৌরাভ্যো লোকদিগকে—বিশেষ  
করিয়া তাপসদিগকে—কষ্ট দিতেছে ॥ ২০ ॥

লবণের শূল এইরূপ এবং লবণ এইরূপ প্রভাবসম্পন্ন, হে কাকুৎস্থ, আপনি  
ইহা শুনিয়া যাহা কর্তব্য তাহা নির্ণয় করুন; আপনিই আমাদের একমাত্র  
গতি ॥ ২১ ॥

রাম, পূর্বে ঋষিগণ ভয়ে পীড়িত হইয়া বহু নরপতির নিকট অভয় প্রার্থনা  
করিয়াছেন, কিন্তু কেহই তাঁহাদিগকে অভয় প্রদান করেন নাই ॥ ২২ ॥

রাম, সেই ভয়ার্ত্ত আমরা ‘পুত্র এবং বান্ধবগণের সহিত রাবণ হত হইয়াছে’

ইতি রাম নিবেদিতং তু তে ভয়দং কারণমুখিতং তু যৎ ।

বিনিবারয়িতুং ভবান্ ক্রমঃ কুরু তং কামমহীনমেব নঃ ॥ ২৪ ॥

ইত্যৰ্ধে বাম্বীকীয়ে রামায়ণে আদিকাণ্ডে উত্তরকাণ্ডে লবণোৎপত্তির্নাম  
ষট্‌ষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৬ ॥

২৪। লো-টী। ভয়দমুখিতং কারণং নিবেদিতমিত্যর্থঃ। 'উজ্জ্বলিত'মিতি পাঠে  
বলবন্তরম্।

লবণোৎপত্তিঃ ॥ ৬৬ ॥

শুনিয়া পৃথিবীতে কেবলমাত্র আপনাকেই পরিত্রাণকর্তা বলিয়া জানিতেছি,  
অন্য কোন নরপতিকে নয় ॥ ২৩ ॥

হে রাম, ভয়ের যে কারণ উৎপন্ন হইয়াছে তাহা আপনাকে নিবেদন  
করিলাম। আপনি ভয়ের কারণ দূর করিতে সমর্থ। আপনি আমাদের অভিলাষ  
পূর্ণ করুন ॥ ২৪ ॥

মহর্ষি বাম্বীকি প্রণীত আদিকাণ্ড রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে লবণোৎপত্তি নামক  
৬৬তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৬ ॥

## ( ৬৭ ) সপ্তমষ্টিতমঃ সর্গঃ

রামস্তথোক্তো মুনিভিঃ প্রত্যাচ কৃতাজ্জলিঃ ।

কিমাহারঃ কিমাচারো লবণঃ ক চ বর্ততে ॥ ১ ॥

রাঘবস্ত বচঃ শ্রদ্ধা ঋষয়ঃ সর্ব এব তে ।

ততো নিবেদয়ামাহ্লবণো যত্র বর্ততে ॥ ২ ॥

আহারঃ সর্বসহানি বিশেষেণ তু তাপসাঃ ।

আচারো রোদ্রতা নিত্যং বাসো মধুবনে তথা ॥ ৩ ॥

হস্তা বহুসহস্রাণি সিংহব্যাঘ্রমৃগদ্বিপান্ ।

মানুষ্যাংশ্চৈব কুরুতে নিত্যমাহারমাহ্নিকম্ ॥ ৪ ॥

১। লো-টী। ক আহারো যত্র সঃ, এবং কিমাচারঃ? অত্র 'কিংপ্রচার' ইতি পাঠে  
কঃ প্রচারশ্চরিতং স্বভাবো যত্র সঃ।

৩। লো-টী। প্রচারস্ত রোদ্রতা কুরতা।

৪। লো-টী। হস্তা সিংহাদিরূপং ভক্তময়মশ্রুতি। 'কুরুতে নিত্যমাহ্নিক'মিতি পাঠে  
আহ্নিকং ভোজনম্।

মুনিগণ এইরূপ বলিলে রামচন্দ্র কৃতাজ্জলিপুটে তাঁহাদিগকে বলিলেন—  
লবণ কি আহার করে, কিরূপ আচরণ করে এবং কোথায় থাকে? ॥ ১ ॥

তার পর রামচন্দ্রের কথা শুনিয়া ঋষিগণ সকলেই লবণ যেখানে থাকে  
তাহার কথা নিবেদন করিতে লাগিলেন ॥ ২ ॥

লবণ সমস্ত প্রাণীদিগকে—বিশেষতঃ তাপসদিগকে আহার করে, নির্ভুর  
আচরণ করে এবং সর্বদা মধুবনে বাস করে ॥ ৩ ॥

বহু-সহস্র সিংহ, ব্যাঘ্র, মৃগ, হস্তী এবং মনুষ্যদিগকে বধ করিয়া প্রতিদিন  
আহার করে ॥ ৪ ॥

১। হ 'চ'। ২। হ 'মাহ্নিক'। ৩। হ 'প্রচার'। ৪। হ 'পুরে'। ৫। হ 'শত'। ৬। হ  
'মৃগাণাং মহিষাণাঞ্চ লক্ষ্মসেকালিকং কিল'।

ততোহপরাণি সত্বানি খাদতে স মহাবলঃ ।

সংহারে সমনুপ্রাপ্তে ব্যাদিতাস্ত ইবাস্তকঃ ॥ ৫ ॥

তচ্ছত্বা রাঘবো বাক্যং তানুবাচ তপস্বিনঃ ।

ঘাতয়িষ্যামি তদ্রক্ষো ভয়ং বো নশ্যতাং দ্বিজাঃ ॥ ৬ ॥

প্রতিজ্ঞায় তথা তেষাং মুনীনাগুগ্রতেজসাম্ ।

ভ্রাতৃন্ স্বান্ সহিতান সর্বানুবাচ রঘুনন্দনঃ ॥ ৭ ॥

কো হস্তা লবণং বীরাঃ কশ্যাংশঃ স বিধীয়তাম্ ।

ভরতস্ত মহাবাহোঃ শত্রুঘ্নস্ত মহাত্মনঃ ॥ ৮ ॥

রাঘবৈর্গৈবমুক্তে তু ভরতো বাক্যমব্রবীৎ ।

অহমেনং হনিষ্যামি মমাংশঃ স বিধীয়তাম্ ॥ ৯ ॥

৫। লো-টী। সংহারে প্রলয়কালে সমনুপ্রাপ্তে উপস্থিতে ।

৮। লো-টী। মহান্ আত্মানুপৰ্য্যস্তো বাহুর্ষস্ত তস্ত লক্ষণস্ত, ভরতবিশেষণং বা । অংশো ভাগঃ, তালব্যো দন্ত্যশ্চাংশশব্দঃ । ‘অংশঃ স্বক্ষে দন্ত্যো ভাগে পুনরেষ তালব্য-দন্ত্য’ ইতি গদসিঃ । স বিধীয়তাম্ উক্ততাম্ ।

প্রলয়কালীন কৃতান্তের ন্যায় মুখব্যাদান করিয়া সেই মহাবলশালী লবণ অত্যাশ্র প্রাণীসমূহ ভোজন করে ॥ ৫ ॥

রামচন্দ্র তাহা শুনিয়া সেই তপস্বীদিগকে বলিলেন, আমি সেই রাক্ষসকে হত্যা করিব, ব্রাহ্মণগণ, আপনাদের ভয় দূর হউক ॥ ৬ ॥

রামচন্দ্র সেই উগ্রতেজাঃ মুনিদিগের সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করিয়া একত্র অবস্থিত সকল ভ্রাতাদিগকে বলিলেন— ॥ ৭ ॥

হে বীরগণ, লবণকে কে বধ করিবে ? মহাবাহু ভরত বা মহাত্মা শত্রুঘ্ন, ইহাদের মধ্যে কাহার ভাগে তাহাকে ফেলাইব ॥ ৮ ॥

রামচন্দ্র এইরূপ বলিলে ভরত বলিলেন, আমিই ইহাকে বধ করিব, তাহাকে

১। অস্ত শ্লোকস্ত স্থানে ছ ‘মানুষ্যাণাং বরাহাণাং গবাঃকৈব শতং শতম্ । সংহারং কুরুতে নিত্যং ব্যাদিতাস্ত ইবাস্তকঃ’ ॥ ইতি পাঠঃ । ২। ছ ‘বাগগচ্ছতু বো ভয়ম্’ । ৩। ছ ‘-বাসুদেবা’ । ৪। ছ ‘চ বা বিভো’ । ৫। ছ ‘-মুক্তস্ত’ ।

ভরতস্য বচঃ শ্রুত্বা<sup>১</sup> ধৈর্য্যশৌর্য্যসমস্থিতম্ ।  
 লক্ষ্মণানুজ উভশ্চৌ<sup>২</sup> হিত্বা সৌবর্ণমাসনম্ ॥ ১০ ॥  
 শক্রশ্চ<sup>৩</sup>স্ত্রবৌদ্ধাক্যং প্রণিপত্য নরাদিপম্ ।  
 কৃতকৰ্ম্মা মহাবাহুর্মধ্যমো রঘুনন্দনঃ ॥ ১১ ॥  
 আর্য্যেণ হি পুরা শূন্যা ত্রযোধ্যা রক্ষিতা পুরী ।  
 সস্তাপং হৃদয়ে কৃত্বা আর্য্যস্থাগমনং প্রতি ।  
 অনুভূতানি দুঃখানি ভরতেন বহুনি চ ॥ ১২ ॥  
 শয়ানো দুঃখশয্যাস্থ নন্দিগ্রামে মহান্নবান্ ।  
 ফলমূলশনো ভূত্বা জটাচীরধরস্তথা ।  
 ময়ি প্রেষ্যে স্থিতে হেঘ ন ভূয়ঃ ক্লেশমহতি ॥ ১৩ ॥

১৩। লো-টী। দুঃখশয্যাস্থ দুঃখজনকশয্যাস্থ।

আমার ভাগেই ফেলুন ॥ ৯ ॥

ধৈর্য্য এবং শৌর্য্যযুক্ত ভরতের কথা শুনিয়া লক্ষ্মণানুজ শক্রশ্চ সুবর্ণাসন হইতে উত্থিত হইলেন ॥ ১০ ॥

শক্রশ্চ নরপতিকে প্রণামপূর্ব্বক বলিলেন, মহাবাহু মধ্যম-রঘুনন্দন কৃতকৰ্ম্মা ॥ ১১ ॥

পূর্ব্বে আপনার আগমন পর্য্যন্ত হৃদয়ের সস্তাপ বহন করিয়া আর্য্য ভরত আপনার অভাবে শূন্য এই অযোধ্যানগরী রক্ষা করিয়াছেন এবং বহু দুঃখ ভোগ করিয়াছেন ॥ ১২ ॥

মহাত্মা ভরত [ পূর্ব্বে ] নন্দিগ্রামে জটা-বন্ধলধারী এবং ফলমূল-ভোজী

১। হ 'শৌর্য্যবীৰ্য্য'। ২। হ 'এ আ'। ৩। হ 'স্ত্রোহথা'। ৪। হ 'পুত্রাযোধ্যা শূদ্রসং পরিপালিতা'। ৫। হ 'হৃদি কৃদ্বা তু সস্তাপমার্থা'। ৬। হ 'মহাস্তি রঘুনন্দন'। ৭। 'ইতঃ পাদাষ্টকং নাস্তি'। ৮। হ 'ভস্মাং স্থিতে ময়ি প্রেষে'।

তথা ক্রবতি শক্রস্নে রাঘবঃ পুনরব্রবাৎ ।

এবং ভবতু কা<sup>১</sup>কুৎস্ ক্রিয়তাং শাসনং মম ॥ ১৪ ॥

রাজ্যে ত্বামভিষেক্যামি মধোস্তু নগরে শুভে ।

নিবেশয় মহাবাহো পুরীং ত্বং যত্নবেক্ষসে ॥ ১৫ ॥

শূরস্বং কৃতবিদ্যশ্চ সমর্থশ্চ নিবেশনে ।

নগরং মধুনা জুষ্টিং তথা জনপদং শুভম্ ॥ ১৬ ॥

যো হি বংশং সমুৎসাণ্ড পার্থিবস্ত নিবেশনে ।

ন বিধত্তে পুরং তত্র নরকং সোহবগাহতে ॥ ১৭ ॥

১৫। লো-টী। মধো রাজ্যেহভিষেক্যামি যদি নগরমবেক্ষসে আকাজ্জসে তদা তস্মিন্ শুভে নগরে নিবেশয় গমনে অতিনিবেশং কুরু নিবেশং শিবিরং বা। 'ভরত'মিতি পাঠে যদি ভরতম্ অবেক্ষসে মানয়সি।

১৬। লো-টী। কৃতবিদ্যঃ, শিক্ষিতবিদ্যঃ নিবেশনে নগরং জনপদঞ্চ প্রতি অতিনিবেশ-করণে সমর্থো যোগ্যহসি। 'নিহুদন' ইতি পাঠে লবণনিহুদনে সমর্থঃ, অতো নগরং জনপদং প্রতি মনো নিবেশয়েতি পুরোণাশ্বয়ঃ।

১৭। লো-টী। নৃশংসং ক্রুরং পার্থিবমুৎসাণ্ড যাতিয়িত্বা তস্ত পার্থিবস্ত ক্ষয়ে বৈশ্বনি রাজ্য ইতি যাবৎ, অস্তং নৃপং ন পরিবিধত্তে।

হইয়া এবং দুঃখজনক শয্যায় শয়ন করিয়া [ এক্ষণে ] আমার স্থায় ভূত্যা উপস্থিত থাকিতে পুনরায় কষ্ট পাইতে পারেন না ॥ ১৩ ॥

শক্রস্ন এইরূপ বলিলে রামচন্দ্র পুনরায় বলিলেন, কাকুৎস্, তাহাই হউক, তুমিই আমার আদেশ পালন কর ॥ ১৪ ॥

মহাবাহো, তুমি যদি ইচ্ছা কর তবে আমি তোমাকে মধুর রাজ্যে—সেই উৎকৃষ্ট নগরে অভিষিক্ত করিব, তুমি সেখানে উপনিবেশ স্থাপন কর ॥ ১৫ ॥

তুমি বীর এবং কৃতবিদ্য, সুতরাং নগর-সন্নিবেশে সমর্থ; মধুর প্রতিপালিত নগর এবং জনপদও মনোরম ॥ ১৬ ॥

যে রাজবংশ উৎসাদিত করিয়া সেখানে নগরী স্থাপন না করে, সে নরকে

১। হ 'রামঃ পুনরব্রবাৎ হ'। ২। হ 'শক্রস্ন'। ৩। হ 'মম শাসনম্'। ৪। হ 'নগরং'। ৫। ক 'পাণ্ড'।

৬। হ 'পরিবক্ষয়ে'। ৭। হ 'নৃশংসু যো'।

স ত্বং হত্বা মধুসূতং লবণং পাপচেতসম্ ।

রাজ্যং প্রশাদি ধ্বংগেণ বাক্যং মে যদ্ববেক্ষসে ॥ ১৮ ॥

উত্তরঞ্চ ন বক্তব্যং শূর বাক্যান্তরে মম ।

পূর্বজ্ঞানাবিচার্যাজ্ঞা কর্তব্য্য হনুজৈঃ সদা ॥ ১৯ ॥

অভিষেকঞ্চ কাকুৎস্থ প্রতীচ্ছ ত্বং ময়োত্তম ।

বশিষ্ঠপ্রমুখৈর্বিবৈপ্রশ্নস্ত্রপূতমনিন্দিতম্ ॥ ২০ ॥

ইত্যার্ষে বান্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে শত্রুঘ্ননিয়োগো নাম

সপ্তষষ্ঠিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৭ ॥

২০। লো-টী। ময়োত্তং ময়া কৃতং প্রতীচ্ছ স্বীকুরু।

শত্রুঘ্ননিয়োগঃ ॥ ৬৭ ॥

গমন করে ॥ ১৭ ॥

তুমি যদি আমার কথা মাথা কর, তবে পাপিষ্ঠ মধুপুত্র লবণকে বধ করিয়া  
ধন্বানুসারে রাজ্য শাসন কর ॥ ১৮ ॥

হে বীর, অনুজগণকে সর্বদা অবিচারিতভাবে জ্যেষ্ঠের আজ্ঞা প্রতিপালন  
করিতে হয়, সুতরাং আমার কথার কোন প্রত্যুত্তর করা উচিত নয় ॥ ১৯ ॥

কাকুৎস্থ, তুমি আমার অনুষ্ঠিত বশিষ্ঠপ্রমুখ ব্রাহ্মণগণের মস্ত্রপূত অনিন্দনীয়  
অভিষেক গ্রহণ কর ॥ ২০ ॥

মহাবি বান্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে শত্রুঘ্ননিয়োগ-নামক

৬৭তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৭ ॥

(৬৮) অষ্টষষ্টিতমঃ সর্গঃ

এবমুক্তস্ত রাশেণ ভূত্বা কিঞ্চিদবাঙ্গমুখঃ ।

শত্রুশ্লো বীর্য্যসম্পন্নো মন্দমন্দমুবাচ হ ॥ ১ ॥

কাকুৎস্থ বেৎসি ধর্ম্মং ত্বমস্মিল্লোকে নরেশ্বর ।

কথং জ্যেষ্ঠেষু তিষ্ঠৎস্ব কনীয়ানভিষিচ্যতে ॥ ২ ॥

অবশ্যং করণীয়ঞ্চ শাসনং তব পার্থিব ।

স্বয়মেব মহাবাহো ময়েদং তে প্রতিশ্রুতম্ ॥ ৩ ॥

উত্তরং যস্ময়া তুভ্যং দত্তমপ্রতিজানতা ।

অনার্য্যং দুর্ব্বচো ঘোরং তন্মে মর্শ্মাণি কৃন্ততি ॥ ৪ ॥

১। লো-টী। 'ভূত্বা কিঞ্চিদবাঙ্গমুখ' ইতি ইতি পাঠঃ। 'পরং জীড়ামুশাগত' ইতি বা।

৩। লো-টী। অগ্রজন্তু বাক্যং প্রতি বাক্যং ন বক্তব্যমিতি সর্গং স্মৃতিবাক্যং ত্বতঃ  
শ্রুতং, শ্রুতেরপি অয়মেবার্থঃ ইতাপি শ্রুতম্।

৪। লো-টী। শ্রুতাপি যৎ তুভ্যমুত্তরং দত্তং তৎকেবলম্ অজানতা মূর্খণ। অনার্য্যং  
শিষ্টগর্হিতং, কিঞ্চ, ঘোরং নরকভয়জনকঞ্চ দুর্ব্বচঃ কথনং তন্মম মর্শ্মাণি কৃন্ততি।

রামচন্দ্র এইরূপ বলিলে বলবান্ শত্রুর সৈন্য অধোমুখ হইয়া ধীরে ধীরে  
বলিতে লাগিলেন— ॥ ১ ॥

মহারাজ কাকুৎস্থ, আপনি ইহলোকের ধর্ম্ম অবগত আছেন, জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞমান  
থাকিতে কিরূপে কনিষ্ঠ অভিষিক্ত হইতে পারে? ॥ ২ ॥

মহাবাহো, মহারাজ, আপনার আদেশ অবশ্যই প্রতিপালন করা উচিত, ইহা  
আমি নিজেই আপনার নিকট শ্রবণ করিয়াছি ॥ ৩ ॥

আমি অজ্ঞানবশতঃ আপনার কথার উত্তর প্রদান করিয়া ফেলিলাম, এই  
অনার্য্যোচিত ভয়ঙ্কর দুর্ব্বাক্য আমার মর্শ্মশূল ছিন্ন করিতেছে ॥ ৪ ॥

১। হ 'পরং জীড়ামুশাগত'। ২। ৮ 'তৎ ধর্ম্মং বেৎসি কাকুৎস্থ' সঙ্গতঃ রঘুনন্দন'। ৩। হ 'রাথব'।  
৪। হ 'দত্তো যয়া শ্রুতং বীর নীতিমত্যাশ্রয়া শ্রুতম্'। ৫। হ 'দত্তং'। ৬। হ 'ভূত্বা'। ৭। হ 'ব্যাহতং'।



তস্যৈবং মে দুৰ্লভস্ত্য ক্ৰান্তমহঁশ্চনিন্দিত ।

উত্তরং হি ন বক্তব্যং জ্যেষ্ঠানাং মদ্বিধৈঃ সদা ॥ ৫ ॥

অধর্মসহিতং চৈব ইহামুত্র চ গহিতম্ ।

তব চৈব মহাবাহো শাসনং দুরতিক্রমম্ ॥ ৬ ॥

সৌহং দ্বিতীয়ং কাকুৎস্থ ন বক্ষ্যামি তবোত্তরম্ ।

দণ্ডো দ্বিতীয়ো নেদানীং পতেন্মম পরস্তপ ॥ ৭ ॥

অহমাজ্ঞাকরো রাজঃস্তবাস্মি পুরুষর্ষভ ।

অধর্ম্যং জহি কাকুৎস্থ মৎকৃতে রঘুনন্দন ॥ ৮ ॥

৫। লো-টা। ইয়ং মর্শ্চিভিঃ, দুৰ্লভমুপসংহরতি—উত্তরমিতি ।

৬। লো-টা। অধর্মসহিতম্ অধর্মযুক্তং বাক্যম্। শাসনমাজ্ঞা দুরতিক্রমমন-  
তিক্রমণীয়ম্ ।

৭। লো-টা। দ্বিতীয়মুত্তরং ন বক্ষ্যামি একোত্তরাৎ মম মর্শ্বকর্ত্তনরূপো দণ্ড একো  
জাতঃ, দ্বিতীয়স্ত ন পতেৎ ন ভবেৎ ।

৮। লো-টা। ইতি কৃত্বা অধর্ম্যং মদ্বিষয়ে দুঃখং জহি তাজ্জ ।

হে শ্লাঘ্য, তাদৃশ দুর্ভাগ্যবাদী আমাকে ক্ষমা করুন, আমার মত লোকের  
কখনও জ্যেষ্ঠের কথার উত্তর দেওয়া উচিত নয় ॥ ৫ ॥

মহাবাহো, অধর্মযুক্ত বাক্য ইহলোকে এবং পরলোকে নিন্দনীয়,  
আপনার শাসনও অলঙ্ঘনীয় ॥ ৬ ॥

হে পরস্তপ, হে কাকুৎস্থ, আমি আপনার কথার দ্বিতীয় উত্তর করিব না,  
আমার উপর আর দ্বিতীয় কোন দণ্ড যেন পতিত না হয় ॥ ৭ ॥

পুরুষশ্রেষ্ঠ মহারাজ কাকুৎস্থ, আমি আপনার আজ্ঞাকারী ( ভৃত্য ), আমার  
জন্ত অধর্ম্য পরিত্যাগ করুন ॥ ৮ ॥

১। চ 'তত্ত্বয়ং'। ২। ছ 'নিষ্কৃতিঃ পুরুষর্ষভ'। অতঃ পরং চ 'এতৈশ্চৈবঃ দুৰ্লভস্ত্য ক্ৰান্তমহঁশ্চ-  
নিন্দিত'। ইত্যধিকম্। ৩। ছ 'দ্বিতীয়ে ব্যাঙ্কতে দণ্ডো নিপতেন্মম রাঘব'। ৪। ছ 'রঘুনন্দন'। ৫। ছ  
'পুরুষোত্তম'।

এবমুক্তস্ত শূরেণ শত্রুঘ্নেন মহাত্মনা ।

উবাচ রামঃ সংহৃষ্টো লক্ষ্মণঃ ভরতং তথা ॥ ৯ ॥

অভিষেকস্য সম্ভারানানয়ন্তু দ্বরাশ্চিতাঃ ।

অদৌব পুরুষব্যাত্রমভিষেক্যামি রাঘবম্ ॥ ১০ ॥

পুরোধসং চ সৰ্ব্বজ্ঞং নৈগমান্ ঋত্বিজস্তুগা ।

মন্ত্ৰিণশ্চ নরব্যাত্র শীত্রং সৰ্বান্ সমানয় ॥ ১১ ॥

রাজ্ঞঃ শাসনমাজ্ঞায় চক্রুস্তূর্ণমশেষতঃ ।

অভিষেকসমারম্ভং পুরস্কৃত্য পুরোধসম্ ॥ ১২ ॥

ততোহভিষেকো ববুতে শত্রুঘ্নস্য মহাত্মনঃ ।

সংগ্রহর্ষকরঃ শ্রীমান্ ভ্রাতৃণাঞ্চ পুরস্য চ ॥ ১৩ ॥

১১। লো-টী। নৈগমান্ বৈদিকান্।

মহাত্মা বীর শত্রুঘ্ন এইরূপ বলিলে রামচন্দ্র সমুদ্র হইয়া লক্ষ্মণ এবং ভরতকে বলিলেন—॥ ৯ ॥

অভিষেকের দ্রব্যসমূহ দ্রুত আনয়ন করা হউক, অত পুরুষশ্রেষ্ঠ শত্রুঘ্নকে অভিষিক্ত করিব ॥ ১০ ॥

হে নরশ্রেষ্ঠ, সৰ্ব্বজ্ঞ পুৰোহিত, বেদজ্ঞ ঋত্বিজগণ এবং সমস্ত মন্ত্রীদিগকে শীঘ্র আনয়ন কর ॥ ১১ ॥

[ ভ্রাতৃগণ ] মহারাজের আদেশানুসারে পুরোহিতকে অগ্নে করিয়া অতি দ্রুত অভিষেকের দ্রব্যসমূহ সম্পূর্ণরূপে আনয়ন করিল ॥ ১২ ॥

তার পর মহাত্মা শত্রুঘ্নের অভিষেক সম্পন্ন হইল এবং শ্রীমান্ শত্রুঘ্ন ভ্রাতৃ-বর্গের এবং পুরবাসীদিগের আনন্দদায়ক হইলেন ॥ ১৩ ॥

১। হ 'আনীষস্তাং সমাজ্ঞা'। ২। হ 'ধর্মজ্ঞমুদ্বিজো নৈগমান্ স্তুগা'। ৩। হ 'ততোহভিষেকং পুরস্কৃত্য বশিষ্ঠক পুরোহিতম্'। অতঃ পরং হ 'প্রবিশী রাজভবনং পুণ্ড্রপুরুষোপমম্'। ইত্যধিকম্। ৪। ক 'ববুদে'। ৫। হ 'রাঘবম্'।

অভিষিক্তস্ত কাকুৎস্থো ভ্রাতা জ্যেষ্ঠেন সাদরম্ ।

অভিষিক্তঃ পুরা স্কন্দঃ সেন্দৈরিব দিবৌকসৈঃ ॥ ১৪ ॥

অভিষিক্তে তু কাকুৎস্থে রামেণাক্লিষ্টকৰ্ম্মণা ।

পৌরাঃ প্রমুদিতাঃ সৰ্বে ব্রাহ্মণাশ্চ বহুশ্রুতাঃ ॥ ১৫ ॥

কৌশল্যা চ স্মিত্রা চ কৈকেয়ী চৈব মঙ্গলম্ ।

চক্রুস্তা রাজভবনে যশ্চাত্মা রাজযোষিতঃ ॥ ১৬ ॥

ঋষয়শ্চ মহাত্মানো যমুনাতীরবাসিনঃ ।

হতং লবণমাশংসুঃ শত্রুপ্লস্তাভিষেচনে ॥ ১৭ ॥

ততোহভিষিক্তং শত্রুপ্লমঙ্কমারোপ্য রাঘবঃ ।

উবাচ মধুরাং বাণীং তেজস্তস্তাভিবর্দ্ধয়ন্ ॥ ১৮ ॥

১৪। লো-টী। দিবৌকসৈরিভ্যর্থম্।

১৫। লো-টী। বহুনাং শাস্ত্রাণাং শ্রুতং শ্রবণং যেষাং তে।

পুরাকালে ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণকর্তৃক অভিষিক্ত কার্ত্তিকেয়ের আয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্রকর্তৃক কাকুৎস্থ শত্রুপ্ল সাদরে অভিষিক্ত হইলেন ॥ ১৪ ॥

অক্লিষ্টকৰ্ম্মা রামচন্দ্রদ্বারা কাকুৎস্থ শত্রুপ্ল অভিষিক্ত হইলে শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ এবং পৌরজনগণ সকলে আনন্দিত হইলেন ॥ ১৫ ॥

কৌশল্যা, স্মিত্রা, কৈকেয়ী এবং অত্যাচারী রাজপত্নীগণ সকলে রাজগৃহে মঙ্গলামুষ্ঠান করিতে লাগিলেন ॥ ১৬ ॥

শত্রুপ্লের অভিষেকে যমুনাতীরবাসী ঋষিগণ ‘লবণ নিহত হইয়াছে’ বলিয়া শির করিলেন ॥ ১৭ ॥

পরে রামচন্দ্র শত্রুপ্লকে ক্রোড়ে করিয়া তাঁহার পরাক্রম বর্দ্ধিত করিবার জন্য মধুর বাক্যে বলিতে লাগিলেন— ॥ ১৮ ॥

১। হ ‘সুদোষনৈঃ’। ২। হ ‘পরমাং’। ৩। হ ‘সুস্ত বিব’।

অমোঘোহয়ং শরো বীর দিব্যঃ পরপুরঞ্জয় ।

অনেন লবণং বীর হস্তাসি জয়তাং বর ॥ ১৯ ॥

সৃষ্টিঃ শরোহয়ং শত্রুন্ম জগত্যেকার্ণবে পুরা ।

স্বয়ন্তুবা দেবদেবেনাজিতেন মহাত্মনা ॥ ২০ ॥

অধুশ্যঃ সর্বভূতানাং তেনায়ং শর উত্তমঃ ।

সৃষ্টিঃ ক্রোধাভিভূতেন বিনাশায় ছুরাত্মনোঃ ॥ ২১ ॥

মধুকৈটভয়োর্বীর বিঘাতে বর্তমানয়োঃ ।

সৃষ্টি কামেন লোকাংস্ত্রীঃস্তৌ চানেন হতৌ যুধি ॥ ২২ ॥

তৌ হত্বা জনভোগার্থে কৈটভঃ তু মধুস্তথা ।

অনেন শরমুখেন ততো লোকাংশ্চকার সঃ ॥ ২৩ ॥

২১। লো-টী। 'শর উচাতে' ইতি পাঠঃ। 'উত্তম' ইতি বা।

২২। লো-টী। বিঘাতে ব্রহ্মণো বিঘাতে।

হে শত্রুপুরজেতা বিজয়িশ্রেষ্ঠ বীর, এই অব্যর্থ দিব্য-বাণ, ইহা দ্বারা তুমি লবণকে বধ করিবে ॥ ১৯ ॥

শত্রুন্ম, পুরাকালে জগত যখন সমুদ্রময় ছিল, তখন দেবদেব মহাত্মা অপরাজিত ব্রহ্মা এই শর সৃজন করিয়াছিলেন ॥ ২০ ॥

হে বীর, তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া [ তাঁহাকে ] হত্যা করিতে উদ্যত ছুরাত্মা মধু এবং কৈটভের বিনাশার্থে সর্বপ্রাণীর অধুশ্য এই উৎকৃষ্ট শর সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং ত্রিভুবন সৃজন করিবার অভিলাষে এই শরদ্বারা যুদ্ধে তাহাদিগকে বধ করিয়াছিলেন ॥ ২১-২২ ॥

তিনি এই শ্রেষ্ঠ শরদ্বারা লোকের সুখার্থে মধু এবং কৈটভকে নিহত করিয়া লোকসমূহ সৃষ্টি করিয়াছিলেন ॥ ২৩ ॥

১। হ 'অয়ং শরো হমোঘতে'। ২। হ 'সৌম্য'। ৩। হ 'রঘুনন্দন'। ৪। হ 'চন্ডেন'। ৫। হ 'হ'।

নাযং শরো ময়া পূর্বং রাবণস্ত জিঘাংসয়া । :

মুক্তঃ শক্রম্ ভূতানাং ত্রাসো মা ভৃশ্মহানিতি ॥ ২৪ ॥

অনেন তং মুনিগণশক্রমাহবে হনিষ্যসে রঘুবর নাত্র সংশয়ঃ ।

নিহত্য তং পুরবরমেব চ স্বয়ং নিবেশয় ত্রিংশপুরোপমং লঘু ॥ ২৫ ॥ ,

ইত্যার্ষে বান্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে শক্রঘ্নাভিষেকো নাম  
অষ্টষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৮ ॥

২৫। লো-টা। লঘু শীঘ্রম্।

শরদানে শক্রঘ্নাভিষেকঃ ॥ ৬৮ ॥

শক্রম্, আমি পূর্বের রাবণকে বধ করিতে ইচ্ছা করিয়া প্রাণীদিগের অতিশয়  
ত্রাসের ভয়ে এই শর নিষ্ক্ষেপ করি নাই ॥ ২৪ ॥

হে রঘুশ্রেষ্ঠ, তুমি সেই মুনিদিগের শত্রুকে এই শরদ্বারা যুদ্ধে বধ  
করিবে, ইহাতে সংশয় নাই। তহাকে বধ করিয়া স্বয়ং শীঘ্র স্বর্গতুল্য নগর স্থাপন  
কর ॥ ২৫ ॥

মহর্ষি বান্মীকি-প্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে শক্রঘ্নের অভিষেক নামক  
৬৮তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৮ ॥

( ৬৯ ) উনসপ্ততিতমঃ সর্গঃ

শরং দদ্বাথ শক্রস্নে রাঘবঃ পরবীরহা ।  
 পুনশ্চৈবমুবাচেদং বচনং বাক্যকোবিদঃ ॥ ১ ॥  
 যত্তু তস্মা মহচ্ছূলং ত্র্যম্বকেণ মহাত্মনা ।  
 দত্তং শক্রবিনাশায় পিতুরায়ুধযুত্তমম্ ॥ ২ ॥  
 তং সংনিষ্ক্রিপ্য ভবনে পূজ্যমানং মুহুশ্চুহুঃ ।  
 দিশো বিলোকয়ন্ সৰ্ব্বাশ্চরত্যাহারধৰ্ম্মতাম্ ॥ ৩ ॥  
 যদা তু যুদ্ধকাজ্জী তং কচিদাহবয়তে রিপুঃ ।  
 তদা শূলং গৃহীত্বাশ্চ ভস্ম তং কুরুতে যুধি ॥ ৪ ॥  
 স ত্বং নিবর্ত্তমানং তং দৃষ্ট্বাহারপ্রচারতঃ ।  
 অপ্রবিষ্টং পুরং পূৰ্ব্বং দ্বারি তিষ্ঠেধ্বঁতায়ুধঃ ॥ ৫ ॥

৩। লো-টী। বিলোড়য়ন্ বিচারয়ন্। আহারধৰ্ম্মতাম্ আহারে নিমিত্তে ধৰ্ম্মতাং  
 যমস্বং চরতি প্রাপ্নোতি যম ইব ভবতীত্যর্থঃ। ‘ধৰ্ম্মো না সোমপে যমে’ ইতি ভূরি०।

৪। লো-টী। যুদ্ধকাজ্জী কশ্চিং রিপুঃ।

৫। লো-টী। আহারপ্রচারতঃ আহারার্থং প্রচারো গমনং তস্মান্নিবর্ত্তমানম্।

শক্রবীর-নিহস্তা বাকপটু রামচন্দ্র শক্রস্নকে শর প্রদান করিয়া পুনরায়  
 এই কথা বলিলেন— ॥ ১ ॥

মহাত্মা ত্র্যম্বক লবণের পিতাকে যে উৎকৃষ্ট বিশাল শূলরূপ অস্ত্র শক্রসংহারের  
 জন্ত দিয়াছিলেন, সে পূজার জন্ত সেই শূল গৃহে রাখিয়া চতুর্দিকে অবলোকন  
 করত আহারের জন্ত কৃতান্তের শ্রায় বিচরণ করে ॥ ২-৩ ॥

যখন যুদ্ধাভিলাষী শক্র তাহাকে কোথাও যুদ্ধার্থে আহ্বান করে, তখন  
 দ্রুত সেই শূল গ্রহণ করত শক্রকে ভস্ম করে ॥ ৪ ॥

আহারের জন্ত ভ্রমণ করিয়া বাহির হইতে প্রত্যাভিবর্ত্তনকারী সেই লবণকে

১। হ ‘তু’। ২। হ ‘বস্ত্র তু’। ৩। হ ‘তত্ত’। ৪। হ ‘দ্বা স’। ৫। হ ‘ভস্মসং’

৬। হ ‘রিপু’। ৭। হ ‘ত’। ৮। হ ‘তিষ্ঠ যুতা’।

অগ্ৰহোতায়ুধং চৈব যুদ্ধায় পুরুষৰ্ষভ ।

আহ্নয়েথা মহাবাহো ততো হস্তাসি রাক্ষসম্ ॥ ৬ ॥

অন্থথা ক্রিয়মাণে তু অবধ্যঃ স ভবিষ্যতি ।

সত্যং চৈবং কৃতে বীর বিনাশমুপযাস্থতি ॥ ৭ ॥

এতৎ তে সৰ্ব্বমাখ্যাতং শূলং তস্মৈ হুহুর্জয়ম্ ।

শ্রীমতঃ শিতিকণ্ঠস্ম কীৰ্ত্তিহি দুরতিক্রমা ॥ ৮ ॥

ইত্যৰ্ধে বায়্বীকৌরে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে শক্রয়শরপ্রদানং নাম

উনসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৯ ॥

৮। লো-টী। শূলস্ত এতন্মাহাত্ম্যং বিপর্যায়ং বিপরীতং কাখ্যাক্ষমভ্রমিতি বাবৎ, যথা  
শ্রান্তথা আখ্যাতম্, যতপি দুরতিক্রমং কৃতং তথাপি শূলহস্তঃ হুহুর্জয়ঃ । ‘শ্রীমতো নীলকণ্ঠস্ম কীৰ্ত্তিহি  
দুরতিক্রমে’তি পাঠে কীৰ্ত্তিঃ কীৰ্ত্তনমুক্তিঃ দুরতিক্রমা অলঙ্ঘনীয় ।

ভেদকথনম্ ॥ ৬৯ ॥

পুরমধ্যে অপ্রবিষ্ট দেখিয়া তুমি পূৰ্বেই অস্ত্র ধারণ করত দ্বারদেশে অবস্থান  
করিবে ॥ ৫ ॥

পুরুষশ্রেষ্ঠ মহাবাহো, তুমি শূলবিহীন রাক্ষস লবণকে যুদ্ধার্থ আহ্বান  
করিবে, তাহা হইলে তাহাকে বধ করিতে পারিবে ॥ ৬ ॥

হে বীর, এইরূপ করিলে অবশ্যই সে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে, ইহার অন্তথা  
করিলে সে অবধ্য হইবে ॥ ৭ ॥

আমি তোমার নিকটে সমস্তই বলিলাম । তাহার শূল অতীব হুর্জয়,  
শ্রীমান্ মহাদেবের বাক্য অলঙ্ঘনীয় ॥ ৮ ॥

মহর্ষি বায়্বীকপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে শক্রয়শরপ্রদান-নামক

৬৯তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৯ ॥

১। হ ‘সত্ত্বৈবৎ’। ২। ক ‘শূলস্ত বিপর্যায়ঃ’। ৩। হ ‘শ্রীমতা শিতিকণ্ঠেন কৃতং হি দুরতিক্রমম্’।

৪। হ ‘নান্ন সর্গসমাপ্তিঃ দৃশ্যতে’।

( ৭০ ) সপ্ততিতমঃ সর্গঃ

এবমুক্তা<sup>১</sup> শক্রস্নং সংদিশ্য চ পুনঃ পুনঃ ।

পুনরপ্যপরং বাক্যমুবাচ রঘুনন্দনঃ ॥ ১ ॥

ইমাশ্চসহস্রাণি চত্বারি পুরুষৰ্ষভ ।

রথানাং দ্বৈ সহস্রে চ গজানাং শতমুত্তমম্ ॥ ২ ॥

চত্বরাপণবীথ্যশ্চ নানাপণ্যোপশোভিতাঃ ।

অমুগচ্ছন্ত শক্রস্নং তথৈব নটনর্তকাঃ ॥ ৩ ॥

হিরণ্যস্ত স্ববর্ণস্ত নিবৃতং প্রযুতং তথা ।

গৃহীত্বা গচ্ছ শক্রস্নং পর্যাণ্ডবলবাহনঃ ॥ ৪ ॥

৩। লো-টী। চত্বরাপণবীথ্যাঃ তদ্বাসিন ইত্যর্থঃ। চত্বরবীথ্যশ্চত্বরপণ্ডক্ৰয়ঃ, আপণ-  
বীথ্যশ্চ। 'বীথী পঙ্ক্তৌ গৃহাদে চে'তি ভূরি०। পণ্যং বিক্রয়দ্রব্যম্।

৪। লো-টী। হিরণ্যস্ত অপরিমিতস্ত, স্ববর্ণস্ত পরিমিতস্ত, স্ববর্ণস্ত শোভনবর্ণস্তেতি বা।  
পর্যাণ্ডং যথেষ্টং শক্রং বা বলং বাহনঞ্চ যন্ত সঃ। 'পর্যাণ্ডস্ত যথেষ্টে ত্রাৎ তৃণৌ শক্রে নিবারণে'  
ইতি কোষঃ।

এই বলিয়া শক্রস্নকে পুনঃ পুনঃ নির্দেশদান করত রঘুনন্দন রাম পুনরায়  
বলিতে লাগিলেন— ॥ ১ ॥

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, এই চারি সহস্র অশ্ব, দুই সহস্র রথ, উৎকৃষ্ট এক শত হস্তী  
এবং নট ও নর্তকরা শক্রস্নের অমুগমন করুক ; চত্বর, হট্ট এবং পথ বহু পণ্যদ্রব্যে  
শোভিত হউক ॥ ২-৩ ॥

শক্রস্ন, তুমি পর্যাণ্ড সৈন্য এবং বাহন সমভিব্যাহারে লক্ষ লক্ষ স্ববর্ণ-  
মুক্তা গ্রহণ করিয়া গমন কর ॥ ৪ ॥



বলং চ স্ফুটং বীর হৃষ্টপুষ্টমনিন্দিতম্ ।

বশ্যং মানপ্রদানাভ্যাং কুর্য্যাস্ত্বং রঘুনন্দন ॥ ৫ ॥

ন হৃথ্যাস্তত্র তিষ্ঠন্তি ন দারা ন চ বান্ধবাঃ ।

স্বপ্নীতো ভৃত্যবর্গো ন যত্র তিষ্ঠতি রাঘব ॥ ৬ ॥

স ত্বং হৃষ্টজনাকর্ণাং প্রস্থাপ্য মহতঃ চমুশ্চ ।

এক এব ধনুস্পাণিরূপগচ্ছের্মধোঃ স্ততম্ ॥ ৭ ॥

যথা চ ত্বাং ন জানাতি গচ্ছন্তঃ যুদ্ধকাঙ্ক্ষণম্ ।

লবণঃ স মধোঃ পুত্রস্তথা ত্বং গচ্ছ রাঘব ॥ ৮ ॥

ন হন্তথা ভবেন্মৃত্যুস্তস্য ঘোরশ্চ রক্ষসঃ ।

দর্শনং যো হি তস্মৈয়াৎ স বধ্যো লবণশ্চ হি ॥ ৯ ॥

৫। লো-টী। স্ফুটং স্ফুটকৃতভরণম্। 'স্বদৃঢ়'মিতি পাঠে স্বদৃঢ়ং সামর্থ্যবৎ।

৬। লো-টী। যত্র যুদ্ধাধৌ।

৯। লো-টী। ন হন্তথেতি কৃতঃ, আখ্যাতেতি। যুদ্ধং দেহীতি তস্ত কশ্চিদপি আখ্যাতা বক্তা নাস্তি যতো মৃত্যুভয়াবিতঃ। ঈয়াৎ প্রাপ্নুয়াৎ।

বীর রঘুনন্দন, সুরক্ষিত হৃষ্টপুষ্ট অনিন্দনীয় সৈন্যগণকে সম্মান করিয়া এবং পারিতোষিক দিয়া বশীভূত করিবে ॥ ৫ ॥

হে রাঘব, যেখানে ভৃত্যবর্গ অতিশয় সন্তুষ্ট না থাকে, সেই স্থানে অর্থ, স্ত্রী এবং বান্ধবগণ থাকিতে পারে না ॥ ৬ ॥

তুমি আনন্দিতজনপরিপূর্ণ বিশাল সৈন্যশ্রেণী প্রস্থাপিত করিয়া ধনুক হস্তে একাকীই মধুর পুত্রের সমীপে গমন করিবে ॥ ৭ ॥

রাঘব, যুদ্ধাভিলাষে গমনকারী তোমাকে যাহাতে সেই মধুর পুত্র লবণ জানিতে না পারে সেইভাবে তুমি গমন কর ॥ ৮ ॥

অন্ত কোন প্রকারে সেই ভয়ঙ্কর রাক্ষসের মৃত্যু হইবে না, যে ব্যক্তি

১। হ 'ন দারাতত্র তিষ্ঠন্তি ন হৃথ্য ন চ বান্ধবাঃ'। ২। হ '-পুস্ত'। ৩। হ 'সংস্থা-'। ৪। হ 'আখ্যাতা ন হি তস্মৈয়াৎ কশ্চিদ মৃত্যুভয়াবিতঃ'। ৫। হ 'গচ্ছন্ত হস্তেত লবণেন সঃ'।

গ্রীষ্মকালে ব্যতিক্রান্তে বর্ষাকালে সমাগতে ।  
 হন্যাস্ত্বং লবণং সৌম্য স হি কালোহস্য দুর্গতেঃ ॥ ১০ ॥  
 ঋষীনিমান্ পুরস্কৃত্য গচ্ছন্ত তব সৈনিকাঃ ।  
 যথা গ্রীষ্মাবশেষেণ তরেমুর্জাহবীজলম্ ॥ ১১ ॥  
 স্থাপয়িত্বা বলং তত্র নদ্যাস্তীরে সমাহিতঃ ।  
 অগ্রতো ধনুমা সার্কং যায়াস্ত্বং লঘুবিক্রমঃ ॥ ১২ ॥  
 এবমুক্তস্ত রামেণ শত্রুঘ্নঃ স মহাবলঃ ।  
 সেনামুখ্যান্ সমানীয় ততো বাক্যমুবাচ হ ॥ ১৩ ॥  
 ইমে তে গণিতা বাসা যত্র যত্র নিবৎস্তথ ।  
 শ্বেয়ং তেষপ্রমাদেন মমাজ্ঞাং প্রতি কাজ্জিহ্বিভিঃ ॥ ১৪ ॥

১৪। লো-টা। যত্র যত্র যেষু যেষু নিবৎস্তথ তে ইমে বাসা গণিতা ঋষিভিঃশিচ্ছিতাঃ।

তাহার দৃষ্টিগোচরে আসিলে, সে তাহার বধ্য হইবে ॥ ৯ ॥

হে সৌম্য, গ্রীষ্মকাল অতীত হইয়া বর্ষাকাল সমাগত হইলে তুমি লবণকে বধ করিবে, কারণ, এই ছরাঁয়ার সেই-ই মৃত্যুর সময় ॥ ১০ ॥

তোমার সৈনিকগণ এই ঋষিদিগকে অগ্রে করিয়া গমন করুক, যেন তাহারা গ্রীষ্মাবশেষে গঙ্গানদী অতিক্রম করিতে পারে ॥ ১১ ॥

সেই জাহুবীতীরে সৈন্য সংস্থাপিত করিয়া তুমি অগ্রে ধনুক লইয়া ধীরে ধীরে গমন করিবে ॥ ১২ ॥

রামচন্দ্র এইরূপ বলিলে মহাবলশালী সেই শত্রুঘ্ন শ্রেষ্ঠ সৈন্যগণকে আনয়ন করিয়া বলিলেন— ১৩ ॥

তোমাদের যে যে স্থানে অবস্থান করিতে হইবে সেই সকল স্থান [ ঋষিগণ-

১। হ'-রাত্র উপাগতে'। ২। হ'বীর'। ৩। হ'অথ গ্রীষ্মাবশেষে তু'। ৪। হ'প্রায়স্'। ৫। হ'ইমে বো'। ৬। হ'চ বৎস্ত'। ৭। হ'তত্রাশ্র'।

শীঘ্রমঠৈব নিৰ্যাত সচ্ছত্যবলবাহনাঃ ।

পুংস্কৃত্য মহাভাগান্ সৰ্ব্বানেনতাংস্তপোধনান্ ॥ ১৫ ॥

ন চ বো বিষয়ে কশ্চিদ বাধঃ কার্য্যঃ প্রতাপজঃ ।

প্রযাতার্ষোপচারণে রাজা দোষেণ লিপ্যতে ॥ ১৬ ॥

তথা তাংস্তু সমাদিশ্য নিৰ্যাপ্য চ মহাবলঃ ।

কৌশল্যাং চ সুমিত্রাং চ কৈকেয়ীং চাভিবাচ্য সঃ ॥ ১৭ ॥

রামং প্রদক্ষিণং কৃৎবা শিরসাভিপ্রণম্য চ ।

রামেণ চ পরিষ্কৃতঃ শক্রস্বঃ শক্রতাপনঃ ॥ ১৮ ॥

লক্ষ্মণং ভরতঞ্চৈব প্রণিপত্য কৃতাজ্জলিঃ ।

তাভ্যাং চৈবাত্মনুজাত আত্মাতঃ শিরসি স্ম সঃ ॥ ১৯ ॥

১৬। গো-টী। বাধঃ পীড়া। ধর্ম্মন্তেন ন গম্যতে প্রাপ্যতে 'লিপ্যতে' বা পাঠঃ। 'উপ-  
রাগন্ত পুংসি তাদ্রাহ্মণ্যসেহর্কচজ্রয়োঃ।' হ্রন্যে গ্রহকন্মোলে বাসনেহপি নিগন্ততে' ইতি কোষঃ।  
'প্রতাপার্ষোপচারণে'তি পাঠে প্রজ্ঞানামর্থনাশেন কৃতেনেতি সর্ব্বজঃ।

কর্ত্ত্বক ] এই নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তোমরা আমার আদেশের অপেক্ষায় সেই সেই  
স্থানে অপ্রমত্ত হইয়া অবস্থান করিবে ॥ ১৪ ॥

তোমরা অত্নই সৈন্ত, ভৃত্য এবং বাহন সমভিব্যাহারে এই সকল মহাভাগ  
তপোধনদিগকে অগ্রে করিয়া সত্বর যাত্রা কর ॥ ১৫ ॥

তোমারা প্রতাপ ( পরাক্রম ) জন্ত রাজ্যমধ্যে কোনরূপ উৎপীড়ন সৃষ্টি  
করিও না; প্রজাদিগের অর্থনাশ করিলে প্রস্থানকারী রাজার অপরাধ হয় ॥ ১৬ ॥

মহাবলশালী শক্রপীড়নকারী শক্রস্ব তাহাদিগকে এইরূপ আদেশদানপূর্ব্বক  
প্রস্থাপিত করিয়া কৌশল্যা, কৈকেয়ী এবং সুমিত্রাকে অভিবাদন করত  
রামজন্মকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক অবনত মস্তকে প্রণাম করিলে রাম তাঁহাকে আলিঙ্গন  
করিলেন ॥ ১৭-১৮ ॥

শক্রস্ব কৃতাজ্জলিপুটে লক্ষ্মণ এবং ভরতকে প্রণাম করিলে তাঁহারা তাঁহার  
মস্তক আজ্ঞাপূর্ব্বক [ প্রস্থানের ] অনুমতি দান করিলেন ॥ ১৯ ॥

১। হ 'প্রতাপার্ষোপ-'। ২। হ 'তাংস্ক'। ৩। হ 'নিজ্রাহ্মণ্যবলবাহনঃ'। ৪। হ 'চাভিবাচ্য'।

৫। হ 'স্বর্গুণাতঃ'।

ପୁରୋଧସଂ ବଶିଷ୍ଠଃ ଶତ୍ରୁଘ୍ନଃ ସ ପ୍ରତାପବାନ୍ ।

ପ୍ରଦକ୍ଷିଣମଥୋ କୃତ୍ବା ନିର୍ଜ୍ଜଗାମ ମହାବଳଃ ॥ ୨୦ ॥

ନିର୍ଯ୍ୟାପ୍ୟ ସେନାମଥ ମୋହଂ ଶତ୍ରୁତନ୍ତ୍ରଦା ଗଜେନ୍ଦ୍ରବାଜିପ୍ରବରୋଷସଂକୁଳାଂ ।

ଉପୋଷ୍ୟ ମାସଂ ସ ନରେନ୍ଦ୍ରପାର୍ଥତଃ ପ୍ରତିପ୍ରୟାତୋ ରଘୁବଂଶବର୍ଦ୍ଧନଃ ॥ ୨୧ ॥

ইত্যার্ষে বায়ীকীয়ে রামায়ণে আদিকাণ্ডে উত্তরকাণ্ডে শত্রুঘ্নপ্রস্থানং নাম

সଂସ୍କୃତିତମଃ ସର୍ଗଃ ॥ ୧୦ ॥

୨୧ । ଲୋ-ଟୀ । ମାସଂ ବଳପ୍ରସ୍ଥାନାନନ୍ତରଂ ତତ୍ର ଉପୋଷ୍ୟ ଉଷିତ୍ବା । 'ଉପାସ୍ତମାନ' ଇତି ପାଠେ  
ପ୍ରଜାତିବିଚିତ୍ରିତେ ଶେଷଃ ।

ଶତ୍ରୁଘ୍ନପ୍ରସ୍ଥାନମ୍ ॥ ୧୦ ॥

ଅନନ୍ତର ମହାବଳ ଏବଂ ପ୍ରତାପଶାଳୀ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ପୁରୋହିତ ବଶିଷ୍ଠକେ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିয়া  
ଯାତ୍ରା କରিলେନ ॥ ୨୦ ॥

ସେହି ରଘୁବଂଶ-ବର୍ଦ୍ଧନ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହସ୍ତୀ ଓ ଅଶ୍ବସମାକୁଳ ସୈନ୍ୟଦିଗକେ ଅଗ୍ରେ  
ନିର୍ଗତ କରାହିয়া ଏକ ମାସ ବାସ କରତ ପରେ ମହାରାଜ ରାମଚନ୍ଦ୍ରେର ନିକଟ ହୁଇତେ  
ପ୍ରସ୍ଥାନ କରিলେନ ॥ ୨୧ ॥

मध्वि बाय्यीकिप्रणीत आदिकाव्य रामायणें उत्तरकाण्डे शत्रुघ्नप्रस्थान-नामक

୧୦ତମ ସର୍ଗ ସମାପ୍ତ ॥ ୧୦ ॥

## (৭১) একসঙ্গতিতমঃ সর্গঃ

প্রস্থাপ্য তদ্বলং সর্বং সপ্তরাত্রমথোষিতঃ ।

এক এব স শত্রুশ্লো জগাম হরিতস্তদা ॥ ১ ॥

ত্রিরাত্রমস্তরোষিত্বা শূরো রাঘবনন্দনঃ ।

বাল্মীকেরাশ্রমং পুণ্যং প্রবিবেশ মহামতিঃ ॥ ২ ॥

সোহভিগম্য মহাত্মানমভিবাঢ় চ রাঘবঃ ।

কৃতাজ্জলিপুটো ভূত্বা বাক্যমেতদুবাচ হ ॥ ৩ ॥

ভগবন্ বস্তমিচ্ছামি গুরুকার্যাদিহাগতঃ ।

শ্বঃ প্রভাতে গমিষ্যামি প্রতীচীং বারুণীং দিশম্ ॥ ৪ ॥

১। লো-টী। সপ্তরাত্রং পুরাণতত্র উষিতঃ স্থিতঃ।

২। লো-টী। অস্তরা মধ্যে কুত্রচিৎ স্থানে 'ত্রিরাত্রমস্তরা চোষ্য' ইতি বা পাঠঃ, উহা উষিত্বা।

৪। লো-টী। গুরুকার্য্যাং গুরুণাং মুনীনাং কার্য্যাং।

শত্রুশ্লো সেই সকল শত্রু প্রস্থাপন করাইয়া [ নগর হইতে অন্তস্থানে ] সপ্ত রাত্রি বাস করিয়া একাকীই দ্রুত গমন করিলেন ॥ ১ ॥

মহামতি রাঘবনন্দন বীর শত্রুশ্লো পশ্চিমধ্যে ত্রিরাত্র বাস করিয়া পবিত্র বাল্মীকির আশ্রমে প্রবেশ করিলেন ॥ ২ ॥

সেই রঘুকুলাবতঃশ শত্রুশ্লো বাল্মীকির সমীপে গমন করিয়া অভিবাদনপূর্বক কৃতাজ্জলিপুটে এই কথা বলিলেন— ॥ ৩ ॥

ভগবন্, মুনিদিগের প্রয়োজন বশতঃ আমি [ অযোধ্যা হইতে ] আসিয়াছি, [ অত্ৰ ] এইস্থানে বাস করিতে ইচ্ছা করি, আগামী কল্য প্রাতঃকালে বরুণাধিষ্ঠিত পশ্চিমদিকে গমন করিব ॥ ৪ ॥

শক্রশ্চ বচঃ শ্রুত্বা প্রহসন্ মুনিপুঙ্গবঃ ।

প্রত্যাচ মহাতেজাঃ স্বাগতং তেহস্থিহ প্রভুঃ ॥ ৫ ॥

স্বমাশ্রমপদং হেতদ্রাঘবাণাং ন সংশয়ঃ ।

আসনং পাণ্ডমর্য্যক নিৰ্ব্বিশঙ্কঃ প্রতীচ্ছ মে ॥ ৬ ॥

প্রতিগৃহ্য স তাং পূজাং বশ্যঞ্চ ফলভোজনম্ ।

ভক্ষয়ামাস কাকুৎস্থতৃপ্তিঞ্চ পরমাং যযৌ ॥ ৭ ॥

স ভুক্তবান্ মহাবাহুশ্চ মহর্ষিঃ তমুবাচ হ ।

মুনে যজ্ঞবিভূতায় কশ্যাপ্রমসমীপতঃ ॥ ৮ ॥

তস্মৈ তদ্যামিতং শ্রুত্বা বাল্মীকিৰ্বাক্যমব্রবীৎ ।

শৃণু শক্রশ্চ যস্মৈ তদ্বভূবায়তনং পুরা ॥ ৯ ॥

৮। লো-টী। তবাপ্রমসমীপতঃ। হে মুনে, কশ্য ইয়ং পূৰ্ব্বশ্চাং দ্বিগুণ বজ্রবিভূতিঃ সম্পত্তিঃ, সন্ধিরার্থঃ।

৯। লো-টী। আয়তনং যজ্ঞায়তনম্।

মুনিশ্রেষ্ঠ মহাতেজস্বী প্রভু বাল্মীকি শক্রের কথা শুনিয়া হাস্তপূৰ্ব্বক বলিলেন, তোমার এইস্থানে শুভাগমন হউক ॥ ৫ ॥

এই আশ্রমস্থান রঘুবংশীয়দিগের নিজের—এবিষয়ে কোন সংশয় নাই, তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে আমার আসন, পাণ্ড এবং অর্ঘ্য গ্রহণ কর ॥ ৬ ॥

কাকুৎস্থ শক্রশ্চ সেই পূজা গ্রহণ করিয়া এবং বশ্য ভোজ্য ফল ভক্ষণ করিয়া পরম তৃপ্তিলাভ করিলেন ॥ ৭ ॥

সেই মহাবাহু শক্রশ্চ ভোজনানন্তর মহর্ষি বাল্মীকিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মুনে, [ পূৰ্ব্বদিকে ] এই যজ্ঞসমৃদ্ধি কাহার ? ॥ ৮ ॥

বাল্মীকি তাঁহার সেই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন শক্রশ্চ, পূৰ্বে এই যজ্ঞায়তন যাহার ছিল তাঁহার কথা শ্রবণ কর ॥ ৯ ॥

১। হ 'আনং'। ২। হ 'নরাধিপ'। ৩। হ 'ততঃ'। ৪। হ 'তদ্বচনং'। ৫। হ 'শক্রশ্চ পু'। ৬। হ 'পুয়ঃ'।

যুগ্মাকং পূর্বজো রাজা সুদাসো নাম ধর্ম্মবিৎ ।

তস্ম পুত্রো মহাভাগঃ সর্ব্বান্ত্রজ্ঞশ্চ সংযুগে ॥ ১০ ॥

যক্ষা দানপতিঃ শাস্তুঃ প্রজানাং পালনে রতঃ ।

রাজা মিত্রসহো নাম সত্ত্ববানতিধার্ম্মিকঃ ॥ ১১ ॥

স বাল এব সৌদাসো যুগয়াযুপচক্রমে ।

চংক্রম্যমাণঃ সোহদ্রাক্ষীদ্রাক্ষসৌ ঘো মহাবলৌ ॥ ১২ ॥

শার্দূলরূপিণৌ ঘোরৌ যুগাংস্তৌ চ সহস্রশঃ ।

ভক্ষয়ন্তাবসন্তুর্চৌ পর্যাণ্ডিঃ নোপজগাতুঃ ॥ ১৩ ॥

স তু তৌ রাক্ষসৌ দৃষ্ট্বা নিম্নগং বনং কৃতম্ ।

ক্রোধেন মহতাবিষ্টৌ জঘানৈকং মহেশুণা ॥ ১৪ ॥

১১। লো-ট। যজ্ঞা যজ্ঞশীলঃ ।

১৩। লো-ট। পর্যাণ্ডিঃ তৃপ্তিম্ ।

সুদাস নামে তোমাদের পূর্ববর্তী একজন ধর্ম্মজ্ঞ রাজা ছিলেন। যুদ্ধে সমস্ত অস্ত্রপ্রয়োগে কুশল যজ্ঞশীল, দানবীর, শাস্ত, প্রজাপালনে তৎপর, মহা ভাগ্যবান্ পরাক্রান্ত এবং অতিশয় ধার্ম্মিক মিত্রসহ নামে তাঁহার এক পুত্র ছিলেন ॥ ১০-১১ ॥

সেই সুদাসনন্দন মিত্রসহ বাল্যকালে যুগয়া করিতে উদ্ভূত হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে মহাবলশালী দুই রাক্ষসকে দেখিতে পাইলেন ॥ ১২ ॥

ব্যাস্করূপধারী সেই ভয়ঙ্কর রাক্ষসদ্বয় সহস্র সহস্র যুগ ভক্ষণ করিয়াও সন্তুষ্ট হইতে এবং তৃপ্তিলাভ করিতে পারে নাই ॥ ১৩ ॥

তিনি সেই রাক্ষসদ্বয়কে দেখিয়া এবং তাহারা অরণ্য যুগশূন্য করিয়াছে দেখিয়া অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বৃহৎ বাণদ্বারা একটা রাক্ষসকে বধ করিলেন ॥ ১৪ ॥

বিনিপাত্য তয়োৱেকং সৌদাসঃ পুরুষৰ্ষভঃ ।

বিজুরো বিগতামৰ্ষো হতং রক্ষো হ্যদৈক্ষত ॥ ১৫ ॥

সখায়ং নিহতং দৃষ্ট্বা সহায়ন্তস্তু রক্ষসঃ ।

সস্তাপমকরোদ্ ঘোরং সৌদাসং চেদমব্রবীৎ ॥ ১৬ ॥

যস্মাদনপরাধং ত্বং সহায়ং মম জঘ্নিবান্ ।

তস্মান্নবাপি পাপিষ্ঠাং করিষ্যামি প্রতিক্রিয়াম্ ।

এবমুক্ত্বা বচো রক্ষস্তত্রৈবাস্তুরধীয়ত ॥ ১৭ ॥

কালপর্যায়যোগেন রাজা মিত্রসহোহপাথ ।

সৈজে চ স নৃপো ধীমানাশ্রমস্ত সমীপতঃ ।

অশ্বমেধং মহাবজ্রং বশিষ্ঠেনাভিপালিতঃ ॥ ১৮ ॥

১৫। লো-টী। বিজুরো গতসস্তাপঃ।

১৭। লো-টী। 'তত্ত্বমপী'ত্যাदि পাঠে শাপং হুঃখম্। কাচিচ্চ 'তস্মান্নবাপি পাপিষ্ঠাং করিষ্যামি প্রতিক্রিয়া'মিতি পাঠঃ।

১৮। লো-টী। কালপর্যায়যোগেন কালক্রমযোগেন। 'নিরীক্ণেহপাথ পর্যায়ঃ প্রকারেহবসরে ক্রমে' ইতি কোষঃ।

পুরুষশ্রেষ্ঠ সুদাসনন্দন তাহাদের একটিকে নিপাতিত করিয়া সস্তাপ এবং ক্রোধ পরিত্যাগ করত নিহত রাক্ষসকে অবলোকন করিতে লাগিলেন ॥ ১৫ ॥

সহচর রাক্ষসটী তাহার সখাকে নিহত দেখিয়া ভয়ানক সস্তাপ করত সেই সুদাসনন্দনকে এই কথা বলিল— ॥ ১৬ ॥

পাপিষ্ঠ, যেহেতু তুমি অনপরাধী আমার এই সহচরকে নিহত করিয়াছ, সেই জন্য আমি তোমারও পাপপূর্ণ প্রতিকার করিব। সেই রাক্ষস এটী কথা বলিয়া সেই স্থানেই অন্তহিত হইল ॥ ১৭ ॥

পরে ধীমান্ সেই মিত্রসহ রাজা কালক্রমে আমার আশ্রমসমীপে বশিষ্ঠ-

১। হ 'তমেকং স'। ২। হ 'বভূব রঘুনন্দন'। ৩। হ 'সখা য'। ৪। হ 'রাক্ষসঃ'। ৫। হ 'মগমদ্'। ৬। হ 'সখা কলপরাধোহয়ঃ বস্মাস্তে নিহতবুয়া'। ৭। হ 'পাপিষ্ঠ'। ৮। হ 'তু তত্রক'। ৯। হ 'স রাজা বলতে'।



তদা যজ্ঞো মহাস্তস্য সৰ্বকামসমম্বিতঃ ।

সমৃদ্ধঃ পরয়া লক্ষ্ম্যা দেবযজ্ঞসমোহভবৎ ॥ ১৯ ॥

অথাবসানে যজ্ঞস্য পূৰ্ববৈরমনুস্মরন্ ।

বশিষ্ঠরূপী রাজানমুবাচেদং স রাক্ষসঃ ॥ ২০ ॥

অস্তাবসানে যজ্ঞস্য সামিষং ভোজনং মম ।

দীয়তামিতি শীঘ্রং বৈ নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ২১ ॥

তচ্ছ্রদ্ধা ব্যাহতং বাক্যং রক্ষসো ব্রহ্মরূপিণঃ ।

ভক্ষসংস্কারকুশলানুবাচ স মহাপতিঃ ॥ ২২ ॥

হবিষ্যমামিষং স্বাদু যথা ভবতি ভোজনম্ ।

তথা কুরুত শীঘ্রং বৈ পরিভুয়োদ্ যথা গুরুঃ ।

শাসনাৎ পার্থিবেন্দ্রস্য সূদাঃ সন্ত্রাস্তচেতসঃ ॥ ২৩ ॥

১৯। লো-টী। ঋষিভাজ্যাতৈমু'নিসমুদেঃ। 'পরয়া লক্ষ্ম্য'তি বা পাঠঃ।

২১। লো-টী। অস্ত অবশেষে অবসানে।

২৩। লো-টী। হবিষ্যং পবিত্রং স্বাদু আমিষঞ্চ।

কর্তৃক রক্ষিত হইয়া অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন ॥ ১৮ ॥

তখন তাঁহার সৰ্বার্থ-সমম্বিত ( প্রয়োজনীয় বা বাঞ্ছনীয় সমস্ত বস্তুযুক্ত ) সেই বৃহদ্ যজ্ঞ পরমসম্পদে সমৃদ্ধ হইয়া দেবযজ্ঞের ত্রায় হইল ॥ ১৯ ॥

অনন্তর যজ্ঞ শেষ হইলে সেই রাক্ষস পূৰ্ব শত্রুতা স্মরণ করিয়া বশিষ্ঠের রূপ ধারণ করত রাজা মিত্রসহকে বলিল— ॥ ২০ ॥

এই যজ্ঞের অবসানে শীঘ্র আমাকে সামিষ আহার প্রদান কর, এবিষয়ে কোন বিবেচনা করিও না ॥ ২১ ॥

সেই রাজা ব্রাহ্মণরূপী সেই রাক্ষসের কথা শ্রবণ করিয়া অভিজ্ঞ পাচকদিগকে বলিলেন— ॥ ২২ ॥

হবিষ্য ( অর্থাৎ পবিত্র ) আমিষ ভোজন যাহাতে উৎকৃষ্ট হয় এবং যাহাতে

১। হ 'অবসানে তু'। ২। হ 'বৈ শীঘ্রং'। ৩। হ 'সো ব্রহ্মরূপিণা'। ৪। হ 'পৃথিবীপতিঃ'। ৫। হ 'ইন্দ্রসং নাস্তি'।

তচ্চ রক্ষঃ পুনঃ কৃৎস্না সূদবেশমুপস্থিতঃ ।

স মানুষ্যমথো মাংসং পাণিৰায় নৃবেদয়ৎ ।

ইদং স্বাচ্ছ হবিষ্যৎ মাংসমামিষমাহতম্ ॥ ২৪ ॥

ভোজনং স তু বিপ্রায় পত্ন্যা সার্কিমুপাহরৎ ।

মদয়ন্ত্যা নরশ্রেষ্ঠ রক্ষসাহতমামিষম্ ॥ ২৫ ॥

জ্ঞাত্বা তদামিষং বিপ্রো মানুষ্যং ভোজনাহিতম্ ।

ক্রোধেন মহতাবিষ্টো ব্যহৰ্ত্তু মুপচক্রমে ॥ ২৬ ॥

যস্মাদ্বং মানুষ্যং মাংসং মমেদং দাতুমিচ্ছসি ।

তস্মাদ্ ভোজনমেতত্তে ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ২৭ ॥

২৪। লো-টী। স রাক্ষসঃ।

২৬। লো-টী। ভোজনাহিতং ভোজনেহবিহিতং 'ভোজনং তদে'তি বা পাঠঃ।

গুরু সন্তুষ্ট হন, শীঘ্র তাহার ব্যবস্থা কর। মহীপতির আদেশে পাচকগণের চিত্ত অতিশয় অরাস্থিত হইল ॥ ২৩ ॥

সেই রাক্ষস পাচকবেশে পুনরায় তথায় উপস্থিত হইয়া 'এই স্নান্নাচ্ছ হবিষ্য এবং আমিষ মাংস আনয়ন করিয়াছি' এই বলিয়া মনুষ্যমাংস নৃপতিকে প্রদান করিল ॥ ২৪ ॥

হে নরশ্রেষ্ঠ, রাজা মিত্রসহ পত্নী মদয়ন্তীর সহিত সেই রাক্ষসের আনীত আমিষ খাচ্ছ বশিষ্ঠকে প্রদান করিলেন ॥ ২৫ ॥

বশিষ্ঠদেব সেই মাংস অখাচ্ছ-মনুষ্যমাংস বলিয়া অবগত হইয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন— ॥ ২৬ ॥

যেহেতু তুমি আমাকে এই নরমাংস প্রদান করিতে ইচ্ছা করিতেছ, অতএব

১। হ 'অথ'। ২। হ 'সন্তুষ্ট'। ৩। হ '-শং সমাহিতঃ'। ৪। হ 'মানুষ্যং মাংসমাদায়'।

৫। হ 'সংস্তুতং মাংসমাহতম্'। ৬। হ 'স ভোজনং বশিষ্ঠায়'। ৭। হ 'নৃপ'। ৮। হ 'চৈব'। ৯। হ 'বশিষ্ঠো মানুষ্যং তদা'। ১০। হ '-মেবহে'।

সভার্য্যঃ স তু রাজা তং প্রণিপত্য মুহুমূর্ছঃ ।

পুনর্ব্বশিষ্ঠং প্রোবাচ যদুক্তং ব্রহ্মরূপিণা ॥ ২৮ ॥

তজ্জাহা পার্থিবেন্দ্রস্য রক্ষসোপাধিনা কৃতম্ ।

পুনঃ প্রোবাচ রাজানং বশিষ্ঠো দ্বিজসত্তমঃ ॥ ২৯ ॥

ময়া রোষপরীতেন যদিদং ব্যাহৃতং বচঃ ।

ন তচ্ছক্যং মুষা কৰ্ত্তুং প্রদাস্থামি চ তে বরম্ ॥ ৩০ ॥

কালো দ্বাদশবর্ষাণি শাপস্থাস্য ভবিষ্যতি ।

মৎপ্রসাদাচ্চ রাজেন্দ্র অতীতং ন স্মরিশ্যসি ॥ ৩১ ॥

২৮। লো-টী। 'মুহুমূর্ছ'রতি পাঠঃ। 'যথাতথ্য'মিতি পাঠে যথাযোগ্যম্। ব্রহ্মরূপিণা  
অক্ষিপেণ রাক্ষসেন যদুক্তং তদ্ রাক্ষসস্ত বচঃ। 'ব্রহ্মবোনি' ইতি পাঠে বশিষ্ঠেন জ্ঞয়া।

২৯। লো-টী। উপাধিনা ছলেন। 'উপাধিদ'স্ম্যচিহ্নাৎ কুটুম্ব্যাপ্তে 'ছলে' ইতি  
কোষঃ।

৩১। লো-টী। অতীতান্ অর্গন্।

এই নরমাংস তোমার খাওয়া হইবে, এবিষয়ে কোন সংশয় নাই ॥ ২৭ ॥

সপত্নীক সেই নৃপতি বশিষ্ঠকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া বশিষ্ঠরূপী রাক্ষস  
যাহা বলিয়াছিল তাহা পুনরায় তাঁহাকে বলিলেন ॥ ২৮ ॥

'রাক্ষসের ছলনায় রাজা ঐরূপ করিয়াছেন' ইহা অবগত হইয়া ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ  
বশিষ্ঠ পুনরায় রাজাকে বলিলেন— ॥ ২৯ ॥

আমি ক্রুদ্ধ হইয়া যে কথা বলিয়াছি তাহা মিথ্যা করিবার শক্তি নাই, সুতরাং  
তোমাকে বর প্রদান করিব ॥ ৩০ ॥

মহারাজ, তুমি দ্বাদশবর্ষ পর্য্যন্ত এই শাপ ভোগ করিবে এবং আমার  
অনুগ্রহে অতীত বিষয় বিস্মৃত হইবে ॥ ৩১ ॥

১। হ 'যথাতথ্য'। ২। হ 'নিবেদয়ামাস তদা রাক্ষসস্ত বচস্বিন'। ৩। হ 'তচ্ছক্য'। ৪। হ  
'নাক্তং বচঃ'। ৫। হ 'পর্য্যভোহিত'।

ততঃ ক্রুদ্ধঃ স সৌদাসস্তোয়ং জগ্রাহ পাণিনা ।

বশিষ্ঠং শপ্তু কামশ্চ<sup>২</sup> ভার্য্যা চৈনং<sup>৩</sup> ন্যবারয়ৎ ॥ ৩২ ॥

অস্ম্যাকং প্রভবত্যেব বশিষ্ঠো ভগবান্মুখিঃ ।

প্রতিশপ্তু<sup>৪</sup> মমুক্রুৎ তে দেবভূতং পুরোধসম্ ॥ ৩৩ ॥

তত্ত্ব ক্রোধময়ং তোয়ং তেজোবলসম্মিতম্ ।

বিসসর্জ<sup>৫</sup> স ধর্ম্মাত্মা স্বশ্র পাদৌ<sup>৬</sup> সিষেচ হ ।

তেনাস্য রাজ্ঞস্তৌ<sup>৭</sup> পাদৌ দক্ষৌ কল্মাষতাং গতো ॥ ৩৪ ॥

তদা প্রভৃতি রাজাসৌ সৌদাসঃ স্তম্হাবলঃ ।

কল্মাষপাদনামেতি<sup>৮</sup> খ্যায়তে চ তথা নৃপ ।

পুনর্লোভে তদা রাজ্যং প্রজাশ্চৈব<sup>৯</sup> অভ্যপালয়ৎ ॥ ৩৫ ॥

৩৩। লো-টী। প্রভবতি প্রভূর্ভবতি ।

৩৪। লো-টী। ক্রোধময়ং ক্রোধং স বিসসর্জ তত্যাগ, ততঃ স ধর্ম্মাত্মা তোয়ঞ্চ, যৌ পাদৌ কৃষেচয়দিত্যর্থঃ। ‘ক্রোধময়ং বহিঃ’মিতি পাঠে ক্রোধরূপং বহিঃ বিসসর্জ যৌ পাদৌ চ ইতি ।

৩৫। লো-টী। সংবৃত্তঃ বভূব, তথা তেন প্রকারেণ খ্যায়তে চ। স চ পুনর্লোভে রাজ্যং যন্ত [ যজ্ঞঃ ? ] সমাপাতে [-প্যাথ ?] প্রজা অভ্যপালয়দিত্যর্থঃ ।

পরে সেই সুদাস-তনয় ক্রুদ্ধ হইয়া বশিষ্ঠদেবকে শাপপ্রদান করিবার জ্ঞ হস্তে জল গ্রহণ করিলে তাঁহার ভার্য্যা তাঁহাকে নিবারণ করিলেন— ॥ ৩২ ॥

ভগবান্ বশিষ্ঠঋষি আমাদের প্রভু, স্তুতরাং সেই দেবতাস্বরূপ পুরোহিতকে তোমার প্রত্যভিশাপ দান করা উচিত নয় ॥ ৩৩ ॥

তখন ধর্ম্মাত্মা সেই রাজা সৌদাস ক্রোধ পরিত্যাগ করিলেন এবং শক্তিসম্পন্ন তেজোময় সেই জল স্বীয় পদদ্বয়ে নিক্ষেপ করিলেন। তাহাতে নৃপতির পদদ্বয় দক্ষ হইয়া কৃষ্ণবর্ণ হইল ॥ ৩৪ ॥

সেই হইতে মহাবলশালী রাজা সৌদাস ‘কল্মাষপাদ’নামে বিখ্যাত

১। হ ‘ক্রুদ্ধ’। ২। হ ‘-স্ত’। ৩। হ ‘-নমুবাচ হ’। ৪। হ ‘রাজন্ প্রভবতেহস্ম্যাকং’। ৫। হ ‘-শপ্তুং ন’। ৬। হ ‘-তুলাং’। ৭। ক ‘স তু’। ৮। হ ‘ব্যবেচয়ৎ’। ৯। হ ‘পৃথিবীপতিঃ’। ১০। হ ‘-পাদঃ সংবৃত্তঃ’। ১১। হ ‘বধা’।

তস্যোদং রাজসিংহস্য যজ্ঞায়তনমুক্তম্ ।

আশ্রমস্য সমীপে হি যত্নং পৃচ্ছসি রাঘব ॥ ৩৬ ॥

স তু তাং পার্থিবেন্দ্রস্য কথাং শ্রুত্বা হৃদারুণাম্ ।

বিবেশ পর্ণশালাং তাং মহর্ষিমভিবাচ চ ॥ ৩৭ ॥

ইত্যার্ষে বাম্বীকীয়ে রামায়ণে আদিকাণ্ডে উত্তরকাণ্ডে সৌদাসোপখ্যানং নাম  
একসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭১ ॥

[ লো-টী ] । তং মুনিং সৌদাসং বা । ‘ক্লশতল্প’রিত্তি স্বরূপাখ্যানম্ ।

সৌদাসোপাখ্যানম্ ॥ ৭১ ॥

হইলেন এবং [ যজ্ঞাবসানে ] পুনরায় রাজ্যলাভ করিয়া ( অর্থাৎ স্বরাজ্যে  
গমনপূর্বক রাজকীয় কার্যভার গ্রহণ করিয়া ) প্রজাগণকে পালন করিতে  
লাগিলেন ॥ ৩৫ ॥

রাঘব, তুমি যাহার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ,—আমার আশ্রমসমীপে ইহা  
সেই রাজসিংহ সৌদাসের উত্তম যজ্ঞস্থান ॥ ৩৬ ॥

শক্রপুত্র মহীপতি সৌদাসের সেই অতিভয়ঙ্কর উপখ্যান শ্রবণ করিয়া  
মহর্ষিকে অভিবাদনপূর্বক পর্ণকুটীরে প্রবেশ করিলেন ॥ ৩৭ ॥

মহর্ষি বাম্বীকিশ্রীত আদিকাণ্ডে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে সৌদাস-উপাখ্যান-নামক  
৭১তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭১ ॥

১। হ “তনমবভূতম্” । ২। হ অত্র প্রোক্ত স্থানে ‘ইতি মুনিবচো নিশম্য সমাগ্রবুকলবঃশবিগর্জনস্তবানীম্ ।  
মহর্ষিমভিবাচ পর্ণশালাং হৃদিততমঃ প্রবিবেশ রাজহৃদঃ’ । ইতি পাঠঃ ।

## ( ৭২ ) দ্বিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ

যামেব রাত্রিঃ শক্রব্লঃ পর্ণশালামুপাविश॥

তামেব রাত্রিঃ সীতাপি প্রসূতা দারকদ্বয়ম্ ॥ ১ ॥

ততোহর্করাত্রসময়ে বালকা মুনিদারকাঃ ।

বাল্মীকেঃ প্রিয়মাচখ্যুঃ সীতায়াঃ প্রসবঃ শুভম্ ॥ ২ ॥

ভগবন্ রামপত্নী সা প্রসূতা দারকদ্বয়ম্ ।

তয়ো রক্ষাঃ প্রযত্নেন কুরু ভূতবিনাশিনীম্ ॥ ৩ ॥

তেষাং তদ্ভাষিতং শ্রুত্বা মুনির্বিষ্ময়মাগতঃ ।

ভূতস্নীং চাকরোত্তাভ্যাং রক্ষাং রক্ষোবিনাশিনীম্ ॥ ৪ ॥

কুশমুষ্টিমুপাদায়\* লবণং চাভিরক্ষিণম্ ।

বাল্মীকিঃ প্রদদৌ তাভ্যাং রক্ষাং ভূতবিনাশিনীম্ ॥ ৫ ॥

১। লো-টী। বেলাং 'রাত্রিঃ' বা পাঠঃ।

২। লো-টী। দারকাঃ পুত্রাঃ, প্রসবো পুত্রো।

৫। লো-টী। কুশমুষ্টিং কীদৃশীম্? ভূতপ্রাণিনীং রক্ষামুপাদায় গৃহীত্বা তেভ্যো বালকেভ্যঃ প্রদদৌ।

শক্রব্ল যে রাত্রিতে পর্ণশালাতে বাস করিয়াছিলেন সীতাদেবীও সেই রাত্রিতেই দুইটি পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন ॥ ১ ॥

রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময়ে মুনিকুমারগণ বাল্মীকির নিকটে শ্রীতিকর সীতাদেবীর নিৰ্ব্বিয়ে প্রসবের কথা বলিল—॥ ২ ॥

“ভগবন্, সেই রামপত্নী সীতাদেবী দুইটি পুত্র প্রসব করিয়াছেন, যদের সহিত তাহাদিগের ভূতবিনাশক রক্ষাবিধান করুন” ॥ ৩ ॥

বাল্মীকিমুনি সেই মুনিবালকদিগের কথা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া শিশুদ্বয়ের উদ্দেশে ভূত এবং রাক্ষস বিনাশজনক রক্ষাকার্য্য করিলেন ॥ ৪ ॥

বাল্মীকি রক্ষাকারী ( অর্থাৎ রক্ষামন্ত্রে অভিমন্ত্রিত ) কুশমুষ্টি এবং লবণ গ্রহণ

১। ছ 'দারকদ্বয়ম্'। ২। ছ 'ভব'। ৩। ছ 'মহর্ষে ব্ল'। ৪। ছ 'তৎখনং'। ৫। ক 'ভূতস্নীং'।

৬। ছ 'রক্ষাং'। ৭। ছ 'তাভ্যাং'। ৮। ছ 'রক্ষণম্'।

\* অত্র পাশ্চাত্ত্য পাঠে 'লব' শব্দ অরোগো দৃষ্টতে। প্রাচ্যঃ ব্যাখ্যানাং 'লব' শব্দেন কুশমূলমভিধায়ত ইতি প্রকীর্ত্তে। লু ভেদঃ রতি বৃৎপতঃ 'লব' শব্দস্তা 'ল' ভাবাভিঃ এবং ভবিষ্যৎ

যন্তয়োঃ পূর্বজাতস্ত স কুশৈশ্মদ্রসংস্কৃতৈঃ ।

নিশ্মার্জ্জনীয়ো নান্না হি ভবিতা কুশ ইত্যসৌ ॥ ৬ ॥

তয়োরবরজো যঃ শ্রাল্লবণেনৈব চৈব হি ।

নিশ্মার্জ্জনীয়ো বৃদ্ধাভিনান্না স ভবিতা লবঃ ॥ ৭ ॥

এবং কুশলবো নান্না তাবুভৌ যমজাতকৌ ।

মৎকৃতাত্যাং তু নামভ্যাং লোকে খ্যাতিং গমিষ্যতঃ ॥ ৮ ॥

তাং রক্ষাং প্রতিগৃহ্যথ মুনেস্তস্ম সমাহিতাঃ ।

অকুর্ব্বন্ত তদা রক্ষাং তাপশ্চো গতকল্যাণাঃ ॥ ৯ ॥

৬। লো-টী। ততো বালকান্ শিক্ষয়তি য ইতি। তবত্ত্বিয়ার্জ্জনীয়ঃ। যন্ত অবরজঃ পশ্চাজ্জাতঃ স পুনর্ব্দ্ধাভিয়ার্জ্জনীয়ঃ।

৮। লো-টী। সমাহিতঃ যতাত্মা সংযতমনাঃ ইতি মুনের্ভাবকথনম্। 'যমৌ তৌ সংবভূবু'রতি পাঠঃ। কচিচ্চ 'তাবুভৌ যমজাতক'বিত্তি পাঠে যমজাবিত্তি অর্থঃ। 'ভগবৎকৃত-নামান'বিত্তাদিপাঠঃ। 'মৎকৃতাত্যাং তু নামভ্যাং লোকে খ্যাতিং গমিষ্যত' ইতি কচিৎ।

৯। লো-টী। মুনেহস্তাৎ বালকবৃদ্ধরূপহস্তাৎ প্রতিগৃহ্য সমাধিনা নিয়মেন এষ্টক্কে-নেতার্থঃ। 'সমাধিনিয়মে ধ্যানে নীবাংকে চ সমর্থনে' ইতি ভূরি। 'মুনেস্তস্ম সমাহিতা' ইতি কচিৎ পাঠঃ।

করিয়া সেই কুমারদ্বয়ের উদ্দেশ্যে ভূতবিনাশিনী রক্ষা প্রদান করিলেন ॥ ৫ ॥

[ বাল্মীকি বালকদিগকে কুশ এবং লবণ দিয়া বলিলেন— ] সেই বালক দুইটির মধ্যে যে প্রথম জন্মিয়াছে, তাহাকে তোমরা মন্ত্রপূত কুশ দ্বারা মার্জ্জনা করিবে এবং ঐ বালকের 'কুশ' এই নাম হইবে ॥ ৬ ॥

শিশুদ্বয়ের মধ্যে যে শেষে জন্মিয়াছে, তাহাকে লবণ দ্বারা বৃদ্ধারা মার্জ্জনা করিবেন এবং ঐ বালকের 'লব' এই নাম হইবে ॥ ৭ ॥

কুশ এবং লব নামক সেই যমজ বালকদ্বয় মৎকৃত [ এই ] নামে জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিবে ॥ ৮ ॥

পরে সমাহিতচিত্ত নিম্পাপা তাপসীগণ মুনির সেই রক্ষা (রক্ষামন্ত্রে) অভিমন্বিত

১। হ 'সংযুতঃ'। ২। হ 'যৈ ততঃ কুশ ইতি যুতঃ'। ৩। হ 'যন্তাবরজোত্তম লবণে তু স চৈব হি'।

৪। হ 'তু লবণেহিতবৎ'। ৫। হ 'যয়া কৃতাত্যাং নাম'। ৬। ক '-ইত্য'। ৭। হ '-কৃত'। ৮। হ 'ভয়োদু'ভবিনাশিনী'।

মঙ্গলং ক্রিয়মাণং তু সীতায়া গোত্রনামতঃ ।

সংকীৰ্ত্ত্যমানং রামস্য সীতায়াঃ প্রসবং তথা । ১০ ॥

অৰ্দ্ধরাত্রে তু শক্রয়ঃ শুশ্রাব হুমহৎ প্রিয়ম্ ।

পর্ণশালাং গতৌ রাত্রৌ দিষ্ট্যা দিষ্ট্যোতি চাত্রবীৎ ॥ ১১ ॥

তথা তস্য প্রহৃষ্টস্য শক্রয়স্য মহাত্মনঃ ।

ব্যতীতা বার্ষিকৌ রাত্রিঃ শ্রাবণী লঘুবিক্রমা ॥ ১২ ॥

প্রভাতে তু মহাবীৰ্য্যঃ কৃত্বা পৌৰ্ব্বাহ্নিকাং ক্রিয়াম্ ।

যযৌ প্রাঞ্জলিরামস্ত্র্য মুনিং তেন বিসম্ভিজিতঃ ॥ ১৩ ॥

১০-১১। লো-টী। মধুরং মঙ্গলং মঙ্গলধ্বনিং ক্রিয়মাণং শক্রয়ঃ শুশ্রাব, দিষ্ট্যা দিষ্ট্যোতি অত্রবীচি ইতি স্বাভ্যাম্বয়ঃ। রক্ষাং বৈ রক্ষাঞ্চ গোত্রনাম চ গোত্রমৈক্ষ্যাকং নাম তু কুশলবাং প্রসবমপত্যম্।

১২। লো-টী। লঘুঃ শীঘ্রঃ বিক্রমো গতিযন্তাঃ সা।

[লো-টী।] সীতায়াঃ প্রসবং মুনৈশ্চ বাগযৌ রক্ষাদিকম্ অতর্কণীয়ং স্বপ্নদর্শনং হৃদপ্ৰ-  
কলং মত্বা। 'সীতায়াঃ সহিত'মিতি পাঠে শক্রয়ঃ মুনৈঃ সকাশাৎ তৎ হিতং বাগযৌ রক্ষাদিকং  
স্বপ্নপ্রফলমতর্কণীয়ং মত্বা।

কুশ ও লবণ) গ্রহণ করিয়া তাদৃশ রক্ষা বিধান (অর্থাৎ উপদেশ মত তদ্বারা  
শিশুকে মার্জনা) করিলেন ॥ ৯ ॥

শক্রয় রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় সীতার নাম-গোত্র বলিয়া মঙ্গলধ্বনি করিতে  
এবং রামের নাম ও 'সীতার প্রসব' এই কথা উচ্চারণ করিতে শুনিতে পাইয়া সেই  
রাত্রে পর্ণশালায় থাকিয়াই 'সৌভাগ্য সৌভাগ্য' এই কথা বলিতে লাগিলেন (অর্থাৎ  
এই ভাবে ঘটনাক্রমে সীতার সম্ভানোৎপত্তি অবগণে নিজেকে ভাগ্যবান মনে  
করিলেন ॥ ১০-১১ ॥

তাদৃশ আনন্দিত মহাত্মা শক্রয়ের বর্ষাকালের সেই শ্রাবণমাসের রাত্রি ✓  
অতিশয় দ্রুত অতীত হইল ॥ ১২ ॥

অতিশয় বলবান শক্রয় প্রাতঃকালে পূর্বাহ্নিকর্তব্য কার্য্যসমূহ সম্পাদন

১। হ 'সংজ্ঞা'। ২। ক 'দিষ্ট্যা দিষ্ট্যোতি চাসকৃত'। ৩। হ 'সংবীৰ্ত্তনক'। ৪। হ '-ত্রেহৎ শুশ্রাব  
শক্রয়ঃ'। ৫। হ '-শালাগতো'। ৬। হ '-রাধা-'। ৭। অতঃ পরং হ 'সীতায়াঃ সহিতঃ তদু মুনৈঃ স্বপ্নপ্রদর্শনম্।  
অতর্কণীয়ং মত্বা তু বাসীকিং নানুপূজিতঃ'। ইত্যধিকম্।



স গঙ্গায়মুনাতীরং সপ্তরাত্রোষিতঃ পথি ।

ঋষীণাং পুণ্যকীর্ত্তীনাংকরোদ্ধাসমাশ্রমে ॥ ১৪ ॥

স তত্র মুনিভিঃ সার্কং ভার্গবপ্রমুখৈর্নৃপঃ ।

কথাভির্বহুরূপাভির্বাসং চক্রে মহাযশাঃ ॥ ১৫ ॥

ইত্যার্ষে বায়্বীকীরে রামায়ণে আদিকাবো উত্তরকাণ্ডে কুশলবজ্র নাম  
ষিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭২ ॥

[ লো-টী । ] কাঞ্চনাষ্টঃ কাঞ্চনো ভার্গবস্ত নামান্তরম্ ।

কুশলবোৎপত্তিঃ ॥ ৭২ ॥

করিয়া কৃতাজ্জলিপুটে বায়্বীকি মুনির নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন এবং তিনি  
বিদায় দিলে তার পর প্রস্থান করিলেন ॥ ১৩ ॥

শক্রব্র পথিমধ্যে গঙ্গা-যমুনাতীরে সপ্তরাত্র অবস্থান করেন । তিনি সেখানে  
পুণ্যকীর্ত্তি ঋষিদিগের আশ্রমে বাস করেন ॥ ১৪ ॥

মহাযশস্বী নৃপতি শক্রব্র সেইস্থানে ভার্গবপ্রভৃতি মুনিদিগের সহিত নানা-  
প্রকার আলাপ করত বাস করিতে লাগিলেন ॥ ১৫ ॥

মহর্ষি বায়্বীকি প্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে কুশলবের উৎপত্তি-নামক  
৭২তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭২ ॥

১। চ '-স্তদা' । ২। অতঃ পরং হ 'স কাঞ্চনাষ্টমু'নিভিঃ সমেতৈঃ রঘুবীরো রজনীং তণানীষ ।  
কথাপ্রকারৈর্কহুভির্গহায়া বিবাদরসান নরেন্দ্রহুঃ' । ইত্যধিকম্ । ৩। ছ-পুত্রকে নাত্র সর্গসমাপ্তিঃ ।

(৭৩) ত্রিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ

অথ রাজ্য্যাং ব্যতীত্যাং শক্রয়ো রঘুনন্দনঃ ।

উবাচ মধুরাং বাণীং লবণং প্রতি রাঘবঃ ॥ ১ ॥

ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছামি লবণস্ত বলাবলম্ ।

শূলস্ত চ বলং ব্রহ্মন্ কে চ পূর্বং নিপাতিতাঃ ।

অনেন শূলমুখ্যেন দ্বন্দ্বযুদ্ধে মহামুনে ॥ ২ ॥

তস্ত তদ ভাষিতং শ্রদ্ধা শক্রয়স্ত মহাত্মনঃ ।

প্রত্যুবাচ মহাতেজা ভার্গবো রঘুনন্দনম্ ॥ ৩ ॥

অসংখ্যেয়ানি কৰ্ম্মাণি পাপস্ত তস্ত রাঘব ।

ইক্ষাকুবংশে যদ বৃত্তং তচ্ছৃণু নরাধিপ ॥ ৪ ॥

রাজি প্রভাত হইলে রঘুনন্দন শক্রয় লবণের বিষয় জানিবার জন্ত [ ভার্গব মুনির নিকট ] মধুর বাক্যে বলিলেন— ॥ ১ ॥

মহামুনে ব্রহ্মন্ ভগবন্, লবণের বলাবলের বিষয় এবং শূলের সামর্থ্যের বিষয় এবং দ্বন্দ্বযুদ্ধে এই শ্রেষ্ঠশূলদ্বারা পূর্বের কাহারো নিপাতিত হইয়াছেন, তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি ॥ ২ ॥

অতিশয় তেজস্বী ভার্গব মহাত্মা শক্রয়ের সেই কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে প্রত্যুত্তরে বলিলেন— ॥ ৩ ॥

হে রাঘব, পাপিষ্ঠ লবণের কৰ্ম্ম সংখ্যাভীত ; রাজন, [ তন্মধ্যে ) ইক্ষাকুবংশে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন ॥ ৪ ॥

১। ছ 'পঞ্চচ্চ কাঞ্চনং বিপ্রং লবণস্ত বলাবলম্'। ২। ছ 'ইদমৰ্জং নাস্তি'। ৩। ছ 'কিক'।  
৪। ছ 'ভেন শূলেব ভগবন্ কথং হং মমানব'। ৫। ছ '-জাঃ কাঞ্চনো'। ৬। ছ '-ঐত্ৰতস্ত'। ৭। ছ 'ইক্ষাকুবংশ-  
প্রভবে বহুতঃ তচ্ছৃণু মে'।

অযোধ্যায়াং পুরা রাজা যুবনাশ্বসুতো বলী ।

মাক্ষাতা ইতি বিখ্যাতস্ত্রিষু লোকেষু বার্য্যবান্ ॥ ৫ ॥

স কৃষা পৃথিবীং কৃৎস্নাঃ শাসনে পৃথিবীপতিঃ ।

স্বরলোকং বশে কর্তু মুদ্রোগমকরোমৃপঃ ॥ ৬ ॥

ইন্দ্রশ্চ চ ভয়ং তীত্রং সুরাণাং চাভবন্তদা ।

মাক্ষাতরি কৃতোদ্রোগে দেবলোকজিগীষয়া ॥ ৭ ॥

মোহর্কাসনেন শক্রশ্চ রাজ্যার্দ্ধেন চ পার্শ্বিণঃ ।

ছন্দ্যমানঃ সুরগণৈঃ প্রতিজ্ঞাং নান্ভিচক্রমে ॥ ৮ ॥

তশ্চ পাপমভিপ্রায়ং বিদিত্বা পাকশাসনঃ ।

সাস্ত্রপূর্বমিদং বাক্যমুবাচ যুবনাশ্বজম্ ॥ ৯ ॥

৭-৮ । লো টা । মাক্ষাতরি কৃতোদ্রোগে ইতি পাঠে কৃতোদ্রোগঃ । স মাক্ষাতা সুরগণৈঃ শক্রশ্চাৰ্দ্ধাসনেন রাজ্যার্দ্ধেন স্বর্গরাজ্যার্দ্ধেন ছন্দ্যমানো লোভ্যমানঃ । ‘বন্দ্যমান’ ইতি পাঠঃ কচিৎ ।

পূর্বকালে অযোধ্যায় যুবনাশ্ব-পুত্র বলবান্ মাক্ষাতা নামে একজন ত্রিভুবন-বিখ্যাত বীর রাজা ছিলেন ॥ ৫ ॥

সেই মহীপতি মাক্ষাতা সমগ্র পৃথিবীকে নিজের শাসনাধীন করিয়া দেবলোক বন্দীভূত করিতে উদ্যত হইলেন ॥ ৬ ॥

দেবলোক ( স্বর্গ ) জয় করিবার ইচ্ছায় মাক্ষাতা উদ্রোগ করিতে থাকিলে তখন ইন্দ্রের এবং দেবতাদিগের তীব্র ভয় উপস্থিত হইল ॥ ৭ ॥

দেবগণ ইন্দ্রের সিংহাসনার্দ্ধ এবং স্বর্গরাজ্যের অর্দ্ধেকের প্রলোভন দেখাইলেও সেই মাক্ষাতা প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করিলেন না ॥ ৮ ॥

ইন্দ্র মাক্ষাতার পাপাভিপ্রায় অবগত হইয়া তাঁহাকে মিষ্টবাক্যে এই কথা বলিলেন— ॥ ৯ ॥

১ । হ ‘তেতি চ বিখ্যাত-’ । ২ । হ ‘রাবব’ । ৩ । হ ‘রাজা যবনা’ । ৪ । হ ‘মথো জেতুমকরোমুভি-  
মাক্ষবান্’ । ৫ । ক ‘অহং’ । ৬ । হ ‘সুর-’ । ৭ । হ ‘বন্দ্য-’ । ৮ । হ ‘নান্ভিচক্রা’ ।

রাজা স্বং মানুষে লোকে ন ভাবৎ পুরুষবর্ষত ।

অকৃত্বা পৃথিবীং বশ্যং দেবরাজ্যং ন তে কথম্ ॥ ১০ ॥

যদি বীর সমগ্রা তে মেদিনী নিখিলা বশে ।

দেবরাজ্যং কুরুষ্বেহ সভ্যাবলবাহনঃ ॥ ১১ ॥

ক্রবাণমেবমিস্ত্রস্ত মাক্ষাতা বাক্যমব্রবীৎ ।

ক মে প্রতিহতং শত্রু শাসনং পৃথিবীতলে ॥ ১২ ॥

তমুবাচ সহস্রাক্ষো লবণো নাম রাক্ষসঃ ।

মধুপুত্রো মধুবনে নাক্ষাং স কুরুতে তব ॥ ১৩ ॥

তচ্ছ্রুত্বা বিপ্রিয়ং ঘোরং সহস্রাক্ষেণ ভাষিতম্ ।

ত্রীড়িতোহধোমুখে রাজা ব্যাহর্তুং ন শশাক হ ॥ ১৪ ॥

১১। লো-ঈ। তন্তস্বাং ইহ স্বর্গে রাজ্যং রাজঃ কথম্ রাজত্বমিত্যর্থঃ।

১২। লো-ঈ। শাসনমাক্ষা।

পুরুষশ্রেষ্ঠ, তুমি এখনও মনুষ্যলোকেই রাজা নও ; সুতরাং পৃথিবীকে বশীভূত না করিয়া তোমার দেবলোকে রাজত্ব [ আকাজকা ] করা অসম্ভব ॥ ১০ ॥

হে বীর, যদি সমগ্র পৃথিবী নিঃশেষে তোমার বশীভূত হইয়া থাকে, তবে ভৃত্য, বল এবং বাহন সমভিব্যাহারে এই দেবরাজ্য ভোগ কর ॥ ১১ ॥

ইন্দ্র এইরূপ বলিলে মাক্ষাতা তাহাকে বলিলেন, ইন্দ্র ! পৃথিবীতে কোথায় আমার শাসন প্রতিহত হইয়াছে ? ॥ ১২ ॥

ইন্দ্র তাহাকে বলিলেন—মধুবনে মধুপুত্র লবণনামে রাক্ষস আছে, সে তোমার আদেশ প্রতিপালন করে না ॥ ১৩ ॥

ইন্দ্রের সেই অতিশয় অপ্রিয় কথা শ্রবণ করিয়া নৃপতি মাক্ষাতা লজ্জায় অধোবদন হইলেন, তিনি কথা বলিতে সমর্থ হইলেন না ॥ ১৪ ॥

১। হ 'দ্বিবি'। ২। হ 'এবমেব ক্রবাণত'। ৩। হ 'শত্রুং প্রভাবাচাণ'। ৪। হ 'তে'। ৫। হ 'বৃশ'। ৬। হ 'ভাষিত'। ৭। হ 'বিনতা'। ৮। হ 'ভোহবাঘুখো'।

আমন্ত্র্য তু সহস্রাংকং হ্রিয়া কিঞ্চিদবাঙ্ঘ্রুখঃ ।

পুনরেবাগমচ্ছ্রীমানিমং লোকং নরেশ্বরঃ ॥ ১৫ ॥

স কৃত্বা হৃদয়েহমৰ্ষং সতৃত্যবলবাহনঃ ।

আজগাম মধোঃ পুত্রং বশে কৰ্ত্তু মনির্জিতঃ ॥ ১৬ ॥

স কাঙ্ক্ষমাণো লবণং যুদ্ধায় পুরুষৰ্ষভঃ ।

দূতং সংপ্রেষয়ামাস সকাশং লবণস্তু তু ॥ ১৭ ॥

স গত্ত্বা বিপ্রিয়াণ্যাহ স্তবহুনি মধোঃ স্ততম্ ।

বদন্তমেবং তং দূতং ভক্ষয়ামাস রাক্ষসঃ ॥ ১৮ ॥

চিরায়মাণে দূতে তু স রাজা ক্রোধমুচ্ছিতঃ ।

আহ্বয়ামাস তদ্রক্ষো গত্ত্বা সৰ্ব্বাস্ত্রবিজ্ঞৈঃ ॥ ১৯ ॥

১৫ । লো-টী । হ্রিয়া লজ্জয়া ।

শ্রীমান্ সেই নরেশ্বর মাক্ষাতা লজ্জায় কিঞ্চিং অধোমুখ হইয়া ইন্দ্রের নিকট বিদায় লইয়া পুনরায় এই পৃথিবীতে আগমন করিলেন ॥ ১৫ ॥

সেই অপরাজিত নৃপতি মাক্ষাতা মনে মনে ক্রুদ্ধ হইয়া মধুর পুত্রকে বশীভূত করিবার জন্য ভৃত্য, সৈন্য ও বাহন সমভিব্যাহারে মধুবনে আগমন করিলেন ॥ ১৬ ॥

পুরুষশ্রেষ্ঠ মাক্ষাতা লবণের সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক হইয়া লবণের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন ॥ ১৭ ॥

সেই দূত মধুর পুত্র লবণের নিকট গমন করিয়া বহু অপ্রিয় কথা বলিলে রাক্ষস লবণ সেই দূতকে ভক্ষণ করিল ॥ ১৮ ॥

দূত বিলম্ব করিতে লাগিলে সেই মাক্ষাতা নৃপতি ক্রোধে হতবুদ্ধি হইয়া সমস্ত অস্ত্র এবং পরাক্রমের সহিত গমন করিয়া সেই রাক্ষসকে আহ্বান করিলেন ॥ ১৯ ॥

১। হ 'মহ্য'। ২। হ 'আগম্য তং'। ৩। হ 'কৰ্ত্তুং প্রক্ৰমে'। ৪। হ 'যুদ্ধস্ত লবণেন নরোত্তমঃ'। ৫। হ 'রাক্ষবাক্যান্ততে'। ৬। হ 'রাজা ক্রোধমবহিতঃ'। ৭। হ 'আগত্যাত্মায় বজ্রকঃ পরিত্যক্তা সমন্ততঃ'।

ততঃ প্রহস্তু লবণঃ শূলমাদায় দারুণম্ ।

বধায় সানুবন্ধস্ত তস্ত রাজ্ঞো মুমোচ হ ॥ ২০ ॥

তচ্ছূলং দীপ্যমানস্ত সন্ত্যবলবাহনম্ ।

তস্মাকৃতা নৃপং ভূয়ো লবণস্তাগমং করম্ ।

এবং স রাজা স্তমহান্ হতঃ সবলবাহনঃ ॥ ২১ ॥

শূলশ্চৈতদ্বলং রাজস্রমেয়মনুতমম্ ।

খঃ প্রভাতে তু লবণং স্বং হস্তা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২২ ॥

অগৃহীতায়ুধং বীরং ধ্রুবো হি বিজয়ন্তব ।

লোকানাং স্তিস্তি চৈবং স্রাং কৃতে কর্মণি চ ত্বয়া ॥ ২৩ ॥

ইত্যাৰ্ধে বাণ্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাণ্ডে উত্তরকাণ্ডে মাক্ষাতুরুপাখ্যানং নাম  
ত্রিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭৩ ॥

২০। লো-টী। অনুবন্ধো বলবাহনরূপঃ শিশুঃ। যদ্বা, অনুবন্ধো মুখ্যানুধারী, তৎ-  
সহিতস্ত। 'অনুবন্ধঃ শিশৌ দৌৰ্বোৎপাদে মুখ্যানুধারিনী'তি কোষঃ।

[ লো-টী। দ্বন্দ্বধৰ্মং সোচ্চুম্শক্যম্। ধৰ্ম্ময়্যাসি হরিয়্যসি।

মাক্ষাতুরুপাখ্যানম্ ॥ ৭৩ ॥

পরে লবণ হস্তপূৰ্বক ভয়ঙ্কর শূল গ্রহণ করিয়া অনুচরগণের সহিত নৃপতি  
মাক্ষাতাকে বধ করিবার জন্ত নিষ্কেপ করিল ॥ ২০ ॥

দীপ্যমান সেই শূল ভূত্যা, সৈন্ত এবং বাহনের সহিত মাক্ষাতা নৃপতিকে  
ভস্মীভূত করিয়া পুনরায় লবণের হস্তে গমন করিল। এইরূপে সেই বিখ্যাত  
রাজা সৈন্ত এবং বাহনের সহিত নিহত হইলেন ॥ ২১ ॥

রাজন, শূলের এইরূপ অপরিমেয় অত্যাধম সামর্থ্য, [তথাপি] তুমি আপামী  
কল্যা প্রভাতে অগৃহীতান্ত্র বীর লবণকে বধ করিবে, ইহাতে সংশয় নাই। তোমার  
বিজয় অবশ্যস্বাবী, তুমি এইরূপ কর্ম করিলে লোকের মঙ্গল হইবে ॥ ২২-২৩ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকপ্রণীত আদিকাণ্ড রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে মাক্ষাতার উপাখ্যান নামক  
৭৩তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৩ ॥

১। ছ'-লং জগ্রাহ পাণিনি'। ২। ছ অতঃ পরং 'এতন্তে সর্বমাখ্যাংতং লবণস্ত বলং মহৎ। শূলস্ত চ  
বলং সৌম্য দ্বন্দ্বধৰ্মঃ স্রাহয়ৈঃ'। বিশেষশ্চৈব মাক্ষাতুরুত্থবান্ ভব পার্থিব' ইত্যধিকম্। ৩। ছ 'বলবান্'। ৪। ছ  
'-স্ত চ বলং ভীতমপ্র-'। ৫। ছ 'নিহন্তাসি ন সংশয়ঃ'। ৬। অস্ত্র শ্লোকস্ত হানে ছ 'তং খঃ প্রভাতে লবণং মহাক্ষন  
বধিতসে নাত্র তু সংশয়ো য়ে। শূলং কিং নির্গতমামিবার্ধে ধ্রুবো জয়ন্তে ভবিতা নরেন্দ্র' ইতি পাঠঃ।

## (৭৪) চতুঃসপ্ততিতমঃ সর্গঃ

ততস্তচ্ছৃণ্বতস্তস্য জয়ং চাকাঙ্ক্ষতঃ শুভম্ ।

ব্যতীতা রজনী শীঘ্রং শক্রেন্স্য মহাত্মনঃ ॥ ১ ॥

ততঃ প্রভাতে বিমলে তস্মিন্ কালে স রাক্ষসঃ ।

নির্গতস্ত পুরাচারো ভক্ষ্যাহারপ্রচোদিতঃ ॥ ২ ॥

এতস্মিন্মন্ত্রে বীরঃ শক্রেন্নো যমুনাং নদীম্ ।

তীর্ত্বা মধুপুরদ্বারি ধনুস্পাগিরতিষ্ঠত ॥ ৩ ॥

ততোহর্দ্ধদিবসে প্রাপ্তে ক্রুরকর্ম্মা স রাক্ষসঃ ।

আগচ্ছদ্বহসাহস্রং প্রাণিনাং ভারমুদ্বহন ॥ ৪ ॥

[ ২। লো-টা। ] সমহাবলঃ মহাবলেন সহ বর্তমানঃ ।

সেই মাক্ষাতার বিবরণ শুনিতে শুনিতে শুভ বিজয়াভিলাষী মহাত্মা শক্রের  
রাত্রি অতিক্রম অতিবাহিত হইল ॥ ১ ॥

পরে সেই নির্মল প্রাতঃকালে বীর লবণ-রাক্ষস খাণ্ড আহরণের প্রেরণায়  
নগর হইতে নির্গত হইল ॥ ২ ॥

ইতিমধ্যে বীর শক্র যমুনানদী পার হইয়া ধনুক হস্তে মধুর নগরদ্বারে  
অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৩ ॥

পরে দিবা দ্বিপ্রহরের সময় ক্রুরকর্ম্মা সেই রাক্ষস লবণ বহুসহস্র প্রাণীর ভার  
বহন করত আগমন করিল ॥ ৪ ॥

১। হ 'জয়নাকাঙ্ক্ষতত্বা'। ২। হ 'দ্বিপ্র'। ৩। হ 'তু'। ৪। হ 'ভঃ যমু-'। ৫। হ  
'ভক্ষ্যার্থী বৃহদাক্ষসঃ'। ৬। হ '-বদ-'। ৭। হ 'ভক্ষ্যকো যোরবর্ণন'। ৮। হ 'আগম-'।

ততো দদর্শ শক্রস্বং স্থিতং দ্বারি ধৃতায়ুধম্ ।

তমুবাচ ততো রক্ষঃ কিমনেন করিষ্যসি ॥ ৫ ॥

ঐদৃশানাং সহস্রাণি সায়ুধানাং নরাধম ।

ভঙ্কিতানি ময়া রোষাৎ কালেনানুগতো হসি ॥ ৬ ॥

আহারশ্চাপ্যসংপূর্ণো মমায়ং পুরুষাধম ।

স্বয়ং প্রবিক্টোহু মুখং কথমাশ্রুত দুর্মতে ॥ ৭ ॥

তশ্চৈবং ভাষমাণস্ত হসতশ্চ মুহুমুহুঃ ।

শক্রস্বো বীৰ্য্যসম্পন্নো রোষাদজ্ঞান্যবাস্তজৎ ॥ ৮ ॥

তস্য রোষাভিভূতস্য শক্রস্বস্য মহাত্মনঃ ।

দৌপ্তিমন্তো বিনিশ্চেরুর্নেত্রাভ্যাং পাবকার্চিষঃ ॥ ৯ ॥

৫। লো-টী। ধৃতায়ুধং ধৃতধনুধম্ ।

৬। লো-টী। কালং যত্নম্ অত্র অস্মিন্ সময়ে কিম্ আকাজ্জসে? 'কালেনানুগতো হসী'তি পাঠে কালেন যত্ননা প্রাপ্তোহসি ।

[ ৮। লো-টী। ] অবর্ত্তয়ৎ অপাতয়ৎ অশ্রপাতনমতীব ক্রোধবাজ্জকম্ ।

[ ৯। লো-টী। ] মরীচয়ঃ 'মরীচিম্'নিভেদে না গভস্তাবনপুংসক'মিতি কোষঃ ।

তার পর লবণ-রাক্ষস ধনুক হস্তে শক্রস্বকে পুরদ্বারে দেখিয়া তাঁহাকে বলিল, এই ধনুকদ্বারা কি করিবে? ॥ ৫ ॥

নরাধম, এতাদৃশ সহস্র সহস্র অস্ত্রধারীকে আমি ক্রোধবশতঃ ভঙ্কণ করিয়াছি; সুতরাং তোমার মৃত্যু উপস্থিত হইয়াছে ॥ ৬ ॥

পুরুষাধম দুর্মতে, আমি যাহা আনিয়াছি ইহাতে আমার সম্পূর্ণ আহার হইবে না, তুমি কিপ্রকারে নিজে আসিয়া অত্র আনার মুখে প্রবেশ করিলে । ॥ ৭ ॥

লবণ-রাক্ষস হস্তপূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ এইরূপ বলিতে লাগিলে বলবান্ শক্রস্ব রোষবশতঃ অশ্রবিসর্জন করিলেন ॥ ৮ ॥

সেই ক্রোধাক্ত মহাত্মা শক্রস্বের লোচনযুগল হইতে তেজোময় 'অগ্নিশিখা

১। হ 'উবাচ চৈনঃ প্রহসন'। ২। হ 'কালেনাকাজ্জসে কথং'। ৩। হ 'মমাত'। ৪। হ 'বরমাতঃ প্রবিক্টোহসি'। ৫। হ 'মত কিমাকালে'। ৬। হ 'বর্ত্তয়ৎ'। ৭। হ 'নিশ্চেষঃ সর্ব্বগাভ্যন্তর্য্যন্তোজোবজো মরীচঃ'।



উবাচ চ হুসংক্রুদ্ধঃ শক্রস্বঃ পুরুষাদকম্ ।

যোদ্ধুমিচ্ছামি দুর্ব্বন্ধে দ্বন্দ্বযুদ্ধং ত্বয়া সহ ॥ ১০ ॥

পুত্রো দশরথস্যাহং ভ্রাতা রামস্য ধীমতঃ ।

শক্রস্বো নাম দুর্ব্বন্ধে বধাকাজ্ঞী তবাগতঃ ॥ ১১ ॥

অত্ মে যোদ্ধুকামস্য দ্বন্দ্বযুদ্ধং প্রদীয়তাম্ ।

শক্রস্বঃ সর্ব্বভূতানাং ন মে জীবন্ গমিষ্যসি ॥ ১২ ॥

তথা তস্য ক্রবাণস্য রাক্ষসঃ প্রহসন্ বচঃ ।

প্রত্যাচ নরব্যাত্রং দিক্ত্যা প্রাপ্তোহসি দুৰ্ম্মতে ॥ ১৩ ॥

মম মাতুঃ স্বকো ভ্রাতা দশগ্রীবো মহাবলঃ ।

হতো রামেণ দুর্ব্বন্ধে জ্রীহেতোঃ পুরুষাধম ॥ ১৪ ॥

১০। লো-টী। যোদ্ধুং কৰ্ত্ত্বম্।

১১। লো-টী। তব বধাকাজ্ঞী অতোহগতঃ প্রথমত এব দ্বন্দ্বযুদ্ধং প্রদীয়তামিত্যর্থঃ। 'আগত' ইতি বা পাঠঃ।

বহির্গত হইতে লাগিল ॥ ৯ ॥

শক্রস্ব অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া নরখাদক লবণকে বলিলেন, দুর্ব্বন্ধে! আমি তোমার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি ॥ ১০ ॥

দুর্ব্বন্ধে, আমি দশরথের পুত্র এবং ধীমান্ রামচন্দ্রের ভ্রাতা, আমার নাম শক্রস্ব, আমি তোমাকে বধ করিবার অভিলাষে আসিয়াছি ॥ ১১ ॥

যুদ্ধাভিলাষী আমার সহিত অত্ দ্বন্দ্বযুদ্ধ কর; তুমি সমস্ত প্রাণীর শত্রু, আজ আমার নিকট হইতে জীবিত অবস্থায় যাইতে পারিবে না ॥ ১২ ॥

শক্রস্ব সেইরূপ বলিলে রাক্ষস লবণ হস্তপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রত্যুত্তর করিল, দুৰ্ম্মতে, তুমি দৈবক্রমে উপস্থিত হইয়াছ ॥ ১৩ ॥

দুর্ব্বন্ধে পুরুষাধম, আমার মাতার আত্মীয় ভ্রাতা ( মাসুতুতো ভাই ) মহাবলবান্ দশাননকে রাম দ্বীর জগ্ন্য বধ করিয়াছে ॥ ১৪ ॥

তচ্চ মে মর্ষিতং সর্বং রাবণস্য কুলক্ষয়ম্ ।  
 অবজ্ঞাপূর্বকং তন্মাং দহত্যপ্রতিকারিণম্ ॥ ১৫ ॥  
 ইক্ষ্বাকবো ময়া সর্বৈ পরাভূতা যথা ত্বম্ ।  
 ভূতান্শৈব ভবিষ্যশ্চ যুয়ং চ পুরুষাধমাঃ ॥ ১৬ ॥  
 তস্য তে যুদ্ধকামস্য যুদ্ধং দাস্যামি দুর্মতে ।  
 ঈপ্সিতং যাদৃশং তুভ্যং সজ্জয়ে যাবদায়ুধম্ ॥ ১৭ ॥  
 তমুবাচ স শক্রলো ন মে জীবন্ গমিষ্যসি ।  
 গতৌ হি দর্শনং শক্রর্ন মোক্তব্যঃ কৃতাত্মভিঃ ॥ ১৮ ॥

১৫। লো-টী। সর্বঃ কুলক্ষয়ঃ সর্বকুলক্ষয় ইত্যর্থঃ। ক্ষান্তঃ। ইদানীমবজ্ঞাং পুরস্কৃত্য  
 ভবন্তং ক্ষয়ামি নাশয়ামি।

১৬। লো-টী। ত্বং যথা তথা পরিজ্ঞাতাঃ।

১৭। লো-টী। তন্ত তে তব যাদৃশম্ ঈপ্সিতং যুদ্ধং তুভ্যং দাস্যামি। অতন্তব যদায়ুধম-  
 সাধারণং তং সজ্জয়েথা গৃহীতাঃ।

১৮। লো-টী। কৃতাত্মভিঃ কৃতশাস্ত্রজ্ঞানৈঃ।

আমি সেই সমস্ত রাবণের কুলক্ষয়ের বিষয় অবজ্ঞাপূর্বক ক্ষমা করিয়াছি,  
 প্রতিকার না করিয়া সেই ক্ষমা করাই আমাকে দক্ষ করিতেছে ॥ ১৫ ॥

পুরুষাধম, ইক্ষ্বাকুবংশীয় পূর্ববর্তী সকলকে আমি ত্বণের আয় পরাভূত  
 করিয়াছি এবং তোমাদিগকে ও তোমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদিগকেও [ ত্বণের আয়ই  
 পরাভূত ] করিব ॥ ১৬ ॥

দুর্মতে, তোমার যেরূপ যুদ্ধ অভিপ্রেত—যুদ্ধাভিলাষী তোমাকে আমি  
 সেইরূপ যুদ্ধ প্রদান করিব, যতক্ষণ আমি অস্ত্র সজ্জিত করি [ ততক্ষণ অপেক্ষা  
 কর ] ॥ ১৭ ॥

শক্রস্ত তাহাকে বলিলেন, আমার নিকট হইতে তুমি জীবিতাবস্থায়

১। হ 'তচ্চাহং মর্ষয়ে'। ২। হ 'বমাং'। ৩। হ '-অয়িরিবাশয়ম্'। ৪। হ 'ত্বম্'। ৫। হ  
 'বে বুমাকং নরাধম'। ৬। হ 'অন্ত'। ৭। হ 'বন্তে'। ৮। হ 'সজ্জেশাস্ত্রমথায়ুধম্'। অতঃ পরং হ  
 'ভিষ্ঠ স্বক মুহুর্ভং হি বাবদায়ুধমানমে' ইত্যধিকম্। ৯। হ 'শক্রস্তত্ত্ববীৰ্য্যাকাং ক মে'। ১০। ক 'সলজ্ঞে'।

যো হি বিক্লবয়া বুদ্ধ্যা দদাতি প্রসরং রিপোঃ ।

স হতো মন্দবুদ্ধিত্বাৎ স লোকে পুরুষাধমঃ ॥ ১৯ ॥

এবমেব হি শক্রগাং বর্তিতব্যং যথা তথা ।

তস্মাদ্বাৎ নিহনিষ্যামি শরেণানতপৰ্ব্বণা ॥ ২০ ॥

ইত্যার্থে বাসীকীরে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে লবণাক্ষেপো নাম  
চতুঃসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭৪ ॥

১৯। লো-টী। বিক্লবয়া মন্দয়া, প্রসরং প্রসরণং গমনমিত্যর্থঃ। বধা, প্রসরং প্রণয়ং  
প্রীতিং প্রদত্তাৎ কুর্ঘ্যাৎ স পুরুষাধমোহপি ইতি বাক্যাস্তম্।

২০। লো-টী। যথা তথা যেন তেন প্রকারেণ।

[ লো-টী। ] সুদৃষ্টং শোভনদর্শনং যথা ত্বাৎ। জীবন্ত স্থাবর-জঙ্গমস্ত লোকমালোকনম্।  
বিলয়ং নাশম্। স্বাং রিপুং, গেহাভিমুখং যথা।

লবণাক্ষেপঃ ॥ ৭৪ ॥

যাইতে পারিবে না, কৃতপ্রযত্ন ব্যক্তিগণের দৃষ্টিপথে পতিত শত্রুকে ছাড়িয়া দেওয়া  
বিধেয় নহে ॥ ১৮ ॥

যে মন্দ বুদ্ধি বশতঃ শত্রুকে অবসর প্রদান করে, সে সেই বুদ্ধিহীনতার দরুণ  
নিহত হয় এবং জগতে পুরুষাধম বলিয়া গণ্য হয় ॥ ১৯ ॥

শত্রুর প্রতি এইরূপ যে-কোন প্রকার ব্যবহার করিবে, স্তূতরাং আমি আনত-  
পৰ্ব্ব শর দ্বারা তোমাকে নিহত করিব ॥ ২০ ॥

মহর্ষি বাসীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে লবণাক্ষেপ নামক  
৭৪তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৪ ॥

১। হ 'প্রদত্তাৎ'। ২। হ 'স মহান্ মন্দবুদ্ধিঃ ত্বাৎ'। ৩। অত্র যৌক্যত্বাৎ হ 'তস্মাৎ  
জীবন্ত কুর্ষ জীবলোকং শরৈঃ শিষ্টৈস্ত্বাং বিবিধৈর্নরায়ামি। যমস্ত গেহাভিমুখং হি পাণং রিপুং জিলোকস্ত চ রাঘবত' ॥  
ইতি পার্শ্বঃ।

( ৭৫ ) পঞ্চসম্ভাতিতমঃ সর্গঃ

তচ্ছ্রুত্বা ভাবিতং তস্য শত্রুঘ্নস্য মহাত্মনঃ ।

রোষমাহারয়ৎ তীব্রং রক্ষস্ঠিষ্ঠেতি চাত্রবীৎ ॥ ১ ॥

নিপীড়্য পাণিনা পাণিং দষ্টৈর্দন্তাংস্তথা পিষন্ ।

লবণো রঘুশাব্দ লমাহ্বয়ামাস চাসকৃৎ ॥ ২ ॥

তং ক্রবাণং তদা বাক্যং লবণং ভীমবিক্রমম্ ।

শত্রুঘ্নো দেবশত্রুং তু ইদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৩ ॥

শত্রুঘ্নো ন তদা জাতো যদাশ্চে নির্জিতাস্থয়া ।

মমাগ্ন বাণাভিহতো ব্রজ স্বং যমসাদিনম্ ॥ ৪ ॥

১। লো-টা। আহারয়ৎ অকরোৎ।

২। লো-টা। ‘ক্রোধতাত্প্রায়তেক্ষণ’ ইতি পাঠঃ। ‘দন্তান্ কটকটাব্য চ’ ইতি কচিৎ পাঠে কটকটং করোতীতি বক্তা যন্, ‘যপি লঘুপূর্বোহ্বাণী’ত্যয়। ‘দষ্টৈর্দন্তাংস্তথাপিষদি’তি কচিৎ পাঠঃ।

৩। লো-টা। তং শত্রুঘ্নং তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি ক্রবাণং দেবশত্রুং লবণং শত্রুঘ্ন ইদমব্রবী-  
দিত্যম্বয়ঃ।

মহাত্মা শত্রুঘ্নের সেই কথা শুনিয়া রাক্ষস লবণ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া ‘থাম’  
এই কথা বলিল ॥ ১ ॥

লবণ হস্তদ্বারা হস্ত এবং দন্তদ্বারা দন্ত সকল নিষ্পেষিত করিতে করিতে  
রঘুসিংহ শত্রুঘ্নকে পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিতে লাগিল ॥ ২ ॥

ভীমপরাক্রম লবণ ঐরূপ বলিতে লাগিলে শত্রুঘ্ন সেই দেবশত্রুকে এই কথা  
বলিলেন— ॥ ৩ ॥

তুমি যখন অপর সকলকে পরাজিত করিয়াছিলে, তখন শত্রুঘ্ন জন্মগ্রহণ  
করে নাই ; অতএব তুমি আমার বাণে আহত হইয়া যমালয়ে গমন কর ॥ ৪ ॥

১। হ ‘রাক্ষসঃ স নরোত্তমঃ’। ২। হ ‘পাণৌ পাণিং বিনিশ্চিত্য দন্তান্ কটকটাব্য চ’। ৩। হ ‘ভারক  
ভূমৌ নিক্ষিপ্য তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাত্রবীৎ’। ৪। হ ‘পাপং’। ৫। হ ‘তং’। ৬। হ ‘বাসাসে’।

ঋষয়স্তু[স্থান]১ ছ পশ্যন্তু পাপাত্মানং রণে হতম্ ।

মদীয়শরবিদ্ধাঙ্গং ত্রিদশা ইব রাবণম্ ॥ ৫ ॥

ত্বয়ি মদ্বাণনির্দক্ষে পতিতেহ্য নিশাচর ।

পূরে জনপদে চাপি ক্ষেমমেব ভবিষ্যতি ॥ ৬ ॥

অথ মচ্চাপানক্ষিপ্তঃ শরো বজ্রনিভাননঃ ।

প্রবেক্ষ্যতে তে হৃদয়ং পদ্যমংশুরিবাক্ষজঃ ॥ ৭ ॥

স উৎপাট্য মহচ্ছালং লবণঃ ক্রোধমুচ্ছিতঃ ।

শত্রুগ্নোরসি চিক্ষেপ তং শূরঃ শতধাচ্ছিনৎ ॥ ৮ ॥

তদৃষ্ট্বা বিফলং কস্ম্য রাক্ষসঃ পুনরেব হি ।

বৃক্ষান্ মহত উৎপাট্য শত্রুগ্নায়াক্ষিপদ্বলী ॥ ৯ ॥

[ লো-টা ] । এতদ্ বনং মধুবনং পুরং জনপদঞ্চ জনানং পদং স্থানমাশ্রয়ো ভবিষ্যতি ।

দেবগণ রাবণকে যেরূপ [ নিহত | দেখিয়াছিলেন সেইরূপ আজ ঋষিগণ আমার শরে বিদ্ধগাত্র পাপিষ্ঠ লবণকে যুদ্ধে নিহত অবলোকন করুন ॥ ৫ ॥

নিশাচর, তুমি আজ আমার বাণে দক্ষ হইয়া ভূতলে পতিত হইলে নগর এবং জনপদের মঙ্গল হইবে ॥ ৬ ॥

আজ আমার ধনুক হইতে নিক্ষিপ্ত বজ্রতুল্য শর পদ্যমধ্যে রবিকিরণের ন্যায় তোমার হৃদয়মধ্যে প্রবেশ করিবে ॥ ৭ ॥

লবণ ক্রোধাক্ত হইয়া বৃহৎ শালবৃক্ষ উৎপাটিত করিয়া শত্রুগ্নের বক্ষঃস্থলে নিক্ষেপ করিলে বীর শত্রুগ্ন তাহাকে শতখণ্ডে ছিন্ন করিলেন ॥ ৮ ॥

বলবান্ রাক্ষস সেই শালবৃক্ষনিক্ষেপ নিফল দেখিয়া পুনরায় অতিশয় প্রকাণ্ড বৃক্ষসকল উৎপাটিত করিয়া শত্রুগ্নের উপর নিক্ষেপ করিল ॥ ৯ ॥

১। ছ 'হতং রণে'। ২। ছ 'মহীতলে'। ৩। ছ 'পূরং জনপদঞ্চ'। মম চৈতন্ত্যবিভক্তি'।

৪। ছ 'নিষ্কান্তঃ'। ৫। ছ 'এবমুক্তো মহাবৃক্ষ'। ৬। ছ 'শত্রুগ্নং প্রতি'। ৭। ছ 'তদ্যাসৌ'।

৮। ছ 'পাদপান্ হবহুন্ গুহ্য শত্রুগ্নায়াক্ষিপদ্বলী'।

শক্রশ্চাপি তেজস্বী বৃক্ষানাপততো বহুন্ ।

চিচ্ছেদ শায়কৈর্দাঁপ্তরৈকৈকং স<sup>১</sup> দ্বিধা ত্রিধা ॥ ১০ ॥

ততো বাণময়ং বর্ষং<sup>২</sup> ব্যহজদ্ রাক্ষসোরসি ।

শক্রয়ো বীৰ্য্যসম্পন্নঃ ক্ষোভো নাভূচ্চ রক্ষসঃ ॥ ১১ ॥

ততঃ প্রহস্য লবণো বৃক্ষমুৎপাট্য বীৰ্য্যবান্ ।

ভৃশং জঘান শিরসি স্রস্তাঙ্গঃ স যুমোহ বৈ ॥ ১২ ॥

তস্মিন্ নিপতিতে শূরে হাহাকারো মহানভূৎ ।

ঋষীণাং সিদ্ধসজ্জানাং গন্ধর্ব্বা<sup>৩</sup>ম্পরসাং তথা ॥ ১৩ ॥

তমবজ্জায় তু হতং শক্রশ্চ পতিতং ভুবি ।

রক্ষো লক্ষ্যাস্তরমপি ন বিবেশ স্বমালয়ম্ ॥ ১৪ ॥

১২। লো-টী। স্রস্তং প্রসারিতমঙ্গং হস্তান্তবয়বো যন্ত সঃ।

১৩। লো-টী। সহস্রশঃ হাহাকারঃ সহস্রাণাং বা ঋষ্যাদীনাম্।

১৪। লো-টী। অন্তরং ছিদ্রমপি লক্ষ্য।

তেজস্বী শক্রশ্চও আপতিত বহু বৃক্ষের প্রত্যেকটাকে দীপ্তিশালী বাণদ্বারা দুই তিন খণ্ডে ছেদন করিলেন ॥ ১০ ॥

পরে বলবান্ শক্রশ্চ রাক্ষস লবণের বক্ষঃস্থলে শরবৃষ্টি বর্ষণ করিতে লাগিলেন, তাহাতে তাহার কোন ক্ষোভ হইল না ॥ ১১ ॥

তার পর বলশালী লবণ অটুহাস্ত করত বৃক্ষ উৎপাটিত করিয়া শক্রশ্চের মস্তকে গুরুতর আঘাত করিলে তিনি অবসন্নদেহে মুচ্ছিত হইলেন ॥ ১২ ॥

বীর শক্রশ্চ ভূতলে পতিত হইলে ঋষিগণ, সিদ্ধগণ, গন্ধর্ব্বগণ এবং অমরাগণের মধ্যে অত্যন্ত হাহাকার উথিত হইল ॥ ১৩ ॥

দৈববশতঃ নষ্টবুদ্ধি লবণরাক্ষস অবজ্ঞাভরে ভূপতিত সেই শক্রশ্চকে নিহত

১। ক 'ত্রিভিঃ সপ্তধা'। অতঃ পরং হ 'ত্রিভিঃ সপ্তভিঃ'কৈকৈকং চিচ্ছেদানন্তপর্কভিঃ'। ইত্যধিকম্।

২। হ 'বর্ষমহজ্জয়া'। ৩। হ '-রো বিঘাথে ন চ রাক্ষসঃ'। ৪। হ 'শিরস্যাত্মহনক্ষুরঃ' নিহতং'।

৫। হ 'চ'। ৬। হ 'ভূমৌ'। ৭। হ 'দেব-'। ৮। হ '-ঋষীণাঞ্চ সর্কণঃ'। ৯। হ 'ভং স বিজায়

১০। হ 'ভুবি পাতিতম্'।

নাপি জগ্রাহ তচ্ছূলং দৈবোপহতচেতসঃ ।

ততো হত ইতি জাহ্না তং ভক্ষং সমুপাহরৎ ॥ ১৫ ॥

মুহূর্তাল্লবসংজ্ঞস্ত শক্রশ্বঃ পুনরুজ্জিতঃ ।

অতিষ্ঠদ্রাক্ষসদ্বারি পূজিতঃ পরমর্ষিভিঃ ॥ ১৬ ॥

ততো দিব্যমমোঘং স জগ্রাহ শরমুত্তমম্ ।

জলন্তং তেজসা ঘোরং ভাসয়ন্তং দিশো দশ ॥ ১৭ ॥

বজ্রাননং বজ্রবেগং সংযুগেষপরাজিতম্ ।

দানবেন্দ্রনরেন্দ্রাণাং শূরাণাকৈব দারুণম্ ॥ ১৮ ॥

১৫। লো-টা। 'অগ্ৰাহ্যভারমামিষ'মিতি পাঠঃ। 'ভক্তব্যং সমুপাহর'দिति পাঠে গৃহীতবান্।

১৭। লো-টা। তেজসা দিশো দশ পুরয়ন্তম্।

১৮। লো-টা। বিশিনষ্টি বজ্রাসনমিত্যাদি-চাক্রপত্রমিত্যন্তেন সাক্ষেন, পতত্রিণমিতি পরেণাঘয়ঃ। বজ্রভেব অসনং প্রক্ষেপো যন্ত তম্।

মনে করিয়া অবকাশ লাভ করিয়াও স্বগৃহে প্রবেশ করিল না এবং সেই শূলও গ্রহণ করিল না। পরে শক্রশ্বকে মৃত মনে করিয়া সেই ( পূর্ববানীত ) খাচ্চ ( অর্থাৎ মাংসভার ) আহরণে প্রবৃত্ত হইল ॥ ১৪-১৫ ॥

শক্রশ্ব মুহূর্তমধ্যে সংজ্ঞা লাভ করিয়া পুনরায় উত্থানপূর্বক শ্রেষ্ঠঋষিগণ কর্তৃক পূজিত ( অর্থাৎ প্রশংসিত ) হইয়া রাক্ষসের পুরদ্বারে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ১৬ ॥

অনন্তর শক্রশ্ব প্রভাদ্বারা অতিশয় দীপ্যমান দশদিক্ উদ্ভাসনকারী, বজ্রমুখ, বজ্রতুল্য-বেগশালী, যুদ্ধে অপরাজিত,—দানবরাজ, নৃপতি এবং বীরদিগের ভয়ঙ্কর অব্যর্থ এবং উৎকৃষ্ট রমণীয় শর গ্রহণ করিলেন ॥ ১৭-১৮ ॥

১। হ 'শুনং স জগ্রাহ যতোহয়মিতি দানবঃ'। ২। হ 'অগ্ৰাহ্যভারমামিষ'। ৩। হ 'জলন্তলবসংজ্ঞাং দীপয়ন্তং দিশো দশ'। ৪। হ '-বনঃ'। ৫। হ '-মুখং বেক্ষমদ্বারগৌরব' অন্তঃ পরং 'মির্জিতং হরিণা পূর্বং সংযুগেষপরাজিতম্'। অস্বক্চন্দনলিপ্তাং চাক্রপত্রং পতত্রিণম্'। ইত্যধিকম্। ৬। হ '-বেজ্রাচ্চেন্দ্রাণাং'। ৭। হ '-ঋষিবারণম্'।

ধনুযাধীয়মানে চ তেনাস্মিংস্ত শরোত্তমে ।

প্রাঙ্কলন্ত নভস্যাক্ষা নির্ঘাতাশ্চ প্রপেদিরে ॥ ১৯ ॥

তং দীপ্তমিব কালাগ্নিং যুগান্তে সমুপস্থিতম্ ।

দৃষ্ট্বা সৰ্ব্বাণি ভূতানি পরং ত্রাসমুপাগমন্ ॥ ২০ ॥

ততো দেবর্ষিগন্ধৰ্ব্বং সহসিক্কাপ্সরোগণম্ ।

জগৎ সৰ্ব্বমথাস্থং পিতামহমুপাদ্রবৎ ॥ ২১ ॥

উচুশ্চ দেবদেবেশং বরদং প্রপিতামহম্ ।

কচ্চিল্লোকক্কয়ো দেব সংপ্রাপ্তৌহয়ং ভয়াবহং ।

নেদৃশং দৃষ্টপূৰ্ব্বন্ত শ্রুতং বাপি পিতামহ ॥ ২২ ॥

২০। লো-টী। তং পতত্রিণং শরং দৃষ্ট্বা সৰ্ব্বভূতানি ত্রাসমুপাগমম্ভিতি সাক্ষেনাশ্রয়ঃ। পতত্রং পত্ৰমস্ত্রীতি পতত্রী তম্। পুরাণাঞ্চ অনুরপুৰাণাঞ্চ। কমিব ? তং যুগক্ষয়ং যুগক্ষয়কারকং কালাগ্নিমিব।

২১। লো-টী। অস্থস্থম্ অগ্রকৃতিস্থম্।

শত্রুস্ব সেই উৎকৃষ্ট শর ধনুকে যোজনা করিলে আকাশে উজ্জ্বলিত হইল এবং ভীষণ শব্দ উত্থিত হইল ॥ ১৯ ॥

প্রলয়কালীন কালাগ্নির জ্বালা সেই শরকে প্রজ্জ্বলিত দেখিয়া সমস্ত প্রাণী অতিশয় ভীত হইল ॥ ২০ ॥

অনন্তর দেবতা, ঋষি, গন্ধৰ্ব্ব, সিদ্ধ, অম্বরগণ এবং সমস্ত জগদ্ধাসী অপ্রকৃতিস্থ হইয়া ত্রস্কার নিকটে গমন করিলেন ॥ ২১ ॥

তঁাহারা দেবদেবেশ্বর বরদাতা পিতামহকে বলিলেন, দেব ! ইহা কি ভয়াবহ প্রলয় উপস্থিত হইল ? পিতামহ ! পূৰ্বে এরূপ কখনও দেখা যায় নাই বা শুনা যায় নাই ॥ ২২ ॥

১। হ 'তু'। ২। হ 'তেন তস্মিন'। ৩। হ 'প্রাঙ্কলন্ত নভস্যাক্ষা'। ৪। হ 'ততঃ স-  
দেবগন্ধৰ্ব্বং স-বক্ষ্যবিচারম্'। ৫। হ 'জগদ্ধি সৰ্ব্বং সংযুজ্য'। ৬। হ '-পাত্ৰদং'। ৭। হ 'অথ তং'।  
৮। হ '-শমুদ্রদেবাঃ পিতা-'। ৯। হ '-পুঃ স্তবজম্'। ১০। হ '-সঃ'। ১১। হ 'চাপি'।



তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ।

উবাচ মধুরাং বাণীং শৃণুধ্বং ত্রিদিবৌকসঃ ॥ ২৩ ॥

বধায় লবণশ্রাজৌ শরঃ শক্রবলধারিতঃ ।

তেজসা যশ্চ সংযুতাঃ সর্বৈশ্চ সুরসত্তমাঃ ॥ ২৪ ॥

বিষ্ণোরিবং হি দেবশ্চ লোককর্তৃশ্চ হাত্মনঃ ।

শরন্তেজোময়ো ভীমৌ ভয়ং বো যৎকৃতে মহৎ ॥ ২৫ ॥

এষ বৈ কৈটভশ্রার্থে মধোশৈচব মহাশরঃ ;

সৃষ্টৌ মহাত্মনা তেন বধার্থং রক্ষসোদ্বয়োঃ ॥ ২৬ ॥

এষ একঃ প্রজানাং হি বিষ্ণোস্তেজোময়ঃ শরঃ ।

এষ বৈ স শরঃ পূর্বং বিষ্ণোস্তশ্চ মহাত্মনঃ ॥ ২৭ ॥

২৭। লো-টা। প্রজানাং বিষ্ণোঃ প্রজানাং প্রভাবিষ্ণোরিতি ষষ্ঠ্যর্থঃ প্রভুত্বম্। একঃ শ্রেষ্ঠঃ। পূর্বা তদ্বঃ শরীরম্।

লোকপিতামহ ব্রহ্মা তাঁহাদের সেই কথা শুনিয়া মধুর বাক্যে বলিলেন—  
দেবগণ, শ্রবণ কর ॥ ২৩ ॥

হে সুরশ্রেষ্ঠগণ, সংগ্রামে লবণকে বধ করিবার নিমিত্ত শক্রবলধারক ধৃত  
শরের তেজঃপ্রভাবে আমরা সকলে বিমুঢ় হইয়া পড়িয়াছি ॥ ২৪ ॥

যাহার জন্ত তোমাদের অত্যন্ত ভয় উপস্থিত হইয়াছে, তাহা লোককর্ত্তা  
মহাত্মা ভগবান্ বিষ্ণুর তেজোময় শর ॥ ২৫ ॥

মহাত্মা বিষ্ণু ‘কৈটভ’ এবং ‘মধু’ এই রাক্ষসদ্বয়ের বধের জন্ত এই মহাশর  
সৃষ্টি করিয়াছিলেন ॥ ২৬ ॥

প্রজাদিগের প্রভু বিষ্ণুর এই তেজোময় শ্রেষ্ঠ শর ; ইহাই সেই মহাত্মা বিষ্ণুর  
প্রাচীন শর ॥ ২৭ ॥

১। হ ‘দেবানাং বচনং দেবঃ শ্রুত্বা দেবঃ কমলসম্ভবঃ’। ২। হ ‘সর্বদেবতাঃ’। ৩। হ ‘তানঃ’।  
৪। হ ‘ভত’। ৫। হ ‘এষ বৈ পূর্বদেবত’। ৬। হ ‘বদ্যাদ্’। ৭। হ ‘বঃ সমুপাগবৎ’। ৮। হ ‘স এষ  
কৈটভ’। ৯। হ ‘বধুনত’। ১০। হ ‘এষ প্রজানীত’। ১১। হ ‘ঐব তদুর্দ্বিকোঃ শক্রবল রমুতবঃ’।

তস্মাদ্ গচ্ছত পশ্যধ্বং বধ্যমানং মহাত্মনা ।

রামানুজেন বীরেণ লবণং রাক্ষসোত্তমম্ ॥ ২৮ ॥

তস্ম তে দেবদেবস্ম নিশম্য মধুরাং গিরম্ ।

আজগ্ম যুদ্ধে যুধ্যেতে শক্রেন্ন-লবণাবুভৌ ॥ ২৯ ॥

তং শরং সূর্য্যসঙ্কশং শক্রেন্নকরধারিতম্ ।

দদৃশুঃ সৰ্ব্বভূতানি যুগাস্তায়িমিবোথিতম্ ॥ ৩০ ॥

আকাশমাবৃতং দৃষ্ট্বা দেবৈর্হি রঘুনন্দনঃ ।

সিংহনাদং ভূশং কৃত্বা পুনর্লবণমাহ্বয়ৎ ॥ ৩১ ॥

আহুতশ্চ পুনস্তেন শক্রেন্ন মহাত্মনা ।

লবণং ক্রোধসংযুক্তো যুদ্ধায় সমুপস্থিতঃ ॥ ৩২ ॥

[ লো-চী । ] মঃদ বধা শ্রাৎ ।

সুতরাং তোমরা গমন করিয়া মহাত্মা রামানুজ বীর শক্রেন্নকর্তৃক বধ্যমান রাক্ষসশ্রেষ্ঠ লবণকে অবলোকন কর ॥ ২৮ ॥

তঁাহারা দেবদেব ব্রহ্মার মধুর বাণী শ্রবণ করিয়া যেখানে শক্রেন্ন ও লবণ যুদ্ধ করিতেছিলেন সেই স্থানে আগমন করিলেন ॥ ২৯ ॥

সমস্ত প্রাণী শক্রেন্নের হস্তধৃত সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল প্রলয়কালীন অগ্নির ন্যায় উথিত সেই শর দেখিতে পাইল ॥ ৩০ ॥

রঘুনন্দন শক্রেন্ন দেবগণকর্তৃক নভোমণ্ডল আবৃত দেখিয়া পুনঃ পুনঃ সিংহনাদ করত পুনরায় লবণরাক্ষসকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিলেন ॥ ৩১ ॥

মহাত্মা শক্রেন্নকর্তৃক পুনরায় আহুত হইয়া লবণ ক্রোধের সহিত যুদ্ধ করিতে

১। হ 'লবণং নিরুদ্ভবিয়া' নিশাচরম্ । ২। হ 'বচনঃ শ্রবণঃ' । ৩। হ 'তদ যুদ্ধং শক্রেন্নম্য চ রমসঃ' । ৪। হ 'যোর-' । ৫। হ 'দেবভৈঃ' । ৬। হ 'মুহঃ' । ৭। অস্যা পূর্বাধাৎ পরং হ 'অথোবাচ স শক্রেন্না লবণং রাক্ষসাদিপম । প্রবেষ্টব্যং ন দুর্লব্ধে মৃত্যুস্তেহমুপাগতঃ । ততঃ ক্রুদ্ধোহতি লবণঃ শ্রদ্ধা শক্রেন্নভাবিতম্ । অস্ত্রক বৈকথং দৃষ্ট্বা তৈরবং স সমুত্ততম্ । ক্রুদ্ধচেতা উবাচেনং শক্রেন্নমণরাজিতম্ । মুহূর্তং তিষ্ঠ দুর্লব্ধে রঘুনাং কুলপাংশন । ধাবৎ কৃৎস্নিকং কিপ্রমাহারক পুনর্গৃহাৎ । নিক্রমামি সপুলোহন্ত ততস্বং ন ভবিষ্যসি । শক্রেন্নশত্রৌ বোহো ভোক্তাসে ন মরি স্থিতে । প্রেতলোকগতস্ত্বমাহ্নিকং বৈ করিষ্যসি । ততঃ ক্রুদ্ধোহব্রবীষাকং লবণো দ্রষ্টমানসঃ । বস্মায় ক্ষমসে পাণ বৃদ্ধং মাং কৃপান্তরম্ । তস্মান্তে ন পরী কৃত্বা-ক্সার্ভৌ বিচরিষ্যসি । মুক্তা স শাপং লবণঃ শক্রেন্ন-মতিদুঃস্বপে' । ইত্যধিকম্ । ৮। হ 'তত-' । ৯। হ '-রক্তাক্ষো বৃদ্ধমাদায় বিচিতিঃ' ।

আ কৰ্ণাৎ স বিকৃশ্যাথ তদ্ধনুৰ্দ্ধনুবাং বরম্ ।

মুমোচ তং মহাবাণং শক্রশ্চো লবণোরসি ॥ ৩৩ ॥

উরস্তস্য স নির্ভিত্ত প্রবিবেশ রসাতলম্ ।

গচ্ছা রসাতলকৈব শরো বিবুধপূজিতঃ ।

পুনরেবাগমতূর্ণং শক্রশ্চ মহাকরম্ ॥ ৩৪ ॥

শক্রশ্চশরনির্ভিমো লবণঃ স নিশাচরঃ ।

পপাত সহসা ভূমৌ বজ্রাহত ইবাচলঃ ॥ ৩৫ ॥

তচ্চ শূলং মহদ্বিঘ্নং লবণে নিহতে যুধি ।

পশ্চতাং সৰ্বভূতানাং রুদ্রস্য বশমবগাৎ ॥ ৩৬ ॥

[ লো-টী ] । বিষ্টিতঃ বিশেষণ স্থিতঃ ।

৩৬। লো-টী । ‘বশমবগা’দিতি পাঠে বশঃ পার্শ্বম্ । ‘করমবগাদি’তি বা পাঠঃ ।

উপস্থিত হইল ॥ ৩২ ॥

শক্রস্ব সেই শ্রেষ্ঠ ধনুক কৰ্ণ পর্য্যন্ত বিস্তারিত করিয়া লবণের বক্ষঃস্থলে সেই মহাবাণ নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৩৩ ॥

দেবগণ-পূজিত সেই বাণ লবণের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া রসাতলে গমন করত পুনরায় দ্রুত শক্রস্বের দীর্ঘ হস্তে আগমন করিল ॥ ৩৪ ॥

সেই নিশাচর লবণ শক্রস্বের শরে বিদীর্ণ হইয়া সহসা বজ্রাহত পর্ব্বতের আয় ভূতলে পতিত হইল ॥ ৩৫ ॥

যুদ্ধে লবণ নিহত হইলে সেই বিশাল স্বর্গীয় শূল সমস্ত প্রাণীর সমক্ষেই রুদ্রের পার্শ্বে উপস্থিত হইল ॥ ৩৬ ॥

১। হ ‘-ব’বিনাং বরঃ’ । ২। হ ‘স চোরস্তস্য’ । ৩। হ ‘-প’বিক্’কুতুলনশনম্’ । ৪। হ ‘-পোথ’ স রাক্ষসঃ’ । ৫। হ ‘হতে লবণরাক্ষসি’ ।

অথর্বয়ো দেবগণাঃ সসিদ্ধা

অপূজয়ন্নপ্সরসশ্চ বীরম্ ।

দিক্টিয়া জয়ো দাশরথে তবাচ্চ

দিক্টিয়া চ লোকাঃ সকলাঃ প্রসম্মাঃ ॥ ৩৭ ॥

একেষুণা চৈব বিহত্য শত্রুং

লোকত্রয়স্তাপি রঘুপ্রবীরঃ ।

বিনির্বভাবুদ্রুতচাপপাণি-

স্তমঃ প্রণুত্বেব সহস্ররশ্মিঃ ॥ ৩৮ ॥

ইত্যার্ষে বান্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে লবণবধো নাম

পঞ্চসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭৫ ॥

৩৭। লো-টী। ‘সদেব-ঋষিগণা’ ইতি বিসন্ধিরার্থঃ। ‘অথর্বয়ো দেবগণাঃ সসিদ্ধা অপূজয়ন্নপ্সরসশ্চ বীর’মিতি কচিং পাঠঃ।

লবণবধঃ ॥ ৭৫ ॥

পরে ঋষিগণ, দেবগণ, সিদ্ধগণ এবং অপ্সরাগণ বীর শত্রুদের প্রশংসা করিলেন—দাশরথে! ভাগ্যক্রমে আজ তোমার জয় হইল এবং ভাগ্যক্রমে সমস্ত জগৎ প্রসন্ন (অর্থাৎ বিষাদমুক্ত) হইল ॥ ৩৭ ॥

রঘুবংশীয় বীরপ্রবর শত্রুঘ্ন একটী বাণদ্বারা ত্রিভুবনের শত্রু লবণকে নিহত করিয়া হস্তে ধনুর্বাণ উত্তোলিত করত অন্ধকার-ধ্বংসকারী সহস্ররশ্মি সূর্য্যের স্থায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৩৮ ॥

মহর্ষি বান্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে লবণবধ-নামক

৭৫তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৫ ॥

১। হ ‘ভুতন্ত দেবর্ষিগণাঃ সপন্নগাঃ’। ২। হ ‘প্রপূজয়ে (৭) স্যাপ্সরসশ্চ সিদ্ধাঃ’। ৩। হ ‘ঋষণঃ’। ৪। হ ‘-সাস্য’। ৫। হ ‘তস্যো বিদ্যার্থেব’।

## (৭৬) ষট্‌সপ্ততিতমঃ সর্গঃ

হতে তু লবণে দেবাঃ সেল্লাঃ সায়িপুৰোগমাঃ ।

উচুঃ স্নমধুরাং বাগীং শক্রস্বং শক্রতাপনম্ ॥ ১ ॥

দিষ্ট্যা তে বিজয়ো বীর দিষ্ট্যা তে রাক্ষসো হতঃ ।

শ্রীতাঃ স্মো নরশার্দূল বরং বরয় রাঘব ॥ ২ ॥

বরদাঃ স্মো মহাবাহো সর্ব এব সমাগতাঃ ।

বিজয়াকাঙ্ক্ষিণস্তভ্যমমোঘং দর্শনং চ নঃ ॥ ৩ ॥

দেবানাং ভাষিতং শ্রুত্বা শূরো যুদ্ধি কৃতাজ্জলিঃ ।

প্রত্যাচ মহাতেজাঃ শক্রস্বঃ প্রযতান্ববান্ ॥ ৪ ॥

ইয়ং মধুপুরী রম্যা মধুনা পূর্বনির্মিতা ।

নিবেশং প্রাপ্ত্যাচ্ছীত্রমেব মে কাঙ্ক্ষিতো বরঃ ।

৩। লো-টা। তুভ্যং তব।

৫। লো-টা। ‘দেবেনেব’ বিনির্মিতা’ ইতি পাঠঃ। বরঃ শ্রেষ্ঠঃ। নিবেশং নানানিগ্ন-  
রূপবিশ্বাসং রচনামিতার্থঃ।

লবণ-রাক্ষস নিহত হইলে ইন্দ্র এবং অগ্নিপ্রমুখ দেবগণ শক্রসন্তাপক  
শক্রস্বকে অতিশয় মধুর বাক্যে বলিলেন—॥ ১ ॥

নরশার্দূল বীর রাঘব, ভাগ্যক্রমে তোমার জয় এবং রাক্ষস লবণ নিহত  
হওয়ায় আমরা শ্রীত হইয়াছি ; সুতরাং বর গ্রহণ কর ॥ ২ ॥

মহাবাহো, [ তোমার ] বিজয়াভিলাষী সমাগত আমরা সকলেই তোমাকে  
বরদান করিব, যেহেতু আমাদের দর্শন অব্যর্থ ॥ ৩ ॥

সংযতাত্মা মহাতেজস্বী শক্রস্ব দেবতাদিগের বাণী শ্রবণ করিয়া মস্তকে  
বজ্রাঞ্জলি হইয়া প্রত্যুত্তর করিলেন—॥ ৪ ॥

পুরাকালে মধুরাক্ষসকর্তৃক নির্মিতা এই মধুপুরী শীত্ৰই নগরী ( রাজধানী )

১। হ ‘লবণরাক্ষসঃ’। ২। হ ‘হতঃ পুরুষাণা’। ৩। হ ‘বাহুঃ’। ৪। হ ‘প্রতাপবান্’। ৫।  
হ ‘মধুরা দেব’। ৬। হ ‘যেহেতু পদো বরঃ’।

তং দেবা<sup>১</sup> বাচমিত্যেবং শ্রীতাঃ শক্রস্নমক্ৰবন্ ॥ ৫ ॥

ভবিষ্যতীয়াং নগরী মধুরেত্যভিশঙ্খিতা ।

পূজিতা সর্বলোকস্য যথালোকপুরী দিবি ॥ ৬ ॥

ইত্যুক্তা<sup>২</sup> দেবতাঃ সর্বা বিমানৈঃ শতশো নভঃ ।

কৃৎস্না বিতিমিরং সর্বং প্রতিযাতা যথাগতম্ ॥ ৭ ॥

গতেষু দেবসজ্জেষু শক্রস্নো রঘুনন্দনঃ ।

তাং সেনামানয়ামাস যাং হিহ্না পূর্বমাগতঃ ॥ ৮ ॥

স। সেনা শীঘ্রমাগচ্ছৎ শ্রুত্বা শক্রস্নশাসনম্ ।

নিবেশনক<sup>৩</sup> শক্রস্নঃ শ্রবণেন তদাকরোৎ ॥ ৯ ॥

৬। লো-টী। এষা পুরী সা মধুনির্মিতা স্রাবোধেব (৭) ভবিষ্যতি ।

৯। লো-টী। শাসনং প্রাপ্যোতি শেষঃ । ‘শ্রুত্বা শক্রস্নশাসন’মিতি বা পাঠঃ । নিবেশনং শ্রবণেন নক্ষত্রেণ ।

রূপে পরিণত হউক, ইহাই আমার অভিলষিত বর । দেবগণ শ্রীত হইয়া সেই শক্রস্নকে ‘তাহাই হইবে’ এইরূপ বলিলেন ॥ ৫ ॥

এই নগরী মধুরা নামে বিখ্যাত হইবে এবং স্বর্গে দেবপুরী যেরূপ সম্মানিত, ইহা সেইরূপ সমস্ত লোকের সম্মানিত হইবে ॥ ৬ ॥

সকল দেবতারা এই বলিয়া শত শত বিমানে আরোহণ করত সমস্ত আকাশের অন্ধকার দূর করিয়া যথাস্থানে প্রস্থান করিলেন ॥ ৭ ॥

দেবগণ গমন করিলে রঘুনন্দন শক্রস্ন পূর্ব যাহাদিগকে [ পথিমধ্যে ] পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন, সেই সেনাদিগকে আনয়ন করিলেন ॥ ৮ ॥

সেই সৈন্তসমূহ শক্রস্নের আদেশ শ্রবণ করিয়া দ্রুত আগমন করিল, তখন শক্রস্ন শ্রবণানক্ষত্রে নগর-পত্তন আরম্ভ করিলেন ॥ ৯ ॥

১। হ ‘-বাঃ শ্রীতমনসো বাচমিত্যেব রাববন্’ । ২। হ ‘-তি পুরী রম্যা’ । ৩। হ ‘-বিশ্রুতা’ । ৪। হ ইন্দ্রবজ্রং নাস্তি’ । ৫। হ ‘দেবসজ্জান্তে’ । ৬। হ ‘-শোহমলৈঃ’ । ৭। হ ‘প্রসাদান্তে’ । ৮। অন্য লোকস্য স্থানে হ ‘এবমুক্তা মহাত্মানঃ দেবলোকঃ যযুঃ হুয়াঃ । শক্রস্নোহপি মহাবাহুতাং সেনাং সবপাস্বদম্’ । ইতি পাঠঃ । ৯। হ ‘আবণে তু’ ।

সা পুরী দিব্যসঙ্কশা বর্ষে বৈ দ্বাদশে তদা ।

নিবিষ্টা বিষয়শ্চাশ্চাঃ শূরসেনস্ততোহভবৎ ।

ক্ষেত্রোণি শস্ত্রবস্ত্র্যশ্চাঃ কালে দেবঃ প্রবর্ষতি ॥ ১০ ॥

অরোগা বীরপুরুষা শক্রেন্নভুজপালিতা ।

অর্দ্ধচন্দ্রপ্রতীকাশা যমুনাতীরমাশ্রিতা ॥ ১১ ॥

যচ্চ তেন পুরা শুভ্রং লবণেন কৃতং মহৎ ।

শোভয়ামাস তদ্বীরো নানাপণ্যসমৃদ্ধিভিঃ ॥ ১২ ॥

১০। লো-টী। দ্বাদশমে ইতি আর্ষম্। ‘বর্ষে বৈ দ্বাদশে’তব’ম্বিতি কচিৎ পাঠঃ। শূরশ্চ শক্রশ্চ বদা সেনানাং সেনাপত্যঃ নিবিষ্টাঃ প্রবিষ্টান্ততন্ত্বেপ্রভৃতি স দেশঃ শূরসেনঃ এতন্মায়। খ্যাত ইত্যর্থঃ। ‘নিবেশঃ শূরসেনানাং বিষয়শ্চাকুতোভয়’ ইতি পাঠে শূরসেনানাং যত্নপতীনাং বিষয়ো নথুরাদেশঃ শক্রশ্চ বদা নিবেশন্তংপ্রভৃতি অকুতোভয়ঃ।

১১। লো-টী। অরোগা বীরশ্চ পুরুষা যশ্চাং তাম্।

দ্বাদশ বৎসরে সেই পুরী পূর্ণ সন্নিবিষ্ট হইয়া স্বর্গপুরীর আয় শোভা পাইতে লাগিল এবং [শূর শক্রের সেনা এইস্থানে প্রবেশ করিয়াছিল বলিয়া] সেই নগরীর ( রাজধানীর ) অধীনস্থ দেশের ( রাজ্যের ) নাম ‘শূরসেন’ হইল। দেবতা যথাকালে বর্ষণ করিলে লাগিলেন, সেখানকার ক্ষেত্রসকল শস্ত্রপূর্ণ হইল ॥ ১০ ॥

শক্রেন্নভুজপালিতা যমুনানদীর তীরে অবস্থিতা রোগোপজবশুষ্ঠা এবং বীরপুরুষাধিষ্ঠিতা সেই নগরী দেখিতে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ছিল ॥ ১১ ॥

সেই লবণ-রাক্ষস পূর্বে যে শ্বেতবর্ণ বিশাল গৃহ নির্মাণ করিয়াছিল, বীর শক্রেন্ন তাহা নানাবিধ পণ্যসম্পদে শোভিত করিলেন ॥ ১২ ॥

১। হ ‘দ্বাদশমে’। ২। হ ‘শূরসেনানাং বিষয়ঃ ততোহ’। ৩। হ ‘-স্ত্যাস্’। ৪। হ ‘অরোগবীরপুরুষাঃ’। ৫। হ ‘-তাম্’। ৬। ‘-কাশাং’। ৭। হ ‘তাম্’। অস। পূর্বাঙ্কঃ পরং ‘বপ্র-প্রাকারসম্পন্নং গোপুয়াটালগবতাম্’। ইত্যধিকম্। ৮। হ অস। রোকস্য স্থানে ‘শোভিতাং রাজমার্গেণ নানাপণ্যবিভূষিতাম্’। উভানবেশনসম্পন্নং সম্বন্ধজনসেবিতাম্। নানাদেবগণৈশ্চাপি বর্ণিতকপশোভিতাম্’। ইতি পাঠঃ।

\* ‘ওষা’মিত্যত্র ‘শূ’ম্বিতি পাঠো রথগীরঃ। ( পরপৃষ্ঠে তৃতীয়পাঠান্তরং ব্রষ্টব্যম্। )

আরামৈশ্চ বিহারৈশ্চ তড়াগৈশ্চ সমস্ততঃ ।

শোভিতাং শোভমানৈশ্চ তথাঐর্দেবপূরুষৈঃ ॥ ১৩ ॥

তাং পুরীং দিব্যসঙ্কশাং নানাপুণ্যোপশোভিতাম্ ।

নিরীক্ষ্য পরমশ্রীতো হর্ষং শত্রুং আবিশৎ ॥ ১৪ ॥

তস্মা চিন্ত্য সমুৎপন্না নিবিশ্য মথুরাং পুরীম্ ।

রামপাদৌ নিরীক্ষেহং বর্ষেহস্মিন্ দ্বাদশেচিরাৎ ॥ ১৫ ॥

ইত্যার্ষে বায়্বীকীয়ে রামায়ণে আদিকাণ্ডে উত্তরকাণ্ডে মধুপুরানিবেশনং নাম

ষট্টিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭৬ ॥

১৪। লো-টী। নিরীক্ষ্য শত্রুঃ পরং হর্ষমুপাগমদিতি সাক্ষিত্রয়োপাধায়ঃ ।

[ লো-টী। ] প্রাকারাগাং ভিত্তীনাং বপ্রঃ সমূহঃ । বপ্রঃ প্রাকারন্তেন ইদং ন সম্যক্, কিন্তু ‘শ্রাচ্ছো বপ্রমস্ত্রিয়া’মিত্যমরানুসারেণ ব্যাখ্যায়ম্ ।

[ লো-টী ]। মহচ্ছ্রুং মহাশ্রুতম্ ।

মধুপুরনিবেশঃ ॥ ৭৬ ॥

উপবন, বিহার (ক্রীড়াস্থান), বৃহৎ পুষ্করিণী এবং সুন্দর দেবচরিত্র মনুষ্যবৃন্দে শোভিতা সেই নগরীকে নানাবিধ পবিত্র [ পণ্য ] বস্তুদ্বারা স্বর্গপুরীর ত্রায় উপশোভিতা দেখিয়া শত্রু অতিশয় শ্রীতি-প্রফুল্ল হইলেন ॥ ১৩-১৪ ॥

‘মথু(ধু)রা’ নগরী সংস্থাপিত করিয়া শত্রুদের এইরূপ চিন্তা হইল যে, আমি এই দ্বাদশ বর্ষেই শীঘ্র রামচন্দ্রের চরণযুগল দর্শন করিব ॥ ১৫ ॥

মহর্ষি বায়্বীক প্রণীত আদিকাণ্ডে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে মধুপুরনিবেশ-নামক

৭৬তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৬ ॥

১। হ ‘আনা-’ । ২। হ ‘-র্দিবামানুষ্যৈঃ’ । ৩। হ অতঃ লোকদ্বয়স্থানে ‘সমুচ্ছ্রাং তাং সমুচ্ছ্রাঃ’ শত্রুয়ো লক্ষণানুসৃতঃ । নিরীক্ষ্য পরমশ্রীতাং পরং হর্ষমুপাগমং । যচ্চ তেন মহচ্ছ্রুং লবণেন কৃতং পুরা । শোভমানাং তবীরো নানাপণ্যসমুচ্ছ্রিতাঃ । তস্য চিন্তা সমুৎপন্না নিবেশ্য মথুরাং পুরীম্ । রামপাদৌ নিরীক্ষেহং বর্ষে দ্বাদশ আপতে । ততঃ স ভামবরপুরোপমাং পুরীং নিবেশ্য বৈ বিবিধজনভিঃসংবৃতাম্ । নরাধিপো মধুপতিপাদদর্শনে লবে যতিঃ মধুহৃদয়ঃপবর্চনঃ’ । ইতি পাঠঃ । ৪। ক ‘মধুরানিবেশনং’ ।



## (৭৭) সপ্তসপ্ততিতমঃ সর্গঃ

ততো দ্বাদশমে বর্ষে শত্রুস্রঃ শত্রুকর্ষণঃ ।

চক্রেহযোধ্যাং মতিং গন্তুমল্লভ্যত্ববলানুগঃ ॥ ১ ॥

ততো বলপ্রধানাংশ্চ মস্ত্রিমুখ্যান্ নিবর্ত্য চ ।

জগাম রথমুখেন হয়ানাঞ্চ শতেন বৈ ॥ ২ ॥

স গত্ত্বা দিবসৈঃ কৈশ্চিৎ সংহ্রষ্টৌ রঘুনন্দনঃ

বাল্মীকীশ্রমমাঙ্গাং বাসং চক্রে মহাযশাঃ ॥ ৩ ॥

সোহভিবাণ্ড ততঃ পাদৌ বাল্মীকেঃ পুরুষর্ষভঃ ।

পাণ্ডমর্ধ্যমথাতিথ্যং জগ্রাহ বিধিবদ্ পঃ ॥ ৪ ॥

২। লো-টী। রথমুখেন শতেন হয়ানাঞ্চ ।

পরে সেই দ্বাদশ বর্ষের মধ্যেই শত্রুসংহারক শত্রুস্র অল্পসংখ্যক ভূত্য এবং সৈন্যের সহিত অযোধ্যা নগরীতে গমন করিতে ইচ্ছা করিলেন ॥ ১ ॥

অনন্তর প্রধান সৈন্য এবং মন্ত্রীদিগকে নিবর্তিত করিয়া উৎকৃষ্ট রথারোহণে একশত অশ্বের সহিত গমন করিলেন ॥ ২ ॥

আনন্দিত মহাযশস্বী রঘুনন্দন শত্রুস্র কতিপয় দিবস গমন করিয়া বাল্মীকির আশ্রমে উপনীত হইয়া তথায় বাস করিলেন ॥ ৩ ॥

পুরুষশ্রেষ্ঠ নৃপতি শত্রুস্র বাল্মীকির পদযুগল বন্দনা করিয়া যথাবিধি পাণ্ড, অর্ধ্য প্রভৃতি আতিথ্য গ্রহণ করিলেন ॥ ৪ ॥

১। হ 'স্বপনঃ'। ২। হ 'অযোধ্যাগমনে বুদ্ধিং চকারাজ-'। ৩। হ 'মস্ত্রিণো বলপ্রধানাংশ্চ নিবর্ত্য চ পুরুষর্ষভঃ'। ৪। হ 'নাত'। ৫। হ 'কোরাশ্রমং প্রাপ্য'। ৬। হ '-বলঃ'। ৭। হ 'স মুনোত্তমঃ'।

মধুরা বহুরূপাশ্চ কথাস্তত্র সহস্রশঃ ।

কথয়ামাস বাল্মীকিঃ শত্রুঘ্নস্ত মহাত্মনঃ ॥ ৫ ॥

উবাচ চ মুনির্বাচ্যঃ লবণস্ত বধাশ্রিতম্ ।

সুদুষ্করং কৃতং কৰ্ম লবণং নিম্নতা ত্বয়া ॥ ৬ ॥

বহবঃ পার্ধিবাঃ সৌম্য হতাঃ সবলবাহনাঃ ।

লবণেন মহাত্মানো মূধ্যমানা ছুরাত্মনা ॥ ৭ ॥

ত্বয়া তু নিহতঃ পাপো লীলয়া পুরুষবর্ষভ ।

জগতশ্চ ভয়ং ঘোরং প্রশান্তং তব তেজসা ॥ ৮ ॥

রাবণস্ত বধো ঘোরো যত্নেন মহতা কৃতঃ ।

ইদন্তু স্মহৎ কৰ্ম কৃতবান্ হমযত্নতঃ ॥ ৯ ॥

৭। লো-টা। মহাত্মনা মহাদেবেন। 'ছুরাত্মনা' বা পাঠঃ।

বাল্মীকিমুনি মহাত্মা শত্রুঘ্নের নিকট সহস্র সহস্র নানাবিধ মধুর কথা বলিতে লাগিলেন ॥ ৫ ॥

বাল্মীকিমুনি লবণরাক্ষসের বধবিষয়ক কথা বলিলেন,—লবণকে নিহত করিয়া তুমি অতিশয় দুষ্কর কৰ্ম করিয়াছ ॥ ৬ ॥

হে সৌম্য, ছুরাত্মা লবণ যুদ্ধরত বহু মহাত্মা নরপতিকে সৈন্ত ও বাহনের সহিত নিহত করিয়াছে ॥ ৭ ॥

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, তুমি অবলীলাক্রমে পাপিষ্ঠ লবণকে নিহত করিয়াছ, তোমার পরাক্রমে জগতের ভীষণ ভয় দূরীভূত হইয়াছে ॥ ৮ ॥

রামচন্দ্র মহাযত্নে ভয়ঙ্কর রাবণবধ করিয়াছেন, তুমি বিনা যত্নেই এই অতিশয় মহৎ কৰ্ম করিয়াছ ॥ ৯ ॥

১। হ 'বহুরূপাঃ স্মধুরাঃ'। ২। হ 'মহর্ষিঃ কথয়ামাস'। ৩। হ '-ম্য'। ৪। হ '-স্মনে'। ৫। ক 'বল-'। ৬। হ 'রাক্ষস'। ৭। হ 'বহা কৃতমযত্নতঃ'।

শ্রীতিশ্চৈব পরা জাতা দেবানাং লবণে হতে ।

ভূতানাঞ্চৈব সর্বেষাং জগতশ্চ প্রিয়ং কৃতম্ ॥ ১০ ॥

যুদ্ধঞ্চ তদ্ যথা বৃত্তং শ্রুতমেব নয়ানঘ ।

সভায়ামুপবিষ্টেন বাসবস্ত মহর্ষিভিঃ ॥ ১১ ॥

মমাপি পরমা শ্রীতির্হৃদি শক্রেন্ন বর্ততে ।

উপাশ্রায়ামি মুগ্ধি ত্বাং স্নেহশ্চৈষা পরা গতিঃ ॥ ১২ ॥

ইত্যুক্ত্বা মুগ্ধি শক্রেন্নমুপাশ্রায় মহামুনিঃ ।

আতিথ্যমকরোক্তস্ত সসৈন্তস্ত মহাঘশাঃ ॥ ১৩ ॥

স ভুক্তবান্ নরশ্রেষ্ঠো গীতং মধুরমুত্তমম্ ।

শুশ্রাব রামচরিতং বিবিধং বিধিসংহিতম্ ॥ ১৪ ॥

১১। লো-টী। মহর্ষিভিঃ সহ উপবিষ্টেন বাসবস্ত সভায়াম্ ।

১২। লো-টী। গতিঃ প্রকারঃ ।

১৪। লো-টী। গীতং গানাস্রয়পদসমূহং মধুরনিঃস্বনং মধুরাক্ষরম্ । ‘মধুরমুত্তম’মিতি বা পাঠঃ । যথোক্তবিধি যথোক্তপ্রকারম্ । সংসদি সভায়াম্ ।

লবণ নিহত হওয়ায় দেবতাদিগের অত্যধিক শ্রীতি হইয়াছে এবং সমস্ত  
প্রাণীদিগের ও জগতের প্রিয়কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে ॥ ১০ ॥

হে অনঘ, আমি মহর্ষিদিগের সহিত ইন্দ্রের সভায় উপবিষ্ট হইয়া সেই যুদ্ধের  
বৃত্তান্ত যথাযথভাবে শ্রবণ করিয়াছি ॥ ১১ ॥

শক্রেন্ন, আমার হৃদয়েও অতিশয় আনন্দ হইয়াছে, আমি তোমার মস্তক  
আশ্রয় করিব, ইহাই স্নেহের পরাকারী ॥ ১২ ॥

মহাঘশাস্ত্রী মহামুনি বাল্মীকি এই বলিয়া শক্রেন্নের মস্তক আশ্রয় করিয়া  
সৈন্তগণের সহিত তাঁহার অতিথি-সংকার করিলেন ॥ ১৩ ॥

নরশ্রেষ্ঠ শক্রেন্ন ভোজন করিয়া নানাপ্রকার তাললয়-সমন্বিত সুমধুর ভাবে

১। হ ‘-তিষ্ঠ মহতী’। ২। হ ‘মর্ত্যানা-’। ৩। হ ‘তচ্চ যুদ্ধং মহা সর্গং শ্রুতং পুণ্যসত্তম’। ৪। হ  
‘শক্রস্য মহনুত্তম’। ৫। হ ‘-স্ত্রি’। ৬। হ ‘অতঃ পরং শক্রেন্না মহাত্মাসৌ বাসীকিন্মু নিসত্তমঃ’। ইতি পাঠঃ ।  
৭। হ ‘রঘু-’। ৮। হ ‘যথোক্তবিধি-’।

তান্মকরাণি পত্নানি যথা বৃত্তানি পূর্বশঃ ।

শ্রদ্ধা পুরুষশার্দ্দলো বিসংজ্ঞঃ সাশ্রুলোচনঃ ॥ ১৫ ॥

স মুহূর্তমিবাংজ্ঞো নিঃশ্বস্তাথ পুনঃ পুনঃ ।

তন্মিহ গীতে যথারূপং বর্তমানমিবাশ্রণোং ॥ ১৬ ॥

পদানুগাশ্চ যে রাজ্ঞঃ শ্রদ্ধা তে গীতসম্পদম্ ।

বভূবুর্দীনমনস আশ্চর্য্যমিতি চাক্রবন্ ॥ ১৭ ॥

পরস্পরঞ্চ তে সর্বের সমভাষন্ত সৈনিকাস্ ।

কিমিদং ক চ তিষ্ঠামো মায়েদং স্বপ্নদর্শনম্ ॥ ১৮ ॥

১৫। লো-টা। যানি অক্ষরাণি গানাস্রবণদসমূহাঃ যথা পূর্বশঃ পূর্বং বৃত্তানি তানীবাসন্  
ইত্যর্থঃ।

১৬। লো-টা। যথারূপং রামস্ত চরিতম্ অনতিক্রম্য।

১৭। লো-টা। রাজ্ঞো রামস্ত দশরথস্ত বা।

১৮। লো-টা। মায়া ইহং কিম্বা স্বপ্নদর্শনম্।

গীত উত্তম রামচরিত ( রামায়ণগান ) শ্রবণ করিলেন ॥ ১৪ ॥

পুরুষশ্রেষ্ঠ শক্রেন্ ছন্দোবদ্ধ অক্ষরসমূহ এবং পূর্ব ঘটনা অবিকল শ্রবণ  
করিয়া বাস্পাকুললোচনে মূর্ছাপ্রাপ্ত হইলেন ॥ ১৫ ॥

তিনি মুহূর্তকাল অচৈতন্য থাকিয়া পুনঃ পুনঃ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক সেই  
গানে রামচন্দ্রের পূর্বঘটনাকে বর্তমানের আশ্রয় শ্রবণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৬ ॥

মহারাজ শক্রেন্ অল্পচরবর্গও গানের মাধুর্য্য শ্রবণ করিয়া হুঃখিতচিত্ত  
হইয়া ‘আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য’ এই কথা বলিতে লাগিল ॥ ১৭ ॥

সেই সকল সৈনিকেরা পরস্পর কথোপকথন করিতে লাগিল,—আমরা  
কোথায় আছি, একি মায়া অথবা স্বপ্নদর্শন ! ॥ ১৮ ॥

১। হ ‘সর্গাণি’। ২। হ ‘-জ্ঞো বাস্প-’। ৩। হ ‘বভূবুর্’। ৪। হ ‘ভজ্ঞা গীতমর্থবৎ’। ৫। হ  
‘অশ্রুত্বা ক্লৃপং বীনা’। ৬। হ ‘ভেহক্রবন্’। ৭। হ ‘ভজ’। ৮। হ ‘বর্তমানঃ’। ৯। হ ‘তাদিগং’।

নেদং শ্রুতমিহাস্মাভিরাশ্রমেহমুত্র কুত্রচিৎ ।

যদদ্য শৃণুমঃ সাধু গীতমাশ্চর্য্যমুত্তমম্ ॥ ১৯ ॥

বিস্ময়ং তে পরং গত্বা শক্রস্নমিদমব্রবন্ ।

সাধু পৃচ্ছ নরব্যাত্র বাণ্মীকিমুষিসত্তমম্ ॥ ২০ ॥

শক্রস্নস্তত্রবীৎ সর্বান্ কৌতূহলসমম্বিতান্ ।

সৈনিকানক্ষমং শ্রষ্টু মিদমস্মাভিরৌদৃশম্ ॥ ২১ ॥

আশ্চর্য্যাগি বহুনাহ বাণ্মীকেরাশ্রমে শুভে ।

অস্মাভিশ্চ ন তৎ সর্বমশ্বেষ্টব্যং কুতূহলাৎ ॥ ২২ ॥

[ লো-টী । ] আশ্চর্য্যাদৃষ্টম্ আশ্চর্য্যাদর্শনম্ অসমং ন বিজ্ঞতে সমং তুলাং বস্মাৎ তৎ  
অত্যাশ্চর্যমিত্যর্থঃ ।

২২ । লো-টী । বাণ্মীকেরাশ্রমে ইদমীদৃশমেবল্লভ্যকারমাশ্চর্য্যাদর্শনম্ অস্মাভিঃ শ্রষ্টু-  
মক্ষমম্ অশৃক্তমিত্যর্থঃ । কুতূহলৈরস্মাভিরেতৎ সর্বমশ্বেষ্টব্যং ধোয়মিত্যর্থঃ । 'কুতূহল'মিতি বা  
পাঠঃ ।

আজ যে আশ্চর্য্যজনক উৎকৃষ্ট গান উত্তমরূপে শুনিতেছি, আমরা অন্য  
কোন আশ্রমে এইরূপ গান শ্রবণ করি নাই ॥ ১৯ ॥

সেই সৈনিকেরা অতিশয় বিস্মিত হইয়া শক্রস্নকে এই কথা বলিল যে,  
নরবর ! ঋষিশ্রেষ্ঠ বাণ্মীকিকে ভালভাবে জিজ্ঞাসা করুন ॥ ২০ ॥

শক্রস্ন সেই সকল কৌতূহলাব্বিত সৈনিকদিগকে বলিলেন, এইরূপ  
জিজ্ঞাসা করা আমাদের অনুচিত ॥ ২১ ॥

এই মঙ্গলময় বাণ্মীকির আশ্রমে বহু আশ্চর্য্যজনক বিষয় আছে, কৌতূহলের  
বশবর্তী হইয়া আমাদের সেই সকল অন্বেষণ করা উচিত নয় ॥ ২২ ॥

১। হ 'হি শ্রুতমস্মাভি' । ২। হ 'গীতং মধুরম্' । ৩। হ 'পরমং' । ৪। হ '-দৃশ্যাক্ষিমীদৃশম্' ।

৫। হ '-ব্রাহ্ম' ।

এবমুক্ত্বা ততো বাক্যং সৈনিকান্ রঘুনন্দনঃ ।

অভিবাচ্য মহর্ষিঞ্চ সংবিবেশ নিশাং তদা ॥ ২৩ ॥

ইত্যার্থে বাগ্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে গীতশ্রবণং নাম  
সপ্তসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭৭ ॥

২৩। লো টা। সংবিবেশ স্তম্ভাপ। ইতিহ ইতি ছন্দঃপূরণম্।

সঙ্গীতশ্রবণম্। কুত্রচিৎ ‘সঙ্গীতকরণ’মিতি পাঠঃ। ॥ ৭৭ ॥

রঘুনন্দন শত্রুঘ্ন সৈনিকদিগকে এই কথা বলিয়া মহর্ষি বাগ্মীকিকে অভিবাদন  
করত রাত্রিকালে শয়ন করিলেন ॥ ২৩ ॥

মহর্ষি বাগ্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে গীতশ্রবণ-নামক  
৭৭তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৭ ॥

## ( ৭৮ ) অষ্টসপ্ততিতমঃ সর্গঃ

তং শয়ানং নরব্যাত্তং নিদ্রা নৈতি স্ম রাঘবম্ ।

চিস্তয়ন্তমর্ধৈকাগ্রং রামগীতমনুভবম্ ॥ ১ ॥

শ্রদ্ধা শব্দং স্মধুরং তস্ত্রীলয়সমম্বিতম্ ।

তত্র রাত্রির্জগামাশু শক্রস্বশ্ব মহাত্মনঃ ॥ ২ ॥

তস্ত্রাং নিশায়াং ব্যুর্কীয়াং কৃতা পৌর্বাহ্নিকীং ক্রিয়াম্ ।

উবাচ প্রাজ্ঞলির্বাক্যং শক্রস্নো মুনিসত্তমম্ ॥ ৩ ॥

ভগবন্ দ্রষ্টু মিচ্ছামি রাঘবং রঘুনন্দনম্ ।

ত্বয়ানুজ্ঞাতমিচ্ছামি গমনং বৈ সহানুগঃ ॥ ৪ ॥

১। লো-টী। ‘নিদ্রা শক্রস্বশ্ববিংশ’ দিতি পাঠঃ। ‘নিদ্রা নৈতি স্ম রাঘব’মিতি পাঠে নৈতি ন প্রাপ্নোতি ।

২। লো-টী। শ্রদ্ধা শব্দং শয়ানমিত্যর্থঃ। তস্ত্রী বীণাশৃণং, লম্বো মূর্ছনং তেন সমম্বিতম্। ‘তস্ত্রীতলসমম্বিত’মিতি পাঠে তস্ত্রাং বীণাশৃণে তলেন সর্বোপাণিনা যাতেন সমম্বিতম্। ‘তস্ত্রী বীণাশৃণে মতা। চপেটে চ ৎসরো তস্ত্রীযাতে সর্বোপাণিনা চ’ ইতি কোষঃ।

৩। লো-টী। ব্যুর্কীয়াং প্রভাতায়াম্।

৪। লো-টী। রঘুন্ রঘুবংশান্ নন্দয়তীতি তথা।

একাগ্রতার সহিত উৎকৃষ্ট রামায়ণগান চিন্তা করিতে করিতে নরবর শক্রস্বের শয়ন করিয়াও নিদ্রা আসিল না ॥ ১ ॥

তস্ত্রীলয়-সমম্বিত স্মধুর শব্দ ( গান ) শ্রবণ করিয়া মহাত্মা শক্রস্বের রাত্রি অতিশয় শীঘ্র অতিবাহিত হইল ॥ ২ ॥

সেই রাত্রি প্রভাত হইলে শক্রস্ব পূর্বাঙ্কুত্যা সমাপন করিয়া কৃতাজলিপুটে মুনিশ্রেষ্ঠ বান্দ্রীকিকে বলিলেন— ॥ ৩ ॥

ভগবন্, রঘুনন্দন রামচন্দ্রকে দেখিতে ইচ্ছা করি; সুতরাং আপনার অনুমতিক্রমে অনুচরদিগের সহিত গমন করিতে ইচ্ছা করি ॥ ৪ ॥

ইত্যেবংবাদিনং তত্র শক্রস্বং শক্রসূদনম্ ।

বান্দ্রীকিঃ সংপরিষজ্য বিসমর্জ্য মহামুনিঃ ॥ ৫ ॥

সোহভিবাণ্ড মুনিশ্রেষ্ঠং রথমারুহ্য পার্শ্বিণঃ ।

অযোধ্যানগমতুর্গং রাঘবং দ্রষ্টু মুৎসুকঃ ॥ ৬ ॥

স প্রবিষ্ট্য পুরীং রম্যাং শ্রীমানিক্কা কুনন্দনঃ ।

প্রবিবেশ মহাবাহুর্ষত্র রামো মহাত্ম্যতিঃ ॥ ৭ ॥

স রামং মস্ত্রিমধ্যস্থং পূর্ণচন্দ্রনিভাননম্ ।

অপশ্চাদ্বেবমধ্যস্থং সহস্রনয়নং যথা ॥ ৮ ॥

ততোহভিবাণ্ড রাজানং শিরসা চ প্রণম্য চ ।

উবাচ প্রাজ্ঞলিভূত্বা রামং সত্যপরাক্রমম্ ॥ ৯ ॥

শক্রসূদন শক্রস্ব এইরূপ বলিলে মহামুনি বান্দ্রীকি তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বিদায় দিলেন ॥ ৫ ॥

রামচন্দ্রকে দেখিতে উৎসুক সেই নৃপতি শক্রস্ব মুনিশ্রেষ্ঠ বান্দ্রীকিকে অভিবাদন করিয়া রথে আরোহণ করত দ্রুত অযোধ্যায় গমন করিলেন ॥ ৬ ॥

শ্রীমান্ ইক্কা কুনন্দন শক্রস্ব রমণীয়া অযোধ্যানগরীতে প্রবেশ করিয়া যে স্থানে দীপ্তিমান্ মহাবাহু রামচন্দ্র অবস্থান করিতেছিলেন সেই স্থানে গমন করিলেন ॥ ৭ ॥

শক্রস্ব দেবগণের মধ্যে উপবিষ্ট সহস্রলোচন ইন্দ্রের স্তায় পূর্ণচন্দ্রতুল্য-  
আননবিশিষ্ট রামচন্দ্রকে মস্ত্রিগণের মধ্যে অবস্থান করিতে দেখিলেন ॥ ৮ ॥

পরে সত্যপরাক্রম মহারাজ রামচন্দ্রকে অভিবাদনপূর্বক অবনতমস্তকে প্রণাম করিয়া কৃতাজ্ঞলিপুটে বলিলেন— ॥ ৯ ॥

১। হ 'ভাপন'। ২। হ 'ইক্কা কুনন্দন'। অতঃ পরং হ 'পূজ্যমানঃ স পৌরৈশ্চ খিঞ্জ-  
র্জনপদৈরপি' ইত্যধিকম্। ৩। হ 'স্তং হর'। ৪। হ 'অভিবাণ্ড মহান্নানং জলভমিব ভেজসা'।



যদাজ্ঞপ্তং মহারাজ সৰ্ব্বং তৎ কৃতবানহম্ ।

হতঃ স লবণঃ পাপঃ পুরী সা চ নিবেশিতা ॥ ১০ ॥

দ্বাদশক গতং বর্ষং বসতস্তত্র মে প্রভো ।

নোৎসাহেয়ং পুনর্বাস্ত্বং ত্বয়া বিরহিতো নৃপ ॥ ১১ ॥

মম প্রসাদং কাকুৎস্থ কুরুষ্ব বদতাং বর ।

মাতৃহোনো যথা বৎসস্ত্বাং বিনা ন বসাম্যহম্ ॥ ১২ ॥

এবং ক্রবাণং কাকুৎস্থঃ পরিষজ্যেদমব্রবীৎ ।

মা বিবাদং কৃথা বোর নৈতৎ ক্ষত্রিয়চেষ্টিতম্ ॥ ১৩ ॥

ন বিষাদন্তি রাজানো বিপ্রবাসেন রাঘব ।

রাজ্যং স্বং পরিরক্ষ ত্বং রাজবৃত্তমনুস্মরন্ ॥ ১৪ ॥

১০। লো-টী। নিবেশিতা পুখ্যা বসতিঃ কৃত।

১৪। লো-টী। অনুস্মরন্ অনুস্মরন্তঃ রাজ্যং পরিরক্ষত্বং (?) 'রাজবৃত্তমনুস্মরন্তি'তি বা পাঠঃ।

মহারাজ, আপনি যাহা আদেশ করিয়াছিলেন আমি তৎ সমস্তই করিয়াছি, সেই পাপিষ্ঠ লবণকে নিহত করিয়া সেই নগরী পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি ॥ ১০ ॥

প্রভো, মহারাজ, সেখানে বাস করিয়া আমার দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে, পুনরায় আপনাকে ছাড়িয়া তথায় বাস করিতে ইচ্ছা করি না ॥ ১১ ॥

হে বাগ্মিপ্রবর কাকুৎস্থ, আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন, আমি আপনাকে ছাড়িয়া মাতৃহীন বালকের স্থায় বাস করিব না ॥ ১২ ॥

শত্রুস্ব এইরূপ বলিলে কাকুৎস্থ রামচন্দ্র তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্বক বলিলেন, বীর, বিবাদ করিও না, ইহা ক্ষত্রিয়ের কার্য্য নহে ॥ ১৩ ॥

হে রাঘব, নৃপতিগণ বিদেশবাসে বিষণ্ণ হ'ন না, তুমি নৃপতিগণের চরিত্র স্মরণ করত স্বীয় রাজ্য রক্ষা কর ॥ ১৪ ॥

১। হ 'বৈ'। ২। হ '-হেহং'। ৩। হ 'বশা'। ৪। হ 'শত্রুস্ব জাতরং জাতবৎসগঃ'। ৫। হ 'প্রাঃ রাঘঃ পরিব্রজ্য মা বিবাদং কৃথা' ইতি'। ৬। হ '-কথ'।

কালে কালে তু মাং বীর অযোধ্যামবলোকিতুম্ ।

সমাগচ্ছেনরশ্রেষ্ঠ গস্তাহমপি চ স্বয়ম্ ॥ ১৫ ॥

মমাপি ত্বং হৃদয়িতঃ প্রাণেভ্যোহপি বিশেষতঃ ।

অবশ্যং করণীয়ঞ্চ রাজ্যস্য পরিপালনম্ ॥ ১৬ ॥

তস্মাৎসেহ কাকুৎস্থ পঞ্চরাত্রং ময়া সহ ।

উদ্ধং গস্তাসি স্বপুরীং সভৃত্যবলবাহনঃ ॥ ১৭ ॥

রামশ্চৈবংবিধৈর্কাক্যৈর্ধর্মযুক্তৈঃ হুভাষিতৈঃ ।

শক্রস্নো দীনয়া বাচা বাঢ়মিত্যেব সোহিব্রবীৎ ॥ ১৮ ॥

স পঞ্চরাত্রং কাকুৎস্থো রামস্মাজ্জাচিকীর্ষয়া ।

উষিত্বা পরমেষাসো গমনায়োপচক্রমে ॥ ১৯ ॥

১৫। লো টী। স্বয়ং ময়া চ মমাপি। 'গস্তাহমপি চ স্বয়'মিতি বা পাঠঃ।

নরশ্রেষ্ঠ বীর, মধ্যে মধ্যে আমাকে দর্শন করিবার জন্য অযোধ্যায় আগমন করিবে এবং আমিও স্বয়ং গমন করিব ॥ ১৫ ॥

আমারও তুমি প্রাণ অপেক্ষাও অত্যধিক প্রিয় ; কিন্তু রাজ্যপালন করাও অবশ্য কর্তব্য ॥ ১৬ ॥

সুতরাং কাকুৎস্থ, আমার সহিত অযোধ্যায় পঞ্চরাত্র বাস করিয়া পরে সৈন্য, ভৃত্য এবং বাহনের সহিত স্বীয় পুরীতে গমন করিবে ॥ ১৭ ॥

শক্রস্ন রামচন্দ্রের এইরূপ ধর্মার্থযুক্ত মধুর বাক্যে [ প্রীত হইয়া ] করুণ স্বরে 'যে আজ্ঞা' এই কথা বলিলেন ॥ ১৮ ॥

সেই কাকুৎস্থ শক্রস্ন রামচন্দ্রের আদেশ পালনেচ্ছায় পঞ্চরাত্র তথায় বাস করিয়া বিশাল ধনুক ধারণ করত গমন করিতে উদ্ভূত হইলেন ॥ ১৯ ॥

১। হ 'চ ধর্মজ ত্বং মাংপ্রাবলোকম'। ২। হ 'আগচ্ছেৎ নরবাহ'। ৩। হ 'বা'। ৪। হ 'ততো'। ৫। হ 'রামস্য বচনং শ্রুত্বা ধর্মযুক্তং হুভাষিতম্'। ৬। হ '-ত্যাং সান্বিতঃ'। ৭। হ 'পঞ্চরাত্রঃ শক্রস্নো রাঘবস্য বাক্যজ্ঞা'। ৮। হ 'ভবোষিবা মহাবাহুর্গ'।

আমস্ত্য তু মহাত্মানং রামং সত্যপরাক্রমম্ ।

ভরতঃ লক্ষ্মণকৈব মাতরশ্চৈব সৰ্ব্বশঃ ॥ ২০ ॥

প্রণম্য বিধিবদ্বীরস্তাভিশ্চৈব অভিনন্দিতঃ ।

আরুরোহ রথং শ্রীমান্ নানারত্নবিভূষিতম্ ॥ ২১ ॥

স দূরানুগতো বীরো লক্ষ্মণেন মহাত্মনা ।

ভরতেন চ শক্রশ্লো জগাম মধুরাং পুরীম্ ॥ ২২ ॥

ইত্যার্ষে বায়ীকীরে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে শক্রয়গমনং নাম

অষ্টসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭৮ ॥

২০। লো-টা। সৰ্ব্বশঃ সৰ্ব্বা মাতরো মাতৃঃ।

[ লো-টা। ] অদূরমধ্বানমিতো গতঃ সন্ তো নিবর্ত্য ।

শক্রয়গ্রস্থাপনম্ ॥ ৭৮ ॥

বীর শ্রীমান্ শক্রশ্ল সত্যপরাক্রম মহাত্মা রামচন্দ্র, ভরত, লক্ষ্মণ এবং সকল মাতৃগণকে আমন্ত্রণপূর্বক তাঁহাদিগকে যথাবিধি প্রণাম করিয়া এবং তাঁহাদের দ্বারা অভিনন্দিত হইয়া নানারত্ন-পরিশোভিত রথে আরোহণ করিলেন ॥ ২০:২১ ॥

মহাত্মা লক্ষ্মণ এবং ভরতকর্তৃক বহুদূর পর্য্যন্ত অনুসৃত হইয়া সেই বীর শক্রশ্ল মধুরাপুরীতে গমন করিলেন ॥ ২২ ॥

মহর্ষি বায়ীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে শক্রয়গ্রস্থাপন নামক

৭৮তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৮ ॥

১। হ 'তং মহারামং'। ২। হ 'লক্ষ্মণং ভরতকোত্তরো'। ৩। হ '-রত্নোপশোভিতম্'। ৪। অত্র প্রোক্ত স্থানে হ 'স লক্ষ্মণেনানুগতো মহাবলো হৃতিপ্রভস্থে ভরতেন চৈব হি। অদূরমধ্বানমিতো নিবর্ত্য তো যথো: পুরং তৎ স যদৌ মহাবলঃ'। ইতি পার্শ্বঃ।

(৭৯) একোনাসীতিতমঃ সর্গঃ

প্রস্থাপ্য স তু শত্রুং ভ্রাতৃভ্যাং সহ রাঘবঃ ।

প্রমুখোদ স্থখী রাজ্যং ধর্মেণ পরিপালয়ন্ ॥ ১ ॥

ততঃ কতিপয়াঃস্ব বুদ্ধো জনপদো দ্বিজঃ ।

বালং শবমুপাদায় রাজদ্বারমুপাগমৎ ॥ ২ ॥

রুদন্ বহুবিধা বাচঃ স্নেহাকরসমস্থিতাঃ ।

অসকৃৎ পুত্র পুত্রেতি বাক্যমেতদ্বাচ হ ॥ ৩ ॥

কিমু মে দুষ্কৃতং কৰ্ম পুরা দেহান্তরে কৃতম্ ।

যদহং পুত্রমেকং ত্বাং পশ্যামি নিধনং গতম্ ॥ ৪ ॥

অপ্রাপ্তযৌবনং বালং পঞ্চবর্ষকমেব চ ।

অকালে কালমাপন্নং মম দুঃখায় পুত্রক ॥ ৫ ॥

২। লো-টী। কতিপয়াঃস্ব অনন্তরমিতি বোধ্যম্। জনপদো জনপদঃ।

৫। লো-টী। মম দুঃখায় দুঃখং মরণদুঃখং কর্তৃপদম্ আপন্নং প্রাপ্তম্। 'অপ্রাপ্তযৌবনো বালঃ পঞ্চবর্ষসমস্থিতঃ। অকালে কালমাপন্ন'মিতি পাঠে কালাৎ মৃত্যু।

রামচন্দ্র শত্রুংকে পাঠাইয়া দিয়া ভরত এবং লক্ষ্মণের সহিত ধর্ম্মানুসারে  
স্থখে রাজ্য পালন করত আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥

অনন্তর কতিপয় দিন অতীত হইলে জনপদবাসী একটা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ একটা  
বালকের মৃতদেহ গ্রহণ করিয়া রাজদ্বারে উপস্থিত হইলেন ॥ ২ ॥

সেই ব্রাহ্মণ স্নেহপূর্ণবাক্যে বহুবিধ বিলাপ করিতে করিতে পুনঃ পুনঃ 'পুত্র  
পুত্র।' বলিয়া এই কথা বলিতে লাগিলেন— ॥ ৩ ॥

আমি পূর্বজন্মে কি দুর্কার্য করিয়াছি যে, একমাত্র পুত্র তোমাকে মৃত্যুপ্রাপ্ত  
দেখিতেছি ॥ ৪ ॥

বৎস, পঞ্চবর্ষবয়স্ক অপ্রাপ্তযৌবন বালক তোমাকে আমার দুঃখের নিমিত্তই

১। হ 'তু স শত্রুং'। ২। হ 'ভিঃ'। ৩। হ 'প্রতি'। ৪। হ 'বত'। ৫। হ 'ইদমর্জ-  
নাতি'। ৬। হ 'পুত্র বালং'। ৭। হ 'হি'। ৮। হ 'দুঃখায় মম'।

অগ্নৈরহোভিনিধনং গমিষ্যামি ন সংশয়ঃ ।

অহং জননী চৈব তব শোকেন পুত্রক ॥ ৬ ॥

ন স্মরাম্যানৃতং কিঞ্চিৎ চ হিংসাং কথংকন ।

সর্বেষাং প্রাণিনাঞ্চাপি পীড়াং নৈব স্মরাম্যহম্ ॥ ৭ ॥

কেনায়ং দুষ্কৃতেনাশ্রুত্ব বাল এব মমাত্মজঃ ।

অকৃত্বা পিতৃকার্য্যাণি নীতো বৈবস্বতক্রয়ম্ ॥ ৮ ॥

নেদৃশং দৃষ্টপূর্ব্বং মে শ্রুতং বা ঘোরদর্শনম্ ।

মৃত্যুরপ্রাপ্তকালানাং রামস্ত বিষয়ে যথা ॥ ৯ ॥

রামস্ত দুষ্কৃতং কিঞ্চিন্মহদস্তি ন সংশয়ঃ ।

তথা হি বিষয়স্থানাং বালানাং মৃত্যুরাগতঃ ॥ ১০ ॥

৮। লো-টা। বালকস্বং নীতঃ নিতরাম্ ইতো গতঃ। 'গত' ইতি বা পাঠঃ।

১০। লো-টা। তথাহি জানীহি অতএব বা।

অকালে কালপ্রাপ্ত দেখিতেছি ॥ ৫ ॥

পুত্র, আমি এবং তোমার জননী তোমার শোকে অল্পদিন মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হইব, এবিষয়ে সন্দেহ নাই ॥ ৬ ॥

আমি কোন মিথ্যাকথা বলিয়াছি অথবা কোনরূপ হিংসা করিয়াছি বলিয়াও স্মরণ হয় না। সমস্ত প্রাণীর মধ্যে কোন প্রাণীকে পীড়া দিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না ॥ ৭ ॥

কোন পাপে আজ আমার এই পুত্র পিতৃকার্য্য না করিয়া বাল্যকালেই যমালয়ে গমন করিল ॥ ৮ ॥

রামের রাজ্যে লোকের যেরূপ অকালে মৃত্যু হইতেছে, এইরূপ ভয়ঙ্কর দৃশ্য পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই বা শুনি নাই ॥ ৯ ॥

রামচন্দ্রের কোন মহৎ পাপ আছে এবিষয়ে সন্দেহ নাই; কারণ, [ সেই পাপেই ] রাজ্যস্থ বালকের মৃত্যু হইয়াছে ॥ ১০ ॥

১। হ 'স্মরাম্যহম্'। অতঃ পরং শ্লোকার্জং নাস্তি। ২। হ 'কেন মে'। ৩। হ 'ন সংশয়ঃ পুত্রক বালকঃ'। ৪। হ 'গত'। ৫। 'ন সংশয়ঃ'। ৬। হ 'স্মরণ'। ৭। 'হ কথং মম'।

রাজ্যে বৈ হৃক্ষতে<sup>১</sup>নৈবমকালে ত্রিয়তে জনঃ ।

হুর্ভিক্ষং বা সুভিক্ষং বা রাজ্ঞঃ কৰ্ম্মবিপাকজম্ ॥ ১১ ॥

ন রাজা জীবয়েদেনং বালং মৃত্যুবশং গতম্ ।

রাজদ্বারি মরিষ্যেহং পত্ন্যা সার্ক্সমনাথবৎ ॥ ১২ ॥

ব্রহ্মহত্যাং ততো<sup>৩</sup> রামঃ সমুপেত্য সুখা ভবেৎ ।

ভাতৃভিঃ সহিতো রাজা দীর্ঘমায়ুরবাণুয়াৎ ॥ ১৩ ॥

উষিতাঃ স্ম সুখং রাজ্যে রাজ্যো দশরথশ্চ হ ।

রামশ্চ বিষয়স্থানাং নাস্ত্যল্লমপি নঃ সুখম্ ॥ ১৪ ॥

সম্প্রত্যনাথো বিষয় ইক্ষ্বাকুণাং মহাত্মনাম্ ।

রামং নাথমনুপ্রাপ্য বালান্তকরণং নৃপম্ ॥ ১৫ ॥

১১। লো-ট। কৰ্ম্মবিপাকজম্ রাজ্ঞঃ শুভাশুভকৰ্ম্মণোবিপাকজং কলম্ ।

১৩। লো-ট। দীর্ঘমায়ুরিত্যাক্ষেপঃ ।

রাজার পাপেই লোক এইরূপ অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়, হুর্ভিক্ষ অথবা সুভিক্ষ রাজারই কৰ্ম্মফল ॥ ১১ ॥

কাল-কবলিত এই বালককে যদি রাজা জীবিত না করেন, তবে আমি সস্ত্রীক অনাথের স্থায় রাজদ্বারে প্রাণত্যাগ করিব ॥ ১২ ॥

তাহাতে মহারাজ রামচন্দ্র ব্রহ্মহত্যাপাপে লিপ্ত হইয়া সুখী হইবেন এবং ভাতৃগণের সহিত দীর্ঘজীবন লাভ করিবেন ॥ ১৩ ॥

রাজা দশরথের রাজ্যে আমরা সুখে বাস করিয়াছি, রামের রাজ্যে বাস করিয়া আমাদের কিঞ্চিৎমাত্রও সুখ হইল না ॥ ১৪ ॥

মহাত্মা ইক্ষ্বাকুবংশীয়দিগের রাজ্য বালকের প্রাণান্তকর নৃপতি রামচন্দ্রকে

১। হ 'হি'। ২। হ '-ব হ-'। ৩। হ 'সমুপাত্ত ততো রামঃ'। ৪। ক '-যুযা-'। ৫। হ 'রামং নৃপতিসাত্ত জাতঃ সংপ্রতি হুঃখিতাঃ'। ৬। হ '-বিহাসাত্ত'।

রাজদোষৈর্বিপদ্যন্তে প্রজাঃ সমাগপালিতাঃ ।

অসহৃতে হি নৃপতাবকালে ত্রিয়তে জনঃ ॥ ১৬ ॥

যদা পুরেষুজ্ঞানি জনা জনপদেষু চ ।

কুর্বতে ন চ রক্ষান্তি তদা মৃত্যুকৃতং ভয়ম্ ॥ ১৭ ॥

স্বব্যক্তং রাজদোষো হি ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ।

পুরে জনপদে বাপি তথা বালবধো হয়ম্ ॥ ১৮ ॥

এবং বহুবিধৈর্বাটিক্যনিন্দমথ মুহুমুহুঃ ।

স দ্বিজো দুঃখসন্তপ্তঃ স্ততং তমুপগৃহতি ॥ ১৯ ॥

১৭। লো-টী। অবুজ্ঞানি বেদবিরুদ্ধানি কন্দাশি, অকালকৃতং ভয়ম্।

১৮। লো-টী। অহং মে মম বালবধো রাজদোষণে স্বব্যক্তং ক্ষুটং বধা জাতঃ, তথা পুরে জনপদেষু বা বালবধঃ সোহপি।

প্রজ্ঞু পাইয়া বর্তমানে প্রভুহীন হইয়াছে ॥ ১৫ ॥

উত্তমরূপে রক্ষিত না হইলে প্রজাসমূহ রাজার দোষেই বিপন্ন হয়, রাজা অসাধুচরিত্র হইলে লোকে অকালে পরলোকে গমন করে ॥ ১৬ ॥

যখন নগরে বা জনপদে লোকসকল অজ্ঞায় কার্য্য করে এবং কোনরূপ রক্ষার ব্যবস্থা থাকে না, তখনই [ অকালে ] মৃত্যুভয় উপস্থিত হয় ॥ ১৭ ॥

স্ততরাং নগরে অথবা জনপদে অবশ্যই রাজার কোন অজ্ঞায় হইতেছে, সেইজ্ঞায় এই শিশুমৃত্যু সংঘটিত হইয়াছে ॥ ১৮ ॥

এতাদৃশ বহুবিধ বাক্যদ্বারা পুনঃ পুনঃ নিন্দা করিতে করিতে শোকসন্তপ্ত সেই ব্রাহ্মণ পুত্রকে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন ॥ ১৯ ॥

১। হ 'বুজ্ঞানি'। ২। হ 'রক্ষান্তি'। ৩। 'কালকৃতং'। ৪। হ 'দোষ'। ৫। হ 'বধা'।

৬। হ অহং মোকো নাস্তি।

১  
ব্রাহ্মণ্য ব্রাহ্মণঃ সার্কং পুত্রং ক্রোড়েন ধারয়ন্ ।

তত্রৈবোপাৰিশদ ভূমৌ রাজহারি স্ফুঃখিতঃ ॥ ২০ ॥

ইত্যার্ষে বান্দ্রীকীয়ে রামায়ণে আদিকাণ্ডে উত্তরকাণ্ডে ব্রাহ্মণপরিদেবনং নাম  
একোনাশীতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭৯ ॥

[ লো-টী । ] সংভূত ব্যথাং জনয়িত্বা ‘আক্ষিপ্য’ । ইতি বা পাঠঃ ।

ব্রাহ্মণপ্রোদনম্ ॥ ৭৯ ॥

ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর সহিত পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া অতিশয় দুঃখিত হইয়া সেই  
রাজহারে ভূতলে উপবেশন করিলেন ॥ ২০ ॥

মহর্ষি বান্দ্রীক-প্রণীত আদিকাণ্ডে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ব্রাহ্মণপরিদেবন-নামক  
৭৯তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৯ ॥



## (৮০) অনীতিতমঃ সর্গঃ

তথাতিকরুণং তস্য দ্বিজস্য পরিদেবিতম্ ।

শুশ্রাব রাঘবঃ সর্বং দুঃখশোকসমম্বিতম্ ॥ ১ ॥

স দুঃখেন চ সন্তপ্তো মদ্বিগস্তানুপাহ্বয়ৎ ।

পুরোধসমুপাধ্যায়ং জ্ঞাতীংশ্চ সহ নৈগমৈঃ ॥ ২ ॥

ততো দ্বিজা বশিষ্ঠেন সার্কমঠৌ প্রবেশিতাঃ ।

রাজানং দেবসঙ্কশং বর্দ্ধয়েতি ততোহব্রবন্ ॥ ৩ ॥

মার্কণ্ডেয়োহথ মৌদগল্যো বামদেবশ্চ কাশ্যপঃ ।

কাত্যায়নোহথ জাবালির্গৌতমো নারদস্তথা ॥ ৪ ॥

১। লো-টা। তথৈতি তৎপ্রকারকং পরিদেবিতং রোদনং করুণং শ্রোতুঃ করুণাসম্পাদকম্, ক্রিয়াবিশেষণং বা ।

২। লো-টা। সর্বানাহুয় মদ্বিগঃ ইতি । এতানাহুয় মার্কণ্ডেয়াদীনষ্টৌ স্থানয়েতুবাচেতি শেষঃ । ‘মদ্বিগঃ সমুপানয়দি’তি কচিং পাঠঃ ।

রামচন্দ্র সেই ব্রাহ্মণের দুঃখশোক-মিশ্রিত তাদৃশ অতিশয় করুণ বিলাপ শ্রবণ করিলেন ॥ ১ ॥

তিনি দুঃখ-সন্তপ্ত হইয়া মন্ত্রী, পুরোহিত, উপাধ্যায় এবং পৌরগণের সহিত জ্ঞাতিগণকে সমীপে আহ্বান করিলেন ॥ ২ ॥

অনন্তর মার্কণ্ডেয়, মৌদগল্য, বামদেব, কাশ্যপ, কাত্যায়ন, জাবালি, গৌতম, নারদ এই আটজন ব্রাহ্মণ বশিষ্ঠের সহিত [ রাজসভায় ] প্রবেশ করিয়া দেব-তুল্য মহারাজ রামকে ‘বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউন’ এই কথা বলিলেন ॥ ৩-৪ ॥

১। হ ‘সংক্রত’। ২। হ ‘-তঃ’। ৩। হ ‘স তু দুঃখেন’। ৪। হ ‘-ণঃ সমুপানয়ৎ’। ৫। হ ‘ততো বশিষ্ঠপ্রাপ্তাঃ কথায়োহষ্টৌ অবিক্র ভব’। ৬। হ ‘বর্দ্ধয়ানুপাহ্বয়’। ৭। হ ‘-খঃ সকাশ্যপঃ’।

এতে দ্বিজর্ষভাঃ সর্বৈ আসনেষু পবেশিতাঃ ।

মন্ত্রিণো নৈগম্যশ্চৈব যথার্মমুকুলিতাঃ ॥ ৫ ॥

তেষাং সমুপবিষ্টানাং সর্বেষাং দীপ্ততেজসাম্ ।

রাঘবঃ সর্বমাচর্ষে ব্রাহ্মণস্ত প্ররোদনম্ ॥ ৬ ॥

তস্ত তদ্বচনং শ্রুত্বা রাজো দীনস্ত নারদঃ ।

প্রভুবাচ শুভং বাক্যমুষীণাং সন্নিধৌ তদা ॥ ৭ ॥

শৃণু রাম যথাকালে প্রাপ্তোহয়ং বালসংক্রয়ঃ ।

শ্রুত্বা চৈব প্রতীকারং কুরুষ্ব রঘুনন্দন ॥ ৮ ॥

পুরা কৃতযুগে রাম ব্রহ্ম সর্বমমুত্তমম্ ।

অব্রাহ্মণো ন বৈ কশ্চিদতপাশ্চ ন বিদ্যতে ॥ ৯ ॥

৮। লো-টী। যথাকালে অকালে ।

৯। লো টী। ব্রাহ্মণা বৈ ব্রাহ্মণা এব। 'ব্রহ্ম সর্বমমুত্তম'মিতি পাঠে ব্রহ্ম ব্রাহ্মণঃ অমুত্তমম্ অত্যুত্তমম্। অব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ঃ কদাচন কদাপি। 'অব্রাহ্মণো ন বৈ কশ্চি'দিতি প্রায়োবাদঃ, ব্রাহ্মণা এব প্রায়ঃ ইতি তদ্ব্যাখ্যানম্।

রামচন্দ্র এই সমস্ত শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদিগকে আসনে উপবেশন করাইয়া মন্ত্রী এবং পুরবাসিগণের যথাযোগ্য সৎকার করিলেন ॥ ৫ ॥

উপবিষ্ট দীপ্ততেজাঃ সেই সকল ব্রাহ্মণদিগের সম্মুখে রামচন্দ্র ব্রাহ্মণের রোদনের বিষয় সমস্ত বলিলেন ॥ ৬ ॥

হঃস্বিত রাজা রামচন্দ্রের সেই কথা শ্রবণ করিয়া নারদ ঋষিদিগের সমীপে শুভাবহ প্রত্যুত্তর করিলেন ॥ ৭ ॥

রঘুনন্দন রাম, এই বালক যেজন্ম অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে তাহা শ্রবণ করুন এবং শ্রবণ করিয়া প্রতীকার করুন ॥ ৮ ॥

রাম, পুরাকালে সত্যযুগে সকলেই [প্রায়] ব্রাহ্মণ এবং উৎকৃষ্ট ছিলেন, কেহই

১। হ 'তত্র বৈ সমুপাশ্রিতাঃ'। ২। হ 'ততো রাজা তু তান্ সর্বান্ যথার্মমুকুলবেশনঃ'। ৩। হ 'রাঘবো'।

৪। হ 'আচর্ষেহ তৎ সর্বং'। ৫। হ 'নৃপম্'। ৬। হ '-শ্রবান্ বালকং ক্ষয়ম্'। ৭। হ 'ব্রাহ্মণা বৈ তপস্বিনঃ'।

৮। এতদ্বাক্য হানে হ 'অব্রাহ্মণস্তদা রাজান্ ন তপস্বী কদাচন। অমৃত্যবতদা মর্ত্যা জায়ন্তে দীর্ঘজীবিনঃ'। ইতি পাঠঃ।

তস্মিন্ যুগে প্রজ্জলিতে ব্রহ্মভূতে হনাপদি ।

অমৃত্যবো দ্বিজাঃ সর্ব্বৈ জায়ন্তে বিগতাময়াঃ ॥ ১০ ॥

ততস্ত্রেতাযুগং নাম মানবানাং বপুশ্চতাম্ ।

ক্ষত্রিয়ান্তত্র জায়ন্তে তীব্রেণ তপসাম্বিতাঃ ॥ ১১ ॥

বীর্য্যেণ তপসা চৈব তেহধিকাঃ পূর্ব্বজন্মনঃ ।

মানবা যে মহাত্মানস্তস্মিন্স্ত্রেতাযুগেহভবন্ ॥ ১২ ॥

১০। লো-টী। তদা কৃতযুগে অমৃত্যবঃ নাকালমৃত্যবঃ। ‘দীর্ঘজীবিন’ ইতি পাঠঃ। ‘বিগতাময়া’ ইতি পাঠে বিগতরোগাঃ। প্রজ্জলিতে তপসা প্রকাশিতে ব্রহ্মভূতে ব্রাহ্মণ্যাশ্বে অনাপদি ন বিজ্ঞতেহধর্ম্মরূপা বিপদ বস্মিন্ তস্মিন্। ‘তদা কৃত্যে’ ইতি বা পাঠঃ।

১১। লো-টী। ‘ততোহভবদি’তি পাঠঃ। কচিচ্চ ‘মানবানাং বপুশ্চতাম্বিতা’ পাঠে বপুশ্চতাম্বিতাঃ ক্ষত্রিয়ানাম্।

১২। লো-টী। পূর্ব্বজন্মনো ব্রাহ্মণাং তে ক্ষত্রিয়াঃ। ‘তেহধিকা বপুশ্চতাম্বিতা’ ইতি বা পাঠঃ।

অত্রাহ্মণ অথবা তপস্യാহীন ছিলেন না ॥ ৯ ॥

তপঃসমুজ্জ্বল ব্রাহ্মণপ্রধান [ অধর্ম্মরূপ ] বিপদ্রহিত সেই সত্যযুগে ব্রাহ্মণ-গণ নীরোগ এবং অমর হইতেন ॥ ১০ ॥

অনন্তর ত্রেতাযুগ উপস্থিত হইল; সে যুগে মনুষ্যগণ দৈহিক উৎকর্ষ লাভ করিল, তীব্রতপস্য়াক্ষর ক্ষত্রিয়গণ প্রাচুর্ভূত হইলেন ॥ ১১ ॥

সেই ত্রেতাযুগে যে সকল মহাত্মা মানবগণ জন্মগ্রহণ করিয়া-ছিলেন, তাঁহারা পূর্ব্বজাত ব্যক্তিগণ অপেক্ষা বীর্য্য এবং তপস্য়ায় শ্রেষ্ঠ ছিলেন ॥ ১২ ॥

১। ছ ‘প্রজ্জলিতে রাম’। ২। ছ ইদমর্গঃ নাস্তি। ৩। ছ ‘গতে ত্রেতা-’। ৪। ছ ‘ততোহভবৎ’। ৫। ছ ‘বপুশ্চতাম্বিতা’।

ব্রহ্মাক্রান্ত তৎ সর্বং যৎ পূর্বমপরঞ্চ যৎ ।

যুগয়োরুভয়োরাসীৎ সমবীৰ্য্যসমম্বিতম্ ॥ ১৩ ॥

অপশ্যন্তো হি বীৰ্য্যেণ বিশেষমধিকং তথা ।

স্থাপনং চক্রিরে সর্বৈ চাতুর্বর্ণ্যস্ত রাঘব ॥ ১৪ ॥

তস্মিন্ যুগে প্রজ্বলিতে ধর্মভূতে হনাবতে ।

অধর্মঃ পাদমেকস্ত পাতয়ৎ পৃথিবীতলে ॥ ১৫ ॥

১৩। লো-টা। কেবলিং সত্যযুগেহপি ক্ষত্রিয়স্ত তপোহন্তীতি মতম্, তদাহ—ব্রহ্মেতি ।  
যৎ ব্রহ্ম ব্রাহ্মণঃ নপুংসকত্বমাবধম্, যচ্চ ক্ষত্রং ক্ষত্রিয়ঃ তৎ সর্বং পরং কেবলং তপঃপূর্বং তপ এব  
পূর্বং প্রথমং কৃতাতং যন্ত তৎ, যুগয়োঃ সত্যত্রেতাযুগয়োঃ আসীৎ অন্তস্তদা উভয়োব্রহ্মাক্রান্তয়োঃ ।  
হে রাম । ‘বীৰ্য্যঃ তপোহম্বিত’মিতি কচিং পাঠঃ ।

১৪। লো-টা। চত্বারো বর্ণাশ্চাতুর্বর্ণ্যং তস্ত ।

১৫। লো-টা। অধর্মম্ অধর্মজনকম্ । একং পাদমনুতাত্যাম্ । ‘অধর্ম’ ইতি পাঠে  
পপাত পাতয়ামাস । কচিস্তু ‘পাতয়ন্ পৃথিবীতল’ ইতি পাঠঃ ।

সেই উভয় যুগেই সেই পূর্ববর্তী [ ব্রাহ্মণগণ ] এবং পরবর্তী ব্রাহ্মণ ও  
ক্ষত্রিয়গণ সকলেই সমানবীৰ্য্য-সম্পন্ন ছিলেন ॥ ১৩ ॥

হে রাঘব, বীৰ্য্যবন্তায় [ কাহারও কোনরূপ ] বৈশিষ্ট্য বা আধিক্য না দেখিয়া  
সকলে চাতুর্বর্ণ্যের প্রবর্তন করিলেন ॥ ১৪ ॥

ধর্মবহুল পাপরহিত [ ধর্মদ্বারা ] সমুজ্জ্বল সেই ত্রেতাযুগে [ মিথ্যা, হিংসা,  
অসন্তোষ এবং যুদ্ধরূপ পাদচতুষ্টয়ায়ক ] অধর্ম পৃথিবীতে একপাদ প্রবর্তিত  
করিল ॥ ১৫ ॥

১। হ ‘-ক’ । ২। হ ‘-তপোহম্বিতম্’ । ৩। হ ‘-স্ত তে পূর্ব’ । ৪। হ ‘ততঃ’ । ৫। হ  
‘স্থাপনাক্রিরে’ । ৬। হ ‘-র্ধ্যক নিত্যশঃ’ । ৭। হ ইদমর্ঘং নাস্তি’ । ৮। হ ‘-র্মপাদ-’ । ৯। হ অন্তঃ পর্য  
‘অনন্তং পাতয়িষ্য সঃ ধর্মপাদং বানাসয়ৎ । ততঃ প্রাদুর্ভূত্বদ্ব্যমায়ুযঃ পরিনিশ্চয়ঃ । অধর্মেন তু সংযুক্তা বলাশ্চা-  
নোহন্তবদুপাঃ । তথাপ্যধর্মে পতিতে মহাত্মানো যুগে ভদা’ । ইত্যধিকম্ ।

অধর্মেণ তু সংযুক্তান্তেজোমন্দাস্তদা হি তে ।

শুভাত্মোবাচরন্ লোকাঃ সত্যধর্ম্যপূরঙ্কতাঃ ॥ ১৬ ॥

ত্রৈতায়ুগে পুনর্ব্বতে ব্রহ্মকত্রমমুত্তমম্ ।

তপস্তেপে মহাভাগ শুশ্রীষাং চেতরো জনঃ ॥ ১৭ ॥

অধর্ম্যঃ পরমস্তেষাং বৈশ্বশূদ্রমথাবিশং ।

যৎ পূর্ব্বং সর্ব্ববর্ণেষু ব্রহ্মকত্রমজায়ত ॥ ১৮ ॥

১৬। লো-টী। অধর্মেণ অনূতেন, তেজো মন্দং স্বরং যেষাং তে ।

[লো-টী।] পূর্বেষু পূর্ক্বেষু ব্রাহ্মণেষু বলং তপোবলং কর্মপদং ভূশমত্যাগম্ অবিসম্ভবম্ অষ্টৈঃ কর্তৃমশক্যম্ অনূতং কর্তৃপদম্ সম্ভূতং ব্যাপ্তম্ । কিন্তু তমনূতং সরজস্বং রজোগুণসহিতং রজসা গুণেনানূতং ন তপোহিভিভূতমিত্যর্থঃ । অনূতং অনূতস্ত তুর্ঘ্যাংশরূপঃ পাদং ধর্ম্যপাদং তপসস্তুর্ঘ্যাংশম্ অনাশয়দধর্ম্য ইতি শেষঃ । ‘অধর্ম্যং পাতয়িত্বা চ ধর্ম্যপাদং বানাশয়দি’তি পাঠে অধর্ম্যমধর্ম্যপাদমনূতং পূর্ব্বং যদাযুঃ তস্য পরিনিষ্ঠিতং পরিমিতং প্রোহকরোং প্রোহর-করোং ইতি সর্কজঃ । ‘ততঃ প্রোহরভূৎ পূর্ব্বমায়ুঃ পরিনিশ্চয়’ ইতি পাঠে পরিনিশ্চয়ঃ পরিমাণম্ । অধর্মে অধর্ম্যপাদে অনূতে পতিতে সত্যপি তথাপি যে মহাত্মানঃ তে সত্যস্ত ধর্ম্যপাদস্ত পূরঙ্কতাঃ সন্তঃ ।

১৭। লো-টী। উক্তমুপসংহরতি ত্রৈতায়ুগ ইতি । হে মহাভাগ, যৎ ব্রহ্ম কত্রম্ অজায়ত তদেব তপস্তেপে ইত্যর্থঃ ।

১৮। লো-টী। ন বিত্ততে ধর্ম্যো যস্মাৎ সৌধধর্ম্যঃ তেষাং ব্রহ্মকত্রাণাং তপোরূপঃ পরমো ধর্ম্যঃ বৈশ্বশূদ্রমথাবিশং দ্বাপরে কলাবপি শেষঃ ।

তখন [একপাদ] অধর্ম্যসংযুক্ত হওয়ায় লোকসকলের তেজ মন্দীভূত হইলেও তাঁহারা সত্যধর্ম্যপরাণ হইয়া শুভকর্ম্মই আচরণ করিতেন ॥ ১৬ ॥

হে মহাভাগ, ত্রৈতায়ুগ আরম্ভ হইলে ব্রাহ্মণ এবং কত্রিয়গণ উত্তমরূপে তপস্তা করিতে লাগিলেন এবং অপর ব্যক্তিগণ শুশ্রীষা করিতে লাগিল ॥ ১৭ ॥

তন্মধ্যে বৈশ্ব এবং শূদ্রের মধ্যেই অত্যন্ত অধর্ম্য প্রবিষ্ট হইল । ব্রাহ্মণ এবং কত্রিয় ঐহারা ছিলেন, তাঁহারা সর্ব্ববর্ণের মধ্যে প্রথমেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ।

এবং নিরন্তরে তেষামদ্ব্যুতং তদভূৎ পুরা ।

ততঃ প্রভৃতি সস্তাপমাজ্জহার নরর্ষভ ॥ ১৯ ॥

পাদং তস্মাদধর্ম্যস্ত দ্বিতীয়ঃ সমপদ্যত ।

অথাচ্চং দ্বাপরং নাম ততো যুগমজায়ত ॥ ২০ ॥

তস্মিন্ দ্বাপরসংজ্ঞে তু বর্তমানে যুগে নৃপ ।

অধর্ম্যশ্চানুর্ভবৈ বর্দ্ধতে পুরুষর্ষভ ॥ ২১ ॥

ততো দ্বাপরমধ্যেহস্মিংস্তপো বৈশ্বানুপাবিশৎ ।

যুগে তৃতীয়ে ত্রৈবর্ণ্যং ধর্ম্মে সম্প্রতি বর্দ্ধতে \* ॥ ২২ ॥

[ লো-টী। ] বৈশ্বশূদ্রয়োঃ কস্মাহ—পূজামিতি । পূজাং সেবাম্ । কৃতঃ ? বদ্ বস্মাৎ সর্ববর্ণেষু মধ্যে পূর্ষমজায়ত ।

১৯। লো-টী। এবং নিরন্তরে তপঃকরণস্ত ছিদ্রাভাবে সতি তত্তপঃ অদ্ব্যুতমভূৎ । ‘নিরন্তর’মিতি বা পাঠঃ । এবাং ব্রহ্মকৃত্রিয়বিশাং যত্নপোবাং ততঃ প্রভৃতি তথাপি অধর্মাংশঃ সস্তাপং হুঃখং আজহার জনয়ামাস । ‘অনুতমতবৎ পুরা’ ইতি পাঠে এবং নিরন্তরে তপস— ছিদ্রাভাবেহপি সতি অনুতমতবৎ প্রাহুরভূৎ স্বাধিকারায় ।

২০-২১। লো-টী। দ্বিতীয়ঃ পাদোহংকারঃ যুগস্ত ত্রৈতায়ুগস্ত ক্রয়ো যস্মিন্ তস্মিন্ । অধর্ম্মঃ অধর্ম্মপাদোহংকারঃ ।

২২। লো-টী। ‘যুগে তৃতীয়ে’ ইতি বা পাঠঃ । ধর্ম্মং তপোরূপং বদ্ বস্মাৎ ত্রৈবর্ণ্যং প্রীতি লক্ষীকৃত্য তিষ্ঠতি অতঃ উগ্রং ধর্ম্মং কর্তুং ‘ধর্ম্মমস্মিন্ মহীপতে’ ইতি পাঠে অস্মিন্ যুগত্রয়ে ।

হে নরবর, এইরূপে তাঁহাদের কোন ছিদ্র না থাকিলেও [ অধর্ম্মপ্রভাবে ] অদ্ব্যুত ঘটনা সংঘটিত হইল—সেই সময় হইতে তাঁহাদিগের হুঃখ হইতে লাগিল ॥ ১৮-১৯ ॥

তার পর অধর্ম্মের দ্বিতীয়পাদ প্রবর্তিত হইয়াছে এবং তাহাতে দ্বাপর নামে অপর যুগ আবির্ভূত হইয়াছে ॥ ২০ ॥

পুরুষশ্রেষ্ঠ মহারাজ, বর্তমানে সেই দ্বাপরনামক যুগের প্রবৃত্তিকালে অধর্ম্ম এবং অসত্য বৃদ্ধি পাইতেছে ॥ ২১ ॥

তার পর এই দ্বাপরযুগের মধ্যেই বৈশ্বদিগের মধ্যে তপস্তা প্রবেশ লাভ

১। ১৯-২০লোক্যোঃ স্থানে ছ ‘পূজা’ক সর্ববর্ণানাম পূজাশচকুর্কিণেষভঃ । এতন্নিরন্তরে তেষাং অধর্ম্মে চানুতে চ হ । ততঃ সর্ব্বৈ ভূশং ত্রাসমাজগুরূপসভবঃ । ততঃ পাদমধর্ম্মশ্চ দ্বিতীয়মবতারয়ৎ । ততো দ্বাপরসংজ্ঞাত যুগস্ত সমজায়ত ।’ ইতি পাঠঃ । ২। ছ ‘ততঃ’ । ৩। ক ‘ববুধে’ । ৪। ছ ‘তত্রৈব বৈশ্বো ধর্ম্মে প্রবর্ততে’ ।

\* এতেন ত্রৈতায়ুগস্ত শেষভাগে রামস্ত প্রাহুর্ভাবঃ, একাধশ বর্ষমহুত্রাণি রাজাঃ শাসতস্তত্র দ্বাপরপ্রবৃত্তিপৰ্য্যন্তং হিতিরিত সন্ভাব্যতে । এবঞ্চ শ্রাচাং ব্যাখ্যানেনববার্দ্ধবদঃ হু কুনিতি প্র তিষ্ঠতি । তসেন্তচ্চিত্তনীয়ম্ ।

ন শূদ্রো লভতে ধর্ম্যং কৰ্ত্তু মস্মিন্ মহোপতে ।

হীনবর্ণো নরশ্রেষ্ঠ তপ্যতে ন হি বৈ তপঃ ॥ ২৩ ॥

ভাবিনী শূদ্রযোন্তাং তু তপশ্চর্যা কলৌ যুগে ।

অধর্ম্মশ্চ মহারাজংস্তদা সম্পৎশ্রুতে মহান ॥ ২৪ ॥

স বৈ বিষয়পর্য্যন্তে রাজস্মু গ্রতরং তপঃ ।

শূদ্রস্তপ্যতি দুর্ব্বন্ধিস্তেন বালবধো নৃপ ॥ ২৫ ॥

যো অধর্ম্মমকার্য্যং বা বিষয়ে পার্থিবস্ত বৈ ।

কুরুতে রাজশাৰ্দূল পুরে বা দুর্ম্মতি নরঃ ॥ ২৬ ॥

২৪। লো-টী। ‘ভাবিনী’ত্যাদিপাঠঃ। ‘ভবিষ্যে শূদ্রযোনেশ্চ তপস্তপ্যং কলৌ যুগে’ ইত্যপি কচিং। শূদ্রেরাচরিতঃ পরমো ধর্ম্মোহপি অধর্ম্ম এবোতি সর্ব্বজ্ঞঃ। ‘অধর্ম্মশ্চ মহারাজ তদা সম্পৎশ্রুতে মহানি’তি পাঠে তদা তস্মিন্ কালে ত্রেতাদৌ।

২৫। লো-টী। বিষয়পর্য্যন্তে বিষয়স্ত পরি সর্ব্বতোভাবেন অস্তে মথো। তেন শূদ্রতপসা।

২৬। লো-টী। অধর্ম্মং হিংসাদিকং ধর্ম্মমপি তস্তাকার্য্যম্ অকরণীয়ং বা।

✓ করিয়াছে ; সম্প্রতি তৃতীয় যুগে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই বর্ণত্রয়ই ধর্ম্ম আচরণ করেন ॥ ২২ ॥

নরশ্রেষ্ঠ মহারাজ, এই যুগে শূদ্র ধর্ম্মাচরণের অধিকার লাভ করে নাই,

✓ হীনবর্ণ শূদ্র তপস্তা করিতে পারে না ॥ ২৩ ॥

মহারাজ, [ ভবিষ্যতে ] কলিযুগে শূদ্রজাতি রমধ্যে তপস্তার অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত হইবে এবং তখন অত্যন্ত অধর্ম্মও সংঘটিত হইবে ॥ ২৪ ॥

মহারাজ, আপনার রাজ্যপ্রাপ্তিতে সেই দুষ্টবুদ্ধি শূদ্র উগ্রতর তপস্তা আচরণ করিতেছে এবং সেইজন্যই এই শিশুমৃত্যু সংঘটিত হইয়াছে ॥ ২৫ ॥

হে রাজশাৰ্দূল, যে দুষ্টলোক রাজার রাজ্যে অথবা নগরমধ্যে অধর্ম্ম অথবা

১। হ ‘ন চ শূদ্রো লভতে ধর্ম্মং কৰ্ত্তু মস্মিন্’। ২। হ ‘নাসরেৎ হুমহন্তপঃ’। ৩। হ ‘ভাবোহস্ত শূদ্রবর্ণত’।

৪। ক ‘সম্পত্তে’। ৫। হ ‘যরা ন বিজাতো’। ৬। হ ‘-তপঃ কচিং’। ৭। হ ‘হরৎ’। ৮। হ ‘চ’।

ক্ষিপ্রং স নরকং যাতি স চ রাজা ন সংশয়ঃ ।

চতুর্থং হেব পাপস্ত ভাগমশ্নাতি পার্শ্বিণঃ ॥ ২৭ ॥

স ত্বং পুরুষশার্দূল বিষয়ং স্বং পরিভ্রম ।

দুষ্কৃতং যত্র পশ্চোথাস্তত্র যত্নং সমাচর ॥ ২৮ ॥

এবঞ্চ ধর্মবৃদ্ধিশ্চ বালায়ুর্বর্দ্ধনং তথা ।

ভবিষ্যতি নরব্যাস্ত্র বালশাস্ত্র চ জীবিতম্ ॥ ২৯ ॥

ইত্যার্ষে বান্দ্রীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে নারদবাক্যং নাম

অশীতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৮০ ॥

২৯। লো-টী। বালকস্ত জীবিতং বালায়ুর্বর্দ্ধনঞ্চ।

নারদবাক্যম্ ॥ ৮০ ॥

অকার্য্য করে, সেই ব্যক্তি এবং সেই রাজা অচিরেই নরকে গমন করে ইহাতে সন্দেহ নাই, রাজা পাপের একচতুর্থাংশ ফল ভোগ করেন ॥ ২৬-২৭ ॥

হে পুরুষশার্দূল, আপনি স্থায়ী রাজ্যে পরিভ্রমণ করুন এবং যেস্থানে দুষ্কার্য্য অবলোকন করিবেন সেইস্থানে তাহা দূর করিবার চেষ্টা করুন ॥ ২৮ ॥

হে নরশার্দূল, তাহা হইলে ধর্মের বৃদ্ধি এবং এই বালকের আয়ুর্বৃদ্ধি ও জীবনলাভ হইবে ॥ ২৯ ॥

মহর্ষি বান্দ্রীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে নারদবাক্য-নামক

৮০তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮০ ॥



## (৮-১) একাকীভিত্তমঃ সর্গঃ

নারদস্ত তু তদ্বাক্যং শ্রুত্বায়তময়ং যথা ।

প্রহর্ষমতুলং লেভে লক্ষণক্ষেদমত্রবীৎ ॥ ১ ॥

গচ্ছ সৌম্য দ্বিজশ্রেষ্ঠং সমাখ্যাসয় লক্ষণ ।

বালস্ত চ শরীরস্ত তৈলদ্রোণ্যাং নিবেশয় ॥ ২ ॥

গন্ধৈশ্চ পরমোদারৈশ্চৈলৈশ্চ স্নগন্ধিভিঃ ।

যথা ন ক্রীয়তে বালস্তথা সৌম্য বিধীয়তাম্ ॥ ৩ ॥

যথা শরীরং গুপ্তং স্থান্দ্বালস্তাক্রিক্কর্ষণঃ ।

বিপত্তিঃ পরিভেদো বা ন ভবেচ্ তথা কুরু ॥ ৪ ॥

ইতি সন্দিশ্য কাকুৎস্থো লক্ষণং শুভলক্ষণম্ ।

মনসা পুষ্পকং দধ্যাবাগচ্ছেতি মহাযশাঃ ॥ ৫ ॥

৩। লো-টা। পরমোদারৈঃ পরমৈরুভমৈঃ উদারৈর্মহতিঃ ।

৪। লো-টা। ন ক্রিষ্টং ক্রীণং কৰ্ম্ম প্রারকং বস্ত তস্ত । বিপত্তির্নাশঃ পুত্তিগন্ধো বা,  
পরিভেদঃ খণ্ডখণ্ডতা ।

রামচন্দ্র নারদের অমৃততুল্য কথা শুনিয়া অপরিসীম আনন্দ লাভ করিলেন  
এবং লক্ষণকে এই কথা বলিলেন— ॥ ১ ॥

সৌম্য লক্ষণ, যাও, ব্রাহ্মণপ্রবরকে আশ্বস্ত কর এবং বালকের দেহ তৈলপূর্ণ  
পাত্রে স্থাপন কর ; উৎকৃষ্ট প্রচুর গন্ধ এবং স্নগন্ধি তৈলদ্বারা যাহাতে বালক ক্ষয়  
প্রাপ্ত না হয়, তাহার ব্যবস্থা কর ॥ ২-৩ ॥

এই অক্লিষ্টকর্মা বালকের শরীর যাহাতে রক্ষিত হয় এবং নষ্ট অথবা  
খণ্ডিত না হয়, তাহা কর ॥ ৪ ॥

মহাযশসী কাকুৎস্থ রামচন্দ্র শুভলক্ষণ লক্ষণকে এইরূপ আদেশ করিয়া

୧  
୧କ୍ଷିତଂ ତସ୍ୟ ବିଜ୍ଞାୟ ପୁଷ୍ପକୋ ହେମଭୂଷିତଃ ।

୨  
ଆଜଗାମ ମୁହୂର୍ତ୍ତେନ ସମୀପଃ ରାଘବଞ୍ଚ ହ ॥ ୬ ॥

୩  
ସୋହସ୍ରବୀଂ ପ୍ରଂଗତୋ ଭୂତ୍ବା ଅୟମଗ୍ନିଂ ନରାଧିପ ।

୪  
ଧ୍ୟାତସ୍ତସ୍ୟା ମହାବାହୋ ତତୋହଂ ସମୁପାଗତଃ ॥ ୭ ॥

୫  
ଭାଷିତଂ ରୁଚିରଂ ଶ୍ରୁତ୍ବା ପୁଷ୍ପକଞ୍ଚ ନରାଧିପଃ ।

୬  
ଅଭିବାଦ୍ୟ ମହର୍ଷୀଂସ୍ତାନ୍ ବିମାନଂ ସୋହଧ୍ୟାରୋହତ ॥ ୮ ॥

୭  
ଧନୁର୍ଗୃହୀତ୍ବା ଭୂଗୌ ଚ ଧୃଢ଼ଗଞ୍ଜ ରୁଚିର ପ୍ରଭତ୍ତ୍ୱମ୍ ।

୮  
ନିକ୍ଷିପ୍ୟ ନଗରେ ବୀରୋ ମୌମିତ୍ରିଭରତାବୁଭୌ ॥ ୯ ॥

୯  
ଯାତଃ ପ୍ରତୀଚୀଂ ସ ଦିଶଂ ବିଚ୍ଚେତୁଂ ରଘୁନନ୍ଦନଃ ।

୧୦  
ନାପଞ୍ଚଂ ତତ୍ତ୍ୱେ ଧର୍ମାୟା ସ୍ଥଳମପ୍ୟଥ ଦୁଃସ୍ମତମ୍ ॥ ୧୦ ॥

୧୧ । ଲୋ-ଟୀ । ‘ବିମାନ’ମିତି ପାଠଃ । ‘ପୁଷ୍ପକୋ ହେମଭୂଷିତ’ ଇତି ପାଠେ ପୁଂସ୍ତ୍ୱର୍ଥମ୍ ।

ମନେ ମନେ ଆବାହନପୂର୍ବକ ପୁଷ୍ପକରଥେର ଚିନ୍ତା କରিলେନ ॥ ୫ ॥

ସ୍ୱର୍ଗଭୂଷିତ ପୁଷ୍ପକରଥ ରାମଚନ୍ଦ୍ରେର ଅଭିପ୍ରାୟ ଅବଗତ ହଇয়া ମୁହୂର୍ତ୍ତମଧ୍ୟେ ତାହାର ସମୀପେ ଆଗମନ କରিল ॥ ୬ ॥

ସେହି ପୁଷ୍ପକ ପ୍ରଂଗତ ହଇয়া ବଲିଳ, ମହାବାହୋ ମହାରାଜ, ଏହି ଆମି ଆପନାକର୍ତ୍ତୃକ ଚିନ୍ତିତ ହଇয়া ଉପସ୍ଥିତ ହଇয়াଛି ॥ ୭ ॥

ନରରାଜ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍ପକେର ମନୋହର କଥା ଶୁନିଆ ସେହି ସମସ୍ତ ମହର୍ଷିଦିଗକେ ଅଭିବାଦନ କରତ ଉହାତେ ଆରୋହଣ କରিলେନ ॥ ୮ ॥

ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏବଂ ଭରତକେ ନଗରେ ରାଖିଆ ଧନୁକ, ତୃଶୀରଦ୍ୱୟ ଏବଂ ମନୋହର ପ୍ରଭାବିଶିଷ୍ଟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଧୃଢ଼ ଗ୍ରହଣ କରିଆ ଧର୍ମାୟା ରଘୁନନ୍ଦନ ଅସ୍ତେଷ୍ଠ୍ୟର୍ଥେ

୧ । ଚ ‘ନିକ୍ଷିପ୍ୟ’ । ୨ । ଚ ‘ଭୂ’ । ୩ । ଚ ‘ଆଗ୍ରାଣିକୀକାୟମ୍’ । ୪ । ଚ ‘ଆଜାଗମ୍ୟ ନୃପତେ କିଞ୍ଚିତ୍ ସ୍ୱାଧୀନମ୍’ । ୫ । ଚ ‘ପୁଷ୍ପକ’ । ୬ । ଚ ‘ସୋହସ୍ର’ । ୭ । ଚ ‘ବୀରୋ’ ।

উত্তরামগমচ্চাপি দিশং হিমবতাবৃত্তাম্ ।

নাপশ্যৎ সোহথ তত্রাপি স্বল্পমপি চ দৃষ্ণতম্ ॥ ১১ ॥

পূর্বাং সপরিচক্রাম দিশং শত্রুনিবর্হণঃ ।

পূর্ব্বামপি দিশং কৃৎস্নাং স ত্বপশ্যন্ততো নৃপঃ ।

সর্ব্বাং শুক্লসমাচারামাদর্শতলনির্মল্যাম্ ॥ ১২ ॥

দক্ষিণাং দিশমাক্রামৎ ততো রাঘবনন্দনঃ ।

শৈবলশ্চোত্তরে পার্শ্বে দদর্শ স্মহৎ সরং ॥ ১৩ ॥

১২। লো-টী। কৃৎস্নাং পূর্বাং দিশং পরিচক্রাম অধেষয়ামাস। তাত্ পূর্বাং সর্ব্বাং দিশং শুক্লসমাচারাং পশ্যন্ততো দক্ষিণাং দিশমাক্রামদিতায়য়ঃ। কৃত্রিচিহ্ন 'ততঃ পূর্বাং দিশং যাতো বিমানেন নরাধিপঃ। ন দদর্শ চ তত্রাপি কক্ষিদছুৎকারিণ'মিতি পাঠঃ।

১৩। লো-টী। শৈবলস্ত পদ্মকাষ্ঠবনস্ত। 'শৈবলং পদ্মকাষ্ঠে স্তাৎ শৈবালে তু পুমানয়'মিতি কোষঃ। 'স শৈবলশ্চ'তি কচিৎ পাঠঃ।

পশ্চিম দিকে গমন করিলেন, সেখানে বিন্দুমাত্রও ছদ্মার্থ্য দেখিতে পাইলেন না ॥ ৯-১০ ॥

পরে হিমালয়াবৃত উত্তরদিকে গমন করিয়া তথায়ও কোন পাপকার্য্য দেখিলেন না ॥ ১১ ॥

শত্রুনিহস্তা সেই মহারাজ রামচন্দ্র পূর্ব্বদিকে অধেষণ করিলেন, কিন্তু তিনি সমস্ত পূর্ব্বদিকও দর্পণতলের আয় নির্মল বিশুদ্ধ-আচরণবিশিষ্ট দেখিলেন। পরে দক্ষিণদিকে গমন করিয়া [ বিদ্যাচল-সমীপস্থ ] শৈবল নামক পর্ব্বতের উত্তরপার্শ্বে একটি অতিবৃহৎ সরোবর দেখিতে পাইলেন ॥ ১২-১৩ ॥

১। হ ইতঃ সার্কলোকায়স্থানে বিচিত্রা পশ্চিমাশাশ্বতরাং এবংযো তলা। ন তত্রা-বার্হিঃ সত্বমপশ্যৎ কিকিৎসতম্। ততঃ পূর্বাং দিশং যাতো বিমানেন নরাধিপঃ। ন দদর্শ চ তত্রাপি কিকিৎসতকারিণম্। ইতি পাঠঃ। ২। হ 'নপশ্যন্তো'। ৩। ক 'শৈবল'।

তস্মিন্ সরসি তপ্যন্তঃ তাপসঃ স্মমহত্তপঃ ।

দদর্শ রাঘবো ভীমং লম্বমানমধোমুখম্ ॥ ১৪ ॥

অধৈনং সমুপাগম্য তপ্যন্তঃ তপ উত্তমম্ ।

উবাচ নৃবরো বাক্যং ধন্যস্ত্বমসি তাপস ॥ ১৫ ॥

কস্তাং যোনৌ তপোবৃদ্ধ বর্তসে দৃঢ়নিশ্চয় ।

অহং দাশরথী রামঃ পৃচ্ছামি ত্বাং কুতূহলাৎ ॥ ১৬ ॥

কস্তবার্থো ব্যবসিতো দেবলোকে বরাশ্রয়ঃ ।

তপস্তপ্যসি যস্যার্থে শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥ ১৭ ॥

[ লো-টী। ] শ্রোতঃপ্রাপ্তেন শ্রোত্রজেন কৃষিরেণেভার্থঃ। ‘শ্রোত্রপ্রাপ্তেনে’তি পাঠে শ্রোত্রপ্রাপ্তজেন। ‘বুদ্ধিকর্মেজিয়ে বিত্তে প্রবাহেহুনি চালনে। শ্রোতাগতো সমুদ্রে চ সান্তমিচ্ছন্তি হ্রয়ঃ’ ॥ ইতি মহার্ঘবঃ।

শূদ্রদর্শনম্ ॥ ৮১ ॥

রামচন্দ্র সেই সরোবরে অতিশয় কঠোর তপস্শ্রাকারী অধোমুখে লম্বমান ভীষণ এক তাপসকে দেখিলেন ॥ ১৪ ॥

নরবর রামচন্দ্র সেই কঠোর তপস্শ্রাকারীর নিকটে গমন করিয়া বলিলেন, তাপস, আপনি ধন্য ॥ ১৫ ॥

হে তপোবৃদ্ধ, হে দৃঢ়নিশ্চয়, আপনি কোন্ জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ? আমি দশরথপুত্র রাম কৌতূহল বশতঃ আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি ॥ ১৬ ॥

আপনার অভিপ্রেত বস্তু কি দেবলোকে উত্তম আশ্রয় লাভ ? যাহার জন্য আপনি তপস্শ্রা করিতেছেন আমি তাহা যথার্থরূপে শুনিতে ইচ্ছা করি ॥ ১৭ ॥

১। হ অতঃ পরং ‘জালাং শিবন্তঃ বজ্রং লেলিহানং বিভাবহম্। কৃষিরেণাবসিকন্তঃ শ্রোতঃপ্রাপ্তেন পাবকম্।’ ইত্যদিকম্। ২। হ ‘তপ্যমানং রঘুধঃ’। ৩। হ ‘-মিতি’। ৪। হ ‘-সম্’। ৫। হ ‘-দ্বির্বর্ততে’। ৬। হ ‘-বিক্রম’। ৭। ইত্যঃ সার্ভলোকস্থানে হ ‘কৌতূহলাবাঃ পৃচ্ছামি রামো দাশরথীহব্। মন্যদিত্তে কো বার্থঃ বর্ননাতোহপরাহপি বা। তপ্যাসে ত্বং বদন্তঃ তপোবৃদ্ধঃ চরং নরৈঃ’। ইতি পাঠঃ।

কিং ব্রাহ্মণোহসি ভদ্রেণ্ডে ক্রত্ৰিয়ো বাহসি দুর্জয়ঃ ।

বৈশ্ণো বাপ্যথ শূদ্রস্ত্বং সত্যং কথয় সূত্রত ।

কুলং জাতিং কথয়তঃ সম্যগ্ ভবতি তে ফলম্ ॥ ১৮ ॥

ইত্যর্থে বাগ্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে শূদ্রদর্শনং নাম  
একাদশীতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৮১ ॥

হে সূত্রত, আপনার মঙ্গল হউক, আপনি কি ব্রাহ্মণ, অথবা দুর্জয় ক্রত্ৰিয়, অথবা বৈশ্য, বা শূদ্র, সত্য করিয়া বলুন। যথাযথভাবে কুল এবং জাতির কথা বলিলে আপনার সম্যক ফল লাভ হইবে ॥ ১৮ ॥

মহর্ষি বাগ্মীকি-প্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে শূদ্রদর্শন-নামক  
৮১তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮১ ॥

১। হ '-বাথ'। ২। হ 'বা যদি বা'। ৩। হ '-স্ত্রঃ সত্যমেতদ্ব্রবীহি মে'। ৪। অন্তর্ভুক্ত হানে  
হ 'ইত্যেবমুতঃ স নরাধিপেন অবাক্শিয়া দাশরথায় তস্মৈ। উবাচ জাতিং নৃপপুত্রবায় ধং কারণকৈব তপঃপ্রবরম্'।  
ইত্যধিকম্।

(৮২) দ্ব্যশৌভিতমঃ সৰ্গঃ

তস্ম তদ্বচনং শ্রুত্বা রামস্তাক্লিষ্টকৰ্মণঃ ।

অবাক্শিরাস্তথাভূতঃ স বাক্যমিদমব্রবীৎ ॥ ১ ॥

শূদ্রযোন্তাঃ প্রসূতোহহং তপ উগ্রং সমাস্থিতঃ ।

দেবত্বং প্রার্থয়ে রাম সশরীরো মহাযশঃ ॥ ২ ॥

ন মিথ্যাহং বদে রাম দেবলোকজিগীষয়া ।

শূদ্রং মাং বিদ্ধি কাকুৎস্থ শম্বুকং নাম নামতঃ ॥ ৩ ॥

ভাষতস্তস্ম শূদ্রস্ম খড়্গং সুরচিরপ্রভম্ ।

নিষ্কৃষ্য কোপাদ্বিমলং শিরশ্চিচ্ছেদ রাঘবঃ ॥ ৪ ॥

তস্মিন্ শূদ্রে হতে দেবাঃ সেন্দ্রাঃ সান্নিপূরোগমাঃ ।

সাধু সাধ্বিতি কাকুৎস্থং প্রশংসমু'হস্মু'হঃ ॥ ৫ ॥

১-৩। লো-টী। সশরীরঃ সন্ স্বৰ্গলোকজিগীষয়া স্বৰ্গলোকং জেতুং প্রাপ্তুমিচ্ছয়া দেবত্বং প্রার্থয়ে ইত্যর্থঃ। শম্বুকং নাম শূদ্রং মাং বিদ্ধি, নামতঃ প্রসিদ্ধৌ।

৪। লো-টী। নিষ্কৃষ্য গৃহীত্বা।

অক্লিষ্টকৰ্ম্মা রামচন্দ্রের সেই কথা শুনিয়া সেই তাপস সেইরূপ অধোমুখে থাকিয়াই বলিলেন— ১ ॥

আমি শূদ্রবংশে জাত, আমি উগ্র তপস্তা আচরণ করিতেছি; মহাযশস্বী রাম, আমি সশরীরে দেবত্ব প্রার্থনা করি ॥ ২ ॥

রাম, আমি মিথ্যা কথা বলিতেছি না, আমি দেবলোক-লিপ্সু। হে কাকুৎস্থ, আপনি আমাকে শম্বুক-নামক শূদ্র বলিয়া অবগত হউন ॥ ৩ ॥

সেই শূদ্র এইরূপ বলিলে কোপবশতঃ রামচন্দ্র অত্যাঙ্কল প্রভাবিশিষ্ট নির্মল খড়্গা নিষ্কাশিত করিয়া তাহার মস্তক ছেদন করিলেন ॥ ৪ ॥

সেই শূদ্র নিহত হইলে ইন্দ্র এবং অগ্নিপ্রমুখ দেবগণ রামচন্দ্রকে 'সাধু সাধু' বলিয়া পুনঃ পুনঃ প্রশংসা করিলেন ॥ ৫ ॥

১। হ 'তৎ ভাবিতং'। ২। হ 'ভূতো বাক্যমেতদ্ব্যবহাৎ'। ৩। হ 'মোনৌ'। ৪। হ 'তপস্কোগ্রং'।

৫। হ 'নরোত্তম'। ৬। হ 'রাজন্'। ৭। হ 'বদত'। ৮। হ 'কোষা'।

পুষ্পবৃষ্টি<sup>১</sup> মহতী<sup>২</sup> দিব্যানাং<sup>৩</sup> অঙ্গগন্ধিনাম্ ।  
 পুষ্পাণাং<sup>৪</sup> বারিযুক্তানাং<sup>৫</sup> সর্বতঃ<sup>৬</sup> প্রপপাত হ ॥ ৬ ॥  
 অশ্রীতাশ্চাক্রবন্<sup>৭</sup> দেবা রামং<sup>৮</sup> সত্যপরাক্রমম্ ।  
 অরকার্যামিদং<sup>৯</sup> দেব অকৃতং<sup>১০</sup> তে মহামতে ॥ ৭ ॥  
 বৃগীষ চ<sup>১১</sup> বরং সৌম্য যং<sup>১২</sup> ত্বমিচ্ছসি<sup>১৩</sup> রাঘব ।  
 ত্বৎকৃতে<sup>১৪</sup> ন হি শূদ্রোহয়ং<sup>১৫</sup> সশরীরেণ<sup>১৬</sup> নাকভাক্ ॥ ৮ ॥  
 দেবানাং<sup>১৭</sup> ভাষিতং<sup>১৮</sup> শ্রুত্বা<sup>১৯</sup> রাঘবঃ<sup>২০</sup> অসমাহিতঃ ।  
 উবাচ<sup>২১</sup> প্রাঞ্জলিভূ<sup>২২</sup>ত্বা<sup>২৩</sup> সহস্রাক্ষং<sup>২৪</sup> পুরন্দরম্ ॥ ৯ ॥  
 যদি<sup>২৫</sup> দেবাঃ<sup>২৬</sup> প্রসম্মা<sup>২৭</sup> মে<sup>২৮</sup> দ্বিজপুত্রায়<sup>২৯</sup> জীবিতম্ ।  
 দীয়তাং<sup>৩০</sup> বরমেতদ্ধি<sup>৩১</sup> কাঙ্ক্ষিতং<sup>৩২</sup> অরসন্তমাঃ ॥ ১০ ॥

৬। লো-টী। অঙ্গগন্ধিনাং বৃক্ষাণাং বায়ুযুক্তানাং বায়ুকম্পিতানাং। বাবৎ বাবন্তম্।

১০। লো-টী। এতৎ জীবিতং কাঙ্ক্ষিতং মম বরং মনাগিষ্টং দীয়তাম্। 'দেবাদ্ বৃতে বরঃ শ্রেষ্ঠে ত্রিষু ক্লীবং মনাক্-প্রিয়ে' ইত্যমরঃ।

চতুর্দিকে জলসিক্ত অতিশয় সুগন্ধি বহু স্বর্গীয় পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল ॥ ৬ ॥

দেবগণ অত্যন্ত শ্রীত হইয়া সত্যপরাক্রম রামচন্দ্রকে বলিলেন, দেব, আপনি এই দেবকার্য্য উত্তমরূপে সম্পাদন করিয়াছেন ॥ ৭ ॥

সৌম্য রাঘব! আপনি যে বর ইচ্ছা করেন তাহা গ্রহণ করুন; আপনার কার্য্যের ফলে এই শূদ্র সশরীরে স্বর্গভাগী হইতে পারিল না ॥ ৮ ॥

দেবতাদিগের কথা শুনিয়া রামচন্দ্র অসমাহিত হইয়া কৃতাজ্জলিপুটে সহস্র-লোচন দেবরাজ ইন্দ্রকে বলিলেন— ৯ ॥

দেবগণ, যদি আপনারা আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে ব্রাহ্মণ-সন্তানের জীবনদান করুন, ইহাই আমার অভিলষিত বর ॥ ১০ ॥

১। হ 'পুষ্পাণাং'। ২। হ 'আকাশাবায়ুযুক্তানাং'। ৩। হ '-তো রামমাগতা'। ৪। হ 'বাক্য-বিধাং বরম্'। ৫। হ 'রাম কৃতং তে বৃষসন্তম্'। ৬। হ 'গৃহাণ চ'। ৭। হ 'বদিস্বসি মহামতে'। ৮। হ 'ন শরীরেণ বর্যভাক্'। ৯। হ 'বচনঃ'। ১০। হ 'বাক্য'। ১১। হ '-ব্রত'। ১২। হ 'পক্ষম বরম্'।

মমাপরাধাঙ্কালোহসৌ ব্রাহ্মণশ্চৈকপুত্রকঃ ।

- অপ্রাপ্তকালঃ কালেন নীতো বৈবস্বতক্ষয়ম্ ॥ ১১ ॥

তং জীবয়থ ভদ্রং বো নানৃতং কর্তু মর্হথ ।

দ্বিজস্য সংশ্রুতো যোহর্থো জীবয়িষ্যামি তে স্ততম্ ॥ ১২ ॥

রাঘবস্য তু তদ্বাক্যং শ্রুত্বা বিবুধসত্তমাঃ ।

প্রত্যাচুস্তং মহাত্মানং প্রীতাঃ প্রীতিসমাধিনা ॥ ১৩ ॥

নিরুভো ভব কাকুৎস্থ ব্রাহ্মণশ্চৈকপুত্রকঃ ।

জীবিতং প্রাপ্তবান্ ভূয়ঃ সঙ্গতশ্চাপি বন্ধুভিঃ ॥ ১৪ ॥

যস্মিন্ মুহূর্ত্তে কাকুৎস্থ শূদ্রোহয়ং বিনিপাতিতঃ ।

তস্মিন্নিমেব স জীবেন বালকঃ সমযুজ্যত ॥ ১৫ ॥

১২। লো-টী। অনৃতমৃতবাদিনং মাম্। সংশ্রুতঃ প্রতিশ্রুতঃ।

১৩। লো-টী। প্রীতাঃ স্বভাবতঃ, প্রীতিসমাধিতাঃ প্রীতিযুক্তাঃ।

১৫। লো-টী। জীবেন জীবনেন।

ব্রাহ্মণের সেই একমাত্র শিশুপুত্র আমার অপরাধে অসময়ে কালকর্তৃক যমালয়ে প্রেরিত হইয়াছে ॥ ১১ ॥

‘আপনার পুত্রকে আমি জীবিত করিব’ এইরূপ ব্রাহ্মণের অভিলষিত বিষয় তাঁহার নিকট আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। স্তুরাং তাহাকে জীবিত করুন ; আমাকে মিথ্যাবাদী করিবেন না, আপনাদের নিকট হইতে এই মঙ্গল হউক ॥ ১২ ॥

শ্রেষ্ঠ দেবগণ রামচন্দ্রের সেই কথা শুনিয়া প্রীত হইয়া হৃষ্টচিত্তে সেই মহাত্মাকে প্রত্যুত্তর দিলেন— ॥ ১৩ ॥

হে কাকুৎস্থ, আপনি নিবৃত্ত হউন, ব্রাহ্মণের একমাত্র পুত্র পুনরায় জীবন লাভ করিয়া বন্ধুবর্গের সহিত মিলিত হইয়াছে ॥ ১৪ ॥

কাকুৎস্থ, যে মুহূর্ত্তে এই শূত্র নিহত হইয়াছে, সেই মুহূর্ত্তেই সেই বালক জীবিত হইয়াছে ॥ ১৫ ॥

১। হ ‘ব্রাহ্মণঃ দেবা ব্রাহ্মণপুত্রকঃ’। ২। হ ‘-ত’। ৩। হ ‘সংশ্রুতং হি ময়া ভক্ত জীবিতং বিজস্মির্থো’। ৪। হ ‘দেবাঃ সবাগবাঃ’। ৫। হ ‘সমযুজ্যত’। ৬। হ ‘সোহস্মিনহনি বালকঃ’। ৭। হ ‘বালকঃ’। ৮। হ ‘তস্মিন মুহূর্ত্তে জীবেন স বালকঃ সমযুজ্যত’।



স্বস্তি প্রাপ্তুং হি ভদ্রেস্তে সাধু যাম পরস্তপ ।

অগস্ত্যস্তাশ্রমপদং দ্রষ্টুং কামা নরেশ্বর ॥ ১৬ ॥

তস্ম দীক্ষাসমাপ্তির্হি মহর্ষেঃ স্মহাত্মনঃ ।

দ্বাদশস্তু গতং বর্ষং জলশয্যাং সমাসতঃ ॥ ১৭ ॥

কাকুৎস্থ তদ্ গমিষ্যামো হগস্ত্যমভিনন্দিতুম্ ।

ত্বৎকাপি গচ্ছ ভদ্রেস্তে বর্দ্ধয়স্ব মহামুনিম্ ॥ ১৮ ॥

স তথৈতি প্রতিজ্ঞায় দেবানাং রঘুনন্দনঃ ।

আরুরোহ বিমানস্ত পুষ্পকং হেমভূষিতম্ ॥ ১৯ ॥

ইত্যর্থে বাঙ্গীকীরে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে শব্দকবধো নাম

বাঙ্গীতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৮২ ॥

১৬। লো-টী। তে তব ভদ্রং সাধুয়ামঃ সম্পাদয়ামঃ। যদা, সাধুয়ামঃ গমিষ্যামঃ  
আশ্রমপদমিত্যম্বয়ঃ।

১৮। লো-টী। বর্দ্ধয়স্ব আনন্দয়।

শব্দকবধঃ ॥ ৮২ ॥

শক্রপীড়নকারিন্ মহারাজ, আপনার পরম মঙ্গল হউক, অগস্ত্যের আশ্রম  
দর্শনাভিলাষে আমরা প্রস্থান করিব ॥ ১৬ ॥

কাকুৎস্থ, সেই মহাত্মা মহর্ষি অগস্ত্যের জলশয্যায় উপবেশন করিয়া দ্বাদশ  
বর্ষ অতীত হইয়াছে, এক্ষণে তাঁহার সেই দীক্ষা (তপস্বী) সমাপ্ত হইয়াছে, আমরা  
তাঁহাকে অভিনন্দিত করিবার জন্ত তথায় গমন করিব; আপনিও চলুন এবং সেই  
মহামুনির আনন্দবর্দ্ধন করুন, আপনার মঙ্গল হইবে ॥ ১৭-১৮ ॥

রঘুনন্দন রামচন্দ্র 'তাহাই হউক' বলিয়া প্রতিজ্ঞাত হইয়া সুবর্ণালঙ্কৃত পুষ্পক  
রথে আরোহণ করিলেন ॥ ১৯ ॥

মহর্ষি বাঙ্গীকি প্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে শব্দকবধ-নামক

৮২তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮২ ॥

১। হ 'বামঃ'। ২। হ 'ঐষ্টমিচ্ছাম রাঘব'। ৩। হ '-স্তা হি'। ৪। হ 'ব্রহ্মর্ষে'। ৫। হ  
'বামশে হি স বৈ বর্ষে জলবাসাদ্রুপাগতঃ'। ৬। হ 'তে গমিষ্যামহে ঐষ্টমগস্ত্যাদ্বিস্তম্'। ৭। হ 'তং  
ঐষ্টমুদ্বিস্তম্'। ৮। হ অতঃ পরং 'অগ্রে ততঃ সুরগণাঃ প্রযতুর্জিহবার্দিবৈদ্যৈর্ধনঃপ বনতাক্যসমানে বৈদ্যৈঃ। রামোহপি  
ভাবতু বিদানবরাধিরূপে। ঐষ্টং তদা কলসম্মোনিবতু প্ররাতঃ'। ইত্যধিকম্।

( ৮-৩ ) ত্র্যমীতিতমঃ সর্গঃ

ততো দেবাঃ প্রয়াতান্তৈর্বিমানৈর্বহুবিস্তরৈঃ ।

রামোহিপ্যমুজগমাশু কুন্তযোনেস্তপোবনম্ ॥ ১ ॥

দৃষ্ট্ৱা দেবাংস্ত সম্প্রাপ্তান্ অগস্ত্যঃ স্মসমাহিতঃ ।

পূজয়ামাস ধর্ম্মাত্মা সর্বাংস্তানবিশেষতঃ ॥ ২ ॥

প্রতিগৃহ্য ততঃ পূজাং সংভাষ্য চ মহামুনিম্ ।

জগ্মুস্তে ত্রিংশা ছৃষ্টা নাকপৃষ্ঠং সহানুগাঃ ॥ ৩ ॥

গতেষু তেষু কাকুৎস্থঃ পুষ্পকাদবরুহ চ ।

প্রহোহভিবাদনং চক্রে সোহগস্ত্যায় মহাত্মনে ॥ ৪ ॥

অভিবাচ্য মহাত্মানং জ্বলন্তমিব তেজসা ।

আতিথ্যং পরমং প্রাপ্য বি [নি ৭]ষসাদ নরাধিপঃ ॥ ৫ ॥

১ । লো-টা । বহুবিস্তরৈঃ নানাবিধপ্রকারৈঃ ।

পরে দেবগণ নানাপ্রকার বিমানে আরোহণ করিয়া কুন্তযোনি অগস্ত্যের তপোবনে গমন করিলেন । রামচন্দ্রও দ্রুত তাঁহাদের অনুগমন করিলেন ॥ ১ ॥

সমাহিতচিত্ত ধর্ম্মাত্মা অগস্ত্য দেবতাদিগকে সমাগত দেখিয়া তাঁহাদের সকলকে সমানভাবে পূজা করিলেন ॥ ২ ॥

দেবগণ মহামুনি অগস্ত্যের নিকট হইতে পূজা গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে সজ্জাষণ করত অনুগামীদের সহিত সানন্দে স্বর্গলোকে গমন করিলেন ॥ ৩ ॥

তাঁহার। গমন করিলে কাকুৎস্থ রামচন্দ্র পুষ্পকরথ হইতে অবতরণ করিয়া অবনত হইয়া মহাত্মা অগস্ত্যকে অভিবাদন করিলেন ॥ ৪ ॥

মহারাজ রামচন্দ্র তেজে জাজ্বল্যমানপ্রায় মহাত্মা অগস্ত্যকে অভিবাদনপূর্বক

১ । হ 'স্তে বিদা-' । ২ । হ 'দৃষ্টা তু দেবান্' । ৩ । হ 'অন্তপসো নিধিঃ' । ৪ । হ 'অর্জুনা-' ।

৫ । হ 'সংপূজাচ' । ৬ । হ 'ভতোহভিবাদনামাস সাধরং বৃনিসত্ত্বম্' । ৭ । হ 'সোহভি-' ।

তমুবাচ মহাতেজাঃ কুম্ভযোনির্নরেশ্বরম্ ।

স্নাগতস্তে নরশ্রেষ্ঠ দিষ্ট্যা প্রাপ্তোহসি রাঘব ॥ ৬ ॥

ত্বং মে বহুমতো<sup>১</sup> রাম গুণৈর্বহুভিরুত্তমৈঃ ।

অতিথিঃ পূজনীয়শ্চ মম নিত্যং হৃদি স্থিতঃ ॥ ৭ ॥

স্মরা হি কথয়ন্তি ত্বামাগতং শূদ্রঘাতিনম্ ।

ব্রাহ্মণার্থে পরাক্রান্তং স চ বালোহপি জীবিতঃ ॥ ৮ ॥

উদ্যতাং চেহ রজনীমাবাসে মম রাঘব ।

প্রভাতে পুষ্পকেন<sup>২</sup> ত্বং গন্ত্যসি পুনরেব হি ॥ ৯ ॥

ইদঞ্চাভরণং সৌম্য স্কৃতং বিশ্বকর্মাণা ।

দিব্যং দিব্যেন বপুষা দীপ্যমানং স্বতেজসা ॥ ১০ ॥

১০। লো-টী। দিব্যেন চাক্ষুণ্য স্তেজেনত্যর্থঃ, তেন বপুষা বিশিষ্টেন

[ তাঁহার ] নিকট হইতে উৎকৃষ্ট আতিথ্য লাভ করিয়া উপবেশন করিলেন ॥ ৫ ॥

মহাত্মা কুম্ভযোনি অগস্ত্য তাঁহাকে বলিলেন, নরশ্রেষ্ঠ রাঘব, আপনার শুভাগমন হউক, সৌভাগ্যবশতঃ আপনাকে লাভ করিয়াছি ॥ ৬ ॥

রাম, বহুবিধ উৎকৃষ্টগুণে বিভূষিত আপনি আমার বিশেষ সম্মানের পাত্ররূপে সর্বদা আমার হৃদয়ে অবস্থিত ; আপনি পূজনীয় অতিথি ॥ ৭ ॥

দেবতারা বলিয়াছেন, পরাক্রমশালী আপনি ব্রাহ্মণের জন্ত শূদ্রকে বধ করিয়া আসিয়াছেন এবং সেই বালক জীবিত হইয়াছে ॥ ৮ ॥

রাঘব, আপনি আমার আশ্রমে রাজ্যস্থাপন করিয়া প্রাতঃকালে পুষ্পকরথে আরোহণ করত পুনরায় গমন করিবেন ॥ ৯ ॥

কাকুৎস্থ সৌম্য রাঘব, বিশ্বকর্ম্মার নিষ্মিত স্বীয় প্রভায় দীপ্যমান এই

১। হ 'নিভা'। ২। চ 'ব্রাহ্মণ চ ধর্ম্মেণ ত্বাং সংজীবিতঃ হতঃ'। অতঃ পরং 'ত্বং হি নারায়ণঃ শ্রীনাথায় সর্বং প্রতিষ্ঠিতঃ ত্বং প্রভুঃ সর্বভূতানাং পুরুষত্বং সনাতনঃ'। ইত্যাদিকম্। ৩। হ 'উষ্যতাক্ত রজনীঃ সকাশে'। ৪। হ 'গাসি গতা বপুঃসেব হি'।

প্রতিগৃহ্নীষ কাকুৎস্থ মৎপ্রিয়ং কুরু রাঘব ।

দত্তস্য হি পুনর্দানং স্তমহৎ ফলমুচ্যতে ॥ ১১ ॥

তারণে হি ভবান্ শক্তঃ সেন্স্রাণাং মরুতামপি ।

তস্মাৎ প্রদাস্তে বিধিবৎ প্রতীচ্ছ ত্বং নরর্ষভ ॥ ১২ ॥

অথোবাচ মহাতেজা ইক্ষ্বাকুণাং মহারথঃ ।

রামো মতিমতাং শ্রেষ্ঠঃ ক্ষত্রিয়মসুস্মরন্ ॥ ১৩ ॥

ভগবন্ প্রতিগ্রহো নিত্যং ব্রাহ্মণস্তাপি গর্হিতঃ ।

ক্ষত্রিয়েণ কথং বিপ্র প্রতিগ্রাহ্যং ভবেত্ততঃ ॥ ১৪ ॥

প্রতিগ্রহো হি বিপ্রেন্দ্র ক্ষত্রিয়াণাং স্তগর্হিতঃ ।

ব্রাহ্মণেন বিশেষেণ দত্তং তদ্বক্তুমর্হসি ॥ ১৫ ॥

১২ । লো-টী । তারণে তারয়িতুং সেন্স্রান্ প্রাপ্য তারণে শক্ত ইতি সর্লজঃ ।

উৎকৃষ্ট অলঙ্কার আপনি দিব্যদেহে ধারণ করিয়া আমার প্রিয়কার্য্য করুন,  
[ অতঃ ] প্রদত্ত জব্যের পুনরায় দান বিশেষ ফলজনক ॥ ১০-১১ ॥

নরশ্রেষ্ঠ, আপনি ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবগণকেও উদ্ধার করিতে সমর্থ, সূতরাং  
শাস্ত্রানুসারে প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করুন ॥ ১২ ॥

ইক্ষ্বাকুবংশীয় মহারথ জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ মহাতেজস্বী রাম ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম স্মরণ  
করিয়া বলিলেন— ॥ ১৩ ॥

ভগবন্ বিপ্র । নিয়ত প্রতিগ্রহ ব্রাহ্মণেরও নিন্দনীয়, সূতরাং ক্ষত্রিয়  
কিরূপে প্রতিগ্রহ করিতে পারে ? ॥ ১৪ ॥

হে বিপ্রেন্দ্র, প্রতিগ্রহ করা ক্ষত্রিয়দিগের অতিশয় নিন্দনীয়, বিশেষতঃ  
ব্রাহ্মণ কর্তৃক দত্ত জব্য ; সূতরাং উপদেশ করুন ॥ ১৫ ॥

১। হ 'লক্ষ্য হি' । ২। ত 'দানে' । ৩। হ 'নরুতে' । ৪। হ 'ত্বং হি শক্ত্যায়য়িতুং  
সেন্স্রানপি দিবৌকসঃ' । ৫। হ 'তৎ প্রতীচ্ছ নরাধিপ' । ৬। হ 'প্রতিগ্রহোহয়ং ভগবন্ ব্রাহ্মণস্তাপি গর্হিতঃ' ।

এবমুক্তস্ত রামেণ প্রত্যাচ মহানৃষিঃ ।

আসন্ কৃতযুগে রাম ব্রহ্মভূতে পুরা যুগে ।

অপার্বিবাঃ প্রজাঃ সৰ্ব্বাঃ সুরাণাস্ত শতক্রতুঃ ॥ ১৬ ॥

তাঃ প্রজাশ্চৈব রাজার্হা ব্রহ্মাণমুপতস্থিরে ।

সুরাণাং স্থাপিতো রাজা হুয়া দেব শতক্রতুঃ ।

প্রযচ্ছান্মাস্ত্র লোকেশ পার্বিবঃ সুরপুঙ্গব ॥ ১৭ ॥

যস্মৈ পূজাং প্রযুজ্ঞান ধৃতপাশ্চরেমহি ।

ন বসেম বিনা রাজ্ঞা এষ নো নিশ্চয়ঃ পরঃ ॥ ১৮ ॥

ততো ব্রহ্মা সুরশ্রেষ্ঠো লোকপালান্ সবাসবান্ ।

সমাহুয়াব্রবীৎ সৰ্ব্বাংস্তেজোভাগান্ প্রযচ্ছত ॥ ১৯ ॥

১৬। লো-টী। 'ব্রহ্মভূতে পুরা তদা' ইতি পাঠঃ। 'ব্রহ্মভূতেহুগে তদে'তি পাঠে ন বিদ্যতে যুগং বর্ণযুগলং যস্মিন্, তস্মিন্ অতএব ব্রহ্মভূতে ব্রহ্মণো বিপ্রশ্চৈব ভূতং সস্তা যস্মিন্ অন্তবর্ণীতাবাৎ।

১৭। লো-টী। শতক্রতুঃ পার্বিব ইত্যর্থঃ।

১৮। লো-টী। পূজাং ষড়্ভাগরূপাং চরেমহি স্বাত্ম্যমঃ, ধৃতপাণি নির্গতানিষ্টাঃ।

রামচন্দ্র এইরূপ বলিলে মহর্ষি প্রত্যুত্তর করিলেন, রাম, পুরাকালে ব্রাহ্মণময় সত্যযুগে সমস্ত প্রজা রাজবিহীন ছিল, কিন্তু শতক্রতু ইন্দ্র দেবতাদিগের রাজা ছিলেন ॥ ১৬ ॥

সেই প্রজাগণ ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, সুরপুঙ্গব লোকেশ্বর দেব, আপনি শতক্রতুকে দেবতাদিগের রাজা রূপে স্থাপিত করিয়াছেন। আমাদের একজন রাজা প্রদান করুন, যাহাকে পূজা (কর প্রদান) করিয়া আমরা নিষ্পাপ হইয়া বিচরণ করিতে পারি। আমরা রাজবিহীন হইয়া বাস করিব না, ইহা আমাদের স্থির সঙ্কল্প ॥ ১৭-১৮ ॥

পরে সুরশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা ইন্দ্রপ্রমুখ লোকপালদিগকে আহ্বান করিয়া

ততো দদুর্লোকপালাঃ সৰ্বেষাং ভাগান্ স্বতেজসঃ ।

অক্ষুপচ্চ ততো ব্রহ্মা যতো জাতঃ ক্ষুপো নৃপঃ ॥ ২০ ॥

তং ব্রহ্মা লোকপালানাং সমাংশৈঃ সমযোজয়ৎ ।

ততো দদৌ নৃপং তাসাং প্রজানামীশ্বরং ক্ষুপম্ ॥ ২১ ॥

তত্রৈশ্বৰ্য্যেণ তু ভাগেন মহীমাজ্ঞাপয়ন্নৃপঃ ।

বারুণেন তু ভাগেন বপুঃ পুষ্যতি পার্ধিবঃ ॥ ২২ ॥

কৌবেরেণ চ ভাগেন বিত্তমাশাং দদৌ তদা ।

যন্তু যাম্যোহতবদ্ ভাগন্তেন শাস্তি স্ম স প্রজাঃ ॥ ২৩ ॥

২০। লো-টী। চতুর্ভাগাংশং চতুর্ভাগং ভাগানামংশানামংশমেকং ভাগম্। ‘ভাগোহংশ-  
হব্যবে ভাগো’ ইতি ভূরি०। অক্ষুবৎ কাশং কৃতবান্ বশ্যং কাশাং।

২১। লো-টী। সর্বাংশৈশ্চতুস্তত্ত্বাংশৈঃ।

২২। লো-টী। বপুঃ পুষ্যতি পার্ধিবঃ প্রজানান্ বপুঃকৃতি।

সকলকে বলিলেন, [ তোমাদের ] তেজের অংশসমূহ প্রদান কর ॥ ১৯ ॥

অনন্তর সমস্ত লোকপালগণ স্বীয় তেজের অংশসমূহ প্রদান করিলেন, তার পর ব্রহ্মা একটু কাশিলেন এবং তাহা হইতে ‘ক্ষুপ’ নামক নৃপতি জন্মগ্রহণ করিলেন ॥ ২০ ॥

ব্রহ্মা সেই ‘ক্ষুপ’নামক নৃপতিকে লোকপালদিগের সমান অংশে সংযোজিত করিয়া প্রজাদিগের প্রভু করিয়া দিলেন ॥ ২১ ॥

নৃপতি ক্ষুপ ইন্দ্রের অংশদ্বারা জগৎকে আদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন এবং বরুণের অংশদ্বারা প্রজাদিগের শরীর রক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ২২ ॥

সেই নৃপতি কুবেরের অংশদ্বারা প্রজাদিগকে ধন দান করিতে লাগিলেন এবং যমের অংশদ্বারা প্রজাদিগকে শাসন করিতে লাগিলেন ॥ ২৩ ॥

১। হ ‘-লাচ্চতুর্ভাগান্’। ২। হ ‘-বচ্’। ৩। হ ‘চ’। ৪। হ ‘পাষ্য’। ৫। হ ‘যাম্যোহ-  
তব্ ভাগ-’।

তত্রৈশ্লেষণ নরশ্রেষ্ঠ ভাগেন রঘুনন্দন ।

প্রতিগৃহীষ নৃপতে তারণার্থং মম প্রভো ॥ ২৪ ॥

তদ্রামঃ প্রতিজ্ঞগ্রাহ যুনেস্তস্য মহাত্মনঃ ।

দিব্যমাভরণং চিত্রং দীপ্যমানমিবাংসুভিঃ ॥ ২৫ ॥

প্রতিগৃহ্য ততোহগস্ত্যাদ্রামস্তমুখিসত্তমম্ ।

আগমং তস্য দ্রব্যস্য প্রক্টুং সমুপচক্রমে ॥ ২৬ ॥

অত্যদ্ভুতমিদং ব্রহ্মন্ বপুর্বিভ্রদনুত্তমম্ ।

কথং ভগবতা প্রাপ্তং কুতো বা কেন বা হৃতম্ ॥ ২৭ ॥

কৌতূহলতয়া ব্রহ্মন্ পৃচ্ছামি ত্বাং মহায়ুনে ।

আশ্চর্য্যাণাং বহুনাং বৈ নিধির্হি পরমো ভবান্ ॥ ২৮ ॥

২৪। লো-টী। সমাদদে গৃহীতি তারণার্থং রক্ষণার্থম্।

২৫। লো-টী। অংসুভিঃ স্বতেজোভিঃ।

২৬। লো-টী। তস্য আভরণস্য আগমং প্রাপ্তিম্।

২৭। লো-টী। মধু উক্টং লব্ধম্। 'বপুর্বিভ্রদনুত্তম'মিতি পাঠে বপুঃ প্রশস্তাকৃতিঃ  
কথং কেন প্রকারেণ কৃতঃ কন্ধ্যায়া কৃতং নিশ্চিতম্।

২৮। লো-টী। নিধীরতেহস্মিন্নিতি নিধির্ভবান্। 'সংনিধি'রिति বা পাঠঃ।

নরশ্রেষ্ঠ প্রভো মহারাজ রঘুনন্দন, আমার উদ্ধারার্থে ইন্দ্রের অংশদ্বারা  
[ এই আভরণ ] গ্রহণ করুন ॥ ২৪ ॥

রামচন্দ্র সেই মহাত্মা অগস্ত্যমুনির সেই স্বীয় প্রভায় দীপ্যমান বিচিত্র  
দিব্য আভরণ গ্রহণ করিলেন ॥ ২৫ ॥

রামচন্দ্র অগস্ত্যের নিকট হইতে আভরণ গ্রহণ করিয়া সেই ঋষিসত্তমকে  
সেই আভরণপ্রাপ্তির বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলেন—॥ ২৬ ॥

ব্রহ্মন্, অত্যুত্তম উপাদানে নিশ্চিত এই অদ্ভুত অলঙ্কার আপনি কি কোথাও  
পাইয়াছেন, অথবা আপনাকে কেহ প্রদান করিয়াছেন? ॥ ২৭ ॥

মহায়ুনে, আমি কৌতূহল বশতঃ আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি বহু

এবং ক্ৰবতি কাকুৎস্থে মুনিৰ্বাক্যমুদাহরৎ ।

শৃণু রাম যথা ব্ৰহ্ম পুরা ত্ৰেতাযুগে যুগে ॥ ২৯ ॥

ইত্যৰ্ধে বাণ্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে অগস্ত্যাভরণলভো নাম  
ত্ৰাণীতিতমঃ সৰ্গঃ ॥ ৮৩ ॥

[ লো-টী । ] ষাপরে ষাপরসকৌ ।

আভরণলভঃ ॥ ৮৩ ॥

আশ্চৰ্য্য বস্তুর আধারস্বরূপ ॥ ১৮ ॥

কাকুৎস্থ রামচন্দ্র এইরূপ বলিলে অগস্ত্যমুনি উত্তর করিলেন—রাম, পূৰ্বে  
ত্ৰেতাযুগে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা শ্রবণ করুন ॥ ২৯ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে অগস্ত্যের নিকট হইতে আভরণলভ-নামক  
৮৩তম সৰ্গ সমাপ্ত ॥ ৮৩ ॥



## ( ৮৪ ) চতুর্নশীতিতমঃ সর্গঃ

পুরা ত্রেতাযুগেহরণ্যং বভূব বহুবিস্তরম্ ।  
 সমস্তাদ যোজনশতং যুগপক্ষিবিবর্জিতম্ ॥ ১ ॥  
 তন্মিম্বানুঘেহরণ্যে কুর্বাণস্তপ উত্তমম্ ।  
 অহমাক্রমিতুং সৌম্য তদরণ্যমুপাগমম্ ॥ ২ ॥  
 তস্য রূপমরণ্যস্য নির্দেষ্টুং মাশকং তদা ।  
 ফলমূলৈঃ সুখাস্বাদৈর্বহুর্নৈশ্চ কাননৈঃ ॥ ৩ ॥  
 তস্যারণ্যস্য মধ্যে তু সরো যোজনমায়তম্ ।  
 হংসকারণ্ডবাকর্ণং চক্রবাকোপশোভিতম্ ॥ ৪ ॥

১। লো-টী। বহবো বিস্তারা বিস্তারো যত্র তৎ, তদেবাহ—সমস্তাদিতি। সমস্তাচ্চতুর্দিশং যোজনশতম্।

২। লো-টী। ক্রমিতুম্ অরণ্যস্ত স্বরূপং জ্ঞাতুম্। ‘আক্রমিতু’মিতি পাঠে স এবার্থঃ।

৩। লো-টী। নির্দেষ্টুম্ ইদমীদৃশমিতি নির্ণেতুং সুখঃ সুখজনক আশ্বাদো রসো যেষাং তৈঃ। ‘ফলমূলসুখাস্বাদৈ’রিতি বা পাঠঃ। বহু’ন নানাবিধানি রূপাণি যেষাং তৈঃ।

৪। লো-টী। সরো বর্ত্তত ইত্যর্থঃ।

পূর্বে ত্রেতাযুগে চতুর্দিকে একশত যোজন পরিমিত যুগ এবং পক্ষীশূন্য বহুবিস্তৃত এক অরণ্য ছিল ॥ ১ ॥

হে সৌম্য, সেই মহুযশূ অরণ্যে উত্তম তপস্যা করিতে করিতে [ একদিন ] আমি সেই অরণ্যমধ্যে [ সম্পূর্ণরূপে পর্যটন করিয়া স্বরূপ অবগত হইবার নিমিত্ত ] ভ্রমণ করিতে গমন করিলাম ॥ ২ ॥

তখন সুস্বাদু ফলমূল এবং নানাবিধ বনদ্বারা আমি সেই অরণ্যের স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারিলাম না ॥ ৩ ॥

সেই অরণ্যমধ্যে হংস এবং কারণ্ডবে পরিপূর্ণ চক্রবাকশোভিত যোজন-বিস্তৃত এক সরোবর ছিল ॥ ৪ ॥

১। হ ‘জাসীদরণ্যঃ’। ২। হ ‘-ব্রিহজ্জৈ’। ৩। হ ‘-কঙ্ক্রমি-’। ৪। হ ‘-গতঃ’। ৫। হ ‘অতো’। ৬। হ ‘-লৈতখাশোভৈকর্ব-’। ৭। হ ‘পাদপৈঃ’। ৮। হ ‘ভক্ত মধ্যে ধরণ্যস্য’।

তদাশ্চর্য্যমিবাভ্যর্থং নিঃসত্ত্বং বনমুত্তমম্ ।

সরশ্চাক্ষোভ্যসলিলং নৈকপক্ষিগণাবৃতম্ ॥ ৫ ॥

সমীপে তস্মৈ সরসৌ দদৃশেহমথাশ্রমম্ ।

পুরাণং পুণ্যমভ্যর্থং তপস্বিজনবর্জিতম্ ॥ ৬ ॥

তত্রাহমবসং রাত্রিং নৈদাঘাং পুরুষব্ধভ ।

প্রভাতে কল্যামুখায় সরস্তীরমুপাগমম্ ॥ ৭ ॥

অথাপশ্যং শবং তত্র স্থপুঙ্ক্তমরজঃ কচিৎ ।

বিষ্ঠিতং পরয়া লক্ষ্ম্যা সমীপে সরসস্তদা ॥ ৮ ॥

৫। লো-টা। তদা তৎসরঃ অভ্যর্থমাশ্চর্য্যমিব, যতঃ বহুপক্ষিগণাবৃতমপি নিঃসত্ত্বম্।

৬। লো-টা। পুরাণং পুরাতনং পুণ্যং পুণ্যজনকম্।

৭। লো-টা। কল্যাঃ সমর্থঃ, উপচক্রেমে সমীপং জগাম।

৮। লো-টা। উৎসৃষ্টং কেনচিত্তাক্তমিব। 'অক্লষ্ট'মতি পাঠে অক্লৃষ্টমত্রণং ক্ষতশূলং

তত্ত্বম্। নিঃসম্পাতং ন বিস্তৃতে কচিৎ সংপতনং যত্র তৎ।

সেই জীবজন্তুরহিত উৎকৃষ্ট বন এবং বহুবিধ পক্ষিবৃন্দে পরিবৃত অক্ষুক-সলিল  
সেই সরোবর অতীব বিস্ময়াবহ ॥ ৫ ॥

পরে আমি সেই সরোবরের সমীপে তপস্বিজনবর্জিত অতিশয় পুণ্যজনক  
এক প্রাচীন আশ্রম দেখিতে পাইলাম ॥ ৬ ॥

পুরুষব্ধভ, আমি সেই আশ্রমে গ্রীষ্মকালীন রাত্রি অতিবাহিত  
করিয়া প্রভাতে অতি প্রত্যুষে উঠিয়া সরোবরে গমন করিলাম ॥ ৭ ॥

পরে সেই সরোবরের সমীপে অতিশয় শোভাযুক্ত রজোবিহীন এবং স্থলাকৃতি  
এক শবদেহ দেখিতে পাইলাম ॥ ৮ ॥

১। হ 'মহাশ্র-ম'। ২। হ 'তত্রাহমে বসানোহং নৈদাঘাং রজনীং নৃপ'। ৩। হ 'সরস্তদুপচক্রেমে'।

৪। হ 'সরসং'। ৫। হ 'মরজঃ'। ৬। হ 'বিষ্ঠিতং'। ৭। হ 'সরসৌ বাতিদূরতঃ'।

তদৰ্থং চিস্তয়ানোহং মুহূৰ্ত্তং তত্র রাঘব ।

বিস্তীর্ণোহস্মি সরস্বতীরে কিং ত্বিদং শ্রাদ্ধিতি প্রভো ॥ ৯

অথাপশ্যং মুহূৰ্ত্তেন দিব্যমদ্ভুতদর্শনম্ ।

বিমানং পরমোদারং হংসযুক্তং মনোজবম্ ॥ ১০ ॥

অত্যৰ্থং স্বর্গিণং তত্র বিমানে রঘুনন্দন ।

উপাস্তেহপ্সরসাং বীর সহস্রং দিব্যভূষণম্ ॥ ১১ ॥

গায়ন্তি দিব্যগেয়ানি বাদয়ন্তি স্ম চাপরাঃ ।

মৃদঙ্গবীণাপণবা নৃত্যন্তি চ তথাপরাঃ ॥ ১২ ॥

পশ্যতো মে তদা রাম বিমানাদবরুহ চ ।

তং শবং ভক্ষয়ামাস স স্বর্গী রঘুনন্দন ॥ ১৩ ॥

[ লো-টা । ] অধি কিঞ্চিদধিকম্ অর্দ্ধদ্বীপসংখ্যং স্ত্রীসংখ্যং বত্র তৎ, স্ত্রীসংখ্যং কিঞ্চি-  
দধিকম্ অর্দ্ধং যত্র তদিত্যর্থঃ ।

১১ । লো-টা । স্বর্গিণং তমপশ্যমিত্যর্থঃ ।

প্রভো রাঘব, সেই শবদেহের জন্য 'ইহা কি' এইরূপ চিন্তা করিতে  
করিতে আমি সেই সরোবরের তীরে মুহূর্ত্তকাল অবস্থান করিলাম ॥ ৯ ॥

পরে মুহূর্ত্তকাল মধ্যে দিব্য আশ্চর্য্যদর্শন মনোগামী হংসযুক্ত সুবৃহৎ  
এক বিমান দেখিলাম ॥ ১০ ॥

হে রঘুনন্দন, [ আমি দেখিলাম ] সেই বিমানে দিব্যভরণভূষিত সহস্র  
অপ্সরাঃ একটা স্বর্গবাসীকে উপাসনা করিতেছে ॥ ১১ ॥

কেহ কেহ উৎকৃষ্ট গান সকল গাহিতেছে, কেহ বা মৃদঙ্গ, বীণা এবং পণব  
( পটহবিশেষ ) বাজাইতেছে এবং কেহ কেহ নৃত্য করিতেছে ॥ ১২ ॥

রঘুনন্দন রাম, তখন আমার সমক্ষে সেই স্বর্গবাসী বিমান হইতে অবতরণ  
করিয়া সেই শবদেহ ভক্ষণ করিলেন ॥ ১৩ ॥

১। হ 'তমর্থ'। ২। হ '-র্ত্তমিব'। ৩। হ '-তঃ সরস্বতীরে'। ৪। হ 'কিমিদং 'ত্বিতি চিন্তন'।  
৫। হ 'অধ্যর্জং ত্রিসংখ্যং দিব্যমপ্সরসাং তথা'। ৬। হ 'ভস্মিন্ বিমানে কাকুৎস্থ প্রধিনং চাপ্যনাময়ম্'। ৭। হ  
'চাপরাঃ'। ৮। হ '-বীণা-'। ৯। হ 'অথাপশ্যমহং তস্মাৎ'। ১০। হ 'তৎ'। ১১। হ 'স্বর্গিণং তমপশ্যন্ত শবং  
রঘুনন্দন'।

ততো ভুক্ত্বা যথাকামঃ মাংসং বহু জপীবরম্ ।

অবতীৰ্য্য সরঃ স্বর্গো উপস্প্রকুং প্রচক্রমে ॥ ১৪ ॥

উপস্পৃশ্য যথাশ্রায়ং স স্বর্গো রঘুনন্দন ।

আরোহু মুপচক্রাম বিমানবরমুক্তমম্ ॥ ১৫ ॥

তমহং দেবসঙ্কশমারোহন্তুমুদীক্য বৈ ।

কথয় শ্রোতুমিচ্ছামীত্যবোচং পুরুষর্ষভম্ ॥ ১৬ ॥

কো ভবান্ দেবসঙ্কশ আহারশ্চ বিগর্হিতঃ ।

ত্বয়ায়ং ভক্ষ্যতে সৌম্য কিমর্থং ক চ বর্তসে ॥ ১৭ ॥

কশ্যামীদৃশো ভাবো ভাস্বরো দেবনির্মিতঃ ।

আহারো গর্হিতশ্চাপি শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥ ১৮ ॥

১৬। লো-টী। তমবোচম্ উক্তবান্।

১৭। লো-টী। কিমমং কুৎসিতমমম্। 'কিমর্থং' বা পাঠঃ।

পরে সেই স্বর্গবাসী পরিপুষ্ট মাংস ইচ্ছানুসারে প্রচুর ভোজন করিয়া সরোবরে অবতরণ করত আচমন করিতে লাগিলেন ॥ ১৪ ॥

হে রঘুনন্দন, সেই স্বর্গবাসী যথোচিত আচমন করিয়া উৎকৃষ্ট বিমানে আরোহণ করিতে উত্তত হইলেন ॥ ১৫ ॥

আমি সেই দেবসদৃশ পুরুষশ্রেষ্ঠকে [ বিমানে ] আরোহণ করিতে দেখিয়া বলিলাম, শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি, বলুন—॥ ১৬ ॥

হে দেবতুল্য, হে সৌম্য, আপনি কে এবং কি জন্ত এই নিন্দিত আহাৰ্য্য ( শবমাংস ) আহার করেন, কোথায়ই বা আপনি অবস্থান করেন ॥ ১৭ ॥

কাহার এইরূপ দেবসদৃশ উজ্জল ভাব এবং এই নিন্দিত আহার, তাহা যথার্থরূপে শুনিতে ইচ্ছা করি ॥ ১৮ ॥

১। ক 'ভুক্ত্বা'। ২। হ 'ততশ্চাপোহম্প্রকৃত্বা'। ৩। হ 'তবিমানবরমুক্তমম্'। ৪। হ 'স্বং শ্রিগাধিতম্'। ৫। হ 'ভাবম্'। ৬। হ 'বর্ত'। ৭। হ 'ভুক্ত্যতে'। ৮। হ 'কশ্যাম'।

ইত্যেবমুক্তঃ স নরেন্দ্র নাকো কোতুহলাৎ প্রশ্রিতয়া গিরা চ ।

শ্রদ্ধা তু বাক্যং মম সর্বমেতৎ সর্বং তদা কথিতবান্ মমেতি ॥ ১৯ ॥

ইত্যর্থে বাণ্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে অগস্ত্যবাক্যং নাম  
চতুর্দশীতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৮৪ ॥

১৯। লো-টা। প্রশ্রিতয়া বিনীতয়া। কোতুহলং যথা তথোক্তঃ সর্বং বিধিং শ্রদ্ধাং  
খ্যাপিতবান্ কথিতবান্।

অগস্ত্যবাক্যম্ ॥ ৮৪ ॥

মহারাজ, আমি কোতুহল বশতঃ বিনীত বাক্যে এইরূপ বলিলে, সেই  
স্বর্গবাসী আমার সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া আমার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত  
বলিলেন ॥ ১৯ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে অগস্ত্যবাক্য-নামক  
৮৪তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮৪ ॥

( ৮৫ ) পঞ্চাশীতিতমঃ সর্গঃ

শ্রুত্বা তু ভাষিতং বাক্যং মম রাম শুভাক্ষরম্ ।

প্রাঞ্জলিঃ প্রত্যাচাদেং স স্বর্গী বিস্তরেণ হি । ১ ॥

শৃণু ব্রহ্মান্ যথা বৃত্তং মমেদং সুখদুঃখজম্ ।

দুরতিক্রমমেতন্মে যৎ পৃচ্ছসি মহামুনে ॥ ২ ॥

পুরা বৈদর্ভকো রাজা পিতা মম মহাযশাঃ ।

সুদেব ইতি বিখ্যাতস্ত্রিষু লোকেষু বীৰ্য্যবান্ ॥ ৩ ॥

তস্মৈ পুত্রদ্বয়ং ব্রহ্মান্ দ্বাভ্যাং স্ত্রীভ্যাং জায়ত ।

অহং শ্বেত ইতি খ্যাতো যবীয়ান্ সুরথোহভবৎ ॥ ৪ ॥

১। লো-ট। শুভানি অক্ষরাণি যস্মিন্ তৎ ।

২। লো-ট। বৃত্তং চরিত্রম্, ইহ স্বর্গনিশায়াং । ‘ইদ’মিতি পাঠে ইদং শব্দভঙ্গ্যং কুংপিপাসানিবৃত্তৌ সুখায় কুংসিতবিষয়ত্বেন চ দুঃখায় জায়ত ইতি সুখদুঃখজম্ । শৃণু, যদেতৎ পৃচ্ছসি গর্হিতং কথং ভক্ষয়সীতি তদেতৎ দুরতিক্রমমনতিক্রমণীয়ম্ ।

রাম, আমার শুভাক্ষরযুক্ত কথা সকল শুনিয়া সেই স্বর্গবাসী কৃতাজ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন— ॥ ১ ॥

মহামুনে ব্রহ্মান্ ! আমার সুখ-দুঃখের কারণ এই বিষয় যথাযথ শ্রবণ করুন ; আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন ইহা ( শব্দভঙ্গ্য ) আমার দুর্লভ্জনীয় ॥ ২ ॥

পুরাকালে ‘সুদেব’ নামে ত্রিভুবনবিখ্যাত বীৰ্য্যবান্ মহাযশস্বী মহারাজ বিদর্ভাধিপতি আমার পিতা ছিলেন ॥ ৩ ॥

ব্রহ্মান্, তাঁহার দুই স্ত্রীর গর্ভে দুই পুত্র জন্মে, আমি ‘শ্বেত’নামে বিখ্যাত ছিলাম এবং আমার কনিষ্ঠ ‘সুরথ’ নামে বিখ্যাত ছিল ॥ ৪ ॥

দিবং যাতেহথ পিতরি পৌরা মামভ্যষেচয়ন্ ।

তত্রাহং কৃতবান্ রাজ্যং ধর্ম্মেণ স্নসমাহিতঃ ॥ ৫ ॥

এবং বর্ষসহস্রাণি বহুনি সমতীয়িরে ।

রাজ্যং কারয়তো ব্রহ্মান্ সম্যক্ পালয়তঃ প্রজাঃ ॥ ৬ ॥

সোহহং নিমিত্তে কশ্মিংশ্চিজ্ জ্যোত্বা চাযুর্দ্বিজোত্তম ।

মৃত্যুং কৃত্বা চ মনসি তপোবনমুপাগতঃ ॥ ৭ ॥

সোহহং বনমিদং দুর্গং মৃগপক্ষিবিবর্জিতম্ ।

প্রবিষ্টস্তপ আস্থাতুং সরসোহস্ত সমীপতঃ ॥ ৮ ॥

ভ্রাতরং সুরথং রাজ্যে স্থাপয়িত্বা নরাধিপম্ ।

ইদং সরঃ সমাপ্তিত্য তপস্তপে স্তদারুণম্ ॥ ৯ ॥

৬। লো-টী। সমতীয়িরে অতিক্রান্তানি ।

৭। লো-টী। কশ্মিংশ্চিন্নিমিত্তে জ্যোতিঃশাস্ত্রনিমিত্তে

পিতা স্বর্গে গমন করিলে পুরবাসিগণ আমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করেন, তখন আমি স্নসমাহিত হইয়া ধর্ম্মানুসারে রাজ্য শাসন করি ॥ ৫ ॥

ব্রহ্মান্ ! যথাযথরূপে প্রজাদিগকে পালনপূর্ব্বক রাজ্যশাসনে নিরত থাকিয়া আমার বহুসহস্র বর্ষ অতীত হইল ॥ ৬ ॥

দ্বিজোত্তম ! সেই আমি কোন কারণে আশুর পরিমাণ অবগত হইয়া মনে মনে মৃত্যুকাল স্থির করত তপোবনে আগমন করিলাম ॥ ৭ ॥

আমি এই সরোবরের সমীপে পশুপক্ষি-পরিত্যক্ত এই দুর্গম বনে তপস্তা করিবার জন্ত প্রবেশ করিলাম ॥ ৮ ॥

ভ্রাতা সুরথকে রাজ্যে রাজপদে স্থাপিত করিয়া এই সরোবরসমীপে অতি কঠোর তপস্তা আচরণ করিতে লাগিলাম ॥ ৯ ॥

১। হ 'সমপাক্রমন্'। ২। চ '-দ্বায়ুঃ স্বং দ্বিজোত্তম'। ৩। হ '-গমন্'। ৪। হ 'নিমৃ'গং পক্ষি-বর্জিতম্'। ৫। হ '-ভূমত বৈ সরসোহস্তিকে'। ৬। হ 'রাজ্যেহভিষিক্ত সুরথঃ ভ্রাতরং তং নরাধিপম্'। ৭। হ 'তপোহুতপাং'।

সোহং বর্ষসহস্রাণি ত্রীণি তপ্ত্বা মহাবনে ।

শুভং ত্রিপিষ্টপং প্রাপ্তো ব্রহ্মলোকমনুত্তমম্ ॥ ১০ ॥

তস্ম মে স্বর্গসংস্থস্য ক্ষুৎপিপাসে দ্বিজোত্তম ।

অবাধতাং ভূশমহমভবং ব্যাধিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১১ ॥

ততস্ত্রিভুবনশ্রেষ্ঠমবোচং বৈ পিতামহম্ ।

ভগবন্ স্বর্গলোকোহয়ং ক্ষুৎপিপাসাবিবজ্জিতঃ ॥ ১২ ॥

কশ্যেয়ং কৰ্মণঃ প্রাপ্তিঃ ক্ষুৎপিপাসে যদাপ্তবান্ ।

আহারঃ কচ্চ মে দেব ক্রহি তৎ প্রপিতামহ ॥ ১৩ ॥

পিতামহঃ সমাবোচদাহারস্তব কল্পিতঃ ।

স্বাদূনি স্থানি মাংসানি তানি ভক্ষয় নিত্যশঃ ॥ ১৪ ॥

১০। লো-টী। প্রাপ্তিঃ ক্ষুৎপিপাসয়োরিতার্থঃ। যদ্ যস্মাৎ আগ্নুবে প্রাপ্তবান্।

আমি এই ভীষণ বনে ত্রিসহস্র বর্ষ তপস্তা করিয়া ব্রহ্মলোকরূপ  
অত্যাশ্রম শুভ স্বর্গ লাভ করিলাম ॥ ১০ ॥

দ্বিজোত্তম! সেই স্বর্গস্থিত আমার ক্ষুৎপিপাসা অত্যন্ত গীড়াদায়ক হইল  
এবং তাহাতে আমি বিবশেন্দ্রিয় হইলাম ॥ ১১ ॥

পরে ত্রিভুবনশ্রেষ্ঠ পিতামহকে বলিলাম, ভগবন্, এই স্বর্গলোক ক্ষুধাতৃষ্ণা-  
রহিত ॥ ১২ ॥

দেব পিতামহ! আমি যে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় আকুল হইয়াছি, ইহা কোন্ কৰ্ম্মের  
ফল এবং আমি কি আহার করিব, বলুন ॥ ১৩ ॥

পিতামহ আমাকে বলিলেন, সুস্বাদু স্বীয় মাংস তোমার আহার কল্পিত  
হইয়াছে, তুমি প্রতিদিন তাহা ভক্ষণ করিতে থাক ॥ ১৪ ॥

১। হ 'মূনে'। ২। হ 'শুভং'। ৩। হ 'বর্ষসহস্রত মাং তত'। ৪। হ 'ব্যাধিতে পরমোদার  
ভতোহং'। ৫। হ 'পিতা ত্রিভুবনশ্রেষ্ঠঃ পিতামহমবোচবৎ'। ৬। হ 'সেহমাপ্তবান্'। ৭। হ 'ক'। ৮। হ  
'এবনুত্তম মামাহ ভোগনং পদ্যভবৎ'। ৯। হ 'স্থানি মাংসানি স্বাদূনি'।



স্বশরীরং ত্বয়া পুষ্টং কুর্ব্বতা তপ উত্তমম ।

নাদত্তং ভবতি শ্বেত নাপি দত্তং বিনষ্ট ক্র্যতি ॥ ১৫ ॥

ন হি দত্তং ত্বয়েন্দ্রাভ কশ্চিৎ তপ্যতা তপঃ ।

তেন স্বর্গগতস্তাপি ক্ষুৎপিপাসে তবানুগে ॥ ১৬ ॥

ন চ দত্তং বনে শূন্যে নির্জ্জনে পক্ষিবর্জ্জিতে ।

অতিথিং চ বৈ তত্র কশ্চিৎ সংপূজিতস্ত্বয়া ॥ ১৭ ॥

সর্বকামফলৈর্নিত্যং পূজ্যন্তে সর্বসাধবঃ ।

নোপযুক্তানি সততং ফলান্মতিথিভিঃ সহ ॥ ১৮ ॥

পাশ্চেনার্যোণ ভোজ্যেন স্বাগতেনাসনেন চ ।

বনে নৈব দ্বিজাতীনাং সংক্রিয়া ক্রিয়তে ত্বয়া ॥ ১৯ ॥

১৬। লো-টী। হে ইন্দ্রাভ ইন্দ্রসদৃশ ।

[ লো-টী। ] ভবে জন্মনি ।

১৮। লো-টী। সর্বকামফলৈঃ সর্বৈরিচ্ছাবিষয়ৈঃ ফলৈঃ সদাতিথিঃ পূজনীয়ঃ।  
'পূজ্যতে সর্বসাধন' ইতি পাঠে সর্বান পুরুষার্থান্ সাধনত্বাতি তথা, দেহঃ পূজ্যতে পূজিতঃ ।

১৯। লো-টী। বনে বনাশ্রমে নৈব ক্রিয়তে নৈব কৃত্য ।

তুমি উগ্র তপস্তা-নিরত থাকিয়া স্বীয় শরীর পুষ্ট করিয়াছ ; হে শ্বেত, দান না করিলে পাওয়া যায় না এবং দান করিলে তাহা বিনষ্ট হয় না ॥ ১৫ ॥

হে ইন্দ্রপ্রতিম, তুমি তপস্তানিরত থাকিয়া কাহাকেও [ কিছু ] দান কর নাই, সেই জন্য স্বর্গে আসিলেও ক্ষুধা-তৃষ্ণা তোমার অনুসরণ করিয়াছে ॥ ১৬ ॥

তুমি সেই পক্ষিবর্জিত শূন্য নির্জ্জন বনে দান কর নাই এবং সেখানে কোন অতিথিকে পূজা কর নাই ॥ ১৭ ॥

সমস্ত অভিলষিত ফলদ্বারা সর্বদা সমস্ত সাধুগণের পূজা করিতে হয়, তুমি অতিথিদের সহিত [ বিভাগপূর্বক ] ফলভোজন কর নাই [ একাকী ভোজন করিয়াছ ] ॥ ১৮ ॥

তুমি বনে পাণ্ড, অর্ঘ্য, ভোজ্য, স্বাগতপ্রশ্ন এবং আসনের দ্বারা দ্বিজাতি-

১। হ 'হি পুষ্টং তে'। ২। হ 'নামুগং জায়তে যেত কদাচিচ্ছ মহীপতে'। ৩। অন্তর্ভুক্ত হ'লে হ 'অপি চৈত্বেকমাণ্যং ভিক্ষবে যত্নে পুরা। ন দত্তমরপানক বনে তস্মিন্স্থানব'। ইতি পাঠঃ। ৪। হ 'গজোৎপাত'। ৫। হ 'সাধনো হসি'। ৬। হ সমস্তপুরুষাণং বিনশ্নো কাস্তং নাস্তি ।

বুভুক্ষিতং পরিশ্রান্তমতিথিং গৃহাগতম্ ।

যোহভ্যর্চয়তি বিশেষঃ তস্ম যজ্ঞফলং ভবেৎ ॥ ২০ ॥

স ত্বং স্পৃষ্টমাহারৈঃ স্বশরীরমনুত্তমম্ ।

ভক্ষয়স্মাতরসং তেন তৃপ্তির্ভবিষ্যতি ॥ ২১ ॥

যদা তু তদ্বনং শ্বেত অগস্ত্যঃ স্তমহানৃষিঃ ।

আগমিষ্যতি দুর্দ্ধবঃ স তে কৃচ্ছাদ্ বিমোক্ষ্যতে ॥ ২২ ॥

স হি তারয়িতুং শত্রুঃ সেঙ্গানপি স্রাস্তরান্ ।

কিং পুনস্ত্বাং মহাবাহো ক্ষুৎপিপাসাবশং গতম্ ॥ ২৩ ॥

সোহহং ভগবতঃ শ্রদ্ধা দেবদেবস্ম ভাষিতম্ ।

ভূঞ্জে বীভৎসমাহারং স্বশরীরং দ্বিজোত্তম ॥ ২৪ ॥

২০। লো-টা। বিশেষং তবুক্ষ্যা অতিথিম্।

২১। লো-টা। স্বীয়ম্ আমিষরসম্। ‘অমৃতরস’মিতি বা পাঠঃ।

দিগের সংকার কর নাই ॥ ১৯ ॥

গৃহে সমাগত ক্ষুধার্ত পরিশ্রান্ত অতিথিকে যে বিশেষর মনে করিয়া অর্চনা করে, সে যজ্ঞফল প্রাপ্ত হয় ॥ ২০ ॥

তুমি আহার দ্বারা অতিশয় পুষ্ট উৎকৃষ্ট অমৃতরসযুক্ত স্বীয় শরীর ( শবদেহ ) ভোজন কর, তাহাতে তৃপ্তিলাভ করিবে ॥ ২১ ॥

হে শ্বেত, যখন দুর্দ্ধব মহর্ষি অগস্ত্য সেই বনে আগমন করিবেন, তখন তিনি তোমাকে ক্লেশ হইতে মুক্ত করিবেন ॥ ২২ ॥

হে মহাবাহো ! মহর্ষি অগস্ত্য ইন্দ্রপ্রমুখ দেবতা ও অমুরগণকেও উদ্ধার করিতে সমর্থ, ক্ষুধাতৃষ্ণার বশীভূত তোমাকে উদ্ধার করা ত’ তুচ্ছ কথা ॥ ২৩ ॥

হে দ্বিজোত্তম, সেই আমি ভগবান্ দেবাদিদেবের কথা শ্রবণ করিয়া ঘৃণাহীন স্বীয় শরীর ভোজন করিতেছি ॥ ২৪ ॥

বহু<sup>১</sup> বর্ষগগান্ ব্রহ্মান্ ভূজ্যমানমিদং ময়া ।

ক্ষয়ং ন চৈতদায়াতি তৃপ্তিশ্চাতৃক্ষ্মমোত্তমা ॥ ২৫ ॥

তন্মুনে কৃচ্ছ্রাপমং কৃচ্ছ্রাদস্মাদ্ বিমোচয় ।

অন্যশ্চ হি গতির্নাস্তি ত্রায়ুতে দ্বিজপুঙ্গব ॥ ২৬ ॥

ইদমাভরণং দিব্যং তারণার্থং ময়োত্তম ।

প্রতিগৃহ্নীষ বিপ্রর্ষে প্রসাদং কর্তুমর্হসি ॥ ২৭ ॥

ইদং তাবৎ সুবর্ণঞ্চ ধনং বস্ত্রাণি চ দ্বিজ ।

ভক্ষ্যং ভোজ্যং চ ব্রহ্মর্ষে দদাম্যাভরণানি চ ॥ ২৮ ॥

সর্বান্ কামান্ প্রযচ্ছামি ভোগাংশ্চ মুনিপুঙ্গব ।

তারণে ভগবন্ মহ্যং প্রসাদং কর্তুমর্হসি ॥ ২৯ ॥

২৭। লো-টী। উত্তমং গৃহীতম্।

২৮-২৯। লো-টী। আভরণানি ইমা গাবো গাঃ গবোপকল্পিতানি দদানি সুবর্ণস্ত সুবর্ণো-  
পকল্পিতানি, এবং ধনং-রজতং, বস্ত্রাণি, ভক্ষ্যং সংপ্রতি ভোক্তব্যং, ভোজ্যং কালান্তরভোক্তব্যং,  
তত্ত্বপকল্পিতানি আভরণানীত্যাং। ভোগান্ সুখসাধনানি সর্বান্ কামান্ ভূয়াদীন্।

ব্রহ্মান্, বহু বর্ষ ধরিয়া আমি এই শরীর ভোজন করিতেছি, তথাপি ইহা ক্ষয়  
হয় নাই এবং আমার অতিশয় তৃপ্তি হইয়াছে ॥ ২৫ ॥

মুনে, হৃদিশাশ্রিত আমাকে এই হৃদিশা হইতে মুক্ত করুন; হে দ্বিজপুঙ্গব,  
আপনি ভিন্ন [ আমাকে উদ্ধার করিতে ] অস্ত্রের শক্তি নাই ॥ ২৬ ॥

বিপ্রর্ষে, আমার প্রদত্ত এই উৎকৃষ্ট অলঙ্কার [ আমাকে ] উদ্ধার  
করিবার জন্য গ্রহণ করিয়া আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করুন ॥ ২৭ ॥

হে দ্বিজ, হে ব্রহ্মর্ষে, এই সুবর্ণ, ধন, বস্ত্র, ভক্ষ্য, ভোজ্য এবং অলঙ্কারসমূহ  
দান করিতেছি ॥ ২৮ ॥

ভগবন্, মুনিপুঙ্গব, অভিলাষযোগ্য সমস্ত ভোগ্যবস্তু প্রদান করিতেছি,  
আমার উদ্ধারার্থে আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করুন ॥ ২৯ ॥

১। হ 'বহুবর্ষগণো'। ২। হ 'ভক্ষ্যমাণস্ত বর্জতে'। ৩। হ 'নাতেতি হৃদ্যং'। ৪। হ 'ক্ষোপৈতা-  
নুত্তমা'। ৫। হ 'স মাং ত্বং'। ৬। হ 'অসে-'। ৭। হ 'অজ্ঞাত'। ৮। হ 'সত্তম'। ৯। হ 'বসৈব চ'-  
১০। হ 'ইমা গাবো'। ১১। হ 'চোত্তম'। ১২। হ 'ব্রহ্মর্ষে ভক্ষ্যভোজ্যক দদাতা'।

অহন্ত স্বর্গিণো বাক্যং শ্রুত্বা ভক্তিসমন্বিতম্ ।

তারণার্থায় জগ্ৰাহ তদাভরণমুত্তমম্ ॥ ৩০ ॥

ময়া প্রতিগৃহীতে তু তস্মিন্মাভরণে শুভে ।

মানুষঃ পূর্ব্বকো দেহো রাজর্ষেঃ স ব্যনশ্রুত ॥ ৩১ ॥

প্রনষ্টে তু শরীরে স রাজর্ষিঃ পরয়া মৃদা ।

হৃষ্টঃ প্রমুদিতো রাম জগাম ত্রিদিবং পুনঃ ॥ ৩২ ॥

তেনেদং শক্রতুল্যেন দিব্যমাভরণং মম ।

তস্মিন্ নিমিত্তে কাকুৎস্থ দত্তমদ্বুতদর্শনম্ ॥ ৩৩ ॥

ইত্যর্ষে বায়্বিকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে ষ্ঠোতোপাখ্যানং নাম

পঞ্চাশীতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৮৫ ॥

৩১। লো-টী। ব্যনশ্রুত অদৃশ্যো বভূব।

[ লো-টী। ] এতদ্ ভূষণম্ আশ্রয়ৈকগুণৈবিত্ত্বমিতম্ অতুচ্ছলম্।

ষ্ঠোতোপাখ্যানম্ ॥ ৮৫ ॥

আমি সেই স্বর্গবাসীর ভক্তিয়ুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিবার  
জন্তু সেই উৎকৃষ্ট অলঙ্কার গ্রহণ করিলাম ॥ ৩০ ॥

আমি সেই উৎকৃষ্ট অলঙ্কার গ্রহণ করিলে রাজর্ষির সেই পূর্ব্বজন্মের মনুষ্য-  
দেহ বিনষ্ট হইল ॥ ৩১ ॥

রাম, সেই শরীর নষ্ট হইলে রাজর্ষি পরম সন্তোষে আনন্দিত হইয়া  
পুনরায় স্বর্গে চলিয়া গেলেন ॥ ৩২ ॥

কাকুৎস্থ, ইন্দ্রতুল্য সেই স্বর্গবাসী অদ্বুত-দর্শন এই উৎকৃষ্ট অলঙ্কার নিজের  
উদ্ধারের জন্তু আমাকে প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ৩৩ ॥

মহর্ষি বায়্বিকীপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তর কাণ্ডে ষ্ঠোতোপাখ্যান-নামক

৮৫তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮৫ ॥

১। হ 'তত্ত্বাহ'। ২। হ 'হুঃখ-'। ৩। হ 'যোগ-'। ৪। ক 'প্রতিগৃহীতে তু ময়া'। ৫। হ  
'-য়েছসো'। ৬। হ 'প্রতুজোখ মহাতেজা'। ৭। হ অস্ত মোকন্ত স্থানে 'এতচ্চ তচ্ছক্রনিভেন তেন  
তস্মিন্ নিমিত্তে মম দত্তমাসীৎ। বিত্বমিতঃ ভূবিতমাক্রৈকগুণৈবিত্ত্বং ময়া ধারয় নির্দিশকঃ' ॥ ইতি পাঠঃ।

## (৮-৬) ষড়শীতিতমঃ সর্গঃ

তদদ্ভুতমিদং বাক্যং শ্রুত্বাগস্ত্যস্ত রাঘবঃ ।

গৌরবান্বিত্যয়্যৈচ্চৈব ভূয়ঃ প্রক্টুং প্রচক্রে ॥ ১ ॥

ভগবন্তদ্ বনং ঘোরং যত্রাসৌ তপ্তবাংস্তপঃ ।

শ্বেতো বৈদৰ্ভকো রাজা তদভূদগমং কথম্ ॥ ২ ॥

নিঃসত্ত্বঞ্চ কথং রাজা শূন্যং মনুজবর্জিতম্ ।

প্রবিষ্টস্তপ আশ্রাতুং শ্রোতুমিচ্ছামি তন্মুনে ॥ ৩ ॥

রামস্ত ভাষিতং শ্রুত্বা কৌতূহলসমন্বিতম্ ।

মুনিঃ পরমতেজস্বী বক্তুং সমুপচক্রে ॥ ৪ ॥

পুরা কৃতযুগে রাম মনুর্দগধরঃ প্রভুঃ ।

তস্য পুত্রো মহানাসীদিক্কাকুরমিতপ্রভঃ ॥ ৫ ॥

[ লো-টী। ] অগমমগম্যম্ ।

রামচন্দ্র অগস্ত্যের সেই অদ্ভুত কথা শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইয়া তাঁহার প্রতি গৌরববশতঃ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—॥ ১ ॥

ভগবনু, সেই বিদর্ভাধিপতি রাজা শ্বেত যেখানে তপস্যা আচরণ করিয়াছিলেন সেই ঘোর অরণ্য [ সর্বপ্রাণীর ] অগম্য হইয়াছিল কেন ? ॥ ২ ॥

মুনে! রাজা কিজন্তু প্রাণী এবং মনুষ্য বর্জিত সেই শূন্য বনে তপস্যা করিতে প্রবেশ করিলেন, তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি ॥ ৩ ॥

রামচন্দ্রের কৌতূহলপূর্ণ কথা শ্রবণ করিয়া পরমতেজস্বী অগস্ত্যমুনি বলিতে আরম্ভ করিলেন—॥ ৪ ॥

রাম, পুরাকালে সত্যযুগে মনু শাসনকর্তা ছিলেন, তাঁহার অতুলনীয়

১। হ 'তমং'। ২। হ 'প্রঃ-পুনরভাষত'। ৩। ক 'দাশ্রমং'। ৪। হ 'বৎস'। ৫। ৬ 'কথরং মহামুনে'। ৭। হ 'তঃ'। ৮। হ 'বাক্যং'।

তং পুত্রং পূর্বকং রাজ্যে স্থাপয়িত্বা হুসন্নতম্ ।

পৃথিব্যাং রাজবংশানাং ভব কৰ্ত্তেতু্যবাচ হ ॥ ৬ ॥

তথেন্তি চ প্রতিজ্ঞাতে মনুপুত্রেণ রাঘব ।

ততঃ পরমসংহৃষ্টো মনুঃ পুনরথাব্রবীৎ ॥ ৭ ॥

শ্রীতোহস্মি পরমোদার কৰ্ত্তা চাসি ন সংশয়ঃ ।

দণ্ডেন চ প্রজা রক্ষ্যাঃ স চ পাত্যঃ কৃতাগসি ॥ ৮ ॥

অপরাধিষু যো দণ্ডঃ পাত্যতে মানবেষু বৈ ।

স দণ্ডো বিধিনা মুক্তঃ স্বৰ্গং নয়তি পার্থিবম্ ॥ ৯ ॥

৬। লো-টা। ভবান্ কৰ্ত্তা পালনে বদ্ধনে চেতি শেষঃ।

৮। লো-টা। বক্তা চাস্মি কিমপি বক্ষ্যামীত্যর্থঃ। 'কৰ্ত্তা চাসী'তি পাঠে রাজ্যস্ত পালনম্।

প্রভাবশালী 'ইক্ষ্বাকু' নামে এক পুত্র ছিল ॥ ৫ ॥

মনু সেই অভীষ্ট জ্যেষ্ঠপুত্রকে রাজ্যে স্থাপিত করিয়া 'পৃথিবীতে রাজবংশ-সমূহের প্রবর্তক হও', এই কথা বলিলেন ॥ ৬ ॥

হে রাঘব, মনুর পুত্র 'যে আজ্ঞা' বলিয়া স্বীকার করিলে মনু অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া পুনরায় বলিলেন—॥ ৭ ॥

হে পরমোদার, আমি শ্রীত হইয়াছি, তুমি রাজবংশ প্রবর্তন করিবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। দণ্ডদ্বারা প্রজাদিগকে রক্ষা করিতে হয় এবং সেই দণ্ড অপরাধীর প্রতি প্রয়োগ করিতে হয় ॥ ৮ ॥

অপরাধী মনুষ্যের প্রতি যে দণ্ড পাতিত করা হয়, শাস্ত্রানুসারে প্রদত্ত সেই দণ্ড নুপত্যিকে স্বর্গে প্রেরণ করে ॥ ৯ ॥

১। হ 'জ্ঞা'। ২। হ 'নিষ্কিয়া হুসন্নতম্'। ৩। হ 'ভবান্'। ৪। হ '-তং'। ৫। হ 'ভেন'। ৬। ক 'কিং'। ৭। হ 'ন চ দণ্ডো হকারণে'। ৮। হ 'অপরাধেষু'। ৯। হ 'মনুষ্যাদিপি'।  
১০। হ '-বদ্যুক্তঃ'।

তস্মাদ্ধে মহাবাহো যত্নবান্ ভব পুত্রক ।

ধর্মো হি পরমো লোকে কুর্ব্বতস্তে ভবিষ্যতি ॥ ১০ ॥

ইতি সংদিশ্য বহুধা মনুঃ পুত্রং সমাধিনা ।

জগাম ত্রিদিবং হৃষ্টো ব্রহ্মলোকং সনাতনম্ ॥ ১১ ॥

তস্মিন্ প্রয়াতে ত্রিদিবমিক্ষাকুরমিতপ্রভঃ ।

জনয়িষ্যে কথং পুত্রানিতি চিন্তামগাৎ প্রভুঃ ॥ ১২ ॥

কশ্মভির্বহুরূপৈস্ত তৈস্তৈশ্চানুস্মৃতস্তদা ।

জনয়ামাস ধর্মাত্মা স্মতান্ দেবস্মৃতোপমান্ ॥ ১৩ ॥

সর্বেষামভবত্তেষাং কনীয়ান্ রঘুনন্দন ।

মুচুশ্চাকৃতবিষ্ণুশ্চাশুশ্রুশ্চৈব পূর্বজান্ ॥ ১৪ ॥

১১। লো-টী। ইতি সমাধিনা ইতি নিয়মেন সংদিশ্য আজ্ঞাপ্য। 'সমাধিনির্গমে ধ্যানে নীবাঞ্চে চ সমর্থনে' ইতি তুরি।

১৩। লো-টী। বহুরূপৈঃ বহুপ্রকারৈঃ স্মতান্ পুত্রান্ স্মতান্ ভবিষ্যৎপার্বিবান্। 'স্মৃতঃ স্মাৎ পার্বিবে পুত্রে স্মাপতো তু স্মতা মতে'তি কোষঃ।

১৪। লো-টী। অস্তরে মধ্যে যঃ কনীয়ান্, স মুচুঃ। 'সর্বেষামভবত্তেষা'মিতি বা পাঠঃ। ন কৃতা শিক্ষিতা বিদ্যা যেন সঃ।

সুতরাং হে মহাবাহো পুত্র, দণ্ড প্রদান করিতে সাবধান হইও, [ সাবধানে দণ্ড প্রয়োগ করিলে ] ইহলোকে তোমার পরম ধর্ম হইবে ॥ ১০ ॥

মনু পুত্রকে এইরূপ বহু উপদেশ দিয়া হৃষ্টচিত্তে সমাধি অবলম্বনপূর্বক সনাতন ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন ॥ ১১ ॥

মনু স্বর্গে গমন করিলে অমিত-প্রভাশালী ইক্ষ্বাকু 'কিরূপে বহু পুত্রোৎপাদন করিব' এইরূপ চিন্তাশ্রিত হইলেন ॥ ১২ ॥

পরে ধর্মাত্মা মনুপুত্র ইক্ষ্বাকু বহুপ্রকার কশ্মদ্বারা দেবপুত্রসদৃশ বহু পুত্র উৎপাদন করিলেন ॥ ১৩ ॥

হে রঘুনন্দন, তাহাদের সকলের মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্র ছিল মুচু, অকৃতবিদ্য এবং

১। হ 'ইক্ষ্বাকু' নাস্তি'। ২। হ 'তং বহু গন্ধিত পুনঃ'। ৩। হ '-কমস্মৃতম্'। ৪। হ 'তু'। ৫। হ 'পরোহিতবৎ'। ৬। হ '-তঃ স্মতান্'। ৭। হ 'স তান্'। ৮। হ '-মধ্যবত্তেষাং'। ৯। হ 'শ্রুতঃ স্মৃতোপমান'।

চক্রে নাম পিতা তস্য কুবুদ্ধে<sup>১</sup>র্দগু ইতু্যত ।  
 অবশ্যং দগুপতনং শরীরে<sup>২</sup>হস্য ভবিষ্যতি ॥ ১৫ ॥  
 পশ্যন্ ত্বথ স তং দগুং ঘোরং পুত্রং তু রাঘব ।  
 বিক্ষ্যশৈবলয়োর্মধ্যে রাজ্যমস্মৈ দদৌ পিতা ॥ ১৬ ॥  
 স দগুস্তত্র রাজাভূদ রম্যে পর্বতরোধসি ।  
 পুরং চাপ্রতিমং রাম ঋবেশয়দনুভমম্ ॥ ১৭ ॥  
 নাম তস্য চ চক্রে স মধুমস্ত ইতি স্বয়ম্ ।  
 বত্রে চোশনসং বিপ্রং পুরোধসমনুভমম্ ॥ ১৮ ॥  
 এবং স রাজা তদ্রাজ্যং চকার স্ফসমাহিতঃ ।  
 প্রহৃষ্টমনুজাকীর্ণং দেবরাজো যথা দিবি ॥ ১৯ ॥

১৬। লো-টী। শৈবলঃ পর্বতবিশেষঃ, পদ্মকাষ্ঠব্যাগুদেশো বা ।

১৭। লো-টী। সাগরস্ত রোধসি ভীরে। ‘পর্বতরোধসী’তি বা পাঠঃ

[ লো-টী ]। সম্ভতং প্রহৃষ্টম্ ।

জ্যেষ্ঠদিগের সেবাপরাঙ্কুথ ॥ ১৪ ॥

‘নিশ্চয়ই ইহার শরীরে দগুপতন হইবে’ এই মনে করিয়া পিতা সেই কুবুদ্ধি পুত্রের নাম রাখিলেন ‘দগু’ ॥ ১৫ ॥

হে রাঘব, পিতা মনু সেই দগু নামক পুত্রকে দুর্বৃত্ত দেখিয়া উহাকে বিক্ষ্য এবং শৈবল নামক পর্বতদ্বয়ের মধ্যে রাজ্য প্রদান করিলেন ॥ ১৬ ॥

রাম, সেই দগু সেই রমণীয় পর্বততটপ্রান্তে রাজা হইয়া অত্যন্ত নগর স্থাপিত করিলেন ॥ ১৭ ॥

সেই নগরের নাম নিজেই ‘মধুমস্ত’ রাখিলেন এবং ব্রাহ্মণ গুত্রাচার্য্যকে পুরোহিতের পদে বরণ করিলেন ॥ ১৮ ॥

স্বর্গে দেবরাজ ইন্দ্রের আয় তিনি একাগ্র হইয়া আনন্দিত জনপূর্ণ সেই

১। হ ‘নাম ভক্ত চ দগুতি পিতা চক্রেহতিবুদ্ধিমান্’। ২। হ ‘ভবিষ্যৎ’। ৩। হ ‘ভক্ত দৃষ্টমান্’।

৪। হ ‘-ঋথ ভগ্না যোষাৎ’। ৫। হ ‘রাভ্যং ওস্ত’। ৬। হ ‘প্রভুঃ’। ৭। হ ‘সমাবেশয়দ্বত্তমম্’। ৮। হ ‘পুরোহিতঃ মধুমস্তেতি চাক্রোৎ’। ৯। হ ‘সপুয়োহিতঃ’।



ততঃ স রাজা মনুজেন্দ্রপুত্রঃ সার্কিং হি তেনোশনসা তদানীম্ ।

চকার রাজ্যং স্তমহম্‌হাত্মা শক্রে দিবৌবাঙ্গিরসা সমেতঃ ॥ ২০ ॥

ইত্যার্থে বাণ্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে মধুমৎ (?) পুরনিবেশো নাম  
ষড়শীতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৮৬ ॥

২০। লো-টী। আঙ্গিরসা অঙ্গিরঃপুত্রেণ বৃহস্পতিনা  
মধুমন্তপুরনিবেশঃ ॥ ৮৬ ॥

রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন ॥ ১৯ ॥

তখন সেই রাজপুত্র মহারাজ মহাত্মা 'দণ্ড' স্বর্গে বৃহস্পতির সহিত ইন্দ্রের  
ত্মায় [ সেই রাজ্যে ] শুক্রাচার্য্যের সহিত রাজত্ব করিতে লাগিলেন ॥ ২০ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে মধুমৎ (?)পুরনিবেশ-নামক  
৮৬তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮৬ ॥

( ৮-৭ ) সপ্তাশীতিতমঃ সর্গঃ

এতদাখ্যায় রামস্য মহর্ষিঃ কুন্তুসম্ভবঃ ।

পুনরেবাপরং বাক্যং ব্যাহত্ব মুপচক্রমে ॥ ১ ॥

ততঃ স দণ্ডঃ কাকুৎস্থঃ বহুবর্ষগণায়ুতম্ ।

অকরোৎ তত্র মন্দাত্মা রাজ্যং নিহতকণ্টকম্ ॥ ২ ॥

কশ্চচিৎ ত্বথ কালস্য ভার্গবস্ত্রাশ্রমং শুভম্ ।

রমণীয়মুপাক্রামম্মাসে চৈত্রে মনোরমে ॥ ৩ ॥

তত্র ভার্গবকন্যাং স রূপেণাপ্রতিমাং ভুবি ।

বিচরন্তীং বনোদ্দেশে দণ্ডোহপশ্যন্নরাধিপঃ ॥ ৪ ॥

স দৃষ্ট্বা তাস্তু দুর্মুখাঃ কন্দর্পশরপীড়িতঃ ।

অভিগম্য স্ত্রুসংবিগ্নঃ কন্যাং বচনমব্রবীৎ ॥ ৫ ॥

২। লো-টী। অকারয়ৎ অকরোৎ।

৩। লো-টী। অথ অনন্তরম্।

৫। লো-টী। স্ত্রুসংবিগ্নঃ অস্থিরঃ।

মহর্ষি অগস্ত্য রামচন্দ্রের নিকট এইরূপ বলিয়া পুনরায় অগ্ন ( অবশিষ্ট ) কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১ ॥

হে কাকুৎস্থ, সেই মন্দাত্মা দণ্ড সেইস্থানে বহু অযুত বর্ষ ধরিয়া নিষ্কণ্টক রাজ্য ভোগ করিলেন ॥ ২ ॥

কোন এক সময়ে তিনি মনোরম চৈত্রমাসে শুক্লাচার্যের রমণীয় পবিত্র আশ্রমে গমন করিলেন ॥ ৩ ॥

মহারাজ দণ্ড ভূমণ্ডলে অতুলনীয়-সৌন্দর্য্যশালিনী শুক্লাচার্যের কন্যাকে সেই স্থানে বনপ্রদেশে বিচরণ করিতে দেখিলেন ॥ ৪ ॥

সেই কন্যাকে দেখিয়া কামবাণে জর্জরিত মন্দমতি সেই 'দণ্ড' অস্থির

১। হ 'তৈত্তির্য চাপরং বাক্যং বক্তৃঃ সমুপ-'। ২। হ 'অথ কালে তু কস্মিন্শিষ্ট্রাত্মা তং ভার্গবাস্রমম্'।

৩। হ 'ক্রামনৈরমাসে'। ৪। হ 'স্তাস্তু'। ৫। হ 'দমুস্তমাম্'। ৬। হ 'তাং স দুর্মুখাঃ হনন্ শরপীড়িতঃ'।

কুতস্থমসি স্ত্রোশোণি কস্য চাসি শুভাননে ।  
 পীড়িতোহহমনঙ্গেন পৃচ্ছামি ত্বাং স্ত্রোশোভনে ॥ ৬ ॥  
 তস্মৈবং প্রব্রবাণস্ত মোহাবিষ্টস্ত কামিনঃ ।  
 ভার্গবী প্রত্যাবাচেনং বচঃ সানুনয়ং প্রিয়ম্ ॥ ৭ ॥  
 ভার্গবস্য স্ত্রতাং বিদ্ধি দেবস্যাক্লিষ্টকৰ্ম্মণঃ ।  
 অরজাং নাম রাজেন্দ্র জ্যেষ্ঠামাশ্রমবাসিনীম্ ॥ ৮ ॥  
 গুরুঃ পিতা মে রাজেন্দ্র ত্বং চ শিষ্যো মহাত্মনঃ ।  
 ব্যসনং স্তমহং ক্রুদ্ধঃ স তে দত্তান্মহাযশাঃ ॥ ৯ ॥  
 যদি বা তে ময়া কার্য্যং সম্পদা ধৰ্ম্মযুক্তয়া ।  
 বরয়স্ব নরশ্রেষ্ঠ পিতরং মে মহামতিম্ ॥ ১০ ॥

৬। লো-টা কুতস্থমসি কুত আগতাসি ? স্ত্রোশোভনে স্ত্রষ্ট স্ত্রমরি ! 'শোভনো যোগভেদে না স্ত্রমরে বাচ্যলিঙ্গক' ইতি কোষঃ ।

৮। লো-টা। দেবস্ত বিপ্রস্ত বা পাঠঃ ।

হইয়া তাঁহার নিকটে গিয়া বলিলেন— ॥ ৫ ॥

সুন্দরি, স্ত্রোশোণি, স্ত্রমুখি, আমি কামপীড়িত হইয়া তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ এবং কাহার কন্যা ॥ ৬ ॥

মোহাবিষ্ট সেই কামার্ত্ত দণ্ড এইরূপ বলিলে শুক্রাচার্য্যের কন্যা অনুনয়ের সহিত তাহাকে এইরূপ প্রিয়কথা বলিলেন— ॥ ৭ ॥

হে রাজেন্দ্র, আশ্রমবাসিনী আমাকে অক্লিষ্টকৰ্ম্মা দীপ্তিমান ভার্গবের অরজানামী জ্যেষ্ঠা কন্যা বলিয়া অবগত হউন ॥ ৮ ॥

হে রাজেন্দ্র, পিতা আমার গুরু এবং আপনিও সেই মহাত্মার শিষ্য, মহাযশস্বী পিতৃদেব ক্রুদ্ধ হইলে আপনাকে অতিশয় বিপন্ন করিবেন ॥ ৯ ॥

হে নরশ্রেষ্ঠ, ধৰ্ম্মশালিনী আমাকে যদি স্ত্রী-সম্পদরূপে পাইতে চান, তবে

৭। হ 'স্তমহা'। ২। হ 'শুভাননে'। ৩। হ '-স্ত-ব্রবা'। ৪। হ 'নৃপ'। ৫। হ 'জিজ্ঞাসা'।

৬। ক 'কো ন তে'। ৭। হ 'ধৰ্ম্মযুক্তেন কৰ্ম্মণ'। ৮। হ 'মহামতি'।

অন্থথা বিপুলং দুঃখং ভবেদ্ ঘোরাভিসংহিতম্ ।

পিতা মম হি স ক্রোধাৎ ত্রৈলোক্যমপি নির্দেহেৎ ॥ ১১ ॥

এবং স রাজা তাং কন্যাং ক্রবতীং ভার্গবীং তদা ।

প্রত্যাচ মদোন্মত্তঃ শিরস্ত্রাধায় চাঞ্জলিম্ ॥ ১২ ॥

প্রসাদং কুরু শূশ্রোণি ন কালং ক্ষেপ্তু মর্হসি ।

ত্বংকৃতে হি মম প্রাণা বিদীৰ্য্যস্তে শুভাননে ॥ ১৩ ॥

ত্বাং প্রাপ্য তু বধো মেহস্ত বধাধা যৎ পরং ভবেৎ ।

ভক্তং ভজস্ব মাং ভীরু ত্বয়ি ভক্তির্হি মে পরা ॥ ১৪ ॥

১১। লো-টী। ঘোরং দুঃখজনকং নিজিতং কৰ্ম ভেনাভিসংহিতম্ উৎপাদিতম্ ।

১২। লো-টী। সাজলিপ্রগ্রহঃ অঞ্জলিপ্রগ্রহণেন সহিতঃ ।

১৩। লো-টী। কালং কালবিলম্বং কৰ্ত্তুং 'বক্তুং' বা পাঠঃ । বিদীৰ্য্যাস্তি বিদীৰ্য্যস্তে ।

১৪। লো-টী। বধাধা বৎপরমহত্ দুঃখম্ ।

মহামতি মদীয়-পিতৃদেবের নিকট প্রার্থনা করুন ॥ ১০ ॥

ইহার অন্তথা করিলে নিন্দিত কৰ্ম্মদ্বারা ভীষণ দুঃখ পাইবেন, কারণ, আমার পিতা ক্রোধে ত্রিভুবনকেও দক্ষ করিতে সমর্থ ॥ ১১ ॥

শূশ্রোণীর কন্যা এইরূপ বলিলে সেই রাজা দণ্ড কামোন্মত্ত হইয়া মস্তকে অঞ্জলি বন্ধনপূর্বক তাহাকে বলিলেন— ॥ ১২ ॥

শুভাননে শূশ্রোণি, আমার প্রতি অমুগ্রহ কর, কালক্ষেপ করিও না, তোমার জন্ত আমার প্রাণ বিদীর্ণ হইতেছে ॥ ১৩ ॥

তোমাকে লাভ করিয়া আমার মৃত্যু হয় হউক, অথবা মৃত্যু অপেক্ষাও যদি কিছু বেশী দুঃখ থাকে, তাহাও হউক ; সুন্দরি, তোমার প্রতি অমুরক্ত আমাকে ভজনা কর, তোমার প্রতি আমার অত্যন্ত আসক্তি জন্মিয়াছে ॥ ১৪ ॥

১। হ 'ভব' । ২। হ 'ক্রোধেন হি পিতা মম' । ৩। হ 'ক্রবতী' । ৪। হ 'প্রাজলিপ্রগ্রহো বৃণঃ' । ৫। হ 'কৰ্ত্তু' । ৬। হ 'বিনীৰ্য্যাস্তি' । ৭। হ 'বধ' । ৮। হ 'বাপি বহুতরম্' ।

এবমুক্তা তু তাং কন্যাং দোর্ভ্যাং গৃহ বলাদ্বলী ।

বিস্কুরন্তীঃ যথাকামং মৈথুনাযোপচক্রমে ॥ ১৫ ॥

তমনর্থং মহাঘোরং দণ্ডঃ কৃত্বা সূদারুণম্ ।

আগমৎ স্বপুরুং রাম মধুমন্তমনুত্তমম্ ॥ ১৬ ॥

ভার্গবো রুদতী দীনা স্বাশ্রমস্ত সমীপতঃ ।

প্রতীক্ষতে তু সংত্রস্তা পিতরং দেবসম্মিতম্ ॥ ১৭ ॥

ইতি কৰ্ম্ম সূদারুণং স কৃত্বা দণ্ডো দণ্ডমবাণ্ডবানুগ্রম্ ।

শৃণু সৰ্ব্বমশেষতস্তদ্যত্ন কথয়িষ্যে তব রাজসিংহ বৃত্তম্ ॥ ১৮ ॥

ইত্যর্থে বায়্বীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে অরজাভিগমো নাম

সপ্তাশীতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৮৭ ॥

[ লো-টী । ] প্রতাপালয়ং প্রতীক্ষত ।

অরজাভিগমঃ ॥ ৮৬ ॥

বলশালী 'দণ্ড' এইরূপ বলিয়া কম্পমানা সেই কন্যাকে বলপূর্বক ধারণ করত স্বেচ্ছানুসারে মৈথুন করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১৫ ॥

রাম, দণ্ড সেই অতি ভয়ঙ্কর সূদারুণ অনর্থ সৃষ্টি করিয়া স্বীয় মধুমন্ত নগরে আগমন করিলেন ॥ ১৬ ॥

শুক্রাচার্য্যের কন্যা হুঃখিতা হইয়া রোদন করিতে করিতে স্বীয় আশ্রমের সমীপে দেবতুল্য পিতার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ১৭ ॥

হে রাজসিংহ, সেই দণ্ড এইরূপ সূদারুণ কৰ্ম্ম করিয়া ভীষণ দণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ; অতঃ আপনার নিকট সেই বৃত্তান্ত সবিস্তারে বলিতেছি, শ্রবণ করুন ॥ ১৮ ॥

মহর্ষি বায়্বীকীপ্রণীত আদিকাব্যে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে অরজাভিগমন-নামক

৮৭তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮৭ ॥

১। হ 'বপুরুং প্রথিবপাথ'। ২। হ 'মন্ত'। ৩। হ 'অরজাপি রুদতী সা আশ্রমাবিধূতঃ'।  
৪। হ 'ম'। ৫। হ '-বাত্তমং'। ৬। হ '-ত্তবত'। ৭। ক '-বৃত্ত'।

(৮৮) অষ্টাশীতিতমঃ সর্গঃ

ততো রাম মুহূর্তাং স দেবর্ষিরমিতপ্রভঃ ।  
 স্বমাশ্রমং শিষ্যবৃত্তঃ ক্ষুধার্তঃ সংশ্রবর্তত ॥ ১ ॥  
 সোহপশ্যদরজাং দীনং রজসা সমভিপ্লুতাম্ ।  
 প্রভুষন্তরুণগ্রস্তাং জ্যোৎস্নামিব হতপ্রভাম্ ॥ ২ ॥  
 তস্য রোষঃ সমভবৎ ক্ষুধার্তস্য বিশেষতঃ ।  
 দিব্যেন চক্ষুযা বীক্ষ্য ততঃ শিষ্যানুব্রূবাচ হ ॥ ৩ ॥  
 পশুধ্বং বিপরীতস্য দণ্ডস্তাবিদিভাত্মনঃ ।  
 বিপত্তিং ঘোরসঙ্কশাং কালেনোপহতাত্মনঃ ॥ ৪ ॥

১। লো-টী। দেবর্ষিঃ বিশিষ্টবিরাট বা পাঠঃ ।

২। লো-টী। প্রভুষন্ত জ্যোৎস্নাম্ ।

৪। লো-টী। বিপরীতস্য বিগতধর্মস্য অবিদিভো ন জ্ঞাত আত্মা অহং যেন তস্য উপহতাত্মনো হতবুদ্ধেঃ । ‘পশুধ্বং বিপরীতেন দণ্ডেনাবিদিভাত্মনা’ ইতি পাঠে উপহতাত্মনো দণ্ডস্য অবিদিভ আত্মা যেন তেন হেতুনা যদিপরীতং কর্ম তেন যোহয়ং মৎকৃতো দণ্ডঃ তেন বিপত্তিং পশুধ্বমিভাত্মনঃ । ‘আত্মনঃ সঙ্করীকৃতামিতি পাঠে আত্মনস্তত্ত্বৈব ভাবিত্বমিশ্রীকৃতাম্ ।

রাম, পরে মুহূর্তমধ্যে শিষ্যগণে পরিবৃত্ত অতুলনীয়-প্রভাশালী দেবর্ষি শুক্রাচার্য্য ক্ষুধার্ত হইয়া স্বীয় আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করিলেন ॥ ১ ॥

তিনি প্রভাতে অরুণ-কিরণগ্রস্তা প্রভাহীন জ্যোৎস্নার স্থায় অরজাকে রক্তাক্তদেহা এবং দুঃখিতা দেখিলেন ॥ ২ ॥

অতিশয় ক্ষুধার্ত সেই শুক্রাচার্য্যের ক্রোধ হইল, তিনি দিব্যচক্ষুদ্বারা অবলোকনপূর্ব্বক শিষ্যদিগকে বলিলেন— ॥ ৩ ॥

ধর্মহীন বুদ্ধিহীন এবং কালপ্রভাবে মরণোন্মুখ দণ্ডের ভয়ঙ্কর বিপদ অবলোকন কর ॥ ৪ ॥

১। হ ‘স মুহূর্তাদ্বাপৃষ্ঠ ব্রহ্মর্ষি-’। ২। হ ‘উত্তরপং সংযুক্তাঃ’। ৩। হ ‘বিতাবসোঃ’। অতঃ পরং হ ‘স ভাগবত্বেষু হুতাং পরমদুঃখিতাম্ । ক্রমেতদিত সোবাচ দণ্ডং দুঃখিতক্রমং’। ইত্যদিকম্। ৪। হ ‘-স্তাবীধ-  
 দর্শিনঃ’। ৫। হ ‘-শাস্ত্রানঃ সঙ্করীকৃতাম্’।

করোহস্ত দুৰ্ম্মতে: প্রাপ্ত: সানুগস্য ছুরাঅন: ।

য: প্রদীপ্তামিবাগ্নেয়াং শিখাং সংস্পৃষ্টবানিমাম্ ॥ ৫ ॥

যস্মাৎ স কৃতবান্ পাপমীদৃশং ঘোরদর্শনম্ ।

তস্মাৎ প্রাপ্স্যতি দুৰ্ম্মেধা: পাংশুবর্ষমমৃতমম্ ॥ ৬ ॥

সপ্তরাত্রেণ রাজাসৌ সতৃত্যবলবাহন: ।

পাপকৰ্ম্মসমাচারো বধং প্রাপ্স্যতি দুৰ্ম্মতি: ॥ ৭ ॥

সমস্তাদ্ যোজনশতং বিষয়ং চাস্ত দুৰ্ম্মতে: ।

ধক্ষ্যতে পাংশুবর্ষণে মহতা পাকশাসন: ॥ ৮ ॥

সর্বসত্ত্বানি যানৌহ স্হাবরাণি চরাণি চ ।

সর্বেষাং পাংশুবর্ষণে ক্ষয়: ক্ষিপ্রং ভবিষ্যতি ॥ ৯ ॥

[ লো-টী। ] হে শিখাঃ, যে মম বাচং ‘করোহস্ত হুমহান্ প্রাপ্ত’ ইত্যাদি বক্তৃতি: স্রোতৈর্বক্ষ্যমাণাং ব্যাহারয়ত সর্বান্ জনানকথয়ত । নিগূঢ়ামপি রাজনাশবাচমহুচিতামপি । নহু দণ্ডস্ত রাজ্যো নাশায় কিমিতীয়ং বাক্ প্রয়োক্তব্যো তত্রাহ কৰ্ম্মণা ইতি । দণ্ডস্ত রাজ্যো ঘোহয়ং কোপ: কামপ্রকোপ: তৎসমুৎথেন কৰ্ম্মণা বিপরীতেন কৰ্ম্মণা প্রাপ্ত উপস্থিত: । ‘জাত’ ইতি বা পাঠ: ।

৬। লো-টী। ঘোরং ভয়ং দর্শয়তীতি তথা ।

৮। লো-টী। দহেত ধক্ষ্যতি, ‘ধক্ষ্যতে পাংশুবর্ষণে’তি বা পাঠ: ।

যে প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার স্থায় এই অরজাকে স্পর্শ করিয়াছে, সেই ছুরাআ দুৰ্ম্মতি দণ্ডের অমুচরবর্গের সহিত বিনাশ উপস্থিত ॥ ৫ ॥

এইরূপ ভয়ঙ্কর পাপ করার দরুণ সেই ছুরাআ অতুলনীয় পাংশুবৃষ্টি প্রাপ্ত হইবে ॥ ৬ ॥

পাপকৰ্ম্মাহুষ্ঠানকারী ছুরাআ নৃপতি ‘দণ্ড’ সৈন্য, ভৃত্য এবং বাহনের সহিত সপ্তরাত্রির মধ্যে বিনাশপ্রাপ্ত হইবে ॥ ৭ ॥

ইন্দ্রে প্রচণ্ড ধূলি বৃষ্টিদ্বারা এই ছুরাআর চতুর্দিকে শতযোজন-বিস্তৃত রাজ্য ধ্বংস করিবেন ॥ ৮ ॥

দণ্ডের রাজ্যে স্থিতিশীল এবং গতিশীল সমস্ত প্রাণীর লীভই ধূলিবর্ষণে বিনাশ হইবে ॥ ৯ ॥

দণ্ডস্ত বিষয়ো যাবৎ তাবৎ সৰ্ব্বং সমুচ্ছ্রয়ম্ ।

পাংশুবর্ষমিবাকল্যাং সপ্তরাত্রং ভবিষ্যতি ॥ ১০ ॥

ইত্যুক্ত্বা ক্রোধসন্তপ্তদাপ্রমনিবাসিনম্ ।

জনং জনপদস্থান্তে স্থায়তামিতি চাত্রবীৎ ॥ ১১ ॥

উক্তমাত্রৈ তুশনসা স তত্রাবসথী জনঃ ।

নিজ্রান্তো বিষয়ান্ত্রিয়াং স্থানং চক্রে চ বাহুতঃ ॥ ১২ ॥

তং তথোক্ত্বা মুনিজনং সোহরজামিদমব্রবীৎ ।

আশ্রমে ত্বং স্বধর্ম্মেণ বসেহ স্নসমাহিতা ॥ ১৩ ॥

১০। লো-টী। বনেন সহাশ্রমং গৃহাদিকম্। ‘আশ্রমো ব্রহ্মচর্যাদিচতুর্কেপি মঠেহস্ত্রিয়া’মিতি ভূরি০। ‘তাবৎসমুচ্ছ্রয়’ ইতি পাঠে সমুচ্ছ্রয়ো বিরোধঃ, নাশ ইতি যাবৎ। ‘সমুচ্ছ্রয়ঃ স্ত্রীত্বংসেধে বিরোধে চ পুমানয়’মিতি কোষঃ। ‘পাংশুবৃত্ত’মিত্যাди পাঠঃ। ‘পাংশুবর্ষ-মিবাকল্যং সপ্তরাত্র’মিতি পাঠে আকল্যং ভূষণমিব সপ্তরাত্রং প্রাপ্য ভবিষ্যতি।

১১। লো-টী। জনপদস্ত দণ্ডদেশস্থাপ্তে বাহু স্থায়তামিতি জনমবোচত। ইত্যুক্ত্বা তুক্ষীমানীদিতি শেষঃ। তদাহরজামব্রবীদিতি পরেণ বাহুয়ঃ।

১২। লো-টী। আবসথী আশ্রমী।

১৩। লো-টী। ন বিজ্ঞতে বৃত্তং সঙ্কৃতং যত্নাঃ, হে স্নবৃত্তে ইত্যর্থঃ (?)। ‘আশ্রমে ত্বং স্বধর্ম্মেণ বস দৈবসমাপ্রিতে’তি পাঠে দৈবং ঈশ্বরস্তুতাপ্রিতা।

দণ্ডের রাজ্য যতদূর পর্য্যন্ত, ততদূর পর্য্যন্ত সপ্তরাত্রব্যাপী কল্যাস্তকালীন ধূলিবৃষ্টির আয় প্রচণ্ড ধূলিবৃষ্টি হইবে ॥ ১০ ॥

এই বলিয়া ক্রোধসন্তপ্ত শুক্রাচার্য্য আশ্রমবাসী জনগণকে বলিলেন—  
‘দণ্ডের রাজ্যের রাহিরে অবস্থান কর’ ॥ ১১ ॥

শুক্রাচার্য্য এই কথা বলামাত্র আশ্রমবাসী লোক দণ্ডের রাজ্য হইতে বহির্গত হইয়া সেই দেশের বহিঃপ্রদেশে অবস্থান করিতে লাগিল ॥ ১১ ॥

শুক্রাচার্য্য সেই মুনিদিগকে এইরূপ বলিয়া অরজাকে বলিলেন, তুমি এই

১। হ ‘স্বনয়নশ্রম’। ২। হ ‘-কৃতমিবাকল্যাৎ’। ৩। হ ‘-মিত্যবোচত’। ৪। হ ‘আশ্রো-  
হনেনাসৌ স তত্রাবসথাকৃতঃ’। ৫। হ ‘স’। ৬। ক ‘বৎসেহ’।



ইদং যোজনপর্যন্তং সরঃ স্রুচিরপ্রভম্ ।

অরজে বিরজা ভূঙ্ক কালশ্চাত্র প্রতীক্ষ্যতাম্ ॥ ১৪ ॥

সন্তানি যোজনং যাবদিহ যানি বসন্তি বৈ ।

অবধ্যানি ভবিষ্যন্তি পাংশুবর্ষস্ত তানি বৈ ॥ ১৫ ॥

শ্রুত্বা নিয়োগং তমুযেঃ সা কন্যা ভার্গবী শুভা ।

তথেতি পিতরং প্রাহ ভার্গবং ভূশছুঃখিতা ॥ ১৬ ॥

ইতু্যক্ত্বা ভার্গবো বাসাং তস্মাদন্যমপাক্রমৎ ।

সপ্তাহাদ্ ভস্মসাদ্ভূতং তচ্চ সর্বং নরাধিপ ॥ ১৭ ॥

১৪। লো-টী। ভূঙ্ক, তপোহর্থং সেবয়। কালং স্রুচিকালং সমাসতী আকাজকতী।  
'কালশ্চাত্র প্রতীক্ষ্যতা'মিতি বা পাঠঃ।

১৫। লো-টী। ইহ সরসি যোজনং যাবৎ যোজনং ব্যাপ্য যানি সন্তানি।

১৬। লো-টী। নিয়োগমাজ্ঞাং দুঃখসংহিতা বভূবেত্যর্থঃ।

আশ্রমে সমাহিতা (নিয়মাস্থিতা) হইয়া স্বধর্ম্মাচরণ করত বাস করিতে থাক ॥ ১৩ ॥

অরজে, মনোহর শোভাবিশিষ্ট যোজন-বিস্তৃত এই সরোবর, তুমি রজোগুণ-রহিত হইয়া [অথবা শোণিত প্রক্ষালন করিয়া] ইহার জলপান করত এইস্থানে সময়ের প্রতীক্ষা করিতে থাক ॥ ১৪ ॥

এই সরোবরের যোজনমধ্যে যে সমস্ত প্রাণী বাস করে, সেই সকল প্রাণী ধূলিবৃষ্টির অবধ্য হইবে ॥ ১৫ ॥

সুলক্ষণা ভার্গবকন্যা [পিতার] সেই আদেশ শ্রবণ করিয়া অতিশয় দুঃখিত হইয়া 'যে আজ্ঞা' এই কথা পিতাকে বলিল ॥ ১৬ ॥

রাজন, শুক্রাচার্য্য ইহা বলিয়া সেই স্থান হইতে অগ্ন্যত্র গমন করিলেন এবং দণ্ডের সেই সমগ্র রাজ্য সপ্তাহমধ্যে ভস্মীভূত হইল ॥ ১৭ ॥

১। হ '-রং শুভম্'। ২। হ '-জং'। ৩। হ 'বৎসমীপক যে সবা বাসমেতন্তি যাং নিশাম্'। ৪। হ 'অবধ্যাঃ পাংশুবর্ষে তে ভবিষ্যন্তি তাং নিশাম্'। ৫। হ 'তত্ত্বার্থে'। ৬। হ 'ভদ্রা'। ৭। হ 'ভৃগুনন্দনম্'। ৮। হ '-সমস্তত্র সমুপাক্রমৎ'। ৯। হ '-ভূতঃ স চাপি ব্রহ্মতেজসা'।

তস্মৈ দণ্ডস্য বিষয়ো মধ্যে শৈবলবিক্ষায়োঃ ।

শপ্তো হ্যশনসা রাজমপরাধাদ্ দুরাশুনঃ ॥ ১৮ ॥

তদা প্রভৃতি কাকুৎস্থ দণ্ডকারণ্যমুচ্যতে ।

স তপস্বিজনো যত্র তজ্জনস্থানমুচ্যতে ॥ ১৯ ॥

এতন্তে সর্বমাখ্যাং যস্মাং পৃচ্ছসি রাঘব ।

সক্ষ্যামুপাসিতুং রাম সময়োহয়মুপস্থিতঃ ॥ ২০ ॥

এতে মহর্ষয়ঃ সর্বৈ পূর্ণকুম্ভাঃ সমস্ততঃ ।

কৃতোদকা নরব্যাস্ত্র পূজয়ন্তি তমোমুদম্ ॥ ২১ ॥

১৮। লো-টী। ‘বিক্ষে’ত্যাঙ্গি পাঠঃ। ‘মধ্যে শৈবলবিক্ষায়ো’রিত্তি বা পাঠঃ। ‘অপরাধা’দিত্তি পাঠঃ। ‘রাম বৈধর্ম্মকে কৃতে’ ইতি পাঠে বিধর্ম্ম এব বৈধর্ম্মকস্তস্মিন্।

২১। লো-টী। পূর্ণাঃ কুম্ভা যেষাং তে, পুরিতকুম্ভা বা, কৃতং বিহিতং সূর্যোপস্থানাং পূর্ণং গায়ত্রীপঠনপূর্ব্বকং জলাঞ্জলিত্রয়ং যৈঃ তে। তমোমুদং সূর্য্যাম্। ‘আদিভ্যং সমুপাসতে’ ইতি বা পাঠঃ। সাঠৈঃ অর্ঘ্যাসহিতৈঃ।

রাজন, শৈবল এবং বিক্ষাপর্ব্বতের মধ্যবর্তী দণ্ডের রাজ্য সেই দুরাশু দণ্ডের অপরাধে অভিশপ্ত হইল ॥ ১৮ ॥

হে কাকুৎস্থ, তদবধি সেইস্থানকে দণ্ডকারণ্য বলে এবং সেই তপস্বিগণ যেস্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন তাহাকে জনস্থান বলে ॥ ১৯ ॥

নরশ্রেষ্ঠ রাঘব, আপনি আমার নিকট যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তৎসমস্তই বলিলাম। এখন সক্ষ্য-উপাসনার সময় উপস্থিত হইয়াছে, চারিদিকে এই সমস্ত ঋষিগণ কুম্ভ পূর্ণ করিয়া উদক-ক্রিয়া ( স্নানাদি, অথবা জলাঞ্জলিদান ) সমাপনান্তে সূর্য্যদেবের উপাসনা করিতেছেন ॥ ২০-২১ ॥

১। হ ‘শপ্তো ব্রহ্মাণি’ রাম তস্মিন্ভাষাধিকৈ নুপে’। ২। হ ‘তপস্বিনঃ স্থিতা’। ৩। হ ‘এবং তে’। ৪। হ ‘সংস্রব’। ৫। হ ‘হরিশূদনঃ’। ৬। হ ‘আদিভ্যং সমুপাসতে’।

অভিষ্ঠুতঃ সুরবরসিদ্ধসজ্জৈর্গতো রবিঃ সুরচিরমন্ত্ৰশৈলম্ ।

ত্বমপ্যতো রঘুবর গচ্ছ সঙ্ক্যামুপাসিতুং প্রযতমনা নরেন্দ্র ॥ ২২ ॥

ইত্যাৰ্ধে বান্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাণ্ডে উত্তরকাণ্ডে দণ্ডোপাখ্যানং নাম  
অষ্টাশীতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৮৮ ॥

২২। লো-টী। অন্তশৈলম্ অন্তনামানং শৈলম্।

দণ্ডোপাখ্যানম্। কচিচ্চ 'দণ্ডশাপ' ইতি পাঠঃ ॥ ৮৮ ॥

রঘুশ্রেষ্ঠ মহারাজ, দেবতা ও সিদ্ধগণকর্তৃক বিশেষভাবে স্তুত হইয়া সূর্যাদেব  
মনোহর অস্তাচলে গমন করিতেছেন। সুতরাং আপনিও শুদ্ধচিত্তে সঙ্ক্যা-  
উপাসনা করিতে গমন করুন ॥ ২২ ॥

মহাৰি বান্মীকি-প্রণীত আদিকাণ্ড রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে দণ্ডোপাখ্যান নামক  
৮৮তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮৮ ॥

(৮৯) একোননবত্ৰিতমঃ সর্গঃ

ঋষের্বচনমাস্ত্রায় রামঃ সঙ্ক্যামুপাসিতুম্ ।

উপাক্রামৎ সরঃ পুণ্যম্প্ররোগণসেবিতম্ ॥ ১ ॥

তত্রোদকমুপস্পৃশ্য সঙ্ক্যামম্বাস্ত্র পশ্চিমাম্ ।

আশ্রমং প্রাবিশদ্রম্যৎ কুন্তয়োনের্মহাত্মনঃ ॥ ২ ॥

তস্তাগস্ত্যো বহুবিধং ফলমূলং রসায়নম্ ।

শাল্যাদীনি পবিত্রাণি ভোজনার্থমুপাহরৎ ॥ ৩ ॥

স ভুক্তবান্ রঘুশ্রেষ্ঠস্তদমমমুতোপমম্ ।

শ্রীতচ্চ পরিতুষ্টচ্চ তাং রাত্রিং সমুপাবিশৎ ॥ ৪ ॥

১। লো-টী। বিপুলং সরঃ।

৩। লো টী। রসাস্বিতম্ অস্থেন বসেনাস্বিতং শোভনং দৃশ্যং রসবৎ স্বতো বসবৎ চিত্রং নানাবিধম্।

[ লো-টী। ] পুতঃ স্বত এব পবিত্রঃ।

রামচন্দ্র ঋষির বাক্যানুসারে অঙ্গরোগণসেবিত পবিত্র সরোবরে সঙ্ক্যা-উপাসনা করিতে গমন করিলেন ॥ ১ ॥

তিনি সেই সরোবরে আচমনপূর্বক সায়াংকালীন সঙ্ক্যা-উপাসনা করিয়া মহাত্মা অগস্ত্যের রমণীয় আশ্রমে প্রবেশ করিলেন ॥ ২ ॥

অগস্ত্য বহুবিধ সরস ফলমূল এবং পবিত্র হৈমন্তিক ধাত্বের তণ্ডুল প্রভৃতি তাঁহার ভোজনার্থে উপহার দিলেন ॥ ৩ ॥

রঘুশ্রেষ্ঠ রাম সেই অমৃততুল্য অন্ন ভোজন করিয়া শ্রীত এবং পরিতুষ্ট হইয়া সেই রাত্রি অতিবাহিত করিলেন ॥ ৪ ॥

১। হ 'উপক্রাম তৎ'। ২। হ '-বহুলং সরঃ'। ৩। হ '-শ্রামঃ'। ৪। হ '-রসাস্বিতম্'। ৫।

হ 'শোভনং রসবচ্চিত্রং'। ৬। হ 'নর-'

প্রভাতে কল্যামুখায় কৃত্বা পৌৰ্ব্বাহ্নিকাং ক্রিয়াম্ ।

অনুজ্ঞাপয়িতুং রামো মহর্ষিমুপচক্রমে ॥ ৫ ॥

অত্রবীচ্চাভিগম্যাথ তমুষিং সংশিতব্রতম্ ।

আপৃচ্ছে সাধু যাস্তামি মামনুজাতুমর্হসি ॥ ৬ ॥

ধন্যোহস্ম্যনুগৃহীতোহস্মি দর্শনেন মহাত্মনঃ ।

দ্রষ্টুঞ্চ পুনরেষ্ঠ্যামি পাবনার্থমিহাত্মনঃ ॥ ৭ ॥

তথা ক্রবতি কাকুৎস্থে বাক্যমদ্ব্যতদর্শনম্ ।

উবাচ পরমপ্রীতো বাস্পকণ্ঠো মহামুনিঃ ॥ ৮ ॥

অত্যদ্ব্যতমিদং বাক্যং তব রাম শুভাক্ষরম্ ।

পাবনঃ সর্বভূতানাং ত্বমেব রঘুনন্দন ॥ ৯ ॥

৫। লো-টী। কল্যাং ঋঃ প্রভাতে উখায়। 'কৃত্বাহ্নিকমনুজ্ঞাম'মিতি পাঠঃ সার্কজঃ, আহ্নিকং নিত্যকৃত্যম্ অনুজ্ঞামং যথা শ্রাৎ। 'কৃত্বা পৌৰ্ব্বাহ্নিকং বিধি'মিতি কচিং পাঠঃ।

৮। লো-টী। অদ্ব্যতমিব বর্ণনং যন্ত তং রামম্।

৯। লো-টী। পাবনং ভাবপ্রধানোহয়ং শব্দঃ, পবিত্রকারক ইত্যর্থঃ।

রামচন্দ্র প্রভাতে উঠিয়া পূর্বাহ্নিকৃত্যসমূহ সমাপন করিয়া মহর্ষির নিকটে অনুমতি গ্রহণ করিবার জন্য গমন করিলেন ॥ ৫ ॥

রামচন্দ্র সংশিতব্রত (সমাপ্তব্রত বা কৃতকৃত্য) ঋষি অগস্ত্যের সমীপে গমন করিয়া বলিলেন, অনুমতি চাই, আমি গমন করিব, আমাকে আদেশ করুন ॥ ৬ ॥

মহাত্মার দর্শনে আমি ধন্য এবং অনুগৃহীত হইয়াছি, নিজেকে পবিত্র করিবার জন্য পুনরায় দর্শন করিতে আসিব ॥ ৭ ॥

কাকুৎস্থ রামচন্দ্র এইরূপ বলিলে মহামুনি অগস্ত্য অতিশয় প্রীত হইয়া বাস্পগদগদ কণ্ঠে সেই অদ্ব্যত বাক্যের বক্তা রামচন্দ্রকে বলিলেন— ॥ ৮ ॥

রাম, আপনার এই শুভ অক্ষরযুক্ত বাক্য অতিশয় আশ্চর্য্যজনক, আপনি

১। হ 'হ্নিকং বিধি'। ২। হ 'অতিবাজ্জাবীচ্চাপি'। ৩। হ 'পুনঃসেবাগমিষ্ঠ্যামি'। ৪। ৫ 'বদকি'। ৬। হ 'তঃ সৌখিন্যো মুনিদত্তমঃ'। ৭। হ '-নঃ'।

মুহূর্তং যেহপি রাম ত্বাং মৈত্র্যং পশ্যন্তি মানবাঃ ।

পাবিতাঃ সৰ্বভূতৈস্তে কথ্যস্তে ত্রিদিবেশ্বরৈঃ ॥ ১০ ॥

যে চ ত্বাং চক্ষুর্ভির্ঘোরৈর্নিরীকন্তীহ মানবাঃ ।

হতাস্তে যমদণ্ডেন সত্তো নিরয়গামিনঃ ॥ ১১ ॥

ঈশস্ত্বং সৰ্বভূতানাং পাবনায় নরবভ ।

কথয়ন্তোহপি লোকে ত্বাং সিদ্ধিমেষ্যন্তি মানবাঃ ॥ ১২ ॥

গচ্ছ চাবিন্মব্যগ্রাঃ পস্থানমকুতোভয়ম্ ।

প্রশাদি রাজ্যং ধম্মেণ গতিহি জগতো ভবান্ ॥ ১৩ ॥

এবমুক্তস্ত মুনিনা প্রাজ্ঞলিপ্রগ্রহো নৃপঃ ।

অভিবাদয়িতুং রামঃ সোহগস্ত্যমুপচক্রমে ॥ ১৪ ॥

১০। লো-টী। মৈত্র্যা সপ্রেমদৃষ্টা, পাবিতাঃ পবিত্রাঃ সপ্ত

১২। লো-টী। পাবনায় পবিত্রং কৰ্ত্ত্বং কথয়ন্তঃ কীৰ্ত্তয়ন্তঃ ।

নিজেই সমস্ত প্রাণীর পবিত্রতাকারক ॥ ৯ ॥

রাম, যে মানবগণ মুহূর্তের জন্তও আপনাকে প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিতে অবলোকন করে, তাহাদিগকে সমস্ত প্রাণিগণ এবং দেবগণ পবিত্র বলিয়া থাকেন ॥ ১০ ॥

যে মানবগণ ক্রুরদৃষ্টিতে আপনাকে দর্শন করে, তাহারা যমদণ্ডে নিহত হইয়া সত্তাঃই নরকে গমন করে ॥ ১১ ॥

নরশ্রেষ্ঠ, আপনি সমস্ত প্রাণীদিগকে পবিত্র করিতে সমর্থ, জগতে আপনার নাম কীৰ্ত্তন করিলেও মানবগণ সিদ্ধিলাভ করিতে পারে ॥ ১২ ॥

ব্যস্ত না হইয়া নির্বিঘ্নে ভয়শূন্য পথে গমন করুন, ধর্ম্মানুসারে রাজ্য শাসন করুন, আপনিই জগতের একমাত্র গতি ॥ ১৩ ॥

অগস্ত্যমুনি এইরূপ বলিলে মহারাজ রামচন্দ্র কৃতাজ্ঞলিপুটে তাঁহাকে

১। চ 'কর্ত্তবিশ'। ২। চ 'মৈত্র্যেপেক্ষিত যে নরাঃ'। ৩। চ 'প্রাণিনস্তে বৈ কীড়ন্তি ত্রিদিবে হরৈঃ'।

৪। চ 'স্বাক্ষিত প্রাণিনো ভূব'। ৫। চ 'ঈশস্যঃ রমুশ্রয়ঃ পাবনঃ সৰ্বদেহিনাং'। ৬। চ 'জাতিঃ'।

অভিবাণ্ড মুনিশ্রেষ্ঠং তাংচ সৰ্বাংস্তপোধনান্ ।

অধ্যারোহমহাবাহুঃ পুষ্পকং হেমভূষিতম্ ॥ ১৫ ॥

তং প্রয়াস্তং মুনিগণা আশীৰ্বাদৈঃ সমস্ততঃ ।

অপূজয়ন্ মহাবাহুঃ সহস্রাক্ষমিবামরাঃ ॥ ১৬ ॥

খন্ডঃ প্রদৃশ্যতে রামঃ পুষ্পকে হেমভূষিতে ।

চন্দ্রে মেঘসমূহস্থে যথা জলধরাগমে ॥ ১৭ ॥

ততোহর্দ্ধদিবসে প্রাপ্তে হৃষ্টপুষ্টজনৈর্বৃত্তাম্ ।

অযোধ্যাং প্রাপ্য কাকুৎস্থো মধ্যকক্ষাং সমাবিশৎ ॥ ১৮ ॥

১৮। লো-টী। সৰ্বেষামর্থানাং নিশ্চয়ো যথার্থজ্ঞানাং যস্মাৎ সঃ প্রাপ্তঃ প্রাপ্য চ মধ্য  
কক্ষাং 'মধ্যেকক্ষ'মিতি পাঠে কক্ষায়াম্ মধ্যো।

অভিবাদন করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১৪ ॥

মহাবাহু রামচন্দ্র মুনিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্য এবং সেই সকল তপোধনদিগকে অভি-  
বাদন করিয়া সুবর্ণভূষিত পুষ্পকরথে আরোহণ করিলেন ॥ ১৫ ॥

মুনিগণ চতুর্দিক হইতে সেই প্রস্থানোদ্ভূত মহাবাহু রামচন্দ্রকে—দেবগণ  
যেমন ইন্দ্রকে সংবন্ধিত করেন, আশীৰ্ব্বাক্যে সেইরূপ সংবন্ধিত করিলেন ॥ ১৬ ॥

সুবর্ণভূষিত পুষ্পকরথে আকাশস্থ রামচন্দ্রকে বর্ষাকালে মেঘসমূহস্থ চন্দ্রের  
আয় দেখাইতে লাগিল ॥ ১৭ ॥

পরে কাকুৎস্থ রামচন্দ্র দিবা দ্বিপ্রহরের সময় হৃষ্টপুষ্টজনপরিপূর্ণা অযোধ্যা-  
নগরীতে উপস্থিত হইয়া গৃহের মধ্যপ্রাকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন ॥ ১৮ ॥

১। হ 'সর্বান্ মহামুনীন্'। ২। হ 'অত্যারোহত চাবাগ্রঃ'। ৩। অতঃ পরং হ 'অত্যর্চিতস্ত  
অবিতর্জগাম হুমহামতিঃ' ইত্যধিকম্। ৪। হ 'অর্চনাধিক্রিয়ে সৰ্বে মহেন্দ্রধমরা ইব'। ৫। হ 'স দদৃশে'। ৬।  
হ 'গজন্ দিক্কাং পুরীম্'। ৭। হ '-কামবাতরং'।

ততস্ত তদ্ ব্রহ্মবিনির্মিতং শুভং বিমানবর্ষ্যং বহুরভুমণ্ডিতম্ ।

বিসৃজ্য বীরো রঘুবংশবর্দ্ধনো ব্যচিস্তয়দ্ যজ্ঞবিধিং মহামনাঃ ॥ ১৯ ॥

ইত্যর্ষে বায়্বীকীয়ে রামায়ণে আদিকাণ্ডে উত্তরকাণ্ডে রামপ্রত্যাগমনং নাম  
একোনবতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৮৯ ॥

১৯। লো-টী। বিসৃজ্য বাহীতি উক্লা, 'বিসর্জ্যে'তি পাঠে ত্যাজয়িত্বা। যজ্ঞবিধিং  
যজ্ঞস্ত কারণম্।

শ্রীরামপ্রত্যাগমনম্ ॥ ৮৯ ॥

পরে মহামনাঃ রঘুবংশবর্দ্ধন বীর রামচন্দ্র ব্রহ্মার নির্মিত বহুরভু-শোভিত  
বিমানশ্রেষ্ঠ পুষ্পকরথকে বিদায় দিয়া যজ্ঞানুষ্ঠানের বিষয় চিন্তা করিতে  
লাগিলেন ॥ ১৯ ॥

মহর্ষি বায়্বীকি প্রণীত আদিকাণ্ডে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে শ্রীরামপ্রত্যাগমন-নামক  
৮৯তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮৯ ॥



## (৯০) নবভিতমঃ সর্গঃ

ততো<sup>১</sup> বিশ্বজ্য রুচিরং পুষ্পকং কামগামি তৎ ।

কক্ষান্তরস্থিতং ক্ষিপ্রং দ্বাঃস্থং রামোহব্রবীদ্বচঃ ॥ ১ ॥

লক্ষ্মণং ভরতকৈব গচ্ছ ত্বং লঘুবিক্রম ।

মমগমনমাখ্যায় শীঘ্রমানয় মাচিরম্ ॥ ২ ॥

শ্রুত্বা তু ভাষিতং তস্য রামশ্রাক্ষিককর্ণণঃ ।

দ্বাঃস্থঃ কুমারাবাহুয় রাঘবায় শ্রবেদয়ৎ ॥ ৩ ॥

দৃষ্ট্বা তু রাঘবো প্রাপ্তো প্রিয়ো ভরতলক্ষ্মণো ।

পরিষজ্য ততো রামো বাক্যমেতদ্রুবাচ হ ॥ ৪ ॥

কৃতং ময়া যথোদ্দিক্তং দ্বিজকার্যমনুভমম্ ।

ধৰ্ম্মসেতুমহং ভূয়ঃ কৰ্ত্ত্বমিচ্ছে যশস্করম্ ॥ ৫ ॥

৫। লো-টী। ধৰ্ম্মসেতুং যজ্ঞম্।

তার পর রামচন্দ্র সেই মনোহর কামগামী পুষ্পকরথকে বিদায় দিয়া সত্বর অশ্রু প্রকোষ্ঠে স্থিত দৌবারিককে বলিলেন— ॥ ১ ॥

তুমি দ্রুতগতিতে ভরত এবং লক্ষ্মণের সমীপে গমন করিয়া আমার আগমনের সংবাদ বলিয়া শীঘ্র [ তাহাদিগকে ] আনয়ন কর, বিলম্ব করিও না ॥ ২ ॥

অক্লিষ্টকর্ণা রামচন্দ্রের আদেশ শ্রবণ করিয়া দৌবারিক কুমারদ্বয়কে আহ্বান করিয়া রামচন্দ্রকে বিজ্ঞাপিত করিল ॥ ৩ ॥

তার পর রামচন্দ্র প্রিয় ভরত এবং লক্ষ্মণকে দেখিয়া আলিঙ্গনপূর্বক এই কথা বলিলেন— ॥ ৪ ॥

আমি প্রতিজ্ঞানুরূপ ব্রাহ্মণের কার্য উত্তমরূপে সম্পাদন করিয়াছি, পুনরায় ধৰ্ম্মকার্যের মর্যাদা (সীমা) স্বরূপ যশস্কর কিছু করিতে ইচ্ছা করি ॥ ৫ ॥

১। হ 'ইদমৰ্ঘং নাস্তি'। ২। হ 'স নিবিজ্ঞাসমে শুভ্রে'। ৩। হ 'রাজাব্রবীদধং'। ৪। হ '-মতো ভূয়ঃ কৰ্ত্ত্বমিচ্ছামি রাঘবো'।

যুবাভ্যামাত্মভূতাভ্যাং রাজসূয়মমুত্তমম্ ।

সহিতো যক্ষু মিচ্ছামি যত্র ধর্মো হি শাস্বতঃ ॥ ৬ ॥

ইক্ষু । হি রাজসূয়েন মিত্রঃ শত্রুনিবর্হণঃ ।

সুসমুজ্জেন বিধিবদ্বরণঙ্কমবাণ্ডবান্ ॥ ৭ ॥

সোমশ্চ রাজসূয়েন যজ্ঞেনেক্ষু । হি ধর্মবিৎ ।

প্রাপ্তবান্ সর্বলোকেষু কীর্ত্তিঃ স্থানঞ্চ শাস্বতম্ ॥ ৮ ॥

তস্মাদ্ ভবন্তৌ যচ্ছে য়ঃ সন্ধিস্ত্য তস্ময়া সহ ।

হিতং চায়তিযুক্তঞ্চ প্রযতো বক্তুর্মহতঃ [?] ॥ ৯ ॥

শ্রুত্বা তু বচনং তস্য ভ্রাতুর্জ্যেষ্ঠস্য ধীমতঃ ।

ভরতঃ প্রাজ্জলিভূত্বা বচনং প্রত্যাচ হ ॥ ১০ ॥

৭। লো-টী। মিত্রো মিত্রনামাদিত্যঃ ।

৯। লো টী। আয়ত্যাং উত্তরকালে তদাশ্বে বর্তমানে চ ।

আমি আত্মতুল্য তোমাদের সহিত অত্যুত্তম রাজসূয় যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করি, যাহাতে শাস্বত ধর্ম লাভ হয় ॥ ৬ ॥

শত্রুনিহন্তা মিত্রদেব মহাসমারোহে রাজসূয়যজ্ঞ যথাবিধি সম্পাদন করিয়া বরণঙ্ক প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৭ ॥

ধর্মজ্ঞ সোমদেব ( চন্দ্র ) রাজসূয় যজ্ঞ করিয়া সমস্ত লোকमध्ये কীর্ত্তি এবং শাস্বত স্থান লাভ করিয়াছেন ॥ ৮ ॥

সুতরাং যাহা মঙ্গলকর এবং ভবিষ্যতে সুখকর তাহা তোমরা আমার সহিত আলোচনা করিয়া বল ॥ ৯ ॥

ধীমান্ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভরত কৃতাজ্জলি হইয়া প্রত্যুত্তর করিলেন—॥ ১০ ॥

১। হ 'তত্র'। ২। হ 'তু'। ৩। হ '-মুগাগমৎ'। ৪। হ 'সন্ধিস্ত্য কার্ণেহস্মিন্ যৎ স্মমং হিতম্'। ৫। হ 'আয়তাক্ তদাশ্বে চ তন্ বক্তুর্মহতঃ সহ'। ৬। হ 'রাববসোদং বাক্যং বাক্যবিশারদ'। ৭। হ 'বাক্যমেত্তব্রূবাচ হ'।

ত্বং ধর্মঃ পরমঃ সাধো ত্বয়ি সর্ব্বা বশুন্ধরা ।

প্রতিষ্ঠিতা মহাবাহো যশশ্চামিত্রকর্ষণ ॥ ১১ ॥

মহৌপালাশ্চ সর্ব্বে ত্বাং প্রজাপতিমিবামরাঃ ।

নিরীক্ষন্তে মহাত্মানং লোকনাথং যথা বয়ম্ ॥ ১২ ॥

প্রজাশ্চ পিতৃবদ্রাজন্ পশ্যন্তি ত্বাং মহামতে ।

ত্বং পৃথিব্যাং নরশ্রেষ্ঠ প্রাণিনাং পরমা গতিঃ ॥ ১৩ ॥

স ত্বমেবংবিধং যজ্ঞমাহর্তা তু কথং নৃপ ।

পৃথিব্যাং সর্ব্ববংশানাং বিনাশো যত্র দৃশ্যতে ॥ ১৪ ॥

যে কেচিৎ পুরুষা রাজন্ পৌরুষং সমুপাশ্রিতাঃ ।

সর্ব্বেষাং ভবিতা চাত্র ক্ষয়ঃ কালান্তকোপমঃ ॥ ১৫ ॥

১৪। লো-টী। আহর্তা আহরণকর্তা ভবিষ্যদীতার্থঃ। কেচিন্তু এবংবিধং যজ্ঞং কুর্কতে ইত্যর্থঃ।

১৫। লো-টী। কালান্তকস্ত প্রলয়কালীনান্তকস্ত কর্তব্যাক্ষয়োপম ইত্যর্থঃ।

হে শত্রুসংহারক মহাবাহো, আপনি সাক্ষাৎ পরম ধর্ম, আপনাতেই সমস্ত বশুন্ধরা এবং যশঃ প্রতিষ্ঠিত ॥ ১১ ॥

প্রজাপতি ব্রহ্মাকে দেবগণ যেভাবে দর্শন করেন, আমাদের আয় সমস্ত নৃপতিগণও মহাত্মা লোকনাথ আপনাকে সেইভাবে দর্শন করেন ॥ ১২ ॥

মহামতে, রাজন্, প্রজাগণ আপনাকে পিতার আয় দেখেন, হে নরশ্রেষ্ঠ, আপনিই পৃথিবীতে প্রাণীদিগের পরম আশ্রয় ॥ ১৩ ॥

রাজন্, সেই (লোকপ্রিয়) আপনি কিরূপে এতাদৃশ যজ্ঞানুষ্ঠান করিবেন, যাহাতে পৃথিবীর সমস্ত বংশের বিনাশ দৃষ্ট হয় ॥ ১৪ ॥

রাজন্ যে সকল পুরুষ বলবীৰ্য্য সমন্বিত (বীর), এই যজ্ঞে তাহাদের সকলের প্রলয়কালীন ধ্বংসের আয় ধ্বংস হইবে ॥ ১৫ ॥

১। হ 'লোক-'। ২। '-নো'। ৩। হ 'পৃথিব্যাং গতিভূতোহসি সর্ব্বোবাং প্রাণিনাং প্রভো'।

৪। হ 'কৃতানাং'।

শ্রয়তে হি মহারাজ সোমশ্রাপি মহোজসঃ ।

জ্যোতিষা স্তমহদ্ যুদ্ধং সংগ্রামে তারকাময়ে ॥ ১৬ ॥

বরুণস্ত মহাঘোরঃ সংগ্রামো মৎস্তকচ্ছপৈঃ ।

নির্বৃত্তো রাজশার্দূল যত্র ক্ষীণা জলেচরাঃ ॥ ১৭ ॥

শ্রয়তে রাজসূয়াস্তে শক্রস্য মনুজেশ্বর ।

দেবাস্তরং মহাযুদ্ধং সর্বোৎসেধমবর্তত ॥ ১৮ ॥

হরিশ্চন্দ্রস্য যজ্ঞান্তে রাজসূয়া রাঘব ।

আড়ীবকং মহাযুদ্ধং সর্বসত্ত্ববিনাশনম্ ॥ ১৯ ॥

পৃথিব্যাং যানি সত্ত্বানি তিৰ্য্যগ্‌ঘোনিগতান্তপি ।

পার্শ্ববানং প্রজানাক রাজসূয়ে ক্রবৎ ক্রয়ঃ ॥ ২০ ॥

১৭। লো-টী। নির্বৃত্তো নিশ্চয়ঃ।

১৮। লো-টী। সর্বোৎসাদং সর্বেষামুৎসাদো বিনাশো যত্র তদ্ অগদবর্তত, 'যত্র বর্ষশতং তত' ইতি বা পাঠঃ।

১৯। লো-টী। যজ্ঞান্তে যজ্ঞান্তেত্যত্র যজ্ঞীলোপঃ।

২০। লো-টী। রাজসূয়ক্রতুঃ ক্রয়ো নাশকঃ। 'রাজসূয়ক্রতুকর' ইত্যেকপদগাঠে ক্রতো ক্রয়ঃ।

মহারাজ, শুনা যায় মহাবলশালী সোমেরও তারকাসংকুল সংগ্রামে জ্যোতিষ্ক-বৃন্দের সহিত তুমুল সংগ্রাম হইয়াছিল ॥ ১৬ ॥

হে রাজশার্দূল, বরুণেরও মৎস্ত এবং কচ্ছপদিগের সহিত ভীষণ সংগ্রাম হইয়াছিল, যাহাতে জলচরসমূহ বিনষ্ট হইয়াছিল ॥ ১৭ ॥

হে মনুজেশ্বর, শুনা যায়, ইন্দ্রের রাজসূয়যজ্ঞাবসানে দেবতা এবং অশুরদিগের সর্বধ্বংসী ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল ॥ ১৮ ॥

হে রাঘব, হরিশ্চন্দ্রের রাজসূয় যজ্ঞের শেষে সর্বপ্রাণীর বিনাশকর আড়ি (শয়ালিপক্ষী) এবং বকের ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল ॥ ১৯ ॥

পৃথিবীতে যে সমস্ত পশু পক্ষী প্রভৃতি প্রাণী আছে, তাহাদের এবং রাজা ও

১। রাজশার্দূল'। ২। হ-'স্ত হি'। ৩। হ-'বাং'। ৪। হ-'রাজশার্দূল'। ৫। 'স্তাক্লিষ্টকর্ণঃ'। ৬। হ-'মহদ্ যুদ্ধ'। ৭। হ-'সাদমবর্তত'। ৮। হ-'কমতুদ্ যুদ্ধ'। ৯। হ-'গ্রামি'। ১০। হ-'নি চ'। ১১। হ-'ক্রত'।

স ত্বং পুরুষশাৰ্দূল গুণৈরমিতবিক্রমঃ ।

পৃথিবীং নার্বিসে হস্তং বশে হি তব বৰ্ত্ততে ॥ ২১ ॥

ভরতস্য তু তদ্বাক্যং শ্রুত্বামৃতময়ং যথা ।

প্রহর্ষমতুলং লেভে রামঃ প্রাণভূতাং বরঃ ॥ ২২ ॥

উবাচ চ পরিষ্রজ্য কৈকেয়া নন্দিবর্দ্ধনম্ ।

শ্রীতোহস্মি পরিতুষ্টশ্চ বাক্যোনানেন স্তত্রত ॥ ২৩ ॥

ইদং বচনমক্লীবং ত্বয়া ধর্মসমাহিতম্ ।

ব্যাহতং পুরুষব্যাভ্র প্রজানাং পরিপালনম্ ॥ ২৪ ॥

এষ তস্মাদভিপ্রাণ্য রাজসূয়াং ক্রতুতমাং ।

নিবৰ্ত্তয়ে মহাবাহো তব সূব্যাহুতেন বৈ ॥ ২৫ ॥

[ লো-টা ] । ন যজ্ঞেথা যজ্ঞেথা যতোহত্র যজ্ঞে সংশয়ঃ । প্রাণনাশঃ প্রাণিনামিতার্থঃ ।

২৪ । লো-টা । অক্লীবং বিচারসমর্থং ধর্মসাহিতং ধর্মযুক্তম্ ।

প্রজাবৃন্দের রাজসূয় যজ্ঞে ক্ষয় অবশ্যস্তাবী ॥ ২০ ॥

হে পুরুষশাৰ্দূল, বহুগুণাধার অমিতপরাক্রম আপনি আপনার বশবর্ত্তিনী পৃথিবীকে ধ্বংস করিতে পারেন না ॥ ২১ ॥

ভরতের অমৃতোপম কথা শুনিয়া প্রভু রামচন্দ্র অতুল আনন্দ লাভ করিলেন ॥ ২২ ॥

রামচন্দ্র কৈকেয়ীর পুত্র ভরতকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, স্তত্রত, তোমার এই কথায় আমি শ্রীত এবং পরিতুষ্ট হইয়াছি ॥ ২৩ ॥

পুরুষব্যাভ্র, তুমি এই ধর্মসঙ্গত প্রজাপালনোপযোগী যুক্তিযুক্ত বাক্য বলিয়াছ ॥ ২৪ ॥

মহাবাহো, সূতরাং আমি এই তোমার যুক্তিপূর্ণ কথামুসারে সেই ক্রতুশ্রেষ্ঠ রাজসূয় হইতে আমার অভিলাষকে নিবর্ত্তিত করিতেছি ॥ ২৫ ॥

১। হ 'হি' । ২। হ 'তথা' । ৩। হ 'সত্যপরাক্রমঃ' । ৪। ক '-হিত' । ৫। হ 'পৃথিব্যাঃ' ।

৬। ক '-য়ো' ।

বালাদপি শুভং বাক্যং গ্রাহং ভরত পূর্বজৈঃ ।

তস্মাদ্ গৃহ্নামি তে বাক্যং প্রজানাং হিতকাম্যয়া ॥ ২৬ ॥

ইত্যার্ষে বাম্বীকীরে রামায়ণে আদিকাণ্ডে উত্তরকাণ্ডে ভরতবাক্যং নাম  
নবতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৯০ ॥

২৬। লো-টী। বালাদপি কনিষ্ঠাদপি। গ্রাহং গৃহীতম্।

[ লো-টী। ] 'হস্ত হে, 'তন্ত্বেহ'মিতি বা পাঠঃ।

ভরতবাক্যম্ ॥ ৯০ ॥

ভরত, প্রাচীনগণ বালক হইতেও উত্তম বাক্য গ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং  
প্রজাদিগের মঙ্গলকামনায় তোমার কথা গ্রহণ করিতেছি ॥ ২৬ ॥

মহর্ষি বাম্বীকিপ্রণীত আদিকাণ্ড রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ভরতবাক্য নামক

৯০তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯০ ॥

## (৯১) একনবতিতমঃ সর্গঃ

তথোক্তবতি রামে তু ভরতে চ মহাত্মনি ।

লক্ষ্মণোহপি শুভং বাক্যমুবাচ রঘুনন্দনম্ ॥ ১ ॥

অশ্বমেধো মহাযজ্ঞঃ পাবনঃ সর্বপাপুনাং ।

অপাপস্ত স তে রাজন্ রোচতাং ক্রতুরুত্তমঃ ॥ ২ ॥

শ্রীয়েতে চ যথা পূর্বং বাসবঃ স মহাযশাঃ ।

ব্রহ্মহত্যাৱতঃ শ্রীমানশ্বমেধেন পাবিতঃ ॥ ৩ ॥

পুরা কিল মহাবাহো দেবাস্থরসমাগমে ।

বৃত্রো নাম মহানাসীদ দৈতেয়ো লোকবিশ্রুতঃ ॥ ৪ ॥

বিস্তার্ণো যোজনশতমুচ্ছিতস্ত্রিগুণং তথা ।

অনুরাগেণ লোকন্তঃ সর্বস্নেহেন পশ্চতি ॥ ৫ ॥

২। লো-টী। অপাপস্ত অপাপাষ, তে ভুভাম্।

৪। লো-টী। তদা 'পুরা' বা পাঠঃ। দেবাস্থরসমাগমে সমাজে।

৫। লো-টী। অনুরাগেণ সর্বলোকাস্থরজনেন।

মহাত্মা রামচন্দ্র এবং ভরত এইরূপ বলিলে লক্ষ্মণও রঘুনন্দন রামচন্দ্রকে উত্তম কথা বলিলেন— ১ ॥

রাজন্, অশ্বমেধ মহাযজ্ঞ সমস্ত পাপের বিনাশক, আপনি নিষ্পাপ হইলেও সেই উত্তম যজ্ঞেই আপনার অভিলাষ হউক ॥ ২ ॥

শুনা যায়, মহাযশস্বী শ্রীমান্ ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যাপাপে লিপ্ত হইয়া অশ্বমেধ-যজ্ঞ দ্বারা পবিত্র হইয়াছিলেন ॥ ৩ ॥

মহাবাহো, পুরাকালে দেবাস্থর-সমাজে বৃত্রনামে লোকবিখ্যাত এক ভীষণ দৈত্য ছিলেন ॥ ৪ ॥

সেই বৃত্র দৈর্ঘ্যে শত যোজন এবং উর্দ্ধে তিনশত যোজন উন্নত ছিলেন।

১। হ '-তাপি দুর্দ্ধং রোচতাং তে ক্রতুরুত্তমঃ'। ২। হ '-তাং তু'। ৩। হ 'স্বমহা-'। ৪। হ '-ন হরমেধেন'। ৫। হ '-সমস্তঃ' ৬। হ '-মুখিত-'। ৭। হ '-গন্ততঃ'।

ধর্মজ্ঞঃ<sup>১</sup> বদান্তঃ<sup>২</sup> বুদ্ধা চ পরিণিষ্ঠিতঃ ।

শান্তি স্ম পৃথিবীং সর্ব্বাং ধর্ম্মেণ সুসমাহিতঃ ॥ ৬ ॥

তস্মিন্ প্রশাসতি মহীং সর্ব্বকামফলা দ্রুমাঃ ।

রসবন্তি প্রভূতানি মূলানি চ ফলানি চ ॥ ৭ ॥

অকুষ্টপচ্যা পৃথিবী সুসম্পন্না মহাত্মনঃ ।

স মহীমৌদুশীং ভুঙ্তে স্মীতামদ্ভুতদর্শনাম্ ॥ ৮ ॥

তস্মা বুদ্ধিরথোৎপন্না তপঃ কুর্য্যামনুত্তমম্ ।

তপো হি পরমং শ্রেয়ঃ সম্মোহশ্চেতরৎ সুখম্ । ৯ ॥

৭। লো-টী। প্রভূতানি প্রচুরাণি ।

৮। লো-টী। অকুষ্টপচ্যা কৃষিং বিনৈব ফলবতী । অদ্ভুতমাশ্চর্য্যং দর্শয়তীতি তথা ।

৯। লো-টী। ইতরৎ সুখং ইতরবস্তুজ্ঞং সুখং সম্মোহাহজ্ঞানজমিতার্থঃ । তপঃসুখমেব সুখমিতার্থঃ । ‘তত্র সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিত’মিতি বা পাঠঃ ।

লোকানুরঞ্জনের ফলে লোকে তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকারে স্নেহের সহিত দেখিত ॥ ৫ ॥

সেই ধর্ম্মজ্ঞ, বদান্ত এবং বুদ্ধিমান ব্রত ধর্ম্মানুসারে সমস্ত পৃথিবী শাসন করিতেন ॥ ৬ ॥

বৃত্রের পৃথিবী-শাসনকালে বৃক্ষ সকল সমস্ত অভিলষিত ফল প্রসব করিত এবং ফল-মূল সকল রসযুক্ত ও প্রচুর ছিল ॥ ৭ ॥

সেই মহাত্মার শাসনকালে পৃথিবী কর্ণণ ব্যতিরেকেই ফলবতী হইত, তিনি এইরূপ সমৃদ্ধিশালী আশ্চর্য্যদর্শন পৃথিবী ভোগ করিতেন ॥ ৮ ॥

পরে তাঁহার এইরূপ বুদ্ধি হইল যে, আমি তপস্বী করিব, তপস্বী হইয়া উত্তম কার্য্য, তপস্বী পরম শ্রেয়ঃ, অন্য ( কর্ম্মান্তরজন্ম ) সুখ মোহমাত্র ॥ ৯ ॥



স নিক্শিপ্য স্তুতং জ্যেষ্ঠং সৰ্বলোকমহেশ্বরম<sup>১</sup>।

উগ্রং তপঃ সমাতিষ্ঠৎ তাপয়ন্ সৰ্বদেবতাঃ ॥ ১০ ॥

তপস্তপ্যতি বৃত্তে তু বাসবঃ পরমার্ভবং ।

বিষ্ণুং পরমতেজস্বী বাক্যমেতদ্বাচ হ ॥ ১১ ॥

তপ্যমানেন তপসা লোকা বৃত্তেণ নিৰ্জ্জিতাঃ ।

বলবানেষ ধৰ্ম্মেণ নৈনং শকোমি শাসিতুম্ ॥ ১২ ॥

যত্সৌ তপ্যতে ভূয়স্তপ এবং সুরোত্তম ।

যাবল্লোকা ধরিস্থাস্তি তাবৎ স্থাস্থাস্তি তদ্রশে ॥ ১৩ ॥

ত্বং চৈনং পরমোদারমুপেক্ষসি চ নিত্যশঃ ।

ক্ষণং হি ন ভবেদ্ বৃত্তঃ ক্রুদ্ধে ত্বয়ি সুরেশ্বর ॥ ১৪ ॥

১৩। লো-টী। ধরিস্থাস্তি জীবিস্থাস্তি। লোকপদং দেবাদিসাধারণম্।

১৪। লো-টী। যদি এনং নোপেক্ষসে তদা ক্রুদ্ধে ত্বয়ি ন ভবেৎ ‘তমেবং পরমোদার-  
মুপেক্ষসি চ নিত্যশ’ ইতি বা পাঠঃ।

তিনি জ্যেষ্ঠপুত্রকে সৰ্বলোকের অধিপতি মহারাজরূপে নিযুক্ত করিয়া  
দেবতাবৃন্দের সম্ভাপজনক কঠোর তপস্তা করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১০ ॥

বৃত্ত তপস্তা করিতে লাগিলে অতিতেজস্বী ইন্দ্র অত্যন্ত পীড়িত হইয়া বিষ্ণুকে  
এই কথা বলিলেন—॥ ১১ ॥

স্বাশুষ্ঠিত তপস্তা দ্বারা বৃত্তাসুরকর্তৃক লোক সমস্ত পরাভূত হইয়াছে।  
এই বৃত্ত ধৰ্ম্মবলে অতিশয় বলবান্ হওয়ায় আমি ইহাকে শাসন করিতে সমর্থ  
নই ॥ ১২ ॥

হে সুরোত্তম, যদি এই বৃত্ত পুনরায় এইরূপ তপস্তা করিতে থাকে, তবে সমস্ত  
লোক যতদিন জীবিত থাকিবে ততদিন তাহার বশবর্তী থাকিবে ॥ ১৩ ॥

সুরেশ্বর, আপনি এই পরমোদার বৃত্তকে সৰ্বদা উপেক্ষা করেন, আপনি

১। হ ‘তপ উগ্রং’। ২। হ ‘তপ্যমানেবু দেবেষু’। ৩। হ ‘তপস্ততা মহাবাহো’। ৪। হ ‘তাপিতাঃ’।

৫। হ ‘-বায়ুশ্চৈব ধৰ্ম্মাস্তা’। ৬। হ ‘তপ্যতে যত্সৌ’। ৭। ক ‘এব’। ৮। হ ‘স্বমেব’। ৯। হ ‘ক্ষণেন’

১০। হ ‘-রে’।

যদা প্রভৃতি সংযোগং ত্বয়া বিষ্ণো সমাগতাঃ ।

তদা প্রভৃতি দেবা বৈ নাথবন্তুত্বয়া বিভো ॥ ১৫ ॥

স ত্বং প্রসাদং দেবানাং কুরুষ্মহাবল ।

ত্বংকৃতেন হি সর্বং স্মাতং প্রশান্তমখিলং জগৎ ॥ ১৬ ॥

ইমে হি সর্বের বিষ্ণো ত্বাং নিরীক্ষন্তে দিবৌকসঃ ।

বৃত্রঘাতেন মহতা তেষাং সাহ্যং কুরুষ্মহ ॥ ১৭ ॥

ত্বয়া হি নিত্যশঃ সাহ্যং কৃতমেবাং মহাত্মনাম্ ।

অশক্যমিদমনোষামগতীনাং গতির্ভব ॥ ১৮ ॥

১৬। লো-টী। প্রশান্তং সুখি ।

বৃত্রবধঃ ॥ ১১ ॥

ক্রুদ্ধ হইলে বৃত্র ক্ষণকালও জীবিত থাকিতে পারে না ॥ ১৪ ॥

হে বিষ্ণো, হে প্রভো, যখন হইতে দেবগণ আপনার সহিত মিলিত হইয়াছেন, সেই অবধি তাঁহারা আপনাদ্বারাই সনাথ হইয়াছেন (অর্থাৎ আপনিই দেবতাদিগের প্রভু বা রক্ষাকর্ত্তা হইয়াছেন) ॥ ১৫ ॥

হে মহাবল, আপনি দেবতাদিগের প্রতি অমুগ্রহ করুন, আপনার অমুগ্রহেই সমস্ত জগৎ শান্তিলাভ করিবে ॥ ১৬ ॥

হে বিষ্ণো, এই দেবতারা সকলেই আপনার দিকে তাকাইয়া আছেন, বৃত্রাসুর-বধরূপ মহৎ কার্য্য করিয়া ইহাদের সাহায্য করুন ॥ ১৭ ॥

আপনি সর্বদাই এই মহাত্মাদিগের সাহায্য করেন, এই কার্য্য অশ্বেয় অসাধ্য, আপনি অগতিদিগের গতি হউন ॥ ১৮ ॥

১। হ 'ঈরি'। ২। হ 'মজরা'। ৩। হ 'বিষ্ণো সর্বের'। ৪। হ 'ক্যন্তে'। ৫। হ 'সহ'।

৬। অন্তঃ পয়ং হ 'তথা ত্রযতি দেবেশে দেবা বাক্যমথাত্রবন্' ইত্যধিকম্। ৭। হ 'সহ্যং'। ৮। হ '-মেব'।

৯। হ 'অশক্যমপি সর্বেষাম্'। ১০। হ '-ভবান্'।

লক্ষ্মণশ্চ তু তদ্বাক্যং শ্রুত্বা শত্রুনিবর্হণঃ ।

বৃত্রঘাতং পরং যত্না কথয়েতি তমব্রবীৎ ॥ ১৯ ॥

রাঘবেণৈবমুক্তস্তু স্মিত্রানন্দিবর্ধনঃ ।

ভূয় এব কথ্যং দিব্যাং কথয়ামাস লক্ষ্মণঃ ॥ ২০ ॥

ইত্যার্থে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে বৃত্রবধব্যবসায়ো নাম  
একনবতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৯১ ॥

লক্ষ্মণের সেই কথা শুনিয়া শত্রুনিহন্তা রামচন্দ্র বৃত্রবধ-উপাখ্যান উত্তম  
মনে করিয়া তাঁহাকে বলিতে বলিলেন ॥ ১৯ ॥

রামচন্দ্র এইরূপ বলিলে স্মিত্রানন্দন লক্ষ্মণ পুনরায় সেই মনোরম উপাখ্যান  
বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২০ ॥

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে বৃত্রবধব্যবসায়-নামক  
৯১তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯১ ॥

১। ১৯ ২০ শ্লোকসমূহে আছে হ 'যস্মা হি নিত্যং জরুণা মহাশ্বনা দিবৌকস্যাং সহ্যমহুত্তমং কৃতম্ । বৃত্রেশ সর্বে  
নিহতাঃ স এব বলেন নিত্যং তপসা চ দেব । প্রতীত্য বিফো ক্রিয়তাং প্রহেলয়া জগৎ প্রশান্তং হি ভবেৎ কৃতেন বৈ ।  
ন চাপরেযাং পতিরন্ত বিজ্ঞতে কুরুষ তৎ সহ্যমহুত্তমং বিভো' ॥ ইতি পাঠঃ ।

(৯২) দ্বিনবতিতমঃ সর্গঃ

১  
বাসবস্ত বচঃ শ্রুত্বা সর্বেষাঞ্চ দিবৌকসাম্ ।  
বিষ্ণুর্দেবানুবাচেদং সর্বানিন্দ্রপুরোগমান্ ॥ ১ ॥  
২  
পূর্বসৌহৃদবন্ধোহস্মি বৃত্তেশ্চ স্তমহাত্মনঃ ।  
সহে সর্বমিদং তেন ন চ হস্মি মহাসুরগ্ ॥ ২ ॥  
অবশ্যং করণীয়ঞ্চ ভবতাং কার্যমুত্তমম্ ।  
তস্মাদুপায়মাখ্যাস্যে যেনাসৌ ন ভবিষ্যতি ॥ ৩ ॥  
ত্রিধাতুতং করিষ্যামি আত্মানং সুরসন্তমাঃ ।  
তেন বৃত্তং সহস্রাক্ষো বধিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৪ ॥

২। লো-টা। পূর্বসৌহার্দং দৃঢ়ভক্তিস্তেন। উক্তঞ্চ শ্রীভাগবতে—‘অহং হরে তনু পাদমূলদাসাত্মনাসৌ ভবিতামি ভূঃ’ ইত্যাদি বৃত্তান্তভৌ।

ইন্দ্রের এবং সমস্ত দেবগণের কথা শুনিয়া বিষ্ণু ইন্দ্রপ্রমুখ সমস্ত দেবগণকে বলিলেন— ॥ ১ ॥

আমি মহাত্মা মহাসুর বৃত্তের পূর্বকৃত দৃঢ়ভক্তিদ্বারা বন্ধ আছি, সেই জন্য সমস্ত সহ্য করিতেছি, তাহাকে নিহত করিতেছি না ॥ ২ ॥

আপনাদের উত্তম কার্যও অবশ্যই করা উচিত ; সুতরাং উপায় বলিয়া দিব, যাহাতে এই বৃত্তাসুর আর জীবিত থাকিবে না ॥ ৩ ॥

দেবগণ, আমি নিজকে ত্রিধা বিভক্ত করিব, তাহাতে ইন্দ্র বৃত্তকে বধ করিবেন, সন্দেহ নাই ॥ ৪ ॥

১। ইত্যং পূর্বঃ সর্গারম্ভে হ ‘লক্ষণস্ত তু তস্মাকং শ্রুত্বা পক্রনিবর্হণঃ। বৃত্তবাস্তবমুখ্যায় কথয়তি চাত্রবীৎ। রাবকৌণ্ডবদ্বক্তৃত্বমিত্যাদিন্দ্রবর্ধনঃ। ভূঃ এব কথং বিখ্যাতং কথ্যমাস লক্ষণঃ’। ইত্যাদিকম্। ২। হ ‘শক্রস্তেহ’। ৩। হ ‘তেন সর্বমিদং সোঢ়’। ৪। হ ‘-মাত্মনঃ’। ৫। হ ‘যেন বৃত্তং বধিষ্যতি’। ৬। হ ‘-স্বৈহমাত্মনঃ’।

একাংশো<sup>১</sup> বাসবং যাতু<sup>২</sup> দ্বিতীয়ো বজ্রমেব তু<sup>৩</sup> ।  
 তৃতীয়ো<sup>৪</sup> ভূতলং যাতু<sup>৫</sup> তদা বজ্রং বধিস্থতি ॥ ৫ ॥  
 তথা ক্রবাণং<sup>৬</sup> দেবেশমক্রবন্ সর্বদেবতাঃ ।  
 এবমেতন্ম সন্দেহো যথা বদসি শক্রহন্ ॥ ৬ ॥  
 ভদ্রং তেহস্ত গমিষ্যামো বৃত্রাসুরবধৈষিণঃ ।  
 ভজস্ব পরমোদার বাসবং স্নেহ তেজসা ॥ ৭ ॥  
 ততো দেবা মহাত্মানঃ সহস্রাক্ষপুরোগমাঃ ।  
 তমরণ্যমুপাক্রামন্ যত্র বৃত্রো মহাসুরঃ ॥ ৮ ॥  
 তেহপশ্যন্তেজসা যুক্তং তপ্যন্তমসুরোত্তমম্ ।  
 পিবন্তমিব লোকাংস্ত্রীন্ নির্দহন্তমিবান্বরম্ ॥ ৯ ॥

৫। লো-টী। তৃতীয়ো ভূতলমিতি। বৃত্রস্ত মহাশরীরপতনাদ্ ভুবঃ পাতালগমনশঙ্কাতঃ

৭। লো-টী। তে স্বরঃ, বৃত্রাসুরবধৈষিণঃ শক্রস্ত ভদ্রমস্ত।

আমার একাংশ ইন্দ্রের প্রতি, দ্বিতীয়াংশ বজ্রের প্রতি, তৃতীয়াংশ ভূতলে গমন করুক, তাহা হইলে ইন্দ্র বৃত্রকে বধ করিবেন ॥ ৫ ॥

দেবদেব বিষ্ণু এইরূপ বলিলে সমস্ত দেবগণ তাঁহাকে বলিলেন, হে শক্রহন, আপনি যেরূপ বলিলেন ইহা যথার্থই, এবিষয়ে সন্দেহ নাই ॥ ৬ ॥

আপনা হইতে মঙ্গল হউক; বৃত্রাসুরের বধাভিলাষী আমরা গমন করি, হে পরমোদার, আপনি স্বীয় তেজে ইন্দ্রকে আশ্রয় করুন ॥ ৭ ॥

পরে ইন্দ্রপ্রমুখ মহাত্মা দেবগণ যে-অরণ্যে মহাসুর বৃত্র অবস্থান করিতে-  
 ছিলেন সেই অরণ্যে গমন করিলেন ॥ ৮ ॥

তাঁহারা দেখিলেন, তেজস্বী তপস্বীকারী অসুরশ্রেষ্ঠ বৃত্র যেন ত্রিভুবন পান  
 (শোষণ) করিতেছে এবং যেন আকাশকে দহ করিতেছে ॥ ৯ ॥

১। হ 'শব্দানিহারাভূ'। ২। হ 'চ'। ৩। হ 'শক্র ততো বৃত্রবধং কুরু'। ৪। হ 'বধতি দেবেশে  
 দেবা বাক্যমথাক্রবন্'। ৫। হ '-নবহাবাহো'। ৬। হ 'দেতা'।

দৃষ্টৈব চাস্মরশ্ৰেষ্ঠং দেবাস্ত্রাসমুপাগমন ।

কথমেব বধিষ্ঠামঃ কথং ন স্মাৎ পরাজয়ঃ ॥ ১০ ॥

তেষাং চিস্তয়তামেবঃ সহস্রাক্ষঃ পুরন্দরঃ ।

বজ্রং প্রগৃহ্য বাহুভ্যাংক্ষিপদ্ বৃত্রমূৰ্দ্ধনি ॥ ১১ ॥

ততঃ কালোপমাস্ত্রেণ প্রদীপ্তেন মহার্চিষা ।

পততা বৃত্রশিরসি জগৎ ত্রাসমুপাগমৎ ॥ ১২ ॥

অসম্ভাব্যং বধকৈব বৃত্রস্ত বিবুধাধিপঃ ।

চিস্তয়ানো জগামাশু লোকশাস্তং মহাযশাঃ ॥ ১৩ ॥

ততস্তেনৈব বজ্রেণ ক্ষিপ্রং বৃত্রো বাহন্যত ।

তেন চাধর্ম্যযোগেণ সংসৃষ্টঃ স শতক্রতুঃ ॥ ১৪ ॥

১১। লো-টী। তেযাং মধ্যে সহস্রাক্ষঃ।

১২। লো-টী। ততস্তেন বজ্রেণ বৃত্রশিরসি পততা হেতুনা।

১৩। লো-টী। অসম্ভাব্যং বধং অকর্ষ্যং বধং অষ্টপুত্রত্বাৎ। লোকাস্তং লোকশাস্তং প্রাস্তং বহিরিভাষ্যঃ। ‘কৃত্ত্বঃ প্রাশ্বেহস্তিকে নাশে স্বরূপেহতিমনোহরে’ ইতি বিধঃ।

দেবগণ অস্মরশ্ৰেষ্ঠকে দেখিয়াই ভীত হইলেন; ‘কিরূপে ইহাকে বধ করিব এবং কিরূপে আমাদের পরাজয় হইবে না’ ॥ ১০ ॥

তাঁহারা এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলে সহস্রাক্ষ ইন্দ্র দুইহস্তে বজ্র গ্রহণ পূর্বক বৃত্রাসুরের মস্তকে নিক্ষেপ করিলেন ॥ ১১ ॥

কালোপম প্রজ্জ্বলিত মহাপ্রভাশালী সেই বজ্র বৃত্রাসুরের মস্তকে পতিত হওয়ায় জগৎ ত্রাসাঘ্রিত হইল ॥ ১২ ॥

মহাযশস্বী দেবরাজ ইন্দ্র বৃত্রাসুরের বধ অসম্ভব মনে করিয়া তাড়াতাড়ি জগতের এক প্রান্তে প্রস্থান করিলেন ॥ ১৩ ॥

অনন্তর সেই বজ্রের প্রহারেই বৃত্রাসুর দ্রুত নিহত হইল, শতক্রতু ইন্দ্র সেই অধর্ম্যে লিপ্ত হইলেন ॥ ১৪ ॥

১। হ ‘-ভ্যাং তত্র’। ২। হ ‘নিগৃহ্য’। ৩। হ ‘-ভ্যাং প্রাশ্বেহগদ’। ৪। হ ‘-স্তেন’। ৫। হ ‘-সি’। ৬। হ ‘বৃত্তেন চাপ বজ্রেণ বৃত্রশিরসি বাহন্যতে’। ৭। হ ‘স্পৃষ্টপুত্র শতক্রতুঃ’।

তৎ শক্রং ব্রহ্মহত্যা গচ্ছন্তমনুগচ্ছতি ।

অপতচ্চাস্ত গাত্রেষু তেনৈন্দ্রঃ দুঃখমাবিশং ॥ ১৫ ॥

হতে রত্রে প্রনষ্টেন্দ্রা দেবাঃ সান্নিপূরোগমাঃ ।

বিষ্ণুং ত্রিভুবনশ্রেষ্ঠং যুহুশ্চুহরপূজয়ন্ ॥ ১৬ ॥

উচুশ্চ তে সুরাঃ সর্বৈ পূজয়িত্বা যথার্থতঃ ।

ত্বং গতিঃ পরমা দেব ত্বং পূর্বো জগতঃ প্রভুঃ ।

রক্ষার্থং সর্বভূতানাং বিষ্ণুং গতবানসি ॥ ১৭ ॥

হতো রত্নস্বয়া দেব ব্রহ্মহত্যা চ বাসবম্ ।

বাধতে সুরশাঙ্গীল তস্য মোক্ষং বিনির্দিশ ॥ ১৮ ॥

১৫। লো-টী। আবিশং ব্রহ্মহত্যা। আবিশং প্রাপ্তবান্।

১৬। লো-টী। প্রনষ্টঃ অদর্শনং প্রাপ্ত ইন্দ্রো যেষাং তে।

১৭। লো-টী। পূর্বঃ পূর্বকালে বর্তমানঃ। ‘পূর্বজো জগতঃ প্রভু’রতি বা পাঠঃ।

১৮। লো-টী। ত্বয়া ত্বয়গ্গণেনৈব।

ইন্দ্র গমন করিলে ব্রহ্মহত্যা তাঁহার অনুগমন করিয়া তাঁহার শরীরে পতিত হওয়ায় তিনি দুঃখিত হইলেন ॥ ১৫ ॥

রত্ন নিহত হইলে এবং ইন্দ্র দেবগণের নিকট হইতে অদৃশ্য হইলে, অগ্নিপ্রমুখ দেবগণ ত্রিভুবনশ্রেষ্ঠ বিষ্ণুকে পুনঃ পুনঃ পূজা করিতে লাগিলেন ॥ ১৬ ॥

সেই দেবগণ বিষ্ণুকে যথাযোগ্য পূজা করিয়া বলিলেন—দেব, আপনিই আমাদের পরম গতি এবং আপনিই জগতের পুরাতন প্রভু; সমস্ত প্রাণীর রক্ষার জন্য আপনি বিষ্ণু লাভ করিয়াছেন ॥ ১৭ ॥

দেব, আপনার মন্ত্রণায় রত্ন নিহত হইয়াছে কিন্তু ব্রহ্মহত্যা ইন্দ্রকে পীড়া দিতেছে; হে সুরশ্রেষ্ঠ, তাঁহার মুক্তির ব্যবস্থা করুন ॥ ১৮ ॥

১। হ ‘তমিভ্রং ব্রহ্মহত্যা’। ২। হ ‘অথেন্দ্রো’। ৩। হ ‘ইন্দ্রে’। ৪। হ ‘তং’। ৫। হ ‘পূর্বজো’। ৬। হ ‘বিষ্ণুং পূজয়িত্বা’। ৭। হ ‘মোক্ষং ওস্ত’।

তেষাং তদ্বচনঃ শ্রুত্বা দেবানাং বিষ্ণুরব্রবীৎ ।

মামেব যজ্ঞতাং শক্রঃ পাবয়িষ্যে শতক্রতুম্ ॥ ১৯ ॥

পুণ্যেন হয়মেধেন মামিচ্ছু। পাকশাসনঃ ।

পুনরেচ্ছতি দেবানামিন্দ্রত্বমকুতোভয়ঃ ॥ ২০ ॥

এবং ব্যাদিশ্য দেবানাং বাণীং তামমৃতোপমাম্ ।

জগাম বিষ্ণুরাকাশং দেবা জগ্মুস্তথৈব চ ॥ ২১ ॥

ইত্যার্ষে বায়্বীকীয়ে রামায়ণে আদিকাণ্ডে উত্তরকাণ্ডে বৃত্রবধোপাখ্যানং নাম

দিনবর্তিতমঃ সর্গঃ ॥ ৯২ ॥

১৯। লো-টী। বিহাস্তাৎ ত্যাক্ততি। 'পাবয়িষ্যে শতক্রতু'মিতি পাঠেহং পবিত্রং করিষ্যে।

২১। লো-টী। আকাশং স্বস্থানম্ ইতি প্রসিদ্ধং স্বভবনম্।

বৃত্রবধঃ ॥ ৯২ ॥

সেই দেবগণের সেই কথা শুনিয়া বিষ্ণু বলিলেন, ইন্দ্র আমার উদ্দেশ্যেই যাগ করুন, আমি শতক্রতু ইন্দ্রকে পবিত্র করিব ॥ ১৯ ॥

পাকশাসন ইন্দ্র পবিত্র অশ্বমেধ যজ্ঞদ্বারা আমার অর্চনা করিয়া নির্ভয় হইবেন এবং পুনরায় দেবতাদিগের মধ্যে ইন্দ্রই লাভ করিবেন ॥ ২০ ॥

বিষ্ণু দেবতাদিগকে এইরূপ অমৃততুল্য কথা বলিয়া স্বস্থানে (আকাশে) প্রস্থান করিলেন এবং দেবগণও [ স্ব স্ব স্থানে ] গমন করিলেন ॥ ২১ ॥

নহবি বায়্বীকপ্রণীত আদিকাণ্ডে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে বৃত্রবধোপাখ্যান-নামক

৯২তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯২ ॥

১। হ 'তেষাং তদ্বচনঃ শ্রুত্বা দেবানাং বিষ্ণুরব্রবীৎ'। ২। হ 'মমতাং'। ৩। অশ্ব শ্লোকস্থানে চ 'ইতি হুরগগান্ এশাস্ত সর্বাণাং বিধিবদভিপ্রণতশ্চ তৈর্গৃহীত্বা'। অতুলবলপরাক্রমেহি বিষ্ণুঃ স্বভবনমেধ যযৌ ত্রিক্রিপাৎ' ॥ পাঠঃ ইতি



## (৯৩) ত্রিনবতিতমঃ সর্গঃ

অথ বৃত্রবধঃ সর্বমখিলেন স লক্ষ্মণঃ ।

কথয়িত্বা রঘুশ্রেষ্ঠঃ কথাশেষমথাববীৎ ॥ ১ ॥

ততো হতে মহাবীর্যে বৃত্রে দেবভয়ঙ্করে

ব্রহ্মহত্যারতঃ শক্রঃ সংজ্ঞাং লেভে তদা ন সঃ ॥ ২ ॥

সোহস্তুমাত্রিত্য লোকানাং নষ্টসংজ্ঞো বিচেতনঃ ।

কালং তত্রাবসৎ কঙ্কিচ্ছেদ্যমানো যথোরগঃ ॥ ৩ ॥

অথ নষ্টে সহস্রাক্ষে উদ্বিগ্নমভবজ্জগৎ ।

ভূমিশ্চ ধ্বস্তসংকাশা নিঃস্নেহা শুষ্ককাননা ॥ ৪ ॥

নিঃশ্রোতসঃ শ্রবন্ত্যশ্চ বিপদ্যানি সরাংসি চ ।

সংজ্ঞাভৈশ্চৈব সত্ত্বানামনারুষ্টিকৃতোহভবৎ ॥ ৫ ॥

১। লো-টী। বৃত্রবধকথায়ঃ শেষমবশেষম্।

৪। লো-টী। প্রনষ্টে অদর্শনং প্রাপ্তে। ধ্বস্তত্যাধঃপতিতস্তেব সকাশো বস্তাঃ সা।

৫। লো-টী। শ্রবন্তাঃ তরঙ্গিনাঃ। ‘শ্রবন্তী তু তরঙ্গিন্যাং গুল্মস্থানে চ ঘোষিতা’ত  
কোষঃ। ‘নিঃশ্রোতসশ্চাবুহা’ ইতি বা পাঠঃ।

রঘুশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ বিস্তৃতভাবে বৃত্রবধবৃত্তান্ত বলিয়া সেই উপাখ্যানের অবশিষ্টাংশ  
বলিতে লাগিলেন—॥ ১ ॥

তার পর দেবতাদিগের ভয়ঙ্কর বৃত্তান্তের নিহত হইলে ব্রহ্মহত্যা-পাপযুক্ত সেই  
ইন্দ্র সংজ্ঞাহীন হইলেন ॥ ২ ॥

সংজ্ঞাহীন অচেতন ইন্দ্র জগতের প্রাপ্তদেবে আশ্রয় লইয়া বিলুপ্ত  
সর্পের আয় কিয়ৎকাল তথায় বাস করিলেন ॥ ৩ ॥

এদিকে ইন্দ্র অদৃশ্য হইলে জগদ্বাসী উদ্বিগ্ন হইল, কাননসমূহ শুষ্ক এবং  
পৃথিবী নীরস ও ধ্বস্তপ্রায় হইল ॥ ৪ ॥

বৃষ্টি না হওয়ায় নদীসকল শ্রোতোহীন এবং সরোবর সকল পদ্মহীন হইল ;

১। হ ‘নয়-’। ২। হ ‘-নং ততোহববীৎ’। ৩। হ ‘ন বৃত্রা’। ৪। হ ‘ব্রহ্মাশ্চ বিপদোদকাঃ’।

কায়মাণে তু লোকেহস্মিন্ সজ্জাস্তাঃ সৰ্বদেবতাঃ ।

যথোক্তং বিষ্ণুনা পূৰ্ব্বং হয়মেধমুপানয়ন্ ॥ ৬ ॥

ততঃ সৰ্বৈঃ সুরগণাঃ সোপাধ্যায়াঃ সহর্ষিভিঃ ।

তং দেশং সহিতা জগ্মুর্ষত্রেন্দ্রো ভয়মোহিতঃ ॥ ৭ ॥

তে তু দৃষ্ট্ৱা সহস্রাক্ষং মোহিতং ব্রহ্মহত্যায়া ।

দাক্ষিণ্যত্না ততো দেবা মুহূৰ্ত্তে যজ্ঞিয়ে তদা ।

যাজয়ামাসুরমরা হয়মেধেন বাসবম্ ॥ ৮ ॥

ততোহশ্বমেধঃ স্রমহান্ মহেন্দ্রস্য মহাত্মনঃ ।

বরুধে ব্রহ্মহত্যায়াঃ পাবনার্থং শচীপতেঃ ॥ ৯ ॥

৬। লো-টী। সংক্ষিপ্যমাণে বিনশ্রুতি সতি সমুপানয়ন্ অশ্বমেধসামগ্রীং সমপাদয়ন্ ।

৮। লো-টী। সহস্রাক্ষং ষ্ট্রী। সঙ্গম্য পূজয়িত্বা বা ।

প্রাণীদিগের মধ্যে অনাবৃষ্টি-জন্ম চাক্ষল্য উপস্থিত হইল ॥ ৭ ॥

এই জগৎ ক্ষয় হইতে চলিলে সমস্ত দেবগণ ভীত হইয়া বিষ্ণুর পূর্বোক্ত কথামুসারে অশ্বমেধযজ্ঞের আয়োজন করিলেন ॥ ৬ ॥

পরে উপাধ্যায় এবং ঋষিগণের সহিত সকল দেবতার। সম্মিলিত হইয়া যেস্থানে ইন্দ্র ভয়ে মুচ্ছিত হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন তথায় গমন করিলেন ॥ ৭ ॥

তার পর সেই দেবগণ সহস্রাক্ষ ইন্দ্রকে ব্রহ্মহত্যার ভয়ে বিহ্বল দেখিয়া যজ্ঞিয় মুহূৰ্ত্তে তাঁহাকে দাক্ষিত্য করিলেন । [ এইরূপে ] দেবগণ ইন্দ্রকে অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করাইলেন ॥ ৮ ॥

তার পর শচীপতি মহাত্মা মহেন্দ্রের ব্রহ্মহত্যা হইতে পরিত্রাণের জন্ম অতি-বৃহৎ অশ্বমেধ-যজ্ঞ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল ॥ ৯ ॥

১। হ 'সন্নিহিতাণে'। ২। হ '-হয়ন্'। ৩। হ 'সুরগণাঃ সৰ্বৈঃ'। ৪। হ 'তং পুণ্ড্রত'।  
দেবেশবমেধং প্রচক্রিয়ে'। ৫। হ ইদমৰ্জং নাতি। ৬। হ 'জীমান্'।

ততো যজ্ঞসমাপ্তৌ তু ব্রহ্মহত্যা মহাত্মনঃ ।

অভিগম্যাত্রবীদ্ধাক্যং ক মে স্থানং বিধাস্যথ ॥ ১০ ॥

উচুশ্চ তাং ততো দেবা হৃষ্টাঃ শ্রীতিসমম্বিতাঃ ।

চতুর্ধা বিভজ্যান্মাত্মনৈব ছুরাসদে ॥ ১১ ॥

দেবানাং বচনং শ্রুত্বা ব্রহ্মহত্যা মহাত্মনাম্ ।

সন্নিধিস্থানমন্যত্রে বরয়ামাস ছুর্ব্বসা ॥ ১২ ॥

ভাগেনৈকেন সলিলে বসেয়ং সুরসন্তমঃ ।

চতুরো বার্ষিকান্ মাসান্ দর্পয়ী কামচারিণী ॥ ১৩ ॥

ভূমৌ সর্ব্বমহং কালং দ্বিতীয়াংশেন সর্ব্বদা ।

বৃক্ষেষু চ নিবৎস্তামি সত্যমেতদ্ব্যবামি বঃ ॥ ১৪ ॥

১১। লো. টা। শ্রীতিসমাম্বিতা শ্রীতিচিন্তন। 'শ্রীতিসমম্বিতা' ইতি বা পাঠঃ ।

১২। লো. টা। অত্রে ব্রহ্মহত্যাতিনোহত্রে সন্নিধৌ নিকটে স্থানম্ ।

১৩। লো. টা। মাসান্ ব্যাপ্য বাস্তামি স্থাস্তামি দর্পয়ী জলকলুষকারিণী ।

১৪। লো. টা। ভূমৌ উত্তরভূমৌ সর্ব্বং কালং ব্যাপ্য বৃক্ষেষু ভৌমেষু নির্ধাসরূপেণ ।

অনন্তর যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে 'ব্রহ্মহত্যা' মহাত্মা দেবগণের সমীপে গমন করিয়া বলিল, কোথায় আমার স্থান নির্বাচন করিতেছেন ॥ ১০ ॥

তখন দেবগণ শ্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে আনন্দিত হইয়া বলিলেন, হে ছুর্ব্বর্ষে, তুমি নিজকে চারিভাগে বিভক্ত কর ॥ ১১ ॥

ছঃস্থানবাসিনী ব্রহ্মহত্যা দেবতাদিগের কথা শুনিয়া অত্যন্ত অবস্থিতিস্থান প্রার্থনা করিল ॥ ১২ ॥

হে দেবসন্তমগণ, পাপীদিগের দর্পনাশকারিণী এবং স্বেচ্ছাচারিণী আমি স্বীয় একাংশ দ্বারা বর্ষাকালীন চারিমাস জলে বাস করিব ॥ ১৩ ॥

দ্বিতীয় অংশদ্বারা আমি সর্ব্বদা [ উত্তর- ] ভূমিতে এবং বৃক্ষসমূহে বাস করিব, ইহা আপনাদিগের নিকট সত্য করিয়া বলিতেছি ॥ ১৪ ॥

১। হ 'জ্ঞকং স্থানং মে যং বিধস্যথ হ'। ২। হ 'তাবুচুশ্চ বতীং দেবা'। ৩। হ 'ভাবিতং'। ৪। ক '-ধৌ স্থানবত্যা'। ৫। হ 'হৃষ্টাঃ'। ৬। হ 'বৎস্তমঃ'। ৭। ইতঃ পাণ্ডটক স্থানে 'দ্বিতীয়েন তু বৃক্ষে'। সত্যেনৈতৎ ব্রবীমি বঃ। তৃতীয়েন যন্ত মে ভাগঃ সোহন্ত জীবাং রজঃ ঘরাঃ'। ইতি পাঠঃ।

তৃতীয়ো যন্ত মে ভাগঃ স ত্রীষু রজসাম্বিতঃ ।

চত্বাৰ্য্যহানি ভবিতা ভাবিৰ্যঃ সঙ্গমিচ্ছতি ॥ ১৫ ॥

হস্তারো ব্রহ্মণান্ যে তু প্রেক্ষাপূৰ্ব্বমদুষকান্ ।

তাংশচতুৰ্ধেন ভাগেন সংশ্রয়িষ্যে হ্রস্বৰ্ষতাঃ ॥ ১৬ ॥

তামব্রবন্ততো দেবা যথাবদনুপূৰ্ব্বশঃ ।

তথা ভবতু তুষ্ঠাঃ স্ম সাধয়স্ব যথেষ্পিতম্ ॥ ১৭ ॥

ততঃ প্রমুদিতা দেবাঃ সহ শক্ৰেণ ধীমতা ।

বিজ্বরঃ পূতপাপা চ বাসবঃ সমপদ্যত ॥ ১৮ ॥

১৫। লো-টী। তাত্ৰিঃ ত্রীভিঃ সহ ষঃ সঙ্গমেতি প্রাপ্নোতি সৌহৃদি চত্বাৰ্য্যহানি ব্যাপ্য সমভাগাঘিতো ভবিতা ভবিষ্যতি। 'সহ সংবসেদিতি' বা পাঠঃ।

১৬। লো-টী। অদুষকান্ অদুষ্টান্ ব্রাহ্মণান্ প্রেক্ষাপূৰ্ব্বং জ্ঞানপূৰ্ব্বকং হস্তারো দুষয়ন্তঃ, তান্।

১৮। লো-টী। প্রমুদিতা বভূবুরিতার্থঃ। বাসবশ্চ বিগতজ্বরঃ সমপদ্যত বভূব।

আমার যে তৃতীয় ভাগ, তাহা ত্রীলোকের ঋতুর সহিত থাকিবে এবং [ঋতুমতী] ত্রীলোকদিগের সহিত চারিদিন যে সঙ্গম ইচ্ছা করিবে সেও সেই ভাগযুক্ত হইবে ॥ ১৫ ॥

হে শ্রেষ্ঠ দেবগণ, অদুষ্ট ব্রাহ্মণদিগকে যাহারা জ্ঞানপূৰ্ব্বক বধ করিবে, আমি চতুর্থ ভাগ দ্বারা তাহাদিগকে আশ্রয় করিব ॥ ১৬ ॥

পরে দেবগণ তাহাকে যথাক্রমে বলিলেন, তাহাই হউক, আমরা সন্তুষ্ট হইলাম, তোমার ইচ্ছানুসারে কার্য্য কর ॥ ১৭ ॥

অনন্তর ধীমান্ ইন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়া দেবগণ শ্রীত হইলেন এবং ইন্দ্রও সন্তোষপরিহিত ও পাপ হইতে পূত হইলেন ॥ ১৮ ॥

১। হ 'সংবসেৎ পূমান্'। ২। হ 'বৈ'। ৩। হ 'সুপেক্ষকঃ'। ৪। হ 'তামুদন্তে হ্রাঃ সর্কে বখা বদসি দুৰ্ব্বশে'। ৫। হ 'ত্রীভাষিতা'। ৬। হ 'সহশ্রাক্ষং ববশ্বিরে'।

প্রশান্তক জগৎ সর্বং সহস্রাক্ষে প্রতিষ্ঠিতে ।

অশ্বমেধং ক্রতুবরং তদা শক্রোহভ্যপূজয়ৎ ॥ ১৯ ॥

ঈদৃশো হ্যশ্বমেধস্য প্রভাবো রঘুনন্দন ।

যজস্ব তেন রাজেন্দ্র হযমেধেন রাঘব ॥ ২০ ॥

ইতি লক্ষ্মণবাক্যমুত্তমং নৃপতিরতীৰ মনোহরং মহাত্মা ।

পরিতোষমবাপ হৃষ্টচেতাঃ স নিশম্যোদ্ভ্রমমানবিক্রমোজাঃ ॥ ২১ ॥

ইত্যর্থে বান্দ্রীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে যজ্ঞোপাখ্যানং নাম  
ত্ৰিনবতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৯৩ ॥

১৯। লো-টী। প্রতিষ্ঠিতে স্বপদে স্থিতে সতি ।

২১। লো-টী। লক্ষণবাক্যং নিশম্যোভ্যঘঃ ।

ইঙ্গব্রহ্মহত্যাব্যাপোহঃ ॥ ৯৩ ॥

সহস্রলোচন ইন্দ্র স্বপদে প্রতিষ্ঠিত হইলে সমস্ত জগৎ শান্তিলাভ করিল এবং  
তখন ইন্দ্র যজ্ঞশ্রেষ্ঠ অশ্বমেধের সর্বতোভাবে পূজা ( প্রশংসা ) করিলেন ॥ ১৯ ॥

রঘুনন্দন, অশ্বমেধের এতাদৃশ প্রভাব ; হে রাজেন্দ্র, সেই অশ্বমেধ যজ্ঞ  
অনুষ্ঠান করুন ॥ ২০ ॥

ইন্দ্রতুলা-বিক্রমশালী মহাত্মা নৃপতি রামচন্দ্র লক্ষ্মণের অতিমনোহর উত্তম  
বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্টচিত্ত এবং অতিশয় পরিতুষ্ট হইলেন ॥ ২১ ॥

মহর্ষি বান্দ্রীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে যজ্ঞোপাখ্যান নামক  
৯৩তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯৩ ॥

## ( ৯৪ ) চতুর্নবতিতমঃ সর্গঃ

তচ্ছ্রদ্ধা লক্ষ্মণেনোক্তং বাক্যং বাক্যাবিশারদঃ ।

প্রত্যাচ মহাতেজাঃ প্রহসন্ রাঘবো বচঃ ॥ ১ ॥

এবমেতন্নরশ্রেষ্ঠ যথা বদসি লক্ষ্মণ ।

বৃত্তঘাতমশেষেণ হয়মেধফলং চ যৎ ॥ ২ ॥

শ্রুয়তে হি পুরা সৌম্য কৰ্দমস্ত প্রজাপতেঃ ।

সুতো বাহ্লীশ্বরঃ শ্রীমানিলো নাম সুধার্মিকঃ ॥ ৩ ॥

স রাজা পৃথিবীং সৰ্ব্বাং বশে কৃত্বা মহাবলঃ ।

প্রজাশ্চৈব নরব্যাস্ত্র পুত্রবৎ পর্য্যপালয়ৎ ॥ ৪ ॥

সুৱৈশ্চ পরমোদারৈর্কৰ্বলবন্তিস্তথা সুৱৈঃ ।

যক্ষরাক্ষসগন্ধর্বেষঃ সিদ্ধচারণকিম্ৱৈঃ ॥ ৫ ॥

২। লো-টা। অশেষেণ বৃত্তঘাতং হয়মেধফলঞ্চ বদসি এবমেতৎ ।

বাক্যাবিশারদ মহাতেজস্বী রামচন্দ্র লক্ষ্মণের কথা শ্রবণ করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন— ॥ ১ ॥

নরশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ, বিস্তৃতভাবে বৃত্তবধবৃত্তান্ত এবং অশ্বমেধ যজ্ঞের যে ফল বলিলে, তাহা যথার্থ ॥ ২ ॥

হে সৌম্য, শুনা যায় পুরাকালে প্রজাপতি কৰ্দমের পুত্র বাহ্লীশ্বর শ্রীমান্ 'ইল' নামক অতিশয় ধার্মিক এক রাজা ছিলেন ॥ ৩ ॥

হে নরশ্রেষ্ঠ, মহাবলশালী সেই রাজা সমস্ত পৃথিবী বশীভূত করিয়া প্রজাদিগকে পুত্রের আয় পালন করিতেন ॥ ৪ ॥

হে রঘুনন্দন, পরমোদার দেবগণ, বলবান্ অসুরগণ, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব,

১। হ-'রো রাজা ইলো'। ২। ক 'সপৰ্ব্বজান্'। ৩। হ-'দৈত্যৈশ্চ মহাবলৈঃ'।

স পূজ্যতে নিত্যকালং ভয়াৰ্হৈ রঘুনন্দন ।

বিভ্যতি তস্য রোষাত্ত লোকাঃ সৰ্ব্বে মহাত্মনঃ ॥ ৬ ॥

সোহধিরাজো মহানাসীদ্ধশ্চৈ বীৰ্য্যো চ বিশ্রুতঃ ।

বুদ্ধ্যা চ পরমোদারো বাহ্লীরাজো মহাযশাঃ ॥ ৭ ॥

স কদাচিন্মহাবাহ্লীং গয়ামগমমৃপঃ ।

চৈত্রে মনোরমে মাসি সতৃত্যবলবাহনঃ ॥ ৮ ॥

মহদ্ বনমুপাগম্য যুগান্ শতসহস্রশঃ ।

জঘান ন চ বৈ তৃপ্তিরাসীৎ তস্য মহাত্মনঃ ॥ ৯ ॥

ততো যুগাণামযুতং বধ্যমানং মহাত্মনা ।

যত্র জাতো মহাসেনস্তং দেশমুপচক্রমে ॥ ১০ ॥

৭। লো-টী। অধিগতঃ সৰ্ব্বশাস্ত্রং জানন্ ।

১০। লো-টী। মহাসেনো গুহঃ যত্র জাতঃ তং দেশম্। অযুতং বধ্যমানং পীড়িতং হতং বা কর্তৃপদম্, তং দেশমুপচক্রমে ইতি সম্বন্ধঃ ।

সিদ্ধি, চারণ এবং কিন্নরগণ ভয়াৰ্হ হইয়া সৰ্ব্বদা তাঁহার পূজা করিতেন, সেই মহাত্মার ক্রোধে সকলেই ভয় পাইতেন ॥ ৫-৬ ॥

অতিশয় বুদ্ধিমান মহাযশস্বী ধৰ্ম্ম এবং পরাক্রমে বিখ্যাত সেই বাহ্লীকরাজ প্রসিদ্ধ সত্ৰাট ছিলেন ॥ ৭ ॥

সেই মহাবাহু নৃপতি কোন সময়ে ভৃত্য, সৈন্য এবং বাহন সমভিব্যাহারে মনোরম চৈত্রমাসে যুগয়া করিতে গমন করিয়াছিলেন ॥ ৮ ॥

ভীষণ বনে উপস্থিত হইয়া শত সহস্র পশু বধ করিয়াও সেই মহাত্মার তৃপ্তি হইল না ॥ ৯ ॥

পরে হাজার হাজার পশু সেই মহাত্মার প্রহারে পীড়িত হইয়া যে দেশে গুহ জন্মিয়াছিলেন সেই দেশে প্রস্থান করিল ॥ ১০ ॥

১। ৮ 'পূজ্যতে নিত্যকালং ভয়াৰ্হৈঃ স মহাযশাঃ'। ২। ৬ 'বিভ্যতস্ত ত্রয়ো লোকাঃ স রোষাত্ত'।

৩। ৬ 'বীৰ্য্যো'। ৪। ৬ 'কনান'। ৫। ৬ 'মাং বিক্রমাবিতঃ'। ৬। ৬ 'তৃপ্তিঃ স জগাব জগতীপতিঃ'।

তস্মিংশ্চ দেশে দেবেশঃ শৈলরাজসুতাং হরঃ ।

রময়ামাস ছুর্দ্ধ্বঃ সর্বৈরমুচরৈর্বৃতঃ ॥ ১১ ॥

কুত্বা স্ত্রীরূপমাত্মানং সর্বানমুচরাস্তথা ।

দেব্যাঃ প্রিয়চিকীর্ষার্থং তত্র পর্বতনিবরে ॥ ১২ ॥

সন্তানি পুরুষ[যঃ]নামানি যানি তত্র চ কাননে ।

বৃক্ষাঃ পুষ্পামধেয়াশ্চ সর্বৈ তে স্ত্রীকৃতাস্তদা ॥ ১৩ ॥

এতস্মিন্মন্তরে রাজা স ইলঃ কর্দমাত্মজঃ ।

নিঘ্নন্ যুগসহস্রাণি তং দেশং সমুপাগমৎ ॥ ১৪ ॥

সর্বং স্ত্রীময়ং দৃষ্ট্বা তু সব্যালযুগপক্ষিণম্ ।

আত্মানং সানুগৈকৈব স্ত্রীভূতং কর্দমাত্মজঃ ॥ ১৫ ॥

১৫-১৬। লো-টী। সর্বং লোকং স্ত্রীময়ং দৃষ্ট্বা। আত্মানং চ সবলং স্ত্রীভূতং দৃষ্ট্বা।

দেবদেব মহাদেব সেই দেশে সমস্ত অনুচরগণে পরিবৃত হইয়া ছুর্দ্ধ্ব পর্বতের  
ঝরণায় পার্বতীর অভিলাষানুসারে নিজেকে এবং সমস্ত অনুচরকে মহিলাকৃতি  
করিয়া তাঁহার সহিত ক্রীড়া করিতেছিলেন ॥ ১১-১২ ॥

সেই কাননে পুরুষ-নামধারী যে-সকল প্রাণী এবং পুরুষ-নামধেয় যে-সকল  
বৃক্ষ ছিল, সমস্তই তখন স্ত্রীলোকের হায়ে আকৃতিবিশিষ্ট হইয়াছিল ॥ ১৩ ॥

এই সময়ে কর্দম-পুত্র সেই মহারাজ 'ইল' সহস্র সহস্র যুগ বধ করত  
সেইদেশে উপস্থিত হইলেন ॥ ১৪ ॥

কর্দমপুত্র রাজা ইল সর্প, যুগ ও পক্ষীর সহিত সকলকে স্ত্রী-যোনি প্রাপ্ত  
দেখিয়া এবং অনুচরবর্গের সহিত নিজেকেও রমণীরূপে পরিণত হইতে দেখিয়া

১। হ 'স্মিংশ্চ'। ২। হ '-ইঃ সহ'। ৩। হ 'সর্বৈবাং পার্শ্বাং চ সঃ'। ৪। চ 'তস্মিন্'।  
৫। হ 'যে চ তত্র বনোদ্যেপে সবাঃ পুরুষলিঙ্গিনঃ'। ৬। হ 'পুরুষানামঃ সর্বং তৎ স্ত্রীভূতং হুত্ব'। ৭। হ 'কর্দমস্ত  
ভবতিলঃ'। ৮। হ 'দেবমুপগমৎ'। ৯। হ 'স দৃষ্ট্বা স্ত্রীভূতঃ সর্বং সব্যালযুগপক্ষিণম্'। ১০। হ 'বি বদর্শ হ'।



রাজাতপ্যত হুঃখেন দৃষ্টান্নানং তথাবিধম্ ।

উমাপতেশ্চ তৎ কৰ্ম জ্ঞাত্বা ত্রাসমুপাগমৎ ॥ ১৬ ॥

ততো দেবং মহান্নানং শিতিকণ্ঠং কপর্দিনম্ ।

জগাম শরণং রাজা সতৃত্যবলবাহনঃ ॥ ১৭ ॥

ততঃ প্রহস্ম বরদঃ সহ দেব্যা ত্রিশূলধৃক্ ।

প্রজাপতিস্মৃতং বীরমুবাচ মধুরং বচঃ ॥ ১৮ ॥

উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ রাজর্ষে কাদ্ধিমৈয় মহাবল ।

পুরুষত্বমুতে বীর ক্রহি কিং করবাণি তে ॥ ১৯ ॥

ততঃ স রাজা শোকাক্তঃ প্রত্যাখ্যাতো মহান্ননা ।

স্ত্রীভূতো নৈব জগ্মাহ বরমন্ত্যং সুরোত্তমাৎ ॥ ২০ ॥

হুঃখেনাতপ্যত, ততশ্চান্নানং তথাবিধং দৃষ্ট, উমাপতে: কৰ্ম সমুপাগমৎ ।

অতিশয় হুঃখিত হইলেন এবং এই সমস্ত মহাদেবের কার্য্য বলিয়া জ্ঞাত হইয়া ভীত হইলেন ॥ ১৭-১৬ ॥

পরে ভৃত্য, বল, বাহন সমভিব্যাহারে রাজা ইল কপর্দী মহাত্মা শিতিকণ্ঠ-দেবের শরণাপন্ন হইলেন ॥ ১৭ ॥

অনন্তর ত্রিশূলধারী বরপ্রদ মহাদেব দেবীর সহিত হস্তপূর্ব্বক প্রজাপতিপুত্র বীর ইলকে মধুর বাক্যে বলিলেন— ॥ ১৮ ॥

মহাবল রাজর্ষি কাদ্ধিমৈয়, উঠ উঠ ; হে বীর, পুরুষত্বভিন্ন তোমার অপর কি করিব [ বল ] ॥ ১৯ ॥

পরে মহাদেবকর্ত্ত্বক প্রত্যাখ্যাত স্ত্রীভূতপ্রাপ্ত শোকাক্ত সেই রাজা সেই দেবদেবের নিকট হইতে অস্ত্র বর গ্রহণ করিলেন না ॥ ২০ ॥

১। হ 'ততো হুঃখং সমুপগমং কৃৎস্নানং' । ২। হ 'উমা-' । ৩। হ 'মহাবলঃ' । ৪। হ 'সৌম্য তবুবাচ স্বধ্বজঃ' । ৫। হ 'সৌম্য বরং বরং সুরত' । ৬। হ 'হুঃখাক্তঃ' । ৭। হ 'বরং পুংস্বাদুতে তদা' ।

ততঃ শোকসমাবিষ্টঃ শৈলরাজস্থতাং নৃপঃ ।

প্রণিপত্য মহাদেবীমুবাচানন্ত্যমানসঃ ॥ ২১ ॥

ঈশা বরাণাং বরদে লোকানামসি ভাবিনি ।

অমোঘদর্শনা দেবি ভব সৌম্যে শুভে মম ॥ ২২ ॥

হৃদগতং তস্য রাজর্ষের্বিজ্ঞায় হরসম্মিধৌ ।

প্রত্যাচ শুভং বাক্যং দেবী রুদ্রস্য সন্মতা ॥ ২৩ ॥

অর্দ্ধস্য বরদো দেবো বরদার্দ্রস্য চাপ্যহম্ ।

তস্মাদর্দ্ধং গৃহাণ ত্বং স্ত্রীপুংসোর্ধাবদিচ্ছসি ॥ ২৪ ॥

তদদ্রুততমং বাক্যং দেব্যাঃ শ্রদ্ধা মহীপতিঃ ।

সংপ্রহৃষ্টমনা ভূত্বা বাক্যমেতদ্রুবাচ হ ॥ ২৫ ॥

২৪ । লো-টী । অর্দ্ধস্য বরদ ইতি অর্দ্ধস্য বরস্য দ্ব্যন্তত্যাঃ

ইলোপাখ্যানম্ ॥ ২৪ ॥

তার পর শোকাক্ত রাজা অনন্তচিত্তে মহাদেবী পার্বতীকে প্রণাম করিয়া বলিলেন—॥ ২১ ॥

হে বরদে, আপনি লোকদিগের বরদানে সমর্থ; হে সৌম্যে, দেবি, আমার [ এই ] আপনার দর্শনলাভ সফল হউক ॥ ২২ ॥

রুদ্রপ্রিয়া দেবী সেই রাজার মনোগত ভাব অবগত হইয়া মহাদেবের সমক্ষে মঙ্গলময় প্রত্যুত্তর করিলেন ॥ ২৩ ॥

মহাদেব অর্দ্ধেক বরের দাতা এবং আমি অর্দ্ধেক বরদাত্রী, সুতরাং স্ত্রী বা পুরুষের অর্দ্ধেক—যাহা তোমার অভিপ্রেত হয়—গ্রহণ কর ॥ ২৪ ॥

দেবীর সেই অত্যদ্রুত কথা শ্রবণ করিয়া রাজা সানন্দচিত্তে এই কথা বলিলেন—॥ ২৫ ॥

১। হ 'মুখ্য' নিপত্য বরদাং প্রাপ্তলিঙ্গাকামব্রবীৎ' । ২। হ 'ঈশে' । ৩। হ 'ঐব' । ৪। হ 'অমোঘ দর্শনং চৈব ভব সৌম্যাননে শুভে' । ৫। হ 'বস্ত্রে মনসি বর্ততে' । ৬। হ 'বাহ্যতনুতম' । ৭। হ 'প্রত্যাচ দয়াবিশঃ' ।

যদি দেবি প্রসন্না মে রূপেণাপ্রতিমা ভূবি ।

স্ত্রী ভবেয়ং পরং মাসং মাসক পুরুষঃ পুনঃ ॥ ২৬ ॥

ঈপ্সিতং তস্মা বিজ্ঞায় দেবী সুরুচিরং বচঃ ।

প্রত্যাচ নরেন্দ্রং তমেবমেতদ্ ভবিষ্যতি ॥ ২৭ ॥

যদা হুং পুরুষোভূতঃ স্ত্রীভাবং ন স্মরিস্যসি ।

যদা স্ত্রী চাপরং মাসং ন স্মরিস্যসি পৌরুষম্ ॥ ২৮ ॥

এবং স রাজা পুরুষো মাসং ভবতি কাদমিঃ ।

ত্রৈলোক্যসুন্দরী নারী মাসমেকমিলাভবৎ ॥ ২৯ ॥

ইত্যার্থে বাঙ্গালীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে ইলোপাখ্যানং নাম  
চতুর্নবতিতমঃ সর্গঃ ॥ ২৪ ॥

দেবি, যদি আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হ'ন, তবে আমি এক মাস পৃথিবীতে  
অতুলনীয় রূপবতী রমণী এবং পরে পুনরায় এক মাস পুরুষ হইতে ইচ্ছা  
করি ॥২' ॥

দেবী তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া মধুর বাক্যে সেই নরেন্দ্রকে প্রত্যুত্তর  
করিলেন, তাহাই হইবে ॥ ২৭ ॥

যখন তুমি পুরুষ হইবে তখন স্ত্রীত্বপ্রাপ্তির কথা স্মরণ করিবে না এবং  
যখন অপর মাসে রমণী হইবে তখন পুরুষত্বের কথা বিস্মৃত হইবে ॥ ২৮ ॥

এইরূপে সেই কর্দ্দমপুত্র 'ইল' এক মাস পুরুষ এবং অপর মাসে 'ইলা'  
নামে ত্রিভুবনসুন্দরী নারী হইতে থাকিলেন ॥ ২৯ ॥

মহর্ষি বাঙ্গালীক-প্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ইলোপাখ্যান-নামক  
২৪তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥

১। হ 'মাসি'। ২। হ 'গ ভূবি সুন্দরী'। ৩। হ 'রমক'। ৪। হ 'বতথা'। ৫। হ 'তদা'।  
৬। হ 'নৃপং থাকমেব'। ৭। হ 'যদা চ প্রমদাভূতো ন স্মরিস্যসি পৌরুষম্'। ৮। হ 'পুরুষক  
স্ত্রীভাবং ন স্মরিস্যসি'। ৯। হ 'মাসং ভূবা বসত্য'।

(৯৫) পঞ্চনবতিতমঃ সর্গঃ

তাং কথাং দিব্যসঙ্কশাং রামেণ সমুদোরিতাম্ ।

লক্ষ্মণো ভরতশ্চৈব শ্রুত্বা পরমবিস্মিতৌ ॥ ১ ॥

তৌ রামং প্রাজ্ঞলী ভূত্বা তস্মৈ রাজ্ঞো মহাত্মনঃ ।

উপচক্রমতুঃ প্রফুঃ প্রভাবং তস্মৈ বিস্তরম্ ॥ ২ ॥

কথং স রাজা স্ত্রীভূতো বর্তয়ামাস দুর্গতিম্ ।

পুরুষো বা পুনরুত্থা কাং স বৃত্তিমবর্তত ॥ ৩ ॥

স তয়োস্তদ্ বচঃ শ্রুত্বা কৌতূহলসমম্বিতম্ ।

কথয়ামাস কাকুৎস্থস্তস্মৈ রাজ্ঞো যথাভবৎ ॥ ৪ ॥

তমেব প্রথমং মাসং স্ত্রীভূতা লোকহৃন্দরী ।

তাভিঃ পরিত্বতা স্ত্রীভির্যেষ্য পূর্বং পদানুগাঃ ॥ ৫ ॥

৩। লো টা। দুর্গতিং দুর্দশাং বর্তয়ামাস নিনায়, বৃত্তিং ব্যবহারম্ অবর্তয়ৎ ।

৫-৬। লো-টা। তৎ কাননং বিগাহন্তী প্রবিশন্তী প্রথমং মাসং ভেজে সিংষেবে ইতি

ভরত এবং লক্ষ্মণ রামের কথিত সেই বিচিত্র কথা শ্রবণ করিয়া অতিশয়  
বিস্মিত হইলেন ॥ ১ ॥

তঁাহারা কৃতাজ্ঞলি হইয়া রামচন্দ্রের নিকট সেই মহাত্মা ইলরাজার প্রভাব  
বিস্তৃতভাবে জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলেন— ২ ॥

সেই রাজা স্ত্রীরূপ ধারণ করিয়া কিরূপে সেই দুর্দশা সহিয়াছিলেন এবং  
পুনরায় পুরুষ হইয়াই বা কিরূপে কাল অতিবাহিত করিতেন ? ৩ ॥

কাকুৎস্থ রামচন্দ্র তঁাহাদের কৌতূহলপূর্ণ কথা শুনিয়া সেই ইল-রাজার  
যাহা ঘটিয়াছিল তাহা বলিতে লাগিলেন ৪ ॥

ইল সর্বলোক-ললামভূতা শারদীয়পদ্মপলাশলোচনা স্ত্রী-রূপ প্রাপ্ত হইয়া

১। হ 'কাকুৎস্থেন সমীকৃতাম্'। ২। হ 'বিস্ময়ং পরমং গতো'। ৩। হ 'প্রাবণং প্রাজ্ঞলিভূত্বা'।

৪। হ 'বিস্তরং তত্ত্বাংকাত সংশ্রুতৌ তদুত্তরং'। ৫। হ '-তিঃ'। ৬। হ 'বচা চ পুরুষো ভূতঃ'। ৭। হ 'তয়োস্তদ্বচনং'। ৮। হ '-ভঃ'। ৯। হ 'ভূত্বা'।

তৎ কাননং বিগাহন্তী ভেজে বৈ পুষ্পশোভিতম্ ।

দ্রুমশুল্ললতাকীর্ণং শরৎপদ্মদলেক্ষণা ॥ ৬ ॥

বাহনানি চ সৰ্ব্বাণি ত্যক্ত্বা চৈব সমস্ততঃ ।

পৰ্বতাভোগবিবরে তস্মিন্ রেমে তদা ইলা ॥ ৭ ॥

অথ তস্মিন্ বনোদ্দেশে পৰ্বতস্তাবিদূরতঃ ।

সরঃ স্রুচিরপ্রথ্যং পুণ্যং পক্ষিগণায়ুতম্ ॥ ৮ ॥

ইলা দদর্শ তস্মিন্স্থ বুধং সোমসুতং তদা ।

জলন্তং শ্বেন বপুষা পূর্ণচন্দ্রমিবোদিতম্ ৯ ॥

তপস্তপ্যন্তমুগ্রং তমসুমধ্যে দুরাসদম্ ।

যশস্করং কামগমং তারুণ্যে পর্য্যবস্থিতম্ ॥ ১০ ॥

ছাভ্যাম্বয়ঃ । ‘ষাঃ স্বপূৰ্ণং সমাগতা’ ইতি পাঠঃ । ‘যন্ত পূৰ্ণং যদাহুগা’ ইতি পাঠে যন্ত ইলন্ত  
যে চ তে আ সমস্তাং অহুগচ্ছতীতি তথা ।

৭। লো-টী। তস্মিন্ রেমে। পৰ্বতস্ত আভোগঃ পরিপূৰ্ণতা পরিপূৰ্ণবিবরে গৰ্ভে  
শুভায়ামিত্যর্থঃ । রাজস্তু চ জনা রেমিরে ইত্যর্থঃ ।

৮। লো-টী। স্রুচিরশ্বেন প্রথ্যা খ্যাতিৰ্ভূত ত ।

১০। লো-টী। যশস্করং পিতুরিত্যর্থঃ । কামগমং স্বেচ্ছাধীনগমনং তারুণ্যপ্রতাপস্থিতং  
তারুণ্যং তরুণং বয়ঃ প্রতাপস্থিতং যন্ত তম্ ।

যাহারা তাঁহার পূৰ্বে সহচর ছিল স্ত্রীস্বপ্রাপ্ত সেই অনুচরবৃন্দে পরিবেষ্টিত। হইয়া  
পুষ্পশোভিত বৃক্ষ-শুল্ল-লতাকীর্ণ সেই কাননে প্রবেশ করত প্রথম মাস অতিবাহিত  
করিতে লাগিলেন ॥ ৫-৬ ॥

তখন সেই ‘ইলা’ চতুর্দিকে বাহন-সকলকে পরিত্যাগ করিয়া তত্রত্য পৰ্বত-  
শুহার মধ্যে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন ॥ ৭ ॥

পরে একদা পৰ্বতের অনতিদূরে সেই বনপ্রদেশে ইলা একটা বিহঙ্গগণপূর্ণ  
পবিত্র রমণীয় সরোবর দেখিলেন। অনন্তর তিনি উদিত পূর্ণচন্দ্রের আয় স্বীয়

সা তং জলাশয়ং সৰ্বং ক্ষোভয়ামাস বিস্মিতা ।

সহ তৈঃ পূৰ্বপুরুষৈঃ স্ত্রীভূতৈরনুযায়িভিঃ ॥ ১১ ॥

বুধস্ত তাং নিরীক্ষ্যৈব মন্থথেনাভিপীড়িতঃ ।

নোপলেভে তদা শর্ম্ম চচাৱ চ ততোহস্তসি ॥ ১২ ॥

ইলাং নিরীক্ষমাণস্ত বুধঃ স্নিগ্ধেন চক্ষুষা ।

চিন্তয়ামাস কামার্ভঃ কা ত্রিয়ং দেবতাধিকা ॥ ১৩ ॥

ন দেবীষু ন নারীষু নাপ্সরঃসু স্তমধ্যমা !

দৃষ্টপূৰ্ব্বা ময়া কাচিদনয়া রূপসম্পদা ॥ ১৪ ॥

১১। লো-টী। বিশিষ্টং স্মিতং বস্তাঃ সা।

১২। লো-টী। ততস্তপস্চচাৱ চচাল।

[ লো-টী। ] বৃত্তাৎ স্বচরিত্রাৎ বৃত্তং চরিত্রং অপাক্রামং অতিক্রান্তবান্। বেলাং ভীৱম্।

কাস্তিতে দীপ্যমান—সেই সরোবরের সলিলমধ্যে তীব্রতপস্চাকারী—[ সাধারণের ]  
অনভিগম্য [ পিতার ] যশস্কর স্বেচ্ছাগামী তরুণবয়স্ক সোমপুত্র বুধকে দেখিতে  
পাইলেন ॥ ৮-১০ ॥

ইলা [ বুধকে দেখিয়া ] বিস্মিতা হইয়া স্ত্রীভাবাপন্ন পূৰ্ব্ব-অনুচর পুরুষগণের  
সহিত ক্রীড়াদ্বারা সেই জলাশয় আলোড়িত করিতে লাগিলেন ॥ ১১ ॥

বুধ সেই ইলাকে দেখিবামাত্রই কামবাণে বিদ্ধ হইয়া স্বস্তিলাভ করিতে না  
পারিয়া জলমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ১২ ॥

বুধ স্নিগ্ধনেত্রে ইলাকে দর্শন করিয়া কামার্ভ হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন,  
এই দেবতাধিক সুন্দরী কে ? ॥ ১৩ ॥

আমি দেবী, মানুষী এবং অপ্সরাগণের মধ্যে এতাদৃশ রূপবতী কোম  
সুন্দরী ইতিপূৰ্বে দেখি নাই ॥ ১৪ ॥

১। হ 'ভাবিনী'। ২। হ 'রঘুনন্দন'। ৩। হ '-নৈব'। ৪। হ 'স চচাৱ'। ৫। চ '-ণঃ সঃ

ত্রৈলোক্যাত্মধিকাঃ ত্রিয়ম্'। ৬। হ 'শোকর্ভঃ'। ৭। হ অজঃ পরং 'বৃত্তং বুধঃ সমাক্রামৎ বেলামিব মহার্ঘবঃ'।

ইতিধিকম্। ৮। হ 'নৈব দেবী ন গন্ধৰ্বা নাপ্সরা স চ মানুষী'। ৯। হ 'নারী রূপেণেনৈব শোভিতা'।

মমেয়ং সদৃশী ভাৰ্য্যা যদি নাশ্চপরিগ্রহঃ ।

ইতি বুদ্ধিং সমাস্থায় জলাৎ শ্বলমুপাগমৎ ॥ ১৫ ॥

সৌহৃথাশ্রমমুপাগম্য চতস্রঃ প্রমদাস্তদা ।

আহ্বয়ামাস ধৰ্ম্মাত্মা তঞ্চ তাঃ সমবাদয়ন্ ॥ ১৬ ॥

পপ্রচ্ছ তাঃ স ধৰ্ম্মাত্মা কঠৈশ্চযা লোকসুন্দরী ।

কিমর্থমাগতা চেহ শ্রোতুমিচ্ছামি কথ্যতাম্ ॥ ১৭ ॥

শ্রুত্বা তশ্চ তু তদ্বাক্যমতীব মধুরাকরম্ ।

তা উচুরভিপূজ্যৈনং মধুরং শ্লক্ষয়া গিরা ॥ ১৮ ॥

অস্মাকমেযা স্ত্রশ্রোণী প্রভুত্বে বর্ততে সদা ।

অপতিঃ কাননান্তেষু সহাস্মাভিষ্চরত্যসৌ ॥ ১৯ ॥

১৫। লো-টী। নাশ্চপরিগ্রহঃ পত্নী।

১৬। লো-টী। চতস্রঃ চতস্ৰঃ ( ? )।

১৮। লো-টী। অভিবাগ্ন নমস্কৃত্য।

যদি এই সুন্দরী অশ্ব কাহারও পত্নী না হইয়া থাকে, তবে আমার অনুরূপা ভাৰ্য্যা হইতে পারে,—এইরূপ মনে মনে স্থির করিয়া বৃথ জল হইতে উদ্ধৃত হইলেন ॥ ১৫ ॥

ধৰ্ম্মাত্মা বৃথ জল হইতে উত্থানপূর্বক আশ্রমে আসিয়া চারিটা মহিলাকে আহ্বান করিলেন, তাহারা তাঁহাকে অভিবাদন করিল ॥ ১৬ ॥

সেই ধৰ্ম্মাত্মা বৃথ তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই লোকললামভূতা মহিলা কাহার স্ত্রী এবং কি জন্ত এখানে আসিয়াছেন তাহা আমি শুনিতে ইচ্ছা করি, [ বিস্তারিতভাবে আমার নিকট ] বল ॥ ১৭ ॥

তাহারা বৃথের এইরূপ শ্রুতিমনোহর বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করত মধুর বাক্যে প্রত্যুত্তর করিল— ॥ ১৮ ॥

এই নিতম্বিনী আমাদিগের কর্ত্রী, ইনি অবিবাহিতা, আমাদিগের

১। ক 'গ্রহা'। ২। হ 'আশ্রমং সবু'। ৩। হ 'ততস্তাঃ প্রমদাস্তদা'। ৪। হ 'সমাস্থয়ত'।

৫। হ 'ভাষ্কৈবৈনং ববল্লিরে'। ৬। হ 'সত্যঃ পপ্রচ্ছ'। ৭। হ 'চৈব'। ৮। হ '-ক্যং মধুরং'। ৯। হ

'প্রভুত্বাঃ স্ত্রিয়ঃ সৰ্ব্বা বৃথং পরময়া গিরা'। ১০। হ 'তেহলব'।

তদ্বাক্যমাব্যক্তপদং তাসাং স্ত্রীণাং নিশম্য বৈ ।

বিচ্যামাবর্তনোঃ পুণ্যামাবর্তয়তি ধর্মবিৎ ॥ ২০ ॥

তং ভাবং তদ্বতো জাহ্না তস্মৈ রাজ্ঞো যথা তথা ।

সর্বাস্তত্রার্থিনির্নারীকৃৎ মধুরং তদা . ২১ ॥

যুয়ং কিম্পুরুষা ভূত্বা পর্যটধ্বং শিলোচ্চয়ে ।

আবাসস্ত গিরাবস্মিন্ শীঘ্রমেব বিধীয়তাম্ ॥ ২২ ॥

পুষ্পমূলফলৈঃ সর্ব্বা বর্তয়িষ্যথ সর্ব্বদা ।

স্ত্রিয়ঃ কিম্পুরুষা নাম ভর্তৃন্ সমভিলপ্স্যথ ॥ ২৩ ॥

২০। লো-টী। আবর্তনোঃ যস্তা জপেন পরোক্ত জ্ঞানং ভবতি সা আবর্তনৌ বিচ্য, তাম্, আবর্তয়তি জপতি ।

২১। লো-টী। অর্থিনীঃ সেবিকাঃ ।

২২। লো-টী। কিম্পুরুষাঃ কিম্পুরুষমূর্তয়ঃ স্ত্রিয়ো ভূত্বেন্তি শেষঃ । কিংশ্চো বিতর্কে প্রাপ্তে বা, যুয়ং পূর্ব্বং পুরুষাঃ সন্তঃ অভ্যঃ । শিলোচ্চয়ে শৈলে অস্মিন্ শৈলবরে কিং কিমর্থং নাধাগচ্ছ প্রাপ্তুং ইত্যর্থঃ ।

২৩। লো-টী। বর্তয়িষ্যথ ভবিষ্যথ ।

সহিত এই বনপ্রান্তে বিচরণ করিয়া থাকেন ॥ ১৯ ॥

ধর্মজ্ঞ বৃধ স্ত্রীগণের সেই নাতিপরিষ্কৃত মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া পবিত্র আবর্তন-বিচ্য জপ করিলেন ॥ ২০ ॥

বৃধ ইল-রাজার সেই অবস্থা যথার্থভাবে অবগত হইয়া সেই সমস্ত সেবা-পরায়ণা মহিলাদিগকে বলিলেন— ॥ ২১ ॥

তোমরা কিম্পুরুষ-রমণী (কিন্নরী) হইয়া পর্ব্বতে বিচরণ করিতে থাক এবং শীঘ্রই এই পর্ব্বতে গৃহনির্মাণ কর ॥ ২২ ॥

পুষ্প, মূল এবং ফলদ্বারা তোমরা সকলে সর্ব্বদা জীবিকা নির্বাহ করিবে, তোমরা কিম্পুরুষ-রমণী নামে বিখ্যাত হইবে এবং পতিলাভ করিবে ॥ ২৩ ॥

১। হ 'সুত'। ২। হ 'বি'বদ্য সর্ব্বমর্থক'। ৩। হ 'ভব'। ৪। হ 'তাঃ সর্ব্বা যোষিতঃ সোহথ প্রোবাচ মধুরং বচঃ'। ৫। হ 'বাসং শৈলবনে রমো যচ্চাস্মিন্নাবগচ্ছ'। ৬। হ 'মূলপত্রফলৈঃ পুষ্পৈঃ'। ৭। হ 'সমুপলপ্স্যথ'।



তচ্ছ্রুত্বা সোমপুত্রস্ত সৰ্ব্বাঃ কিম্পুরুষান্তথা ।

অজগ্নুঃ পৰ্বতৌদ্দেশং সোমপুত্রস্ত শাসনাৎ ।

উপাসাকৃক্ৰিৱে চৈব শৈলং সৰ্ব্বা হৃশেষতঃ ॥ ২৪ ॥

ইত্যৰ্ধে বাঙ্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে কিম্পুরুষোৎপত্তিনাম  
পঞ্চনবতিতমঃ সৰ্গঃ ॥ ৯৫ ॥

২৪। লো-টী। কিম্পুরুষাঃ তৎস্রীমূৰ্ত্তয়ঃ, সন্ধিৱাৰ্ধঃ (?)।

কিম্পুরুষোৎপত্তিঃ ॥ ৯৪ ॥

চন্দ্রনন্দন বুধের সেই কথা শুনিয়া সকলেই তাঁহার আদেশে  
কিম্পুরুষ-রমণী হইয়া পৰ্ব্বতমধ্যে আগমন করিল এবং সকলেই পৰ্ব্বতমধ্যে আশ্রয়  
লইল ॥ ২৪ ॥

মহর্ষি বাঙ্মীকি প্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে কিম্পুরুষোৎপত্তি-নামক  
৯৫তম সৰ্গ সমাপ্ত ॥ ৯৫ ॥

( ৯৬ ) ষষ্ঠবর্তিতমঃ সর্গঃ

শ্রদ্ধা কিম্পুরুষোৎপত্তিমুভো ভরতলক্ষ্মণৌ ।

আশ্চর্য্যমিতি কাকুৎস্থঃ তদা প্রতিনন্দতুঃ ॥ ১ ॥

অথ রামঃ কথামেনাং ভূয় এব মহাযশাঃ ।

কথয়ান্নাস ধর্ম্মাত্মা প্রজাপতিসুতস্ত বৈ ॥ ২ ॥

সর্ব্বাস্তা বিদ্রতা দৃষ্ট্ৱা কিমরোথ ষিসত্তমঃ ।

উবাচ রূপসম্পন্নাং স্ত্রিয়ঃ স প্রহসন্ বচঃ ॥ ৩ ॥

সোমশ্রাহং স্তদয়িতঃ স্ততঃ সুরুচিরাননে ।

ভজস্ব মাং বরারোহে প্রীতিস্নিগ্ধেন চক্ষুষা ॥ ৪ ॥

তস্ত তদ্বচনং শ্রদ্ধা শৃণ্বে স্বজনবর্জ্জিতে :

ইলা সুরুচিরং বাক্যং প্রতুবাচ মহাপ্রভম্ ॥ ৫ ॥

৩। লো-টী। বিদ্রতা গতাঃ।

ভরত এবং লক্ষ্মণ কাকুৎস্থ রামচন্দ্রের নিকট কিম্পুরুষগণের উৎপত্তির বিষয়  
শ্রবণ করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করিলেন ॥ ১ ॥

ধর্ম্মাত্মা যশস্বী রামচন্দ্র পুনরায় প্রজাপতিপুত্র ইলের কথা বলিতে  
আরম্ভ করিলেন— ॥ ২ ॥

সেই সকল কিম্বরীগণকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া ঋষিসত্তম বুধ হান্তপূর্ব্বক  
সেই রূপবতী মহিলাকে বলিলেন— ॥ ৩ ॥

হে সুমুখি সুন্দরি, আমি ভগবান্ চন্দ্রের প্রিয় পুত্র, তুমি আমাকে প্রীতি-  
প্রফুল্ল নয়নে অবলোকনপূর্ব্বক ভজনা কর ॥ ৪ ॥

ইলা সেই স্বজনবিরহিত শূন্যপ্রদেশে বুধের কথা শ্রবণ করিয়া প্রফুল্লভাবে

১। হ 'তথা প্রতাননন্দতাম্' (?)। ২। হ 'ভজো'। ৩। হ '-সেতাং'। ৪। হ 'অথ তা'। ৫। ক  
'বিস্ততা'। ৬। হ 'তাং স্ত্রিয়ং প্রহসং বচঃ'। ৭। হ 'সো জন-'। ৮। হ '-প্রহস্'।

অহং কামচরী সৌম্য তবাস্মি বশবর্তিনী ।

প্রশাদি মাং সোমস্বত যথেষ্টসি মহামতে ॥ ৬ ॥

তৎ তস্তা মধুরং বাক্যং শ্রুত্বা হর্ষসমস্থিতঃ ।

সৌহগাং কামবিহারার্থা সংপ্রগৃহ্য শুচিস্মিতাম্ ॥ ৭ ॥

তস্তাসৌ মাধবো মাস ইলয়া সহ ধীমতঃ ।

ক্ষণভূত ইবাত্যর্থং ব্যতীয়াদ্ রমতো বনে ॥ ৮ ॥

অথ মাসে তু সংপূর্ণে পূর্ণেন্দুসদৃশাননঃ ।

প্রজাপতিস্বতঃ শ্রীমান্ শয়নে প্রত্যবুধ্যত ॥ ৯ ॥

স দদর্শ বুধং তত্র তপস্বং সলিলে তপঃ ।

উর্দ্ধবাহুং নিরালম্বং তং রাজা প্রত্যভাষত ॥ ১০ ॥

৬। লো-টা। ইয়মহং কামপরা কামিনী।

মনোহর বাক্যে প্রত্যুত্তর করিলেন—॥ ৫ ॥

সৌম্য সোমনন্দন, আমি স্বাধীনা হইয়াও আপনার বশবর্তিনী হইলাম, মহা-  
মতে, আপনার ইচ্ছানুসারে আমাকে আদেশ করুন ॥ ৬ ॥

চন্দ্রপুত্র বুধ তাহার এইরূপ মধুরবাক্য শ্রবণপূর্বক আনন্দিত হইয়া সেই  
সুহাসিনী ইলাকে লইয়া রতিক্রীড়ার্থে গমন করিলেন ॥ ৭ ॥

ইলার সহিত বনে বিহার করিতে করিতে সেই ধীমান্ বুধের বৈশাখমাস  
ক্ষণকালের স্থায় অতিবাহিত হইল ॥ ৮ ॥

পরে একমাস পূর্ণ হইলে পূর্ণেন্দুবদন প্রজাপতিপুত্র শ্রীমান্ 'ইল' শয্যায়  
জাগরিত হইলেন ॥ ৯ ॥

সেই রাজা 'ইল' সেখানে জলমধ্যে উর্দ্ধবাহু অবলম্বনহীন বুধকে তপস্তা  
করিতে দেখিয়া বলিলেন—॥ ১০ ॥

১। হ 'ইয়ং কামপরা'। ২। হ 'তবাহং'। ৩। হ 'তস্মা য়েসে সহ তস্মা কামী চন্দ্রবসঃ স্কৃতঃ'। ৪। হ  
'স তত'। ৫। হ 'তস্মাক্রীড়তো গতঃ'। ৬। হ 'পরানঃ'। ৭। হ 'তপস্বন্তং জলাশয়ে'।

ভগবন্ পর্বতং দুর্গং প্রবিষ্টোহস্মি সহানুগঃ ।

ন চ পশ্যামি তৎ সৈন্ত্যং ক নু তে মামকা গতাঃ ॥ ১১ ॥

তচ্ছ ত্বা তস্য রাজর্ষেৰ্নষ্টসংজ্ঞস্য ভাষিতম্ ।

প্রত্যাচ বুধো বাক্যং সাস্তুয়ন্ মধুরং তদা ॥ ১২ ॥

শৃণু সর্বং যথা তথাং রাজর্ষে শুভলক্ষণ ।

সংস্তুজ্যস্ব চাত্মানং মা চ শোকে মনঃ কৃথাঃ ॥ ১৩ ॥

অশ্লবর্ষণে মহতা ভৃত্যাস্তে বিনিপাতিতাঃ ।

ত্বং চাশ্রমপদে স্পৃষ্টো বাতবর্ষভয়াদ্ভিতঃ ॥ ১৪ ॥

সমাশ্বসিহি রাজর্ষে নির্ভয়ো বিগতজ্বরঃ ।

ফলমূলানো বীর বস কাশ্চিদিহ ক্ষপাঃ ॥ ১৫ ॥

১৪। লো-টী। স ইলঃ আশ্রমপদে আশ্রমস্থানে স্পৃষ্টো ময়েত্যর্থঃ।

ভগবন্, আমি অমুচরবর্গের সহিত এই দুর্গম পর্বতে প্রবেশ করিয়া-  
ছিলাম, কিন্তু এখন সেই সৈন্তগণকে দেখিতে পাইতেছি না, আমার সেই  
অমুচরবর্গ কোথায় গেল ? ॥ ১১ ॥

সেই পূর্বস্মৃতি-শৃণু রাজর্ষির কথা শুনিয়া বুধ তাঁহাকে সাস্তুনা দান করিবার  
জন্য মধুর বাক্যে প্রত্যুত্তর করিলেন— ॥ ১২ ॥

শুভলক্ষণ রাজর্ষে, যথাযথভাবে সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন, নিজকে স্তম্ভিত  
করুন, শোকাবিষ্ট হইবেন না ॥ ১৩ ॥

প্রবল শিলাবর্ষণে আপনার ভৃত্যবর্গ নিহত হইয়াছে এবং আপনিও ঝড়-  
বৃষ্টিতে কাতর হইয়া এই আশ্রমে নিজিত হইয়াছিলেন ॥ ১৪ ॥

বীর রাজর্ষে, আপনি আশ্বস্ত এবং সুস্থ হইয়া নির্ভয়ে ফলমূল আহার করত  
এই আশ্রমে কয়েক রাত্রি বাস করুন ॥ ১৫ ॥

১। হ 'ওজ' ২। হ 'বৃত্ত' ৩। হ 'কর্দমায়াজ' ৪। হ 'বমানান' ৫। হ 'কপিং  
কালং মমাজমে' ।

স রাজা তেন বাক্যেন প্রত্যাশস্তো মহাযশাঃ ।

প্রত্যাচ শুভং বাক্যং দীনো ভৃত্যজনক্ৰয়াৎ ॥ ১৬ ॥

তাক্ষ্যাম্যহমিদং রাজ্যং ন হি ভূতৈর্বিবিনাকৃতঃ ।

বর্তয়েয়ং ক্ৰণং ব্রহ্মন্ মামমুজ্জাতুমর্হসি ॥ ১৭ ॥

সুতো ধর্মপরো ব্রহ্মন্ জ্যেষ্ঠো মম মহাযশাঃ ।

শশবিন্দুরিতিখ্যাতঃ স চ রাজ্যমবাপ্যতি ॥ ১৮ ॥

ন হি শাক্ষ্যাম্যহং ব্রহ্মন্ ভৃত্যদারান্ সুখস্থিতান্ ।

প্রতিবক্তুং মহাতেজঃ কিঞ্চিদপ্যশুভং বচঃ ॥ ১৯ ॥

তথোক্তবতি রাজেন্দ্রে বৃধঃ পরমমদ্বতম্ ।

প্রত্যাচ শুভং বাক্যং দুঃখার্ভং কর্দমাত্মজম্ ॥ ২০ ॥

১৭। লো-টী। মামমুজ্জাতুং প্রাণত্যাগে অনুমতিং দাতুম্।

১৯। লো-টী। ভৃত্যদারান্ ভৃত্যস্বামীঃ।

মহাযশস্বী রাজা 'ইল' বৃধের সেই কথায় আশ্বস্ত হইলেন এবং ভৃত্যবর্গের নিধনে দুঃখিত হইয়া পুনরায় বলিলেন—॥ ১৬ ॥

ব্রাহ্মণ, আমি এই রাজ্য পরিত্যাগ করিব, ভৃত্যবর্গের অভাবে আমি ক্রণকালও জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করি না, আমাকে অনুমতি করুন ॥ ১৭ ॥

ব্রহ্মন্, [ আমার অভাবে ] অতিশয় যশস্বী ধর্মপরায়ণ 'শশবিন্দু' নামে প্রসিদ্ধ আমার জ্যেষ্ঠপুত্র রাজ্য লাভ করিবে ॥ ১৮ ॥

হে মহাতেজস্বিন্ ব্রহ্মন্, আমি সুখে অবস্থিত ভৃত্য-পত্নীদিগকে কোনরূপ অশুভ সংবাদ দিতে পারিব না ॥ ১৯ ॥

রাজশ্রেষ্ঠ 'ইল' এইরূপ অত্যদ্বুত কথা বলিলে বৃধ সেই দুঃখসম্প্লুত কর্দমপুত্র 'ইল'কে প্রত্যাচরে উত্তমবাক্য বলিলেন—॥ ২০ ॥

১। হ 'অপি তাক্ষ্যাম্যহং প্রাণান্ ন হি ভৃত্যবিনাকৃতঃ'। ২। হ 'শাক্ষ্যাম্যহং গচ্ছামি'। ৩। হ 'বৃধে'। ৪। হ '-জাঃ'। ৫। হ 'সোমহৃতঃ প্রভুঃ'। ৬। হ 'রাজসমুদয়'।

ন সস্তাপস্থয়া কার্যাঃ কার্দমেয় মহাছু্যতে ।

ফলমূলাশনো ভূত্বা মমাপ্রমপদে বস ॥ ২১ ॥

সংবৎসরোষিতস্তাহং কারয়িষ্যামি তে শুভম্ ।

পুনঃ সমেষ্যতি ভবান্ সর্বভূতাজনেন হ ॥ ২২ ॥

তস্ত তদ্বচনং শ্রুত্বা বুধস্তাক্লিষ্টকর্ষণঃ ।

বাসায় বিদধে বুদ্ধিং যথোক্তং ব্রহ্মবাদিনা ॥ ২৩ ॥

মাসং স স্ত্রী তদা ভূত্বা রময়ামাস বৈ বুধম্ ।

মাসং চ পুরুষো ভূত্বা ধর্ম্যে বুদ্ধিং চকার হ ॥ ২৪ ॥

ততঃ সা নবমে মাসি বুধাৎ সোমসুতাৎ সূতম্ ।

জনয়ামাস স্ত্রশ্রোণী পুরুরবসমৃজ্জিতম্ ॥ ২৫ ॥

২৩। লো-টী। ব্রহ্মবাদিনা তদ্বাদিনা বুধেন।

হে মহাপ্রভ কর্দমনন্দন, আপনি সস্তাপ করিবেন না ; ফলমূল আহার করত আমার আশ্রমে বাস করুন ॥ ২১ ॥

সংবৎসর বাস করিলে আমি আপনার মঙ্গলবিধানের ব্যবস্থা করিব, আপনি পুনরায় ভূতাবর্গের সহিত মিলিত হইবেন ॥ ২২ ॥

[ সেই রাজা ] তদ্বক্ত অক্লিষ্টকর্মা বুধের সেই কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার কথামুসারে [ সেই আশ্রমে ] বাস করিতে ইচ্ছা করিলেন ॥ ২৩ ॥

তখন রাজা 'ইল' এক মাস স্ত্রী হইয়া বুধকে রতিক্রীড়া করাইতেন এবং ৫ অপরমাসে পুরুষ হইয়া ধর্ম্যচর্চা করিতেন ॥ ২৪ ॥

[ এইরূপে আট মাস গত হইলে ] তার পর নবম মাসে সেই নিতম্বিনী ইলা চন্দ্রপুত্র বুধের গুহ্রসে তেজস্বী পুত্র পুরুরবাকে প্রসব করিলেন ॥ ২৫ ॥

১। হ 'কর্দ'। ২। হ '-মতে'। ৩। হ '-যিতে বীর'। ৪। হ 'হিতম্'। ৫। হ 'হি'।

৬। হ 'ইতি তত্ কঃ'। ৭। হ 'চকার বুদ্ধিং বাসায়'। ৮। হ 'ভূত্বা সা স্ত্রী বুধং মাসং'। ৯। হ 'সোভনা'।

১০। হ 'স'। ১১। হ 'সোমসুতাৎ'।

জাতমাত্রং তু<sup>১</sup> স্ত্রোশোগী পিতুর্হস্তে<sup>২</sup> অবেশয়ৎ ।

বুধস্ত<sup>৩</sup> সমবর্ণাভমিলা পুত্রং মহাবলম্ ॥ ২৬ ॥

বুধোহপি পুরুষোভূতং সমাশ্বাস্ত নরাধিপম্

কথাভী রমায়মাস ধর্মযুক্তাভিরত্বান্ ॥ ২৭ ॥

ইত্যার্ষে বায়ীকৌয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে পুরুষবসো জন্ম নাম  
বল্লবতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৯৬ ॥

২৬ । লো-টী । পিতুঃ সোমস্ত । ‘জাতমাত্রং তু তং বালং’ ‘বুধস্তেতি’ পাঠে পিতুবুধস্ত  
হস্তে বুধস্ত পিতুঃ সোমস্ত বা । সোমস্তেব বর্ণো রূপম্ অতো দোষিষ্ঠ যস্ত তম্ । ‘বুধস্ত সমবর্ণাভ-’  
মিতি বা পাঠঃ ।

পুরুষবোজন্ম ॥ ৯৬ ॥

নিতম্বিনৌ ইলা বুধের আয় কাস্তিমান্ মহাবলশালী পুত্র প্রসব করিয়াই  
তাহাকে পিতার ( বুধের ) হস্তে অর্পণ করিলেন ॥ ২৬ ॥

আত্মতত্ত্বজ্ঞ বুধও পুরুষত্বপ্রাপ্ত নরপতিকে আশ্বাসিত করিয়া ধর্মকথা দ্বারা  
প্রীত করিলেন ॥ ২৭ ॥

মহর্ষি বায়ীকিপ্রণীত আদিকাব্যে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে পুরুষবার জন্ম-নামক  
৯৬তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯৬ ॥

(৯৭) সপ্তনবতিতমঃ সর্গঃ

তথোক্তবতি রামে তু তস্মৈ জন্ম তদন্তুতম্ ।

লক্ষ্মণো ভরতশ্চৈব পুনর্বচনমুচতুঃ ॥ ১ ॥

স রাজা সোমপুত্রোণ সংবৎসরমথোষিতঃ ।

অকরোৎ কিং নরশ্রেষ্ঠ তৎ স্বং শংসিতুমর্হসি ॥ ২ ॥

তয়োস্তদ্বচনং শ্রুত্বা ভ্রাত্রোঃ স রঘুনন্দনঃ ।

উবাচ পুনরেবাথ কার্দ্দমেঃ কথিতাং কথাম্ ॥ ৩ ॥

পুরুষত্বং গতে শূরে বুধঃ পরমবীৰ্য্যবান্ ।

সংবর্ত্তং পরমোদারমাজহার মহাযশাঃ ॥ ৪ ॥

ভার্গবং চ্যবনং চৈব মুনিং চারিষ্টনেমিনম্ ।

প্রমোদং কাশ্যপমুতং মুনিং ছর্ব্বাসসং তথা ॥ ৫ ॥

[ লো-টী। ] কাং বৃত্তিং কং প্রকারং চকারেত্যর্থঃ ।

৫। লো-টী। প্রমোদং কাশ্যপমুতমিত্যত্র ‘তমোহরিকিরন’মিতি পাঠে স্বর্ধ্যত্বল্যাম্ ।

রামচন্দ্র পুরুষবার সেই অদ্ভুত জন্মবৃত্তান্ত বলিলে লক্ষ্মণ এবং ভরত পুনরায় বলিলেন— ॥ ১ ॥

নরশ্রেষ্ঠ, সেই রাজা ‘ইল’ সোমপুত্র বুধের সহিত সংবৎসরকাল বাস করিয়া পরে কি করিলেন তাহা বলুন ॥ ২ ॥

রঘুনন্দন রাম ভ্রাতা ভরত এবং লক্ষ্মণের সেই কথা শুনিয়া পুনরায় পূর্ব-কথিত কর্দ্দমপুত্রের [ পরবর্ত্তী ] বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন ॥ ৩ ॥

সেই বীর পুরুষ প্রাপ্ত হইলে অতিশয় বীৰ্য্যশালী মহাযশস্বী বুধ পরমোদার সংবর্ত্ত মুনিকে আহ্বান করিলেন ॥ ৪ ॥

তদ্বদর্শী বচনাভিজ্ঞ বুধ ভার্গব, চ্যবনমুনি, অরিষ্টনেমি, কাশ্যপপুত্র প্রমোদ,

১। হ ‘উবাচ লক্ষ্মণো কুরো ভরতত মহাযশাঃ’। ২। হ ‘তয়োত্ব বাক্যবৃত্তয়োনিশয়া’। ৩। হ ‘কার্দ্দমি-প্রথিতাং’। ৪। হ ‘বীরে বাজিরামে বুধতত্তঃ’। ৫। হ ‘-মাহুহাব’। ৬। হ ‘চ্যবনং ভার্গবকৈব’। ৭। হ ‘কল্প-’।



এতান্ সৰ্বান্ সমানীয বাক্যভ্যন্তত্বদর্শনঃ ।

উবাচ সৰ্বান্ স্নহদো ধৈর্য্যেণ স্নসমাহিতঃ ॥ ৬ ॥

অয়ং রাজা মহাবুদ্ধিঃ কৰ্দমশ্চ স্নতস্থিলঃ ।

জানীথৈনং যথাভূতং শ্রেয়ো হ্যস্ম বিধীয়তাম্ ॥ ৭ ॥

বুধে তথা তান্ ক্রবতি তমাশ্রমমুপাগমৎ ।

কৰ্দমঃ স্নমহাতেজা দ্বিজৈঃ সহ মহাত্মভিঃ ॥ ৮ ॥

পুলহশ্চ ক্রতুশ্চৈব বষট্কারস্তথৈব চ ।

ওঙ্কারশ্চ মহাতেজাস্তমাশ্রমমুপাগমন্ ॥ ৯ ॥

তে সৰ্ব্বে শ্রীতিমনসঃ পরম্পরসমাগমে ।

হিতৈষিণো বাহ্লিপতেঃ পৃথগ্‌বাক্যান্মথাক্রবন্ ॥ ১০ ॥

৭। লো-টী। যথাভূতং যেন প্রকারেণ ভূতং দ্রাষ্টব্যং প্রাপ্তং তদ্‌ যুৎ বুদ্ধ্যা জ্ঞানেন বেথ জানীথ, তন্তস্মাৎ অস্ম ইলস্ম ।

৮। লো-টী। বিজান্ আহ পুলহশ্চেতি । বষট্কারঃ ওঙ্কারশ্চ মুনিবিশেষয়োর্নামনী ।

এবং ছৰ্ব্বাসামুনি—ইহাদিগকে আনয়ন করত একাগ্র হইয়া ধৈর্য্যসহকারে সমস্ত বন্ধুদিগকে বলিলেন—॥ ৫-৬ ॥

কৰ্দমপুত্র মহাবুদ্ধিমান্ এই রাজা 'ইল', ইহার অবস্থা যাহা হইয়াছে তাহা আপনারা জ্ঞানেন, ইহার মঙ্গলবিধান করুন ॥ ৭ ॥

বুধ তাঁহাদিগকে এইরূপ বলিতেছেন, এমন সময়ে মহাত্মা ব্রাহ্মণগণের সহিত অতিভেজস্বী কৰ্দমমুনি সেই আশ্রমে উপস্থিত হইলেন ॥ ৮ ॥

মহাতেজস্বী পুলহ, ক্রতু, বষট্কার এবং 'ওঙ্কার' সেই আশ্রমে আগমন করিলেন ॥ ৯ ॥

পরস্পর-সমাগমে শ্রীত হইয়া বাহ্লিপতির ( ইলের ) হিতৈষী তাঁহারা সকলে

১। হ 'বাক্যজ্ঞো বাক্যকোবিদঃ' । ২। হ 'স্নতস্থিলঃ' । ৩। হ 'বেথ বুদ্ধ্যা' । ৪। হ '-তঃ' । ৫। হ 'তদা-' । ৬। হ '-মভিঃ' । ৭। হ 'বাক্যমুদৈরয়ল' ।

কর্দমস্তত্রবীদ্ধাক্যং স্তুতার্থং পরমং হিতম্ ।

দ্বিজাঃ শৃণুত মে সর্বৈ যচ্ছৈয়ঃ পার্থিবস্ত হি ॥ ১১ ॥

নাশ্চং পশ্যামি শরণং তম্মতে বৃষভধ্বজম্ ।

তস্মাদ্ যজ্ঞেন মহতা পূজয়াম বৃষধ্বজম্ ॥ ১২ ॥

অশ্বমেধঃ পরো যজ্ঞঃ প্রিয়শ্চৈব মহাস্থনঃ ।

তে বৈ যজামহে সর্বৈ দ্বিজেন্দ্রাস্তঃ ছুরাসদম্ ॥ ১৩ ॥

কর্দমস্ত তু তংদ্বাক্যং শ্রুত্বা সর্বৈ দ্বিজোত্তমাঃ ।

অরোচয়স্তাশ্বমেধং রুদ্রস্তারাদনং প্রতি ॥ ১৪ ॥

সংবর্তস্ত তু তে বিপ্রাঃ শিষ্যত্বমুপপেদিরে ।

মরুত্তযজ্ঞপ্রতিম ঐলৌ যজ্ঞস্তুদা বভৌ ॥ ১৫ ॥

১৩। লো-টা। মহাস্থনো মহেশস্ত, ছুরাসদং চন্দ্রাপাম্ ।

বিভিন্ন উপদেশ প্রদান করিলেন ॥ ১০ ॥

পরে [ প্রজাপতি ] কর্দম পুত্রের জন্ত পরমহিতকারক এই কথা বলিলেন,—  
দ্বিজগণ, আপনারা সকলে এই নরপতির যাহা মঙ্গলজনক তাহা আমার নিকট  
হইতে শ্রবণ করুন ॥ ১১ ॥

আমি সেই বৃষভধ্বজ (মহাদেব) ভিন্ন উদ্ধারকারক অন্য কাহাকেও দেখিতেছি  
না ; স্তুতারাং মহান্ অশ্বমেধ যজ্ঞদ্বারা আমরা মহাদেবের অর্চনা করিব ॥ ১২ ॥

অশ্বমেধ প্রধান যজ্ঞ এবং মহাত্মা মহাদেবের প্রিয় ; ব্রাহ্মণগণ, আমরা সকলে  
সেই চুল্লভ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব ॥ ১৩ ॥

ব্রাহ্মণগণ সকলেই কর্দমের সেই কথা শ্রবণ করিয়া রুদ্রের সন্তুষ্টির জন্ত  
অশ্বমেধ-যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করিলেন ॥ ১৪ ॥

সেই বিপ্রগণ সংবর্তের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন, তখন মরুত্ত-যজ্ঞসদৃশ ইলোর

১। হ 'পূজয়ামঃ কর্দমিন্'। ২। হ 'ন চাশ্বমেধ্যং পরমো যজ্ঞোহতীষ্টঃ পিনাকিনঃ'। ৩। হ 'তস্মাদ্'।

৪। হ 'পার্বিবর্ষে মহেশ্বরম্'। ৫। হ 'কর্দমেনৈবযুক্তো তু সর্গ এব দ্বিগবতঃ'। ৬। হ 'অরোচয়ন্ত মহাপ্রাজ্ঞা'।

৭। হ 'সর্বৈ'। ৮। হ 'মরুত্ত'। ৯। হ 'ইলবজ্ঞ'।

স চ যজ্ঞো মহানাসীদ্ বুধাশ্রমসমীপতঃ ।

রুদ্রশ্চ পরমং তোষমাজগাম মহাযশাঃ ॥ ১৬ ॥

অথ যজ্ঞসমাপ্তৌ তু স্ত্রীতঃ পরয়া মুদা ।

উমাপতির্দ্বিজান্ সর্বানুবাচ ইলসমিধৌ ॥ ১৭ ॥

শ্রীতোহস্মি হয়মেধেন ভক্ত্যা চ দ্বিজসত্তমাঃ ।

অস্ম বাহ্লিপতেক্রত কিং করোমি প্রিয়ং শুভম্ ॥ ১৮ ॥

তথোক্তবতি দেবেশে দ্বিজান্তে স্তসমাহিতাঃ ।

তমক্রবন্ প্রসাদৈনং পুরুষত্বং ব্রজত্বিলা ॥ ১৯ ॥

ততঃ শ্রীতিমনা রুদ্রঃ পুরুষত্বং দদৌ পুনঃ ।

ইলায়াঃ স্তমহাতেজা দত্তা চাস্তরধীয়ত ॥ ২০ ॥

১৬। লো-টী। আজগাম প্রাপ।

১৭। লো-টী। সমীপতঃ সাক্ষদ ভূত।

যজ্ঞ আরম্ভ হইল—॥ ১৫ ॥

বুধের আশ্রম-সমীপে সেই স্তমহং যজ্ঞ সম্পাদিত হইল এবং মহাযশস্বী ভগবান্ রুদ্র তদ্বারা পরম পরিতোষ লাভ করিলেন ॥ ১৬ ॥

পরে যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে উমাপতি অতিশয় শ্রীত হইয়া ইলের সমীপে সকল ব্রাহ্মণগণকে বলিলেন—॥ ১৭ ॥

দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ, আমি আপনাদের ভক্তি এবং অশ্বমেধ-যজ্ঞে অতিশয় শ্রীত হইয়াছি, এক্ষণে এই বাহ্লিরাজের প্রিয় এবং মঙ্গলজনক কি কার্য্য করিব তাহা বলুন ॥ ১৮ ॥

দেবদেব রুদ্র এই কথা বলিলে ঋষিগণ একাগ্রচিত্তে উহাকে প্রশংসা করিয়া বলিলেন, ইলা পুরুষত্ব প্রাপ্ত হউন ॥ ১৯ ॥

তখন মহাতেজস্বী রুদ্রদেব সন্তুষ্টচিত্তে ইলার পুনরায় পুরুষত্ব প্রদান করিয়া অস্তুহিত হইলেন ॥ ২০ ॥

১। হ 'চেষৎ সমীপতঃ'। ২। হ 'মহৎ'। ৩। হ 'দেবং প্রসাদদিত্বাহঃ পুরুষোক্তং ভবেদতি'।

৪। হ 'শ্রীতো মহাদেবঃ'।

নিবৃত্তে হয়মেধে তু গতে চাদর্শনং হরে ।

যথাগতং দ্বিজাঃ সর্বৈঃ জগ্মুস্তে দীর্ঘদর্শিনঃ ॥ ২১ ॥

স রাজা বাহ্লিমুৎস্রজ্য মধ্যদেশে মহাবিশাঃ ।

নিবেশয়ামাস পুরং প্রতিষ্ঠানং যশস্করম্ ॥ ২২ ॥

শশবিন্দুস্ত রাজর্ষিবাহ্লিদেহভবম্ পঃ ।

প্রতিষ্ঠানে ইলো রাজা প্রজাপতিস্তুতোহভবৎ ॥ ২৩ ॥

স কালে প্রাপ্তবান্লোকমিলো ব্রাহ্মমনুভবম্ ।

ঐলঃ পুরুরবা আসৌৎ প্রতিষ্ঠানে মহীপতিঃ ॥ ২৪ ॥

২২ । লো-টী । প্রতিষ্ঠানং প্রয়াগম্ ।

২৪ । লো-টী । ব্রাহ্মমনুভবমিতি পাঠঃ । ‘ব্রাহ্মণমুত্তম’মিতি পাঠে ব্রাহ্মণশ্চতুর্মুখেন্দ্রং ব্রাহ্মণং সত্যলোকম্ ন-কারলোপাভাব আর্ষঃ ।

ইলায়াঃ পুরুষত্বলাভঃ ॥ ২৭ ॥

অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে এবং রুদ্রদেব অদৃশ্য হইলে সেই দীর্ঘদর্শী ব্রাহ্মণ-গণ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন ॥ ২১ ॥

মহাবিশ্বী রাজা ইলও বাহ্লিদেহ পরিভ্রমণ করিয়া মধ্যপ্রদেশে যশস্কর প্রতিষ্ঠাননামক নগর প্রতিষ্ঠা করিলেন ॥ ২২ ॥

বাহ্লিদেহে রাজর্ষি শশবিন্দু রাজা হইলেন এবং প্রতিষ্ঠান নগরে প্রজাপতি-পুত্র ‘ইল’ রাজা হইলেন ॥ ২৩ ॥

কালক্রমে ইল সর্বোত্তম ব্রাহ্মলোক প্রাপ্ত হইলে ইলার পুত্র পুরুরবাঃ প্রতিষ্ঠানে রাজা হইলেন ॥ ২৪ ॥

১। হ ‘নিবৃত্তে’ । ২। হ ‘ভবে চাদর্শনং গতে’ । ৩। হ ‘রাজা বাহ্লিক-’ । ৪। হ ‘মনুভবম্’ । ৫। হ ‘মনোহরম্’ । ৬। হ ‘দিলো’ । ৭। হ ‘ব্রাহ্মণ উত্তম’ । ৮। হ ‘হাসীৎ’ ।

ঈদৃশো<sup>১</sup> অশ্বমেধস্য প্রভাবো<sup>২</sup> হি নরর্ষভো ।

স্ত্রীভূতঃ পৌরুষং লেভে যেন বাহ্লীপতিঃ পুরা ॥ ২৫ ॥

ইত্যর্থে বাস্কীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে ইলাপৌরুষলাভো নাম  
সপ্তনবতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৯৭ ॥

হে নরশ্রেষ্ঠদয়, অশ্বমেধ-যজ্ঞের এতদৃশ প্রভাব, যাহার ফলে পুরা-  
কালে বাহ্লীদেশাধিপতি 'ইল' স্ত্রীও প্রাপ্ত হইয়াও [পুনরায়] পুরুষত্ব লাভ  
করিয়াছিলেন ॥ ২৫ ॥

মহর্ষি বাস্কীকীপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ইলাপুরুষলাভ-নামক  
৯৭তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯৭ ॥

## ( ৯৮ ) অষ্টনবতিতমঃ সর্গঃ

এবমাখ্যায় কাকুৎস্থো ভ্রাত্রোরমিততেজসোঃ ।

লক্ষ্মণং পুনরেবাহ ধর্মযুক্তমিদং বচঃ ॥ ১ ॥

বশিষ্ঠং বামদেবঞ্চ জাবালিমথ কাশ্যপম্ ।

অগ্ন্যাংশ্চ বিপ্রপ্রবরান্ যজ্ঞকর্ম্মবিশারদান্ ॥ ২ ॥

এতান্ সর্বান্ সমানীয় মন্ত্রয়িত্বা চ লক্ষ্মণ ।

হয়ং লক্ষণসম্পন্নং বিমোক্ষ্যামি সমাধিনা ।

তানানয় মহাভাগান্ মৎসকাশং ত্বরাস্বিতঃ ॥ ৩ ॥

তদ্বাক্যং রাঘবেণোক্তং শ্রুত্বা ত্বরিতবিক্রমঃ ।

দ্বিজান্ সর্বান্ সমাহুয় দর্শয়ামাস রাঘবম্ ॥ ৪ ॥

৩। লো-টা। তৈঃ সমুজ্জ্য যেন সমাধিনা যেন প্রকারেণ হয়ং বিমোক্ষ্যামি তং প্রকারং বচত ইতি কথয়িত্বামীত্যর্থঃ (৭)। এতান্ সর্বান্ সমাহুয় মন্ত্রয়িত্বা চ লক্ষ্মণ। 'হয়ং লক্ষণসংযুক্তং মোক্ষয়িত্বা [খ ?] লক্ষ্মণ' ইতি কচিং পাঠঃ।

কাকুৎস্থ রামচন্দ্র অমিততেজাঃ ভ্রাতৃদ্বয়ের নিকট এইরূপ বলিয়া পুনরায় লক্ষ্মণকে ধর্মযুক্ত এই কথা বলিলেন—॥ ১ ॥

লক্ষ্মণ ! বশিষ্ঠ, বামদেব, জাবালি, কাশ্যপ এবং যজ্ঞকার্য্যে বিশারদ অগ্ন্যাশ্রোক্ত ব্রাহ্মণদিগকে আনয়নপূর্ব্বক তাঁহাদের সহিত আলোচনা করিয়া আমি যথানিয়মে সুলক্ষণ অংখ মোচন করিব ; সুতরাং সেই মহাভাগদিগকে শীঘ্র আমার নিকটে আনয়ন কর ॥ ২-৩ ॥

লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের সেই কথা শুনিয়া ক্ষিপ্ৰগতিতে সমস্ত ব্রাহ্মণদিগকে আহ্বান করিয়া রামচন্দ্রকে দর্শন করাইলেন ॥ ৪ ॥

তান্ দৃষ্ট<sup>১</sup>। দেবসঙ্কাশান্ কৃত্বা পাদাভিবন্দনম্ ।

অর্চয়িত্বা তু বিধিবৎ স মহাত্মা মহামতিঃ ॥ ৫ ॥

ততো বিনীতবদ্ ভূত্বা রাঘবো দ্বিজসত্তমান্ ।

উবাচ ধর্মসংযুক্তমশ্বমেধাশ্রিতং বচঃ ॥ ৬ ॥

তন্তেষাং দ্বিজমুখ্যানাং রুরূচে পরমাদ্বুতম্ ।

অশ্বমেধমতং রাজ্ঞঃ সাধু সাধ্বিতি চাক্রবন্ ॥ ৭ ॥

বিজ্ঞায় রুচিতং তেষাং রামো লক্ষ্মণমব্রবীৎ ।

প্রেময়স্ব মহাবাহো স্ত্রীয়ায় মহাত্মনে ॥ ৮ ॥

বক্তব্যশ্চ মহাবাহুব্বলুভিঃ সহ বানরৈঃ ।

ক্ষিপ্ৰমাগচ্ছ ভদ্রশ্চে অনুভোক্তুং মহোৎসবম্ ॥ ৯ ॥

৮। লো-টী। স্ত্রীয়ায় স্ত্রীবিমানেকুং প্রেময় দূতমিতি শেষঃ ।

৯। লো-টী। অল্পভুত্যাং দৃশ্যতামিত্যর্থঃ ।

সেই মহাত্মা মহামতি রামচন্দ্র দেবতুল্য সেই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদিগকে দেখিয়া তাঁহাদের পাদাভিবন্দনপূর্বক যথাবিধি অর্চনা করিয়া বিনয় সহকারে তাঁহাদিগকে ধর্মযুক্ত অশ্বমেধের কথা বলিলেন ॥ ৫-৬ ॥

রাজার সেই অতিবিস্ময়াবহ অশ্বমেধযজ্ঞের অভিলাষ সেই ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণের ভাল লাগিল এবং তাঁহারা ‘সাধু সাধু’ বলিয়া প্রশংসা করিলেন ॥ ৭ ॥

রামচন্দ্র তাঁহাদের অভিপ্রায় বুঝিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন—মহাবাহো, মহাত্মা স্ত্রীবিবকে আনয়ন করিবার জন্ত দূত প্রেরণ কর ॥ ৮ ॥

এবং সেই মহাবাহুকে বলিয়া পাঠাও যে, “তোমার মঙ্গল হউক, তুমি মহোৎসব উপভোগ করিবার জন্ত বহু বানরবৃন্দের সহিত শীঘ্র আগমন কর” ॥ ৯ ॥

অঙ্গদক<sup>১</sup> হনুমন্তং নলং নীলং সুপাটনম্ ।

গয়ং গবাঙ্কং পনসং সর্বানৈতান্মিমস্ত্রয় ॥ ১০ ॥

বীরং শতবলিকৈব মৈন্দং দ্বিবিদমেব চ ।

বীরবাহুং সুবাহুং চ সর্বানৈতান্ নিমস্ত্রয় ॥ ১১ ॥

সূর্য্যাক্ষং কুমুদকৈব সুষণং গন্ধমাদনম্ ।

ঋষভং বিনতকৈব সর্বানৈতান্ নিমস্ত্রয় ॥ ১২ ॥

যে চান্মে কৃতকর্মাণো মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ ।

পৃথিব্যাং বানরাঃ সর্বে তানপীহ নিমস্ত্রয় ॥ ১৩ ॥

গোলাঙ্গূলং মহাত্মানং গবয়ং হরিশূথপম্ ।

ঋক্ষেশং জাম্ববন্তকং সহসৈন্যং নিমস্ত্রয় ॥ ১৪ ॥

অঙ্গদ, হনুমান, নল, নীল, সুপাটন, গয়, গবাঙ্ক এবং পনস, ইহাদের সকলকে নিমস্ত্রণ কর ॥ ১০ ॥

বীর শতবলি, মৈন্দ, দ্বিবিদ, বীরবাহু, সুবাহু, ইহাদের সকলকেও নিমস্ত্রণ কর ॥ ১১ ॥

সূর্য্যাক্ষ, কুমুদ, সুষণ, গন্ধমাদন, ঋষভ এবং বিনত, ইহাদের সকলকে নিমস্ত্রণ কর ॥ ১২ ॥

ভূমণ্ডলের অগ্ৰ যে-সকল কৃতকর্মা বানর আমার জগ্ৰ প্রাণত্যাগে উগ্ৰত হইয়াছিল তাহাদের সকলকেও ইহাতে নিমস্ত্রণ কর ॥ ১৩ ॥

বানরদলপতি মহাত্মা গোলাঙ্গূল গবয়, ঋক্ষাধিপতি জাম্ববান্, ইহাদিগকে সসৈন্যে নিমস্ত্রণ কর ॥ ১৪ ॥

১। হ 'নং সহ'। ২। হ 'সপা'। ৩। হ 'গবয়'। ৪। হ 'সৈন্যক' দ্বিবিদস্তথা'। ৫। হ 'নপি জং'। ৬। হ 'মহারাজং গবাঙ্ক'। ৭। হ 'গন্ধমাদনকং ধূমাকং'। ৮। অতঃ পরং হ 'জাম্ববন্তং মহাবাহুং বিনতকৈব শূথপম্'। হরিং কেশরিকৈব গবয়কং দরীমুখম্।' ইত্যাদিকম্।



বিভীষণঞ্চ রক্ষোভিঃ কামগৈর্বহুভির্বৃত্তম্ ।

অশ্বমেধং ক্রতুং যষ্টুং নাগচ্ছেতি নিমন্তয় ॥ ১৫ ॥

পৃথিব্যাং পার্থিব্যৈশ্চ য়ে মে হিতচিকীর্ষবঃ ।

সানুগাঃ ক্ষিপ্ৰমায়াস্তু হয়মেধমনুত্তমম্ ॥ ১৬ ॥

দেশান্তরগতা য়ে চ দ্বিজা ধর্মপরায়ণাঃ ।

নিমন্তয়স্ব তান্ সর্বানশ্বমেধায় লক্ষ্মণ ॥ ১৭ ॥

দেবর্ষয়শ্চ য়ে সর্বে ব্রহ্মলোকর্ষয়ন্তথা ।

আহুয়ন্তাং মহাত্মানঃ সিদ্ধাঃ সপ্তর্ষিভিঃ সহ ।

ঋষয়ঃ শিষ্যসহিতা আহুয়ন্তাং মহামতে ॥ ১৮ ॥

১৭। লো-টী। অশ্বমেধায় তং দ্রষ্টুম্ ।

১৮। লো-টী। পৃষ্ঠাভ্যায়িনঃ শিষ্যাঃ, 'পূর্বাভ্যায়িনঃ' ইতি পাঠে গুরবঃ, সিদ্ধাঃ প্রসিদ্ধাঃ খ্যাতা ইত্যর্থঃ। সিদ্ধা দেবযোনয়ো বা। চক্রধরাঃ চক্রং রাষ্ট্রং নগরমিতি বাবাং তদ্বরা নগরীধরাঃ। 'চক্রং সৈন্তে অমৌ রাষ্ট্রে রথাজগ্রামকালয়ো'রিত্যি ভূরি। চক্রধরা বাহৌ চক্রাক্ষিতা বৈষ্ণবা বা।

কামচারী বহু রাক্ষসবৃন্দে পরিবেষ্টিত বিভীষণকে 'অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করিবার জন্য আগমন করুন' বলিয়া নিমন্ত্রণ কর ॥ ১৫ ॥

পৃথিবীতে আমার হিতার্থী য়ে সকল রাজা আছেন, তাঁহারা সকলে অনুচর-গণের সহিত সর্বোত্তম অশ্বমেধ যজ্ঞ দর্শন করিবার জন্য শীঘ্র আগমন করুন ॥ ১৬ ॥

হে লক্ষ্মণ, দেশান্তরে অবস্থিত য়ে সকল ধর্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ আছেন তাঁহাদের সকলকেও অশ্বমেধ যজ্ঞ দেখিবার জন্য নিমন্ত্রণ কর ॥ ১৭ ॥

মহামতে লক্ষ্মণ, য়ে সমস্ত দেবর্ষি এবং ব্রহ্মর্ষি আছেন, তাঁহাদিগকে এবং সপ্তর্ষিগণের সহিত মহাত্মা সিদ্ধগণকে ও শিষ্যগণের সহিত ঋষিদিগকে আহ্বান কর ॥ ১৮ ॥

১। হ 'মহাবাহুঃ প্রাপ্তো লঘুবিক্রমঃ'। ২। হ '-ভাশ্চিব'। ৩। হ '-গতান্তথা'। ৪। হ 'ক্ষিপ্ৰং'। ৫। অতঃ পরং হ 'দ্বিজা বৈখানসাঃ সাখ্যা বালখিল্যা মরোচিপাঃ। আহুয়ন্তাং মহাত্মানো নাকপৃষ্ঠাংগহর্ষয়ঃ'। ইত্যধিকম্। ৬। অতঃ পরং হ 'দেশান্তরগতা য়ে চ সদায়াঃ পরমর্ষয়ঃ। শত্রুঘ্নশ্চাপি তেজস্বী সদায়াঃ হুমহাবাণাঃ। আহুয়ন্তাং মহাবাহুঃসেধননুত্তমম্'। ইত্যধিকম্।

যজ্ঞবাটশ্চ স্মহান্ গোমত্যাং নৈমিষে বনে ।

লক্ষণ ক্রিয়তাং সাধু তন্ধি পুণ্যং তপোবনম্ ॥ ১৯ ॥

আজ্ঞাপ্যস্তাং স্ননিপুণাঃ শিল্পিনো বৈশ্বকর্ষ্মহু ।

শতং শতসহস্রাণাং বলিনাঞ্চ বপুস্বতাম্ ॥ ২০ ॥

অযুতং তিলমুদাস্ত গচ্ছত্বগ্রে মহাবল ।

দশকোটিঃ স্ববর্ণস্ত হিরণ্যস্ত দশোত্তরাঃ ॥ ২১ ॥

মাষাদীনাং তথান্নেযামনস্তং নীয়তাং তথা ।

আজ্ঞাপ্যতাক তৎ সর্বং যদ বশিষ্ঠায় রোচতে ॥ ২২ ॥

১৯। লো-টী। যজ্ঞবাটো যজ্ঞস্থানম্। 'বাটো মার্গে বৃত্তো স্থানে বাটী তু গৃহনিষ্কুটে ইতি ভূরি०।

২০। লো-টী। বাহঃ বিংশতিধারীকঃ। 'বাহো বিংশতিধারীকঃ কথ্যতে মানবেদিতি'-রিত পুরাণম্। গতমিতি বা পাঠঃ। বপুস্বতামুচ্ছলানাম্।

২১-২২। লো-টী। তিলমুদাস্ত তিলস্ত মুদাস্ত চ অযুতং বাহ ইত্যম্বয়ঃ। অগ্রে প্রথমং সমাহিতং সম্যক্ শকটাদিষু আহিতম্। গোধূমাদীনাঞ্চ অযুতং বাহ ইত্যম্বয়ঃ। তৈলমুদম্ অম্লরূপং অন্নাত্মরূপম্। 'তৈলপূ'মিতি পাঠে তৈলসমূহম্। স্ববর্ণস্ত পরিমিতস্ত দশকোটো নীরস্তাং হিরণ্যস্ত অপরিমিতস্ববর্ণস্ত চ দশ কোটিঃ। কিংভূতাঃ? দশোত্তরাঃ, উক্তসংখ্যায় অপি দশ দশগুণা উত্তরাণি অধিকানি যাসাং তাঃ। কচিৎ 'স্ববর্ণকোটীর্কল্পা হিরণ্যস্ত শতোত্তরা' ইতি পাঠে বহুলা দশ শতমুত্তরমধিকং যাসাং তাঃ, রত্নাদীনামনস্তং তথান্নেযাং বস্বাদীনাঞ্চ। শিষ্টায় সাধুজ্ঞানায়।

লক্ষণ, গোমতীতীরে নৈমিষারণ্যে বিশাল যজ্ঞভূমি উৎকৃষ্টভাবে নিৰ্ম্মাণ কর, সেই নৈমিষারণ্য পবিত্র তপোবন ॥ ১৯ ॥

তথায় বলিষ্ঠ প্রশস্ত-দেহধারী লক্ষ লক্ষ স্ননিপুণ শিল্পীদিগকে গৃহনিৰ্ম্মাণকার্য্য করিতে আদেশ কর ॥ ২০ ॥

হে মহাবীর, অযুতসংখ্যক বলীবর্দ আমাদের যাইবার পূর্বে তিল এবং মুগ বহিয়া যাউক এবং দশ কোটি স্ববর্ণমুদ্রা ও শত কোটি স্বর্ণখণ্ড প্রেরণ কর ॥ ২১ ॥

মাসকলাই প্রভৃতি অগ্ন্যাজ্ঞা দ্রব্য অপরিমিতভাবে প্রেরণ কর এবং বশিষ্ঠদেবের

১। হ 'ধনম্'। ২। হ 'বাহসহস্রাণাং তত্ত্বলানাম্'। ৩। হ '-মূলানাম্'। ৪। হ 'সমাহিতম্'। ইত্যঃ পাদচতুষ্টয় স্থানে 'গোধূমানাং মহারাণাং মাষাণাং লবণস্ত চ। অম্লরূপক তৈলস্ত যুতকৈব বিধীয়তাম্। স্ববর্ণকোটীর্কল্পা হিরণ্যস্ত শতোত্তরাঃ। অগ্নতো ভরতঃ কৃষ্ণাঃ স্নানাত্ম লবুবিফ্রমঃ'। ইতি পাঠঃ। ৬। অতঃ পরং হ 'অলংকৃত্য ভূতাঃ কস্তাঃ সান্তপুরুষারিকা' ইত্যধিকম্।

অগ্রতো ভরতঃ কৃৎস্না গচ্ছতাং লঘুবিক্রমঃ ।

চত্বর্যাপণবীথীশ্চ সৰ্ববাংশ্চ নটনৰ্ত্তকান্ ॥ ২৩ ॥

নৈগমান্ বালবৃদ্ধাংশ্চ বৃদ্ধা যে চ দ্বিজাতয়ঃ ।

কৰ্ম্মাস্তিক্যাংশ্চ কুশলান্ শিল্পিনশ্চ সুপণ্ডিতান্ ॥ ২৪ ॥

মম মাতৃসুত্থা সৰ্ব্বাঃ সান্তঃপুরকুমারিকাঃ ।

পত্নীক কাঞ্চনময়াং দীক্ষিতাং যজ্ঞকৰ্ম্মণি ।

অগ্রতো ভরতঃ কৃৎস্না যাতু শীঘ্রমরিন্দম ॥ ২৫ ॥

ইত্যার্ষে বায়ীকীরে রামায়ণে আদিকাণ্ডে উত্তরকাণ্ডে অশ্বমেধারন্তো নাম  
অষ্টনবতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৯৮ ॥

২৩। লো-টী। চত্বরম্ আপণবীথীশ্চ আপণঃ পণ্যবীথিকাঃ তদ্বহনানাং জনানাং বীথীঃ  
পণ্ডিতীঃ। 'বীথী পক্ষেণ গৃহাঙ্গে চ রূপকাস্তরবস্বনো'রিতি কোষঃ।

২৪। লো-টী। কৰ্ম্মাস্তিক্যান্ কাৰ্ঘ্যিণঃ। যদ্বা, কৰ্ম্ম অস্তিক্যাং চূলাং ঘেষাং তান্।  
অশ্বমেধারন্তঃ ॥ ৯৮

ইচ্ছানুযায়ী সমস্ত কার্য্য করিতে আদেশ কর ॥ ২২ ॥

দোকানপাটের সহিত জনগণ (দোকানদার ও বিক্রেতৃগণ) নট, নর্ত্তক,  
পুরবাসী বালক-বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণ, দক্ষ পাচকগণ, সুপণ্ডিত শিল্পিগণ, আমার  
মাতৃবৃন্দ, অন্তঃপুরস্থ সমস্ত কুমারীবৃন্দ এবং যজ্ঞকার্য্যে দীক্ষিতা সুবর্ণময়ী সীতার  
প্রতিকৃতি,—এই সকল সঙ্গে লইয়া দ্রুতগামী ভরত সহর অগ্রে গমন  
করুক ॥ ২৩-২৫ ॥

নব্বি বায়ীকিপ্রণীত আদিকাণ্ডে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে অশ্বমেধারন্ত-নামক  
৯৮তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯৮ ॥

১। অন্তঃ পণ্যঃ হ 'চেলানানামখ্যাত্তেবানন্তঃ নীরতাং তথা' ইত্যধিকম্। ২। ক 'অত্বর্যাপণ'।  
৩। হ 'সৰ্ব্বান্ স'। ৪। হ 'যে চাক্তে চ'। ৫। হ '-রাকাঃ'। ৬। হ '-কৰ্ম্মহ'।

(৯৯) নবনবতিতমঃ সর্গঃ

তৎ সৰ্বং সংবিধায়াশ্চ প্রস্থাপ্য ভরতঃ নৃপঃ ।

হয়ং লক্ষণসম্পন্নং কৃষ্ণসারং ব্যমোচয়ৎ ॥ ১ ॥

ঋত্বিগ্ভিলক্ষণকৈব হয়স্তা বিনিযুক্ত্য চ ।

ততো জগাম কাকুৎস্থো মাসমাত্রেণ নৈমিষম্ ॥ ২ ॥

যজ্ঞবাটং মহাবাহুদৃষ্ট্য চ পরমাত্মতম্ ।

প্রহর্ষমতুলং লেভে শ্রীমানিতি চ সৌহত্রবোৎ ॥ ৩ ॥

বসতো নৈমিষে তস্ত সৰ্ব্ব এব নরাধিপাঃ ।

আজগ্মুস্তে স্বরাষ্ট্রেভ্যস্তান্ রাজা প্রত্যপূজয়ৎ ॥ ৪ ॥

১-২ । লো-টা । হয়ং কৃষ্ণসারং মুগন্ধ বিধিবলাদমোচয়ৎ । যদ্বা, কৃষ্ণং কৃষ্ণবর্ণং সারং বলবন্তঞ্চ । কিং কৃত্বা তদাহ—ঋত্বিগ্ভিঃ সহ হয়স্তা লক্ষণং লক্ষণং বিনিযুক্ত্য জ্ঞাত্বা । যদ্বা, লক্ষণং জ্ঞাতবং হয়স্তা রক্ষণে বিনিযুক্ত্য ঋত্বিগ্ভিঃ সহ নৈমিষং জগামেত্যাবয়ঃ ।

৩ । লো-টা । শ্রীমান্ ভরত ইতি শেষঃ ।

৪ । লো-টা । বসতঃ সতঃ ।

রাজা রামচন্দ্র শীঘ্র সেই সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া ভরতকে প্রেরণ করত ঋত্বিগ্-গণের সহিত অশ্বের লক্ষণ অবগত হইয়া সুলক্ষণাক্রান্ত কৃষ্ণবর্ণ বলিষ্ঠ অশ্ব মোচন করিলেন এবং তার পর একমাস পরে নৈমিষারণ্যে গমন করিলেন ॥ ১-২ ॥

মহাবাহু রামচন্দ্র পরম বিশ্বয়কর যজ্ঞভূমি দর্শন করিয়া অতুল আনন্দ লাভ করিলেন এবং ‘সুন্দর হইয়াছে’ এই কথা বলিলেন ॥ ৩ ॥

তিনি নৈমিষারণ্যে বাস করিতে লাগিলেন, সমস্ত নরপতিগণই স্ব স্ব রাজ্য হইতে তাঁহার নিকট আগমন করিলেন এবং তিনি তাঁহাদিগকে ( অভ্যর্থনা ) করিলেন ॥ ৪ ॥

১ । হ ‘স বি’ । ২ । হ ‘তদা’ । ৩ । হ ‘-ণং সার্দ্ধ’ । ৪ । হ ‘সঃ’ । ৫ । হ ‘অধাগচ্ছত কাকুৎস্থঃ সহস্রবন্ত’ । ৬ । হ ‘দৃষ্ট্য’ । ৭ । হ ‘সাধু সাধিত চাত্রবোৎ’ । ৮ । হ ‘নৈমিষে বসন্তত’ ।

তেষাং শয্যা মহার্হাশ্চ পার্থিবানাং মহাত্মনাম্ ।

সানুগানাং নিবেশার্থাদিদেশ মহাবলঃ ॥ ৫ ॥

অন্নপানানি বস্ত্রাণি সর্বোপকরণানি চ ।

ভরতঃ সহশক্রয়ো নিযুক্তো রাজপুজনে ॥ ৬ ॥

বানরাশ্চ মহাত্মানঃ সুগ্রীবসহিতাঃ সমম্ ।

পরিবেষক বিপ্রাণাং প্রয়তাঃ সংপ্রচক্রিরে ॥ ৭ ॥

বিভীষণশ্চ রক্ষোভির্বহুভিঃ সুসমাহিতাঃ ।

ঋষীণামুগ্রতপসাং কিঙ্করঃ সমতিষ্ঠত ॥ ৮ ॥

এবং স বিহিতো যজ্ঞো হয়মেধঃ প্রবর্তিতঃ ।

লক্ষ্মণেনাভিসংপ্রাপ্তো যথা শক্রস্য ধীমতঃ ॥ ৯ ॥

৫। লো-টী। শেষতে তিষ্ঠন্তি অসু ইতি শয্যা: শীলা: ( শিলা: ? )। পানং পেয়ং সানুগানাং রাজ্যাম্।

মহাবলশালী রামচন্দ্র অনুচরবর্গের সহিত সেই মহাত্মা নৃপতিগণের শয়নার্থে মহামূল্য শয্যা এবং অন্ন, পানীয়, বস্ত্র ও অন্যান্য সমস্ত উপকরণ প্রদান করিতে আদেশ করিলেন। শক্রের সহিত ভরত রাজগণের পরিচর্যায় নিযুক্ত হইলেন ॥ ৫-৬ ॥

মহাত্মা বানরগণ পবিত্র হইয়া সুগ্রীবের সহিত একযোগে ব্রাহ্মণদিগকে পরিবেষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৭ ॥

রাক্ষসগণের সহিত বিভীষণ সমাহিত হইয়া উগ্রতপা ঋষিগণের ভূত্যের কার্য্য করিতে লাগিলেন ॥ ৮ ॥

এইরূপে লক্ষ্মণকর্তৃক প্রবর্তিত সেই বৈধ অশ্বমেধযজ্ঞ ধীমান্ ইন্দ্রের যজ্ঞের

১। হ 'আসনানি নিবেশাংস্ শয্যাশ্চৈব'। ২। হ 'নৃপজ্যেষ্ঠো ব্যাদিশং সর্বমুত্তমম্'। ৩। হ 'যথোচিত-মখো দদৌ'। ৪। হ '-ভাষ্ট্রম্'। ৫। হ '-বেশক'। ৬। হ '-সু:'। ৭। হ 'সমপত্ত'। ৮। হ 'হবি-'। ৯। হ 'বক্ষ: সোহব-'। ১০। হ 'প্রবর্ততে'। ১১। হ '-নাপি শুণ্ডোহসৌ হরো জ্ঞানেন ধীমতা'।

নান্যঃ শব্দোহভবৎ তস্মিন্মথমেধে মহাত্মনঃ ।

দীয়তাং ভূজ্যতাক্কেতি পীয়তাং লেহতামিতি ॥ ১০ ॥

এবং শতসহস্রাণাং ভক্ষ্যভোজ্যমুত্তমম্ ।

রাক্ষসৈর্বানরৈশ্চৈব দত্তমেব হৃদৃশ্যত ॥ ১১ ॥

নাশুর্বাসাস্ত্রাস্ত্রাসীম দানো ন চ কৰ্ষিতঃ ।

তস্মিন্ যজ্ঞবরে রাজ্ঞো হৃষ্টপুষ্টজনাবৃতৈ ॥ ১২ ॥

যে চ তত্র মহাত্মানো মুনয়শ্চিরজীবিনঃ ।

বিস্মিতাস্তেহপি তাং দৃষ্ট্বা রাজ্ঞো যজ্ঞক্ৰিমুত্তমাম্ ॥ ১৩ ॥

রজতস্ত্র সুবর্ণস্ত্র রত্নানামথ বাসসাম্ ।

অনিশং দীয়মানানাং নাস্তুঃ সমুপলক্ষ্যতে ॥ ১৪ ॥

১২। লো-টী। ন চ কৰ্ষিতঃ লোভেন, বপ্পকৰ্ষিত' ইতি পাঠে বাপ্পং লোভন্তেন কৰ্ষিতঃ। 'বাপ্পমুয়গি লোভে চ' ইতি কোষঃ।

তায় অতুষ্টিত হইতে লাগিল ॥ ৯ ॥

মহাত্মা রামচন্দ্রের অশ্বমেধযজ্ঞে “দান কর, ভোজন কর, পান কর এবং লেহন কর” ইহা ছাড়া অন্য কোন শব্দ শোনা যায় নাই ॥ ১০ ॥

দেখা গেল, এইরূপে রাক্ষস এবং বানরগণ লক্ষ লক্ষ লোককে উত্তম উত্তম ভক্ষ্য এবং ভোজ্য দান করিতেছেন ॥ ১১ ॥

হৃষ্টপুষ্ট-জনাকীর্ণ মহারাজের সেই উত্তম যজ্ঞে কেহ মলিনবস্ত্রপরিহিত, দীন অথবা দুঃখিত ছিল না ॥ ১২ ॥

যে সকল চিরজীবী মহাত্মা মুনীগণ সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারাও মহারাজের উত্তম যজ্ঞসম্পাদ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন ॥ ১৩ ॥

সুবর্ণ, রৌপ্য, রত্ন ও বস্ত্রসকল নিরন্তর প্রদত্ত হইতে থাকিলেও উহাদের শেষ লক্ষিত হইল না ॥ ১৪ ॥

১। হ '-নৃ হয়মেধে'। ২। হ 'ভক্ষ্যতা-'। ৩। হ 'ভক্ষ্যতা-'। ৪। হ '-মেধোপদৃষ্টতে'। ৫।

হ 'নামরংতাশুং যজ্ঞঃ ন চ দৃষ্টং কথঞ্চন'।

ନ ଶକ୍ରଂ ନ ସୋମଂ ଯମଂ ବରୁଣଂ ବା ।

ଅଭବତ୍ତାଦୃଶୋ ଯଞ୍ଜୋ ରାଘବଂ ଷ୍ଠାବିଧଃ । ୧୫ ॥

ସର୍ବତ୍ର ବାନରାଃ ପ୍ରେଷ୍ଠାଃ ସର୍ବତ୍ରୈବ ଚ ରାକ୍ଷସାଃ ।

ବହ୍ମପାନୈର୍ବିବିଧୈରଦୃଶ୍ୟଂ ସମସ୍ତତଃ ॥ ୧୬ ॥

ଈଦୃଶୋ ରାଜସିଂହଂ ଯଜ୍ଞଃ ପରମତାମ୍ବରଃ ।

ଅହୀନଃ ସର୍ବକରୈଃ ସଂବଂସରମବର୍ତ୍ତତ ॥ ୧୭ ॥

ଇତ୍ୟାର୍ଥେ ବାନ୍ଧବୀକୀୟେ ରାମାୟଣେ ଆଦିକାବ୍ୟୋ ଉତ୍ତରକାଣ୍ଡେ ଷଙ୍ଗସମୃଦ୍ଧିବର୍ଣ୍ଣନଂ ନାମ  
ନବନବତ୍ତିତମଃ ସର୍ଗଃ ॥ ୧୧ ॥

୧୫ । ଲୋ-ଟୀ । ଷ୍ଠାବିଧୋ ଷାଦୃଶଃ ।

୧୬ । ଲୋ-ଟୀ । ବହ୍ମପାନୈର୍ବିଶିଷ୍ଟାଃ । ‘ବହ୍ମପାନଧନଦାଃ କାମତୋ ଲୋକବାସିନା’ମିତି  
ବା ପାଠଃ ।

୧୭ । ଲୋ-ଟୀ । ପରମତାମ୍ବରଃ ମହୋଞ୍ଜଲଃ ସର୍ବକରୈଃ, ସର୍ବୋପକରୈଃ ।

ଷଙ୍ଗସମୃଦ୍ଧିବର୍ଣ୍ଣନମ୍ ॥ ୧୧ ॥

ରାମଚନ୍ଦ୍ରେର ଯଜ୍ଞ ଯେରୂପ ହଇଯାହିଲ, ଇନ୍ଦ୍ର, ଚନ୍ଦ୍ର, ଯମ ବା ବରୁଣେର ଯଜ୍ଞଓ ସେରୂପ  
ହୟ ନାହି ॥ ୧୫ ॥

ଚତୁର୍ଦ୍ଦିକେ ଦେଖା ଯାହିତ ଯେ, ନାନାବିଧ ଗ୍ରହର ଅଗ୍ନି ଏବଂ ପାନୀୟ ଲଇୟା ସର୍ବତ୍ରହି  
ବାନର ଏବଂ ରାକ୍ଷସଗଣ ପ୍ରେରିତ ହଇତେଛେ ॥ ୧୬ ॥

ସେହି ରାଜସିଂହ ରାମଚନ୍ଦ୍ରେର ଏହିରୂପ ପରମୋଞ୍ଜଲ ସମସ୍ତ ଉପକରଣସମନ୍ୱିତ ଯଜ୍ଞ  
ଏକ ବଂସର ଧରିୟା ଅଛୁଛିତ ହଇଲ ॥ ୧୭ ॥

ମହର୍ଷି ବାନ୍ଧବୀକିପ୍ରଣୀତ ଆଦିକାବ୍ୟା ରାମାୟଣେର ଉତ୍ତରକାଣ୍ଡେ ଷଙ୍ଗସମୃଦ୍ଧିବର୍ଣ୍ଣନ-ନାମକ

୧୧ତମ ସର୍ଗ ସମାପ୍ତ ॥ ୧୧ ॥

(১০০) শততমঃ সর্গঃ

বর্তমানে তথা তস্মিন্ বাজিমেধে মহাক্রতো ।

আজগামাশু বাল্মীকিঃ সশিষ্যো যজ্ঞসম্মিধিম্ ॥ ১ ॥

স দৃষ্ট্বা দিব্যসঙ্কশং ক্রতুমদ্রুতদর্শনম্ ।

ঋষিবাসেষু পুণ্যেষু বাসং সমুপচক্রমে ॥ ২ ॥

ততঃ সম্পূজিতো রাজ্ঞা মুনিভিঃ মহাত্মাভিঃ ।

বাল্মীকিঃ স্মমহাতেজা ন্যবসৎ পরমাত্মবান্ ॥ ৩ ॥

স শিষ্যাবত্রবোদ্ হৃষ্টঃ কুমারো দেবরূপিণো ।

কুৎসং রামায়ণং কাব্যং গীয়তাং পরয়া মুদা ॥ ৪ ॥

২। লো-টা। অদ্রুতদর্শনমাস্চ্যাক্ষপম্। বাসং বসতিম্।

৩। লো-টা। পরমাত্মবান্ পরমবুদ্ধিমান্, অতস্ক্রিতৌ নিরলসৌ।

সেইরূপে সেই অশ্বমেধনামক মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইতে থাকিলে বাল্মীকি শিষ্যগণের সহিত সত্তর যজ্ঞসমীপে আগমন করিলেন ॥ ১ ॥

তিনি সেই দিব্য এবং অদ্রুতদর্শন যজ্ঞ দেখিয়া ঋষিগণের পবিত্র আশ্রমমধ্যে বাস করিতে লাগিলেন ॥ ২ ॥

স্মমহাতেজাঃ পরম বুদ্ধিমান্ বাল্মীকিমুনি মহারাজ রামচন্দ্র এবং মহাত্মা মুনিগণকর্তৃক পূজিত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৩ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি আনন্দিত হইয়া দেবকুমারতুলা [ লব এবং কুশ নামক ] শিষ্যদ্বয়কে বলিলেন,—পবিত্র ঋষিগণের আশ্রমে, ব্রাহ্মণদিগের গৃহে, সাধারণ পথে,

১। হ 'নাথ'। ২। হ 'বজ্র-'। ৩। হ 'মুখোদ্'। ৪। হ 'স পু-'। ৫। হ '-মিনঃ গায়তা-

বিজ্ঞানিনিতো'।



ঋষিবাসেষু পুণ্যেষু ব্রাহ্মণাবসথেষু চ ।

রথ্যাহ রাজমার্গেষু পার্শ্ববান্ গৃহেষু চ ॥ ৫ ॥

রামস্ত ভবনদ্বারি যত্র কৰ্ম প্রবর্ততে ।

উদারেষু তথাত্মেষু সঙ্গমেষু বিশেষতঃ ॥ ৬ ॥

ইমানি ফলমূলানি স্বাদুনি চ শুভানি চ ।

গিরিভ্যঃ সমুপাত্তানি ভক্ষং ভক্ষং প্রণীয়তাম্ ॥ ৭ ॥

ন যাচেতং কচিৎ কিঞ্চিদ ভক্ষয়িত্বা হ্রিদং ফলম্ ।

মূলঞ্চ পরমোদারং যুবাং চৈব ন হ্যস্তথঃ ॥ ৮ ॥

যদি বাহুয় রামো বা শৃণুয়াৎ স মহারথঃ ।

মহর্ষিষু গরিষ্ঠেষু ততো গেয়ং বিশেষতঃ ॥ ৯ ॥

৫। লো-টা। রথ্যাহ প্রতালীষু দ্বারবন্ধেষ্টিত্যর্থঃ।

৬। লো-টা। সঙ্গমেষু জনসমাজেষু।

৭। লো-টা। সমুপাত্তানি আনীতানি।

৮। লো-টা। হে পরমোদারো ভাবান্ ফলমূলাহারম্ভাবান্ ন হ্যস্তথঃ ন ত্যক্তাং, অতোহক্লৈদং ন ভোক্তাং ইত্যর্থঃ। অত্র 'মূলঞ্চ পরমোদারমক্লৈদং নিরস্ততা'মিতি পাঠে অক্লৈদং মূলমপি। নিরস্ততাং ত্যক্তাতাম্।

রাজপথে, রাজাদিগের গৃহে, রামচন্দ্রের গৃহদ্বারে, যজ্ঞস্থলে এবং বিশেষ করিয়া অন্যান্য উদার জনসমাজে পরম আনন্দে সমগ্র রামায়ণ কাব্য গান কর ॥ ৪-৬ ॥

পর্বত হইতে আহৃত এই সকল পবিত্র সুস্বাদু ফলমূল ভক্ষণ করিতে করিতে গান করিও ॥ ৭ ॥

এই পরমোৎকৃষ্ট ফল ও মূল ভক্ষণ করিয়া তোমরা কোথাও কিছু প্রার্থনা করিও না এবং ইহা (এই ফলমূলাহার) পরিত্যাগ করিও না ॥ ৮ ॥

যদি মহারথ রামচন্দ্র গরিষ্ঠ মহর্ষিগণमध्ये আহ্বান করিয়া তোমাদের গান

১। হ 'বুথেষু'। ২। হ 'বাবসথেষু চ'। ৩। হ 'কচিৎ কিঞ্চিদ'। ৪। হ 'তু ক্লৈতানি প্রণীয়তাম্'।

৫। চ '-ভাং'। ৬। হ '-রো'। ৭। হ 'ভবাংস্তথঃ'। ৮। হ 'চাহুয় বাং রামঃ'। ৯। হ '-বৃ পবিত্রে'। ১০। হ 'ভা'।

দিবসে বিংশতিঃ সর্গা গেয়া মধুরয়া গিরা ।

প্রমাণৈর্বহুভিস্তত্র যথোদ্ভিষ্টং ময়া পুরা ॥ ১০ ॥

ইদং কাব্যং ময়া প্রোক্তং ভবন্ত্যাং শ্রাবিতং মহৎ :

লোকা যাবদ্ধরিশ্রুস্তি তাবদ্ গেয়ং ভবিষ্যতি ॥ ১১ ॥

উৎপৎস্বস্তে চ যে লোকে কবয়শ্চিত্রবুদ্ধয়ঃ ।

পৃষ্ঠতন্তেহনুগাস্তস্তি ময়া ভুবি যদীরিতম্ ॥ ১২ ॥

যে চৈতদ্বহু মংস্বস্তে যে চ শ্রোয়স্তি মানবাঃ ।

অস্মিন্ন্লোকে স্মৃৎ প্রাপ্য যাস্তস্তি পরমাং গতিম্ ॥ ১৩ ॥

১০। লো-টী। প্রমাণৈর্বহুভিঃ বহুভিঃ প্রকারৈঃ ময়া দিব্যং চরিতং যথোদ্ভিষ্টং তথৈব  
তৎ প্রোক্তং গীয়তামিতার্থঃ ।

[ লো-টী। ] আর্থং যৎ স্ববিপ্রোক্তং উন্মীলনং কাব্যস্ত প্রকাশনমিতার্থঃ ।

১১। লো-টী। ধরিশ্রুস্তি প্রাণানিতি শেষঃ ।

১২। লো-টী। চিত্রবুদ্ধয়ঃ উত্তমবুদ্ধয় ইত্যর্থঃ ।

শ্রবণ করেন, তবে বিশেষ যত্নের সহিত গান করিবে ॥ ৯ ॥

আমি পূর্বের নানাপ্রকারে যেরূপ উপদেশ দিয়াছি, তোমরা তদনুসারে  
প্রত্যহ মধুরস্বরে দিনে বিংশতি সর্গ গান করিবে ॥ ১০ ॥

আমার রচিত এই মহাকাব্য তোমরা শুনাইবে, যতদিন পর্যন্ত জগৎ থাকিবে,  
ততদিন [ জগতে ] ইহার গান হইতে থাকিবে ॥ ১১ ॥

বিচিত্রবুদ্ধিসম্পন্ন যে-সমস্ত কবিগণ ভবিষ্যতে জগতে জন্মগ্রহণ করিবেন,  
তাহারা পরে আমার এই রচনা পৃথিবীতে [ নানাভাবে ] গান ( প্রচার )  
করিবেন ॥ ১২ ॥

যে-সমস্ত মানবগণ এই মহাকাব্যের সমাদর করিবে এবং যাহারা ইহা শ্রবণ  
করিবে, তাহারা ইহালোকে সুখভোগ করত [ অস্ত্রে ] পরমগতি লাভ করিবে ॥ ১৩ ॥

১। চ 'বিশকান্ সর্গান গায়তাং পরয়া' অতঃ পরং 'রামস্ত চরিতং দিব্যং সীতারাম লক্ষ্মণস্ত চ । সবলস্ত  
সপুত্রস্ত বিনাশং রাবণস্ত চ' ইত্যধিকম্ । ২। চ 'ভিঃ প্রোক্তং' । ৩। চ 'পুরা ময়া' । ৪। ইতঃ  
শ্লোকত্রয়ং হ্যনং চ 'আমর্থত স্ববিপ্রোক্তং লোকে স্মাদ্গায়নং মহৎ । আধায়ঃ সর্বকাব্যানাং নদীনামিব সাগরঃ । যে  
চৈতদ্বহু মংস্বস্তে যে বা শ্রোয়স্তি মানবাঃ । তস্মিন্ কালে স্মৃৎ প্রাপ্য যাস্তস্তি পরমাং গতিম্ । তদ্বহু গীয়তাং যৎসৌ  
আখ্যাতক মহীপতিঃ' । ইতি পাঠঃ ।

লোভশ্চ বাং ন কর্তব্যঃ স্বল্পোহপি ধনকাজ্জয়া ।

নিধনৈঃ ফলমূলশ্চ বস্তব্যমাশ্রমে সদা ॥ ১৪ ॥

যদি পৃচ্ছেত্তু কাকুৎস্থো রাজা কস্ম যুবামিতি ।

বাল্মীকিশিষ্যাবামিত্যথ বাচ্যঃ স পুত্রকৌ ॥ ১৫ ॥

ইমান্তদ্বীঃ স্মমধুরাঃ স্থানং বা পূর্বদর্শনম্ ।

মুচ্ছ'য়িত্বা স্মমধুরং ততো গেষং নৃপাত্ততঃ ॥ ১৬ ॥

আদি প্রভৃতি গেষং তু ন চাবজ্জায় পার্থিবম্ ।

পিতা হি সর্বভূতানাং রাজা ভবতি ধর্মতঃ ॥ ১৭ ॥

[ লো-টী। ] আশ্রমপদে বানপ্রস্থশ্রমে ফলমূলং সমাহিতং সম্যক্ আ সমস্তাং হিতং বস্তু তস্মিন্ ।

১৬। লো-টী। মধুরা মধুবংশজনকত্বাৎ, শ্রদ্ধা মনোহরাঃ নারদযোজিতাঃ নারদেনেব যোজিতাঃ । 'তা মে বাং পূর্বদর্শিতা' ইতি পাঠে মে ময়া বাং যুবাং পূর্বং দর্শিতাঃ শিক্ষিতাঃ ।

১৭। লো-টী। আদৌ প্রভৃতি 'আত্মপ্রভৃতি' ইতি বা পাঠঃ ।

✓ তোমরা ধনকাজ্জয়া স্বল্পমাত্রও লোভ করিবে না, অর্থ না লইয়া ফল-মূল ভোজন করত সর্বদা আশ্রমে বাস করিবে ॥ ১৪ ॥

বৎসগণ, যদি মহারাজ কাকুৎস্থ রামচন্দ্র তোমাদিগকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন, তবে তাঁহাকে বলিবে যে 'আমরা বাল্মীকির শিষ্য' ॥ ১৫ ॥

তোমরা [ অগ্রে ] এই স্মমধুর বীণা-তন্ত্রী এবং পূর্বোপদিষ্ট স্বরস্থান সংমুচ্ছিত করিয়া ( অর্থাৎ আরোহ-অবরোহক্রমে সুর যোজনা করিয়া ) তার পর মহারাজের সম্মুখে স্মমধুরভাবে গান করিবে ॥ ১৬ ॥

রাজা ধর্মতঃ সমস্ত প্রাণীর পিতা, সূতরাং মহারাজকে অবজ্ঞা না করিয়া [ তাঁহার নিকট ] প্রথম হইতেই গান করিবে ॥ ১৭ ॥

১। হ 'স্তাবর'। ২। হ '-বাং জা-'। ৩। হ '-চ্চ'। ৪। হ 'যুবাং'। ৫। হ 'হৃতাবিতি'। ৬। হ 'বস্তব্যঃ স 'তু' বাল্মীকিঃ শিষ্যবিতোব বালকৌ'। ৭। হ 'ইমাং তদ্বী'। ৮। হ '-রাং পূরা নারদদর্শিতাঃ'। ৯। হ 'পায়েতাং তদনন্তরম্'। ১০। হ 'আদৌ প্রভৃতি গাতব্যং'। ১১। অতঃ পরং হ 'বাল্মীকিঃ পরমোদারশ্রদ্ধামানীয়াবশাঃ'। ইত্যধিকম্ ।

তদ যুবাং হৃষ্টমনসৌ শ্বঃ প্রভাতে সমাহিতৌ ।

গায়ন্তং মধুরং গেয়ং তন্ত্রীলয়সমন্বিতম্ ॥ ১৮ ॥

ইতি সন্দিগ্ধা বহুধা মুনিঃ প্রাচেতসঃ শুভম্ ।

বান্মৌকিঃ পরমোদারস্তৃষ্ণীমাস্মহাযশাঃ ॥ ১৯ ॥

ইত্যার্ষে বান্মৌকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে কুশলবাহুশাসনং নাম

শততমঃ সর্গঃ ॥ ১০০ ॥

১৮। লো-টী। তন্ত্রীবীণাশ্রুণঃ তত্র যো লগ্নো মূর্ছা তেন সন্ধিতং গেয়ং গীতম্ ।

১৯। লো-টী। প্রকৃষ্টং চেতৌ জ্ঞানং যন্ত সঃ প্রচেতাঃ স্বার্থে তৃণ, প্রচেতসঃ প্রকৃষ্টজ্ঞানী ।

[লো-টী।] ভৃগুপুত্রেন চাবনেন সংস্কৃতৌ সন্তৌ হবিগ্রহণায় যোগৌ কৃতৌ তথা এতাবপি গানে ।

কুশলবাহুশাসনম্ ॥ ১০০ ॥

তোমরা আগামী কল্য প্রভাতে সমাহিত হইয়া হৃষ্টচিত্তে তন্ত্রীলয়-  
সংযোগে স্নমধুরভাবে তাহা গান করিবে ॥ ১৮ ॥

মহাযশস্বী পরমোদার-চরিত প্রাচেতস বান্মৌকি মুনি এইরূপ বহু উপদেশ  
দিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন ॥ ১৯ ॥

মহর্ষি বান্মৌকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে কুশলবাহুশাসন নামক

১০০তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০০ ॥

১। হ 'তথেনি চাজ্ঞাং হ্রস্বে ভৌ যুবাং হৃষ্টমনসৌ'। ২। অন্তর্দ্বন্দ্ব হ্রস্বে... 'কুমারকৌ নিখায়  
বাণীমুখিতাভিভাং শুভাম্, সমুৎসুকৌ তাক্ সমুৎসুকীনাং যথাশিনৌ তৌ ভৃগুপুত্রসংস্কৃতৌ।' ইতি পাঠঃ ।

## (১০১) একাধিকশততমঃ সর্গঃ

ততো রজন্যাং ব্যাধায়াং স্নাতো হতহতাশনো ।

যথোক্তমুষণা পূর্বং তত্র তদ্রোভাগায়তাম্ ॥ ১ ॥

তাঞ্চ শুশ্রাব কাকুৎস্থঃ কথাং দিব্যাঙ্কুতোপমাম্ ।

অপূর্ব্যাং পাঠজাতিঞ্চ গেয়েন সমভিপ্সুতাম্ ॥ ২ ॥

স্বরৈশ্চ সপ্তভির্বন্ধাং তন্ত্রীলয়সমম্বিতাম্ ।

বালয়ো রাঘবঃ শ্রুত্বা কৌতূহলপরোহিতবৎ ॥ ৩ ॥

অথ কৰ্ম্মান্তরে রাজা সমাহুয় মহামুনিম্ ।

পার্শ্বিবাংশ্চ নরব্যাত্রঃ পণ্ডিতান্ নৈগমাংস্তথা ॥ ৪ ॥

১। লো-টী। ব্যাধায়াং প্রভাতায়াং হতো হতাশনো যাত্যাং তো ।

২। লো-টী। তাং পূর্বচর্যাং রামস্ত পূর্বাচরণম্ অপূর্বং যথা তথা। ‘অপূর্ব’মিতি বা পাঠঃ। পাঠঃ পঠনং তদ্ব্যক্তা জাতিশ্ছন্দো যত্র তাম্, ‘জাতিশ্ছন্দসি সামান্যে’ ইতি বিখঃ। গেয়েন গানেন সমভিপ্সুতাং ব্যাপ্তাম্।

৩। লো-টী। সপ্তভিঃ ষড়্জাদিভিঃ বন্ধাং নিবন্ধাম্।

৪-৭। লো-টী। কৰ্ম্মান্তরে কৰ্ম্মাবসরে। শব্দে শব্দশাস্ত্রে। কলামাত্রাবিভাবস্তান্

পরে রজনী প্রভাত হইলে তাঁহারা ( কুশ এবং লব ) স্নান এবং হোম করিয়া মহর্ষি বাল্মীকির পূর্বনির্দিষ্ট স্থানসমূহে গান করিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥

কাকুৎস্থ রামচন্দ্র সেই রমণীয় আশ্চর্য্যোপম অপূর্ব উচ্চারণ এবং ছন্দোযুক্ত সুর-লয়-সমম্বিত [ স্বীয় চরিত্র-] কথা ( সঙ্গীত ) শ্রবণ করিলেন ॥ ২ ॥

রামচন্দ্র সপ্তস্বরবদ্ধ তন্ত্রীলয়সমম্বিত বালকদ্বয়ের সেই গান শ্রবণ করিয়া কৌতূহলাক্রান্ত হইলেন ॥ ৩ ॥

পরে নরশ্রেষ্ঠ মহারাজ রামচন্দ্র কার্য্যের অবসরে মহামুনিগণ, নৃপতির্ষগ,

স্বর্যাণাং লক্ষণজ্ঞাং<sup>১</sup>চ উৎসুকান্ দ্বিজপুঙ্গবান্ ।

পদাঙ্করসমাসজ্ঞান্ শব্দে চ পরি<sup>২</sup>নিষ্ঠিতান্ ॥ ৫ ॥

কালমাত্রাবিভাবজ্ঞান্ জ্যোতিষে চ পরং গতান্ ।

ক্রিয়াকল্পবিদশ্চৈব তথা বাক্যবিদো দ্বিজান্ ॥ ৬ ॥

ভাষাজ্ঞান্ নিগমজ্ঞাং<sup>৩</sup>চ গীতনৃত্যবিশারদান্ ।

পৌরাণিকাং<sup>৪</sup>চ বিবিধান্ যে চ বৃদ্ধা দ্বিজাতয়ঃ ।

এতান্ সর্বান্ সমাহুয় গাতারৌ সমবেশয়ৎ ॥ ৭ ॥

উপবিষ্টা ঋষিগণা রাজানশ্চ মহৌজসঃ ।

পিবন্তু ইব চক্ষুর্ভ্যাং পশ্যন্তি স্ম কুশীলবৌ ॥ ৮ ॥

কলা শিল্পাদিঃ, তত্ত্বা মাত্রা অবয়বঃ, তদ্বিভাবনজ্ঞান্, অবয়বস্তু যাবতা পরিপুষ্টতা । যদ্বা, গীতস্ত  
রাগস্ত বা কলা অংশঃ, মাত্রা তত্ত্বা অপি অংশঃ, গীতরাগয়োরাংশাংশয়োক্তাবনজ্ঞানিতার্থঃ । যদ্বা,  
কলামাত্রয়ো রাগতদংশয়োবিভাবজ্ঞান্ পরিচয়জ্ঞান্ নির্ণয়জ্ঞানিতার্থঃ । ‘বিভাবঃ ত্রাৎ পরিচয়ে  
কামস্যোদ্ধীপনাদিহি’তি কোষঃ । পরং পারম্ । ক্রিয়াকলাবিদঃ ক্রিয়াবিদঃ কলাবিদশ্চ  
বোধায়নাদিকৃতকল্পসূত্রবিদশ্চ নিগদান্ গল্পপাঠশীলান্ বিবিধান্ নানাপুরাণজ্ঞানিতার্থঃ । এতান্  
সমাহুয় সমানীয় চেতি সাক্ষিচতুর্ভিরন্বয়ঃ ।

পণ্ডিতবৃন্দ, পুরবাসিবর্গ, স্বরলক্ষণাভিজ্ঞ সঙ্গীত-শ্রবণোৎসুক ব্রাহ্মণগণ, শব্দশাস্ত্র-  
বিশারদ পদ, বর্ণ ও সমাসাভিজ্ঞ কাল-মাত্রা-বিভাবজ্ঞ জ্যোতিষশাস্ত্রে পারদর্শী  
কার্যাজ্ঞ এবং কল্পসূত্রাভিজ্ঞ ও বাক্যবিদ ব্রাহ্মণগণ, ভাষাভিজ্ঞ বেদজ্ঞ নৃত্য-  
গীতবিশারদ বিবিধপুরাণজ্ঞ পণ্ডিতগণ এবং বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণ, ইহাদের সকলকে  
আনয়নপূর্বক গায়কযুগলকে প্রবেশিত করিলেন ॥ ৪-৭ ॥

ঋষিগণ এবং মহাতেজস্বী নৃপতিগণ উপবেশন করিয়া কুশীলবযুগলকে যেন  
নয়নযুগলদ্বারা পান করিয়াই অবলোকন করিতে লাগিলেন ॥ ৮ ॥

১। হ ‘জ্ঞাংস্ত’ । ২। হ ‘তথাজ্ঞান্’ । ৩। হ ‘কলা-’ । ৪। হ ‘পরি<sup>২</sup>নিষ্ঠিতান্’ । ৫। হ  
‘জনান্’ । ৬। হ ‘নিগমাংষ্টৈব’ । ৭। হ ‘যে চ পৌরাণিকা বৃদ্ধা বৃজ্ঞে’ । ৮। হ ‘এব’ । ৯। হ ‘মহাবলাঃ’ ।  
১০। হ ‘স্তম্’ ।

উচুঃ পরস্পরৈকৈব সৰ্ব্ব এব সমাগতাঃ ।

উভৌ রামস্ত সদৃশৌ বিশ্বাদ বিশ্বমিবোদ্ধতো ॥ ৯ ॥

জটিনৌ যদি ন স্মৃতাং ন বঙ্কলধরৌ যদি ।

বিশেষো নাধিগম্যেত অন্যো রাঘবস্ত চ ॥ ১০ ॥

তেষাং সংবদতামেবং শ্রোতৃণাং বিশ্বিতাঅনাম্ ।

গেয়মারেভতুস্তত্র তাবুভৌ মুনিদারকৌ ॥ ১১ ॥

ততঃ প্রবৃত্তং মধুরং গান্ধৰ্বমতিমানুষম্ ।

শ্লোকৈ রামায়ণং বন্ধং বিচিত্রপদমৰ্থবৎ ॥ ১২ ॥

প্রবৃত্তমাদিতঃ পূৰ্ব্বং সৰ্ব্বং নারদদর্শিতম্ ।

ততঃ প্রভৃতি সর্গাংশ্চ বিংশতিং তাবগায়তাম্ ॥ ১৩ ॥

৯। লো-টা। বিশ্বাধিহৌ প্রতিবিহৌ উদগতো জাতৌ।

১২। লো-টা। গান্ধৰ্বমেব গান্ধৰ্বং গীতম্। 'গান্ধৰ্বক স্বতং গীতং গান্ধৰ্বো দেবপুঙ্গব' ইতি ধ্বনিঃ। অতিমানুষমতিক্রান্তমানুষম্। তদেব বিবৃণোতি—শ্লোকৈরিতি।

১৩। লো-টা। নারদদর্শনং সর্গম্ আদিতঃ আদিং কৃত্বা।

সমাগত সকলে পরস্পর বলিতে লাগিলেন যে, বিশ্ব হইতে উদ্ধৃত প্রতিবিশ্বের শ্রায় ইহারা উভয়েই রামের অনুরূপ ॥ ৯ ॥

এই বালকদ্বয় যদি জটাধারণ এবং বঙ্কল পরিধান না করিত, তবে ইহাদের এবং রামচন্দ্রের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ করা যাইত না ॥ ১০ ॥

সেই শ্রোতৃবর্গ আশ্চর্য্যায়িত হইয়া এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে সেই মুনিবালকদ্বয় গান গাহিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১১ ॥

পরে আশ্চর্য্যজনক বিচিত্র পদ এবং অর্থযুক্ত শ্লোকবন্ধ অলৌকিক সুমধুর রামায়ণ-গান আরম্ভ হইল ॥ ১২ ॥

প্রথম সর্গে নারদমুনি কর্তৃক সমগ্র রামচরিত্র পূর্বেই [ সংক্ষেপে ] কীৰ্ত্তিত হইয়াছে, তথা হইতে আরম্ভ করিয়া বিংশতি সর্গ পর্য্যন্ত তাঁহারা গাহিলেন ॥ ১৩ ॥

১। হ 'বা বঙ্কলধারিনৌ'। ২। হ 'রাঘবস্তাখ বালরোঃ'। ৩। হ 'উপচক্রমতুর্গাতুং'। ৪। অতঃ

পরং হ 'ন তু তুষ্ণিঃ বয়ঃ সৰ্ব্বৈঃ শ্রোতারো গেয়দম্পদা' ইত্যধিকম্। ৫। হ 'কৃত্বা সর্গং নারদদর্শনম্'। ৬। অতঃ

পরং হ 'বৈশ্ণব সপ্তভির্জ্ঞান তত্রীলয়সমবিতান্' ইত্যধিকম্।

ততোহপরান্নসময়ে রাঘবঃ সমভাষত ।

শ্রুত্বা বিংশতিসর্গাংস্তান্ ভ্রাতরং ভ্রাতৃবৎসলঃ ॥ ১৪ ॥

আভ্যাং দশ সহস্রাণি স্তবর্ণস্ত কৃতাকৃতম্ ।

প্রযচ্ছ শীত্ৰং কাকুৎস্থ যদন্যদভিকাঙ্ক্ষিতম্ ॥ ১৫ ॥

এবমুক্তস্ত রামেণ ভরতঃ কেকয়ীশ্বতঃ ।

যচ্ছাস্তপ্তং নরেন্দ্রেণ তৎ তাভ্যাং দাতুমুদ্যতঃ ॥ ১৬ ॥

দীয়মানং স্তবর্ণস্ত ন তৌ জগৃহতুস্তদা ।

উচতুশ্চ মহাত্মানৌ কিং ধনেন বিশাম্পতে ॥ ১৭ ॥

বন্তেন ফলমুলেন নিরতানাং বনৌকসাম্ ।

কিমস্মাকং হিরণ্যেন স্তবর্ণেনাপি বা নৃপ ॥ ১৮ ॥

১৮। লো টী। নিরতানাং স্তবর্ণানাম্, হিরণ্যেন ধনেন ।

ভ্রাতৃবৎসল রামচন্দ্রও বিংশতি সর্গ শুনিয়া তার পর অপরাহ্ন সময়ে ভ্রাতাকে বলিলেন— ॥ ১৪ ॥

কাকুৎস্থ, এই গায়কযুগলকে দশসহস্র স্তবর্ণমুদ্রা এবং আচ্ছত বা অনাচ্ছত যাহা যাহা ইহাদের অভিলষিত, সেই সমস্ত শীত্ৰ প্রদান কর ॥ ১৫ ॥

রামচন্দ্র কৈকেয়ীনন্দন ভরতকে এইরূপ বলিলে ভরত মহারাজের আদেশানুসারে সেই সমস্ত উহাদিগকে দিতে উদ্যত হইলেন ॥ ১৬ ॥

সেই মহাত্মা গায়কযুগল দীয়মান স্তবর্ণ গ্রহণ না করিয়া বলিলেন, মহারাজ, ধনের দ্বারা কি হইবে ? ॥ ১৭ ॥

রাজন, বস্ত্র ফলমূলে সুখী বনবাসী আমাদের ধন বা স্তবর্ণে কি প্রয়োজন ? ॥ ১৮ ॥

১। হ 'তথাপ'। ২। হ 'সহ'। ৩। হ 'কৈ'। ৪। হ 'ক'। ৫। হ 'হিরণ্যেন কি করিগাব ইত্যপি'। ৬। হ 'রাঘব'।



তথা তয়োঃ প্রব্রুবতোঃ কৌতূহলসমম্বিতাঃ ।

রাঘবস্তে চ রাজানঃ শ্রোতারস্তুত্র চাপরে ॥ ১৯ ॥

বিস্ময়ং পরমং গত্বা মুহূর্তং ধ্যানতৎপরঃ ।

তয়োরাগমনং রামঃ কাব্যস্ত চ সমুদ্ভবম্ ।

প্রমাণকৈব পপ্রচ্ছ তৌ তদা মুনিদারকৌ ॥ ২০ ॥

কস্মিন্নিষ্ঠাগতং কাব্যং কুতশ্চৈব প্রবর্তিতম্ ।

কেন চৈব কৃতং বৎসৌ কেন চৈব প্রকাশিতম্ ॥ ২১ ॥

কর্তা কাব্যস্ত মহতঃ ক চাসৌ মুনিপুঙ্গবঃ ।

পৃচ্ছন্তমেবং কাকুৎস্থং তাবচতুরতজ্জিতৌ ॥ ২২ ॥

২০। লো-টী। সমুদ্ভবং কস্তোপদেশেন উৎপত্তিঃ প্রমাণং কতিপ্রমাণং কতিসংখ্যাক-  
মিতি ধাবৎ ।

২১। লো-টী। কস্মিন্নিষ্ঠাগতং কেন সমাগমীতং কৃতঃ কস্মাৎ প্রবর্তিতং বিস্তারং প্রাপ্তম্,  
কেন হেতুনা, অতজ্জিতৌ নিরলসৌ ।

সেই বালকদ্বয় এইরূপ বলিলে রামচন্দ্র এবং অশ্বাশ্ব রাজ্ঞ্যবর্গ ও তত্রত্য  
শ্রোতৃবর্গ কৌতূহলাক্রান্ত হইলেন ॥ ১৯ ॥

রামচন্দ্র পরম বিস্ময়ান্বিত হইয়া মুহূর্তকাল চিন্তা করিয়া তাহাদের আগমনের  
কারণ এবং কাব্যের উৎপত্তি ও পরিমাণ সেই মুনিবালকদ্বয়কে জিজ্ঞাসা  
করিতে লাগিলেন—॥ ২ ॥

বৎসগণ, এই কাব্য কে উত্তমরূপে অধ্যয়ন করিয়াছেন, কোথা হইতে বিস্মৃতি  
লাভ করিয়াছে এবং কে ইহা রচনা করিয়াছেন ও কিজন্ম ইহা প্রচারিত হইয়াছে ?  
এই মহাকাব্যের প্রণেতা মুনিপুঙ্গব কোথায় ? কাকুৎস্থ রামচন্দ্র এইরূপ জিজ্ঞাসা  
করিলে সেই অনলস মুনিবালকদ্বয় বলিলেন—॥ ২১-২২ ॥

১। হ 'সর্ব এব সুবিস্মিতাঃ'। ২। হ ইবমর্জং নাস্তি। ৩। হ 'শ্চা'। ৪। হ 'মহদকুতম্'।  
৫। হ 'কিংপ্রমাণমিদং কাব্যমিতি পপ্রচ্ছ তাবৃত্তৌ'। ৬। হ 'তাং'। ৭। হ 'প্রকাশিতম্'। ৮। হ ইদমর্জং  
নাস্তি। ৯। হ 'হমচতুস্তাবনিজিতৌ'।

আবাং বাণ্মীকিশিষ্যো তু তেন সার্কমিহাগতো ।

রাজংস্তবেদং চরিতং প্রোক্তং বাণ্মীকিনা শুভম্ ॥ ২৩ ॥

আদিপ্রভৃতি রাজেন্দ্র পঞ্চ সর্গশতানি চ ।

নিবন্ধানি সহস্রাণি শ্লোকানাং পঞ্চবিংশতিঃ ।

উপাখ্যানশতকাত্রে ভার্গবেণ যশস্বিনা ॥ ২৪ ॥

তব জন্ম চ কাকুৎস্থ মৃত্যুদশরথশ্চ চ ।

পরিক্রিয়া চ যা চৈব তথা দারাপকর্ষণম্ ॥ ২৫ ॥

বালিনশ্চ বধো ঘোরঃ সাগরে সেতুবন্ধনম্ ।

সহ রাক্ষসকোটিভী রাবণশ্চ বধো মহান্ ।

এতৎ সর্বং ভগবতা কাব্যেহস্মিন্ নিহিতং নৃপ ॥ ২৬ ॥

২৩। লো-টী। শুভমিতি পাঠঃ। ‘প্রোক্ত’মিতি পাঠে তেন কৃতম্ আবাভ্যাং প্রোক্তম্।

[ লো-টী। ] তব জীবিতং বাবং তব জীবিতং জন্ম অবধীকৃত্য যৎ শুভাস্তভং কৃতং তন্ত ইদং রামায়ণং প্রতিষ্ঠা আশ্রয় আশ্রয় ইত্যর্থঃ।

২৪। লো-টী। নিবন্ধানীতি ইত্যার্ষে রামায়ণে ইতাপেক্ষয়া ভার্গবেণ বাণ্মীকিনা।

২৫। লো-টী। তব দশরথশ্চ চ পরিক্রিয়া সর্বতোভাবেন কৰ্ম নিহিতং সমর্পিতম্।

মহারাজ, আমরা বাণ্মীকির শিষ্য এবং তাঁহার সহিত এইস্থানে আসিয়াছি, আপনার এই মনোরম জীবনচরিত বাণ্মীকিকর্তৃক বিরচিত ॥ ২৩ ॥

রাজেন্দ্র, এই মহাকাব্যে যশস্বী ভৃগুবাংশীয় বাণ্মীকি প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত পঞ্চবিংশতি সহস্র শ্লোক, পাঁচশত সর্গ এবং এক শত উপাখ্যান নিবন্ধ করিয়াছেন ॥ ২৪ ॥

হে কাকুৎস্থ, ভগবান্ বাণ্মীকি এই মহাকাব্যে আপনার জন্মবৃত্তান্ত, মহারাজ দশরথের মৃত্যু, [ আপনার ] পর্য্যটন, দারাপহরণ, বালিবধ, সমুদ্রে সেতুবন্ধন, কোটি কোটি রাক্ষসের সহিত রাবণবধ—এই সমস্ত নিবন্ধ করিয়াছেন ॥ ২৫-২৬ ॥

১। হ ‘আদৌ’। ২। অতঃ পরং হ ‘প্রকটাবৃত্তান্ত পুরো রামস্ত দারকৌ’ ইত্যধিকম্। ৩। হ ‘বনবাসন্ত রামস্ত তথা স্ত্রীদর্শনম্’। ৪। হ ‘রাবণশ্চ বধশ্চৈব সর্বমত্র নরাধিপ’। ৫। অতঃ পরং হ ‘আবরোহপাদিষ্টক আবাভ্যাং চাভিভাবিতম্’। ইত্যধিকম্।

যদি বুদ্ধিঃ কৃত্য রাজন্ শ্রবণে তে কুতূহলম্ ।

কৰ্ম্মান্তরে ক্ৰণীভূতঃ শৃণু রাজন্ মহামতে ॥ ২৭ ॥

এবমুক্ত্বা তু কাৰুংস্থং তত্র তৌ মুনিদারকৌ ।

অভিচক্রমতুর্বাসং যত্র বান্দ্রীকিরাবসৎ ॥ ২৮ ॥

রামোহপি মুনিভিঃ সার্কং পার্থিবৈশ্চ মহাত্মভিঃ ।

অহো গীতমিতি প্রোচ্য কৰ্ম্মশালামুপাগমৎ ॥ ২৯ ॥

ইত্যৰ্ধে বান্দ্রীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে গীতশ্রবণং নাম

একাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১০১ ॥

২৭। লো-টা। ক্রণীভূতঃ অবসরবান্ ভূত্বা।

গীতশ্রবণম্ ॥ ১০১ ॥

মহামতে রাজন্, আপনার যদি এই কাব্যশ্রবণে ইচ্ছা এবং কৌতূহল হইয়া থাকে, তবে কার্যের অন্তরালে অবসর করিয়া ইহা শ্রবণ করুন ॥ ২৭ ॥

সেই মুনিবালকদ্বয় রামচন্দ্রকে এইরূপ বলিয়া যে-স্থানে বান্দ্রীকিমুনি বাস করিতেছিলেন সেইস্থানে গমন করিলেন ॥ ২৮ ॥

রামচন্দ্রও মুনিগণ এবং মহাত্মা নৃপতিগণের সহিত ‘আহা কি সুন্দর গান’ ! এই কথা বলিয়া যজ্ঞশালায় গমন করিলেন ॥ ২৯ ॥

মহর্ষি বান্দ্রীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে গীতশ্রবণ-নামক

১০১তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০১ ॥

( ১০২ ) দ্ব্যধিকশততমঃ সর্গঃ

অহানি স্ববহুশ্চেবং রামো গীতমনুত্তমম্ ।

শুশ্রাব মুনিভিঃ সার্কং পার্থিবৈশ্চ মহাত্মভিঃ ॥ ১ ॥

কৌশল্যা চ সুমিত্রা চ কৈকয়ী মাতরশ্চ যাঃ ।

প্রগৃহ বাহুন্ দুঃখার্ভা রুরুদুস্তা মহাশ্বনম্ ॥ ২ ॥

সুগ্রীবো হনুমাংশৈশ্চ নলো নীলসুখাঙ্গদঃ ।

বর্তমানমিবাভীতং তস্মিন্ গীতে সমর্থয়ন্ ॥ ৩ ॥

বশিষ্ঠো বামদেবশ্চ জাবালিরথ কাশ্যপঃ ।

এতে ধ্যানপরাঃ সর্বৈ বিশ্বামিত্রশ্চ কৌশিকঃ ॥ ৪ ॥

২। লো-টী। কৌশল্যা প্রভৃতয়ঃ দ্বিঃ সীতানির্কাসগীতং শ্রুত্বা এতৌ চ সীতাপুত্রৌ  
বিজ্ঞায় রুরুদ্রিতার্থঃ ।

৩। লো-টী। অতীতমপি রামচরিতং বর্তমানমিবা সমর্থয়ন্ অমংস্তস্ত অড়াগমাতাব  
ভাৰ্গঃ ।

এইরূপে রামচন্দ্র মুনিগণ এবং মহাত্মা নৃপতিগণের সহিত বহুদিন যাবৎ  
অত্যাশ্রিত [ রামায়ণ-] গান শ্রবণ করিলেন ॥ ১ ॥

কৌশল্যা, কৈকেয়ী এবং সুমিত্রা প্রভৃতি মাতৃগণ দুঃখে কাতর হইয়া বাহু  
ধারণপূর্বক উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন ॥ ২ ॥

সুগ্রীব, হনুমান, নল, নীল এবং অঙ্গদ সেই গান শ্রবণে অতীত রামচরিত্রকে  
যেন বর্তমান বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন ॥ ৩ ॥

বশিষ্ঠ, বামদেব, জাবালি, কাশ্যপ এবং কৌশিক বিশ্বামিত্র, ইহারা সকলে  
চিন্তাশ্রিত হইলেন ॥ ৪ ॥

১। অস্ত শ্লোকস্ত হানে হ 'শ্রুত্বা রামাশ্রিতং কাব্যং (?) প্রমুখিতো জনঃ' ইতি পাঠঃ। ২। হ 'কৈকেয়ী  
বানশ্যক বে'। অতঃ পরং হ 'সুগ্রীবো হনুমাংশৈশ্চ নলো নীলসুখাঙ্গদঃ। বর্তমানমিবাভীতং তস্মিন্ গীতে সমর্থয়ন্'  
ইত্যধিকম্। ৩। হ 'শ্রুত্বা'। ৪। হ অত্রায়ং শ্লোকো নাস্তি।

তথা প্ররুদতাং তেষাং সৰ্বেষাঞ্চ মুহুমুহুঃ ।

কৰ্ম্মান্তরেষু তদ্ গেয়মনুপ্রাপ্তং যশস্করম্ ॥ ৫ ॥

তস্মিন্ গীতেহথ বিজ্ঞায় সীতাপুত্রৌ কুশীলবৌ ।

তস্তাঃ পরিষদৌ মধ্যে রামো বাক্যমুবাচ হ ॥ ৬ ॥

শত্রুঘ্নং বীর্য্যসম্পন্নং হনুমন্তঞ্চ বানরম্ ।

বিভীষণঞ্চ ধৰ্ম্মজ্ঞং সুষেণঞ্চ পরম্ভপম্ ॥ ৭ ॥

ভগবন্তং মহাত্মানং বান্দ্রীকিমুঘিসত্তমম্ ।

আনয়ধ্বমিহোদারং সসীতং দেবসম্মিতম্ ॥ ৮ ॥

অস্তাঃ পরিষদৌ মধ্যে প্রত্যয়ং জনকাত্মজা ।

দদাতু শুদ্ধিবিধিবদনুমাত্ম মহামুনিম্ ॥ ৯ ॥

৮। লো-টী। কিমত্রবীৎ তদাহ—ভগবন্তমিত্যাদি বান্দ্রীকি বিশেষণম্। উদারং মহাস্তম, 'মহোদার'মিতি বা পাঠঃ।

৯। লো-টী। শুদ্ধিং দদাতু কিংভূতাম্? প্রত্যয়মাত্মবিশ্বাসরূপাম্। 'প্রত্যয়োহধীন-শপথ-জ্ঞান-বিশ্বাস-হেতুর্দ্দি'ত্যমরঃ।

তঁাহাদের সকলের পুনঃ পুনঃ রোদন করিতে করিতে সেই প্রশংসাজনক গান কৰ্ম্মান্তরে ( অর্থাৎ দুঃখজনক আখ্যান হইতে আখ্যানান্তরে ) উপনীত হইল ॥ ৫ ॥

পরে রামচন্দ্র সেই গানের মধ্যে কুশ এবং লবকে সীতার পুত্র বলিয়া অবগত হইয়া সেই সভামধ্যে বলবান্ শত্রুঘ্ন, বানর হনুমান্, ধৰ্ম্মজ্ঞ বিভীষণ এবং শত্রুপীড়ক সুষেণকে বলিলেন,—উদারচেতাঃ দেবতুল্য ঋষিশ্রেষ্ঠ মহাত্মা ভগবান্ বান্দ্রীকিমুনিকে সীতার সহিত এইস্থানে আনয়ন কর ॥ ৬-৮ ॥

জনকনন্দিনী সীতা মহামুনি বান্দ্রীকির অনুমতি লইয়া এই সভামধ্যে শুদ্ধি-বিধি অনুসারে [ নিজের পবিত্রতা সম্পর্কে ] প্রমাণ দান করুন ॥ ৯ ॥

১। হ। অত স্নোকস্ত স্থানে হ 'রামো বহুজ্ঞহাস্তেবং তদগীতং পরমাত্মতম্। শুভ্রাব মুনিভিঃ সার্কং সাক্ষ্যসৈব কবানয়েঃ।' ইতি পাঠঃ। ২। হ 'মখাত্রবীৎ'। ৩। হ 'হগ্রীবৎ'। ৪। হ 'বিসর্জনম্'। ৫। হ 'প্রত্যক্ষং'। ৬। হ 'দ্ভিৎ'।

ছন্দং মুনেস্ত বিজ্ঞায় সীতায়াম্চ মনোগতম্ ।  
 প্রত্যয়ং দাতুকামায়াম্চ তৎ শংসত মাচিরম্ ॥ ১০ ॥  
 শ্বঃ প্রভাতে তু শপথং মৈথিলী জনকাত্মজা ।  
 করোতু পরিষন্মধ্যে চারিত্র্যং প্রতি সা পুনঃ ॥ ১১ ॥  
 শ্রদ্ধা তু রঘবস্ত্রেদং বচঃ পরমমদ্ভুতম্ ।  
 জগ্মুস্তে স্বরিতাস্তত্র যত্র প্রাচেতসো মুনিঃ ॥ ১২ ॥  
 তে প্রণম্য মহাত্মানং জলন্তমিব পাবকম্ ।  
 উচুস্তে রামবাক্যানি মৃদুনি রুচিরিণি চ ॥ ১৩ ॥  
 তেষাঞ্চ বচনং শ্রদ্ধা রামস্ত চ মনোগতম্ ।  
 বিজ্ঞায় স্মহাতেজা মুনির্বাাক্যমথাত্রবীৎ ॥ ১৪ ॥

১০। লো-টী। ছন্দমভিপ্রায়ং ‘অভিপ্রায়বশৌ ছন্দা’বিত্যমরঃ। শংসত সর্কান্ কথয়ত ইত্যর্থঃ। প্রত্যয়ং বিশ্বাসম্।

১১। লো-টী। পুনর্চারিত্র্যং বৃত্তং প্রতি শপথং পরীক্ষাং করোতু। ‘চারিত্র্যং প্রতিপাশ্ব ন’ ইতি পাঠে নোহস্মাকং চারিত্র্যং প্রতিপাশ্ব স্থাপয়িষ্য।

বাল্মীকিমুনির অভিপ্রায় এবং প্রমাণদান বিষয়ে সীতার মনোগত অভিপ্রায় অবগত হইয়া অবিলম্বে আমাকে জানাও ॥ ১০ ॥

আগামী কল্য প্রাতঃকালে মিথিলারাজনন্দিনী জানকী সভামধ্যে পুনরায় তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে শপথ করুন ॥ ১১ ॥

তাঁহার রামচন্দ্রের অতিশয় অদ্ভুত কথা শ্রবণ করিয়া বাল্মীকিমুনির নিকটে দ্রুত গমন করিলেন ॥ ১২ ॥

তাঁহার জলন্ত অগ্নির আয় মহাত্মা বাল্মীকিকে প্রণাম করিয়া রামচন্দ্রের কোমল মধুর কথাগুলি বলিলেন ॥ ১৩ ॥

তাঁহাদের কথা শুনিয়া এবং রামচন্দ্রের মনোগত অভিপ্রায় অবগত হইয়া মহাতেজস্বী বাল্মীকিমুনি বলিলেন—॥ ১৪ ॥

এবং ভবতু বো ভদ্রং যথা বদতি রাঘবঃ ।

তথা করিষ্যতে সীতা দৈবতং হি পতিঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ১৫ ॥

তথোক্তা ঋষিণা সর্বৈব রামদূতা মহোজসঃ ।

প্রত্যেত্য সর্বং রামায় মুনেৰ্বাক্যমবেদয়ন্ ॥ ১৬ ॥

ততঃ প্রহৃষ্টঃ কাকুৎস্থঃ শ্রুত্বা বাক্যং মহামুনেঃ ।

সর্বানুব মহর্ষীংস্তান্ নৃপতীংশ্চাভ্যভাষত ॥ ১৭ ॥

মুনয়শ্চ সশিষ্যা বৈ সানুগাশ্চ নরাধিপাঃ ।

পশ্যন্তু সীতাশপথং যশ্চাত্যোহপীহ কাঙ্ক্ষতে ॥ ১৮ ॥

ইতি তদ্বচনং শ্রুত্বা রাঘবস্ত মহাত্মনঃ ।

সর্বেষামুযিষ্মুখানাং সাধুবাদো মহানভূৎ ॥ ১৯ ॥

১৬। লো-টী। প্রত্যেত্য আগত্য।

ইহাই হউক, তোমাদের মঙ্গল হউক, পতিই স্ত্রীলোকের দেবতা, স্মৃতরাং রামচন্দ্র যেরূপ বলিতেছেন সীতাদেবী তাহাই করিবেন ॥ ১৫ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি এইরূপ বলিলে মহাবীর রামচন্দ্রের দূতগণ আসিয়া মূনির বাক্য সমস্ত তাঁহার নিকট নিবেদন করিলেন ॥ ১৬ ॥

অমন্তর রামচন্দ্র মহামুনি বাল্মীকির কথা শ্রবণ করিয়া পরম আনন্দিত হইয়া সমস্ত মহর্ষিগণ এবং রাজগণকে বলিলেন— ॥ ১৭ ॥

শিষ্যগণের সহিত মূনিগণ ও অনুচরগণের সহিত রাজগণ এবং অস্ত্র যে কেহ ইচ্ছা করেন, সকলেই সীতার শপথ অবলোকন করুন ॥ ১৮ ॥

মহাত্মা রামচন্দ্রের এই কথা শুনিয়া সেই মহর্ষিগণের মধ্যে অতিশয় 'সাধু সাধু' ধ্বনি উত্থিত হইল ॥ ১৯ ॥

১। হ 'ভবং বো'। ২। হ 'ভুযতি'। ৩। হ 'স্ত্রিয়াঃ'। ৪। হ 'মুনি'। ৫। হ 'ববীন্ সর্বান অনুবিতান্ পার্শ্ববাং-'। ৬। হ 'রাজানশ্চ সহানুগাঃ'। ৭। হ '-তি'। ৮। হ '-কারো'।

রাজানশ্চ নরব্যাহ্মিঃ প্রশংসাসু রঘুভূতম্ ।

উপপন্নং রঘুশ্রেষ্ঠং হ্র্যোতদিত্তি চাক্রবন্ ॥ ২০ ॥

এবং বিনিশ্চয়ং কৃত্বা শ্বো ভূত ইতি রাঘবঃ ।

বিসর্জয়ামাস তদা সর্বাংস্তানু শত্রুসূদনঃ ॥ ২১ ॥

ইত্যার্থে বাঙ্গীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে সীতাশপথনিশ্চয়ো নাম

দ্ব্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১০২ ॥

২০। লো-টী। স্বরি এবমুপপন্নং যুক্তম্। মহতো যুনীন্ নৃপাংশ্চ

সীতাশপথনির্ণয়ঃ ॥ ১০২ ॥

নৃপতিগণ রাজশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্রকে প্রশংসা করিয়া বলিলেন, রঘুশ্রেষ্ঠ, এইরূপ  
কার্য্য কেবল আপনাতেই সম্ভব ॥ ২০ ॥

শত্রুদমনকারী রামচন্দ্র ‘আগামী কলা ইহা হইবে’ এইরূপ নিশ্চয় করিয়া  
ঔহাদের সকলকে বিদায় দিলেন ॥ ২১ ॥

মহর্ষি বাঙ্গীকীপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে সীতাশপথনিশ্চয়-নামক

১০২তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০২ ॥



## (১০৩) ত্র্যধিকশততমঃ সর্গঃ

তস্তাং রজত্যাং বুফ্টোয়াং যজ্ঞবাটং গতৌ নৃপঃ ।

সর্বানানায়য়ামাস মহর্ষীন্ রঘুনন্দনঃ ॥ ১ ॥

বশিষ্ঠো বামদেবশ্চ জাবালিরথ কাশ্যপঃ ।

বিশ্বামিত্রো দীর্ঘতপা দুর্বাসাশ্চ মহাযশাঃ ॥ ২ ॥

অগস্ত্যোহথ মহাতেজা ভার্গবশ্চৈব বামনঃ ।

মার্কণ্ডেয়শ্চ দীর্ঘায়ুর্মোদগল্যশ্চ মহাতপাঃ ॥ ৩ ॥

গর্গশ্চ চ্যবনশ্চাপি শতানন্দশ্চ ধর্মবিৎ ।

ঋচীকশ্চ মহাতেজা অগ্নিপুত্রশ্চ সুপ্রভঃ ॥ ৪ ॥

এতে চান্মে চ বহবো মুনয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ।

রাজানশ্চ নরব্যাত্তাঃ সর্ব এষ সমাগতাঃ ॥ ৫ ॥

[ লো-টী ] । শঙ্কুঃ মুনিবিশেষম্ ।

৪ । লো-টী । ধর্মবিৎ রামঃ । 'ভাণ্ডুরি'রিত্তি বা পাঠঃ ।

সেই রাত্রি প্রভাত হইলে মহারাজ রামচন্দ্র যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া সমস্ত মহর্ষিদিগকে আনয়ন করিলেন ॥ ১ ॥

বশিষ্ঠ, বামদেব, জাবালি, কাশ্যপ, দীর্ঘতপাঃ বিশ্বামিত্র, মহাযশস্বী দুর্বাসাঃ, অগস্ত্য, মহাতেজস্বী ভার্গব, বামন, দীর্ঘায়ুঃ মার্কণ্ডেয়, মহাতপাঃ মোদগল্য, গর্গ, চ্যবন, ধর্মজ্ঞ শতানন্দ, মহাতেজাঃ ঋচীক, অগ্নিপুত্র সুপ্রভ, ইহার এবং কৃতব্রত ( অর্থাৎ তপঃসিক্ ) অন্যান্য বহু মুনি এবং নরশ্রেষ্ঠ নৃপতিগণ, সকলে সমাগত হইলেন ॥ ২-৫ ॥

১ । হ 'সর্বানানায়য়ামাস ব্রহ্মর্ষীন্' । ২ । হ '-তপাঃ' । ৩ । হ 'শঙ্কুর্গার্গ্যশ্চ' । ৪ । হ '-যশাঃ' ।

৫ । হ 'ভার্গবচ্যবনশ্চৈব' । ৬ । হ '-ভাগো' । ৭ । হ 'বহিঃ' ।

বানরশ্চ মহাবীৰ্য্য। রাক্ষসশ্চ মহাবলাঃ ।  
 সমাপেতুৰ্মহাত্মানং সৰ্ব্ব এব কুতূহলাৎ ॥ ৬ ॥  
 নাগরশ্চ জনো মুখ্যঃ কোতূহলসমস্থিতঃ ।  
 সীতায়াঃ শপথং প্রেপ্সুঃ সৰ্ব্ব এব সমাগমৎ ॥ ৭ ॥  
 তথা সমাগতঃ সৰ্ব্বমশ্বভূতমিবাচলম্ ।  
 শ্রেষ্ঠা মুনিবরস্তূর্ণং সসীতঃ সমুপাগমৎ ॥ ৮ ॥  
 তস্মিৎ পৃষ্ঠতঃ সীতা অশ্বগচ্ছদবান্ধুখী ।  
 কৃতাজ্জলিৰ্বাপাবতী কৃত্বা রামং মনোগতম্ ॥ ৯ ॥  
 দৃষ্ট্বা শ্রিয়মিবায়াস্তীং স্তব্রতাং ব্রহ্মচারিণীম্ ।  
 বান্মীকেঃ পৃষ্ঠতঃ সীতাং সাধুবাদো মহানভূৎ ॥ ১০ ॥

৭। লো-টী। প্রেপ্সুঃ দ্রষ্টুমিচ্ছুঃ। 'শপথং দ্রষ্টু'মিতি কচিং পাঠঃ।

৮। লো-টী। আগতং জনম্ অচলং নিশ্চলং দৃষ্ট্বা, কমিব ? অশ্বভূতমিব অশ্বস্বরূপমিব।

১০। লো-টী। ব্রহ্মাণং চতুশ্চুখম্, অনুগামিনীং সরস্বতীমিব। পৃষ্ঠতঃ পৃষ্ঠে পশ্যাদিত্যর্থঃ।

মহাবলশালী বানরগণ, মহাবলবান্ রাক্ষসগণ, ইহারা সকলেই কোতূহলবশতঃ  
 মহাত্মা রামচন্দ্রের সমীপে আগমন করিল ॥ ৬ ॥

সীতার শপথ দেখিতে ইচ্ছুক সমস্ত শ্রেষ্ঠ নাগরিকগণ কোতূহলাক্রান্ত  
 হইয়া তথায় আগমন করিল ॥ ৭ ॥

সমাগত সকলে [শপথ দর্শন প্রতীক্ষায়] প্রস্তুতের আয় নিশ্চল হইয়া  
 আছেন শুনিয়া মুনিবর বান্মীক সীতার সহিত আগমন করিলেন ॥ ৮ ॥

বান্মীকুলোচনা জানকী মনোমধ্যে রামচন্দ্রকে ধ্যান করিতে করিতে  
 করজোড়ে মহর্ষির পশ্চাৎ অনুসরণ করিলেন ॥ ৯ ॥

সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর আয় স্তব্রতা ব্রহ্মচারিণী সীতাকে বান্মীকির

১। হ 'সশ্চ'। ২। হ 'নানাদিগুদেশজাষ্টব ব্রাহ্মণাঃ সংশিতব্রতাঃ'। ৩। হ '-নঃ সৰ্ব্বঃ'। ৪। অতঃ

পরং হ 'সমাপেতুৰ্মহাত্মানঃ সৰ্ব্ব এব কুতূহলাৎ' ইত্যধিকম্। ৫। হ 'দ্রষ্টু'। ৬। হ '-বহুঃ'। ৭। হ '-তান্ সৰ্ব্বান্ দৃষ্ট্বা'। ৮। হ 'ইদমৰ্জং নাস্তি'। ৯। হ অতঃ সৌকর্য্যং হানে 'বৃত্তঃ শিষ্যগণস্তূর্ণং সসীতঃ সমুপাগমৎ'। অশ্বভূতম্ সীতা যন্তঃ কিকিৎবান্ধুখী। কৃতাজ্জলিৰ্বাপাবতী সীতা যজ্ঞং বিবেশ তম্'। ইতি পাঠঃ।

১০। হ 'তাং দৃষ্ট্বা'। শ্রিয়মিবায়াস্তীং ব্রাহ্মণমনুগামিনীম্'।

ভতো হলহলাশব্দঃ সর্বতঃ সমুপস্থিতঃ ।

শব্দাপিহিতকণ্ঠানাং বাষ্পব্যাকুলচক্ষুসাম্ ॥ ১১ ॥

সাধু রামেতি তত্রোচুঃ সীতে সাধ্বিতি চাপরে ।

সাধ্বিত্যভয়োরপরে প্রেক্ষকাঃ সংপ্রচুক্রুশুঃ ॥ ১২ ॥

ভতো মধ্যং জনৌঘস্ত প্রবিষ্টা মুনিপুঙ্গবঃ ।

সীতাসহায়ো বাগ্মীকিরিতিহোবাচ রাঘবম্ ॥ ১৩ ॥

ইয়ং দাশরথে সীতা স্তব্রতা ধর্মচারিণী ।

অপাপা হি ত্বয়া ত্যক্তা মমাপ্রমসমীপতঃ ॥ ১৪ ॥

১১। লো-টী। শব্দাপিহিতকণ্ঠানাং বক্ষ্যমাণ‘সাধু রামে’ত্যাदिशब्दैर्बाष्पकण्ঠानाम्।  
‘শৌকাপিহিতকণ্ঠানা’মিতি পাঠে গলগদবচসাম্।

১৪-১৫। লো-টী। ব্রহ্মচারিণী তপস্চারিণী ত্বয়া ত্যক্তা। কেন? ত্বয়া ত্বংসদৃশেন

পশ্চাতে আসিতে দেখিয়া স্মহান্ ‘সাধু সাধু’ ধ্বনি উখিত হইল ॥ ১০ ॥

তার পর বাষ্পাকুলিতনেত্র এবং শব্দাবরুদ্ধকণ্ঠ জনগণের মধ্য হইতে চারিদিকে কোলাহলধ্বনি উখিত হইল ॥ ১১ ॥

দর্শকগণের মধ্যে কেহ রামকে, কেহ সীতাকে এবং কেহ বা সীতা-রাম উভয়কেই সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন ॥ ১২ ॥

পরে মুনিপ্রধান বাগ্মীকি সীতার সহিত সেই জনসমূহের মধ্যে প্রবেশ করত রামচন্দ্রকে এই কথা বলিলেন—১৩ ॥

হে দশরথনন্দন রাম, তুমি এই পতিব্রতা, ধর্মচারিণী এবং পাপহীনা সীতাকে লোকাপবাদভয়ে ভীত হইয়া আমার আশ্রমসমীপে পরিত্যাগ করিয়াছিলে ;

লোকাপবাদভীতেন হুয়া রাম মহামতে ।

প্রত্যয়ং দাস্ততে সাত্ত তদমুজ্জাতুমহিসি ॥ ১৫ ॥

ইমৌ চ জানকীপুত্রাবুভৌ চ যমজাতকৌ ।

সুতো তব হুৱাধর্ষ সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে ॥ ১৬ ॥

প্রচেতসোহহং দশমঃ পুত্রো রাঘবনন্দন ।

অনৃতং ন স্মরাম্যুক্তং যথেমৌ তব পুত্রকৌ ॥ ১৭ ॥

বহুন্ বর্ষগগান্ সৌম্য তপশ্চর্য্যা ময়া কৃত ।

প্রাপ্নুয়াং ন ফলং তস্তা দুষ্কেয়ং যদি মৈথিলী ॥ ১৮ ॥

কর্মণা মনসা বাচা ন মেহস্তু কলুষীকৃতম্ ।

প্রাপ্নুয়াং ন ফলং তস্তা দুষ্কেয়ং মৈথিলী যদি ॥ ১৯ ॥

লক্ষণেন করণভূতেন । যদা, লোকাপবাদভীতে ভয়ে সতি, ন ত্বয়া, বস্তুতো ন ত্বয়েতার্থঃ ।

১৬। লো-টী। যমজজাতকৌ যমজরূপেণ জাতাবিতার্থঃ ।

১২-২০। লো-টী। অতো যথাবৎ কলুষং ন কৃতং কিন্তু পুণ্যম্, অতস্তত্ত পঞ্চম

মহামতি রাম, সেই সীতা আজ [ স্বীয় চরিত্র সম্পর্কে ] প্রমাণ দান করিবেন, তুমি  
অমুমতি কর ॥ ১-৪১৫ ॥

হুৱাধর্ষ রাম, আমি তোমার নিকট সত্য কথা বলিতেছি যে, জানকীর  
গর্ভজাত এই যমজ তনয়যুগল তোমারই পুত্র ॥ ১৬ ॥

রঘুনন্দন, আমি প্রচেতার দশম পুত্র, আমি কখনও মিথ্যাকথা বলিয়াছি ✓  
বলিয়া স্মরণ হয় না, [ আমি বলিতেছি, ] এই দুইটি তোমারই পুত্র ॥ ১৭ ॥

সৌম্য, এই মিথিলারাজনন্দিনী সীতা যদি দুষ্চরিত্রা হন, তবে আমি বহুবর্ষ  
ধরিয়া যে তপস্তা করিয়াছি তাহার ফল যেন লাভ না করি ॥ ১৮ ॥

বাক্য, মন এবং কার্য দ্বারা আমি কোন পাপ করি নাই [ পুণ্যই করিয়াছি ],

১। হ 'বাদাৎ'। ২। হ 'বর্ষৌ'। ৩। হ 'বহুবর্ষসহস্রাণি'। ৪। হ 'ন তস্ত কলসম্মারামপা  
মৈথিলী ন চেৎ'। ৫। হ 'মনসা কর্মণা'। ৬। হ 'কৃতপুণ্যং ন কিঞ্চিদম্'। ৭। হ 'তেন মে সত্যবাক্যেন  
অপাণাং বিদ্ধি মৈথিলীম্'।

অহং পঞ্চম ভূতেষু মনঃষষ্ঠেষু রাঘব ।

দৃষ্ট্বা সীতাং তদা শুদ্ধাং নীতবানাত্মমং পুরা ॥ ২০ ॥

ইয়ং শুদ্ধসমাচারী নির্দোষা পতিদেবতা ।

লোকাপবাদভীতস্ত প্রত্যয়ং তব দাস্যতি ॥ ২১ ॥

তস্মাদিয়ং নরবরাত্মজ শুদ্ধভাবা

দিব্যেন দৃষ্টিবিষয়েণ ময়া প্রদিক্টা ।

লোকাপবাদকলুষীকৃতচেতসা যা

ত্যক্তা ত্বয়া প্রিয়তমা বিদিতাপি শুদ্ধা ॥ ২২ ॥

ইত্যর্থে বায়ীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে বায়ীকিবাক্যং নাম

ত্র্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১০৩ ॥

জ্ঞানেন্দ্রিয়েষু ভূতেষু সপ্তৈষু সপ্তৈষু প্রাপ্তেষু মনঃ ষষ্ঠং যেষাং তেষু, সমুপাগমং তয়া সহৈত্যাঃ

২২ । লো-টী । শুদ্ধা বিদিতাপি ।

বায়ীকিবাক্যম্ ॥ ১০৩ ॥

এই মিথিলারাজনন্দিনী সীতা যদি দুঃশরিত্রা হন, তবে আমি যেন সেই পুণোর ফল না পাই ॥ ১৯ ॥

রাঘব ! পূর্বে ( পরিত্যাগ সময়ে ) আমি এই সীতার পাঞ্চভৌতিক পঞ্চেন্দ্রিয় এবং মন বিশুদ্ধ দেখিয়াই তখন ইহাকে আশ্রমে লইয়াছিলাম ॥ ২০ ॥

এই শুদ্ধাচারিণী দোষরহিতা পতিব্রতা সীতা লোকাপবাদভয়ে ভীত তোমার সম্মুখে প্রত্যয় দান করিবেন ॥ ২১ ॥

নৃপনন্দন, তুমি লোকনিন্দাভয়ে সন্ধিঞ্চচিত্ত হইয়া সচরিত্রা জানিয়াও যে প্রিয়তমা সীতাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলে, আমি দিব্যদৃষ্টিপ্রভাবে তাঁহাকে বিশুদ্ধা বলিয়া ঘোষণা করিতেছি ॥ ২২ ॥

মহর্ষি বায়ীকীপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে বায়ীকিবাক্য-নামক

১০৩তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০৩ ॥

(১০৪) চতুরধিকশততমঃ সর্গঃ

বাণ্মীকেষু বচঃ শ্রুত্বা রাঘবো বাক্যমব্রবীৎ ।

প্রাঞ্জলির্জগতো মধ্যে মহর্ষীণাঞ্চ শৃণ্বতাম্ ॥ ১ ॥

এবমেতন্মহাভাগ যথা বদসি সূত্রত ।

প্রত্যয়ো জনিতস্তৃক্টস্তব বাক্যৈরকিঞ্চিধৈঃ ॥ ২ ॥

প্রত্যয়শ্চ পুরা দত্তো বৈদেহ্যঃ সুরসন্নিধৌ ।

শপথশ্চ কৃতস্তত্র তেন বেশ্ম প্রবেশিতা ॥ ৩ ॥

সেয়ং লোকভয়াদ্ ব্রহ্মনপাপাপি পুরা সতী ।

পরিত্যক্তা ময়া সীতা তদ্ ভবান্ ক্ষন্তুমর্হতি ॥ ৪ ॥

২ । লো-টা । অকিঞ্চিধৈঃ শুদ্ধৈঃ ।

রামচন্দ্র বাণ্মীকির কথা শুনিয়া করজোড়ে জগদ্বাসী জনগণের মধ্যে মহর্ষিদিগকে শুনাইয়া বলিলেন— ॥ ১ ॥

হে মহাভাগ, হে সূত্রত, আপনি যাহা বলিলেন তাহা যথাথই বটে, আপনার বিশুদ্ধ বাক্যে আমার বিশ্বাস জন্মিয়াছে এবং আমি তুষ্ট হইয়াছি ॥ ২ ॥

বৈদেহী পূর্বেও দেবগণের সমক্ষে প্রত্যয় প্রদান করিয়াছিলেন এবং তথায় (লঙ্কানগরীতে) শপথ করিয়াছিলেন ; সেইজন্ম আমি ইহাকে গৃহে আনয়ন করিয়াছিলাম ॥ ৩ ॥

ব্রহ্মন, এই সাধ্বী সীতা নিম্পাপা হইলেও আমি লোকাপবাদভয়ে পূর্বে ইহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলাম, আপনি আমার সেই অপরাধ ক্ষমা করুন ॥ ৪ ॥

১। হ 'কিনা তথাক্তে তু'। ২। হ '-বঃ প্রত্যভাবত'। ৩। হ 'মুনিং সীতাকৃতে তদা'। ৪। হ 'তো মহং তব'। ৫। হ '-য়ো হি'। ৬। হ 'দৃষ্টো'। ৭। হ 'লঙ্কাবীপেহভিশতায়ান্তেন'। ৮। হ 'চ যৎ পুমা'।

জানামি পুত্রকৌ চেমৌ মম জাতৌ কুশীলবৌ ।

শুদ্ধায়াং জগতো মধ্যে মৈথিল্যাং শ্রীতিরস্তু মে ॥ ৫ ॥

অভিপ্রায়ং তু রামশ্চ বিজ্ঞায় সুরসন্তমাঃ ।

পিতামহং পুরস্কৃত্য সৰ্ব্ব এব সমাগতাঃ ॥ ৬ ॥

আদিত্যা বসবো রুদ্রা ঋষয়ো মরুদশ্বিনৌ ।

গন্ধৰ্ব্বাপ্সরসশ্চৈব সৰ্ব্ব এব সমাগতাঃ ॥ ৭ ॥

নাগা যক্ষাঃ সুপর্ণাশ্চ তথা বিত্യാধরোত্তমাঃ ।

সীতাশপথসংভ্রান্তাঃ সৰ্ব্ব এব সমাগতাঃ ॥ ৮ ॥

ততো বায়ুঃ সুখস্পর্শৌ দিব্যগন্ধবহঃ শুভঃ ।

তং জনৌঘং সুরাংশ্চৈব প্রহ্লাদয়তি সৰ্ব্বতঃ ॥ ৯ ॥

৮। লো-টী। সীতাশপথসংভ্রান্তাঃ সীতা পূৰ্ব্বং শুদ্ধৈব কিমর্থমিদানীং শপথং করোতী-  
ত্যর্থং সজ্জাতাঃ ।

৯। লো-টী। শুচিঃ যুগ্ধঃ, পুণ্যো মনোহরঃ ।

এই কুশ এবং লব আমারই ঔরসজাত পুত্র, তাহাও আমি জানি ; [ সম্প্রতি ]  
জগতের সমক্ষে বিশুদ্ধা বলিয়া প্রতিপন্ন। মৈথিলীর প্রতি আমার শ্রীতি হউক ॥ ৫ ॥

রামচন্দ্রের এইরূপ অভিপ্রায় অবগত হইয়া সুরসন্তমগণ পিতামহ ত্রক্ষাকে  
অগ্রে করিয়া সকলেই উপস্থিত হইলেন ॥ ৬ ॥

আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, ঋষিগণ, মরুদগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, গন্ধৰ্ব্বগণ,  
অপ্সরাগণ, সকলেই আগমন করিলেন ॥ ৭ ॥

নাগগণ, যক্ষগণ, সুপর্ণগণ এবং শ্রেষ্ঠ বিত্യാধরগণ, সকলেই সীতার শপথ  
শ্রবণে সসজ্জমে আগমন করিলেন ॥ ৮ ॥

তখন চতুর্দিক হইতে সুখস্পর্শ দিব্যগন্ধবাহী মনোহর বায়ু সেই জনসমূহ  
এবং দেবগণকে আহ্লাদিত করিতে লাগিল ॥ ৯ ॥

১। হ 'বৈদেহ্যং'। ২। অন্তঃ পরং হ 'ইন্দ্রাজ্ঞাঃ সকলা দেবা নারদাভ্যঃ সুরবর্গঃ'। সীতায়াঃ শপথে  
তস্মিন্ সৰ্ব্ব এব সমাগতাঃ'। ইত্যধিকম্। ৩। হ 'শুচিঃ'। ৪। হ 'প্রহ্লাদয়াস সৰ্ব্বশঃ'।

তদদ্ভুতমিবাচিন্ত্যঃ নিরৈক্ষন্ত সমাগতাঃ ।

মানবাঃ সৰ্ব্বরাষ্ট্রেভ্যঃ পূৰ্ব্বং কৃতযুগে যথা ॥ ১০ ॥

সৰ্বান্ সমাগতান্ দৃষ্ট্বা সীতা কাষায়বাসিনী ।

অবাঙ্ক্ষুখী বাপ্পকলং প্রাজ্জলিৰ্বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১১ ॥

যথাহং রাঘবাদন্যং মনসাপি ন চিন্তয়ে ।

তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি ॥ ১২ ॥

মনসা কৰ্ম্মণা বাচা রামমেব যথার্চয়ে ।

তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি ॥ ১৩ ॥

যথৈতৎ সত্যমুক্তং মে ন রামাৎ কাময়ে পরম্ ।

তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি । ১৪ ॥

১০। লো-টা। তৎ শপথকরণম্ অদ্ভুতমাশ্চধ্যম্ অচিন্ত্যং সম্ভাবনায়া অবিশ্বাস্যম্। 'পূৰ্ব্বং কৃতযুগে যথা' কৃতযুগে সত্যযুগে। সত্যযুগে বেদবতীদশায়াম্ অগ্নিপ্রবেশনম্ অদ্ভুতম্ চিন্ত্যং নিরৈ-ক্ষন্ত সৰ্বলোকাঃ মেনিরে তথা ইদানীমপি শপথকরণম্।

১১। লো-টা। কাষায়ং বর্ণাস্তরপ্রাপ্তং বস্ত্রং বসিতুনাচ্ছাদয়িতুং শীলং যন্তাঃ সা, অবাঙ্ক্ষুখী অধোমুখী বাপ্পাকুলং যথা ভবতি। 'উদম্মুখী বাপ্পকল'মিতি বিমলবোধীয়ঃ পাঠঃ, উদম্মুখী অধোমুখীতি তদ্ব্যাখ্যানং।

১২। লো-টা। মাধবী ভূঃ, মধুমেদসো জাতন্ত্যং।

সমস্ত রাষ্ট্র হইতে সমাগত মানবগণ পূর্বের সত্যযুগের আয় [ ত্রেতাযুগেও ] সেই অদ্ভুত এবং অচিন্তনীয় শপথ দেখিয়াছিল ॥ ১০ ॥

কষায়বস্ত্র-পরিহিতা সীতা সমাগত সকলকে দর্শন করিয়া অধোবদনে বাপ্পাকুলকণ্ঠে কৃতাজ্জলিপুটে বলিলেন— ॥ ১১ ॥

আমি যদি রামচন্দ্রভিন্ন অথ কাহাকেও মনে মনেও চিন্তা না করিয়া থাকি, তাহা হইলে দেবী বসুন্ধরা আমাকে বিবর দান করুন ( অর্থাৎ ভূগর্ভে আমাকে স্থান দান করুন ) ॥ ১২ ॥

যদি আমি বাক্য, মন এবং কৰ্ম্মদ্বারা রামকেই অর্চনা করিয়া থাকি, তবে দেবী বসুন্ধরা আমাকে তাঁহার গর্ভে ( ভূগর্ভে ) স্থান দান করুন ॥ ১৩ ॥

আমি রাম ভিন্ন অথ কাহাকেও কামনা করি না, একথা যদি সত্য বলিয়া

১। চ 'মচিন্ত্যক দদৃশুস্তে'। ২। হ 'সাধবঃ'। ৩। হ 'পুরা'। ৪। হ 'উদম্মুখী'। ৫। হ 'যথা রামং সমর্চয়ে'।



তথা শপন্ত্যাং সীতায়াং প্রাচুরাসাম্বাহুতম্ ।

ভূতলং ভিত্ত সহসা সিংহাসনমুত্তমম্ ॥ ১৫ ॥

প্রিয়মাণং শিরোভিষ্ণ উদতিষ্ঠদু রাসদম্ ।

দিব্যাং দিব্যেন বপুষা পন্নগৈরমিতপ্রভৈঃ ॥ ১৬ ॥

তস্মিন্ধ্বং ধরণী দেবী সীতামাদায় বাহুনা ।

স্বাগতং তে তথোক্ত্বা তামাসনে সংস্থবেশয়ৎ ॥ ১৭ ॥

তামাসনগতাং দেবীং প্রবিশন্তীং রসাতলম্ ।

পুষ্পবৃষ্টিরবিচ্ছিন্না দিব্যা সীতামবাকিরৎ ।

সাধুবাদশ্চ স্তমহান্ দেবানাং হি তদোথিতঃ ॥ ১৮ ॥

১৫। লো-টী। শপন্ত্যাং শপথং কুর্ষত্যাম্। 'ভূতলাদি'তি পাঠঃ। ভূতলং ভিত্তেতি  
বিমলবোধঃ। ভিত্ত ভিত্তি।

১৬। লো-টী। পন্নগৈঃ শিরোভিপ্রিয়মাণমুদতিষ্ঠৎ, দিব্যেন বপুষা বিশিষ্টৈঃ পন্নগৈঃ।

১৭। লো-টী। তাং সীতামিত্যম্বয়ঃ।

থাকি, তাহা হইলে দেবী বসুন্ধরা তাঁহার গর্ভে ( ভূগর্ভে ) আমাকে স্থান দান  
করুন ॥ ১৪ ॥

সীতা দেবী এইরূপ শপথ করিলে এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটিল, সহসা দিব্য-  
দেহধারী অমিতপ্রভ সর্পগণের মস্তকধৃত অত্যুত্তম ছুপ্রাপ্য সিংহাসন ভূতল বিদৌর্গ  
করিয়া উত্থিত হইল ॥ ১৫-১৬ ॥

ধরণী দেবী “স্বাগতম্” বলিয়া সীতাদেবীকে বাহুদ্বারা গ্রহণ পূর্বক সেই  
দিব্যসিংহাসনে উপবেশন করাইলেন ॥ ১৭ ॥

সীতাদেবী সেই আসনে উপবিষ্টা হইয়া রসাতলে প্রবেশ করিতে লাগিলে  
তাঁহার উপর অবিচ্ছিন্নভাবে স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইতে লাগিল এবং তখন  
দেবগণের উচ্চৈঃস্বরে ‘সাধু সাধু’ ধ্বনি উত্থিত হইল ॥ ১৮ ॥

১। হ ‘-সীতান্’। ২। হ ‘ভূতলাদিব্যাসঙ্কায়’। ৩। হ ‘উত্তমান্’। ৪। হ ‘-স্তদতিষ্ঠদু রাসদম্’।  
৫। হ ‘পন্নগৈর্দ্যবাসঙ্কায়ৈঃ শিরোভিপ্রিয়মাণমুদতিষ্ঠৈঃ’। ৬। হ ‘সীতাং সংস্থ’। ৭। হ ‘সীতাং’। ৮। হ ‘-দে-  
মতাংস্চৈব’।

ধন্যা ত্বমসি বৈদেহি যন্তাস্তে শীলমীদৃশম্ ।

এবং বহুবিধা বাচো হস্তরীক্ষগতাঃ সুরাঃ ।

ব্যাজহুঃ হুমহাত্মানো দৃষ্ট্ৱা সীতাপ্রবেশনম্ ॥ ১৯ ॥

যজ্ঞবাটগতাশ্চাপি মুনয়ঃ সৰ্ব্ব এব তে ।

রাজানশ্চ নরব্যাত্ৰা বিশ্বয়াম্মোপরেমিরে ২০ ॥

অস্তরীক্ষে চ ভূমৌ চ সৰ্ব্বে স্থাবরজঙ্গমাঃ ।

দানবাস্চ মহাকায়াঃ পাতালে পন্নগাস্থথা ॥ ২১ ॥

কেচিদ্দিনেহুঃ সংহৃষ্টাঃ কেচিদ্ধ্যানপরাযণাঃ ।

কেচিদ্ভ্রামং নিরীক্ষন্তে কেচিৎ সীতামচিস্তয়ন্ ॥ ২২ ॥

মুহূৰ্ত্তমিব তৎ সৰ্ব্বং তুষণীভূতমচেতনম্ ।

সীতাপ্রবেশনং দৃষ্ট্ৱা জগদাসীৎ সমাকুলম্ ॥ ২৩ ॥

ইত্যর্থে বাণ্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাণ্ডে উত্তরকাণ্ডে সীতারসাতলপ্রবেশো নাম  
চতুরধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১০৪ ॥

২৩। লো-টী। সগাকুলং ব্যাকুলম্ ।

সীতারসাতলপ্রবেশঃ ॥ ১০৪

অস্তরীক্ষস্থিত মহাত্মা দেবগণ সীতার পাতাল-প্রবেশ দর্শন করিয়া “হে বৈদেহি! তোমার এতাদৃশ চরিত্র! অতএব তুমি ধন্যা!” এইরূপ বহুবিধ কথা বলিলেন ॥ ১৯ ॥

যজ্ঞস্থলে উপস্থিত সেই সকল মুনিগণ এবং নরশ্রেষ্ঠ নৃপতিগণ বিশ্বয় হইতে বিরত হইলেন না ( অর্থাৎ অগাধ বিশ্বয়ে নিমগ্ন হইলেন ) ॥ ২০ ॥

অস্তরীক্ষ এবং ভূতলস্থিত সমস্ত স্থাবর, জঙ্গম এবং অতিকায় দানবসকল ও পাতালস্থিত সর্পগণের মধ্যে কেহ আনন্দে কোলাহল করিতে লাগিল, কেহ চিন্তাবিষ্ট হইল, কেহ রামচন্দ্রকে দর্শন করিতে লাগিল, কেহ বা সীতাদেবীকে চিন্তা করিতে লাগিল ॥ ২১-২২ ॥

মুহূৰ্ত্তমধ্যে সেই সমস্তই যেন নিস্তরু অচেতন হইয়া পড়িল, সীতার রসাতল-প্রবেশ দর্শন করিয়া জগৎ ব্যাকুল হইল ॥ ২৩ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকিপ্রণীত আদিকাণ্ডে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে সীতার রসাতলপ্রবেশ-নামক  
১০৪তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০৪ ॥

## ( ১০৫ ) পঞ্চাধিকশততমঃ সর্গঃ

রসাতলং প্রবিষ্ঠায়াং বৈদেহ্যাং সৰ্ব্বপাৰ্থিবাঃ ।

বিস্ময়াচ্চ প্রহৰ্ষাচ্চ শোকাচ্চৈব প্রচুক্রুশুঃ ॥ ১ ॥

হাহাকারো মহানাসিন্ধেবানাং মহদদ্ভুতম্ ।

দৃষ্ট্বা ঋষিগণানাঞ্চ পাৰ্থিবানাঞ্চ বিস্ময়ম্ ॥ ২ ॥

দণ্ডকাষ্ঠমবষ্ঠভ্য বাপ্পব্যাকুলিতেক্ষণঃ ।

অবাক্শিরা দীনমনা রামোহপ্যাসীৎ স্নহুঃখিতঃ ॥ ৩ ॥

স রুদিহা চিরং কালমুষ্ণং বাপ্পমবাস্থজং ।

ক্রোধশোকসমাবিষ্টো রামো বাক্যমথাত্ৰবীৎ ॥ ৪ ॥

অভূতপূৰ্ব্বঃ শোকো মে মনঃ সংপ্রাপ্তুমিচ্ছতি ।

পশ্যতো মে যথা নষ্ঠা সীতা ত্রীরিব রূপিণী ॥ ৫ ॥

২। লো-টা। বিস্ময়ং দৃষ্ট্বা মহদদ্ভুতং যথা ভবতি তথা।

৩। লো-টা। দণ্ডকাষ্ঠং যজমানাবলম্বনস্তন্তং দণ্ডং বা।

৫। লো-টা। নষ্টা অদৰ্শনং প্রাপ্তা।

বিদেহরাজনন্দিনী সীতাদেবী রসাতলে প্রবেশ করিলে সমস্ত নৃপতিগণ বিস্ময়, আনন্দ এবং শোকে অভিভূত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥

বিস্ময়কর অত্যদ্ভুত ঘটনা দেখিয়া দেবতা, ঋষি এবং নৃপতিগণের মধ্যে মহা হাহাকার উপস্থিত হইল ॥ ২ ॥

রামচন্দ্রও অতিশয় দুঃখিত হইয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে দণ্ডকাষ্ঠ অবলম্বনপূর্বক অবনত মস্তকে দীনমনে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৩ ॥

তিনি বহুক্ষণ রোদন করিয়া উষ্ণ অশ্রু বিসর্জন করিলেন, তার পর ক্রোধে ও শোকে অভিভূত হইয়া বলিলেন— ॥ ৪ ॥

আমার সম্মুখেই দেখিতে দেখিতে সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর গ্ৰায় রূপবতী সীতা

১। হ 'চুক্রুশুঃ সাধুবাৎসল্য মুখ্যো রামসন্নিধৌ'। ২। হ 'রুদিহা স্নহিঃ'। ৩। হ 'অতীতোচাপি হি নাং ক্রুঃ শোকঃ'। ৪। হ 'লক্ষ্মীরিবার্ধিনঃ'।

স। মমাপশ্রুতো নীতা লঙ্কাং পারে মহোদধেঃ ।

ততশ্চাপি ময়ানীতা কিং পুনর্বসুধাতলাং ॥ ৬ ॥

বসুধে ত্বং ভগবতি সীতাং নির্যাতয়স্ব মে ।

দর্শয়িষ্যামি বা ক্রোধং যথা মামবগচ্ছসি ॥ ৭ ॥

কামং শ্ৰুশ্রুতম্বেব ত্বং ত্বৎসকাশাক্ষি মৈথিলী ।

কর্ষতা হলহস্তেন জনকেনোদ্ধতা পুরা ॥ ৮ ॥

তস্মান্নির্যাত্যতাং সীতা যদ্ববেক্ষাস্তি তে ময়ি ।

দুহিতা তব সীতা হি নক্ষ্যৎ বৃষ্টিরিবাগতা ॥ ৯ ॥

৬। লো-টী। ব্যতীতার্থেহপি মে ভূয় ইতি। পশ্রুতো মে মন্তঃ অধুনা ইতি ব্যাখ্যানম্। মহোদধেঃ পারে লঙ্কাং মমাদর্শনং যথা ভবতি তথা নীতা। 'বা মমাপশ্রুতো নীতা' ইতি পাঠে অপশ্রুতো মম অপশ্রুতি ময়ি সতি বা লঙ্কাং নীতা ইত্যর্থঃ। কিং পুনর্বসুধাতলাং আনেতব্যা ইতি শেষঃ।

৭। লো-টী। নির্যাতয়স্ব দদস্ব অবগচ্ছসি অবজানাসি।

৮। লো-টী। অপেক্ষা জামাত্রপেক্ষা। 'অবেক্ষ'তি পাঠে জামাতৃদৃষ্টিঃ, কীদৃশী? নষ্টদৃষ্টিঃ নষ্টচক্ষুরিবাগতা। 'প্রাপ্তা নষ্টবৃত্তি'রिति পাঠে নষ্টা বৃত্তিভূম্যাদিবৃত্তিঃ।

অদৃশ্যা হইলেন, ইহাতে অভূতপূর্ব শোক আমার অন্তর স্পর্শ (আক্রমণ) করিতেছে ॥ ৫ ॥

সীতা আমার অসাক্ষাতে সমুদ্রপারে লঙ্কায় নীতা হইয়াছিলেন; সেখান হইতেও তাঁহাকে আমি আনয়ন করিয়াছিলাম, বসুধাতল হইতে আনয়ন করিব ইহা আর এমন বিচিত্র কি? ॥ ৬ ॥

ভগবতি বসুধে, তুমি আমার সীতাকে প্রত্যর্পণ কর, অথবা তুমি আমাকে যেরূপ অবজ্ঞা করিতেছ তাহাতে আমি ক্রোধ প্রদর্শন করিব ॥ ৭ ॥

হলহস্ত রাজষি জনক কর্ষণ করিতে করিতে পূর্বে তোমার গর্ভ হইতেই সীতাকে পাইয়াছিলেন; সুতরাং তুমি আমার শ্রুশ্রুত হও বটে! ॥ ৮ ॥

অতএব, যদি আমার উপর তোমার জামাতৃস্নেহ থাকে, তবে সীতাকে প্রত্যর্পণ কর, তোমার কন্যা সীতা অদৃষ্ট (বহুদিন অদর্শনগত) বৃষ্টির স্রায় আসিয়াছিল ॥ ৯ ॥

১। হ 'বা মমাদর্শনং'। ২। হ 'দেবি ভবতি'। ৩। হ 'য়োঃ মন্তব্যং ন ভবিসি'। ৪। হ 'হ স্ব'।

৫। হ 'দৃষ্টিরিবাগতা'।

এবং প্রসাদমানাপি ত্বং ময়া বহুমানতঃ ।

ন চেদর্শয়সে সীতাং সম্বন্ধঃ সৌহৃদ্যকারণঃ ॥ ১০ ॥

সাধু নির্ধাত্যতাং সীতা বিবরং বা প্রযচ্ছ মে ।

পাতালে নাকপূৰ্ণে বা বসেয়ং সহ সীতয়া ॥ ১১ ॥

আনয়ধ্বং ক্ষণিত্রং মে অত্যাং মৈথিলীকৃতে ।

সপৰ্ব্বতবনাং কুৎস্নাং খনিয়ামি বস্তুক্ষরাম্ ॥ ১২ ॥

অদ্য দাস্ততি বা সীতাং তথারূপাং স্বয়ং মহী ।

নাশয়িষ্যামি বা ভূমিং সৰ্ব্বমাপো ভবিষ্যতি ॥ ১৩ ॥

এবং ক্রবতি কাকুৎস্থে ক্রোধশোকসমম্বিতে ।

স্বয়ম্ভুঃ পূৰ্ব্বজো দেবো ব্রহ্মা বচনমব্রবীৎ ॥ ১৪ ॥

১০। লো-টা। বহুমানতঃ বহুপূজাতঃ। তর্হি সৌহৃদি সম্বন্ধঃ স্বশ্রদ্ধামাতৃরূপঃ অকারণঃ  
ন বিত্ততে কারণং যত্র গঃ। ‘অকারণ’মিতি পাঠে অকারণং নিরর্থকম্।

আমি বহু সম্মানপূর্বক এইরূপে তোমাকে প্রসন্ন করিতেছি, তথাপি যদি  
তুমি সীতাকে না দেখাও, তবে সেই ( স্বশ্রদ্ধা-জামাতৃ ) সম্বন্ধও নিরর্থক হইবে ॥ ১০ ॥

সীতাকে প্রত্যর্পণ কর—উত্তম, নতুবা আমাকেও তোমার গর্ভে স্থান দাও ;  
পাতালে অথবা স্বর্গে সীতার সহিত একত্র বাস করিব ॥ ১১ ॥

[ ভৃত্যগণ, ] আমার জ্ঞাত খনিজ আনয়ন কর, অদ্য আমি সীতার জ্ঞাত পর্বত  
এবং বনের সহিত সমগ্র বস্তুক্ষরা খনন করিব ॥ ১২ ॥

হয় আজ পৃথিবী স্বয়ং তাদৃশী ( অর্থাৎ জীবিতা এবং অবিকৃত ) সীতাকে দান  
করিবে, অথবা আমি সমস্ত জগৎ ধ্বংস করিব, সমস্তই জলময় হইবে ॥ ১৩ ॥

কাকুৎস্থ রামচন্দ্র ক্রুদ্ধ এবং শোকসন্তপ্ত হইয়া এইরূপ বলিলে জগতের  
আদিজাত স্বয়ম্ভু পিতামহদেব বলিলেন— ॥ ১৪ ॥

১। হ ‘মৈব’। ২। হ ‘-ণম্’। ৩। হ ‘রষের’। ৪। হ ‘আপ-’। ৫। হ ‘-পামনিষিতাম্’।

৬। অতঃ পরং হ ‘ন চেদর্শয়সে সীতাং তথারূপামনিষিতাম্’। তস্যাং ক্রোধাদহং ভাঙ দারপিত্তে শিঠিঃ শরৈঃ’।  
ইত্যধিকম্। ৭। হ ‘-তম্’। ৮। অতঃ পরং হ ‘তং সর্বাং নিরানন্দং ক্রোধশোকাভিসংগ্নতম্’। ব্রহ্মা স্বয়ম্ভুপ্রথামুবাচ  
স্বয়ম্ভবম্’। ইত্যধিকম্।

রাম রাম ন সন্তাপং কর্তু মর্হসি মানদ ।

স্মর ত্বং পূর্বকং ভাবমাআনমমিতৌজসম্ ॥ ১৫ ॥

ন খলু ত্বাং মহাবাহো স্মারয়েয়মনুভবম্ ।

অস্তান্ত পরিশ্রম্যে যদ ব্রবামি নিবোধ তৎ ॥ ১৬ ॥

এতদেব মহাকাব্যং গেয়েন সমভিপ্লুতম্ ।

সর্বং বিস্তরতো রাম ব্যাখ্যানশ্রুতি ন সংশয়ঃ ॥ ১৭ ॥

জন্মপ্রভৃতি তে বীর সুখদুঃখোপসেবনম্ ।

ভবিষ্যদ্ব্তরং চৈব সর্বং বান্মৌকিনা কৃতম্ ॥ ১৮ ॥

১৫। লো-টী। পূর্বকং ভাবং স্মর, তমেবাহ—আআনমিতি। আআনং শ্রীনারায়ণম্, অমিতৌজসং অপরিমিতভেজসম্।

১৬। লো-টী। স্মারয়ামি স্মারয়িতুং শক্ভোহপি তথাপি তে তব সমুদ্রবং ন ক্রবে।

১৭। লো-টী। গেয়েন গানেন।

১৮। লো-টী। জন্মপ্রভৃতি যথা শ্রুতং। ভবিষ্যদ্ব্তরং উত্তরকাণ্ডমিতি সর্বজ্ঞঃ। যদা, যজ্ঞমধ্যে যজ্ঞানন্তরং যৎ উত্তরং পঞ্চাষ্ট্রাব্যম্।

[লো-টী।] সত্যবতা বান্মৌকিনা। যত্র ত্বদ্বক্তং কৃতং প্রত্যাশিতম্।

মানদ রাম, তোমার এরূপ দুঃখিত হওয়া উচিত নহে, অপরিমিত তেজোময়, স্বীয় পূর্বরূপ স্মরণ কর ॥ ১৫ ॥

মহাবাহো, এই সভামধ্যে আমি তোমার সেই অভূতম স্বরূপ স্মরণ করাইয়া দিতে পারি না; সুতরাং যাহা বলিতেছি, তাহা শ্রবণ কর ॥ ১৬ ॥

রাম, এই মহাকাব্য [গানদ্বারা পরিব্যাপ্ত অর্থাৎ] শেষপর্য্যন্ত গীত হইলেই সমস্ত বিষয় সবিস্তারে ব্যাখ্যাত হইবে, সন্দেহ নাই ॥ ১৭ ॥

বীর, তুমি জন্মাবধি যে-সকল সুখ-দুঃখ ভোগ করিয়াছ এবং ভবিষ্যতে

১। হ 'ইমং যুদ্ধং দুর্ভবং স্মারয়েয়ং তবানব'। ২। হ 'অস্তাঃ পরিষদো যথো ন ব্রবামি মহাভূতম্'।

৩। হ 'এতদন্তং হি কাব্যং তে'। ৪। হ 'কাকুৎস্থ তব সর্বং পুতাপুতম্'। ৫। হ '-তদ্ব্তরং'

৬। অতঃ পরং হ 'ঐতং হি পূর্ণমেবৈতদগ্নয়া সাক্ষিঃ স্মর্যতে'। দিগবদ্বক্তাণং কাব্যং সত্যবতঃ কৃতম্'। ইত্যধিকম্।

আদিকাব্যমিদং রাম হুয়ি সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ।

ন হস্তোহর্হতি কাব্যানাং যশোভাগ্ রাঘবাদৃতে ॥ ১৯ ॥

স ত্বং পুরুষশার্দ্দূল ধৈর্য্যেণ স্তসমাহিতঃ ।

ত্যজ শোকং মহাবাহো বুদ্ধিমানসি রাঘব ॥ ২০ ॥

শেষং ভবিষ্যং কাকুৎস্থ কাব্যং রামায়ণং শৃণু ।

অবধানপরশ্চৈব সর্হৈভিন্মুনিপুঙ্গবৈঃ ॥ ২১ ॥

উত্তমং নাম কাব্যস্ত শেষমত্র মহাযশঃ ।

তচ্ছৃণু মহাতেজ ঋষিভিঃ সার্কমক্ষয়ৈঃ ॥ ২২ ॥

১৯। লো-টী। কাব্যানাং কাব্যং শ্রোতুমিতি শেষঃ। 'ন হস্তোহর্হতি কাব্যাক্ষে'তি বা পাঠঃ।

২২। লো-টী। অক্ষয়ৈঃ অক্ষয়পুংগবৈঃ।

যাহা ঘটবে, মহর্ষি বাল্মীকি সেই সমস্তই [ এই কাব্যে ] বর্ণনা করিয়াছেন ॥ ১৮ ॥

রাম, এই আদিকাব্য সমগ্র তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তুমি ভিন্ন অন্য কেহই কাব্যবর্ণিত যশের অধিকারী হইতে পারে না ॥ ১৯ ॥

পুরুষশ্রেষ্ঠ মহাবাহো রামচন্দ্র, তুমি বুদ্ধিমান, স্মতরাং ধৈর্য্যদ্বারা সমাহিত হইয়া শোক পরিত্যাগ কর ॥ ২০ ॥

হে কাকুৎস্থ, এই সকল শ্রেষ্ঠ মুনিগণের সহিত একাগ্রচিত্তে রামায়ণ কাব্যের অবশিষ্ট ভবিষ্যভাগ ( উত্তরকাণ্ড ) শ্রবণ কর ॥ ২১ ॥

হে তেজস্বিন্ ও যশস্বিন্, এই কাব্যের শেষাংশ উৎকৃষ্ট; অক্ষয়-পুণ্যশালী ঋষিগণের সহিত তাহা শ্রবণ কর ॥ ২২ ॥

১। হ 'বৎস্বথিলন্তব'। ২। হ 'ব'। ৩। হ 'বৈ শ্রোতুং পার্থিবৈ হুয়ি, তিষ্ঠতি'। ৪। হ 'বীর্ষ'।

৫। হ '-মাংস্ হি'। ৬। হ 'ইদমর্জং নাস্তি'। ৭। হ 'উত্তরং রাব বাক্যস্ত শেষমত্র মহাপতে'। ৮। হ '-সব মুনিভির্দেবদানি তৈঃ'।

ন খল্বশ্চেন কাকুৎস্থ শ্রোতব্যমিদমুত্তরম্ ।

মহর্ষিভ্যশ্চ তে রাম শ্রাবণীয়ং বিশেষতঃ ॥ ২৩ ॥

এবমুক্ত্বা তু ভগবান্ ব্রহ্মা ত্রিভুবনেশ্বরঃ ।

জগাম ত্রিদিবং দেবো দেবৈঃ সহ সবাসনৈঃ ॥ ২৪ ॥

যে চ তত্র মহাত্মানো মুনয়ো ব্রাহ্মলৌকিকাঃ ।

ব্রহ্মণা তেহভ্যনুজ্ঞাতা শ্রবসন্নমিতৌজসঃ ॥ ২৫ ॥

উত্তরং শ্রোতুমনসো ভবিষ্যৎ যা চ রাঘবে ।

প্রাপ্য লোকে শুভাং কীর্ত্তিং ভবিষ্যতি শুভা গতিঃ ॥ ২৬ ॥

২৩। লো-টী। শৃণু রামেত্যেনেন মূনিভিঃ সাক্ষিঃ রামশ্রবণশ্রবণমিতি মহাত্মানামাশঙ্ক্যং বারয়ন্তাহ—ন খল্বিতি পশ্চেন। হে কাকুৎস্থ, খলুশঙ্কো নিষেধে, মহর্ষীন্ ত্র্যক্ ঋতে অন্তেন খলু ন শ্রোতব্যম্, অপি তু শ্রোতব্যমেব। ‘নিষেধবাক্যালঙ্কারজিজ্ঞাসামুনয়ে খলু’ ইত্যমরঃ। পুনরপি কাব্যোহস্মিন্ শ্রদ্ধাং বর্দ্ধয়ন্ শ্রবণং বিধন্তে মহর্ষিভিরিতি। অশেষতঃ সংপূর্ণম্।

২৫। লো-টী। ব্রাহ্মলৌকিকাঃ ব্রহ্মলোকনিবাসিনঃ।

২৬। লো-টী। উত্তরং ভবিষ্যৎ শ্রোতুমনসঃ, যত্র উত্তরে ভবিষ্যে।

কাকুৎস্থ রাম, এই উত্তরকাণ্ড ( ভাবী ঘটনা ) অন্যের শ্রবণ করা উচিত নয় ;  
তুমি ইহা বিশিষ্ট বিশিষ্ট মহর্ষিদিগকে শুনাইতে পার ॥ ২৩ ॥

ত্রিভুবনেশ্বর ভগবান্ ব্রহ্মা এই কথা বলিয়া ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণের সহিত  
স্বর্গধামে প্রস্থান করিলেন ॥ ২৪ ॥

ব্রহ্মলোকবাসী যে সকল অমিততেজাঃ মহাত্মা মূনি সেখানে ছিলেন, তাঁহারা  
ব্রহ্মার আদেশে ভবিষ্যৎ উত্তরকাণ্ড—এবং জগতে শুভকীর্ত্তি লাভ করিয়া অবশেষে  
রামচন্দ্রের যে শুভগতিপ্রাপ্তি হইবে তাহা—শ্রবণাভিলাষে তথায় অবস্থান করিতে  
লাগিলেন ॥ ২৫-২৬ ॥

১। ক-‘মব’। ২। হ ‘এতৈর্মহর্ষিভিবীর যয়া বাপি পরম্প’। ৩। হ ‘এতাব্রহ্মক’। ৪। হ ‘দেবঃ  
সহ সর্বৈঃ যুগোত্তমৈঃ’। ৫। হ ‘ব্রহ্মবাদিনঃ’। ৬। হ ‘তেহমুজ্ঞাঃ ব্রহ্মণঃ প্রাণা’। ৭। ক-‘ব’। ৮। হ ‘বব’।  
৯। হ ‘রাঘব’। ১০। হ ‘যথা যাত্রতি বৈ দিব’



এতশ্রমস্তরে বাণী নিঃসৃত্য ধরণীতলাৎ ।

জহি স্বং রাম সস্তাপং কৃতান্তো হত্ৰ কারণম্ ॥ ২৭ ॥

কাজ্জকসে যচ্চ বৈদেহীং তদ্বৃথা পরিতপ্যসে ।

ছল্লভং দর্শনং তস্মাষ্ট্রৈলোক্যে সা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ২৮ ॥

ইহস্থা পূজ্যতে নারৈশ্চর্য্যালোকে চ মানু্ষৈঃ ।

পিতৃণাং সা স্বধা স্বর্গে সা তৃপ্তিরমৃত্যুতাপিনাম্ ॥ ২৯ ॥

শ্রীবৎসবক্ষসো দেহে সৈব লক্ষ্মীঃ প্রতিষ্ঠিতা ।

সিদ্ধানং স্বর্গসংস্থানং সা চ সিদ্ধিঃ প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৩০ ॥

নিবর্তয় মতিং রাম বৈদেহ্য দর্শনং প্রতি ।

দ্রষ্টব্য যদি তে সীতা পুত্রো পশু কুশীলবো ॥ ৩১ ॥

২৭। লো-টী। কৃতান্তঃ কালঃ ।

এই সময়ে রসাতল হইতে এইরূপ বাক্য নিঃসৃত হইল,—“হে রাম, তুমি সস্তাপ পরিত্যাগ কর, দৈবাধীন এইরূপ হইয়াছে ; বৈদেহীকে যে পাইতে ইচ্ছা করিতেছ, তাঁহার দর্শন অসম্ভব, সূতরাং বৃথা খেদ করিতেছ । সীতা ত্রিভুবনে প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ পরিব্যাপ্ত হইয়াছেন ॥ ২৭-২৮ ॥

সীতা এখানে থাকিয়া নাগলোককর্তৃক এবং মর্ত্যালোকে মনুষ্যগণ কর্তৃক পূজিত হইতেছেন, সীতা স্বর্গে পিতৃগণের স্বধাধরূপ এবং অমৃতভোজী দেবগণের তৃপ্তি-স্বরূপ ॥ ২৯ ॥

সীতাই শ্রীবৎসলাঞ্ছন বিষ্ণুর দেহে লক্ষ্মীরূপে প্রতিষ্ঠিতা এবং সীতাই স্বর্গবাসী সিদ্ধগণের সিদ্ধিস্বরূপা ॥ ৩০ ॥

রাম, সীতাকে দেখিবার ইচ্ছা নিবর্তিত কর ; যদি তাহাকে দেখিতে চাও তবে পুত্রদ্বয়—কুশ এবং লবকে দর্শন কর ॥ ৩১ ॥

১। হ 'বহুধা'। ২। হ 'বৃথা তেহম পরিভ্রমঃ'। ৩। ক 'বা'। ৪। হ 'দানবৈঃ'। ৫। ক '-পাক  
স্থ'। ৬। হ 'হি'। ৭। হ 'বনো'।

শ্রয়তাঞ্চ শুভং কাব্যং সত্যং বাগ্মীকিনা কৃতম্ ।

উত্তরে যদ্ ভবিষ্যচ্চ যথা প্রাহ পিতামহঃ ॥ ৩২ ॥

ততো রামঃ শুভাং বাগীং শ্রুত্বা তাং বসুধাতলাৎ ।

পিতামহবচঃ কুর্স্বন্ বাগ্মীকিমিদমব্রবীৎ ॥ ৩৩ ॥

ভগবন্ শ্রোতুমনস ঋষয়ো ব্রাহ্মলৌকিকাঃ ।

ভবিষ্যদুত্তরং যস্মৈ শোভুতে তৎ প্রবর্ততাম্ ॥ ৩৪ ॥

এবং বিনিশ্চয়ং কৃত্বা সংপ্রগৃহ্য কুণীলবো ।

তং জনৌঘং বিসৃজ্যাথ কৰ্ম্মশালামুপাविशत् ॥ ৩৫ ॥

ইত্যার্ষে বাগ্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে পিতামহদর্শনং নাম

পঞ্চাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১০৫ ॥

৩৪। লো-টী। শোভুতে পরদিনে।

পিতামহদর্শনম্ ॥ ১০৫ ॥

ব্রহ্মা যাহা বলিয়াছেন তদনুসারে,—বাগ্মীকিরচিত সত্যঘটনায়ুক্ত এই উদ্ভম কাব্যের উত্তরকাণ্ডে ভবিষ্যতে যাহা ঘটিবে তাহা শ্রবণ কর” ॥ ৩২ ॥

পরে রামচন্দ্র বসুধাতল হইতে [ সমুখিত ] সেই শুভবাক্য শ্রবণ করিয়া পিতামহ ব্রহ্মার আদেশ প্রতিপালনার্থে মহর্ষি বাগ্মীকিকে বলিলেন— ॥ ৩৩ ॥

ভগবন্, ব্রহ্মলোকবাসী ঋষিগণ ভবিষ্যতে আমার যাহা হইবে তাহা শুনিতে ইচ্ছুক, সুতরাং আগামী কল্য উহা গীত হউক ॥ ৩৪ ॥

রামচন্দ্র এইরূপ স্থির করত সমাগত জনগণকে বিদায় দিয়া কুশ এবং লবকে লইয়া যজ্ঞশালায় প্রবেশ করিলেন ॥ ৩৫ ॥

মহর্ষি বাগ্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে পিতামহদর্শন নামক

১০৫তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০৫ ॥

১। হ ‘বাক্যং যদে’। ২। হ ‘-রজ্জ’। ৩। হ ‘-শ্রুৎ বদ্ যথা চাহ’। ৪। হ ‘-সো যুনরো দেবসম্মতাঃ’।  
৫। হ ‘সংপ্রবর্ততাম্’। ৬। হ ‘সংগৃহ্য চ’। ৭। হ ‘জনৌঘং তং বিসৃজ্যাথ’।

## (১০৬) ষড়ধিকশততমঃ সর্গঃ

স রজ্ঞাং প্রভাতায়াঃ সমানীয় মহামুনীন্ ।

পুত্রাবুবাচ কাকুৎস্থো গীয়তাং নির্বিশঙ্কয়া ॥ ১ ॥

ততঃ সমুপবিষ্টেষু মহর্ষিষু মহাত্মনু ।

ভবিষ্যদ্ব্তরং কাব্যং জগতুস্তো কুশীলবো ॥ ২ ॥

ততঃ শ্রুত্বা রঘুশ্রেষ্ঠঃ কাব্যমুত্তমসংজ্ঞকম্ ।

সংস্তুভয়ন্নপি মনো ন বিসম্মার মৈথিলীম্ ॥ ৩ ॥

অথাবসানে যজ্ঞস্য তদা পরমদুর্শ্মনাঃ ।

অপশ্যন্ মৈথিলীং রামো মেনে শূন্যমিদং জগৎ ।

শোকানীহারসংচ্ছন্নো ন শাস্তিঃ সমুপাগমৎ ॥ ৪ ॥

১। লো-টী। 'নির্বিশঙ্কয়ে'তি পাঠঃ। 'নির্বিশঙ্কিতা'বিত্তি পাঠে অস্ত্রদীয়ত্বেন শঙ্কাপুত্রো।

৩। লো-টী। সংস্তুভয়ন্নপি স্থিরীকূর্নন্নপি।

৪। লো-টী। কদাচ কদাচিদপি ন লেভে, যথা নীহারসংচ্ছন্নঃ পথিকঃ শাস্তিঃ সূখং তথা শোকসংচ্ছন্নঃ।

রাত্রি প্রভাত হইলে কাকুৎস্থ রামচন্দ্র মহামুনিদিগকে তথায় আনয়ন করিয়া স্বীয় পুত্রদ্বয়কে বলিলেন, নির্বিশঙ্কচিত্তে গান কর ॥ ১ ॥

পরে মহাত্মা মহর্ষিগণ উপবেশন করিলে কুশ এবং লব ভবিষ্যদ্বৃত্তান্ত-সমন্বিত রামায়ণের উত্তরভাগ গান করিতে লাগিলেন ॥ ২ ॥

তারপর রঘুশ্রেষ্ঠ রাম সেই উত্তম সংজ্ঞাসমন্বিত (আত্মস্বরূপ-সংস্মারক) কাব্য (উত্তরকাণ্ড) শ্রবণ করিয়া মনঃস্থির করিয়াও মৈথিলীকে বিস্মৃত হইতে পারিলেন না ॥ ৩ ॥

অনন্তর যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে রামচন্দ্র মৈথিলীকে না দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত-

১। হ 'পারভামনিশঙ্কিতো'। ২। হ 'বাক্য'। ৩। হ '-রসংহতম্'। ৪। হ 'বিস্মরতি'। ৫। অতঃ পরং হ 'অবিষ্টায়াত মৈথিল্যাং তুতলং ন নৃপত্তবা ইত্যধিকম্'। ৬। হ 'রাম'। ৭। হ 'অপশ্যমানো বৈদেহীং শূন্যং জগদমন্তত'।

বিশ্বজ্য পার্ধিবান্ সর্বান্ ঋক্ষবানররাক্ষসান্ ।

জর্নোঘং দ্বিজমুখ্যাংচ বিত্তপূর্ণান্ ব্যাসজ্জয়ৎ ॥ ৫ ॥

ততো বিশ্বজ্য তান্ সর্বান্ রামো রাজীবলোচনঃ ।

হৃদি কৃৎস্না তদা সীতামযোধ্যাং প্রবিবেশ হ ॥ ৬ ॥

ন চাসাবপরাং ভার্য্যাং বস্ত্রে রাঘবনন্দনঃ ।

যজ্ঞে যজ্ঞে চ পত্নীং তাং কাঞ্চনৌ সমকল্পয়ৎ ॥ ৭ ॥

দশবর্ষসহস্রাণি বাজিমেষানুপাহরৎ ।

বাজপেয়ান্ দশগুণান্ বহুন্ বহুত্ববর্ণকান্ ॥ ৮ ॥

৫। লো-টী। বিত্তপূর্ণমিতি পাঠঃ। 'বিত্তবর্ণানি'তি পাঠে বিত্তঃ খ্যাতে বর্ণো বশো গুণো বা বেষাং তান্। 'বিত্তং ক্লীবং যনে বাচ্যলিঙ্গং খ্যাতে বিচারিতে' ইতি কোষঃ।

৮। লো-টী। 'বাজিমেষচতুঃশত'মিতি পাঠঃ, 'বাজিমেষানুপাহরদি'তি বা। দশগুণান হ্রস্বমেধেতি শেষঃ। অতো বহুন্ বহুত্ববর্ণকান্ বহুত্ববর্ণদক্ষিণানিতার্থঃ।

চিন্তে সমস্ত জগৎ শূন্য মনে করিতে লাগিলেন এবং শোকাশ্রুপরিপ্লুত হইয়া শান্তিলাভ করিতে পারিলেন না ॥ ৪ ॥

রামচন্দ্র সমস্ত নৃপতিবর্গ এবং ঋক্ষ, বানর ও রাক্ষসদিগকে বিদায় দিয়া জমসমূহ এবং প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণদিগকে বহু ধন দিয়া বিদায় দিলেন ॥ ৫ ॥

তার পর তাঁহাদের সকলকে বিদায় দিয়া রাজীবলোচন রাম তখন সীতার স্মৃতি হৃদয়ে লইয়া অযোধ্যায় প্রবেশ করিলেন ॥ ৬ ॥

রঘুনন্দন রাম ভার্য্যাস্তর গ্রহণ না করিয়া সেই কাঞ্চননির্মিতা সীতা-প্রতিমাকেই প্রতি যজ্ঞে পত্নীরূপে কল্পনা করিয়াছিলেন ॥ ৭ ॥

শ্রীমান্ মহারাজ রামচন্দ্র দশসহস্র বর্ষ ধরিয়া বহু অশ্বমেধ-যজ্ঞ এবং বহু সূবর্ণদক্ষিণাসমষ্টিত [ অশ্বমেধ অপেক্ষা ] দশগুণ বাজপেয় যজ্ঞ সম্পাদন করিলেন ।

১। হ'-বান্'। ২। হ 'পত্নীর্বা'। ৩। হ 'ভাসকল্পয়ৎ'। ৪। হ 'হ্রস্বমেধচতুঃশত'। অতঃ পরং হ 'দ্বিজে স রামো ধর্ম্মাত্মা গুণৈঃ সুবহুভিবৃন্তঃ' ইত্যধিক্য।

অগ্নিসৌম্যতিরাত্রাভ্যাং গোসবৈশ্চ মহাধনৈঃ ।

সৌত্রামণিশিতৈশ্চৈব পার্ধিবো রথুনন্দনঃ ।

ঈজে ক্রতুভিরশ্চৈশ্চ স স্ত্রীমানাপ্তদক্ষিণৈঃ ॥ ৯ ॥

এবং স কালঃ স্মমহান রাজ্যস্থশ্চ মহাত্মনঃ ।

ধর্ম্মে প্রয়তমানশ্চ রাঘবশ্চ জগাম হ ॥ ১০ ॥

অম্বরজ্যন্ত রাজানঃ প্রত্যহং রথুনন্দনম্ ।

ঋক্ষবানররক্ষাংসি স্থিতানি রামশাসনে ॥ ১১ ॥

কালে বর্ষতি পর্জ্জন্মঃ স্তুভিক্ষা নীরুজঃ প্রজাঃ ।

হৃষ্টপুষ্টজনাকর্ণঃ পুরং জনপদাস্থতা ॥ ১২ ॥

৯। লো-টী। অগ্ন্যদক্ষিণৈঃ উত্তমদক্ষিণৈঃ। ‘আপ্তদক্ষিণৈ’রিতি পাঠে ঋত্বিগ্ভিঃ  
আপ্তা প্রাপ্তা দক্ষিণা যেষু ভৈঃ ।

১১। লো-টী। রাজানঃ ‘রাজানং’ বা পাঠঃ। অস্ত শাসনে আজ্ঞায়াম্ ।

১২। লো-টী। নির্গতা রুক্ রোগা বাভ্যস্তাঃ ।

তিনি বহু ধনসাম্য অসংখ্য গোসব, অগ্নিসৌম্য, অতিরাত্র, শত শত সৌত্রামণি যজ্ঞ  
এবং প্রচুর-দক্ষিণাসমন্বিত অশ্রাশ্র বহু যজ্ঞ করিলেন ॥ ৮-৯ ॥

এইরূপে ধর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত থাকিয়া রাজ্যাধিরূঢ় মহাত্মা রামচন্দ্রের বহুকাল  
অতিবাহিত হইল ॥ ১০ ॥

রাজগণ দিনে দিনে রামের প্রতি অমুরক্ত হইয়া উঠিল ; ঋক্ষ, বানর এবং  
রাক্ষসগণ রামচন্দ্রের শাসনে অবস্থান করিতে লাগিল ॥ ১১ ॥

রামের রাজ্যশাসনকালে পর্জ্জন্মদেব ষথাসময়ে বর্ষণ করিতেন, ভিক্ষা অতিশয়  
শুলভ ছিল (অর্থাৎ দুর্ভিক্ষ ছিল না), প্রজাগণ নীরোগ ছিল এবং নগর ও জনপদসমূহ

১। ক ‘সৌম্য’। ২। হ ‘বাজীরাত্রাবত হি’। ৩। হ ‘অম্’। ৪। ক ‘রাজানং’। ৫। হ  
‘নন্দনৈ’। ৬। হ ‘শাসনে’ হিতানি বৈ’। ৭। ক ‘আজ্ঞাং বিপুল্য দিশঃ’। ৮। হ ‘ভগা’।

নাকালে ত্রিয়তে কশ্চিন্ন ব্যাধিঃ প্রাণিনামভূৎ ।

নাধার্মিকোহভবৎ কশ্চিদ্ভ্রামে রাজ্যং প্রশাসতি ॥ ১৩ ॥

অথ দীর্ঘশ্চ কালশ্চ রামমাতা যশস্বিনী ।

পুত্রপৌত্রৈঃ পরিবৃত্তা কালধর্মমুপাগমৎ ॥ ১৪ ॥

কৈকেয়ী চ মহাভাগ স্মিত্রা চ তপস্বিনী ।

ধর্ম্যং কৃত্বা বহুবিধং ত্রিদিবে পর্য্যবস্থিতে ॥ ১৫ ॥

সর্ব্বাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ স্বর্গে রাজ্ঞা দশরথেন হি ।

সমাগতা মহাভাগাঃ সর্ব্বা লোকাংশ্চ ভেজিরে ॥ ১৬ ॥

তা সাং রামো মহাদানং কালে কালে দদৌ নৃপঃ ।

মাতৃগামবিশেষেণ ব্রাহ্মণেষু মহাত্মন ॥ ১৭ ॥

১৫। লো-টী। অথ অনন্তরং কেকয়ী স্মিত্রা চ ত্রিদিবে স্বর্গে পর্য্যবস্থিতে পরি সর্ব্বভো-  
ভাবেনাবস্থিতে ।

১৬। লো-টী। ততশ্চ সর্ব্বাঃ কৌশল্যাদয়ঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ খ্যাতাঃ দশরথেন সমাগতাঃ  
সম্বন্ধাঃ সত্যঃ সালোকাং সমানলোকম্ ।

ছষ্ট-পুষ্ট জনবৃন্দে পরিপূর্ণ ছিল ; অসময়ে কেহ মারা যাইত না, প্রাণিগণের কোন  
ব্যাধি ছিল না এবং কেহ অধার্মিক ছিল না ॥ ১২-১৩ ॥

অনন্তর দীর্ঘকাল অতীত হইলে যশস্বিনী রাম-মাতা কৌশল্যা পুত্র এবং  
পৌত্রগণে পরিবেষ্টিত হইয়া দেহত্যাগ করিলেন ॥ ১৪ ॥

মহাভাগ্যবতী কৈকেয়ী এবং তপস্বিনী স্মিত্রাও বহুবিধ ধর্ম্মকার্য্য করিয়া  
[ কালক্রমে ] স্বর্গস্থ হইলেন ॥ ১৫ ॥

মহাভাগ্যবতী কৌশল্যা প্রভৃতি সকলেই মহারাজ দশরথের সহিত মিলিত  
হইয়া স্বর্গে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, সকলেই উত্তম লোকে স্থান লাভ করিলেন ॥ ১৬ ॥

মহারাজ রামচন্দ্র সেই মাতৃগণের উদ্দেশ্যে নির্বিশেষে যথাকালে মহাত্মা

১। হ 'তপস্বিনী'। ২। হ ইবমভ্যং পরমোৎপাদকঃ চ নারি। ৩। হ 'হ'। ৪। হ  
'জানাত'।

পৈত্রাংশ্চ ধনরত্নাঢ্যান্ যজ্ঞান্ পরমহুস্তরান্ ।

চকার রামো ধর্ম্মাভ্যা পিতৃন্ দেবাংশ্চ তর্পয়ন্ ॥ ১৮ ॥

এবং বর্ষসহস্রাণি স্তবহুশ্চতিচক্রমুঃ ।

যজ্ঞৈর্বহুবিরৈধর্ম্মং বর্দ্ধয়ানস্ত সর্ব্বদা ॥ ১৯ ॥

ইত্যর্থে বায়্বীকীরে রামায়ণে আদিকাণ্ডে উত্তরকাণ্ডে যজ্ঞাবসানং নাম  
ষড়্বিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১০৬ ॥

১৮। লো-টী। পৈত্রান্ পিতৃতর্পকান্ ।

১৯। লো-টী। বর্দ্ধয়ানস্ত বর্দ্ধয়মানস্ত ।

যজ্ঞাবসানম্ ॥ ১০৬ ॥

ভ্রাক্ষণগণকে মহাদান করিলেন ॥ ১৭ ॥

ধর্ম্মাভ্যা রামচন্দ্র দেবগণ এবং পিতৃগণের তৃপ্ত্যর্থ করত বহু ধনরত্ন ব্যয়ে পিতৃ-  
তৃপ্তিদায়ক অতি হুঃসাধ্য যজ্ঞসমূহ সম্পাদন করিলেন ॥ ১৮ ॥

এইরূপে সর্ব্বদা বহুবিধ যজ্ঞদ্বারা ধর্ম্মবর্দ্ধনে নিরত থাকিয়া মহারাজ  
রামচন্দ্রের বহু-সহস্র বর্ষ অতিবাহিত হইল ॥ ১৯ ॥

মহর্ষি বায়্বীকিপ্রণীত আদিকাণ্ডে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে যজ্ঞাবসান-নামক  
১০৬তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০৬ ॥

(১০৭) সপ্তাধিকশততমঃ সর্গঃ

কশ্চিৎকালস্থ যুধাজিৎ কেকয়াধিপঃ ।  
 পুরোহিতং প্রহিতবান্ রাঘবস্ত মহাত্মনঃ ।  
 গার্গ্যমঙ্গিরসঃ পুত্রং ব্রহ্মযিমমিতপ্রভম্ ॥ ১ ॥  
 দশ চান্ধসহস্রাণি প্রীতিদানমনুত্তমম্ ।  
 কশ্চলাদানি রত্নানি চীরপট্টাঃস্তুথোত্তমান্ ।  
 বহু চাভরণং মুখ্যং রামায় প্রাহিণোম্ পঃ ॥ ২ ॥  
 তং শ্রুত্বা রাঘবো গার্গ্যং কৈকেয়াং সমুপস্থিতম্ ।  
 স মাতুলস্তাশ্বপতেঃ প্রিয়ভূতমনুত্তমম্ ॥ ৩ ॥

২। লো-টী। চীরপট্টান্ চীরাণি গোস্তনান্ হারভেদান্ পট্টান্ পীঠান্। ‘চীরং তাদ্ গোস্তনে বস্ত্রভেদনিব্বনভেদয়ো’রিতি কোষঃ। ‘গোস্তনো হারভেদে স্তাং দ্রাক্ষায়াং গোস্তনৌ ন্যতে’তি কোষঃ। ‘পট্টং ফলকপেধিপ্যো রাজশাসনপীঠয়ো’রিতি ভূরিঃ।

কিছুকাল পরে কেকয়নৃপতি যুধাজিৎ পুরোহিত অমিতপ্রভ ব্রহ্মর্ষি অঙ্গিরাস-  
 তনয় গার্গ্যকে মহাত্মা রামচন্দ্রের নিকট প্রেরণ করিলেন ॥ ১ ॥

এবং তাঁহার সহিত মহারাজ যুধাজিৎ রামচন্দ্রকে দশসহস্র অশ্ব, কশ্বল প্রভৃতি  
 আসন, বহু রত্নরাজি, উত্তম পট্টবস্ত্রসমূহ, বহু শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার—ইত্যাদি অতুত্তম  
 উপঢৌকন-দ্রব্য প্রেরণ করিলেন ॥ ২ ॥

কাকুৎস্থ রামচন্দ্র কৈকেয়-দেশ হইতে অশ্বাধিপতি মাতুলের অতি প্রিয়পাত্র  
 মহর্ষি গার্গ্যের আগমনবার্তা শ্রবণ করিয়া অনুচরগণের সহিত ক্রোশমাত্র প্রত্যাগমন

১। হ ‘বধ’। ২। ক ‘কৈক’। ৩। হ ‘বাজি’। ৪। হ ‘দার’। ৫। হ ‘জিনরত্ন’।  
 ৬। হ ‘বীর’। ৭। হ ‘শ্রুত’। ৮। হ ‘পাপতম্’। ৯। হ ‘প্রিয়ভূত’।



প্রভৃদগম্যাথ কাকুৎস্থঃ ক্রোশমাত্রং সহানুগঃ ।

গার্গ্যং সম্পূজয়ামাস যথা শক্ৰো বৃহস্পতিম্ ॥ ৪ ॥

ততঃ সম্পূজ্য তমুষিঃ ধনং তৎ প্রতিগৃহ্য চ ।

মহৰ্ষিঃ তং পুরস্কৃত্য রামঃ স্বপুরমাবিশৎ ॥ ৫ ॥

প্রবিষ্টঃ শ্রীতিমান্ সৰ্ব্বং কুশলং মাতুলস্য হ ।

উপবিষ্টৌ মহারাজঃ প্রক্টং সমুপচক্রমে ॥ ৬ ॥

কিমাং মাতুলো বাক্যং যদৰ্থং ভগবানিহ ।

প্রাপ্তো বাক্যবিদাঃ শ্রেষ্ঠঃ সাক্ষাদিব বৃহস্পতিঃ ॥ ৭ ॥

রামস্য ভাষিতং শ্রুত্বা মহৰ্ষিঃ কার্য্যবিস্তরম্ ।

বক্তমদভুতসঙ্কশং রাঘবাযোপচক্রমে ॥ ৮ ॥

৫। লো-টী। তমুষিঃ মহান্ ঋষির্দীপ্তিঃ তেজো যন্ত তম্, ক্রিয়াধ্বয়েন বাঘয়ঃ কাব্যঃ

৮। লো-টী। বিস্তরং বিস্তারম্ ।

করত বৃহস্পতিকে ইন্দ্র যেরূপ সংবর্দ্ধনা করেন, গার্গ্যকে সেইরূপ সংবর্দ্ধনা করিলেন ॥ ৩-৪ ॥

তার পর রামচন্দ্র মহর্ষি গার্গ্যকে পূজা করিয়া এবং সেই ধনসমূহ গ্রহণ করিয়া সেই মহর্ষিকে অগ্রে করত স্বীয় নগরীতে প্রবেশ করিলেন ॥ ৫ ॥

শ্রীতিমান্ মহারাজ রামচন্দ্র [ অযোধ্যায় ] প্রবেশ করিয়া উপবেশন করত মাতুল যুধাজিতের সর্বদীপ কুশল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥

“মাতুল কি আদেশ করিয়াছেন, যে-জন্ত বাক্যবিদার সাক্ষাৎ বৃহস্পতিতুল্য আপনি এই অযোধ্যায় আগমন করিয়াছেন” ॥ ৭ ॥

রামচন্দ্রের কথা শুনিয়া মহর্ষি গার্গ্য তাঁহার নিকট অভূতপ্রায় কার্য্যের গুরুত্বের কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৮ ॥

১। হ 'প্রভৃদগম্য'। ২। হ 'নুল'। ৩। হ 'পরিগৃহ'। ৪। হ 'পৃষ্টা'। ৫। হ 'চ'।

৬। হ 'উপবেশ'। ৭। হ 'বাক্য'।

মাতুলস্বাং মহাবাহো বাক্যমাহ নরবর্ভ ।

যুধাজিৎ শ্রীতিসংযুক্তং শ্রায়তাং যদি রোচতে ॥ ৯ ॥

অস্তি গন্ধর্ববিষয়ঃ ফলমূলোপশোভিতঃ ।

সিক্কোরুভয়তঃ পার্শ্বে দেশঃ পরমশোভনঃ ॥ ১০ ॥

তং তু রক্ষন্তি গন্ধর্বাঃ সায়ুধা যুদ্ধকাজিগাঃ ।

শৈলুষশ্চ স্ততা বীরাস্তিস্রঃ কোট্যো মহাবলাঃ ॥ ১১ ॥

তান্ বিনির্জিত্য কাকুৎস্থ গন্ধর্ববিষয়ং শুভম্ ।

নিবেশয় মহাবাহো হ্রে পুরে স্তমমাহিতঃ ॥ ১২ ॥

নান্যশ্চ ন (৭) গতিবীর দেশচায়াং স্তশোভনঃ ।

রম্যং পুষ্পফলাকর্ণং নিবেশয় মহামতে ॥ ১৩ ॥

১০। লো-টা। গান্ধর্বো বিষয়োহধিকারো যত্র সঃ।

১১। লো-টা। শৈলুষশ্চ শৈলুষনাম্যো গন্ধর্বশ্চ।

১৩। লো-টা। গন্ধর্বাণাং বিনির্জয়েহন্যশ্চ গতিঃ শক্তির্নাস্তি। নিবেশয় প্রবিশ।

হে মহাবাহো মানবশ্রেষ্ঠ, মাতুল যুধাজিৎ আপনাকে শ্রীতিপূর্বক যাহা বলিয়াছেন, তাহা অভিমত হইলে শ্রবণ করুন ॥ ৯ ॥

সিক্কুনদের উভয় পার্শ্বে ফলমূলশোভিত অতি রমণীয় গন্ধর্বাধিকৃত একটা দেশ আছে ॥ ১০ ॥

তিনকোটি যুদ্ধাভিলাষী সশস্ত্র মহাবলবান্ শৈলুষতনয় বীর গন্ধর্ব সেই দেশ রক্ষা করিতেছে ॥ ১১ ॥

মহাবাহো কাকুৎস্থ, তুমি সাবধানে সেই গন্ধর্বদিগকে পরাভূত করিয়া রমণীয় গন্ধর্বরাজ্যে দুইটা নগরী স্থাপন কর ॥ ১২ ॥

মহামতে বীর, তথায় অন্তর প্রবেশ অসম্ভব, সুতরাং এই স্তশোভন ফলপুষ্প-পরিপূর্ণ রমণীয় দেশ তুমি অধিকার কর ॥ ১৩ ॥

১। ক 'ক্যং বদ্যানবর্ভত'। ২। হ 'অয়ং গা-'। ৩। হ 'বীর তিস্রঃ'। ৪। হ 'নগরঃ'। ৫।

হ 'নগর পুরে বে'। ৬। হ 'ইদমবর্ভং নাস্তি'। ৭। হ 'রম্যপুষ্পফল্যো হু'।

অন্যো বা প্রেষ্যতাং জেতুং দেশং তম্বিণা সহ ।

রোচতাং তে মহাবাহো ন হি জ্বামহিতং বদে ॥ ১৪ ॥

তচ্ছ্রুত্বা রাঘবঃ শ্রীতঃ সন্দেশং মাতুলশ্চ চ ।

উবাচ বাচমিত্যেব ভরতকান্ববৈকৃত ॥ ১৫ ॥

সোহব্রবীজাঘবঃ শ্রীতঃ প্রাজ্ঞলিপ্রগ্রহো দ্বিজম্ ।

ইমৌ কুমারৌ ব্রহ্মর্ষে তং দেশং বিজয়িষ্যতঃ ॥ ১৬ ॥

ভরতশ্চাত্মজৌ বীরৌ তক্ষঃ পুষ্কর এব চ ।

মাতুলেন স্মসংগুপ্তৌ ধর্ম্মেণ স্মসমাহিতৌ ॥ ১৭ ॥

ভরতশ্চাগ্রতঃ কৃত্বা কুমারৌ স বলানুগৌ ।

নিহত্য গন্ধর্ব্বসুতান্ পুরে হে রচয়িষ্যতি ॥ ১৮ ॥

১৪। লো-টী। ঋষিণা বশিষ্ঠেন।

১৬। লো-টী। প্রকর্ষণে অঞ্জলিং প্রগৃহ্ণাতীতি প্রাজ্ঞলিপ্রগ্রহঃ কৃতাজ্ঞলিরিতার্থঃ।

১৮। লো-টী। স ভরত ইতি সন্ধঃ।

অথবা ঋষির ( গার্গ্যের ) সহিত অশ্ব কাহাকেও এই দেশ জয় করিতে প্রেরণ কর ; মহাবাহো, আমি তোমাকে অহিত বলিতেছি না, সুতরাং ইহা তোমার অভিপ্রেত হউক ॥ ১৪ ॥

রামচন্দ্র মাতুলের সেই কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীতিসহকারে তাহা অনুমোদন-পূর্ব্বক ভরতের প্রতি দৃষ্টিনিষ্কেপ করিলেন ॥ ১৫ ॥

পরে রামচন্দ্র শ্রীত হইয়া কৃতাজ্ঞলিপুটে সেই দ্বিজবরকে বলিলেন—ব্রহ্মর্ষে, ভরতপুত্র তক্ষ এবং পুষ্কর এই বীর কুমারদ্বয় মাতুলকর্তৃক সুরক্ষিত হইয়া সাবধানে ধর্ম্মানুসারে সেই দেশ জয় করিবে ॥ ১৬-১৭ ॥

ভরত সৈন্তানুগামী কুমারদ্বয়কে অগ্রে করিয়া গন্ধর্ব্বপুত্রগণকে নিহত করত

১। হ 'ভলেন'। ২। তঃঅ পরং হ 'অন্ততঃ ন গতির্ভিন্ন দেশচারণঃ স্মশোভনঃ' ইত্যধিকম্। ৩। হ '-লিঃ প্র-'। ৪। হ 'বিগ্রহে'। ৫। হ 'সুগুপ্তৌ তু'। ৬। ক 'বিতলিতজতি'।

নিবেশ্য তে পুরে শ্রেষ্ঠে আত্মজৌ সমিবেশ্য চ ।

আগমিষ্যতি মে বীরঃ সকাশমিহ ধার্মিকঃ ॥ ১৯ ॥

এবমুক্তা তু তম্মিৎ ভরতঞ্চ বলামুগম্ ।

প্রেষয়ামাস স তদা কুমারৌ চাভ্যেষেচয়ৎ ॥ ২০ ॥

নক্ষত্রেণ চ সৌম্যেন পূরঙ্কৃত্যঙ্গিরঃসুতম্ ।

ভরতঃ সহ পুত্রোভ্যাং স্ববলেন বিনির্ঘয়ো ॥ ২১ ॥

সা সেনা বলসম্পন্না সাকৈতান্নির্ঘয়াবথ ।

রামেণানুগতা দূরং ছুরাধর্ষা হরৈরপি ॥ ২২ ॥

মাংসাশীনি চ সত্বানি রক্ষাংসি হুবহুতপি ।

অনুগচ্ছন্তি ভরতং রুধিরন্ত পিপাসবঃ ॥ ২৩ ॥

২২। লো-টী। বলসম্পন্না বলেন সামর্থ্যেন সম্পন্না। সাকৈতাং অমোধ্যায়াঃ। 'দেব-কোট্রোহং সাকৈতমযোধ্যোন্তরকোশলেন'তি ভূরি।

ভরতনির্ঘাণম্ ॥ ১০৭ ॥

তুইটী নগর সংস্থাপিত করিবে ॥ ১৮ ॥

বীরবর ধার্মিক ভরত সেই শ্রেষ্ঠ নগরদ্বয় নির্মাণ করিয়া উহাতে পুত্রদ্বয়কে প্রতিষ্ঠিত করত আমার নিকট এইস্থানে আগমন করিবে ॥ ১৯ ॥

রামচন্দ্র সেই ঋষিকে এইরূপ বলিয়া সৈন্তগণের সহিত ভরতকে প্রেরণ করিলেন এবং কুমারদ্বয়কে অভিষিক্ত করিলেন ॥ ২০ ॥

ভরত শুভনক্ষত্রে অঙ্গিরার পুত্র গার্গ্যকে অগ্রে করত পুত্রদ্বয়ের সহিত স্বীয় সৈন্ত সমভিব্যাহারে যাত্রা করিলেন ॥ ২১ ॥

দেবগণেরও দুর্জয় শক্তিসম্পন্ন সেই সৈন্তগণ রামকর্তৃক [ বহু ] দূরপর্যন্ত অনুসৃত হইয়া অযোধ্যা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল ॥ ২২ ॥

মাংসাশী জন্তুগণ এবং বহু রাক্ষস রক্তপান-লোলূপ হইয়া ভরতের অনুগমন করিতে লাগিল ॥ ২৩ ॥

১। হ'পুরশ্রেষ্ঠে'। ২। হ'-তং সপদামুগং'। ৩। হ'উপলিভ তজো রামঃ'। ৪। হ'স সৌ'। ৫। হ'নক্ষত্ৰা মহামুনী'। ৬। হ'চ নির্ঘয়ো'। ৭। হ'মহতী নি'।

ভূতগ্রামাশ্চ বহবো মাংসভক্ষাঃ স্তদারুণাঃ ।

গন্ধর্বপুত্রমাংসানি ভোক্তুকামাঃ সহস্রশঃ ॥ ২৪ ॥

সিংহব্যাঘ্রমৃগাশ্চৈব খেচরাশ্চৈব পক্ষিণঃ ।

বহুসংস্রহস্রাণি সেনাগ্রে সংপ্রতস্থিরে ॥ ২৫ ॥

অর্দ্ধমাসমুষিদ্ধা সা পথি সেনা নিরাময়া ।

হৃষ্টপুষ্টজনাকৌর্ণা কৈকেয়ান্ সমুপাগমৎ ॥ ২৬ ॥

ইত্যার্ষে বান্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে ভরতপ্রয়াণং নাম  
সপ্তাদিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১০৭ ॥

মাংসভক্ষক অতিশয় ভয়ঙ্কর সহস্র সহস্র ভূত, সিংহ-ব্যাঘ্র-মৃগ-প্রভৃতি  
বহুসংস্র জীব এবং আকাশচারী পক্ষিগণ গন্ধর্বপুত্রগণের মাংস ভোজন করিবার  
অভিলাষে সৈন্যগণের অগ্রে অগ্রে প্রস্থান করিল ॥ ২৪ ২১ ॥

সেই হৃষ্ট-পুষ্ট-জনসমাকুল সুস্থকায় সৈন্যশ্রেণী পথিমধ্যে অর্দ্ধমাস অতিবাহিত  
করিয়া কেকয়-রাজ্যে উপনীত হইল ॥ ২৬ ॥

মহর্ষি বান্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ভরতপ্রয়াণ-নামক  
১০৭তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০৭ ॥

(১০৮) অষ্টাধিকশততমঃ সর্গঃ

শ্রুত্বা সেনাপতিং প্রাপ্তং ভরতং কেকয়াধিপঃ ।

যুধাজিৎ পরমাং শ্রীতিমুপাগমদনস্তরম্ ॥ ১ ॥

স নির্যযৌ জনৌঘেন মহতা কেকয়াধিপঃ ।

ভরতেন সমাগম্য মন্ত্রয়ামাস চৈব হি ॥ ২ ॥

যুধাজিহ্মর তশ্চৈব সমেতো লঘুবিক্রমৌ ।

গতো গন্ধর্ব্বনগরং সবলৌ সপদানুগৌ ॥ ৩ ॥

শ্রুত্বা তু ভরতং প্রাপ্তং গন্ধর্ব্বাস্তে সমাগতাঃ ।

যোদ্ধুকামা মহাবীৰ্যা বিনদন্তঃ সমস্ততঃ ॥ ৪ ॥

সহসা তে যযুঃ সৰ্ব্বে গন্ধর্ব্বাঃ কালচোদিতাঃ ।

সংনদ্ধা বন্ধতুগীরা বিবিধায়ুধপাণয়ঃ ॥ ৫ ॥

৩। লো-টী। বলং হস্তাশ্বরথং পদানুগঃ পদাতিঃ ।

৫। লো-টী। সমস্তাঃ কবচিনঃ ।

অনন্তর ভরত সেনাপতিরূপে আসিয়াছেন শুনিয়া কেকয়াধিপতি যুধাজিৎ পরম শ্রীতিলাভ করিলেন ॥ ১ ॥

সেই কেকয়রাজ যুধাজিৎ বহু লোক সমভিব্যাহারে নির্গত হইলেন এবং ভরতের সহিত মিলিত হইয়া মন্ত্রণা করিলেন ॥ ২ ॥

যুধাজিৎ এবং ভরত উভয়ে মিলিত হইয়া সৈন্য এবং পদাতিক অনুচরগণের সহিত ক্রতগতিতে গন্ধর্ব্বনগরে উপস্থিত হইলেন ॥ ৩ ॥

মহাবলবান্ সেই গন্ধর্ব্বগণ ভরতের আগমন-সংবাদ শ্রবণ করিয়া যুদ্ধাভিলাষে চতুর্দিক হইতে সিংহনাদ করিতে করিতে আগমন করিল ॥ ৪ ॥

সেই গন্ধর্ব্বগণ সকলে কালপ্রেরিত হইয়া বর্ষ পরিধান ও তুগীর

১। হ কেকয়াধিপঃ'। ২। হ 'গান্ধারসহিতঃ পরাং শ্রীতিমুপাগমং'। ৩। হ 'বলো'। ৪। হ

'প্রতহাতে মহাবলো'। ৫। হ 'সমস্ততঃ'। ৬। হ 'মহানাদঃ'। ৭। হ 'তো মহাবলো'। ৮। হ 'সাত্যাবহুঃ'।

৯। ক 'বন্ধ'।

ততঃ সমভবদ্ যুদ্ধং তুমুলং লোমহর্ষণম্ ।

সপ্তরাত্রং মহাঘোরং ন চাভূদ্বিজয়ঃ কচিৎ ॥ ৬ ॥

ততো রামানুজঃ ক্রুদ্ধঃ কালশাস্ত্রং হৃদারুণম্ ।

সংবর্ত্তং নাম ভরতো গন্ধর্বেষু শ্রয়োজয়ৎ ॥ ৭ ॥

তে বদ্ধাঃ কালকল্লেন সংবর্ত্তাশ্চৈব দারিতাঃ ।

ক্ষণেনৈব হতান্তত্রে তিস্রঃ কোট্যো মহোজসঃ ॥ ৮ ॥

এবং ঘোরং হি সমরং ন স্মরন্তি দিবৌকসঃ ।

নিমেষান্তরমাত্রাণে যঃ কৃতো ভরতেন হ ॥ ৯ ॥

হুয়া চৈব হি তান্ বীরান্ ভরতঃ কেকয়ীহৃতঃ ।

নিবেশয়ামাস তদা সমুদ্রে হে পুরোত্তমে ।

তক্ষন্তক্ষশিলাং চৈব পুঙ্করং পুঙ্করাবতীম্ ॥ ১০ ॥

৮। লো-টী। তে গন্ধর্বাঃ কালকল্লেন মৃত্যুতুল্যেন কেচিৎ নদ্ধা বদ্ধাঃ কেচিচ্চ দ্রাবিতাঃ এবং ক্রমেণ তিস্রঃ কোট্যো হতাঃ ।

৯। লো-টী। নিমেষান্তরেণ যঃ সমরঃ কৃতঃ, তথাচ সমরং তাদৃশং সমরং তে দিবৌকসোহপি ।

১০। লো-টী। ঐব দ্বয়তঃ প্রাপতুঃ, প্রথমপুরুষে উত্তমপুরুষে অর্থঃ । যদ্বা, প্রাপতুরিতি শেষঃ । 'তত্র তক্ষশিলাকৈব পুরীং বৈ পুঙ্কবারতী'মিতি বা পাঠঃ ।

বন্ধনপূর্বক বিবিধ অস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া সহসা বহির্গত হইল ॥ ৫ ॥

পরে সপ্তরাত্রব্যাপী মহাভয়ঙ্কর লোমহর্ষণ তুমুল যুদ্ধ হইল, অথচ কোন পক্ষেরই জয়লাভ হইল না ॥ ৬ ॥

অনন্তর রামানুজ ভরত ক্রুদ্ধ হইয়া গন্ধর্ব্বগণের উপর সংবর্ত্ত-নামক ভয়ঙ্কর কালাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৭ ॥

সেই মহাবীরাশালী তিনকোটি গন্ধর্ব্ব মৃত্যুতুল্য সংবর্ত্তনামক অস্ত্রদ্বারা বদ্ধ এবং বিদারিত হইয়া মুহূর্ত্তমধ্যে নিহত হইল ॥ ৮ ॥

ভরত নিমেষমধ্যে যেরূপ যুদ্ধ করিলেন এইরূপ ভয়ঙ্কর যুদ্ধ দেবতারাও স্মরণ করিতে পারেন না ॥ ৯ ॥

কেকয়ীপুত্র ভরত সেই বীর গন্ধর্ব্বদিগকে নিহত করিয়া [ তক্ষশিলা এবং

১। হ 'পাশেন'। ২। হ 'ভীষণবিদারিতাঃ'। ৩। হ 'ক্ষণেন বিহতাস্চৈব'। ৪। হ 'তথা ঘোরতঃ'। ৫। হ 'সর্বান পুঙ্করান্ ভরততথা' ।

গন্ধর্ব্বদেশে রুচিরে গান্ধারবিষয়ে চ সঃ ।

ধনরত্নোঘসংপূর্ণে কাননৈরুপশোভিতে ॥ ১১ ॥

অন্যোহন্যং সংঘর্ষকৃতে স্পর্দ্ধয়া গুণবিস্তরৈঃ ।

উভে সুরুচিরপ্রথ্যে ব্যবহারৈরকিঞ্চিধৈঃ ॥ ১২ ॥

উদ্যানবানসম্পন্নে সুবিভক্তান্তরাপণে ।

উভে পুরোত্তমে রম্যে কাননোত্তমশোভিতে ॥ ১৩ ॥

গৃহমুখ্যৈঃ সুরুচিরৈর্বিমানৈর্বহুভির্বৃতে ।

নিবেশ্য পঞ্চভির্বৈষৈর্ভরতো রাঘবানুজঃ ।

পুনরায়াম্হাবাহুরযোধ্যাং কেকয়ীসুতঃ ॥ ১৪ ॥

১১-১২ । লো-টী । গান্ধারবিষয়ে দেশে বোহয়ং গন্ধর্ব্বদেশঃ স্থানং তৎ তত্র আকীর্ণে জনৈর্বাগে কাননৈঃ ফলপুষ্পপ্রধানৈরুপশোভিতৈঃ অন্যান্যসংঘর্ষকৃতে অন্যান্যস্ত্রাভ্যন্তরং সংঘর্ষঃ সমাগানন্মঃ, তৎকৃতে তন্নিমিত্তে ব্যবহৃত্যাম্ । অকিঞ্চিধৈঃ নিরুপটৈঃ ।

১৩ । লো-টী । উদ্যানং বানসং রখাদি । সুবিভক্তং সুহৃৎ বিভাগেন কৃতম্ অন্তরা মধ্যে অয়নং পশ্চাৎ যয়োন্তে, 'সুবিভক্তান্তরাপণে' ইতি পাঠেহস্তরে পশ্চাৎ, সুবিভক্তোহস্তরাপণো যয়োন্তে ।

পুষ্করাবতী নামক ] সমৃদ্ধ নগরীদ্বয় স্থাপিত করিলেন । [ তাহার মধ্যে ] তক্ষশিলায় এবং পুষ্কর পুষ্করাবতীতে বাস করিতে লাগিলেন ॥ ১০ ॥

গান্ধাররাজ্যে মনোরম গন্ধর্ব্বদেশে বহু-ধনরত্ন-পরিপূর্ণ, কাননসমূহে পরিশোভিত, বহুবিধ গুণের স্পর্দ্ধায় পরস্পর সংঘর্ষপারায়ণ, অকপট ক্রয়বিক্রয়াদি ব্যবহারে বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন, উদ্যান এবং বানবাহন-সমাযুক্ত, মধ্যদেশে সুবিভক্ত বিপণিশ্রেণীতে পরিপূর্ণ, উত্তম কানন-শোভিত, অতিশয় রমণীয়, উত্তম প্রাসাদসমূহে এবং বহু বিমানে পরিবৃত্ত শ্রেষ্ঠ নগরীদ্বয় স্থাপন [ পূর্বক তাহাতে পুত্রযুগলকে স্থাপিত ] করিয়া রাঘবানুজ কৈকেয়ীনন্দন মহাবাহু ভরত পাঁচ বৎসর পরে পুনরায় অযোধ্যা-নগরীতে আগমন করিলেন ॥ ১১-১৪ ॥

১ । হ 'পঞ্চর্ষকৃতে' । ২ । হ 'ইদমর্ষঃ নাস্তি' । ৩ । হ 'চক্রহুঃস্তো চ স্পর্দ্ধয়াভু গবিব্রমৌ' ।  
৪ । হ 'বন' । ৫ । হ 'ধনসমিধৈঃ' । ৬ । ক 'কৈকেয়ী' ।



সোহভিবাণ্ড মহাত্মানং সাক্ষাক্ষ্মমিবাপরম্ ।

রাঘবঃ ভরতঃ শ্রীমান্ ব্রহ্মাণমিব বাসবঃ ॥ ১৫ ॥

শশংস চ যথা বৃত্তং গন্ধর্ববধযুত্তমম্ ।

নিবেশনঞ্চ দেশস্ত্র প্রভৃতা শ্রীতশ্চ রাঘবঃ ॥ ১৬ ॥

ইত্যার্ষে বান্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে গন্ধর্ববিষয়নিবেশনং নাম  
অষ্টাদিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১০৮ ॥

১৬। লো-টী। তৎ শ্রব্ধা রাঘবঃ শ্রীতঃ।

গন্ধর্ববিষয়নিবেশঃ ॥ ১০৮ ॥

ইন্দ্র ব্রহ্মাকে যেরূপ অভিবাদন করেন শ্রীমান্ ভরত সেইরূপ সাক্ষাৎ দ্বিতীয় ধর্মের গ্রায় মহাত্মা রামচন্দ্রকে অভিবাদন করিয়া উত্তম গন্ধর্ববধ-বৃত্তান্ত এবং তথায় জনপদ-সন্নিবেশের বিষয় আনুপূর্বিক বলিলেন; তাহা শুনিয়া রামচন্দ্র অতিশয় শ্রীত হইলেন ॥ ১৫-১৬ ॥

মহর্ষি বান্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে গন্ধর্বদেশসন্নিবেশ-নামক  
১০৮তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০৮ ॥

( ১০২ ) নবাধিকশততমঃ সর্গঃ

তচ্ছ্রুত্বা হর্ষমাপেদে ভ্রাতৃভিঃ সহ রাঘবঃ ।

বাক্যকান্দুতসংকাশং রামো ভ্রাতৃনভাষত ॥ ১ ॥

ইমৌ কুমারৌ সৌমিত্রে তব ধর্ম্মবিশারদৌ ।

অঙ্গদশ্চন্দ্রকেতুশ্চ রাজ্যার্হৌ দৃঢ়ধর্ম্মিনৌ ॥ ২ ॥

উভৌ রাজ্যোহভিষেক্যামি দেশং সাধু নিরূপয় ।

রমণীয়মসংবাধং রমেতাং যত্র সংস্থিতৌ ॥ ৩ ॥

ন রাজ্ঞাং যত্র পীড়া স্তাম্ চৈবাত্মমবাসিনাম্ ।

স দেশো দৃশ্যতাং সৌম্য নাপরাধ্যামহে যথা ॥ ৪ ॥

১। লো-টী। রামো রাঘবঃ রঘুবংশোদ্ভবঃ। অদ্ভুতং চিত্রমিব সঙ্কশতে ইতি তথা।

৩। লো-টী। ন বিজ্ঞতে সম্বাধঃ পীড়নং যত্র তৎ।

৪। লো-টী। আত্মমবাসিনাং স্বধর্ম্মপরাণাম্।

রঘুবংশোদ্ভব রামচন্দ্র ভ্রাতৃগণের সহিত সেই সকল বিবরণ শ্রবণপূর্বক পরম আনন্দিত হইলেন এবং তাঁহাদিগকে এই পরমাদ্ভুত কথা বলিলেন—॥ ১ ॥

লক্ষ্মণ, তোমার এই পুত্রদ্বয় অঙ্গদ এবং চন্দ্রকেতু ধর্ম্মাভিজ্ঞ, দৃঢ়-ধনুর্দ্ধারী, সুতরাং রাজ্য রক্ষা করিতে সমর্থ ॥ ২ ॥

আমি ইহাদিগকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিব, অতএব যেখানে থাকিয়া ইহারা আনন্দ লাভ করিতে পারে তাদৃশ রমণীয় উপদ্রবশূন্য উৎকৃষ্ট দেশ অন্বেষণ কর ॥ ৩ ॥

হে সৌম্য, যেখানে রাজাদিগের এবং আত্মমবাসীদিগের কেনরূপ না হয় সেইরূপ দেশ অন্বেষণ কর, আমরা যেন অপরাধী না হই ॥ ৪ ॥

১। হ-'কামব্দুতবা'। ২। হ-'নবোচত'। ৩। হ-'স্থিতৌ'।

তথোক্তবতি রামে তু ভরতঃ প্রত্যাচ হ ।

অয়ং কারপথো দেশো রমণীয়ো নিরাময়ঃ ॥ ৫ ॥

নিবেশয় পুরীং বীর অঙ্গদস্য মহাত্মনঃ ।

চন্দ্রকেতৌচ রুচিরাং চন্দ্রকান্তাং মনোরমাম্ ॥ ৬ ॥

তদ্বাক্যং ভরতেনোক্তং প্রতিজ্ঞাহ রাঘবঃ ।

তঞ্চ কারপথং দেশমঙ্গদস্য নিবেশয়ৎ ॥ ৭ ॥

অঙ্গদীয়া পুরী রম্যা অঙ্গদস্য নিবেশিতা ।

রমণীয়া স্তম্ভপুত্রা চ রামেণাক্লিষ্টকৰ্ম্মণা ॥ ৮ ॥

চন্দ্রকেতোঃ কুমারস্য মল্লভূমিনিবেশিতা ।

চন্দ্রবস্তুতি বিখ্যাতা দিব্যা স্বৰ্গপুরী যথা ॥ ৯ ॥

৫। লো-টী। কারপথো নাম পশ্চিমস্থদেশবিশেষঃ ।

৬। লো-টী। মল্লভূমিরিতি পাঠঃ। 'স্বৰ্গভূমি'রিত্যে কচিং ।

রামচন্দ্র এই কথা বলিলে ভরত উত্তর করিলেন—এই 'কারাপথদেশ' অতিশয় রমণীয় এবং নিতাস্ত নিরুপদ্রব ॥ ৫ ॥

হে বীর, মহাত্মা অঙ্গদের এবং চন্দ্রকেতুর জন্ত চন্দ্রের গায় কমনীয় সুন্দর নগরী তথায় স্থাপিত করুন ॥ ৬ ॥

রামচন্দ্র ভরতের কথা অহুমোদন করিয়া সেই কারাপথদেশ অঙ্গদের জন্ত সন্নিবেশিত করিলেন ॥ ৭ ॥

অক্লিষ্টকৰ্ম্মা রামচন্দ্র সূচাক এবং সুরক্ষিত 'অঙ্গদীয়া' নামে পুরী অঙ্গদের জন্ত নির্মাণ করাইলেন ॥ ৮ ॥

কুমার চন্দ্রকেতুর জন্ত মল্লভূমি নামক দেশ এবং চন্দ্রবস্ত্রা নামে বিখ্যাত অমরাবতীর গায় নগরী নির্মাণ করাইলেন ॥ ৯ ॥

১। হ 'কার-'। ২। হ '-স্ত'। ৩। ক '-রং চন্দ্রকান্ত'। ৪। ক '-ম্'। ৫। হ 'কার-'।

৬। হ 'অঙ্গ-'।

ততো রামঃ পরাং শ্রীতিং ভরতশ্চ স লক্ষণঃ ।

যযুর্ধ্বী ছুরাধর্ষৌ কুমারৌ চাত্যবেচয়ন ॥ ১০ ॥

অভিষিচ্য কুমারৌ তু প্রস্থাপ্য চ মহাবলৌ ।

অঙ্গদং পশ্চিমাং ভূমিং চন্দ্রকেতুনথোত্তরাম্ ॥ ১১ ॥

অঙ্গদশ্চ চ সৌমিত্রির্লক্ষণোহমুজগাম হ ।

চন্দ্রকেতোস্ত ভরতঃ পার্ষিঃ জগ্রাহ বীৰ্য্যবান্ ॥ ১২ ॥

লক্ষণশ্চঙ্গদৌয়ায়াং সংবৎসরমথোষিতঃ ।

পুত্রে স্থিতে ছুরাধর্ষে অযোধ্যাং পুনরাগমৎ ॥ ১৩ ॥

ভরতোহপি তথোষিত্বা সংবৎসরমুদারধীঃ ।

অযোধ্যাং পুনরাগম্য রামপাদাবুপাস্ত সঃ ॥ ১৪ ॥

১০। লো-টী। স চ লক্ষণঃ শ্রীতিং যযুঃ প্রাপুঃ। 'অত্যবেচয়ন'তি প্রত্যেকেন সম্বন্ধঃ। 'অত্যবেচয়ন'তি বা পাঠঃ।

১৪। লো-টী। উপাস্ত সেবিতবান্।

পরে রাম, ভরত এবং লক্ষণ অতিশয় শ্রীতিলভ করিলেন এবং যুদ্ধে দুর্ধ্ব কুমারযুগলকে অভিষিক্ত করিলেন ॥ ১০ ॥

মহাবলশালী কুমারদ্বয়কে অভিষিক্ত করিয়া অঙ্গদকে পশ্চিম দেশে এবং চন্দ্রকেতুকে উত্তরদেশে প্রেরণ করত সুমিত্রানন্দন লক্ষণ অঙ্গদের অনুগমন করিলেন এবং বীৰ্য্যবান্ ভরত চন্দ্রকেতুর পশ্চাদ্গ্ৰহণ করিলেন ॥ ১১-১২ ॥

লক্ষণ 'অঙ্গদৌয়া'পুত্রীতে একবৎসর বাস করিয়া দুর্ধ্ব পুত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে পুনরায় অযোধ্যায় আগমন করিলেন ॥ ১৩ ॥

উদারধী ভরতও সেইরূপ একবৎসর কাল বাস করিয়া অযোধ্যায় প্রত্যাগমনপূর্ব্বক রামের পদযুগল সেবা করিতে লাগিলেন ॥ ১৪ ॥

১। হ 'ভতো যুধি'। ২। হ 'প্রাহাগয়দরিন্দনঃ'। ৩। হ '-ক'। ৪। হ 'স্বতং তত্রৈব সংস্থাপ্য'।

৫। হ '-ত্যা'।

উভৌ সৌমিত্রিভরতৌ রামপাদাভিনন্দিতৌ ।

কালং গতমপি স্নেহান্ধার্মিকৌ নাবগচ্ছতাম্ ॥ ১৫ ॥

এবং দশ সহস্রাণি দশ বর্ষশতানি চ ।

যযুস্তেঘাং স্তমনসাং যশাঃ প্রথয়তাং ভুবি !

ধৰ্ম্মে প্রযতমানানাং পৌরকার্যেষু চৈব হি ॥ ১৬ ॥

বিহৃত্য কালং পরিপূর্ণমানসাঃ

শ্রিয়া বৃত্তা ধৰ্ম্মপথেষু সংস্থিতাঃ ।

তপঃসমৃদ্ধাঃ শুভদীপ্ততেজসো

হৃতাগ্নিকল্পাঃ প্রবভূর্নরোত্তমাঃ ॥ ১৭ ॥

ইত্যার্ষে বান্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে লক্ষণপুত্রয়োঃরতিষেকো নাম  
নবাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১০৯ ॥

১৫। লো-টী। নন্দিনৌ 'বন্দিনৌ' বা পাঠঃ। নাবগচ্ছতাম্, অভাগমাতাবঃ

১৭। লো-টী। শুভং কল্যাণং দীপ্তঞ্চ তেজো যেষাং তে ।

লক্ষণপুত্রয়োঃরতিষেকঃ ॥ ১০৯ ॥

ধার্মিকপ্রবর ভরত এবং লক্ষণ অনুরাগভরে রামের পদসেবায় নিরত থাকিয়া বহু দিন অতিবাহিত হইলেও তাহা বুঝিতে পারিলেন না ॥ ১৫ ॥

জগতে প্রথিতযশাঃ সুবুদ্ধিমান্ সেই রাম, লক্ষণ এবং ভরতের ধৰ্ম্মকার্য্য এবং পৌরকার্য্য সাধন করিতে করিতে এইরূপে একাদশ সহস্র বর্ষ অতিবাহিত হইল ॥ ১৬ ॥

পরিতৃপ্তচিত্তে সময় অতিবাহিত করিয়া ঐশ্বৰ্য্যে পরিপূর্ণ, ধৰ্ম্মপথে অবস্থিত, তপঃসমৃদ্ধ, কল্যাণকর-প্রদীপ্ত-তেজঃসম্পন্ন সেই নরশ্রেষ্ঠগণ আহুতিপ্রদীপ্ত অগ্নির আয় বিরাজ করিতে লাগিলেন ॥ ১৭ ॥

মহর্ষি বান্মীকি-প্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে 'লক্ষণপুত্রয়োঃরতিষেক'-নামক  
১০৯তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০৯ ॥

১। হ 'বন্দিনৌ'। ২। হ 'দশবর্ষসহস্রাণি'। ৩। হ 'চ'। ৪। হ 'ইব'। ৫। হ 'হৃতাগ্নি'।  
৬। ক 'নবাধিপাঃ'।

(১১০)দশাধিকশততমঃ সর্গঃ

কশ্চিৎত্রথ কালস্ত্র রামে ধর্মপথে<sup>১</sup> স্থিতে ।

কালস্তাপসরূপেণ রাজদ্বারমুপাগমৎ ॥ ১ ॥

সোহব্রবীলক্ষ্মণং বাক্যং ধৃতিমন্তঃ যশস্বিনম্ ।

মাং নিবেদয় রামায় সংপ্রাপ্তং কার্য্যগৌরবাৎ ॥ ১২ ॥

দূতো হ্যতিবলশ্রাহং মহর্ষেরমিতৌজসঃ ।

দিদৃক্ষুরাগতো রামং ত্বরিতং মাং নিবেদয় ॥ ৩ ॥

তস্ত তদ্বচনং শ্রুত্বা সৌমিত্রিস্তুরয়াশ্রিতঃ ।

আচচক্ষে স রামায় সংপ্রাপ্তং তু তপোধনম্ ॥ ৪ ॥

জয়স্ব রাজধর্ম্মেণ উভৌ লোকৌ মহামতে ।

দূতস্ত্বাং দ্রষ্টু মায়াতস্তপস্বী ভাস্করপ্রভঃ ॥ ৫ ॥

৩। লো-টা। অতিবলশ্র নাম্নো মহর্ষেঃ।

৪-৫। লো-টা। রাজধর্ম্মেণ উভৌ লোকৌ জয়স্ব প্রাপ্তু হীতাক্তা তং মুনিং সম্প্রাপ্তং রামায় আচচক্ষে ইত্যম্বয়ঃ।

ধর্ম্মপথে অবস্থিত রাম এইরূপে বহুকাল অতিবাহিত করিলে একদা ‘কাল’  
মুনিবেশ ধারণ করিয়া রাজদ্বারে উপস্থিত হইলেন ॥ ১ ॥

তিনি ধৈর্য্যশালী যশস্বী লক্ষ্মণকে বলিলেন, বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ আমি  
আসিয়াছি—এই কথা রামচন্দ্রকে নিবেদন কর ॥ ২ ॥

আমি অমিততেজাঃ মহর্ষি অতিবলের দূত, রামচন্দ্রকে দেখিবার জন্য  
আসিয়াছি, সত্বর আমার বিষয় নিবেদন কর ॥ ৩ ॥

সুমিত্রা-নন্দন লক্ষ্মণ তাঁহার সেই কথা শ্রবণ করিয়া ব্যগ্র হইয়া মুনির  
আগমন-বার্তা রামচন্দ্রকে নিবেদন করিলেন—॥ ৪ ॥

মহামতে, রাজধর্ম্মদ্বারা আপনি উভয় লোক জয় করুন; সূর্য্যের স্তায়

ইতি ক্রবাণং সৌমিত্রিং রাঘবঃ প্রভ্যুবাচ হ ।  
 প্রবেশ্যতাং মুনিস্তাত সংকৃতঃ পূর্বম্বেব হি ॥ ৬ ॥  
 সৌমিত্রিস্তু তথেষু্যক্তা<sup>১</sup>। প্রাবেশয়দ্মিৎ ততঃ ।  
 তেজসা তপসা চৈব জ্বলন্তমিব পাবকম্ ॥ ৭ ॥  
 সোহভিগম্য নরশ্রেষ্ঠং রাঘবং রঘুনন্দনম্ ।  
 ঋষির্মধুরয়া বাচা বঙ্কস্বেতি ততোহব্রবীৎ ॥ ৮ ॥  
 তস্মৈ রামো মহাবাহুঃ পূজামৰ্য্যপূরোগমাম্ ।  
 নিবেত্ত কুশলং পশ্চাৎ প্রক্টুং সমুপচক্রেমে ॥ ৯ ॥  
 পৃষ্ঠশ্চ কুশলং তেন রামোহপি বদতাং বরঃ ।  
 আসনে কাকনে শুভ্রে নিষসাদ মহাযশাঃ ॥ ১০ ॥

২-১০ । লো-টী । তেন পৃষ্টেন মুনিরা কুশলং পৃষ্টো রামঃ কুশলং নিবেত্ত ।

তেজস্বী একটি তপস্বী দূত আপনাকে দেখিবার জন্ত আগমন করিয়াছেন ॥ ৫ ॥

লক্ষ্মণ এই কথা বলিলে রামচন্দ্র তাহাকে বলিলেন, বৎস, সংকারপূর্বক মুনিকে প্রবেশ করাও ॥ ৬ ॥

লক্ষ্মণ ‘যে আজ্ঞা’ বলিয়া তপঃপ্রভাবে জ্বলন্ত অগ্নির স্থায় তেজস্বী সেই মুনিকে প্রবেশ করাইলেন ॥ ৭ ॥

সেই মুনি নরশ্রেষ্ঠ রঘুনন্দন রামচন্দ্রের নিকট আগমন করিয়া মধুর বাক্যে বলিলেন—“মহারাজ, বঙ্কিলাভ করুন” ॥ ৮ ॥

বহাবাহু রামচন্দ্র সেই মুনিকে অৰ্ঘ্য প্রদানপূর্বক অর্চনা করিয়া অনন্তর কুশল জিজ্ঞাসা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৯ ॥

মহাযশস্বী বাগ্গিবর রামচন্দ্রও সেই মুনিকর্তৃক কুশল জিজ্ঞাসিত হইয়া শুভ্র স্তবর্ণাসনে উপবেশন করিলেন ॥ ১০ ॥

১। হ ‘সৌমিত্র’। ২। হ ‘কবিং প্রাবেশয়তঃ’। ৩। হ ‘-ম’। ৪। হ ‘বক্তা’। ৫। হ ‘পূরিত্তভাব’। ৬। হ ‘কৃপা কুশলব্যাখ্যা’।

তন্মুবাচ ততো রামঃ স্বাগতং তে মহামুনে ।

মন্ত্ৰয়স্ব চ বাক্যানি যদর্থং ত্বমিহাগতঃ ॥ ১১ ॥

চোদিতো রাজসিংহেন মুনির্বাণ্যমথাত্রবাৎ ।

দ্বন্দ্বে হ্যেতত্ত্ব বক্তব্যং ন শ্রোতব্যং হি কেনচিৎ ॥ ১২ ॥

যশৈচব শৃণুয়াদেতৎ স বধ্যস্তব রাঘব ।

মহর্ষে মুনিমুখ্যস্ত বচনং যদ্ববেক্ষসে ॥ ১৩ ॥

তথৈতি চ প্রতিজ্ঞায় রামো লক্ষ্মণমত্রবাৎ ।

দ্বারি তিষ্ঠ মহাবাহো প্রতীহারং বিসর্জয় ॥ ১৪ ॥

স মে বধ্যঃ খলু ভবেৎ কথং দ্বন্দ্বসমীরিতাম্ ।

ঋষেৰ্মম চ সৌমিত্রে পশ্চোদ্বা শৃণুয়াচ্চ যঃ ॥ ১৫ ॥

১১। লো-টী। মন্ত্ৰয়স্ব কথয়স্ব ।

১২। লো-টী। দ্বন্দ্বং যুগলং বধ্য তথা বক্তব্যম্ । যদ্বা, মমৈতত্ত্বচঃ দ্বন্দ্বং বক্তৃশ্রোতৃ-  
দ্বিতীয়জনবিষয়ং, কেনাপি তৃতীয়েন ।

১৩। লো-টী। ভগবতো মুনিমুখ্যস্ত ।

১৪। লো-টী। প্রতিহারং দ্বারিণম্ ।

১৫। লো-টী। ঋষেৰ্মম চ যঃ শৃণুয়াৎ বচ ইতি শেষঃ । যো বা তঞ্চ মাঞ্চ নিরীক্ষেত ।

অনন্তর রামচন্দ্র তাঁহাকে বলিলেন—মহামুনে, আপনার শুভাগমন হইয়াছে, আপনি যে জন্ত এইস্থানে আসিয়াছেন সেই কথা বলুন ॥ ১১ ॥

মুনি রাজশ্রেষ্ঠকর্তৃক প্রেরিত হইয়া বলিলেন, [ আমাদের ] দুইজনের মধ্যেই এই কথা বক্তব্য, অপর কেহ যেন না শোনে ॥ ১২ ॥

হে রাম, যদি মুনিশ্রেষ্ঠ মহর্ষির কথার প্রতি আপনার শ্রদ্ধা থাকে, তবে যে ইহা শ্রবণ করিবে তাহাকে আপনি বধ করিবেন ॥ ১৩ ॥

রামচন্দ্র ‘তাহাই হইবে’ বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন—মহাবাহো, দৌবারিককে বিদায় দিয়া দ্বারে অবস্থান কর ॥ ১৪ ॥

হে লক্ষ্মণ, ঋষি এবং আমি এই দুইয়ের মধ্যে যে আলাপ হইবে, তাহা যে

১। হ ‘তং মুনির্বাণ্যমত্রবাৎ’ । ২। হ ‘বদ্যমেতৎ প্রবক্তব্যং’ । ৩। হ ‘শৃণুয়াচ্চ নিরীক্ষেত’ ।  
৪। হ ‘ভৈত্বং মুনিমুখ্যস্ত’ । ৫। হ ‘বধ্যঃ স খলু মে সৌম্য’ । ৬। হ ‘চ’ ।



তথা নিক্খিপ্য সৌমিত্রিঃ লক্ষ্মণং দ্বারসংগ্রাহে ।

উবাচ তং মহাত্মানং কথয়ন্তেতি রাঘবঃ ॥ ১৬ ॥

যন্তে মনোষিতং বাক্যং যেন চাসি সমাগতঃ ।

কথয়ন্ত<sup>২</sup> বিশঙ্কন্ত<sup>৩</sup> মমাপি হৃদি বর্ততে ॥ ১৭ ॥

ইত্যার্ষে বায়্বীকীরে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে কালাভিগমনং নাম  
দশাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১১০ ॥

১৬। লো-টী। সংগ্রাহে মহাত্ম্যগমননিগ্রাহে।

কালাভিগমনম্ ॥ ১১০ ॥

শুনিবে বা দেখিবে, সে আমার বধ্য ( বধার্হ ) হইবে ॥ ১৫ ॥

রামচন্দ্র সুমিত্রা-নন্দন লক্ষ্মণকে দ্বাররক্ষায় নিযুক্ত করিয়া সেই মহাত্মাকে  
বলিলেন,—[ এখন ] বলুন ॥ ১৬ ॥

আপনি যাহা বলিতে আসিয়াছেন আপনার সেই অভিপ্রেত কথা নিঃশঙ্ক  
হইয়া বলুন, আমার হৃদয়েও ইহা [ গুপ্ত ] থাকিবে ॥ ১৭ ॥

মহর্ষি বায়্বীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে কালাভিগমন-নামক  
১১০তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১০ ॥

(১১১) একাদশাধিকশততমঃ সর্গঃ

শৃণু রাজন্ মহাসত্ত্ব যদৰ্শমহমাগতঃ ।

পিতামহেন দেবেন প্রেষিতোহস্মি তবাস্তিকম্ ॥ ১ ॥

তবাহং পূর্বকে দেহে পুত্রঃ পরপুরঞ্জয় ।

মায়াসম্ভব এষোহস্মি কালঃ সর্ববহরঃ প্রভুঃ ॥ ২ ॥

পিতামহস্তাং ভগবানাহ দেবর্ষিপূজিতঃ ।

সময়ন্তে মহাবাহো ত্রীল্লোকান্ পরিরক্ষিতুম্ ॥ ৩ ॥

সঙ্কিপ্য হি পুরা লোকান্ বীর স্বং মায়ায়া সহ ।

ভার্যায়া শুভয়া দেব্যা জলং পূর্বমজীজনঃ ॥ ৪ ॥

২। লো-টা। মায়ায়া সংভব উৎপত্তির্ভুক্ত সোহস্ম।

৪। লো-টা। পুরা প্রলয়কালে সংক্ৰিপ্য সংহৃত্য সৃষ্টিকালে মায়ায়া ভার্যায়া সহ জলম্ অজীজনঃ অসৃজঃ।

ঋষি বলিলেন,—মহাবল মহারাজ, পিতামহ-দেব কর্তৃক প্রেরিত হইয়া যে-জন্তু আমি আপনার নিকট আসিয়াছি, তাহা শ্রবণ করুন ॥ ১ ॥

হে শত্রুপুরঞ্জয়, পূর্বদেহে আমি আপনার পুত্র ছিলাম, আমি সর্বসংহারক প্রভাবশালী ‘কাল’, মায়াদ্বারা এই বেশ ধারণ করিয়াছি ॥ ২ ॥

দেবর্ষিপূজিত ভগবান্ পিতামহ আপনাকে বলিয়াছেন—“মহাবাহো, আপনার এখন ত্রৈলোক্য রক্ষা করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে ॥ ৩ ॥

বীর, আপনি পূর্বে প্রলয়কালে সমস্ত লোক সংহার করিয়া শুভকারিণী ভার্যা মায়াদেবীর সহিত প্রথমে জল সৃষ্টি করিয়াছিলেন ॥ ৪ ॥

১। হু-‘বাহো’। ২। হু-‘এবাস্মি’। ৩। হু-‘বলোকং পরিসর্পিতুম্’।

ভোগবস্ত্রং ততো নাগমনস্তমুদকেশয়ম্ ।

মায়য়া জনয়িত্বা তু হে সবে স্মহাবলে ॥ ৫ ॥

মধুকৈটভবিখ্যাতে যমোভূ'রস্থিসকলৈঃ ।

অভূৎ পৰ্বতসংবাধা মেদিনী মেদসা তথা ॥ ৬ ॥

পদ্মে তু দিব্যসংকাশে নাভ্যামুৎপাদ্য মাং ততঃ ।

প্রজাপতীন্ সমুৎপাদ্য ময়ি সৰ্বং শ্রবেশয়ঃ ॥ ৭ ॥

সোহং সম্যস্তভারোহপি স্বামিষোচং জগৎপতে ।

রক্ষাং বিধৎস্ব ভূতেষু মম তেজস্করো ভব ॥ ৮ ॥

ততস্তমপি দুর্দ্ধৰ্ভ ভাবাৎ তস্মাৎ সনাতনাৎ ।

রক্ষার্থং সৰ্বভূতানাং বিষ্ণুত্বং সমপদ্যথাঃ ॥ ৯ ॥

৫-৬। লো-টী। ততোহনন্তং নাগং ভোগবস্ত্রং প্রশস্তদেহবস্ত্রং 'ভগবন্ত'মিতি বা পাঠঃ। জনয়িত্বা হে সবে কন্তু অজীজনঃ। ভূরভূৎ, সা চ তমোমেদসা জাতা অতো মেদিনীভূত্যাতে। অস্থি-সঞ্চয়ৈর্থে পৰ্বতাঃ তৈঃ সম্যংবাধা পীড়া যন্তাঃ সা।

৭। লো-টী। সৰ্বং সৃষ্টিকাৰ্য্যং শ্রবেশয়ঃ নিষোজিতবানসি।

৮। লো-টী। ভাবাৎ মমভিপ্ৰায়াৎ মদিচ্ছাতঃ, সমপদ্যথাঃ। 'উপজগ্মিবানি'তি বা পাঠঃ।

পরে মায়াদ্বারা বিশালকায় জলশায়ী অনন্তনাগকে সৃষ্টি করিয়া অতিশয় বলবান্ বিখ্যাত মধু এবং কৈটভ নামক দুই প্রাণীকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন—যাহাদের অস্থিসমূহে পৃথিবী পৰ্ব্বতাকীর্ণ হইয়াছে এবং [যাহাদের] মেদ হইতে উৎপন্ন বলিয়া ইহার (পৃথিবীর) নাম হইয়াছে 'মেদিনী' ॥ ৫-৬ ॥

পরে নাভিস্থিত দিব্য পদ্মে আমাকে উৎপাদনপূর্বক প্রজাপতিদিগকে উৎপাদন করিয়া আমার উপর সমস্ত [সৃষ্টি-] কার্য্য শ্রুস্ত করিয়াছিলেন ॥ ৭ ॥

জগৎপতে, আপনি আমার উপর ভার শ্রুস্ত করিলেও আমি আপনাকে বলিয়াছিলাম যে, আপনি প্রাণীদিগের রক্ষার ব্যবস্থা করুন এবং আমার তেজস্কর হউন ॥ ৮ ॥

হে দুর্দ্ধৰ্ভ, আপনিও [আমার] সেই সনাতন ভাব (অভিপ্ৰায়) হইতে

১। হ 'চ'। ২। হ '-জাবিষ্ণু ব্যাভ্যে'। ৩। হ 'দিব্যকসং-'। ৪। হ '-মসি'। ৫। হ '-কনুশাস্ত্রিবাদ'।

অদিত্যাং বীৰ্য্যবান্ পুত্রঃ কশ্যপাৎ সমজায়থাঃ ।

সমুৎপন্নেষু কার্য্যেষু লোকসহায় কল্পসে ॥ ১০ ॥

স হুমুজ্জাশ্রমানাস্ত প্রজাস্ত জয়তাং বর ।

রাবণস্ত বধাকাজ্জী মর্ত্যালোকমুপাগতঃ ॥ ১১ ॥

দশবর্ষসহস্রানি দশবর্ষশতানি চ ।

কৃতো রামস্ত নিয়মঃ স্বয়মেবাত্মনস্তয়া ॥ ১২ ॥

স তে মনোগতঃ কালঃ সংপূর্ণো মানুষেষুহি ।

কালস্তে দেব দেবানাং সমীপে পরিবর্তিতুম্ ॥ ১৩ ॥

১০। লো-টী। কুত্র বিষ্ণুৎ প্রাপ্তস্তদাহ অদিত্যামিতি। সমুৎপন্নেষু উপস্থিতেষু দেবকার্য্যেষু সহায় সাহায্যায়।

১১-১২। লো-টী। উজ্জাশ্রমানাস্ত রাবণেন ত্রাসং প্রাপিতাস্ত। 'উদ্ভ্রাম্যমানাশ্চি'তি পাঠে ইতস্ততশ্চালিতাস্ত। আত্মনো রামস্ত নিয়মং কৃৎস্না মর্ত্যালোকমুপাগত ইতি পূর্বেণাবয়বঃ।

১৩। লো-টী। পরিবর্তিতং স্থাতুম্, গন্তং বা।

সমস্ত ভূতের রক্ষার জন্য বিষ্ণুৎ গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ১০ ॥

আপনি কশ্যপের ঔরসে অদিতির গর্ভে বীৰ্য্যবান্ পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, প্রয়োজন উপস্থিত হইলে আপনি লোকোপকারার্থে অবতীর্ণ হন ॥ ১০ ॥

হে বিজয়িশ্রেষ্ঠ, সমস্ত প্রজাবর্গ রাবণকর্তৃক হিংসিত হইতে থাকিলে আপনি রাবণকে বধ করিবার অভিপ্রায়ে মর্ত্যালোকে আগমন করিয়াছেন ॥ ১১ ॥

আপনি নিজেই স্বীয় রামাবতারের একাদশ-সহস্র বর্ষ সময় নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ১২ ॥

দেব, এই মর্ত্যালোকে মনুষ্যগণমধ্যে থাকিবার আপনার সেই অভিপ্রেত সময় সম্পূর্ণ হইয়াছে, এখন দেবতাদিগের সমীপে যাইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে ॥ ১৩ ॥

১। ক 'অদিত্যাৎ...কশ্যপাৎ'। ২। হ '-মুদ্ভ্রাম্যমানাশ্চ'। ৩। হ 'জয়া-'। ৪। হ '-গন্ত'। ৫। হ 'কৃৎস্না'। ৬। হ '-মাং'। ৭। হ '-নঃ পুরা'। ৮। হ 'পূর্ণোহয়ং'। ৯। হ 'কালস্তাপসরূপেণ স্বংসকালমুপাগমব'।

অতো ভূয়শ্চ তে শ্রদ্ধা যদি রাজ্যমুপাসিতুম্ ।  
 এবং ভবতু কাকুৎস্থ এবমাহ পিতামহঃ ॥ ১৪ ॥  
 যদি বা গমনে বুদ্ধির্দেবলোকং জিতেন্দ্রিয়ঃ (১) ।  
 সনাথ বিষ্ণুনা দেবা ভবন্তু বিগতজ্বরঃ ॥ ১৫ ॥  
 অহং মনোগতঃ পুত্রঃ পূর্ণায়ুঃ প্রাণিনামিহ ।  
 কালস্তাপসরূপেণ ত্বৎসকাশমিহাগতঃ ॥ ১৬ ॥  
 শ্রুত্বা পিতামহশ্চৈতদ্বাক্যং কালসমীরিতম্ ।  
 রাঘবঃ প্রহসন্ বাক্যং সর্বসংহারমব্রবীৎ ॥ ১৭ ॥

১৪। লো-টী। ভূয়ঃ ইতোহধিকমপি, শ্রদ্ধা 'কাম' ইতি বা পাঠঃ।

১৫। লো-টী। বিষ্ণুনা স্বয়া।

১৬। লো-টী। মনোগতো হন্ত ইতি নারায়ণঃ। যথা, মনসা ন গমাতে ন ইচ্ছাবিষয়ী-  
 ক্রিয়তে ইতি মনোহগতঃ অহন্ত ইত্যর্থঃ। পূর্ণমায়ুর্ধম্বিন্ কালে স আয়ুঃপূরণকাল ইতি নারায়ণঃ।

১৭। লো-টী। সর্বসংহারং সর্বসংহারকম্।

হে কাকুৎস্থ, যদি ইহার অধিক সময় রাজ্য পালন করিতে আপনার ইচ্ছা হয়, তবে তাহাই হউক।" পিতামহ এইকথা বলিয়াছেন ॥ ১৪ ॥

হে জিতেন্দ্রিয়, অথবা যদি আপনি দেবলোকে গমন করিবার অভিপ্রায় করেন, তবে দেবগণ বিষ্ণুর (বিষ্ণুরূপী আপনার) দ্বারা সনাথ হইয়া সম্ভাপরহিত হউন ॥ ১৫ ॥

প্রাণীদিগের পূর্ণায়ুঃস্বরূপ আমি (আপনার) মানস পুত্র 'কাল' তাপসরূপে আপনার সমীপে আসিয়াছি ॥ ১৬ ॥

কালকথিত পিতামহের কথা শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র হস্তপূর্বক সর্বসংহারক কালকে বলিলেন— ॥ ১৭ ॥

১। হ অস্ত্রশোকস্ত পঞ্চমশ্লোকপূর্বাঙ্কিত চ স্থানে 'ভূয়শ্চৈব' হি তে বুদ্ধির্দেবী রাজ্যমুপাসিতুম্। যদি বা তে শ্রদ্ধা রাম ভূয়ঃ শ্রদ্ধা প্রশাসিতুম্। প্রশাধি রাম ভূয়ঃ তে এবমাহ পিতামহঃ। অথবা ত্বং জিগমিস্বুৎ জয়লোকং জিতেন্দ্রিয়ঃ।' ইতি পাঠঃ। ২। হ অয়ং শ্লোকো নান্তি। ৩। হ 'কালস্ত যচনং পিতামহসমীরিতম্'।

শ্রুতং মে দেবদেবশ্চ বাক্যমেতন্মমেন্সিতম্ ।

প্ৰীতিশ্চ মে পরা জাতা তবাগমনসম্ভবা ॥ ১৮ ॥

ভদ্রং তেহস্ত গমিষ্যামি যত এবাহমাগতঃ ।

হৃদগতশ্চাপি সংপ্রাপ্তো ন মেহত্রাস্তি বিচারণা ॥ ১৯ ॥

ময়াপি পূর্বকে কৃত্যে দেবানাং বশবর্তিনা ।

স্বাতব্যং সর্বসংহার যথাহ স পিতামহঃ ॥ ২০ ॥

তথা তয়োঃ সংবদতোহুর্ব্বাসা মুনিপুঙ্গবঃ ।

রামশ্চ দর্শনাকাঙ্ক্ষী রাজদ্বারমুপাগমৎ ॥ ২১ ॥

১৮। লো-টী। হৃদগতঃ পুত্রস্তং সংপ্রাপ্তোহসি অতো বিচারণা ।

২০। লো-টী। আত্মনাং নারায়ণং স্মরামাহ—ময়াপীতি । এতদ্দেশ্যং পূর্বকে দেহে বামনাদিদেহেহপি দেবানাং কৃত্যে রক্ষণরূপে কার্য্যে ময়া তেবাং বশবর্তিনা স্বাতব্যং স্থিতম্ । অতো যথা বথার্থমেবাহ পিতামহঃ । যথা, মম দেবানাং মম ভক্তানাং পূর্বকে কৃত্যে বলিনিগ্রহাদাবপি তদ্বশবর্তিনা ময়া স্থিতম্ । ‘ময়া হি সর্বকার্য্যেযু দেবানাং বশবর্তিনা । স্বাতব্যং মায়য়া চৈবে’তি পাঠে মায়য়া মায়াক্রুতেন দেহেন তত্তদবতারে স্থিতম্, অতো গম্ভব্যমিতি অত্র বিচারণা নাস্তীত্যাহ্বয়ঃ ।

দেবদেব পিতামহের কথা শ্রবণ করিলাম, এই কথা আমার অভিপ্রেত ; তোমার আগমনে আমার অতিশয় সন্তোষ হইয়াছে ॥ ১৮ ॥

তোমার মঙ্গল হউক, আমি যেস্থান হইতে আসিয়াছি তথায় গমন করিব ; আমার প্রিয়পুত্র তুমি যখন আসিয়াছ, তখন এবিষয়ে আর আমার বিচারের অপেক্ষা নাই ॥ ১৯ ॥

সর্বসংহারক, পিতামহ যাহা বলিয়াছেন তাহা ঠিক, পূর্বদেহে দেবতাদিগের রক্ষাকার্য্যে আমি তাঁহাদের বশবর্তী ছিলাম ॥ ২০ ॥

কাল এবং রামচন্দ্রের সেইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে মুনিশ্রেষ্ঠ হুর্ব্বাসাঃ রামচন্দ্রের দর্শনাভিলাষে রাজদ্বারে উপস্থিত হইলেন ॥ ২১ ॥

১। হ ‘সমুত্তৰ্ণনম্’ । ২। হ ‘পরম জাতা’ । ৩। হ ‘যতশ্চৈ-’ । ৪। হ ‘তোহসি মে প্রাপ্তো’ ।

৫। হ ‘হস্তায়ে’ । ৬। হ ‘সর্বকার্য্যে’ । ৭। হ ‘মায়য়া পুত্র বখা চাহ পিতামহঃ’ । অতঃ পরঃ সর্বসমাপ্তিঃ ।

৮। হ ‘কথাং কথনতোরেবং হুর্ব্বাসা স মহামুনিঃ’ । ৯। হ ‘দর্শনাকাঙ্ক্ষন’ ।

সৌমিভিগম্য মহাত্মানং সৌমিত্রিমিদমব্রবীৎ ।

রামং দর্শয় মে শীঘ্রং কার্য্যমাত্যয়িকং হি মে ॥ ২২ ॥

ঋষেষু বচনং শ্রুত্বা লক্ষ্মণো বাক্যমব্রবীৎ ।

অভিবাণ্ড মহাত্মানং মুনিং জ্বলনসম্মিতম্ ॥ ২৩ ॥

কিং কার্য্যং ক্রহি ভগবন্ কেনার্থঃ কিং করোম্যহম্ ।

ব্যগ্রোহসৌ পার্থিবো ব্রহ্মন্ মুহূর্ত্তং সংপ্রতীক্ষ্যতাম্ ॥ ২৪ ॥

তচ্ছ্রুত্বা মুনিশার্দূলঃ ক্রোধেন কলুষীকৃতঃ ।

উবাচ লক্ষ্মণং বাক্যং নির্দহম্মিষ চক্ষুষা ॥ ২৫ ॥

২২। লো-টী। সাময়িকং সময়োচিতম্। 'আত্যয়িক'মিতি পাঠে অত্যয়ঃ ক্লেশায়া  
অতিক্রমো বৃদ্ধিঃ তত্তৎকালং কার্য্যম্।

২৪। লো-টী। কেনার্থঃ কেন দ্রব্যোণ প্রয়োজনম্? বাগ্রঃ মুনিঃ সহ গোপ্যকথন-  
তৎপরঃ।

২৫। লো-টী। কলুষীকৃতো ব্যাপ্তঃ।

সামুনি, সুমিত্রানন্দন মহাত্মা লক্ষ্মণের নিকট গমন করিয়া  
বলিলেন, শীঘ্র আমার সহিত রামচন্দ্রের দর্শন করাইয়া দাও, আমার সাংঘাতিক  
প্রয়োজন ॥ ২২ ॥

লক্ষ্মণ ঋষির কথা শ্রবণ করিয়া অনলোপম সেই মহাত্মা মুনিকে অভিবাদন-  
পূর্বক বলিলেন— ॥ ২৩ ॥

ভগবন্, আপনার কি কার্য্য, কোন্ দ্রব্যের প্রয়োজন এবং আমি কি করিব  
বলুন; ব্রহ্মন্, মহারাজ রামচন্দ্র ব্যস্ত আছেন, সুতরাং মুহূর্ত্তকাল প্রতীক্ষা  
করুন ॥ ২৪ ॥

মুনি-শার্দূল ত্বর্কাসাঃ লক্ষ্মণের কথা শ্রবণ করিয়া ক্রোধে আকুল হইয়া নগ্ন-  
বহ্নিতে যেন উহাকে দক্ষ করিয়াই বলিলেন— ॥ ২৫ ॥

১। হ 'তু সৌমিত্রিব্যাচ মুনিসত্তমঃ'। ২। হ 'শীঘ্রং'। ৩। হ 'মুনেত্তৎ'। ৪। হ '-গঃ  
পরবীরহা'। ৫। হ 'বাক্যমেতদ্ব্যবাহ'। ৬। হ 'রাগবো'। ৭। হ 'কবি'।

অগ্নিন্ মুহূৰ্ত্তে সৌমিত্রে রাঘবায় নিবেদয় ।  
 অত্থা ক্রিয়মাণে তু বাক্যে বাক্যবিশারদ ॥ ২৬ ॥  
 বিষয়ক পুরঞ্জেব শপেয়ং রাঘবং তথা ।  
 ভরতং ত্বাক শক্রব্লং যুত্বাকং চৈব সম্ভতিম্ ।  
 ন হি শাক্যাম্যহং ভূয়ো মন্যুং ধারয়িতুং হৃদি ॥ ২৭ ॥  
 তচ্ছ্রুত্বা ঘোরসঙ্ক্ৰাশং মুনিনা ব্যাহতং বচঃ ।  
 চিন্তয়ামাস সৌমিত্রিস্তস্য বাক্যস্য নিশ্চয়ম্ ॥ ২৮ ॥  
 একস্য মরণং মেহস্ত মা ভুং সর্ববিনাশনম্ ।  
 ইত্যসৌ নিশ্চয়ং কৃত্বা রামায় প্রত্যবেদয়ৎ ॥ ২৯ ॥  
 লক্ষ্মণস্য বচঃ শ্রুত্বা রামঃ কালং ব্যসজ্জয়ৎ ।  
 বিনিষ্পত্য ত্বরায়ুক্তং পুত্রমত্রেদদর্শ হ ॥ ৩০ ॥

২৭। লো-টী। ভূয়োহধিকম্।

২৮। লো-টী। 'মুনিনা ব্যাহতং বচ' ইতি পাঠঃ। 'বাক্যমভূতদর্শন'মিতি পাঠে অভূতং বিনাশং দর্শয়তি তথা।

লক্ষ্মণ, এই মুহূৰ্ত্তেই রামচন্দ্রকে জানাও ; বাক্যবিশারদ, আমার কথার অত্থা করিলে রামচন্দ্রকে, ভরতকে, তোমাকে, শক্রব্লকে ও তোমাদের রাজ্য, নগরী এবং সম্ভান-সম্ভতিকেও শাপ প্রদান করিব, আমি আর ক্রোধ হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিতেছি না ॥ ২৬-২৭ ॥

ভূর্বাসামুনির এইরূপ নিদারুণ কথা শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণ তাঁহার বাক্যের বিষয়ে সিদ্ধান্ত ( অর্থাৎ কি কর্তব্য তাহা ) চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ২৮ ॥  
 “একমাত্র আমার মরণ হউক, কিন্তু সকলের যেন বিনাশ না হয়” এইরূপ স্থির করিয়া লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের নিকট [মুনির আগমনবার্তা] নিবেদন করিলেন ॥ ২৯ ॥  
 রামচন্দ্র লক্ষ্মণের কথা শ্রবণপূর্বক কালকে বিদায় দিয়া সম্বর বাহিরে

১। হ 'কণে মাং'। ২। হ 'রামায় প্রতিপাদয়'। ৩। হ '-পেহহং'। ৪। হ '-তক ভবন্তক'। ৫। হ 'শাক্যাম্যহং'। ৬। হ 'বাক্যমভূতদর্শন'। ৭। হ 'চিন্তয়ামাসঃ স্বমনসা সহসা ব্যথিতেন্দ্রিয়ঃ'। ৮। হ 'ইতি বুধ্য্য বিবিন্ধিত্য রাঘবায় প্রবেদয়ৎ'। ৯। হ 'বিনিঃসৃত্যাগমতুং'।



সোহভিবাচ্চ মহাত্মানং জ্বলন্তমিব তেজসা ।

কিং কার্য্যমিতি কাকুৎস্থঃ কৃতাজ্জলিরভাষত ॥ ৩১ ॥

তদ্বাক্যং রাঘবেণোক্তং শ্রুত্বা মুনিবরঃ প্রভুঃ ।

প্রভূবাচ ততো রামং দুর্ব্বাসাঃ ক্ষয়তামিতি ॥ ৩২ ॥

অত্চ বর্ষসহস্রশ্চ সমাপ্তিস্ময় রাঘব ।

ক্ষুধিতো ভোক্তুমিচ্ছন্ বৈ ত্বামায়াতো রঘুত্তম ।

সোহহং ভোজনমিচ্ছামি যথাসিদ্ধং তবানঘ ॥ ৩৩ ॥

তচ্ছ্রুত্বা বচনং রামো হর্ষেণাভিপরিপ্লুতঃ ।

ভোজনং বিপ্রমুখ্যায় যথাসিদ্ধমুপানয়ৎ ॥ ৩৪ ॥

৩৩। লো-টী। বর্ষসহস্রাণি অহুষ্ঠানং বস্ত তস্ত বর্ষসহস্রং বাপ্য কৃতস্ত ব্রতস্তেতর্থে। যথা সিদ্ধং নিম্পন্নং ভবতি তথা কুর্ক ইত্যর্থঃ। 'যথা ত্বমসি রাঘবে'তি পার্শ্বে যথা বাদৃক্ স্বং তাদৃশং ভোজনম্।

আসিয়া অত্রিনন্দন দুর্ব্বাসামুনিকে দর্শন করিলেন ॥ ৩০ ॥

কাকুৎস্থ রামচন্দ্র সেই তেজঃপ্রদীপ্ত মহাত্মা দুর্ব্বাসামুনিকে অভিবাদনপূর্ব্বক কৃতাজ্জলিপুটে বলিলেন—“কিং কার্য্য [ আমাকে করিতে হইবে ]” ॥ ৩১ ॥

মুনিশ্রেষ্ঠ প্রভু দুর্ব্বাসা রামচন্দ্রের সেই কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন—শ্রবণ কর ॥ ৩২ ॥

হে অনঘ রঘুশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র, অত্চ আমার সহস্রবর্ষব্যাপী অনশন-ব্রতের সমাপ্তি হইয়াছে, এক্ষণে ক্ষুধায় কাতর হইয়া ভোজন করিবার অভিলাষে তোমার নিকট আগমন করিয়াছি; সেই আমি তোমার [ এক্ষণে ] যাহা নিম্পন্ন হইয়াছে তাহাই ভোজন করিতে ইচ্ছা করি ॥ ৩৩ ॥

রামচন্দ্র মুনির কথা শ্রবণ করিয়া আনন্দে আপ্লুত হইয়া ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ দুর্ব্বাসাকে যথানিম্পন্ন অন্ন প্রদান করিলেন ॥ ৩৪ ॥

১। হ 'এবমুজ্জ্বল রামেন অত্রিপুত্রো মহাত্মাঃ'। ২। হ 'দুর্ব্বাসাঃ স মুনিশ্রেষ্ঠো রাঘবং বাক্যসব্রবীৎ'। ৩। হ 'ভোক্তুমিহ'। ৪। হ 'রাঘবো বাক্যং হর্ষেণ মহতা হৃতঃ'। ৫। হ 'বিজ-'। ৬। হ '-হয়ৎ'।

স তু ভুক্তা। মুনিশ্রেষ্ঠস্তদমমমুতোপমম্ ।

সাধু রামেতি সংভাষ্য স্বমাশ্রমমুপাগমৎ ॥ ৩৫ ॥

তস্মিন্ গতে মহাপ্রাজ্ঞে শ্রীতে চ মনুজাধিপঃ ।

সংস্মরন্ কালবাক্যানি ততো হুঃখমুপাগমৎ ॥ ৩৬ ॥

স হুঃখেন সমাবিষ্টঃ শ্বহা তং নিয়মং কৃতম্ ।

অবাধ্যুখো দীনমনা ব্যাহতুং ন শশাক হ ॥ ৩৭ ॥

ততো বুদ্ধ্যা বিনিশ্চিত্য কালবাক্যং বিচিন্ত্য চ ।

নৈতদন্তীতি চৈবোক্তা। ভূক্ষীমাসীন্মহামতিঃ ॥ ৩৮ ॥

ইত্যর্থে বাগ্মীকীরে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে হর্কাসস আগমনং নাম

একাদশাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১১১ ॥

৩৮। লো-টী। নৈতদন্তীতি এতদ্রাজ্যাদিকম্, লক্ষণত্যাগাৎ।

হর্কাসস আগমনম্ ॥ ১১১ ॥

মুনিশ্রেষ্ঠ হর্কাসাঃ সেই অমুতোপম অন্ন ভোজন করিয়া রামচন্দ্রকে সাধুবাদ প্রদান করত নিজের আশ্রমে গমন করিলেন ॥ ৩৫ ॥

মহাপ্রাজ্ঞ সেই হর্কাসাঃ শ্রীত হইয়া গমন করিলে মহারাজ রামচন্দ্র কালের কথা স্মরণপূর্বক অতিশয় হুঃখিত হইলেন ॥ ৩৬ ॥

রামচন্দ্র সেই কালকৃত নিয়ম স্মরণপূর্বক হুঃখাবিষ্ট হইয়া বিষন্ন চিত্তে মস্তক অবনত করিয়া রহিলেন, কোন কথা বলিতে পারিলেন না ॥ ৩৭ ॥

পরে মহামতি রামচন্দ্র কালের কথা চিন্তা করিয়া বিবেচনাপূর্বক “এই রাজ্যাদি কিছুই থাকিবে না” এই কথা বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন ॥ ৩৮ ॥

মহর্ষি বাগ্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে হর্কাসার আগমন-নামক

১১১তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১১ ॥

১। হ ‘ভুক্তবাস্ত হর্কাসা-’। ২। হ ‘-গতঃ’। ৩। হ ‘-ভাগে শ্রীতে রাধবনন্দনঃ’।  
৪। হ ‘-মুপেদ্বিবান্’। ৫। হ ‘স চ হুঃখেন সন্তপঃ’। ৬। হ ‘চোক্তা স’। ৭। হ ‘-নাস মহাবলঃ’।

## (১১২) দ্বাদশাধিকশততমঃ সর্গঃ

অবাঙ্খু<sup>১</sup>খমথো দীনঃ দৃষ্ট<sup>২</sup>। সোমমিবাপ্ন তম্ ।

রাঘবং লক্ষ্মণো বাক্যং প্রহৃষ্ট<sup>৩</sup> ইদমব্রবীৎ ॥ ১ ॥

ন সস্তাপঃ মহাবাহো কর্তু<sup>৪</sup>মইসি মৎকৃতে ।

পূর্বনির্মাণবদ্ধা হি কালস্ত গতিরীদৃশী ॥ ২ ॥

জহি মাং নির্বিশঙ্কস্তুং সত্যং পালয় সূত্রত ।

হীনপ্রতিজ্ঞঃ কাকুৎস্থ ব্রজেন্ধি নরকং ধ্রুবম্ ॥ ৩ ॥

ময়ি তে যদুন্মুক্ৰোশো যদুন্মুগ্ৰাহতা ময়ি ।

জহি মাং নির্বিশঙ্কস্তুং সত্যং পালয় সূত্রত ॥ ৪ ॥

[ লো-টা ] । উচ্ছ্বাসেন সহ বর্তমানঃ হৃদয়ং যন্ত তং ধ্যানমুকুলক্ষণমাহ—সাগ্রং অগ্রেণ  
নাসাগ্রেণ সহ বর্তমানং তদবলোকনেন বর্তমানমিত্যর্থঃ ।

১ । লো-টা । আপ্ততং মেঘেন ব্যাপ্তমিব । ‘অপ্রভ’মিতি বা পাঠঃ ।

২ । লো-টা । পূর্বং যন্তেন কর্মণো নির্মাণং নিরূপণং চর্যাসসা কৃতং তত্র কালস্ত মূনি-  
রূপস্ত সকাশাৎ তব জেদৃশী মম তাগরূপা গতিঃ প্রকারো বদ্ধা ইত্যর্থঃ ।

মেঘাবৃত চন্দ্রের আয় বিবাদগ্রস্ত রামচন্দ্রকে অধোবদন দেখিয়া লক্ষ্মণ  
সানন্দে বলিলেন—॥ ১ ॥

মহাবাহো, আমার জন্ত আপনি দুঃখ করিবেন না, পূর্ব কর্ম্মানুসারে কালের  
গতি অর্থাৎ নিয়তিই এইরূপ ॥ ২ ॥

হে সূত্রত কাকুৎস্থ, আপনি নিঃশঙ্কচিত্তে আমাকে বধ করিয়া সত্য রক্ষা  
করুন, যেহেতু প্রতিজ্ঞাত্ৰষ্ট লোক অবশ্যই নরকে গমন করে ॥ ৩ ॥

হে সূত্রত, আমার প্রতি যদি আপনার দয়া থাকে এবং আমার যদি  
অনুগ্রহলাভের যোগ্যতা থাকে, তবে আপনি নিঃশঙ্কচিত্তে আমাকে বধ করিয়া  
সত্য রক্ষা করুন ॥ ৪ ॥

হ সর্গায়ত্তে প্রথবদ্রোকাৎ পূর্ব্বম্—‘তং তথোদবিধমনসং ধ্যানমুকুলমাহিতম্ । সোচ্ছ্বাসহৃদয়ং সাগ্রং নিশ্বাসানং  
প্রিজ্ঞাপ্রয়ো’ । ইত্যধিকম্ । ১ । হ ‘-খং তদাসীনং’ । ২ । হ ‘-মিব মূতম্’ । ৩ । হ ‘-ষ্টনিব-’ । ৪ । হ ‘সৌম্য  
বিজ্ঞানং প্রতিজ্ঞাং পরিপালয়’ । ৫ । হ ‘যদি রাজসু ময়ি প্রীতির্ভবনুগ্রাহতা’ ।

লক্ষণস্য বচঃ শ্রুত্বা রামঃ সংস্কৃতিভেদ্যিঃ ।

মস্ত্রিণঃ স্বান্ সমানীয় বশিষ্ঠক পুরোধসম্ ॥ ৫ ॥

অত্রবীতু যথারূপং তেষাং মধ্যে নরাধিপঃ ।

দুর্বাসসোহভিগমনং প্রতিজ্ঞাকৈব তাপসে ॥ ৬ ॥

তচ্ছ্রুত্বা মস্ত্রিণঃ সর্বৈ সোপাধ্যায়াঃ সনৈগমাঃ ।

পুরোহিতো বশিষ্ঠশ্চ রাঘবং বাক্যমত্রবীৎ ॥ ৭ ॥

দৃষ্টমেতন্মহাবাহো ক্ষমং তে পুরুষর্ষভ ।

লক্ষণস্য বিনাভাবস্তয়া সার্কং নরাধিপ ॥ ৮ ॥

তাজৈনং বলবান্ কালঃ প্রতিজ্ঞাং পরিপালয় ।

বিপন্নায়ান্ প্রতিজ্ঞায়াং ধর্ম্যস্তে নাশমেঘ্যতি ॥ ৯ ॥

৫। লো-টী। সংস্কৃতিভেদ্যিঃ দুঃখিতেন্দ্রিয়ঃ।

৮। লো-টী। কালপুরুষেণ সহ কথং কথয়তস্তব ভাবাদর্শনক্রিয়ায়া হেতোরেতদ্ দৃষ্টং  
কিঞ্চৎ ? লক্ষণেন বিনা তব বিনাভাবঃ পৃথগবস্থিতিঃ তে তব সকাশাৎ ক্ষয়ো বিনাশচ । 'লক্ষণেন  
বিনাভাবস্তয়া সার্কং নরাধিপে'তি পাঠে ত্বয়া সার্কং বিনাভাবঃ ক্ষয়চ ।

৯। লো-টী। ইমং লক্ষণম্।

মহারাজ রামচন্দ্র লক্ষণের কথা শ্রবণ করিয়া ব্যাকুলচিত্তে স্বীয় অমাত্যগণ  
এবং পুরোহিত বশিষ্ঠকে আনয়ন পূর্বক তাঁহাদের নিকট দুর্বাসার আগমন এবং  
মুনিবেশধারী কালের নিকট প্রতিজ্ঞার কথা যথাযথভাবে বলিলেন ॥ ৫-৬ ॥

নাগরিক ও উপাধ্যায়গণের সহিত সমস্ত অমাত্যবর্গ ও পুরোহিত বশিষ্ঠদেব  
তাঁহা শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্রকে বলিলেন—॥ ৭ ॥

মহাবাহো পুরুষশ্রেষ্ঠ মহারাজ রামচন্দ্র, আমরা [ সমস্ত গুনিয়া ] ইহা  
বুঝিলাম যে, আপনার সহিত লক্ষণের বিচ্ছেদ ইহাবে ; ইহা আপনার সহ্য করা  
উচিত ॥ ৮ ॥

কালই বলবান্, স্মৃতরাং লক্ষণকে পরিত্যাগ করিয়া প্রতিজ্ঞা পালন করুন ;

১। হ 'লক্ষণেনৈবমুক্তস্ত'। ২। হ 'প্রাথিত'। ৩। হ '-গণ্ডে চ'। ৪। হ '-মন্ত্রবন্'। ৫। হ  
'ক্ষয়ন্তে লোমহর্ষণঃ'। ৬। হ 'লক্ষণেন বিনাভাবাদ্ বিনাভাবন্তবানব'। ৭। হ '-নাং দুর্বলাং বুজিৎ'। ৮।  
হ 'এতি'।

ভতো ধর্ম্যে বিনষ্টে তু ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ।

সদেবর্ষিগণং সর্বং বিপদোত ন সংশয়ঃ ॥ ১০ ॥

স ত্বং পুরুষশার্দূল ধৈর্য্যেণ স্তমমাহিতঃ ।

লক্ষ্মণেন বিনা চাণ্ড ত্রৈলোক্যং ভ্রাতৃমর্হসি ॥ ১১ ॥

জানীমস্ত্বাং মহাবাহো ভ্রাতৃষু স্নেহবৎসলম্ ।

ত্বাং জানীমহে যন্তুঃ স্মরয়ামো যতোহনঘ ॥ ১২ ॥

নাস্মান্ দোষেণ কাকুৎস্থ গন্তুমর্হসি সূত্রত ।

ত্বয়ি হীনপ্রতিজ্ঞে হি লক্ষ্মণোহপি নিরর্থকঃ ॥ ১৩ ॥

প্রত্যক্ষং তে মহাবাহো প্রতিজ্ঞাং পরিরক্ষতা ।

ত্যক্তো দশরথেন ত্বং বনবাসায় পার্থিব ॥ ১৪ ॥

১২। লো টা। যন্তুঃ তং ত্বাং জানীমহে। কেবলং স্মরয়ামঃ—হে অনঘ, যতঃ স্বকর্ণণি সংযতো ভব।

১৩। লো-টা। দোষেণ লক্ষণং পরিত্যজেতি বাক্যরূপেণ।

প্রতিজ্ঞা ভ্রষ্ট হইলে আপনার ধর্ম নষ্ট হইবে ॥ ৯ ॥

ধর্ম নষ্ট হইলে দেবতা ও ঋষিগণের সহিত চরাচর ত্রিভুবন সকলই বিনষ্ট হইবে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই ॥ ১০ ॥

হে পুরুষশার্দূল, আপনি ধৈর্য্যদ্বারা সমাহিত হইয়া অণ্ড লক্ষ্মণের বিনিময়ে ত্রিভুবন রক্ষা করুন ॥ ১১ ॥

মহাবাহো, আপনি যে ভ্রাতৃগণের প্রতি স্নেহবৎসল তাহা আমরা জানি, এবং আপনাকেও আমরা জানি—আপনি কে; হে অনঘ, আমরা স্মরণ করাইয়া দিতেছি, আপনি কর্তব্যে অবহিত হউন ॥ ১২ ॥

হে কাকুৎস্থ, হে সূত্রত, [ লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ করুন, এই কথা বলায় ] আমাদেরকে অপরাধী মনে করিবেন না, আপনি প্রতিজ্ঞাভ্রষ্ট হইলে লক্ষ্মণের থাকাত নিরর্থক ॥ ১৩ ॥

মহাবাহো রাজন্, আপনি ত' প্রত্যক্ষই করিয়াছেন যে, দশরথ

১। হ 'বিপদে তু'। ২। হ 'ত্রৈলোক্যমভিপালয়'। ৩। হ 'লক্ষ্মণস্ত পরিত্যাগাৎ'। ৪। হ 'স্মানং সততং ভ্রাতৃবৎসলম্'। ৫। হ 'দেববাক্যাদিত্য চাত্র অন্তর্ভাং স্মরয়ামহে'। ৬। হ 'তু'।

তৎকৃতেন চ শোকেন স্বর্গং দশরথো গতঃ ।

কল্যাণবৃত্ত কল্যাণং সাধুবৃত্তো মহীপতিঃ ॥ ১৫ ॥

তথা ত্বমপি দুর্দ্বর্ষ প্রতিজ্ঞাং পরিপালয় ।

ত্রৈলোক্যস্থ হিতার্থায় লক্ষ্মণং ত্যক্তুর্মহিসি ॥ ১৬ ॥

তেষাং তৎ সমবেতানাং বাক্যং ধর্মার্থসংহিতম্ ।

শ্রুত্বা পরিযদো মধ্যে রামো লক্ষ্মণমত্রবীৎ ॥ ১৭ ॥

পরিত্যক্তোহসি সৌমিত্রে মা ভূদ্রশ্মবিপর্যায়ঃ ।

পরিত্যাগো বধো বাপি সাধুনামুভয়ং সমম্ ॥ ১৮ ॥

রামস্থ ভাষিতং শ্রুত্বা শোকব্যাকুলিতাক্রমম্ ।

তৎক্ষণং হুরিতং প্রায়াল্লক্ষ্মণো ব্যাকুলেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১৯ ॥

১৫। লো-টী। হে কল্যাণবৃত্ত, স্বর্গং কল্যাণং মঙ্গলস্বরূপম্ ।

১৯। লো-টী। স লক্ষ্মণস্বরিতং প্রায়াদিত্যস্যঃ ।

প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থে আপনাকে বনবাসে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ॥ ১৪ ॥

হে কল্যাণবৃত্ত, সচরিত্র মহারাজ দশরথ আপনার শোকে মঙ্গলময় স্বর্গলোকে গমন করিয়াছেন ॥ ১৫ ॥

হে দুর্দ্বর্ষ, আপনিও সেইরূপ ত্রৈলোক্যের মঙ্গলের জন্য লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ করিয়া প্রতিজ্ঞা পালন করুন ॥ ১৬ ॥

রামচন্দ্র সমবেত পুরোহিত এবং মন্ত্রীদিগের সেইরূপ ধর্মার্থযুক্ত কথা শ্রবণ করিয়া সভামধ্যে লক্ষ্মণকে বলিলেন— ॥ ১৭ ॥

লক্ষ্মণ, ধর্মের বিপর্যয় না হউক, আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিলাম, সাধুদিগের পক্ষে ত্যাগ অথবা বধ উভয়ই সমান ॥ ১৮ ॥

শোকে অস্পষ্টাক্ষর রামচন্দ্রের [শেষ] আদেশ শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণ

১। হ 'নৈব'। ২। হ 'ইদমর্কঃ নান্তি'। ৩। হ 'প্রতি-'। ৪। হ 'তত্র সমেতানাং'। ৫। হ 'বিসর্জয়ে স্বাং'। ৬। হ 'শ্চাপি'। ৭। হ 'রামেণ ভাষিতে বাক্যে শোকব্যাকুলচেতসা'। ৮। হ 'লক্ষ্মণঃ সংপ্রণয়ৈনং হুরিতঃ সরযুং যবো'।

স গহ্বা সরযুতীরমুপস্পৃশ্য যথাবিধি ।

নিগৃহ্য সর্বশ্রোতাংসি নোচ্ছ্বাসং প্রমুখোচ হ ॥ ২০ ॥

যৎ তদক্ষরমব্যক্তং পরং ব্রহ্ম সনাতনম্ ।

পদং তদ্বাসুদেবাখ্যাত্মনঃ সোহভ্যচিস্তয়ৎ ॥ ২১ ॥

অন্তঃখসনযুক্তং তু সশক্রাঃ সাংসারোগণাঃ ।

দেবাঃ সর্ষিগণাঃ সর্বৈ পুষ্পবর্ষৈরবাধিরন ॥ ২২ ॥

অদৃশ্যং মনুজৈঃ কৈশ্চিৎ সশরীরং চ বাসবঃ ।

গৃহীত্বা লক্ষ্মণং হৃষ্টো নাকপৃষ্ঠমুপাগমৎ ॥ ২৩ ॥

২০। লো-টী। শ্রোতাংসি সর্বৈশ্চিয়ানি। সোচ্ছ্বাসং স লক্ষ্মণঃ উচ্ছ্বাসং উর্দ্ধ্বাসং  
সন্ধিরার্থঃ। 'প্রোচ্ছ্বাসং স মুখোচ হ' ইতি কচিং পাঠঃ।

২১। লো-টী। যতদ্ ব্রহ্ম নিগুণং যচ্চ বাসুদেবাখ্যং সগুণং ব্রহ্ম তদেবাখ্যানং স্বম্  
অন্তঃখদি অত্যচিস্তয়ৎ।

২২। লো-টী। অন্তঃখসনযুক্তং অন্তঃখাসযুক্তম্।

ক্ষুদ্রচিত্তে তৎক্ষণাৎ দ্রুতং প্রস্থান করিলেন ॥ ১৯ ॥

তিনি সরযুতীরে গমন করিয়া যথাবিধি আচমনপূর্বক সমস্ত ইন্দ্রিয় নিরুদ্ধ  
করত শ্বাস ত্যাগ করিলেন না ॥ ২০ ॥

তিনি অব্যক্ত অক্ষর সনাতন পরব্রহ্ম এবং বাসুদেবাখ্য সেই প্রসিদ্ধ  
আত্মস্বরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ২১ ॥

অন্তর্নিরুদ্ধ-বায়ু সেই লক্ষ্মণকে ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ, ঋষিগণ ও অপ্সরাগণ  
পুষ্পবৃষ্টিদ্বারা আচ্ছাদিত করিলেন ॥ ২২ ॥

সর্বলোকের অদৃশ্য লক্ষ্মণকে সশরীরে গ্রহণ করিয়া ইন্দ্র সানন্দে স্বর্গলোকে  
গমন করিলেন ॥ ২৩ ॥

১। হ 'কৃতজ্ঞানি'। ২। হ '-ক মুখোচ হ'। ৩। হ '-জান'। ৪। হ 'নিরুদ্ধাঙ্গপত্য বীণ  
দেবাঃ সর্ষিপুংসোগণাঃ'। ৫। হ 'সেন্দ্রা মহর্ষিগণাঃ সর্বৈ পুষ্পৈরবাধিরনন্তরা'। ৬। হ '-শিব'। ৭। হ 'তু'।  
৮। হ 'পুলকানাম্বরঞ্জনা'।

ততো বিেষাশ্চতুর্ভাগমাগতং স্মরসন্তমাঃ ।

প্রহৃষ্টমনসঃ সর্বৈহপূজয়ন্ সমহর্ষয়ঃ ॥ ২৪ ॥

ইত্যার্ষে বান্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাণ্ডে উত্তরকাণ্ডে লক্ষণবিয়োগো নাম

দ্বাদশাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১১২ ॥

২৪ । লো-টী । চতুর্ভাগং চতুর্গাং ভাগানামেকভাগম্ ।

লক্ষণপরিভ্যাগঃ ॥ ১১২ ॥

পরে মহর্ষিগণের সত্ৰিত শ্রেষ্ঠ দেবগণ বিষ্ণুর চারি অংশের মধ্যে সমাগত  
একাংশকে হৃষ্টচিত্তে সকলে পূজা করিতে লাগিলেন ॥ ২৪ ॥

মহর্ষি বান্মীকিপ্রণীত আদিকাণ্ডে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে লক্ষণবিয়োগ-নামক

১১২তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১২ ॥



(১১৩) ত্রয়োদশাধিকশততমঃ সর্গঃ

বিসৃজ্য লক্ষ্মণং রামো দুঃখশোকসমস্থিতঃ ।

বশিষ্ঠং মন্ত্ৰিণশ্চৈব নৈগমাংশ্চেদমব্রবীৎ ॥ ১ ॥

অত্ৰ রাজ্যেহভিষেক্যামি ভরতঃ ধৰ্ম্মবৎসলম্ ।

অযোধ্যায় মহাবাহুং ততো যাত্ৰাম্যহং বনম্ ॥ ২ ॥

প্রবেশয়ত সন্তারান্ ন স্মাৎ কালাত্যয়ো যথা ।

অদ্বৈবাহং গমিষ্যামি লক্ষ্মণস্ত পদানুগঃ ॥ ৩ ॥

এবং ক্রবতি কাকুৎস্থে সৰ্ব্বাঃ প্রকৃতয়ন্তদা ।

মূৰ্দ্ধতিঃ প্রণতা ভূমৌ গতসদ্বা ইবাভবন্ ॥ ৪ ॥

ভরতশ্চ বিষণ্ণোহুচ্ছুস্তা রামস্ত ভাষিতম্ ।

রাজ্যং বিগর্হয়ামাস রাঘবকেদমব্রবীৎ ॥ ৫ ॥

রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ করিয়া দুঃখশোকাকুলচিত্তে পুরোহিত বশিষ্ঠ দেবকে এবং অমাত্যগণ ও পুরবাসীদিগকে এই কথা বলিলেন— ১ ॥

অত্ৰ অযোধ্যায় ধৰ্ম্মবৎসল মহাবাহু ভরতকে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া আমি বনে গমন করিব ॥ ২ ॥

অভিষেকক্রব্যসমূহ কালবিলম্ব না করিয়া আনয়ন কর, অত্ৰই আমি লক্ষ্মণের অনুগমন করিব ॥ ৩ ॥

কাকুৎস্থ রামচন্দ্র এইরূপ বলিলে সমস্ত প্রজাবর্গ ভূমিতে অবনত মস্তকে প্রণত হইয়া মৃতবৎ অবস্থান করিতে লাগিল ॥ ৪ ॥

ভরতও রামচন্দ্রের কথা শ্রবণ করিয়া বিষণ্ণ হইলেন এবং রাজ্যের নিন্দাপূর্বক তাঁহাকে বলিলেন— ৫ ॥

সত্যেনাহং শপে রাজন্ স্বর্গলোকেন চৈব হি ।

ন কাময়ে যথা রাজ্যং বিনা ত্বাং রঘুনন্দন ॥ ৬ ॥

ইমৌ কুশীলবৌ রাজম্নভিষিক্ পরস্তপ ।

কোশলায়াং কুশং বীরমুক্তরায়াং লবং নৃপম্ ॥ ৭ ॥

শত্রুঘ্নস্ত তু গচ্ছন্তু দূতা বিস্তরবাদিনঃ ।

ইদং গমনমস্মাকং স্বর্গয়াখ্যাস্তু মাচিরম্ ॥ ৮ ॥

ভরতস্ত বচঃ শ্রুত্বা প্রকৃতীস্তাঃ স্তূহুঃখিতাঃ ।

দৃষ্ট্বা চাধোমুখীঃ সর্বা বশিষ্ঠো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৯ ॥

বৎস রাম ইমাঃ পশ্য ধরণীং প্রকৃতীর্গতাঃ ।

বিদ্ব্যাসামীপ্সিতং কামমাশং মা বিপ্রিয়ং কৃথাঃ ॥ ১০ ॥

৬। লো-টী। ত্বাং বিনা রাজ্যং ন কাময়ে, কিন্তু তং তৎ? অথবা অর্থার্থং মিথ্যাকৃত-  
মিত্যর্থঃ। সত্যেন সত্যবচসা অহং শপে স্বর্গলোকেন চ সংকল্প্যাজ্ঞিতেন। 'যতো রাজ্য'মিতি  
পাঠে ষতঃ সংযতো ভূত্বা শপে।

১০। লো-টী। বিদ্ধি জানীহি।

মহারাজ রঘুনন্দন, আমি সত্য এবং স্বর্গলোকের শপথ করিয়া বলিতেছি যে,  
আপনাকে ছাড়িয়া আমি রাজ্য কামনা করি না ॥ ৬ ॥

শত্রুতাপন মহারাজ, এই কুশ এবং লবকে অভিষিক্ত করুন, বীর কুশকে  
কোশলদেশে এবং লবকে উত্তর[কোশল]দেশে রাজ্যরূপে অভিষিক্ত করুন ॥ ৭ ॥

দূতসকল শত্রুঘ্নের নিকট অবিলম্বে গমন করিয়া সবিস্তরে [সমস্ত ঘটনা]  
বিবৃত করিয়া বলুক যে, আমরা স্বর্গের উদ্দেশ্যে গমন করিতেছি ॥ ৮ ॥

ভরতের কথা শুনিয়া এবং সেই প্রজাপুঞ্জকে দ্রুত অধোবদন দেখিয়া  
বশিষ্ঠদেব বলিতে লাগিলেন— ॥ ৯ ॥

বৎস রাম, ঐ দেখ, প্রজাগণ ভূতলে পতিত হইয়াছে; ইহাদের

১। হ 'চানব'। ২। হ 'য়েহং'। ৩। হ 'ত্বাং বিনা রঘুনন্দন'। ৪। হ 'বিদ্য'। ৫। হ  
'-বাচিনঃ'। ৬। হ 'প্রাবয়ন্ত ব্রহ্মদিতাঃ'। ৭। হ 'রাঘব পুত্রো ভূমিং প্রকৃতয়ো গতাঃ'। ৮। হ 'বুদ্ধা-  
সামীপ্সিতং রাম মা চাসাং'। ৯। হ 'কুশ'।

বশিষ্ঠস্য তু বাক্যেন উত্থাপ্য প্রকৃতীজনম্ ।  
 কিং করোমীতি সন্নেহো রাঘবো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১১ ॥  
 ততঃ প্রকৃতয়ো রামং প্রত্যাচুঃ সাজ্জলিগ্রহাঃ ।  
 গচ্ছন্তম্নুগচ্ছামো যেন গচ্ছসি রাঘব ॥ ১২ ॥  
 এষা নঃ পরমা শ্রীতিরেষ ধর্ম্যঃ সনাতনঃ ।  
 হৃদগতা নঃ সদা বুদ্ধিস্তবান্নুগমনে দৃঢ়ম্ ॥ ১৩ ॥  
 পৌরেষু যদি তে স্নেহো যদ্বনুগ্রাহতা নৃপ ।  
 সপুত্রদারা রাজ্যংস্থাম্নুগচ্ছাম সংপথম্ ॥ ১৪ ॥  
 তপোধনবনং বাপি স্বর্গং বা জয়তাং বর ।  
 বয়ং তে যদি ন ত্যাজ্যাঃ সর্বান্ নয়তু নো ভবান্ ॥ ১৫ ॥

১২। লো-টী। সাজ্জলিগ্রহাঃ অজ্জলিগ্রহণেন সহ বর্তমানাঃ।

১৪। লো-টী। সংপথে সত্যত্ব পথি। 'সংপথা' ইতি পাঠে সন্ ভবান্ পথঃ  
 সন্ন্যাসদর্শকো যেষাং তে বয়ম্।

আকাজ্জিত অভিলাষ অবগত হও, ইহাদের অপ্রিয় করিও না ॥ ১০ ॥

রামচন্দ্র বশিষ্ঠের আদেশে প্রজাদিগকে উত্থাপিত করত স্নেহের সহিত  
 বলিলেন—[ আমি তোমাদের ] কি করিব ? ॥ ১১ ॥

তখন প্রজাগণ কৃতাজ্জলিপুটে রামচন্দ্রকে বলিল, প্রভো, আপনি যে পথে  
 গমন করিবেন আমরা সেই পথে আপনার অনুগমন করিব ॥ ১২ ॥

মহারাজ, আপনার অনুগমনে সর্বদা আমাদের আন্তরিক ঐকান্তিক ইচ্ছা,  
 ইহাই আমাদের পরম আনন্দ ও সনাতন ধর্ম ॥ ১৩ ॥

রাজন, পুরবাসিগণের প্রতি যদি আপনার স্নেহ ও অনুগ্রহ থাকে, তাহা  
 হইলে আমরা পুত্র ও ভাৰ্য্যাগণের সহিত সংপথাবলম্বী আপনার অনুগমন  
 করিব ॥ ১৪ ॥

বিজয়িশ্রেষ্ঠ, আপনি তপস্বিগণের বনে অথবা স্বর্গে যেখানেই গমন করুন,

১। হ 'ভাক্যাত'। ২। হ '-তয়ঃ প্রোচুঃ সাজ্জলিগ্রহণত্বা'। ৩। হ 'নৃপ'। ৪। হ '-থাঃ'।

৫। হ '-বনঃ ধনং'।

তেষাস্তু নিশ্চয়ং জ্ঞাত্বা কৃতান্তস্ত চ তদ্বলম্ ।  
 ভক্তং পৌরজনং রামো বাঢ়্ণিত্যেব সোহব্রবীৎ ॥ ১৬ ॥  
 এবং স নিশ্চয়ং কৃত্বা তস্মিন্নহনি পৰ্ধিবঃ ।  
 কুশং প্রস্থাপয়ামাস কোশলানুত্তরং লবম্ ॥ ১৭ ॥  
 অর্কৌ রথসহস্রাণি সহস্রকৈব দস্তিনাম্ ।  
 ষষ্টিং চান্থসহস্রাণি প্রত্যেকং দত্তবান্ বলম্ ॥ ১৮ ॥  
 বহুরত্তৌ বহুধনৌ হৃষ্টপুষ্টজনাবৃতৌ ।  
 অভ্যষিক্ষ্মহাত্মানাবুভাবেব কুশীলবৌ ॥ ১৯ ॥  
 কোশলেষু কুশং বীরমুত্তরেষু তথা লবম্ ।  
 অভিষিচ্য স্তৃতৌ বীরৌ সংপ্রস্থাপ্য চ রাঘবঃ ।  
 দূতান্ সংপ্রেষয়ামাস শক্রান্নায় মহাত্মনে ॥ ২০ ॥

১৬। লো-টী। কৃতান্তস্ত কালস্ত ।

যদি আমরা আপনার পরিত্যজ্য না হই, তবে আমাদের সকলকে তথায় লইয়া চলুন ॥ ১৫ ॥

রামচন্দ্র প্রকৃতিপুঞ্জের অভিপ্রায় এবং কালের শক্তি অবগত হইয়া ভক্ত পৌরজনবৃন্দকে বলিলেন ‘তা’হাই হউক’ ॥ ১৬ ॥

এইরূপ নিশ্চয় করিয়া মহারাজ রামচন্দ্র সেইদিনই কুশকে [দক্ষিণ] কোশলে এবং ‘লব’কে উত্তরকোশলে পাঠাইয়া দিলেন ॥ ১৭ ॥

তিনি আটহাজার রথ, এক হাজার হস্তী, ষাট হাজার অশ্ব এবং [ তদনুরূপ ] সৈন্য প্রত্যেককে দান করিলেন ॥ ১৮ ॥

বহু রত্ন এবং বহু ধনযুক্ত ও হৃষ্টপুষ্ট জনবৃন্দে পরিবৃত মহাত্মা কুশ এবং লবকে অভিষিক্ত করিলেন ॥ ১৯ ॥

রামচন্দ্র [ দক্ষিণ ] কোশলরাজ্যে বীর কুশকে এবং উত্তরকোশলে লবকে অভিষিক্ত করিয়া এবং বীর পুত্রদ্বয়কে [ নব রাজধানীতে ] পাঠাইয়া দিয়া শত্রুদের নিকটে দূতগণকে প্রেরণ করিলেন ॥ ২০ ॥

১। ক-পুস্তকে ইতঃ সার্কিরোকো নান্তি । ২। ছ ইদমৰ্দ্ধং নান্তি । ৩। চ ‘বীরাবৃতৌ প্রস্থাপ্য রাঘবঃ’ ।

তে দূতাঃ কোশলেন্দ্রেণ চোদিতা লঘুবিক্রমাঃ ।

প্রয়াতা মথুরাং শীঘ্রং ন চ মার্গে তদাবসন্ ॥ ২১ ॥

অহোরাত্রৈস্ত্রিভিস্তে তু সংপ্রাপ্তা মথুরাং পুরীম্ ।

শক্রম্নায় যথাবৃত্তং সৰ্বং তে ব্যাচচক্ষিরে ॥ ২২ ॥

লক্ষ্মণস্য পরিত্যাগং প্রতিজ্ঞাং রাঘবস্য চ ।

অমুরাগঞ্চ পৌরাণামভিষেকঞ্চ পুত্রয়োঃ ॥ ২৩ ॥

কুশস্য চ পুরীং রম্যাং বিদ্যাপর্বতসানুযু ।

কুশাবতীতি যা নান্না বিখ্যাতা সৰ্ব্বতোদিশম্ ।

লবস্য চ পুরীং রম্যাং শ্রাবতীং লোকবিশ্রুতাম্ ॥ ২৪ ॥

অযোধ্যাং বিজনাং কৃত্বা রাঘবো ভরতস্তথা ।

স্বৰ্গস্য গমনোত্তোগং কৃতবন্তৌ মহারথৌ ॥ ২৫ ॥

২২-২৫। লো-টী। যথাবৃত্তং ব্যাচচক্ষিরে, এতদেব সার্কজিভির্বিবৃণোতি লক্ষ্মণস্তে-  
তাদিভিঃ। ভরতাহুগং শক্রম্, ব্যাচচক্ষিরে ইত্যর্থঃ। সৰ্বতঃ সৰ্ব্বতাং বিজনাং জনশূভাং  
সৰ্ব্বেষাং রামেণ সহ গমনাৎ। ‘অযোধ্যাং নির্গতাকৈব ভরতঞ্চ সহাহুগ’মতি পাঠে অযোধ্যাং  
শ্রীমতীং নির্গতাং রামেণ সহ গচ্ছমিত্যর্থঃ।

সেই শীঘ্রগামী দূতগণ রামচন্দ্রকর্তৃক প্রেরিত হইয়া পথে বিলম্ব না করিয়া শীঘ্র  
মথুরায় গমন করিল ॥ ২১ ॥

তাহারা তিন দিন এবং তিন রাত্রিতে মথুরানগরীতে উপস্থিত হইয়া  
শক্রশ্লের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত যথাযথ বর্ণনা করিল ॥ ২২ ॥

লক্ষ্মণের পরিত্যাগ, রামচন্দ্রের প্রতিজ্ঞা, পুরবাসিগণের অমুরাগ, কুশ  
এবং লবের অভিষেক, কুশের বিদ্যাপর্বতের সানুদেশে কুশাবতী নামে সৰ্ব্বদেশে  
বিখ্যাত রমণীয়া নগরী এবং লবের লোক-প্রসিদ্ধা শ্রাবতী নামে অত্যন্ত সুন্দর  
নগরীর কথা বলিল ॥ ২৩-২৪ ॥

মহারথ রামচন্দ্র এবং ভরত অযোধ্যাকে জনশূন্ত করিয়া স্বর্গে গমনের উত্তোগ  
করিয়াছেন [ ইহাও বলিল ] ॥ ২৫ ॥

১। হ ‘তৎ ব্যাচ-’। ২। হ ‘নগরী-’। ৩। ক ‘কুশ-’। ৪। হ ‘তু-’। ৫। হ ‘শ্রাবতী-’।

৬। হ ‘অযোধ্যাকৈব বিজনাং ভরতঞ্চ সহাহুগ’। ৭। হ ইদমকং নান্তি।

এবং সর্বং নিবেদ্যান্ত শক্রস্নায় মহাত্মনে ।  
 বিরেমুস্তে ততো দূতাস্থর রাজেতি চাক্রবন্ ॥ ২৬ ॥  
 তং শ্রুত্বা ঘোরসঙ্ক্ৰাশং কুলক্ষয়মুপস্থিতম্ ।  
 স পৌরানানয়ামাস কাঞ্চনং চ পুরোহিতম্ ॥ ২৭ ॥  
 তেষাং সর্বং যথাতত্ত্বমাখ্যায় রঘুনন্দনঃ ।  
 আত্মনশ্চ বিপর্যাসং ভাবিনং ভ্রাতৃভিঃ সহ ।  
 ততঃ পুত্রদ্বয়ং বীরঃ সোহভ্যাবিষ্কম্ভাহরথঃ ॥ ২৮ ॥  
 স্নবাহুশ্মথুরাং লেভে শক্রঘাতী তু বৈদিশম্ ।  
 দ্বিধা কৃত্বা তু তৎ সৈন্যং পুত্রাভ্যাং প্রদদৌ তদা ॥ ২৯ ॥

২৮। লো-টী। আত্মনো বিপর্যাসং স্বর্গদ্বারগমনসঙ্ক্ৰাশায় ভ্রাতৃভিঃ সহ একত্র ভবিষ্যন্  
 পুত্রদ্বয়মভ্যাবিষ্কম্ভাহরথঃ ।

২৯। লো-টী। শক্রঘাতী পুত্রোহুতঃ বৈদিশং মথুরায়া বিদিগ্দেশম্ ।

সেই দূতগণ এইরূপে মহাত্মা শক্রস্নের নিকট সমস্ত নিবেদন করিয়া “রাজন্  
 সত্বর চলুন,” এই বলিয়া বিরত হইল ॥ ২৬ ॥

শক্রস্ন সেই নিদারুণ কুলক্ষয় উপস্থিত শুনিয়া পুরবাসিগণকে এবং কাঞ্চন-  
 নামক পুরোহিতকে আনয়ন করাইলেন ॥ ২৭ ॥

মহারথ বীর রঘুনন্দন শক্রস্ন তাঁহাদের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত এবং ভ্রাতৃগণের  
 সহিত নিজের বিপর্যায় (অর্থাৎ স্বর্গগমন) সম্ভাবনা বর্ণনা করিয়া তার পর  
 পুত্রদ্বয়কে [ রাজ্যে ] অভিষিক্ত করিলেন ॥ ২৮ ॥

তখন ‘স্নবাহু’-নামক পুত্র মথুরা এবং ‘শক্রঘাতী’ নামক পুত্র ‘বৈদিশ’-নামক  
 দেশ (মথুরার বিদিগ্দেশ) লাভ করিল। তিনি সৈন্যদ্বয়কে দুইভাগে বিভক্ত  
 করিয়া পুত্রদ্বয়কে প্রদান করিলেন ॥ ২৯ ॥

১। চ ‘শক্রস্নকবন্’ ভূমব্রয়শ্চ রথোত্তমম্’। ২। হ ‘তচ্ছ্রুত্বা’। ৩। হ ‘একত্রীশ সমানীয়’।  
 ৪। হ ‘বৃত্তঃ’। ৫। হ ‘বচ আখ্যায়’। ৬। হ ‘ভবিষ্যৎ’। ৭। হ ‘সর্যাবিধাঃ’। ৮। চ ‘কৃত্য  
 ভক্তঃ সেনাঃ’।

ধনধান্যসমাযুক্তো স্থাপয়িত্বা স পার্শ্বির্বো ।

জগাম হুরিতোহযোধ্যাং রথেনৈকেন রাঘবঃ ॥ ৩০ ॥

স দদর্শ ততো গত্বা জ্বলন্তমিব পাবকম্ ।

ক্ষৌমশুক্লাশ্বরধরং মুনিভিঃ সার্কিমাশ্রিতম্ ॥ ৩১ ॥

অভিবাণ্ড ততো রামঃ প্রাঞ্জলিঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ ।

উবাচ বাক্যং ধর্মজ্ঞো ধর্মমেবানুচিন্তয়ন্ ॥ ৩২ ॥

কৃত্বাভিষেকং সূতয়োরাগতোহস্মি রঘুত্তম ।

তবানুগমনে রাজন্ বিদ্ধি মাং কৃতনিশ্চয়ম্ ॥ ৩৩ ॥

ন চাহং প্রতিবক্তব্য উত্তরং তব শাসনম্ ।

ত্যক্তং নার্সি মাং বীর ভক্তিমন্তং বিশেষতঃ ॥ ৩৪ ॥

[ লো-টী। ] অক্ষয়ৈঃ অক্ষয়স্বর্গদায়কৈঃ ।

৩৪। লো-টী। উত্তরং ন গন্তব্যমিত্যুত্তরমহং ন বক্তব্যঃ, কৃতঃ ৭ তব শাসনম্ কেনাপি ন হত্বতে, বিশেষতো মর্ষিধেন হন্তমানং নেচ্ছামি ।

রঘুনন্দন শত্রুঘ্ন ধনধান্যে সমৃদ্ধ নৃপতিদ্বয়কে প্রতিষ্ঠিত করিয়া একটী রথে  
আ.রাহণ পূর্বক সত্তর অযোধ্যায় আগমন করিলেন ॥ ৩০ ॥

অনন্তর শত্রুঘ্ন যাইয়া মুনিগণের সহিত উপবিষ্ট প্রজ্বলিত অগ্নির ত্রায় শুক্ল  
ক্ষৌমবস্ত্র-পরিহিত রামচন্দ্রকে দর্শন করিলেন ॥ ৩১ ॥

সংযতেন্দ্রিয় ধর্মজ্ঞ শত্রুঘ্ন কৃতাজলিপুটে রামচন্দ্রকে অভিবাদনপূর্বক ধর্মকেই  
চিন্তা করিতে করিতে বলিলেন— ॥ ৩২ ॥

রঘুত্তম, আমি পুত্রদ্বয়কে অভিষিক্ত করিয়া আসিয়াছি ; মহারাজ, আমাকে  
আপনার অনুগমনে কৃতসঙ্কল্প বলিয়া অবগত হউন ॥ ৩৩ ॥

বীর, প্রহৃত্তরে আমাকে [ নিষেধ করিয়া ] কোন আদেশ দিবেন না,

১। অতঃ পরম্ হ 'ততো বিহত্বা রাজানং বৈদেশে শত্রুঘাতিনম্'। ইত্যধিকম্। ২। হ 'পার্শ্বির্বো'।

৩। হ 'মহাশানং'। ৪। হ '-মন্ময়ম্'। ৫। হ 'সোহভিবাণ্ড'। ৬। ক 'স নমন্তুতঃ'। ৭। হ '-বচি-'।

৮। হ '-বাসুত্তরং'। ৯। হ অতঃ পরং 'বিহন্তমানং নেচ্ছামি মর্ষিধেন বিশেষতঃ'। ইত্যধিকম্।

তস্ম তাত্ বুদ্ধিমক্লীবাং বিজ্ঞায় রঘুনন্দনঃ ।

বাচমিত্যেব শত্রুশ্চ রাঘবো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৩৫ ॥

তস্ম বাক্যস্ম চাখাস্তে বানরাঃ কামরূপিণঃ ।

ঋক্ষরাক্ষসসজ্জাশ্চ সমাপেতুরনেকশঃ । ৩৬ ॥

দেবপুত্রো ঋষিসুতা গন্ধর্ববাণাং স্ততাস্তথা ।

রামক্ষয়ং বিদিত্বা তে সর্ব্ব এব সমাগতাঃ ॥ ৩৭ ॥

তে রামমভিবাঢ়াঋক্ষবানররাক্ষসাঃ ।

তবানুগমনার্থং হি সংপ্রাপ্তাঃ স্মো মহামতে ॥ ৩৮ ॥

যদি রাম বিনাস্মাভির্গচ্ছেদ্য পুরুষর্ষভ ।

যমদণ্ডমিবোদ্রম্য ত্বয়া স্ম বিনিপাতিতাঃ ॥ ৩৯ ॥

৩৫ । লো-টী । অক্লীবাং যোগ্যাম্ ।

৩৬ । লো-টী । তর্হি দণ্ডমদ্রম্য গৃহীত্বা ত্বয়া নিপাতিতাঃ শ্রাম ভবেম । ‘ত্বয়া যাত্রাম নিপাতিতাঃ’ ইতি পাঠঃ সার্ব্বজ্ঞঃ । দণ্ডমুদ্রম্য পাতিতা যাত্রাম মৃত্যুং প্রপশ্যাম ইতি তথ্যাখ্যানম্ ।  
আপনার প্রতি বিশেষভাবে ভক্তিমান্ আমাকে পরিত্যাগ করা আপনার উচিত  
নহে ॥ ৩৪ ॥

রঘুনন্দন রামচন্দ্র শত্রুশ্চের এইরূপ দৃঢ় অভিপ্রায় অবগত হইয়া ‘তাহাই  
হইবে’ এইকথা তাঁহাকে বলিলেন ॥ ৩৫ ॥

অনন্তর সেই কথার অবসানে কামরূপী বানরগণ এবং বহু ঋক্ষ ও রাক্ষসসমূহ  
আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৩৬ ॥

সেই দেবপুত্র, ঋষিপুত্র এবং গন্ধর্বপুত্রগণ সকলেই রামচন্দ্রের মহাপ্রস্থানের  
কথা অবগত হইয়া আগমন করিয়াছেন ॥ ৩৭ ॥

সেই ঋক্ষ, বানর এবং রাক্ষসগণ রামচন্দ্রকে অভিবাদনপূর্ব্বক বলিলেন,  
মহামতে, আমরা আপনার অনুগমন করিবার জন্ত আসিয়াছি ॥ ৩৮ ॥

পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম, যদি আপনি আমাদের না লইয়া গমন করেন, তবে

১ । হ ‘চাস্তে তু’ । ২ । হ ‘সবিভীষণাঃ’ । ৩ । হ ‘বুনি’ । ৪ । হ ‘যে তদর্থন্তু জজিরে’ । ৫ ।  
হ ‘বিদিত্বা রামবিজ্ঞয়’ । ৬ । হ ‘-বাত্তোচুক্ষু’ রাক্ষস বানরাঃ’ । ৭ । হ ‘নে রাজন্’ । ৮ । হ ‘স্ম ইহানব’ ।  
৯ । হ ‘করং দ-’ । ১০ । হ ‘শ্রাম নিপা-’ ।



শ্রদ্ধা তু বচনশ্চেবাং ঋক্ষবানররক্ষসাম্ ।

বিভীষণমথোবাচ রাঘবঃ ঋক্ষয়া গিরা ॥ ৪০ ॥

যাবদেব ধরিষ্যন্তি প্রজাস্তাবদ্ বিভীষণ ।

রাক্ষসেষু মহদ্রাজ্যং লক্ষ্যাহঃ পালয়িষ্যসি ॥ ৪১ ॥

স্থাপিতস্ত্বং সখিত্বেন কার্য্যং তে মম শাসনম্ ।

প্রজাস্ত্বং রক্ষ ধর্মেণ নোত্তরং বক্তুর্মহিসি ॥ ৪২ ॥

এবমুক্ত্বা তু কাকুৎস্থো হনুমন্তমথাত্রবৌৎ ।

বায়ুপুত্রো চিরং জীবন মদ্বাক্যং বৃথা কুরু ॥ ৪৩ ॥

৪১-৪২ । লো-চী । ধরিষ্যন্তি স্থাশ্রুন্তি, 'যাবৎ প্রজা ধরিষ্যন্তি তাবদ্রক্ষ্যে বিভীষণে'তি পাঠে হে রক্ষঃ, হে বিভীষণ, সযোজনদ্বয়ম্, 'রক্ষসাং বিভীষণে'তি বা পাঠঃ । 'তবদ্রক্ষ্য বিভীষণ' ইতি পাঠো বিমলবোধীয়ঃ । রক্ষেতি পালয়িষ্যসীতি ক্রিয়াদ্বয়াদ্বর্তমানপ্রায়তেতি তদ্ব্যাখ্যানম্ । শাপিতো ভবিষ্যসীত্যর্থঃ ।

আপনি যেন যমদণ্ড উত্তোলিত করিয়া আমাদিগকে নিহত করিবেন ( অর্থাৎ আপনার অভাবে আমাদের মৃত্যু অনিবার্য্য এবং আপনি সেই মৃত্যুর কারণ হইবেন । ) ॥ ৪০ ॥

অনন্তর রামচন্দ্র সেই ঋক্ষ, বানর এবং রাক্ষসগণের কথা শ্রবণ করিয়া মধুর বাক্যে বিভীষণকে বলিলেন— ॥ ৪০ ॥

✓ বিভীষণ, যতদিন লোকসকল জীবিত থাকিবে, ততদিন তুমি লক্ষ্য অবস্থান করত রাক্ষসগণমধ্যে বিশাল রাজ্য পালন করিবে ॥ ৪১ ॥

তোমাকে বদ্ধরূপে স্থাপিত করিয়াছি, আমার আদেশ তোমাকে পালন করিতে হইবে; তুমি ধর্ম্মানুসারে প্রজাগণকে রক্ষা কর, কোন প্রত্যাভ্র করিও না ॥ ৪২ ॥

রামচন্দ্র বিভীষণকে এই কথা বলিয়া হনুমান্কে বলিলেন, পবননন্দন, হও, আমার বাক্য ব্যর্থ করিও না ॥ ৪৩ ॥

১। হ 'যাবৎ প্রজা' । ২। হ 'তাবদ্রাজ্য' । ৩। ক 'শাপিত-' ৪। হ 'রাক্ষসেন্দ্র প্রজাঃ পাহি' ।  
৫। হ 'না প্রতিজ্ঞাং বৃথা কৃথাঃ' ।

যাবল্লোকেষু স্থাশ্চান্তি মৎকথা বানুরর্ষভ ।

তাবৎ হং ধারয়ন্ প্রাণান্ প্রতিজ্ঞাং পরিপালয় ॥ ৪৪ ॥

মৈন্দশ্চ দ্বিবিদশ্চোভাবমুতপ্রাশিনো হরী ।

যাবল্লোকা ধরিশ্চান্তি তাবদেতো ভবিষ্যতঃ ॥ ৪৫ ॥

পুত্রপৌত্রাশ্চ যুত্মাকং ধর্ম্যং প্রাপ্যাস্তি বানরাঃ ।

অতন্তে ব্যাহরিশ্চান্তি ন চোর্ধ্বং মানুষ্যৈঃ গিরম্ ॥ ৪৬ ॥

এবমুক্তা তু কাকুৎস্থস্তদা তানৃক্ষবানরান্ ।

বাচমিত্যেব গচ্ছধ্বং ময়া সার্কিমথাব্রবীৎ ॥ ৪৭ ॥

ইত্যার্ষে বাম্বীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে শক্রয়পুত্রাভিষেকো নাম

ত্রয়োদশাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১১৩ ॥

৪৫। লো-টা। হরী কপী অমৃতপ্রাশিনো দেবাবিবেতার্থঃ। তত্র মৈন্দো মূনিশাপেন  
হত ইতি বিমলবোধঃ।

[ লো-টা। ] অত উর্ধ্বং ব্রবীদিতি অটোহতাবঃ।

৪৭। লো-টা। ‘ময়া সার্কিং প্রব্রজেতি ভদানীং রাঘবোহব্রবীৎ’ ইতি বা পাঠঃ।

পৌরজনাস্থাং ॥ ১১৩ ॥

বানরপুঞ্জব, লোকমধ্যে যতদিন আমার কথা প্রচারিত থাকিবে, ততদিন  
তুমি জীবন ধারণ করত প্রতিজ্ঞা পালন কর ॥ ৪৪ ॥

মৈন্দ এবং দ্বিবিদ এই বানরদ্বয় অমৃতভোজী, যতদিন লোকসকল থাকিবে  
ততদিন ইহারা থাকিবে ॥ ৪৫ ॥

বানরগণ, তোমাদের পুত্র-পৌত্রগণ ধার্মিক হইবে এবং ইহার পরে তাহারা ✓  
আর মনুষ্যব্যাক্যে কথা কহিতে পারিবে না ॥ ৪৬ ॥

এইরূপ বলিয়া রামচন্দ্র সেই [ অত্যাশ্র ] ঋক্ষ এবং বানরদিগকে “আচ্ছা  
তাহাই হউক, আমার সহিত চল” এই কথা বলিলেন ॥ ৪৭ ॥

মহর্ষি বাম্বীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে শক্রয়পুত্রাভিষেক-নামক

১১৩তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১৩ ॥

১। হ ‘-কা ধরিশ্চান্তি’। ২। হ ‘-ম’। ৩। হ ‘ধরিশ্চান্তি’। ৪। হ ‘বন’। ৫। হ ‘-স্থঃ  
সর্কাংজনাস্থাং’। ৬। হ ‘ময়া সার্কিং প্রব্রজেতি ভদানীং রাঘবোহব্রবীৎ’।

## (১১৪) চতুর্দশাধিকশততমঃ সর্গঃ

প্রভাতায়াস্ত শর্করীয়াং পৃথুবন্ধা মহাযশাঃ ।

রামঃ কমলপত্রাক্ষঃ পুরোধসমথাত্রবীৎ ॥ ১ ॥

অগ্নয়ো মে প্রয়াস্বগ্নে দীপ্যমানা দ্বিজৈর্কবৃতাঃ ।

বাজপেয়াতপত্রাণি নির্ধাস্ত মম চাত্রতঃ ॥ ২ ॥

ততো বশিষ্ঠস্তেজস্বী সর্বং নিরবশেষতঃ ।

চকার বিধিবদ্ধম্ মহাপ্রস্থানিকং বিধিम् ॥ ৩ ॥

ততঃ ক্লেমান্বরো রামো ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ ।

কুশান্ গৃহীত্বা পাণ্ডিত্যং মহাপ্রস্থানমুত্ততঃ ॥ ৪ ॥

৪। লো-টা। 'ব্রহ্মচারী সমাহিত' ইতি পাঠঃ। 'ব্রাহ্মণাবর্ভগ্ন ক্রম'মিতি সার্কজপাঠে ব্রহ্মণো বেদস্ত সত্বন্ধিনং ক্রমং স্বাধ্যায়ম্ আবর্ভগ্ন পুনঃ পুনঃ কচ্চারয়ন্তিতি তথ্যার্থা।

অনন্তর রাত্রি প্রভাত হইলে বিশালবন্ধাঃ মহাযশস্বী কমললোচন রামচন্দ্র পুরোহিতকে বলিলেন—॥ ১ ॥

দীপ্যমান অগ্নিসকল ব্রাহ্মণগণে পরিবেষ্টিত হইয়া আমার অগ্নে গমন করুক এবং বাজপেয়চ্ছত্রসকল আমার অগ্নে নির্গত হউক ॥ ২ ॥

তার পর তেজস্বী বশিষ্ঠ মহাপ্রস্থানের যথাবিধি সমস্ত অনুষ্ঠান সম্পূর্ণরূপে সম্পাদন করিলেন ॥ ৩ ॥

অনন্তর রামচন্দ্র ক্লেমান্বস্ত পরিধান করিয়া সমাহিত চিত্তে ব্রহ্মচারী বেশে হস্তদ্বয়ে কুশ গ্রহণ করত মহাপ্রস্থান করিতে উত্তত হইলেন ॥ ৪ ॥

১। হ '-হিত-'। ২। হ 'অগ্নিহোত্রঃ প্রয়াস্বগ্নে দীপ্যমানং সহ দ্বিজৈঃ'। ৩। হ 'চ মমাত্রতঃ'।

৪। হ '-বৎ কৰ্ম'। ৫। ক '-নিকং'। ৬। হ '-ব্যবধয়ো'।

অব্যাহরন্ কচিৎ কিকিমিঃশব্দো নিঃস্বথঃ পথি ।

নির্জগাম গৃহান্তম্বাদ দোপ্যামানো যথাংশুমান্ ॥ ৫ ॥

সব্যে পার্শ্বে তু রামস্ত পদ্মা শ্রীঃ স্তম্বাহিতা ।

দক্ষিণে হ্রীর্বিশালাক্ষী ব্যবসায়স্তথাগ্রতঃ ॥ ৬ ॥

শরা নানাবিধান্ত্রে ধনুশ্চায়তমুত্তমম্ ।

অনুব্রজন্তি কাকুৎস্থং সর্বৈ মানুষবিগ্রহাঃ ॥ ৭ ॥

বেদা ব্রাহ্মণরূপেণ সাবিত্রৌ ব্রহ্মরূপিণী ।

ওঙ্কারোহথ বষট্কারঃ সর্বৈ রাঘবমম্বযুঃ ॥ ৮ ॥

৫। লো-ট। নির্জম ইত্যাদৌ 'নিঃশব্দো নিঃস্বথঃ পথী'তি পাঠে নিঃশব্দো গ্রাম্যা-  
নাপরহিতঃ। মহাভাঃ মহামেঘাৎ।

৬। লো-ট। পদ্মা পদ্মহস্তা, ব্যবসায়ঃ সদ্ভাবসায়ঃ।

৭। লো-ট। আয়ত্তো বিস্তরো বিক্রমো বস্ত তৎ, মহাবিক্রমমিতার্থঃ। 'ধনুশ্চ  
জ্যাসমবিত'মিতি বা পাঠঃ।

৮। লো-ট। ব্রহ্মরূপিণী ব্রাহ্মণরূপিণী।

৬। টিপ্পনী। পদ্মা পদ্মহস্তা শ্রীলক্ষ্মীঃ।...“হ্রীশ তে লক্ষ্মীশ পদ্মা”বিত্তি ক্রতেঃ। ক্রতো  
হ্রীর্গহী। ব্যবসায়ো ব্যবসায়শক্তিঃ সংহারশক্তিঃ। তিঃ।

দীপ্তিমান সূর্যোর জায় রামচন্দ্র কোন কথা উচ্চারণ না করিয়া নিঃশব্দে  
এং বিনামুখে ( অর্থাৎ পাছুকা, ছত্র ইত্যাদি পরিত্যাগ করিয়া ) সেই গৃহ হইতে  
পথে নির্গত হইলেন ॥ ৫ ॥

সমাহিতা পদ্মহস্তা শ্রী ( লক্ষ্মী ) রামচন্দ্রের বামপার্শ্বে, বিশাললোচনা হ্রী  
( ধরাদেবী ) দক্ষিণপার্শ্বে এবং সংহারশক্তি অগ্রে অগ্রে চলিলেন ॥ ৬ ॥

নানাবিধ শর, উৎকৃষ্ট বিশাল ধনুক—ইহার সকলে মনুষ্যমূর্ত্তি পরিগ্রহ  
করিয়া কাকুৎস্থ রামচন্দ্রের অনুগমন করিতে লাগিল ॥ ৭ ॥

ব্রাহ্মণরূপধারী বেদ, ব্রহ্মরূপিণী গায়ত্রী এবং ওঙ্কার ও 'বষট্কার'—ইহার

১। ছ 'নির্জগাম'। ২। ছ 'নিশ্চক্রাম'। ৩। ছ 'পদ্মা শ্রীঃ সমা'। ৪। ছ 'হ্রীর্গহীতৈব'।

৫। ছ 'শ্চ জ্যাসমবিতম্'। ৬। ছ 'তে সর্বৈ রামং পুরুষবি'। ৭। ছ 'বশ্চ'। ৮। ছ 'রামং তদব্রজম্'।

ঋষয়শ্চ মহাত্মানঃ সৰ্ব্ব এব সমাহিতাঃ ।

অনুব্রজন্তি কাকুৎস্থং স্বৰ্গমার্গমুপস্থিতম্ ॥ ৯ ॥

তং যাস্তম্নুগচ্ছন্তি হস্তঃপূরবরস্ত্রিয়ঃ ।

সব্রদ্ধবালদাসীকাঃ সৰ্ব্ববরকোবিদাঃ ॥ ১০ ॥

সান্তঃপুরশ্চ ভরতঃ শত্রুঘ্নসহিতো যযৌ ।

রামগতিমুপাগম্য রাঘবঃ সমনুব্রতঃ ॥ ১১ ॥

ততো বিপ্রা মহাত্মানঃ সাগ্নিহোত্রাঃ সমাহিতাঃ ।

সপুত্রদারাঃ কাকুৎস্থম্নুগচ্ছন্তি রাঘবম্ ॥ ১২ ॥

মস্ত্রিণো ভূত্যবর্গাশ্চ পৌরবর্গাঃ সবাঙ্কবাঃ ।

সৰ্বে সহানুগা রামমহ্মগচ্ছন্ প্রহৃষ্টবৎ ॥ ১৩ ॥

১০। লো-টি। বধবরো নপুংসকঃ।

সকলে রামচন্দ্রের অনুগমন করিতে লাগিলেন ॥ ৮ ॥

একাগ্রচিত্ত মহাত্মা ঋষিগণ সকলেই স্বৰ্গমার্গে উপস্থিত কাকুৎস্থ রামচন্দ্রের অনুগমন করিতে লাগিলেন ॥ ৯ ॥

বৃদ্ধ, বালক, দাসী, ক্লেব এবং পণ্ডিতগণের সহিত অন্তঃপুর-মহিলাগণ গমনকারী সেই রামচন্দ্রের অনুগমন করিতে লাগিলেন ॥ ১০ ॥

রামচন্দ্রের প্রতি অনুরক্ত ভরত ও শত্রুঘ্ন অন্তঃপুরবাসিনী রমণীগণের সহিত রামচন্দ্রের গমনমार्গ অনুসরণ করত চলিতে লাগিলেন ॥ ১১ ॥

পরে মহাত্মা ব্রাহ্মণগণ পুত্র, কলত্র এবং অগ্নিহোত্রের সহিত একাগ্র হইয়া কাকুৎস্থ রামচন্দ্রের অনুগমন করিতে লাগিলেন ॥ ১২ ॥

অমাত্যগণ, ভূত্যগণ এবং পুরবাসিগণ সকলে বন্ধুবান্ধব ও অনুচরগণের সহিত মিলিত হইয়া সানন্দে রামচন্দ্রের অনুগমন করিল ॥ ১৩ ॥

১। চ 'সমাগতাঃ'। ২। হ 'গচ্ছন্তি'। ৩। হ 'দার-'। ৪। হ 'ভূষ্টাত-'। ৫। হ 'হর্ষৈবাতঃ-  
পুংস মহৎ'। ৬। হ '-৫ৎ'। ৭। হ 'নম্'। ৮। হ 'রাগভক্ত-'। ৯। হ 'রাগবংশমহ্মতঃ'। ১০। হ  
'বিপ্রাশ্চিব'। ১১। হ 'মহ্মগচ্ছন্ মহ্মশঃ'। ১২। হ 'সপুত্রপুত্ৰবা-'। ১৩। হ 'সাহানুগ রাঘব যাস্তম-'।  
১৪। হ 'সহশঃ'।

ততঃ সৰ্ব্বাঃ প্রকৃতয়ো হৃষ্টপুষ্টজনাবৃত্তাঃ ।

অনুগচ্ছন্তি গচ্ছন্তং রাঘবং গুণরঞ্জিতাঃ ॥ ১৪ ॥

রাঘবস্থানুগা লোকাঃ সৰ্বে বিগতকল্মষাঃ ।

স্নাতাঃ শুক্লাবরধরাঃ সৰ্বে প্রয়তমানসাঃ ॥ ১৫ ॥

ন তত্র কশ্চিদনোহভূম্মলিনো বাপি দ্ৰুঃখিতঃ ।

হৃষ্টং পুষ্টমিদং সৰ্ব্বমন্নগচ্ছৎ পুরং মহৎ ॥ ১৬ ॥

দ্রষ্টু কামোহথ নির্ধাণং রাজ্ঞো জানপদো জনঃ ।

সংপ্রাপ্তঃ সোহপি সংপ্ৰেক্ষ্য রামমেবাভ্যযাৎ তদা ॥ ১৭ ॥

১৬। গো-টী। সৰ্বং প্রাণিমাশ্রম্ অনুভূতম্ অহংকারশূন্যং কিলকিলাশ্রয়ৈঃ হৃষ্টমাকৃষ্টং যান্তুমিতার্থঃ। দীনো দূৰ্গতঃ পরমাত্মতং পরমকৌতুকম্।

১৭। লো-টী। সম্প্রাপ্তঃ অযোধ্যামিতার্থঃ, পথা রামমার্গেণ তমেবাহুব্রতেংগচ্ছৎ। ‘রামমেবাবধাভদা’ ইতি বা পাঠঃ।

তার পর হৃষ্টপুষ্ট-জনপন্নিবৃত্ত গুণানুরক্ত সমস্ত প্রজাপুঞ্জ গমনকারী রামচন্দ্রের অনুগমন করিতে লাগিল ॥ ১৪ ॥

রামচন্দ্রের অনুগামী লোকগণ সকলেই নিষ্পাপ এবং সকলেই স্নাত, শুক্ল-বস্ত্রধারী এবং বিশুদ্ধচিত্ত ছিল ॥ ১৫ ॥

তাহাদের মধ্যে কেহই দীন, মলিন অথবা দ্ৰুঃখিত ছিল না; বিশাল নগরীর সকলেই হৃষ্টপুষ্ট ছিল, সকলেই তাঁহার অনুগমন করিল ॥ ১৬ ॥

মহারাজ রামচন্দ্রের স্বর্গপ্রয়াণ দেখিতে অভিলষী জনপদবাসী লোকগণ [ অযোধ্যায় ] আসিয়াছিল, তাহারাপ্ত তখন [ তাহা ] দেখিয়া রামচন্দ্রেরই অনুগমন করিতে লাগিল ॥ ১৭ ॥

১। হ ‘গচ্ছন্তমনুগচ্ছন্তি যেন গচ্ছন্তি রাঘবঃ’। অতঃ পরং হ ‘ততঃ সত্রীগণং সৰ্বং নপুংসগুণাববৎ’। ইতিধিকম্। ২। হ ‘অনুগমনং চক্রে বিগতকল্মষম্’। ৩। ক ‘প্রমুদিতাঃ সৰ্বে সৰ্বে রামমহুত্রণ’। ৪। হ ‘জুৎ ব্রজগপি হৃদ্বঃখিতঃ’। ৫। হ ‘স্নাতাঃ প্রমুদিতাঃ সৰ্বে গচ্ছমাণোপশোভিতাঃ’। ৬। হ ‘যথা’।

ঋক্ষবানররক্ষাসি জনাশ্চ পুরবাসিনঃ ।

জগ্মুঃ পরময়া লক্ষ্ম্যা পৃষ্ঠতঃ স্তসমাহিতাঃ ॥ ১৮ ॥

যানি ভূতানি নগরে হস্তর্দানগতান্যপি ।

রামং তান্নুযাস্তি স্ম স্বর্গদ্বারমুপাগতম্ ॥ ১৯ ॥

যানি পশ্যন্তি কাকুৎস্থং স্বাবরাণি চরাণি চ ।

সত্ত্বানি প্রস্থিতং স্বর্গমুযাস্তি স্ম তান্যপি ॥ ২০ ॥

নোচ্ছসৎ তদযোধ্যায়াঃ স্তস্ক্সমপি দৃশ্যতে ।

রামমেবানুযাতেষু তিৰ্য্যগ্‌যোনিগতেষুপি ॥ ২১ ॥

১৮। লো-টী। লক্ষ্ম্যা সহ সম্পভ্যা বিশিষ্টাঃ ।

১৯। লো-টী। অন্তর্দানগতানি অদৃশ্যানি ।

২০। লো-টী। স্বর্গং প্রস্থিতং গচ্ছন্তম্ ।

২১। লো-টী। স্তস্ক্সমপি প্রাণিনং উচ্ছ্বসন্তম্ অচলন্তং ন অলক্ষয়ৎ অপশ্যৎ ।

উজ্জলবেশধারী ঋক্ষ, বানর, রাক্ষস এবং পুরবাসী লোকগণ ধৈর্য্যসহকারে রামচন্দ্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল ॥ ১৮ ॥

অযোধ্যানগরে যে-সমস্ত প্রাণী লোকলোচনের অন্তরালে থাকিত, তাহারাও স্বর্গদ্বারাভিমুখে গমনকারী রামচন্দ্রের অনুসরণ করিল ॥ ১৯ ॥

চরাচর যে কোন প্রাণীই কাকুৎস্থ রামচন্দ্রকে স্বর্গে গমন করিতে দেখিল, তাহারাও তাহার অনুগমন করিল ॥ ২০ ॥

পশু-পক্ষী প্রভৃতিও রামচন্দ্রের অনুগমন করিলে সেই অযোধ্যায় আর অতিশয় ক্ষুদ্র প্রাণীও [ অবশিষ্ট ] দেখা গেল না ॥ ২১ ॥

১। হ 'অন্ত-' । ২। হ '-গচ্ছন্তি' । ৩। হ 'স্বর্গগমনে অনুগচ্ছন্তি' । ৪। এতদ্ব্যক্ত হ্রস্বে হ 'নাসীৎ' । ৫। অযোধ্যায়াঃ স্তস্ক্সমপি কিঞ্চন । অত্রাবং নানুগতং স্বর্গপ্রস্থানমুপাগতম্ ।' ইতি পাঠঃ ।

উৎসবঃ স্নমহাংস্তত্র হর্ষাৎ শোকপ্রাণশনঃ ।

সততং রাজসিংহেন পুত্রবৎ পালিতে জনে ॥ ২২ ॥

ইত্যার্ষে বাম্বীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে মহাপ্রস্থানং নাম  
চতুর্দশাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১১৪ ॥

২২ । লো টী । সংকৃতাঃ ষাঃ প্রজাঃ তাসামুৎসবঃ ।

অবোধাত্যাগঃ । কচিচ্চ মহাপ্রস্থানম্ ॥ ১১৪ ॥

রাজসিংহ রামচন্দ্র সর্বদা যে প্রজাদিগকে পুত্রের আয় পালন করিতেন, তাহাদের মধ্যে শোকপ্রাণশক বিরাট আনন্দোৎসব হইতে লাগিল ( অর্থাৎ রামচন্দ্রের তিরোভাব-সম্ভাবনায় প্রজাদের অন্তরে যে শোকের উদয় হইয়াছিল, অমুগমনের আনন্দে তাহা উৎসবে পরিণত হইল ) ॥ ২২ ॥

মহর্ষি বাম্বীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে মহাপ্রস্থান-নামক

১১৪তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১৪ ॥



## ( ୧୧୫ ) ପଞ୍ଚଦଶାଧିକ୍ଷତତମଃ ସର୍ଗଃ

ଅଧ୍ୟାର୍କଯୋଜନଃ ଗତ୍ବା ନଦୀଃ ପଞ୍ଚାମୁଖାଶ୍ରିତାମ୍ ।

ସରସ୍ୱତୀଃ ପୁଣ୍ୟସଲିଳାଃ ଦଦର୍ଶ ରଘୁନନ୍ଦନଃ ॥ ୧ ॥

ତାଂ ନଦୀମେକକୂଳେନ ସର୍ବୀୟମୁସରନ୍ ନୃପଃ ।

ଆଗତଃ ସମୁଦ୍ରାତ୍ୟନ୍ତଃ ଦେଶଃ ରଘୁନନ୍ଦନଃ ॥ ୨ ॥

ଅଥ ତସ୍ମିନ୍ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ତୁ ବ୍ରହ୍ମା ଲୋକପିତାମହଃ ।

ସର୍ବେଃ ପରିବ୍ରତୋ ଦେବୈର୍ହାସିଭିଃ ମହାତ୍ମାଭିଃ ॥ ୩ ॥

ଆଗଚ୍ଛନ୍ ଯତ୍ର କାକୁତ୍ସ୍ଥଃ ସ୍ୱର୍ଗାୟ ସମୁପସ୍ଥିତଃ ।

ବିମାନବରକୋଟୀଭିର୍ଦ୍ଦିବ୍ୟାଭିରଭିସଂବ୍ରତଃ ॥ ୪ ॥

୧-୨ । ଲୋ-ଟୀ । ନଦୀଃ ସରସ୍ୱତୀଃ ଓ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ମୀକୃତା ଅଧ୍ୟାର୍କଯୋଜନଃ କିଂକ୍ଷୁଦାଧି ଅଧିକଂ ଯୋଜନମ୍ । 'ଉପାଧ୍ୟାର୍କଯୋଜନ'ମିତି ବିମଳବୋଧଃ । ଆକୂଳାବର୍ତ୍ତାମ୍ ଆବର୍ତ୍ତାକୂଳାମିତ୍ୟର୍ଥଃ । 'ଏକକୂଳେନ'ତି ବା ପାଠଃ । ଅଭ୍ୟୁସରନ୍ ଅଭ୍ୟୁଗଚ୍ଛନ୍ ହିମବନ୍ଧଃ ହିମପାଦନିଃସ୍ରୁତତ୍ୱାତ୍ ତାମେବ ଶୀତଳତ୍ୱଂ ମଳକ୍ଷାଳନାୟ ଦଦର୍ଶ ଚିନ୍ତିତବାନିତ୍ୟର୍ଥଃ । ତଥାହି—'ବୀରାଂଗଂ ପାପନାଶାୟ ସଂଯୁଗେଷ୍ଠତିସ୍ତୁଧାତାମ୍ । ଶକ୍ତରଞ୍ଜନଂ ଗଚ୍ଛନ୍ ଧ୍ୟାୟେନ୍ନା ମନସା ଚ ତସି'ତି ବଚନମିତି ବିମଳବୋଧଃ ।

୩ । ଲୋ-ଟୀ । ସ୍ୱର୍ଗାୟ ସ୍ୱର୍ଗଂ ଯାତୁମ୍ । ଦେବୈଃ ରାଜାଭିଃ । 'ଦିବ୍ୟାଭିରଭିସଂବ୍ରତ' ଇତି ବା ପାଠଃ ।

ରଘୁନନ୍ଦନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କିଂକ୍ଷୁଦାଧିକ ଅଧ୍ୟାର୍କଯୋଜନ ପଥ ଅତିବାହିତ କରିয়া ପଶ୍ଚିମ-  
ଦିଗ୍‌ବାହିନୀ ପୁଣ୍ୟସଲିଳା ସରସ୍ୱତୀ ଦର୍ଶନ କରିଲେନ ॥ ୧ ॥

ମହାରାଜ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭ୍ରମାତ୍ୟ ଏବଂ ପୁରବାସୀଦିଗର ସହିତ ଏକ ତୀର ଧରିয়া  
ସେହି ସମସ୍ତ ସରସ୍ୱତୀର ଅଭ୍ୟୁସରଣ କରତ ଏକସ୍ଥାନେ ( ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ୱର୍ଗପ୍ରାପକ 'ଗୋପ୍ରତାର'  
ପ୍ରଦେଶେ ) ଆସିয়া ଉପସ୍ଥିତ ହଇଲେନ ॥ ୨ ॥

କାକୁତ୍ସ୍ଥ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱର୍ଗେ ଗମନ କରିବାର ଜନ୍ତ୍ର ସେ ସ୍ଥାନେ ଆସିଆ ଉପସ୍ଥିତ ହଇଲେନ,

୧ । ହ 'ଅଭ୍ୟୁସରନ୍ ଓ ପ୍ରତି' । ୨ । ହ 'ଆକୂଳାବର୍ତ୍ତାଃ ସର୍ବୀୟମୁସରନ୍ ନୃପଃ' । ୩ । ହ 'ସମୁଦ୍ରୋ ରାମ' । ୪ । ହ 'ଆବର୍ତ୍ତୋ ଯତ୍ର' । ୫ । ହ 'ଦେବୈର୍ହାସିଭିଃ' ।

দীপিতং সৰ্ব্বমাকাশং জ্যোতিৰ্ভূতমমৃতমম্ ।

আগতৈস্তৈঃ স্বতেজোভিঃ স্বর্গিভিঃ পুণ্যকর্ম্যভিঃ ॥ ৫ ॥

পুণ্যা বাতা ববুস্তত্র গন্ধবন্তঃ সুখাবহাঃ ।

মহৌঘশচাপি পুষ্পাণাং নাকপৃষ্ঠাৎ পপাত হ ॥ ৬ ॥

তস্মিন্স্থূর্য্যশতাকীর্ণে গন্ধর্ব্বাপ্সরসায়ুতে ।

সরযুপুলিনে রামঃ পদ্ম্যামেবোপচক্রমে ॥ ৭ ॥

ততঃ পিতামহো বাণীমস্তরীক্ষাদভাষত ।

আগচ্ছ বিশেষা ভদ্রং তে দিষ্ট্যা প্রাপ্তোহসি মানদ ॥ ৮ ॥

৬। লো-টা। মহৌঘবৎ মহাজলসমূহ ইব।

৭। লো-টা। পদ্ম্যামেব পাদোপলক্ষিতেন বেহেনেত্যর্থঃ।

সমস্ত দেবগণ এবং মহাত্মা ঋষিবৃন্দে পরিবৃত লোকপিতামহ ব্রহ্মা স্বর্গীয় কোটি কোটি বিমানে পরিবৃত হইয়া সেই মুহূর্ত্তে সেই স্থানে আগমন করিলেন ॥ ৩-৪ ॥

সেই সমাগত পুণ্যকর্ম্মা স্বর্গবাসীদিগের স্ব স্ব তেজে প্রদীপ্ত হইয়া সমগ্র নভোমণ্ডল উত্তম জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিল ॥ ৫ ॥

তথায় সুখাবহ সুরভিত পবিত্র বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং স্বর্গপৃষ্ঠ হইতে রাশি রাশি পুষ্প পতিত হইল ॥ ৬ ॥

শত শত তূর্য্যধ্বনি-নিনাদিত গন্ধর্ব্ব এবং অঙ্গরারুন্দে পরিবৃত সেই সরযুতীরে রামচন্দ্র পদচারণা আরম্ভ করিলেন ॥ ৭ ॥

তখন পিতামহ ব্রহ্মা অন্তরীক্ষ হইতে এইকথা বলিলেন, বিশেষা, আগমন করুন, আপনার মঙ্গল ত' ? হে মানদ, সৌভাগ্যবশতঃ আমরা আপনাকে প্রাপ্ত হইলাম ॥ ৮ ॥

১। ক 'আদীপা'। ২। হ 'বয়ংপ্রভৈর্মহাদীপৈঃ'। ৩। হ 'খপ্রাঃ'। ৪। হ 'পপাত পুস্পবৃষ্টি-  
ভির্বাতিমুক্তা মহৌঘবৎ'। ৫। চ '-সং গণে'। ৬। হ '-সলিলে'। ৭। হ '-স্তাং সমুপ-'। ৮। হ 'বাচ-'।

ভ্রাতৃভিঃ সহ দেবাতৈঃ প্রবিশস্ব স্বকাং তনুम् ।

বৈষ্ণবীং মহাতেজস্তাবাকাশং সনাতনম্ ॥ ৯ ॥

ত্বং হি লোকপতির্দেব ন হি কেচিৎ প্রজানতে ।

ঋতে মত্তো বিশালাক্ষ ভূতপূৰ্বপরিগ্রহম্ ।

যামিচ্ছসি মহাতেজস্তাং তনুং প্রবিশ স্বয়ম্ ॥ ১০ ॥

পিতামহবচঃ শ্রুত্বা বুদ্ধ্যা সক্ষিস্ত্য রাঘবঃ ।

বিবেশ বৈষ্ণবং তেজঃ সশরীরং সহানুজঃ ॥ ১১ ॥

৯। লো-টী। স্বাং তনুং নারায়ণাখ্যাং সন্তপ্যাম্। যদ্বা, তব বৈষ্ণবং নিগুণং মহতেজঃ আকাশং ব্যাপকং সনাতনং নিত্যং যৎ তৎ প্রবিশ।

১০। লো-টী। এতচ্চ স্বরূপস্য মাযুতে কেহপি ন জানন্তীত্যাহ—ত্বং হীতি। লোকপালকত্বাং সন্তপ্যঃ, যদ যচ্চ তে তব পূৰ্বং পরিগ্রহঃ স্বীকারো যন্ত তন্নিগুণং মাযুতে কেচিদপি ন জানতে। ‘ন স্বাং জানাতি কশ্চন’ ইতি বা পাঠঃ। ‘পূৰ্বপরিগ্রহং পূৰ্বপ্রকৃতি’মিতি বিমলঃ। অৱস্থাম্ অচিন্ত্যং মহত্ত্বতমীশ্বরং সৰ্বং সংগৃহ্যন্তেহস্মিন্নিতি সৰ্বসংগ্রহং সৰ্বাধারম্। ‘লোকবিগ্রহ’-মিতি বা পাঠঃ। স্বকাং নিজাং তাং প্রবিশ, তনুং বিরলান্ অস্তিত্বপ্রাপ্যাম্। ‘তনুঃ কায়ে ষ্টি স্ত্রী স্তাৎ ত্রিঘ্নে বিরলে ক্লেশে’ ইতি কোষঃ।

১১। লো-টী। বৈষ্ণবং তেজো নিগুণস্বরূপম্।

হে মহাতেজস্বিন, দেবতুল্য ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত আপনি স্বীয় বৈষ্ণবী তনুতে অথবা সনাতন সৰ্বব্যাপী [ শুদ্ধ ব্রহ্ম-] স্বরূপে প্রবেশ করুন ॥ ৯ ॥

বিশালাক্ষ দেব, আপনি লোকসমূহের প্রভু, ইহা আমি ভিন্ন কেহই জানে না; হে মহাতেজস্বিন, আপনি পূৰ্বপরিগ্রহীত যে দেহ ইচ্ছা করেন স্বয়ং তাহাতেই প্রবেশ করুন ॥ ১০ ॥

রামচন্দ্র পিতামহের কথা শ্রবণপূৰ্বক মনে মনে চিন্তা করিয়া অনুজগণের সহিত সশরীরে বৈষ্ণবতেজোমধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥ ১১ ॥

১। হ ‘দেবেশ প্রবিশ ত্বং’। ২। এতবদ্ব্যক্ত হানে হ ‘যামিচ্ছসি মহাবাহো তাং তনুং প্রবিশ স্বয়ম্’। বৈষ্ণবীং ত্বং মহাতেজো যশাস্তনুসংস্পৃশ্যম্’। ইতি পাঠঃ। ৩। হ ‘ন স্বাং জানাতি কশ্চন’। ৪। অন্তঃ পরং হ ‘যামিচ্ছসি মহত্ত্বতমীশ্বরং সৰ্ববিগ্রহম্’। ইত্যধিকম্। ৫। হ ‘বীধ্য তাং’। ৬। হ ‘স্বকাং’। ৭। হ ‘বিনিদিত্য নতিঃ ততঃ’।

ততো বিষ্ণুগতং দেবং পূজয়ন্তি সুরেশ্বরম্ ।

সাধ্যা মরুদগণাশ্চৈব সেন্দ্রাঃ সাগ্নিপুরোগমাঃ ॥ ১২ ॥

যে চ দিব্যা ঋষিগণা গন্ধর্ব্বাপ্সরসশ্চ যাঃ ।

অপর্ণনাগযক্ষাশ্চ দৈত্যদানবরাক্ষসাঃ ॥ ১৩ ॥

সর্ব্বে প্রহৃষ্টাস্তুরিতাঃ অসংপূর্ণমনোরথাঃ ।

সাধু সাধ্বিত্যভাষন্ত ত্রিদিবে বিগতজ্বরাঃ ॥ ১৪ ॥

অথ বিষ্ণুর্মহাতেজাঃ পিতামহমুবাচ হ ।

এষাং স্থানস্ত লোকানাং দাতুমর্হসি স্তত্রত ॥ ১৫ ॥

এতে হি সর্ব্বে স্নেহান্মামনুয্যাস্তি যশস্বিনঃ ।

ভক্তাশ্চ গমনে শক্তাস্ত্যক্তান্নানশ্চ মৎকৃতে ॥ ১৬ ॥

তচ্ছ্রুত্বা বিষ্ণুবচনং ব্রহ্মা বাক্যমথাত্রবাৎ ।

লোকান্ সম্ভানকান্ রাম যাস্ত্যন্তি অসমাহিতাঃ ॥ ১৭ ॥

১৪। লো-টী। গতকন্মথাঃ গতজ্বরঃ।

অনন্তর ইন্দ্র এবং অগ্নিপ্রমুখ দেবগণ এবং সাধ্য ও মরুদগণ বিষ্ণুপ্রাপ্ত দেব সুরেশ্বরকে পূজা করিতে লাগিলেন ॥ ১২ ॥

স্বর্গে দিব্যঋষিগণ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরাঃ, গরুড়, সর্প, যক্ষ, দৈত্য, দানব এবং রাক্ষসগণ সকলেই আনন্দিত, পূর্ণকাম এবং সম্ভাপরহিত হইয়া ‘সাধু সাধু’ বলিতে লাগিলেন ॥ ১৩-১৪ ॥

পরে মহাপ্রভাবসম্পন্ন বিষ্ণু পিতামহ ব্রহ্মাকে বলিলেন—হে স্তত্রত, এই সমস্ত লোকদিগের বাসস্থান প্রদান করুন ॥ ১৫ ॥

ইহারা সকলে স্নেহবশতঃ আমার অনুগমন করিতেছেন, ইহারা আমার জন্ত আত্মত্যাগ-পরায়ণ, আমার ভক্ত, যশস্বী এবং অনুগমনে সমর্থ ॥ ১৬ ॥

বিষ্ণুর সেই কথা শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা বলিলেন—রাম, অনন্তমনাঃ ইহারা

১। হ ‘তমং দেবাঃ’। ২। হ ‘সুরোত্তমম্’। ৩। হ ‘সন্তপা’। ৪। হ ‘অমুদিতাঃ কষ্টাঃ’। ৫। হ ‘সাধ্বিত্যে তে সর্ব্বে ত্রিদিব্যা বভাবিরে’। ৬। হ ‘লোকানেবাঃ জনোথানাঃ’। ৭। ‘ইমে’। ৮। হ ‘গচ্ছয়ন-’। ৯। হ ‘ভক্তিত্বাশ্চ ভক্তান্নানোহথ’। ১০। হ ‘মুবাচ হ’। অন্তঃ পরং ‘এবমেতদ্ব্যহাংহো যথা বদসি স্তত্রত’। ১১। হ ‘লোকং সম্ভানকং নাম যাস্ত্যন্তে হুর্জরম্’।

যশ্চ তিৰ্য্যগ্গতোহপ্যত্র রামমেবানুচিস্তয়ন্ ।

প্রাণাস্ত্যক্ষ্যতি ভক্ত্যা বৈ সন্তানে স নিবৎসৃতি ॥ ১৮

এবং সন্তানকে বাসো ব্রহ্মলোকাদনস্তরে ।

কৌর্তির্থাবচ্চ রামস্ত তাবদেষাং ভবিষ্যতি ॥ ১৯ ॥

বানরাশ্চ বিযোনিভ্বং ঋক্ষরাক্ষসজাতয়ঃ ।

তিৰ্য্যগ্গ্যোনিং সমুৎসৃজ্য যাস্তু পূর্ব্বাং স্বকাং তনুন্ম ।

সর্ব্বেভ্যো নাগযক্ষৈভ্যঃ স্বস্থানং প্রাপ্নুবন্ত চ ॥ ২০ ॥

যেভ্যো বিনিঃসৃতা হেতে দেবদানববিক্রমাঃ ।

তে শ্রয়িষ্যন্তি তানেব স্বর্গে দেবর্ষিসেবিতে ॥ ২১ ॥

১৮। লো-টী। যঃ ত্যক্ষ্যতি।

১৯। লো-টী। বাসং বাসঃ।

২১। লো-টী। যেভ্যো ঋষিনাগযক্ষৈভ্যঃ যে বানরা নিঃসৃতাঃ যে চ সুরাসুরসমুদ্ভবাঃ, তে চ ভৎস্থানং প্রাপেদিরে ইতি সার্কেনাশ্রয়ঃ।

‘সন্তানক’নামক লোকে গমন করিবে ॥ ১৭ ॥

তিৰ্য্যগ্গ্যোনিপ্রসূত হইয়াও যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে রামকে চিন্তা করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিবে, সে ‘সন্তান’লোকে বাস করিবে ॥ ১৮ ॥

রামচন্দ্রের কৌর্তি যতদিন থাকিবে, ততদিন ইহারা ব্রহ্মলোকের সন্নিহিত ‘সন্তান’লোকে বাস করিবে ॥ ১৯ ॥

[ দেবাদির অংশপ্রসূত ] বানর এবং ঋক্ষ ও রাক্ষসগণ বিযোনিভ্ব প্রাপ্ত হউক, [ অর্থাৎ ] তিৰ্য্যগ্গ্যোনি পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় পূর্ব্বশরীরে প্রবিষ্ট হউক এবং সমস্ত নাগ এবং যক্ষ হইতে স্বীয়স্থান লাভ করুক ॥ ২০ ॥

দেবতা এবং দানবের আয় বিক্রমশালী ইহারা যে যে-দেহ হইতে নিঃসৃত হইয়াছিল, দেবতা ও ঋষিসেবিত স্বর্গলোকে সে সেই দেহ আশ্রয় করিবে ॥ ২১ ॥

১। হ ‘তিৰ্য্যগ্গ্যোনিগতোহপ্যত্র রাম মেবানুচিস্তয়ন্’। ২। হ ‘চ স সন্তানে’। ৩। ক ‘-রং’। ৪। হ ‘স্বকাং যোনিং সহিতা ঋক্ষরাক্ষসঃ’। ৫। হ ‘সর্ব্বাঃ’। ৬। ইতঃ পাদটীকান্বয়ে হ ‘যেভ্যো বিনিঃসৃতাঃ সর্ব্বে সুরাসুরসমুদ্ভবাঃ। যেভ্যো নাগযক্ষৈভ্যঃ স্থানং তেহপি প্রাপ্ত বৈ’। ইতি পাঠঃ।

তথোক্তবতি দেবেশে গোপ্রচারমুপাগমৎ ।

তৎ সৰ্বং সরযুং ভেজে হর্ষপূর্ণেন চেতসা ॥ ২২ ॥

অবগাহ্যভবৎ প্রীতো যো যন্তুং সলিলং ততঃ ।

মানুষং দেহমুৎসৃজ্য বিমানং চারুরোহ সঃ ॥ ২৩ ॥

তির্য্যগ্যোনিগতানাক সৰ্ব্বেষাং সরযুজলে ।

দিব্যং বপুঃ সমভবদ্ ভাস্করস্তেব সম্পদা ॥ ২৪ ॥

জঙ্গমানি চ সত্ত্বানি স্থাবরাণি তথৈব চ ।

প্রাপ্য তং তোয়বিক্রেদং স্বর্গলোকমুপাগমন্ ॥ ২৫ ॥

২২। লো-টী। গোপ্রচারং গবাং প্রচারঃ প্রতরণং পারগমনং যস্মিন্ তৎসাহসম্।  
'গোপ্রচার'মিতি পাঠে গাবঃ পারং গন্তং প্রচরন্তি অস্মিন্নিতি তৎ, পারগমনমিত্যর্থঃ।

২৪। লো-টী। অবিক্রবং বৈক্রব্যরহিতং সমভবত্তেবাং সম্পদা কাস্ত্যান্দিসম্পদা বিশিষ্টম্।

২৫। লো-টী। তন্তোয়বিক্রেদং তস্তা নজান্তোয়বিক্রিয়তাম্ আত্মীভূততাম্।

ব্রহ্মা এইরূপ বলিলে তাহারা সকলে 'গোপ্রচার'তীর্থে উপস্থিত হইয়া  
হৃষ্টচিত্তে সরযুনদীতে অবতরণ করিল ॥ ২২ ॥

যাহারা সেই সরযুনদীর জলে অবগাহন করিয়া প্রীত হইল, তাহারা  
পরস্পরেই মমুষ্যদেহ পরিত্যাগ করিয়া বিমানে আরোহণ করিল ॥ ২৩ ॥

সরযুনদীর জলে তির্য্যগ্যোনিপ্রসূত সমস্ত প্রাণীরও সূর্য্যের ত্রায় তেজোদীপ্ত  
সুন্দর শরীর হইল ॥ ২৪ ॥

স্থাবর এবং জঙ্গম প্রাণিসমূহ সেই সরযুনদীর জলে [ সিক্ত হইয়া অর্থাৎ ]  
স্নান করিয়া স্বর্গলোকে গমন করিল ॥ ২৫ ॥

১। হ 'প্রচারমুপাগমন্'। ২। হ 'তৎ সৰ্ব্বে'। ৩। হ 'ভেজুঃ হর্ষপূর্ণনোরথাঃ'। ৪। 'ন প্রীত  
হইবৎ'। ৫। হ 'সোহবিরোহতি'। ৬। হ 'ইন্দ্রব য়ে সত্বাঃ'। ৭। ইতি পাদটীকহান্বে হ 'প্রাপ্য তে  
তোয়বিক্রেদং দেবলোকমুপাগমন্'। আদিভাটভরদেব হৃদীবঃ সূর্য্যমণ্ডলম্। অখ্যাক্তে নাগযক্যাক্ত তে বাঃ বাঃ প্রজপ্তেদিয়ে।  
অহরা বাহুধানাক্ত বানরা রাক্ষসৈঃ সহ'। ইতি পাঠঃ।

নানায়ুথৈঃ সমায়াতা ঋক্ষবানররাক্ষসাঃ ।

স্বানেষ বিবিশুঃ সৰ্বে দেহান্ নিক্ষিপ্য তেহন্তসি ॥ ২৬ ॥

তথা স্বৰ্গগতিং কৃত্বা রামঃ সৰ্ব্বমুরোত্তমঃ ।

জগাম ত্রিদশৈঃ সার্কিং সংগ্রহ্যকৌ মহামতিঃ ॥ ২৭ ॥

ততঃ প্রতিষ্ঠিতো বিষ্ণুঃ স্বৰ্গলোকে যথা পুরা ।

যেন ব্যাপ্তমিদং সৰ্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥ ২৮ ॥

ততো ভূতাঃ সগন্ধৰ্বাঃ সিদ্ধাশ্চাম্বরসাং গণাঃ ।

নিত্যশঃ শ্রাবয়ন্তীদং কাব্যং রামায়ণং দিবি ॥ ২৯ ॥

[ লো-টী। ] বাতুধানা রাক্ষসা অস্ত্রৈ রাক্ষসৈঃ সহ, কে তে রাক্ষসাঃ ? “অমৃতম্নো-  
হমৃতানী চ ত্রৈলোকেষু বিয়দগৃহী । দ্রুদক্ষোহনিলো বজ্রো রামঃ বিপ্রপুংসর”মিতি পুৰাণবচনাৎ ।  
বিত্তীর্ণাশ্রিতা রাক্ষসা বিরক্তা জগ্মুরিতি বিমলবোধাঃ ।

২৬। লো-টী। স্বানেবেতি পাঠঃ। ‘স্বস্থানে’ বা ।

সমাগত বিবিধ-মুখবিশিষ্ট সেই ঋক্ষ, বানর ও রাক্ষসগণ একত্র আসিয়া  
সকলে সরযুসলিলে দেহ নিক্ষেপ করিয়া নিজ নিজ [ পূর্ব- ] স্বরূপে প্রবেশ  
করিল ॥ ২৬ ॥

সৰ্বদেবশ্রেষ্ঠ মহামতি রাম সেইরূপে সকলের স্বৰ্গগতি সম্পাদন করিয়া  
সানন্দে দেবগণের সহিত প্রস্থান করিলেন ॥ ২৭ ॥

অনন্তর যিনি এই চরাচর সমগ্র ত্রিভুবনে পরিব্যাপ্ত, সেই বিষ্ণু পূর্বের ন্যায়  
স্বৰ্গলোকে প্রতিষ্ঠিত হইলেন ॥ ২৮ ॥

তার পর হইতে ভূত, গন্ধৰ্ব, সিদ্ধ এবং অম্বরগণ প্রতিদিন স্বর্গে এই  
রামায়ণকাব্য শ্রবণ করাইতে লাগিলেন ॥ ২৯ ॥

১। হ ‘বানৈশ্চ’। ২। ৩ ‘গন্তসি’। ৩। হ ‘দধা’। ৪। হ ‘সৰ্বানমুত্তমাম্’। ৫। হ ‘কট্টৈকট্টো  
মহাবাণাঃ’। ৬। ক ‘লোকং’। ৭। হ ‘দেবাঃ’। ৮। হ ‘সিদ্ধাশ্চাম্বরসাং গণাঃ’। ৯। হ ‘শুভম্’।

সপুত্রবান্ধবাস্ত্রে দেবাঃ সপরমর্ষয়ঃ ।

যক্ষাশ্চৈব মহাভাগা অশৃণ্বন বৈষ্ণবং স্তবম্ ॥ ৩০ ॥

বিষোঃ প্রিয়মিদং নিত্যং পুঙ্করাক্ষস্তু ধীমতঃ ।

শৃণ্বন্তি নিত্যমুদ্রাস্তে কাব্যং বান্দ্রীকিনা কৃতম্ ॥ ৩১ ॥

ইত্যৰ্ধে বান্দ্রীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে স্বর্গারোহণং নাম  
পঞ্চদশাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১১৫ ॥

### ইত্যুত্তরকাণ্ডং সমাপ্তম্ ॥

[ লো-চী । ] স অক্ষা পাণাং প্রমুচ্যতে । একচিত্তো বা 'একচিত্তেন' বা পাঠঃ । অব্যাগ্রং অব্যাকুলং যথা ভবতি তথা । ভবিষ্যৎ অথমেধাৎ পরম্, উত্তরং উত্তরকাণ্ডশেষং তদেব তৎসহিতং রামায়ণোত্তরং রামায়ণস্ত উত্তরকাণ্ডম্, উত্তরং শ্রেষ্ঠং বা, বিস্তরং বহুলং যথা ভবতি । কিঞ্চ, স্মৃথেন অনায়াসেন উৎপন্নানি জ্ঞাতানি অপত্যাদীনি বর্জ্যে তস্ত পুণ্যানি পুণ্যবহুলানি চ । সর্বার্থসম্পদঃ সর্বৈষে পুঙ্করার্থান্তেষাং সম্পদঃ সিদ্ধিঃ, জ্ঞানঞ্চ, জ্ঞাননা জ্ঞানপ্রভৃতীত্যাৰ্থঃ । যঃ সর্বলোকেষু সর্বেষাং

সেখানে পুত্র, বন্ধু এবং ঋষিগণের সহিত মহাভাগ দেবগণ এবং যক্ষগণ বিষ্ণুর স্তব শ্রবণ করিলেন ॥ ৩০ ॥

[ তাঁহারা ] ধীমান্ পদ্মলোচন বিষ্ণুর সর্বদা প্রিয় মহর্ষি বান্দ্রীকিকৃত এই রামায়ণ-কাব্য প্রত্যহ গ্রীষ্মাবসানে ( অর্থাৎ দিবাবসানে, সায়ংকালে ) শ্রবণ করেন ॥ ৩১ ॥

মহর্ষি বান্দ্রীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে স্বর্গারোহণ-নামক  
১১৫তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১৫ ॥

১। ইত্যঃ শ্লোকদ্বয়স্থানে ছ-পুস্তকে 'এতচ্চি সর্বসাধ্যাতঃ সোত্তরং ব্রহ্মপুজিতম্ । যচ্চেনং শৃণুন্নান্নিত্যং সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ পঠনেকমপি শ্লোকং সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ যচ্চেনং শৃণুন্নান্নিত্যং গুচিহঁত্বা সমাহিতঃ । বিষ্ণুনাচরিতং লোক স মহাত্মা বিশুদ্ধতি ॥ য ইদং নিখিলং সর্বং যদ্বাখ্যানং সদা মুখা । ত্রয়তে স বিশুদ্ধাত্মা পুত্রবান্ ধনবান্ ভবেৎ ॥ শৃণুদ্যদেকচিত্তো বা নারায়ণপরায়ণঃ । স হি যোগৈর্গর্হ্যযোইরবিমুচ্যতে হৃদাকর্ষৈঃ । অযোধ্যাপি পুরী রম্যা সর্বা পূজাহতবস্তবা । স্বযন্তং প্রাপা রাজানং নিবাসমুপধাততি । এতদাখ্যানমব্যগ্রঃ সত্যব্রজোত্তরং বিজঃ । বান্দ্রীকিঃ কৃতবান্ সর্বং ব্রহ্মপৌছমুদতে প্রভুঃ । রামায়ণোত্তরমিদং শ্রাবয়েন্ যো নরো বিজ্ঞান্ । তস্ত কীর্ত্তির্গতিতেজো বিস্তরং সখনং বলম্ । সুখোৎপন্নানি বর্জ্যে পুণ্যানি চ স্থানি চ । সর্বার্থসম্পদঃ সিদ্ধির্ভবেত্তস্ত ন শংশয়ঃ । রামায়ণং বাচয়িত্বা যঃ ক্রিণাহ প্রবর্ততে । ন তস্ত দুর্লভং কিঞ্চিদিহ লোকে পরম্ চ । লোকত্রয়স্ত কর্ত্তারং রাবং যো শরণং গতাঃ । ন তে পতন্তি



লোকানাং গুণান্ বদেত্ততাপি কা শক্তিরিত্যর্থঃ। সৰ্কেবাং পূৰ্বপুংস্বাপেক্ষা। ইদং কাব্যং শ্রদ্ধা  
গুরুমুখ্যং শ্রদ্ধা পঠন্তি তেবাং নৃণাম্। অন্তঃ অন্তঃ গচ্ছতীতি তথা, প্রবসিতাঃ প্রবাসং কুর্বাণাঃ,  
সমাধিনা একচিত্তেন, রাজপুত্রেণ রাজ্যকামেন গৰ্ভিণ্যা দ্বিরা পুত্রার্থিতা শ্রোতব্যমিত্যর্থঃ। ধারয়তঃ  
কীৰ্ত্তয়তঃ। ইহ চ মোদতে প্রেতা যুস্মা জিহ্বিবে স্বর্গে চ মোদতে ইত্যর্থঃ। নিবেশঃ নগরাদিরূপেণ  
বিজ্ঞাসং রচনামিত্যর্থঃ। যথাবৃত্তং যথাবচরিতম্ অহুতিষ্ঠন্ শ্রবণকীৰ্ত্তনাদিনা সেবমানঃ, কীৰ্ত্তিঃ সাক্ষাদ্  
গুণকথনং খ্যাতিং পরোকগুণকীৰ্ত্তনং সৌখ্যং সুখম্। গোবিসর্গে প্রাতঃকালে, “দিবসমুখং  
গোসর্গঃ প্রাতর্বৃষ্টিঞ্চ নিদ্রিষ্ট”মিতি রত্নমালা। যঃ পঠেৎ, কনকশৃঙ্গিণাং কনকশৃঙ্গবতীনাং গবাং  
দিনে দিনে শতং দদৎ যৎ কলমাপ্নুয়াৎ, কাংস্ত্রে পাত্রবিশেষে স্নেহেন গাং পরো দ্রুত ইতি স্নদোহঃ  
পরো বিজ্ঞতে বাসু তাসাম্।

ইতি শ্রীলোকনাথ-চক্রবর্তিকৃতায়ামৃতরকাণ্ডমনোহরায়াম্ স্বর্গাবোহণম্।

সমাপ্তম্ \* ॥ ১১৫ ॥

নিরয়ঃ যন্তি বিকোঃ পরং পদম্। ন তত্র দানবাঃ সন্তি ন পিশাচা ন রাক্ষসাঃ। যত্র দেবো গৃহে বিকুঃ কীৰ্ত্তিতে হি সদা  
প্রভুঃ। কা শক্তিঃ সৰ্কলোকেষু হুচিরেণাপি ভাবিতুম্। রামলক্ষণসৌতানাং সাকলোন গুণান্ কচিৎ। যস্ত জিহ্বাসহশ্রু  
সহশ্রবদনশ্র যঃ। প্রাজঃ সধিগণানাঞ্চ স স তেবাং গুণান্ বদেৎ। ইদং রামায়ণং কাব্যং পঠতাং রাঘবোত্তরম্। ইহৈব  
সৰ্কপাপানি বিনশন্তি সদা নৃণাম্। পুণ্যকালেযু যো বিদ্বান্ পাঠেজ্ঞামায়ণং নরঃ। ন তস্তাপি ভবেৎ কাচিৎ সৰ্কপুঞ্জো ভবেৎ  
সদা। ত্রিপ্রো বেদপ্রধানঃ ত্র্যং ক্ষত্রিয়ো বিজয়ী ভবেৎ। বৈকোহপি ধাত্তখনবান্ শূদ্রঃ হৃথমবাপ্নুয়াৎ। শৃন্তি য ইদং  
পুণ্যমার্থং বাস্মাকিনা কৃতম্। শ্রদ্ধাখানা জিতক্রোধা দুর্গাণ্যতিতরন্তি তে। সমাগমং প্রবসিতৈর্জিতস্তে চাপি বাকবাঃ।  
সততং রাজপুত্রেণ গৰ্ভিণ্যা চ মনোরমম্। শ্রোতব্যং রাজ্যকামেন পুত্রার্থিতা সদা দ্বিরা। ইদং রামায়ণং পুণ্যং শৃন্ততঃ  
পঠতঃ সদা। ক্রীতয়ে ভগবান্ রামঃ স হি বিকুঃ সনাতনঃ। দেবাশ্চ সৰ্কৈ তুজন্তি কীৰ্ত্তনাচ্চুঃখাণ্ডবা। রামায়ণং শ্রাবয়তঃ  
জ্ঞন্তি পিতরত্যা। এতদাখ্যানমায়ুতং পঠন্ রামায়ণং নরঃ। সপুত্রপৌত্রজিহ্বিবে প্রেতা চেহ চ মোদতে। এতদাখ্যানম-  
বায়ঃ প্রভবিকোঃ পরং বিজঃ। কৃতবান্ প্রচেতসঃ পুত্রো বাস্মাকির্দুঃখনিবৃত্তমঃ। এবনেতদ্ যথাবৃত্তং সমুখায় সমাহিতঃ।  
শৃন্তু খ্যাতিক কীৰ্ত্তিক ধর্ম্মার্থো সমমুদৃতঃ। রামায়ণং গোবিসর্গে যথাহে বা সমাহিতঃ। সন্ধ্যারামপরাঙ্ক চ  
বাচরসাকীদতি। গবাং শতং কনকশৃঙ্গিণাং দরদিনে দিনে চেহ কলং সমা[বদা]প্নুয়াৎ। তদাপ্নুয়াৎ বিগতভরো  
বহুশ্রুতঃ পঠেতু যো দশরথপুত্রসমুদয়ম্। ইতি পাঠঃ।

\* অন্তঃ পরদাদর্শপুত্রে পভমিদং লিখিতমতি—

“লিখনপরিভ্রমবেত্তা ভবতি হি বিশ্বজ্ঞানো নাতঃ।

সাম্প্রলক্ষ্যনবেদং হুমানেকঃ পরং বেদ।” ইদং লিপিকরজেতি প্রতিভাতি।

আনৈবীম্বথক শ্মশেবনিস্ত্রান্ বানাদিশুরঃ পুরা  
 'মেলা'ধাং কমপীহ তেহু নিয়মং দেবীবরে বগ্নতি ।  
 যে মাধ্যাহ্নমুপেত্য তত্র নিতরাং বৈমত্যভাজো যযু-  
 র্দেশং সম্ভ্রতি 'মেদিনীপুর'গতং রাঢ়োদ্ভ্রায়োর্মধ্যাগম্ ॥  
 মাধ্যাহ্নান চ মেলবন্ধনবিধৌ মধ্যাহ্নে কুচিং বিভ্রতো  
 দেশে চাপি চ মধ্যবর্তিনি গতা দ্বাবিংশতি 'গ্রাম'জাঃ ।  
 রোয়াং শ্বেতর-পূর্কজাত্যজ-গঠৈর্বিচ্ছিত্ত যোগং সমঃ  
 মধ্যাশ্রেণিতয়া গতা অন্তিনবং সামাজিকং বন্ধনম্ ॥  
 তেষাং কশ্চন 'নাড়মা'ভিধমগাদ্ গ্রামং স্ত্রীসত্তমৈঃ  
 পূর্ণং ভূরিযশাঃ সভাপতিরত্বদ্ব 'নারায়ণ'গড়'স্বাপতেঃ ।  
 শ্রোতস্মার্ত্তবিধানবিদ্ব বিধিপরো বিদ্বান্ গৃহস্থাপ্রমৌ,  
 যৎশে 'বলিবৈখ'ক্লং প্রতিনিদং বিপ্রোহধুনাপীক্ষ্যতে ॥  
 সীতানাথ ইতীরিতো বহুতপাস্তত্র প্রসূতোহনয়ে  
 শ্রদ্ধারাম্বনিজেষ্ঠৈদবতমহুঃ পুণ্যেন লেভে স্মৃতম্ ।  
 বিদ্বাংসং বহুশিষ্যমৌলিমধুপামৃষ্টোভিষ্ম পদ্মং কবিং  
 যঃ স্বীয়ে বহুপণ্ডিতে জনপদে খ্যাতিং দধদ্রাজতে ॥  
 বিভালাভকৃতে বিহার্য তবনং বাল্যো বিদেশং গতঃ  
 পিত্রোঃ স্বর্গতরোনিষ্ঠাভবিমনা নারায়ণ স্বদেশশ্রুতি ।  
 বাৎসল্যাদ্ গুরুণা স্ববাসনিকটে বাসায় সঞ্চোদিতো  
 গ্রামেহদূরতরে বিতীৰ্ণপুং কৃষ্ণালয়ং বর্ন্ততে ॥  
 শ্রীঅঘোরাভিধানস্ত স্মৃতস্তস্ত মহাস্থানঃ ।  
 রঘুবংশে মহাকাব্যো বিনির্মায় সুবোধিনীম্ ॥  
 মূর্ত্তশ্রী-সচ্চিদানন্দশ্রীতয়ে বদবাগ্ময়ম্ ।  
 অপূৰ্ণং কাব্যমীমাংসাসুপ্রবণং চ সমাপয়ন্ ॥  
 নৈষধীয়ে মহাকাব্যো টীকাং বিদ্বান্ভাতিথাম্ ।  
 কুৰ্কন্ সংস্কৃতবানেতে রামায়ণ-মনোহরে ॥  
 অঘোরবিন্দুবাসিন্তোঃ পিত্রোরেবা সমর্পাতে ।  
 অঘোরবিন্দুবাসিন্তোরিব পাদাযুজ্ঞে কৃতিঃ ॥  
 বেদবজ্রব্রহ্মগুহ্যং শুবিমিতে শাকহায়নে ।  
 নভস্তে রথধাত্রায়াং সমাপ্তিমিদমাগমং ॥

শ্রীহেমন্তকুমার-কাব্য-ব্যাাকরণ-তর্কতীর্থ-ভট্টাচার্য্যকৃতে সটীকাঙ্কবাদে রামায়ণসংস্করণে গোড়ীরপাঠে

উত্তরকাণ্ডে সমাপ্তম্ ॥



ଜଗନ୍ନାଥୋତ୍ସବଂ ଶ୍ରୀମତଃ ।











